আগ্রা ও বঙ্গরাজধানীর

রাজস্বসম্পকীয় আইনের পথদর্শক গ্রন্থ।

তন্মধ্যে রাজস্ব বিষয়ের যত আইন এইক্ষণে চলিত আছে তাহা

বিষয় বিভাগানুসারে সংগৃহীত হইয়া

শ্রীযুত জান মার্সমন সাহেবকর্তৃক

প্রকাশিত হইল।

১৮৩৫ সালের ১ সেপ্তেম্বর তারিখপর্য্যন্ত যত আইন

হইয়াছে সে সমুদায় এই গ্রন্থের মধ্যে

পাওয়া যাইবে।

দ্বিতীয় বালম।

শ্রীরামপুরের মুদ্রাযন্ত্রে মুদ্রাঙ্কিত হইল।

১৮৩৬।

২ দ্বিতীয় বালমের নির্ঘণ্ট।

---

১২ অধ্যায়।

রেবিনিউ কর্ম্মকারক।

রেবিনিউ বোর্ড।

রেবিনিউ কমিস্যনর।

কালেক্টর।

A 2

১৩ অধ্যায়।

কোর্ট ওয়ার্ডস।

১৪ অধ্যায়।

উত্তরাধিকারিত্ব ও ওয়ারিসী দাওয়া ও সাধারণ ভূমির অধিকারের বিষয়ে।

১৮ অধ্যায়।

অকর্ম্মণ্য সিপাহীপ্রভৃতির জায়গীর ও মুশাহেরা।

১৯ অধ্যায়।

স্পেসিয়ল অর্থাৎ বিশেষ কমিস্যনর।

২০ অধ্যায়।

ভূমিবিষয়ক বিবাদ।

২১ অধ্যায়।

নীল চাস ও ইউরোপীয়েরদের ভূমি অধিকারকরণ।

২২ অধ্যায়।

টাকার সুদ ও ভূমিবন্ধক দেওন।

২৩ অধ্যায়।

ভূমিপ্রভৃতি বিষয়ে নানাবিধ বিধি।

২৮ অধ্যায়।

ষ্টাম্প।

২৯ অধ্যায়।

আফীন।

৩০ অধ্যায়।

নিমক।

রেবিনিউ কর্ম্মকারক।

---

১২ অধ্যায়।

রেবিনিউ বোর্ড।

১ ধারা।

বোর্ড রেবিনিউর মূল নিয়ম।

১। জানান যাইতেছে যে উপরের উক্ত বোর্ড সকলের এক২ বোর্ডের সিরিশ্তায় যত২ জন সাহেব মোকরর্ হইবেন তাহার সংখ্যা নিরূপণ শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হুজুর কৌন্সেলেতে করিবেন ইতি।—১৮২২ সা। ৩ আ। ৪ ধা। ১ প্র।

বোর্ডসকলের সাহেবদিগকে মোকরর্ করিতে শ্রীযুতের বিশেষক্ষমতার কথা।

২। উপরের উক্ত তিন বোর্ডের সাহেবলোকেরা আপন২ ভার সম্পর্কীয় কার্য্যকর্ম্মের নির্ব্বাহার্থে রবিবার ও বন্ধের অন্য২ সময়ব্যতিরেকে প্রায় সর্ব্বদাই প্রতিদিন বৈঠক করিবেন ইতি।—১৮২২ সা। ৩ আ। ৪ ধা। ২ প্র।

ঐ২ তিন বোর্ডে সাহেব লোক মুলের লিখিত কালভিন্ন প্রত্যহ বৈঠক করিবার কথা।

৩। ঐ ২ বোর্ডের সাহেবলোকের আপনারদিগের ভারসম্পর্কীয় কর্ম্ম কার্য্য চলিবার প্রকরণের কোন প্রকারেতে যদি চলিত আইনের কোন আইনেতে বিশেষ করিয়া কোন হুকুম লেখা না গিয়া থাকে তবে ঐ২ বোর্ডের সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে এমত২ বিষয়েতে শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হুজুর কৌন্সেলহইতে যখন যে হুকুম দেন্ সেই২ হুকুম আপনারদিগের কার্য্যোপদেশ জানিয়া তদনুসারে কার্য্য করেন্ ও শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হুজুর কৌন্সেলহইতে চলিত কোন আইনেতে নিষেধের হুকুম নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকিলেও ঐ তিন বোর্ডের সাহেবদিগের অবস্থিতিকরণের স্থান নির্দ্দিষ্ট কলিকাতার হুকুমের তাবে দেশসকলের মধ্যেতে সময় বিবেচনাক্রমে যে২ মোকামে ঐ শ্রীযুতের বিহিত বোধ হয় তথায় চলিত আইনসকল জারী ও চলন হইয়া থাকে অথবা না হইয়া থাকে সেই২ মোকামেতে করিতে পারিবেন ইতি।—১৮২২ সা। ৩ আ। ৪ ধা। ৩ প্র।

ঐ তিন বোর্ডের সাহেবদিগের কর্ম্ম নির্ব্বাহ করণেরকোন প্রকরণে চলিত কোন আইনে কোন উপায় লেখা না থাকিলে ঐ সাহেবেরা যে হুকুম মতাচরণ করিবেন তাহার কথা।

বোর্ডের স্থান নিরূপণ করণে শ্রীযুতের বিশেষ ক্ষমতার কথা।

যে মতেতে ঐ বোর্ডের দুই জন সাহেবকে দেওয়া ক্ষমতামতে তথাকার এক জন সাহেব কার্য্য করিতে পারিবেন তাহার কথা।

৪। এই ধারানুসারে এমত নির্দ্দিষ্ট হইল ও জানান যাইতেছে যে বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের যে কোন সাহেবকে কিম্বা কোন বোর্ড কমিস্যনরের সাহেবদিগের যে কোন সাহেবকে ঐ সাহেবদিগের ক্ষমতা দেওয়া গিয়া থাকে তাঁহার মৃত্যু হইলে কিম্বা তিনি আপন কর্ম্মে ইস্তফা দিলে অথবা কোন মাতবর হেতুতে গরহাজির অর্থাৎ অনুপস্থিত থাকিলে ঐবোর্ডের দুই জন সাহেবকে অর্পণহওয়া সমস্ত ক্ষমতার কার্য্য ঐ বোর্ডের এক জন সাহেব উপরের লিখিত আইনের ৪ ধারার লিখনমতে করিবেন ইতি।—১৮১৭ সা। ২৪ আ। ৫ ধা।

কোন বোর্ডের সমস্ত সাহেবকে অর্পণহওয়া ক্ষমতা সেই বোর্ডের সাহেবদিগের কোন সাহেবকে দিতে শ্রীযুতের হজুর কৌন্সেলেতে ক্ষমতা থাকিবার কথা।

শ্রীযুতের হজুর কৌন্সেলেতে ঐ তিন বোর্ডের সাহেবদিগের প্রত্যেক সাহেবকে পৃথক২ বৈঠক করিয়া কিছু২ ক্ষমতার কার্য্য করিতে হুকুম দিতে ক্ষমতা থাকিবার কথা।

ঐ এক সাহেব শ্রীযুতের হজুর হইতে বিশেষ ক্ষমতা পাওন ব্যতিরেকে কোন কালেকটরসাহেবের করা হুকুম কি ফয়সলা রদ কি বদল করিতে না পাবিবার এবং ঐ বোর্ডের অন্য সাহেবের করা হুকুম কি ফয়সলা রদ কি বদল করিতেঐ এক সাহেবকে বারণ হওনের কথা।

৫। এই প্রকরণানুসারে জানান যাইতেছে যে শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের বৈঠকহইতে উপরের লিখিত তিন বোর্ডর কোন বোর্ডের সকল সাহেবের প্রতি যে সকল ক্ষমতার কার্য্যকরণের ভার হইয়াছে কোন হেতুপ্রযুক্ত যখন ঐ শ্রীযুতের বিবেচনাতে বিহিত বোধ হয় তখন ঐ সাহেবদিগের হুকুমের তাবে সমুদয় স্থানে অথবা বিশেষ কোন২ স্থানে সেই সকল ক্ষমতার কার্য্য করিবার হুকুম সেই বোর্ডের কোন সাহেবের প্রতি দিতে পারিবেন এবং যখন কর্ম্মের নির্ব্বাহ অতিত্বরা হইবার নিমিত্তে ঐ সাহেবদিগের ভারের কর্ত্তব্য কর্ম্মকার্য্যের বিভাগ করা অথবা ঐ বোর্ডের সাহেবহইতে কোন সাহেবকে বিশেষকোন কর্ম্মনির্ব্বাহ করিবার ভার দেওয়া উচিত বোধ হয় তখন ঐ শ্রীযুত কৌন্সেলের বৈঠকহইতে ঐ তিন বোর্ডের কোন বোর্ডের সাহেবদিগের নামে তাঁহারদিগের এক২ সাহেব এক সময়ে এক স্থানে আলাহিদা ২ বৈঠক করিয়া ঐ সকল ক্ষমতার কার্য্যকর্ম্ম আপনারা জনে২ কিছু২ করিয়া করিতে ভার লইবার হুকুম দিতে পারিবেন। কিন্তু জানান যাইতেছে যে এই প্রকরণের হুকুমমতে ঐ বোর্ডের সমুদয় ক্ষমতা কিম্বা তাহার কোন২ ক্ষমতা এক জন সাহেবকে অর্পণ হইলে যদি সেই এক জন সাহেব কোন কালেক্টর সাহেবের করা কোন হুকুম কি ফয়সলা পরিবর্ত্ত কি রদ করা উপযুক্ত বুঝেন্ তবে তাহাতে ঐ একসাহেব সেই বোর্ডের এক জন কি তাহাহইতে অধিক সাহেবের মতের ঐক্যতাব্যতিরেকে চূড়ান্ত হুকুম দিতে পারিবেন না কিন্তু যদি এমত২ বিষয়ে শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে ঐ সাহেবকে বিশেষ ক্ষমতা অর্পণ হইয়া থাকে তবে পারিবেন ও ঐ এক সাহেব ঐ বোর্ডের অন্য সাহেবের হজুরহইতে হওয়া কোন হুকুম কি ফয়সলা রদ কি পরিবর্ত্ত করিতে পারিবেন না ও জানান যাইতেছে যে কিছু কাল মিয়াদে কি সর্ব্বকালের নিমিত্তে ভূমির জমা মোকরর্ করিবার কোন বন্দোবস্ত যাবৎ শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে তাহা মঞ্জুরহওনের বিষয়ে নিরূপিত মতে হুকুম না হয় তাবৎ পুরা ও সাব্যস্থ বোধ হই

বেক না ও তাহা সরকারে কবুল করা হইবেক না ইতি।—১৮২২ সা। ৩ আ। ৫ ধা। ১ প্র।

মিয়াদী কি ইস্তমরারী জমা ধার্য্যের বন্দোবস্ত শ্রীযুতের মঞ্জুরী বিনা সাব্যস্ত না হইবার কথা।

৬। যদি কোন বোর্ডের দুই সাহেবের বৈঠকে কি তাঁহারদিগের দুই সাহেবের পৃথক২ বৈঠকে কোন বিষয়ের তজবীজ হইয়া তাহাতে ঐ সাহেবদিগের মতের অনৈক্য হয় তবে সে বিষয়ের নিষ্পত্তি করা মুলতবী রাখা গিয়া তৃতীয় এতাবতা অন্য যে সাহেব ঐ বোর্ডের মোকররী কিম্বা কায়েম মোকামরূপে অর্থাৎ কিছু কালের নিমিত্তে নিযুক্ত থাকেন্ তাঁহাকে ঐ বিষয় শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে বিষয় বুঝিয়া যে মতে অনুমতি করেন্ সেই মতে সোপর্দ্দ করা যাইবেক ও যে মতেতে অধিক সাহেব এক বাক্য হন্ সেই মত প্রবল হইয়া তদনুসারে কার্য্য করা যাইবেক ইতি।—১৮২২ সা। ৩ আ। ৫ ধা। ২ প্র।

কোন বিষয়ে কোন বোর্ডের দুই সাহেবের মধ্যে মতের অনৈক্য হইলে যে মতাচরণ হইবেক তাহার কথা।

৭। যদি কোন বিষয়েতে হুকুম দেওনে কি তাহার নিষ্পত্তিকরণেতে কোন বোর্ডের সাহেবদিগের মধ্যে মতের অনৈক্য হয় ও সাহেবেরা দুই পক্ষেতে একবাক্যতায় সংখ্যায় সমান থাকেন এমত২ প্রকারেতে শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলহইতে অন্য সাহেব কি সাহেবদিগকে কায়েম মোকামরূপে এতাবতা কিছু দিনের নিমিত্তে ঐ বিষয়ের নিষ্পত্তির কারণ মোকরর্ করিবেন ও ঐ সাহেবেরা ঐ বিষয়ের বিচার ও নিষ্পত্তিকরণেতে ঐ বোর্ডের সাহেবদিগের প্রতি সর্ব্বকালে যে২ ক্ষমতার কার্য্য করিবার ভার আছে সেই২ ক্ষমতা রাখিয়া কার্য্য করিবেন। ও কোন বোর্ডের দুই সাহেবের বৈঠক যেখানে কায়েম মোকাম সাহেব নিযুক্ত থাকেন ও ঐ বোর্ডের মোকররী অন্য সাহেব কি সাহেবেরা উপস্থিত না থাকেন্ তথায় হইয়া দুই সাহেবের মধ্যে মতের অনৈক্য হইলে সেই সাহেবদিগের আবশ্যক যে সে বিষয় ঐ মোকররী সাহেব কি সাহেবদিগকে সোপর্দ্দ না করিয়া কায়েম মোকাম সাহেবকে সোপর্দ্দ করেন্ ও যে পক্ষে ঐ সাহেবের মতের ঐক্য হয় সেই পক্ষের মতানুসারে কার্য্য হইবেক ইতি।—১৮২২ সা। ৩ আ। ৫ ধা। ৭ প্র।

কোন বোর্ডের এক জন সাহেব সেই বোর্ডের সকল সাহেবের মত ক্ষমতা পাইলে তাঁহার করা হুকুম কি ফয়সলা সেই বোর্ডের দুই কি ততোধিক সাহেবের মতের ঐক্যতাবিনা রদ কি বদল কিম্বা মৌকুফ না হইবার কথা।

যদি কোন বিষয়ের হুকুম কি নিষ্পত্তিকরণেতে কোন বোর্ডের সাহেবদিগের মধ্যে মতের অনৈক্য হয় ও ঐ দুই পক্ষে সাহেব লোক একবাক্যে সংখ্যায় সমান থাকেন তবে যে মতাচরণ হইবেক তাহার কথা।

[৮। ৯ তর্জমা হয় নাই।]

২ ধারা।

আলাহাবাদের সদর বোর্ড।

[ইং ১০ লাং ২০ তর্জমা হয় নাই।]

৩ ধারা।

বোর্ডের ক্ষমতা ও কার্য্য।

২১। [তরর্জমা হয় নাই।]

বোর্ড রেবিনিউর সাহেবেরা আপনারদিগের তাবে কালেকটর সাহেবকে সুন্দররূপে কর্ম করাইতে ও তাঁহার ত্রুটি হইলে তদারক করিতে ক্ষমতা রাখিবার কথা।
[বারাণস।]

২২। বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের উচিত যে তাঁহারদিগের তাবে কালেক্টর সাহেব আপন কালেক্টরীর মোতালকসকল কার্য্য বিশিষ্টমতে করিবার কারণ সর্ব্বতোভাবে সাবধান হন্ ও তাহা করা ইবার নিমিত্তে ঐ বোর্ডের সাহেবদিগের যেরূপকর্তৃত্ব ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ২ দ্বিতীয় আইনের ৩১ একত্রিংশৎ ধারার ১ প্রথম ও ২ দ্বিতীয় ও তৃতীয় ও ৪ চতুর্থ প্রকরণের লিখনানুসারে সুবেজাৎ বাঙ্গালা ও বেহার ও উড়িষ্যার মধ্যের জিলাসকলের কালেক্টর সাহেবেরা কোন কর্ম্মে ত্রুটি করিলে তাঁহারদিগের তলব করিয়া বিস্তারিত শুনিয়া জওয়াব লইবার ও বিষয় বুঝিয়া তাহারদিগেরে মোতালক কর্ত্তব্য কর্ম্মহইতে তাহারদিগের যবস্থবে রাখিবার ও তাঁহারদিগের দণ্ড করিবার অর্থে আছে সেইরূপ কর্তৃত্ব এ এলাকার কালেক্টর সাহেবের প্রতিও চালান ইতি।—১৭৯৫ সা। ৫ আ। ২৭ ধা।

বোর্ড রিবিনিউর সাহেবেরা কালেক্টরসাহেব প্রভৃতিকে তাঁহারদিগের ভারের সকল কার্য্য সুন্দররূপে করাইবার এবং তাঁহারদিগের ত্রুটি হইলে তাহার বিধান করিয়া হজুরে সমাচার দিবার কথা।
[বাঙ্গালা। বেহার। উড়িষ্যা।]

২৩। বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের এই বিষয়ে সর্ব্বপ্রকারে সাবধান থাকন কর্ত্তব্য যে তাঁহারদিগের তাবের কালেক্টর সাহেব প্রভৃতি কর্ম্মকর্ত্তার ন্যায় সকলে আপনার দিগের মোতালক সমস্ত কার্য্য প্রকৃত প্রস্তাবে বিনাশৈথিল্যে করেন্ যদি ঐ কর্ম্মকর্ত্তারা ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪১ আইনের লিখনানুসারে যে কোন আইন ধার্য্য ও প্রকাশ হয় তাহার লিখিত হুকুম কিম্বা তদ্ভিন্ন যে সকল হুকুম প্রকাশ পায় তাহার অন্যথা অথবা শৈথিল্য করেন তবে এবিষয়েঐ বোর্ডের সাহেবেরা যে কর্তৃত্ব রাখেন্ তদনুসারে তাহার বিধান অর্থাৎ তদারক করিয়া শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হজুরে সে সংবাদ দিবেন ইতি।—১৭৯৩ সা। ২ আ। ৩০ ধা।

বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের যে শক্তি তাঁহারদিগের তাবের কর্ম্মকর্ত্তাদিগের ত্রুটির তজবীজ ও তদারকের বিষয়ে আছে তাহার কথা।
[ঐ ঐ]

২৪। বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের হুকুমতের দব্‌দবা অর্থাৎ আজ্ঞার প্রবলতা তাঁহারদিগের তাবের কালেক্টর সাহেবপ্রভৃতি কর্ম্মকর্ত্তাদিগের প্রতি থাকিবার নিমিত্ত কালেক্টর সাহেবপ্রভৃতির ত্রুটির মোকদ্দমা বুঝিয়া বিচার ও বিধানকরণের বিষয়ে নীচের লিখনানুসারে সমস্ত শক্তি ঐ বোর্ডের সাহেবদিগেরে সমর্পণ হইল ইতি।—১৭৯৩ সা। ২ আ। ৩১ ধা। ১ প্র।

ত্রুটিকারক ব্যক্তি

২৫। বোর্ড রেবিনিউর সাহেবেরা ত্রুটিকারক ব্যক্তিকে আপনারদি

পের নিকটে তলব করেন্ যে হাজির হইয়া তাঁহাহইতে যে বিষয় প্রকাশ পাইয়া থাকে তাহার বেওরা কহেন্ ও জওয়াব দেন এবং ঐ সাহেবদিগের কর্তৃত্ব আছে যে তাঁহাকে তাঁহার এলাকার কার্য্যহইতে যবস্থবে রাখেন্ কিন্তু যে কালে ঐ সাহেবেরা এ সকল ক্রিয়া করেন্ সেকালে তাহার সংবাদ শ্রীযুত গবরনর্ জেনেরল বাহাদুর কৌন্সেলের হজুরে দেন্ ইতি।—১৭৯৩ সা। ২ আ। ৩১ ধা। ২ প্র।

কে তলব করিতে এবং তাঁহাকে তাঁহার কার্য্যহইতে যবস্থবে রাখিতে বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের কর্তৃত্বের কথা।

[বাঙ্গালা। বেহার। উড়িষ্যা।]

২৬। বোর্ড রেবিনিউর সাহেবেরা ত্রুটিকারক ব্যক্তির উপর এমত দণ্ড ধার্য্য করিতে পারিবেন যে তাঁহার এক মাসের মাহিয়ানার অধিক না হয় ইতি।—১৭৯৩ সা। ২ আ। ৩প্র।

ত্রুটিকারকের দণ্ডের কথা।

[ঐ ঐ]

২৭। জানিবেন যে বোর্ড রেবিনিউর সাহেবেরা ঐ সকল শক্তিক্রমে কোন কর্ম্মকর্ত্তার ত্রুটির বিচার করিলে অথবা দণ্ড লইলে কিম্বা তাঁহার সম্বন্ধে কোন রূপে হুকুম করিলে তাহাতে সেই কর্ম্মকর্ত্তাহইতে যে লোকের ক্ষতি হইয়া থাকে তাহার সাধ্য আছে যে সেই ক্ষতির দাওয়ায় সেই কর্ম্মকর্ত্তা যে আদালতের তাবে থাকেন সেই আদালতে তাঁহার নামে নালিশ করিতে পারে ইতি।—১৭৯৩ সা। ২ আ। ৩১ ধা। ৪ প্র।

বোর্ড রেবিনিউর সাহেবেরা কোন কর্ম্মকর্ত্তার ত্রুটির বিচার করিলে সেই কর্ম্মকর্ত্তাহইতে যাহার নোকসান হইয়া থাকে সে তাহার নামে আদালতে নালিশ করিতে সাধ্য রাখিবার কথা।

[ঐ ঐ]

২৮। জানান যাইতেছে যে কোন বোর্ডের যে এক জন সাহেবকে ঐ বোর্ডের সমুদয় কি কোন২ ক্ষমতার কার্য্য করিবার ভার এই আইনের লিখিত হুকুমমতে অর্পণ হয় সেই এক সাহেব ঐ বোর্ডের সমস্ত সাহেবদিগের মত সরকারের মালগুজারীর কালেক্টর সাহেবদিগের এদেশীয় আমলালোকের কিম্বা সরকারের অন্য যে কার্য্যকারক সাহেবেরা ঐ বোর্ডের হুকুমের তাবে থাকেন তাঁহারদিগের এদেশীয় আমলার তগীর বহালীর ও শাস্তির হুকুম তাঁহার হুকুমের তাবে বিশেষ কোন স্থানেতে দিতে পারিবেন কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে যদি উপরের লিখিত প্রকারেতে ঐ এক সাহেবের মত কোন কালেক্টর সাহেবের কি সরকারের ঐ বোর্ডের হুকুমের তাবে সরকারী অন্য কার্য্যকারক সাহেবের মতের সহিত ঐক্য না হয় তবে ঐ সাহেবকে নিষেধ করা যাইতেছে যে ঐ বোর্ডের এক কিম্বা ততোধিক সাহেবের একবাক্যতাব্যতিরেকে সে বিষয়েতে চূড়ান্ত হুকুম না দেন কিন্তু যদি ঐ সাহেবকে এমত২ বিষয়ের নিমিত্তে শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে বিশেষ ক্ষমতা অর্পণ

কোন বোর্ডের এক জন সাহেব সেই বোর্ডের সমস্ত কি কতক ক্ষমতা পাইয়া থাকিলে ঐ বোর্ডের তাবে কোন আমলার তগীর বহালীর কি শাস্তির হুকুম সেই বোর্ডের সকল সাহেবের মত দিতে পারিবার ও এমতে যদি তাঁহার মত কালেক্টর কি সরকারী অন্য কার্য্যকারক সাহেবের মতের সহিত ঐক্য না হয় তবে যাহা করিতে হইবেক তাহার কথা।

এক জন সাহেবে

র মত কালেক্টর কি সরকারের অন্য কার্য্যকারক সাহেবের মতের সহিত ঐক্য না হইলে ঐ সাহেবের যাহা করিতে হইবেক তাহার কথা।

হইয়া থাকে তবে পারিবেন ইতি।—১৮২২ সা। ৩ আ। ৫ ধা। ৩ প্র।

বোর্ডের তাবে কোন আমলার তগীর বহালীর কি শাস্তির হুকুম সেই বোর্ডের দুই জন সাহেবেতে দিবার কথা।

২৯। এই প্রকরণানুসারে জানান যাইতেছে যে কোন বোর্ডের সাহেব ঐ বোর্ডের মোতালক কিম্বা ঐ বোর্ডের সাহেবদিগের বিশেষ ক্ষমতার তাবে কোন আমলার তগীর বহালীর কি শাস্তির বিষয়ে ঐ বোর্ডের দুই কি ততোধিক সাহেবের একবাক্যতাবিনা চূড়ান্ত কোন হুকুম দিতে পারিবেন না কিন্তু যদি শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে এমত বিষয়ের নিমিত্তে বিশেষ ক্ষমতা পাইয়া থাকেন্ তবে পারিবেন ইতি।—১৮২২ সা। ৩ আ। ৫ ধা। ৪ প্র।

কোন বোর্ডের তাবে কোন আমলাকে সস্পেণ্ড করণের বিষয়ে সেই বোর্ডের সমস্ত সাহেবের মত ক্ষমতা ঐ বোর্ডের এক জন সাহেব তিনি পৃথক বৈঠক করিবার ক্ষমতা পাওন মতে রাখিবার ও তাহাতে দেওয়া হুকুমের কৈফিয়ৎ সেই বোর্ডের অন্য সাহেবের নিকটে পাঠাইয়া ও মুলের লিখিত কএক প্রকারব্যতিরেকে অধিক সাহেবের মত প্রবল হইবার কথা।

৩০। ঐ২ বোর্ডের কোন বোর্ডের সমুদয় সাহেবলোক তাঁহারদিগের তাবে কোন আমলাকে সস্পেণ্ড করিতে যেমত ক্ষমতা ও শক্তি রাখেন সেই বোর্ডের এক সাহেবো তাঁহার প্রতি উপরের উক্ত মতে বোর্ডের সমস্ত সাহেবের ক্ষমতা অর্পণ হইলে সেইমত ক্ষমতা ও শক্তি রাখিবেন কিন্তু এমতে কর্ত্তব্য যে এমত আমলাকে সস্পেণ্ড করিবার বিষয়ে ঐ এক জন সাহেবহইতে যে২ হুকুম হয় তাহার কৈফিয়ৎ অবিলম্বে ঐ বোর্ডের অন্য সাহেবের নিকটে পাঠান যায় ও তাহা বোর্ডের সাহেবদিগের মতের আধিক্যানুসারে রদ কিম্বা বহাল হইবেক কিন্তু যদি এবিষয়ের নিমিত্তে ঐ এক সাহেবকে শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে বিশেষ ক্ষমতা অর্পণ হইয়া থাকে অথবা ঐ হুকুম কোন কালেক্টর সাহেবের কি বোর্ডের সাহেবদিগের হুকুমের তাবে অন্য কার্য্যকারক সাহেবের করা হুকুম বহাল রাখণেতে কি পরামর্শ লওনার্থে তাঁহার পাঠান চিঠীর লিখিত মতের ঐক্যতায় হইয়া থাকে তবে পাঠাইতে হইবেক না ইতি।—১৮২২ সা। ৩ আ। ৫ ধা। ৫ প্র।

বোর্ডের সাহেবলোক কোন বিষয়ে তাঁহারদিগের হজুরহইতে হওয়া হুকুম কি ফয়সলাতে তৎসম্পর্কীয় কোন ব্যক্তি অসম্মত হইয়া তাহা হওনাবধি

৩১। প্রত্যেকে ঐ তিন বোর্ডের সাহেবদিগের ক্ষমতা আছে যে ঐ কোন বোর্ডের সকল সাহেবের হজুরহইতে কি ঐ বোর্ডের এক জন সাহেবকে উপরের উক্তমতে সেই বোর্ডের সমস্ত সাহেবের ক্ষমতার্পণ হওনমতে ঐ এক সাহেবের হজুরহইতে কোন বিষয়েতে কোন হুকুম কি ফয়সলা হইলে যদি ঐ বিষয়ের সহিত যে ব্যক্তি এলাকা রাখে সে ব্যক্তি ঐ হুকুম কি ফয়সলা হওনের তারিখহইতে তিন মাসের মধ্যে তাহাতে অসম্মতির দরখাস্ত দেয় কি তাহা দিতে

বিলম্ব হওনের বিশিষ্ট হেতু জানায় এবং তাহার দাখিলকরা নিদর্শন পত্রের দ্বারা ঐ সাহেবদিগের বিবেচনায় ঐ বিষয় পুনর্ব্বার শ্রবণ ও তজবীজ করিবার যোগ্য বোধ হয় তবে সে বিষয়ের দ্বিতীয় তজবীজ অর্থাৎ পুনর্ব্বিচারের কি ঐ হুকুম কি ফয়সলা রদ কি পরিবর্ত্ত হইবার কি বহালথাকিবার হুকুম দেন্ কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে কোন বোর্ডের যে এক জন সাহেব উপরের উক্ত মতে সেই বোর্ডের সমস্ত সাহেবের ক্ষমতা পাইয়া থাকেন তাঁহার করা কোন হুকুম কি ফয়সলা সেই বোর্ডের দুই কি ততোধিক সাহেবের মতের ঐক্যতা বিনা পরিবর্ত্ত কি রদ কিম্বা মৌকুফ হইতে পারিবেক না ইতি।—১৮২২ সা। ৩ আ। ৫ ধা। ৬ প্র।

তিন মাসের মধ্যে ঐ সাহেবদিগের নিকটে দরখাস্ত দিলে কি তাহা দিতে বিলম্বহওনের মাতবর হেতু জানাইলে ঐ হুকুম কি ফয়সলা রদ কি বদল কি তাহার দ্বিতীয় তজবীজ করিতে পারিবার কথা।

৩২। বোর্ড রেবিনিউর সাহেবেরা আপনারদিগের মোতালক কোন বিষয়ের বন্দোবস্ত কিম্বা হিসাব বিবেচনা অথবা বিচারের কারণ ভূম্যধিকারী কিম্বা ইজারদার অথবা মফঃসলী তালুকদার কিম্বা কট্‌কিনাদার অথবা প্রজা কিম্বা অন্য এদেশি লোক যাহারা কালেক্টর সাহেবের তাবের কর্ম্মে নিযুক্ত থাকে তাহার কাহাকেও আপনারদিগের নিকটে আনান অত্যাবশ্যক জানিলে কালেক্টর সাহেবকে লিখিবেন যে ঐ বোর্ডে যে লোকের তলব হয় তাহার নামে এক হুকুমনামা তাহার তলবের হেতু এবং মেয়াদের মধ্যে ঐ বোর্ডে হাজির হয় ও সেই মেয়াদের মধ্যে হাজির না হইলে সে নিমিত্ত ঐ বোর্ডের সাহেবেরা তাহার যে দণ্ড ধার্য্য করেন্ তাহা সেই ব্যক্তি আপনি হাজির না হইতে পারিবার বিশিষ্ট হেতু না কহিতে পারিলে যাবৎ হাজির না হয় তাবৎ প্রতিদিন দিবেক এই নির্দ্দিষ্টে জারী করেন্ ও এমতে জারী করিলে যদি সে লোক হাজির না হয় তবে যে কারণে হাজির না হয় তাহার কোন বিশিষ্ট হেতু না জানাইতে পারিলে তাহাতে ঐ বোর্ডের সাহেবদিগের কর্ত্তৃত্ব আছে যে মোকদ্দমা বুঝিয়া সেই লোকের সম্ভাবনাক্রমে দণ্ডের ধার্য্য করেন্‌ও মালগুজারীর বাকী উসুলের জন্য যেমত স্থৈর্য্য আছে সেই মতে কালেক্টর সাহেবের সেই দণ্ডের টাকা উসুল করিবেন কিন্তু ঐবোর্ডের সাহেবদিগেরে নিষেধ আছে যে তাঁহারা যে বিষয়ের পর্য্যবসান উকীলের দ্বারা হয় সে বিষয়ে কোন কর্ত্তাকে তলব না করেন ইতি।—১৭৯৩ সা। ২ আ। ৩৩ ধা।
বারাণস ১৭৯৫ সা। ৫ আ। ২৯ ধা।

বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের যে সকল বিষয়ে ভূম্যধিকারি প্রভৃতিকে তলব করিবার কর্ত্তৃত্ব আছে তাহার কথা।

৩৩। বোর্ড রেবিনিউর সাহেবেরা সরকারের খাস তহসীলে যে ভূমি থাকে তাহার বন্দোবস্তের কারণ শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হজুরে আইনহায়ের মতে ও আইনছাড়া তথাকার যে সকল হুকুম থাকে তদনুসারে আপনারদিগের তাবের কর্ম্মকর্ত্তাদিগেরে অনুমতি করিবেন ইতি।—১৭৯৩ সা। ২ আ। ৩৬ ধা।
বারাণস ১৭৯৫ সা। ৫ আ। ৩০ ধা।

বোর্ড রেবিনিউর সাহেবেরা আপনারদিগের তাবের কার্য্যকারক দিগেরে খাস তহসীল ভূমির বন্দোবস্তের নিমিত্তে হুকুম দিতে শক্তি রাখিবার কথা।

[বাঙ্গালা। বেহার। উড়িষ্যা।]

খাস তহসীলের ভূমির বন্দোবস্তের ভার কালেক্টর সাহেবদিগের প্রতি থাকিবার কথা।
[বাঙ্গালা। বেহার। উড়িষ্যা।]

৩৪। জানিবেন যে কালেক্টর সাহেবদিগের প্রতি নিশ্চয় হুকুম আছে যে তাঁহারা সরকারের খাস তহসীলের ভূমির বন্দোবস্ত শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হজুরের নির্দ্ধার্য্য আইন হায়ের মতে ও বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের হুকুমমাফিক করিবেন কিন্তু যে কালে বোর্ড রেবিনিউর সাহেবেরা বিবেচনাক্রমে এমত ভূমির বন্দোবস্তের কারণ আপনারদিগের কাহাকেও ভার দেওয়া আবশ্যক জানে সে কালে কর্ত্তব্য যে আপনারদিগের এমত বিবেচনার হেতু ঐ শ্রীযুতের হজুরে জানাইয়া তথাকার আজ্ঞাক্রমে তাহার বিহিত করেন্ ইতি।—১৭৯৩ সা। ২ আ। ৩৯ ধা।
বারাণস ১৭৯৫ সা। ৫ আ। ৩২ ধা।

ভূমির বন্দোবস্ত হইলে শ্রীযুত গবরনর্ জেনেরল বাহাদুর কৌন্সেলের বিনাহুকুমেই সে ভূমির বন্দোবস্তী পরওয়ানা বোর্ড রেবিনিউহইতে দিবার কথা।
[ঐ ঐ]

৩৫। শ্রীযুত গবরনর্ জেনেরল বাহাদুর কৌন্সেলের হজুরের আইনহায়ের মতে ভূম্যধিকারী কিম্বা ইজারদারের সহিত ভূমির বন্দোবস্ত হইলে পর বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে ঐ শ্রীযুতের হজুরের বিনাহুকুমেই মাফিক মামুল সে ভূমির বন্দোবস্তী পরওয়ানা সেই ভূম্যধিকারী অথবা ইজারদারকে দেন এবং ঐ শ্রীযুতের হজুরে তাহার সমাচার করেন্ ইতি।—১৭৯৩ সা। ২ আ। ৪০ ধা।
বারাণস ১৭৯৫ সা। ৫ আ। ৩৩ ধা।

কোন ভূমির বন্দোবস্তে কমী না দিবার কথা।
[ঐ ঐ]

৩৬। শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের বিনাহুকুমে বোর্ড রেবিনিউহইতে কি গুজস্তা সনের কি সন হালের কি আইন্দা সনের বন্দোবস্তে কখন কোন মতে কমীর হুকুম দেওয়া যাইবেক না ইতি।—১৭৯৩ সা। ২ আ। ৩৮ ধা।

হজুরের বিনাহুকুমে বাকী মাফ না হইবার কথা।
[ঐ ঐ]

৩৭। শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের বিনাহুকুমে মালগুজারীর বাকী আদায়ে কিছু রেয়াইত হইবেক না ইতি।—১৭৯৩ সা। ২ আ। ৪৩ ধা।

মালগুজারীর আদায়ে শৈথিল্য দিতে বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের শক্তির কথা।
[ঐ ঐ]
যে বৎসর শৈথিল্য দেওয়া যায় সে বৎসরের ঊর্দ্ধ তাহার মেয়াদ অধিক না হইবার কথা।

৩৮। বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের শক্তি আছে যে যে সরকারের মালওয়াজিবীর যে টাকা সময়শিরে তহসীল না করিয়া তাহার শৈথিল্য ভূম্যধিকারিকে দেওন যে কালে অত্যাবশ্যক জানেন সে কালে শৈথিল্য দিয়া যে টাকার কারণ শৈথিল্য দেন তাহার সংখ্যা ও সে শৈথিল্যের হেতু শ্রীযুত গবর্রনর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হজুরে সমাচার করেন্ কিন্তু যে সন সেই শৈথিল্য হয় সে সন সেওয়ায় তাহার মেয়াদ অধিক না হয় ইতি।—১৭৯৩ সা। ২ আ। ৪২ ধা।

এই ধারাক্রমে বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের তা

৩৯। বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের কর্ত্তৃত্ব আছে যে যে সময় ভূম্যধিকারী ও ইজারদারদিগেরে তাগাবী দেওয়া অত্যাবশ্যক জানেন সে সময় তাহারদিগের ভূমির জমার কিশতের উপর ৫ পাঁচ টাকার

অধিক না হয় এমত হিসাবে দিবেন ও যে সময় তাগাবী দিতে হয় সে সময় শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হজুরে সংবাদ করিবেন কিন্তু যদি কোন বিষয়ে ঐ হিসাবের অতিরিক্ত তাগাবী দেওয়া আবশ্যক হয় তবে তাহা দিবার পূর্ব্বে ঐ শ্রীযুতের হজুর হইতে হুকুম লইবেন ও যে তাগাবী দেওয়া যাইবেক তাহার সুদ ফিশতে দরমাহা ১ এক টাকার হিসাবে লইবেন ইতি।—১৭৯৩ সা। ২ আ। ৪৪ ধা।

বারাণস ১৭৯৫ সা। ৫ আ। ৩৬ ধা।

গাবী দিবার মাধো র কথা।
[বাঙ্গালা। বেহার। উড়িষ্যা। বারাণস।]

৪০। বন্দোবস্ত হইলে পর যদি কোন জমিদার কিম্বা ইজারদারের মহালএমত নদী সিকস্তী হয় যে তন্নিমিত্তে সে মহালের মোকররী জমার সরবরাহ হইতে পারে না তবে কালেক্টর সাহেবের কর্ত্তব্য যে তহকীক করিয়া পশ্চাৎ সে মহালের যত অস্থিত ও নাযাই ঠাহরে তাহার বেওরা কৈফিয়ৎ বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের নিকটে লিখেন্ তাহাতে শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুরের হজুরের কর্তৃত্ব আছে যে ঐ বোর্ডের সাহেবদিগের মারফতে তাহার বেওরা অবগত হইয়া সেই মহালের অর্থে যাহা কমী দেওয়া বিহিত জানেন্ তাহা দিবার দ্বারা আনুকূল্য করিতে কালেক্টর সাহেবের প্রতি হুকুম পাঠান্ ইতি।—১৭৯৫ সা। ৫ আ। ৩৫ ধা।

নদী সিকস্তী মহালাতের অর্থে হুকুমের কথা।
[বারাণস।]

৪১। বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর কৌন্সলের হজুরে সালিয়ানা কিম্বা মাসং অথবা অন্য প্রকারে যে হিসাব এইক্ষণে দিতে হয় তাহা ও পশ্চাৎ যাহা তলব হয় তাহা পাঠান্ এবং সকল আইন ছাড়া ঐ শ্রীযুতের হজুর হইতে যে সকল হুকুম তাঁহারদিগেরে হইয়াছে ও হয় তাহাও মানেন্ ইতি।—১৭৯৩ সা। ২ আ। ৪৫ ধা।

বোর্ড রেবিনিউর সাহেবেরা তলবমতে যাবদীয় হিসাব শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হজুরে পাঠাইবার কথা।
[বাঙ্গালা। বেহার। উড়িষ্যা।]

৪২। বোর্ড রেবিনিউর সকল সাহেবকে নিষেধ আছে যে তাঁহারা সকলে মিলিয়া কিম্বা জনেং চক্রান্তে অর্থাৎ গোপনে অথবা অগোপনে মহাজনী বিষয়ে আবৃত না হনও আপনারদিগের টাকা বিলায়তে পাঠাইবার বাসনায় শ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুরের সরকারের অধিকার সুবেজাৎ বাঙ্গালাওগয়রহে কিছু জিনিস খরীদ না করেন্ ও কোন প্রকারে কোন কুঠীর কিম্বা টরনীগিরী ও বাঙ্ক অর্থাৎ পোতদারী ব্যাপারে আসক্ত না হন্ ও তহসীলের সেরেস্তার এদেশি আমলার সহিত কর্জ লইবার বিষয় না রাখেন্ এবং মালগুজারী দিবার কি লইবার এলাকায় যে সকল লোককে জওয়াব দিতে হয় তাহারদিগের সঙ্গে কোন কার্য্য না করেন্ এবং ইহাও নিষেধ আছে যে শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হজুরের বিনাহুকুমে বিলায়তী কোন সাহেবলোককে গোপনে কিম্বা অগোপনে

বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের প্রতি যে সকল নিষেধ আছে তাহার কথা।
[ঐ ঐ]

কোন ভূমি ইজারা না দেন্ ও কোন ইজারদার অথবা মফঃসলী তালুকদার কিম্বা প্রজার সম্বন্ধে বিলায়তী কোন সাহেবলোককে জামিন না লন্ ও করসম্পর্কে কিম্বা নিষ্করক্রমে কোন ভূমি কাহাকেও না দেন্ ও কাহারো প্রতি তাহা স্থির না রাখেন্ ও এপ্রকার ভূমি কাহারো উত্তরাধিকারির প্রতিও নির্দ্দিষ্ট না করেন্ ও কোন আমলা কিম্বা মাহিয়ানাদারের মরণান্তে তাহার মোশাহেরা তাহার ওয়ারিসের উপর বহাল না রাখেন্ এবং আমল হইবার মতে কোন নয়া হুকুম না দেন্ ইতি।—১৭৯৩ সা। ২ আ। ৪৬ ধা।

বোর্ড রেবিনিউর সাহেবেরা হজুরের হুকুমে যে স্থান অন্যদেশাধিপতিকে ফিরিয়া দেন তাহার রসীদ হজুরে দাখিল করিবার কথা।
[বাঙ্গালা। বেহার। উড়িষ্যা।]

৪৩। বোর্ড রেবিনিউর সাহেবেরা যে সময় শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হুকুমে কোন স্থান ভিন্নদেশাধিপতিকে ফিরিয়া দেন্ সে সময় তাঁহার স্থানে যে রসীদপান্ তাহা বজনিস ঐ শ্রীযুতের হজুরে দাখিল করিবেন ইতি।—১৭৯৩ সা। ২ আ। ৪৭ ধা।

দুষ্টদমনার্থে যে ব্যয় হয় তাহার হিসাব পৃথক করিয়া রাখণের কথা।
[ঐ ঐ]

৪৪। বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে ঝকড়াউ ভূম্যধিকারি প্রভৃতি দুষ্টদিগের দমনার্থে যে টাকা খরচ হয় তাহার নিশা সেই অধিকারিপ্রভৃতির স্থানে লইবার কারণ সে টাকার হিসাব পৃথক করিয়া রাখেন্ ইতি।—১৭৯৩ সা। ২ আ। ৪৮ ধা।

৪ ধারা।

বোর্ডের সাহেবদিগকে স্থানান্তরে প্রেরণ।

আমীন মোকররকরণ ও তাহার রোজ পাওনের মতের কথা।
[ঐ ঐ]

৪৫। বোর্ড রেবিনিউর সাহেবেরা যে সময় যাহাকে কোন বিষয়ে আমীন নিযুক্ত করেন্ সে সময় সে বিষয়ে তাহাকে নিযুক্ত করিবার হেতু শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হজুরে সংবাদ করিবেন ও যে কালে আমীন নিযুক্ত হয় সে কালে সে বিষয়ের পর্য্যবসান করণার্থে কালাবধারণ অর্থাৎ মেয়াদ স্থির করিবেন তাহাতে সে আমীন সেই মেয়াদের রোজছাড়া অধিক রোজের খরচা সেমেয়াদ গেলে আপন বিলম্বের কিছু বিশিষ্ট হেতু না কহিতে পারিলে পাইবেক না ইতি।—১৭৯৩ সা। ২ আ। ৩২ ধা।

আবশ্যক সময়ে বন্দোবস্তইত্যাদি কর্ম্মনির্ব্বাহের নিমিত্তে বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের মধ্যহইতে এক সাহেবের যে স্থানে

৪৬। বিষয় বুঝিয়া যখন শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলেতে কিম্বা বোর্ডের সাহেবলোকের বিবেচনাতে ইহা উচিত ও বিহিত বোধ হয় যে যে সকল স্থানের কর্ম্মাদি ও খবরগিরীকরণের ভার চলিত আইনানুসারে বোর্ডের সাহেবলোকের প্রতি আছে তাহার কোন এক স্থানের কর্ম্মাদি ঐ বোর্ডের সাহেবলোকের মধ্যহইতে এক জন যে স্থানে ঐ কর্ম্মাদি উপস্থিত থাকে

সেই স্থানে গিয়া আপনি স্বয়ং সমাধা করেন্ এমতে কর্ত্তব্য যে যে স্থানেতে আবশ্যক হয় কর্ম্মনির্ব্বাহের নিমিত্তে বোর্ডের সাহেবলোকের মধ্যহইতে এক সাহেব সেই স্থানেতে যাইতে থাকেন্ ও এমত সময়ে বোর্ডের সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের অনুমতিক্রমে এ বিষয়ের বিবেচনা করেন্ যে কোনং জিলাতে ঐ সাহেবের ক্ষমতা থাকিবেক ইতি।—১৮১১ সা। ১৩ আ। ২ ধা।

যাওয়া উচিত হয় সেখানে যাইতে থাকিবার কথা।

যেং জিলাতে ঐ সাহেবের ক্ষমতা থাকিবেক ইহা শ্রীযুতের অনুমতিক্রমে বোর্ডের সাহেবলোকেরা বিবেচনা করিবার কথা।

৪৭। উপরের ধারার লিখিত প্রকারেতে বোর্ডের এক সাহেব নিযুক্ত হইলে বোর্ডের সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের অনুমতিক্রমে এ বিষয়ের বিবেচনা করেন যে বোর্ডের সেক্রেটরী সাহেবের আমলা লোকের মধ্যে কোনং আমলা যে সাহেব উপরের উক্ত মতেতে নিযুক্ত হন্ তাঁহার সঙ্গে গিয়া তাঁহার প্রতি যে সকল কর্ম্মের ভার হইয়াছে তাহা নির্ব্বাহ করণের সহকারী থাকিবেন ইতি।—১৮১১ সা। ১৩ আ। ৩ ধা।

বোর্ডের সেক্রেটরীসাহেবের আমলার মধ্যে যেং ঐ সাহেবের সঙ্গে যাইবেক তাহা বোর্ডের সাহেবেরা ঠাহরাইবার কথা।

৪৮। যে কিছু ক্ষমতা ও ভার চলিত আইনানুসারে বোর্ডের সমস্ত সাহেবদিগের প্রতি অর্পণ হইয়াছে কিম্বা হইবেক যে সাহেব উপরের উক্ত মতেতে নিযুক্ত হন্ এই আইনের ২ ধারানুসারে যেং জিলা ঐ মতেতে নিযুক্ত থাকনপর্য্যন্ত কেবল তাঁহার ক্ষমতার নীচে হয় সেইং জিলাতে ঐ মত ক্ষমতা তাঁহার প্রতিও থাকিবেক এবং যেপর্য্যন্ত ঐ সাহেব ঐ মতেতে নিযুক্ত থাকেন যে সকল ক্ষমতা ও ভার বোর্ডের সকল সাহেবদিগের প্রতি আছে তাঁহারদিগের মধ্যহইতে যে এক সাহেব কলিকাতার বোর্ডেতে থাকিবেন তাবৎ ঐ সকল ক্ষমতা ও ভার বাঙ্গালার ও বেহারের ও কটক জিলাসমেত উড়িষ্যার বাকী জিলাসকলেতে ঐ সাহেবের প্রতি থাকিবেক কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে যে সময়ে প্রসিডেণ্ট সাহেবের কায়েম মকাম অর্থাৎ প্রতিনিধি সাহেব ও ঐ বোর্ডের ছোট সাহেব দুই জনেই কলিকাতাতে হাজির থাকেন তখন পূরা বৈঠকের নিমিত্তে পূর্ব্বমত বোর্ডের সাহেবলোকের মধ্যহইতে দুই জনের হাজিরহওন আবশ্যক হইবেক ইতি।—১৮১১ সা। ১৩ আ। ৪ ধা।

ঐ সাহেব নিযুক্ত হওনের সময়ে তাহার প্রতি যে ক্ষমতা ও ভারার্পণ হইবেক তাহার কথা।

উপরের উক্ত প্রকারেতে ঐ সাহেব যাবৎ নিযুক্ত থাকেন তাবৎ বোর্ডের যে এক সাহেব বোর্ডে থাকিবেন তাহার প্রতি যে ক্ষমতা ও ভার থাকিবেক তাহার কথা।

যখন প্রসিডেণ্ট সাহেবের প্রতিনিধি সাহেব ও বোর্ডের ছোট সাহেব দুই জনেই কলিকাতাতে হাজির থাকেন তখন বোর্ডে বৈঠকের নিমিত্তে দুই জনের হাজির হইতে হইবার কথা।

৪৯। যে সকল কর্ম্মের নিমিত্তে বোর্ডের সাহেবদিগের মধ্যহইতে এক সাহেব উপরের উক্ত প্রকারেতে নিযুক্ত হন্ সেই সকল কর্ম্ম

উপরের উক্ত ঐ ভার মোকুফ হইলে

সমস্ত দস্তাবেজাৎ ও আর২ কাগজপত্র যে প্রকারে রাখা যাইবেক তাহার কথা।

নির্ব্বাহকরা সারা হইলে পর ঐ ভার মৌকুফ অর্থাৎ রহিত হইলে কর্ত্তব্য যে যে কিছু লিখনপঠন ও আর২ যে দস্তাবেজ অর্থাৎ নিদর্শনপত্র প্রস্তুত থাকে তাহা সমস্ত কলিকাতার সেক্রেটরী সাহেবের দফ্তর খানাতে অতিসাবধান ও যত্ন করিয়া রাখা যায় ইতি।—১৮১১ সা। ১৩ আ। ৫ ধা।

রেবিনিউ কমিস্যনর।

৫ ধারা।

কমিস্যনর সাহেবেরদের নিযুক্তহওন ও এলাকা ও কর্ত্তব্য কার্য্য।

১। নীচের লিখিত প্রত্যেক এলাকার * নিমিত্তে রাজস্বের ও দায়েরসায়েরীর কমিস্যনরেরা নিযুক্ত হইবেন কিন্তু ইহাও নির্দ্দিষ্ট করা যাইতেছে যে শ্রীযুত নওয়াব গবরনর জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলের হুকুমের দ্বারা কোন কি কোন২ জিলা এক এলাকাহইতে অন্য এলাকার শামিল করিতে পারেন এবং কমিস্যনর সাহেবেরদের সংখ্যার ন্যূনাতিরেককরণ আবশ্যক বোধ হইলে তাহা সর্ব্বত্র ঘোষণা করিলে করিতে কর্তৃত্ব রাখেন ইতি।

বিশেষ লিখিত এলাকার মধ্যে রাজস্বের ও দায়েরসায়েরীর কমিস্যনর সাহেব নিযুক্ত হইবার কথা।

১ প্রথম এলাকা।

সাহারণপুর ও মুজফরনগর ও মিরট ও বুলন্দশহরের মাজিস্ট্রেট ও কালেক্টর ও জাইণ্টমাজিস্ট্রেট ওনায়েব কালেক্টর সাহেবেরদের তাবে যে২ দেশ ছিল তাহা।

২ দ্বিতীয় এলাকা।

আগরা ও আলীগড় ও সয়দাবাদের ঐ২।

৩ তৃতীয় এলাকা।

ফররোখাবাদ ও ময়নপুরী ও শিরপুরা ও এটাওয়ার ঐ২।

৪ চতুর্থ এলাকা।

মুরাদাবাদ ও নগিনা ও সহংসানের ঐ২।

৫ পঞ্চম এলাকা।

বরেলী ও শাহজাহাপুর ও পিলিভীটের ঐ২।

৬ ষষ্ঠ এলাকা।

কানপুর ও বেলা ও উত্তর বুন্দেলখণ্ডের ঐ২।

৭ সপ্তম এলাকা।

আলাহাবাদ ও ফতেপুর ও বান্দার ঐ২।

৮ অষ্টম এলাকা।

বারাণস ও মীরজাপুর ও জোয়ানপুরের ঐ২।

৯ নবম এলাকা।

গোরক্ষপুর ও আজীমগড় ও গাজীপুরের ঐ২।

১০ দশম এলাকা।

সারণ ও শাহাবাদ ও তিরোথের ঐ২।

---

* এই এলাকার অনেক ফেরফার হইয়াছে এইপ্রযুক্ত এই গ্রন্থের আপেণ্ডিক্সে শেষ তারিখপর্য্যন্ত যে রূপে এলাকাসকল নির্দ্ধারিত হইয়াছে তাহা লেখা যাইবে।

১১ একাদশ এলাকা।

পাটনা ও বেহার ও রামগড়ের ঐ২।

১২ দ্বাদশ এলাকা।

ভাগলপুর ও মুঙ্গের ও মালদহ ও পূরণিয়ার ঐ২।

১৩ ত্রয়োদশ এলাকা।

দিনাজপুর ও রঙ্গপুর ও রাজশাহী ও বগুড়ার ঐ২।

১৪ চতুর্দ্দশ এলাকা।

মুরশিদাবাদ ও বীরভূম ও নদীয়ার ঐ২।

১৫ পঞ্চদশ এলাকা।

ঢাকা ও ঢাকা জলালপুর ও ত্রিপুরা ও ময়মনসিংহের ঐ২।

১৬ ষোড়শ এলাকা।

চাটিগাঁ ও নওয়াখালীর ঐ২।

এই এলাকা আরাকানে কার্য্যের কর্ত্তৃত্বকারি সাহেবের তাবে রাখা যাইবেক।

১৭ সপ্তদশ এলাকা।

সেরপুর ও শিলহট্টের ঐ২।

এই এলাকা আশাম ও রঙ্গপুরের উত্তর পূর্ব্ব ভাগের কমিস্যনরের তাবে রাখা যাইবেক।

১৮ অষ্টাদশ এলাকা।

বাকরগঞ্জ ও যশোহর ও চব্বিশ পরগনা ও বারাশত ও কলিকাতার নিকটবর্ত্তি গ্রামসকলের ঐ২।

১৯ ঊনবিংশতি এলাকা।

কটক ও খোরদা ও বালেশ্বর ও মেদিনীপুর ও নগওয়ান ও তদন্তঃপাতি হিজলীর ঐ২।

২০ বিশতি এলাকা।

বর্দ্ধমান ও জঙ্গল মহাল ও হুগলীর ঐ২।— ১৮২৯ সা। ১ আ। ২ ধা।

আইনের দ্বারা অন্য প্রকার হুকুম না হওয়া পর্য্যন্ত কমিস্যনর সাহেবেরা আপনং এলাকার মধ্যে বোর্ড রেবিনিউ ও কোর্ট ওয়ার্ডসে এখন যে ক্ষমতা ও কর্ত্তৃত্ব অর্পিত আছে তাহা কলিকাতা রাজধানীথাকা সদর বোর্ডর সাহেবেরদের এবং সরকার অথবা সর

২। যেপর্য্যন্ত আইনের দ্বারা অন্য প্রকার হুকুম বিশেষরূপে না করাযায় সেপর্য্যন্ত ঐ কমিস্যনর সাহেবেরা শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে অন্য প্রকার হুকুমহওন ব্যতিরেকে সামান্যতঃ কলিকাতা রাজধানীতে থাকা সদর অর্থাৎ প্রধান বোর্ডের হুকুম ও কর্ত্তৃত্বের অধীন থাকিয়া এবং শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে অথবা ঐ হজুরের অনুমতিক্রমে ঐ সদর বোর্ড যেং নিষেধ ও বিধি করেন তাহারো অধীন থাকিয়া আপনং এলাকার মধ্যগত জিলাসকলের মধ্যে বোর্ড রেবিনিউর ও কোর্ট ওয়ার্ডসের সাহেবদিগকে এক্ষণে

২ ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব অর্পিত আছে সেই২ ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের কার্য্য করিবেন ইতি।— ১৮২৯ সা। ১ আ। ৪ ধা। ১ প্র।

কারের অনুমতিক্রমে সদর বোর্ডের সাহেবেরা যে নিষেধ বিধি করেন তাহাতে দৃষ্টি রাখিয়া তাহার মতাচরণ করিবার কথা।

৩। সরকারের রাজস্বের সিরিশ্‌তার কার্য্যকরণের প্রকারের বিষয়ে কমিস্যনর সাহেবেরা এবং সদর বোর্ডের সাহেবেরা শ্রীযুত নওয়াব গবর্‌নর্‌ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে সময়ে২ যেমত২ হুকুম হয় তদনুসারে কার্য্য করিবেন এবং শ্রীযুত নওয়াব গবর্‌নর্‌ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলে এমত কর্তৃত্ব আছে যে ঐ বোর্ডের সাহেবেরা এবং কমিস্যনর সাহেবেরা যে সময় দওরার কর্ম্মে প্রবৃত্ত না থাকেন সেই সময়ে তাঁহারদিগের থাকিবার মোকাম স্থির করেন্‌ এবং ঐ শ্রীযুত কলিকাতা রাজধানীর তাবে দেশের মধ্যগত যে২ স্থানে সময়ে২ উপযুক্ত বোধ করেন সেই স্থানে ঐ সাহেবেরা থাকিবেন ইতি।—১৮২৯ সা। ১ আ। ৪ ধা। ২ প্র।

সদর বোর্ডের সাহেবেরা এবং কমিস্যনর সাহেবেরা রাজস্বের সিরিশ্‌তার কার্য্যকরণের প্রকারের বিষয়ে শ্রীযুত গবর্‌নর্‌ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে সময়ে২ যেমত হুকুম দেন তদনুসারে কার্য্য করিবার কথা।

ঐ শ্রীযুত সদর বোর্ড এবং কমিস্যনর সাহেবেরা দায়েরসায়েরী কর্ম্মে প্রবর্ত্তহওন সময়ব্যতিরেকে যে খানে থাকিবেন তাহা নিরূপণ করিবার কিন্তু ঐ মোকাম রাজধানীর তাবে দেশের মধ্যে গণ্য হইবার কথা।

৪। আরো নির্দ্দিষ্ট হইতেছে যে এক এলাকার মাজিষ্ট্রেট্‌ কি জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেটের এলাকার মধ্যগত কোন ভূমি অন্য এলাকার কালেক্‌টর কি নায়েব কালেক্‌টরের কর্তৃত্বের তাবে হইলে শ্রীযুত নওয়াব গবর্‌নর্‌ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলের হুকুমের দ্বারা যে কমিস্যনর সাহেবেরদের এলাকার মধ্যে ঐ ভূমি থাকে সেই কমিস্যনর সাহেবেরা ঐ ভূমির রাজস্বের কর্ম্মের বিষয়ে যে প্রকার এবং যে পর্য্যন্ত কর্তৃত্ব করিতে পারিবেন তাহার নিরূপণ করিবেন ইতি।—১৮২৯ সা। ১ আ। ৪ ধা। ৩ প্র।

এক এলাকার মাজিষ্ট্রেট অথবা জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেটের এলাকায় থাকা ভূমি অন্য এলাকার কালেক্‌টর অথবা ডেপুটি কালেক্‌টরের অধীন হইলে শ্রীযুত গবর্‌নর্‌ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে রাজস্বের বিষয়ে ঐ দুই কমিস্যনরের পরস্পর ক্ষমতা নিরূপণ করিবার কথা।

বোর্ড রেবিনিউ ও কোর্ট ওয়ার্ডসের অথবা তাহার মধ্যের কোন সাহেবের কর্ত্তব্য কর্ম্ম এবং ক্ষমতা নিরূপণের আইনসকলের যেং হুকুম এখন নির্দ্দিষ্ট দাঁড়ার সহিত না মিলে তাহা রদ হইবার কথা।

৫। বোর্ড রেবিনিউর ও কোর্ট ওয়ার্ডসের সাহেবদিগের অথবা তাহার মধ্যে কোন সাহেবের কর্ত্তব্য কর্ম্ম এবং ক্ষমতানিরূপণের নিমিত্তে চলিত আইনের যে হুকুম উপরের লিখিত দাঁড়ার সহিত না মিলে তাহা রদ হইল ইতি।—১৮২৯ সা। ১ আ। ৬ ধা।

কটকজিলার কমিস্যনর সাহেবের ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব মেদিনীপুর জিলাতে সম্পর্ক রাখিবার কথা।

বিশেষ হুকুম।

ইঙ্গরেজী ১৮১৮ সালের ৫ আইনের ৫ ধারার ৫ প্রকরণ শুধরিবার ও কটকের এলাকার কমিস্যনর সাহেব দায়েরসায়েরী আদালতের পদক্রমে প্রবিন্স্যল কোর্টের অন্য সকল জজ সাহেবেরদের ন্যায় সদর দেওয়ানী আদালতের অধীন থাকিবার কথা।

অন্য বিশেষ হুকুম।

কমিস্যনর সাহেব রাজস্বের কার্য্যের পদে সদর বোর্ড রেবিনিউর অধীন হইবার কথা।

৬। কটক ও মেদিনীপুরের এলাকার কমিস্যনর সাহেব আপনতাবে সকল জিলার সর্ব্বত্র কটকদেশে তাঁহার যেং ক্ষমতা ছিল ঐ ক্ষমতাপন্ন হইবেন ও সেই ক্ষমতার মতাচরণ করিবেন কিন্তু ইঙ্গরেজী ১৮১৮ সালের ৫ পঞ্চম আইনের ৫ পঞ্চম ধারার ৫ পঞ্চম প্রকরণের লিখিত যেং কথাতে হুকুম হইয়াছে যে প্রথম উপস্থিতহওয়া দেওয়ানী মোকদ্দমার অথবা ঐ কমিস্যনরেতে বিচার্য্য আপীলহওয়া মোকদ্দমার যেং নিষ্পত্তি ঐ কমিস্যনর করিয়া থাকেন ঐ প্রকরণের লিখিত বর্জনীয় কথাব্যতিরেকে চূড়ান্ত হইবে তাহা এই ধারার দ্বারা রদ হইল এবং ঐ কমিস্যনর সাহেব আপনার আপীলের জজস্বরূপ পদে অন্যং মফঃসল জিলার জজ সাহেবেরদের ন্যায় সদর দেওয়ানী আদালতের অধীন থাকিবেন আরো হুকুম হইয়াছে যে রাজস্বের সিরিশ্তার ঐ কমিস্যনর অন্য এলাকার কমিস্যনরের ন্যায় সদর বোর্ডের অধীন হইবেন ইতি।—১৮২৯ সা। ১ আ। ৮ ধা।

আরাকান ও আশামের কমিস্যনর সাহেবেরাআপনং এলাকার মধ্যগত বঙ্গ দেশের কটক জিলার কমিস্যনরকে অর্পিত ক্ষমতার

৭। আরাকান ও আশামের কমিস্যনর সাহেবেরা এই আইনে তাঁহারদের এলাকার সংযুক্ত বঙ্গদেশস্থ জিলার মধ্যে কটকের কমিস্যনরের পূর্ব্বের বর্জনীয় কথায় দৃষ্টি রাখিয়া ঐ কটকের কমিস্যনর

সাহেবের ন্যায় ক্ষমতাপন্ন হইবেন এবং সেই ক্ষমতার মতাচরণ করিবেন ইতি।—১৮২৯ সা। ১ আ। ৯ ধা। ১ প্র।

র ন্যায় ক্ষমতা রাখিবার কথা।

৮। ইঙ্গরেজী ১৮২১ সালের ১ প্রথম আইনের হুকুমানুসারে কর্ম্মকারি মফঃসলের বিশেষ কমিস্যনর সাহেবেরদের পদ এই প্রকরণের দ্বারা উঠিয়া গেলে তাঁহারদিগের যেং ক্ষমতা অর্পিত ছিল এই আইনানুসারে নিয়োগ করার উপযুক্ত রাজস্বের এবং দায়ের সায়েরীর কমিস্যনর সাহেবেরা আপনং এলাকার মধ্যে সেই ক্ষমতাপন্ন হইবেন এবং তাহার মতাচরণ করিবেন এবং মফঃসলের বিশেষ কমিস্যনর সাহেবেরদের নিকটে যেং মোকদ্দমা উপস্থিত হইয়া থাকে তাহা বিবাদবিষয়ি ভূমিইত্যাদির বিষয়ে হইলে তাহা যেং এলাকায় থাকে ঐ এলাকার কমিস্যনর সাহেবের নিকটে উপস্থিত করা যাইবে এবং এই আইন প্রবলহওয়ার তারিখে ঐ সদর বিশেষ কমিস্যনরের নিকটে উপস্থিতহওয়া মোকদ্দমাব্যতিরেকে ঐ বিশেষ কমিস্যনর সাহেবেরদের ক্ষমতা ও কর্ত্তৃত্ব সদর বোর্ডে অর্পণ করা যাইবে ঐ সাহেবেরা ১৮২৯ সালের ১ মার্চের পরে কোন আপীল গ্রাহ্য করিবেন না এবং ঐ আপীলহওয়া যেং মোকদ্দমা এখন উপস্থিত আছে বা ঐ উপরি লিখিত তারিখের পূর্ব্বে আপীল হইয়া থাকে তাহার বিচার ও নিষ্পত্তি করা গেলে ঐ কমিস্যনরের পদ সর্ব্বতোভাবে উঠিয়া যাইবে কিন্তু ঐং মোকদ্দমার বিষয়ে যেং রাজস্বের ও দায়েরসায়েরীর কমিস্যনর সাহেবের এলাকায় তাহা উপস্থিত হয় ঐং কমিস্যনর সাহেব মফঃসল কমিস্যনর সাহেবেরা থাকিলে সদর বিশেষ কমিস্যনর সাহেবেরদের যেরূপ সকল হুকুম সফল করিতেন তদ্রূপ করিবেন ইতি।—১৮২৯ সা। ১ আ। ১০ ধা। ১ প্র।

মফঃসলের বিশেষ কমিস্যনরের পদ উঠিয়া যাইবার এবং তাঁহাতে অর্পিত ক্ষমতা ঐ কমিস্যনর সাহেবেরদের এলাকার মধ্যে তাঁহারদিগেরে অর্পিত হইবার কথা।

যে মোকদ্দমা যে এলাকায় উপস্থিত হইয়া থাকে তাহা সেই এলাকার কমিস্যনর সাহেবের নিকটে সমর্পণ করা যাইবার কথা।

সদর বিশেষ কমিস্যনর সাহেবেরদের ক্ষমতা কতক বর্জনীয় ব্যতিরেকে সদর বোর্ডে অর্পিত হইবার এবং ১৮২৯ সালের ১ মার্চের পরে ঐ নূতন আদালতে আপীল গ্রাহ্য না হইবার কথা।

ঐ কমিস্যনরী পদ এখন উপস্থিত আপীলের এবং ঐ তারিখের পূর্ব্বে উপস্থিতহওয়া মোকদ্দমার নিষ্পত্তি হইবামাত্র উঠিয়া যাইবার কথা।

ঐং মোকদ্দমায় রাজস্বের ও দায়ের সায়েরীর কমিস্যনর সাহেবেরা সদর বিশেষ কমিস্যনর সাহেবেরদের হুকুম সফল করিবার কথা।

ইঙ্গরেজী ১৮২১ সালের ১ আইন ও ১৮২৩ সালের ১ আইনানুসারে মোকদ্দমা গ্রাহ্যকরণে যে নিষেধ ছিল তাহা রদ হইবার কথা।

৯। আরো হুকুম দেওয়া যাইতেছে যে ইঙ্গরেজী ১৮২১ সালের ১ আইনের এবং ১৮২৩ সালের ১ আইনের লিখিত যেং কথা এবং ঐ ১৮২১ সালের ১ আইনানুসারে কর্ম্মকারি বিশেষ কমিস্যনর সাহেবেরদের যে কর্তৃত্ব ফসলী ১২১৭ সালের পূর্ব্বে হওয়া বিক্রয়ইত্যাদি কি অন্য যেং বিষয়ের যেং মোকদ্দমা উপস্থিত হইয়া থাকে ঐং প্রকার মোকদ্দমাব্যতিরেকে অন্য যেং মোকদ্দমাতে সম্পর্ক না রাখে সেই সকল এই ধারার দ্বারা রদ হইল এবং দত্ত ও জয়করা দেশে রাজস্বের ও দায়েরসায়েরীর কমিস্যনর সাহেবেরদের ক্ষমতা আছে যে তাঁহারা আপনং এলাকায় ১৮২১ সালের ১ আইনানুসারে কর্ম্মকারি কমিস্যনর সাহেবেরা ১৮২৯ সালের ১ মার্চের পূর্ব্বে কোন সময়ে যেং মোকদ্দমার হেতু হইয়া থাকে সেই সকল মোকদ্দমা যেরূপ গ্রাহ্য করিতেন তদ্রূপ গ্রাহ্য করেন এবং যথাযোগ্য সদর বোর্ডের সাহেবেরদের নিকটে অথবা দিল্লীর রেসিডেণ্ট সাহেবের নিকটে ঐং মোকদ্দমার আপীল হইতে পারিবেক পূর্ব্বোক্ত কমিস্যনর সাহেবেরদের যেরূপ ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব ছিল তদ্রূপ ক্ষমতা ও কর্তৃত্বেতে তাঁহারা তাহার বিচার ও নিষ্পত্তি করিতে পারেন এই আইনের দ্বারা রাজস্বের ও দায়েরসায়েরীর কমিস্যনর সাহেবদিগেরে যেং মোকদ্দমা গ্রাহ্যকরণের ক্ষমতা অর্পিত হইয়াছে ঐ সকল মোকদ্দমা বিরোধি ভূমিইত্যাদির বিষয়ে হইলে তাহা যে এলাকায় থাকে ঐ এলাকার কমিস্যনরকে তাহা অর্পণ করা যাইবেক ইতি।—১৮২৯ সা। ১ আ। ১০ ধা। ২ প্র।

কমিস্যনর সাহেবেরদের আপনং এলাকার মধ্যে ১৮২১ সালের ১ আইনেতে ১৮২৯ সালের ১ মার্চের পূর্ব্বে যেং মোকদ্দমার হেতু হইয়াছে তাহা গ্রাহ্য করিতে ক্ষমতা দিবার কথা।

সদর বোর্ড অথবা দিল্লীর রেসিডেণ্ট সাহেবের নিকটে যথাযোগ্য আপীল হইতে পারিবার কথা।

আদালতে এখন উপস্থিত উপরি লিখিত প্রকার সকল মোকদ্দমা কমিস্যনর সাহেবেরদের নিকটে সমর্পণ করা যাইবার কথা।

কমিস্যনর সাহেবেরা ঐ প্রকার সকল দাওয়ার বিষয়ে কালেক্টর ও ডেপুটি কালেক্টর সাহেবদিগকে আপনারদের নিকটে সমাচার দিতে হুকুম করিতে পারিবার কথা।

১০। আরো হুকুম দেওয়া যাইতেছে যে রাজস্বের ও দায়েরসায়েরীর কমিস্যনর সাহেবেরদের এই ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব আছে যে তাহারা আপং কর্তৃত্বের অধীন সকল কালেক্টর ও ডেপুটিকালেক্টর সাহেবদিগকে হুকুম দেন যে তাঁহারা তাঁহারদের নিকটে সামান্যরূপে উপস্থিতহওয়া দাওয়া কি যে সকল দাওয়া উপরের লিখিত মতে সমর্পণ করা যাইবেক তাহা বিবেচনা করেন এবং তাহার সমাচার ঐং কমিস্যনর সাহেবকে দেন এবং শ্রীলশ্রীযুত বিলায়তের মহারাজের কৌন্সেলে আপীল হওয়ার যোগ্য মোকদ্দমাভিন্ন অন্যং মোকদ্দমার নিষ্পত্তির উপর কেবল খাস আপীল হইতে পারিবেক অর্থাৎ যদি সদর বোর্ডের সাহেবেরা কমিস্যনর সাহেবের করা ঐ ডিক্রী এবং আপেলাণ্টেরদের দরখাস্ত এবং কালেক্টর সাহেবের রুবকারী অথবা রিপোর্ট বিবেচনা করিয়া এমত বোধ করেন যে ঐ লোকেরদের পক্ষে ন্যায় করা যায় নাই অথবা সরকারের হিতাহিত

এবং শ্রীযুত বিলায়তের মহারাজের হজুর কৌন্সেলে যেং মোকদ্দমার আপীল হইবে তাহাব্যতিরিক্ত অন্য

উপযুক্তরূপে মানা যায় নাই ইহা স্পষ্টরূপে জানা না যায় তবে ঐ২ প্রকার আপীল গ্রাহ্য করিবেন না ইতি।—১৮২৯ সা। ১ আ। ১০ ধা। ৩ প্র।

সকল মোকদ্দমার কমিস্যনর সাহেবের নিষ্পত্তির উপর সদর বোর্ডের সাহেবেদের নিকটে কেবল খাস আপীল হইতে পারিবার কথা।

কালেক্‌টর।

৬ ধারা।

কালেক্‌টরের কর্ত্তব্য কার্য্য

কালেক্‌টর সাহেবদিগের সংখ্যা ও অধিকারের সীমা নিরূপণ করিতে এবং তাঁহারদিগের ক্ষমতা কোম্পানির চিহ্নিত চাকর কোন সাহেবকে দিতে শ্রীযুতের ক্ষমতা থকিবার কথা।

১। জানান যাইতেছে যে শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্‌ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে প্রত্যেক কালেক্‌টর সাহেবের অধিকারের সীমাসরহদ্দের ফেরফার হওনের বিষয়ে ও মালগুজারী তহসীলের কার্য্যভারাক্রান্ত কালেক্‌টর সাহেবদিগের সংখ্যার বিষয়ে আপন বিহিত বিবেচনাতে যখন হুকুম উপযুক্ত বুঝিবেন তাহা দিতে পারিবেন এবং ঐ শ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুরের চিহ্নিত চাকর সাহেবদিগের মধ্যের কোন সাহেবকে মালগুজারীর কালেক্‌টর সাহেবের ভার সম্পর্কীয় সমুদয় ক্ষমতা কি তাহার মধ্যহইতে কোনং ক্ষমতা যে মহাল কি মহালের সীমাসরহদ্দের নিরূপণ উপরের নিরূপিত মতানুসারে হইবেক তাহার নিমিত্তে অর্পণ করিতে পারিবেন ও এমতং সাহেবের আপনারদিগের প্রতি ভারহওয়া কার্য্যকর্ম্মের নির্ব্বাহ কালেক্‌টর সাহেবদিগের ভারসম্পর্কীয় সমস্ত নিয়মমতে করিতে হইবেক ইতি।—১৮২১ সা। ৪ আ। ৮ ধা। ১ প্র।

বোর্ড রেবিনিউর সাহেবেরা কি তাঁহারদিগের ক্ষমতা প্রাপ্ত অন্য সাহেবেরা আপনং তাবে কোন সাহেবকে কালেক্‌টর সাহেবদিগকে দেওয়া ক্ষমতা অর্পণ করিতে পারিবার ও তাহার সম্বাদ শ্রীযুতের হজুরে দিবার কথা।

২। বোর্ড রেবিনিউর সাহেবেরা ও ঐ সাহেবদিগের ক্ষমতা অন্য যে সাহেবেরা রাখেন তাঁহারা আপনারদিগের তাবে কোন সাহেবকে বিশেষ কোন সীমাসরহদ্দের মধ্যেতে কালেক্‌টরী ভারের কর্ম্মকার্য্যের আঞ্জাম করিবার নিমিত্তে কালেক্‌টর সাহেবদিগের মত ক্ষমতা দিয়া পাঠাইতে পারিবেন কিন্তু এমতে ঐ সাহেবদিগের যে দিবস এমত সাহেবকে উপরের নিরূপিত মতানুসারে পাঠান্‌ সেই দিবসেই কি তাহার পরে সাধ্যপক্ষে যত শীঘ্র হইতে পারে ততই শীঘ্র শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্‌ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলেতে তাহার সমাচার পাঠাইয়া দিতে হইবেক ইতি।—১৮২১ সা। ৪ আ। ৮ ধা। ২ প্র।

কালেক্‌টর সাহেবদিগেরে অবধার্য্য বিষয়ছাড়া তাঁহারদিগের সরহদ্দের বাহিরে কোন কর্তৃত্বকরণে নিষেধের কথা।

৩। কালেক্‌টর সাহেবদিগের কর্ত্তব্য নহে যে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪১ আইনের মতে যে কোন আইন প্রকাশ হয় তদনুসারে অথবা যে স্থানহইতে তাঁহারদিগের প্রতি হুকুম হইতে পারে তথাকার সিরিস্তাক্রমে যে সকল বিষয়ের হুকুম থাকে তাহা ছাড়া বিষয়ান্তরে আপনারদিগের তরফ কাহাকেও অন্য জিলায় তৈনাৎ করেন্‌ কিম্বা আপনারদিগের মোতালক সীমা সরহদ্দের মধ্যে যে

হুকুমৎ চলে তাহাও না চালান ইতি।—১৭৯৩ সা। ২ আ। ২৪ ধা।

দত্ত দেশ ১৮০৩ সা। ২৫ আ। ২৩ ধা।

৪। কালেক্টর সাহেবেরা কার্য্য ত্যাগ করিলে কিম্বা তগীর হইলে সরকারের মালগুজারীতে ক্ষতি খতরা এবং তাঁহারদিগের হিসাবেও ব্যতিক্রম অর্থাৎ হরজমরজ না হইতে পারিবার কারণ কর্ত্তব্য যে কোন কালেক্টর সাহেব যাবৎ আপন মোতালক কার্য্য যে সাহেব তাঁহার পদাভিষিক্ত হন্ তাঁহাকে কিম্বা তথাকার আসিষ্টাণ্টসাহেবকে অর্পণ না করেন্ ও অর্পণকরণের সংবাদ বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের স্থানে দিয়া তথাহইতে উঠিবার হুকুম না পান্ তাবৎ আপন কর্ম্মস্থানহইতেউঠিয়া যাইবান্ ও বোর্ড রেবিনিউর সাহেবেরা যে যে কালে এপ্রকার হুকুম দেওয়া উচিত জানেন সেইং কালে তাঁহারদিগের এপ্রকার হুকুম না পাইলে এই হুকুমেই কদাচিত খালাস পাইবেন না অর্থাৎ নির্দায় হইতে পারিবেন না ইতি।—১৭৯৩ সা। ২ আ। ২৭ ধা।

কালেক্টর সাহেব কার্য্য ছাড়িলে কিম্বা তগীর হইলে যাবৎ তাঁহার মোতালক কার্য্য অন্য সাহেবকে সোপর্দ্দ না হয় ও উঠিবার হুকুম বোর্ড রেবিনিউহইতে না পান্ তাবৎ উঠিয়া না যাইবার কথা।

বারাণস ১৭৯৫ সা। ৫ আ। ২৫ ধা।
দত্ত দেশ ১৮০৩ সা। ২৫ আ। ২৬ ধা।

৫। কালেক্টর সাহেব দৈবাধীন মরিলে কিম্বা সাক্ষাৎ না থাকিলে অথবা আপন কার্য্যহইতে স্থানান্তরে গেলে তথাকার আসিষ্টাণ্ট অর্থাৎ ছোট সাহেবদিগের মধ্যে যে কেহ অগ্রগণ্য থাকেন সেই সাহেব কালেক্টরী সকল কার্য্য করিবেন এবং এ প্রকারে দেওয়ানপ্রভৃতি আমলারা সেই আসিষ্টাণ্ট সাহেবের তাবে রহিয়া তাঁহার হুকুমমতে বিষয় ব্যাপার চালাইবেন ইতি।—১৭৯৩ সা। ২ আ। ১৪ ধা।

কালেক্টর সাহেবের অসাক্ষাৎকার তথাকার অগ্রগণ্য ছোট সাহেব কালেক্টরী কার্য্য করিবার কথা।

বারাণস ১৭৯৫ সা। ৫ আ। ১৪ ধা।
দত্ত দেশ ১৮০৩ সা। ২৫ আ। ১৩ ধা।

৭ ধারা।

সাধারণ বিধি।

৬। সরকারের মালওয়াজিবী তহসীলের ভার একং জিলায় শ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুরের সরকারের চিহ্নিত চাকর একং সাহেবকে পূর্ব্বমতে অর্পণ হইবেক ও প্রত্যেক সাহেব যে জিলার তহসীলদারীতে নিযুক্ত হন সেই জিলার কালেক্টর তাঁহার খ্যাতি হইবেক। এবং তাঁহারা আপনারদিগের কার্য্যে বসিবার পূর্ব্বে আক্ট পার্লিমেণ্টে অর্থাৎ বিলায়তের কর্ম্মকর্ত্তাদিগের হুকুমমতে শ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুরের সরকারের চিহ্নিত চাকর সাহেবদিগের তহসীলের কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া যে পাঠে দিব্য করিবার ধার্য্য আছে সেই

শ্রীযুত কোম্পানির সরকারের চিহ্নিত চাকর সাহেবদিগেরে সরকারের মালওয়াজিবী তহসীলের ভার হইবার কথা।

কালেক্টর সাহেবদিগের সুকৃত্তির কথা।

পাঠে বড় আদালতের জজ সাহেবদিগের জনেকের সাক্ষাৎ দিব্য করিবেন ইতি।— ১৭৯৩ সা। ২ আ। ৩ ধা।

বারাণস ১৭৯৫ সা। ৫ আ। ২ ধা। ১ প্র।

দত্ত দেশ ১৮০৩ সা। ২৫ আ। ২ ধা।

মাল তহসীলের সাহেবদিগের শপথ করিবার কথা।

৭। ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ২ দ্বিতীয় আইনের ৩ তৃতীয় ধারার অনুসারে হুকুম আছে যে কালেক্টর সাহেবেরা আপনারদিগের কর্ম্মে বসিবার পূর্ব্বে আক্‌ট পার্লিমেণ্টের নির্দ্দিষ্ট যে হুকুম কোম্পানি ইঙ্গরেজ বাহাদুরের সরকারী মাল তহসীলের সংক্রান্ত চাকরদিগের সম্পর্কে শপথকরণার্থে নির্দ্ধার্য্য আছে তদনুসারে কলিকাতার বড় আদালতের জনেক জজসাহেবের সমক্ষে শপথ করিবেন। কিন্তু প্রায় সর্ব্বদা সে সাহেবদিগ্‌কে কলিকাতায় বড় আদালতের জজসাহেবের নিকটে আনাইতে কর্ম্মের ভণ্ডুল হয় ইহাতে আক্‌ট পার্লিমেণ্টের হুকুম মতে গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের কর্ত্তৃত্ব আছে যে প্রচণ্ডপ্রতাপ শ্রীমৎ বর্ত্তমান বাদশাহ্ তৃতীয় জর্জ্জের আমলী আক্‌ট পার্লিমেণ্টের ৩৩ আইনের ৫২ ধারার অনুসারে শপথ করাইবার নিমিত্তে এক জন সাহেবকে নিযুক্ত করেন্ অতএব এ ধারাক্রমে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ২ আইনের ৩ তৃতীয় ধারার পরিবর্ত্তে হুকুম হইতেছে যে যদি কখন মাল তহসীলের কোন এলাকার সাহেবকে আক্‌ট পার্লিমেণ্টের ৬১ দফার অনুসারে শপথ করাইবার আবশ্যক হয় তবে গবরনর জেনরল বাহাদুর সে সাহেবকে কলিতার বড় আদালতের এক জন জজসাহেবের সমীপে শপথ করিতে হুকুম দিবেন অথবা তাঁহাকে শপথ করাইবার জন্যে অন্য জনেক সাহেবকে নিযুক্ত করিবেন। ইহাতে যদি বড় আদালতের জজছাড়া নির্দ্দিষ্ট অন্য সাহেবের নিকটে শপথ করেন্ তবে কর্ত্তব্য যে সেই শপথপত্রে সেই সাহেবের দস্তখৎ ও সাক্ষী হইয়া সদরদেওয়ানী আদালতের দফ্তরে রাখিবার কারণ সে দফ্তরের রেজিষ্টর সাহেবের নিকটে চালান হয় ইতি।—১৮০৪ সা। ৫ আ। ২৫ ধা।

শপথের পাঠের কথা।

৮। মাল তহসীলের সাহেবেরা যে পাঠে শপথ করিবেন তাহা নীচের লিখনানুসারে নির্দ্দিষ্ট হইল। লিখিতং শ্রীঅমুকস্য শপথপত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে আমাকে শ্রীযুত কোম্পানি ইঙ্গরেজ বাহাদুরের সরকারের মালতহসীলের যে ভারার্পণ হইয়াছে তাহা আমি যথা সাধ্যক্রমে প্রকৃতপ্রস্তাবে সম্পন্ন করিব তাহাতে আমার প্রাপ্তব্যের নির্ণয় যাহা গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে হইয়াছে কিম্বা হয় তাহাছাড়া কোন রাজা অথবা জমিদার কিম্বা তালুকদার অথবা পালীগার কিম্বা ইজারদার অথবা প্রজার স্থানে মোকররী পেশকশ ও খাজানা ও টাক্কব্যতীত কোন প্রকারে কিছু নগদ কিম্বা জিনিস নজর অথবা ভেটক্রমে অগোপনে কিম্বা গোপনে স্বহস্তে কিম্বা পরহস্তে লইব না এবং চাহিব না এবং লইতে স্বীকার করিব না। এবং ঐ কোম্পানি বাহাদুরের সরকারের নির্দ্ধারিতে

পাওনা পেশকশ কিম্বা খাজানা অথবা টাক্স কিম্বা মহসুল অথবা অপর যে অঙ্ক আমার স্থানে ও আমার তাবে মালমোতালকের আমলার নিকটে পঁহুছে তাহার হিসাব যথার্থরূপে ঐ সরকারে দাখিল করিয়া বুঝাইয়া দিব ইতি।—১৮০৪ সা। ৫ আ। ২৬ ধা।

৯। তহসীলের কার্য্য কালেকটর সাহেবদিগেরে অর্পণ আছে তথাচ তাহার তত্ত্বাবধারণ বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের এমত কর্ত্তব্য যে সরকারের মালগুজারীর টাকা সময় শিরে উসুল হয় ও তাহা উসুলে বিলম্বদর্শিলে ও খলল হইলে তাহার হেতু কালেক্টর সাহেবদিগের স্থানে অবগত হন তাহাতে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১৪ চতুর্দ্দশ আইনক্রমে ভূম্যধিকারিদিগের স্থানে সরকারের মালওয়াজিবী উসুলকরণের ক্ষমতা কালেক্টর সাহেবেরা রাখেন ইতি।—১৭৯৩ সা। ২ আ। ৪১ ধা।

কালেক্টর সাহেবদিগের প্রতি তহসীলের কার্য্যের ভার রহিবার আর বোর্ড রেবিনিউর সাহেবেরা সরকারের মালগুজারী বরওক্ত উসুল হইবার ও তাহার উসুলে দেরী ও খলল হইবার কারণ জানিবার কথা।

১০। কালেক্টর সাহেবেরা আপনারদিগের সকল কার্য্যের সম্পর্কে বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের সহিত পত্রাদি লিখনপঠন করিবেন এবং তাঁহারদিগের প্রতি বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের যে হুকুম পূর্ব্বে হইয়াছে তাহা এই আইনের মতে ও ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪১ আইনের লিখনানুসারে অন্য যে কোন আইন ধার্য্য ও প্রকাশ হয় তাহার মতে না ফিরিয়া থাকে তবে সেমতে এবং পশ্চাৎ বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের যে হুকুম হয় তদনুসারেও কার্য্য করিবেন ইতি।—১৭৯৩ সা। ২ আ। ৪ ধা।

বারাণস ১৭৯৫ সা। ৫ আ। ৩ ধা। ২ প্র।
দত্ত দেশ ১৮০৩ সা। ২৫ আ। ৩ ধা।

কালেক্টর সাহেবেরা আপনারদিগের সকল কার্য্যার্থে পত্রাদি লিখন পঠন বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের সহিত করিবেন এবং তাঁহারদিগের হুকুমমতে কার্য্য করিবেন তাহার কথা।

১১। প্রত্যেক জিলার কালেক্টর সাহেব কালেক্টরী একং মোহর দেড় বুরুল অর্থাৎ ১৷৷ অঙ্গুষ্ঠ প্রমাণ প্রশস্ত চক্রাকৃতিতে আপনারদিগের নিকটে রাখিবেন তাহাতে সুবে বাঙ্গালা ও সুবে উড়িষ্যার সকল জিলার কালেক্টর সাহেবদিগের সমস্ত মোহর পারসী ও বাঙ্গলা শব্দ ও অক্ষরে ও সুবে বেহারের সমস্ত জিলার কালেক্টর সাহেবদিগের যাবদীয় মোহর পারসী ও নাগরী ভাষা ও অক্ষরে খোদাইবেন মোহরের পাঠের রেওয়া এই যে মোহর কালেক্টর অমুক জিলা।—১৭৯৩ সা। ২ আ। ৫ ধা।

বারাণস ১৭৯৫ সা। ৫ আ। ৪ ধা।
দত্ত দেশ ১৮০৩ সা। ২৫ আ। ৪ ধা।

কালেক্টর সাহেবদিগের মোহরের কথা।

১২। সকল জিলার কালেক্টর সাহেবেরা আপনারদিগের কার্য্য চলনের রোজনামা অর্থাৎ প্রতিদিনের বিবরণ ইঙ্গরেজী কিম্বা পারসী অথবা বাঙ্গলা ভাষায় লেখাইয়া আপনারদিগের স্থানে রাখিবেন

কালেক্টর সাহেবেরা আপনারদিগের সকল কার্য্য

চলনের রোজনামা রাখিবার কথা।

এবং যে সময়ে যে ব্যাপার করেন্ তাহা তৎক্ষণাৎ সেই রোজনামায় লেখাইয়া তাহাতে আপনং দস্তখৎ করিবেন ইতি।—১৭৯৩ সা। ২ আ। ৬ ধা।

বারাণস ১৭৯৫ সা। ৫ আ। ৫ ধা।
দত্তদেশ ১৮০৩ সা। ২৫ আ। ৫ ধা।

কালেক্টর সাহেবেরা বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের তাবে থাকিয়া যে সকল কার্য্য করিবেন তাহার কথা।

১৩। কালেক্টর সাহেবেরা বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের তাবে রহিয়া নীচের লিখনানুসারে সকল কার্য্য চালাইবেন ইতি।—১৭৯৩ সা। ২ আ। ৭ ধা।

বারাণস ১৭৯৫ সা। ৫ আ। ৬ ধা।
দত্ত দেশ ১৮০৩ সা। ২৫ আ। ৬ ধা।

ভূম্যধিকারিদিগের স্থানে নির্দ্ধার্য্য রাজস্ব গ্রহণের কথা।

১৪। জমীদারান্ ও হজুরী তালুকদারান্প্রভৃতি ভূম্যধিকারিদিগের যে সকল ভূমির বন্দোবস্ত তাহারদিগের কিম্বা তাহারদিগের তরফ লোকদিগের সহিত সরকারে হইয়াছে অথবা হয় তাহার তহসীল করিবেন ইতি।—১৭৯৩ সা। ২ আ। ৮ ধা। ১ প্র।

বারাণস ১৭৯৫ সা। ৫ আ। ৭ ধা। ১ প্র।
দত্ত দেশ ১৮০৩ সা। ২৫ আ। ৭ ধা। ১ প্র।

ইজারদারের স্থানে খাজানা তহসীলের কথা।

১৫। যে ভূমি ইজারা হইয়া থাকে তাহার সালিয়ানা খাজানা তহসীল করিবেন ইতি।—১৭৯৩ সা। ২ আ। ৮ ধা। ২ প্র।

বারাণস ১৭৯৫ সা। ৫ আ। ৭ ধা। ২ প্র।
দত্ত দেশ ১৮০৩। ২৫ আ। ৭ ধা। ২ প্র।

খাস তহসীলের ভূমির খাজানা তহসীলের কথা।

১৬। সরকারের খাসের তহসীলে যে ভূমি থাকে তাহার খাজানা তহসীল করিবেন ইতি।—১৭৯৩ সা। ২ আ। ৮ ধা। ৩ প্র।

বারাণস ১৭৯৫ সা। ৫ আ। ৭ ধা। ৩ প্র।
দত্ত দেশ ১৮০৩ সা। ২৫ আ। ৭ ধা। ৩ প্র।

ইজারা ও খাস তহসীলের ভূমির বন্দোবস্তের কথা। [বাঙ্গালা। বেহার। উড়িষ্যা। দত্ত দেশ।]

১৭। যে সময় ইজারা ও খাস তহসীলের ভূমির মোকররী জমার ধার্য্য করিতে হয় সে সময় শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হজুরের সমস্ত আইন এবং পশ্চাৎ এ বিষয়ে যে সকল হুকুম হয় তদনুসারে তাহার বন্দোবস্ত করিবেন ইতি।—১৭৯৩ সা। ২ আ। ৮ ধা। ৪ প্র।

দত্ত দেশ ১৮০৩ সা। ২৫। ৭ ধা। ৪ প্র।

উত্তরকাল মহালাৎ আমানী ও ইজারার মহালাতের বন্দোবস্ত করিবার মতের কথা।

১৮। যে যে কালে মহালাৎ আমানী ও ইজারার মহালাতের বন্দোবস্ত করিতে হয় সেইং কালে শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলের আইনসকলের মতে এবং পশ্চাৎ তদর্থে যে সকল হুকুম জারী হয় তদনুসারে করিবেন। ইহাতে হুকুম অটল আছে যে মহালাৎ আমানীর বন্দোবস্ত সেই মহালাতের উপস্থিত

এতাবতা হাসিল ভূমির সাম্বৎসরিক উৎপন্নের মধ্যে দশমাংশ সর স্বামী খরচা ও যাঁহারদিগের সহিত বন্দোবস্ত হয় তাহারদিগের মালিকানাবাদে বাকী মোকররীমতে জমার ধার্য্য করেন এবং সে সকল মহালাতে পতিত ভূমি অনেক থাকিলে তদর্থে কিঞ্চিৎ রসদ রাখিয়া চারি পাঁচ বৎসরের অধিক না হয় এমত কাল নিয়মে তাহার বন্দোবস্ত করিতে মনোযোগী হন। আর কোন ইজারদারের মরণানন্তর তাহার ইজারার যে মহালের বন্দোবস্ত করিতে হয় তাহাতে কেবল ইহাই বিবেচনা করিতে হইবেক যে সেই মহাল ও তাহার পাট্টা কাহাকে অর্শিবেক এতদ্ভিন্ন সে মহালের জমার কমী ও বেশী কিছুই হইতে পারিবেক না জানিবেন যে ফসলী ১১৯৭ সালে ও তাহার পর মোকররীমতে বন্দোবস্ত হইবার হুকুমমাফিক যতং জমার ধার্য্য ক্রমে যে যে ইজারার মহালের বন্দোবস্ত হইয়াছে সেইং নির্দ্ধারিত জমা সেইং মহালের উপর চিরকালের জন্যে স্থিরতর ও বহাল রহিবেক কিন্তু ইঙ্গরেজী ১৭৯৫ সালের প্রথম আইনের ৩ তৃতীয় ধারার লিখিত হুকুমমতে যে কোন ইজারার মহালের পাট্টা বাজেয়াপ্ত হয় সে মহাল যে কোন ব্যক্তিকে জমিদারীক্রমে অর্শে সে যদি সেই মহালের হালের অর্থাৎ তৎকালের নির্দ্ধারিত মোকররী জমার উপর সে মহাল লইতে স্বীকার না করে তবে পশ্চাৎ সে মহালের উপর মহালাৎ আমানীর বন্দোবস্ত করিবার মতে যে জমার ঠাহর কিম্বা ঐ হজুরহইতে অপর যে ডৌলের ধার্য্য হয় তাহার সরবরাহ দিতে কবুল না করিলে সে মহাল লইবার স্বত্বাধিকার সে ব্যক্তির হইবেক না।—১৭৯৫ সা। ৫ আ। ৭ ধা। ৪ প্র।

১৯। যে সকল নিষ্কর ভূমি সনন্দানুসারে অসিদ্ধ ও কাহারো ভোগ দখলে থাকে প্রমাণ হয় তাহার উপরে সরকারী মালগুজারীর দাওয়ায় দেওয়ানী আদালতে নালিশ করিবেন ইতি।—১৭৯৩ সা। ২ আ। ৮ ধা। ৫ প্র।

অসিদ্ধ সনন্দী ভূমির রাজস্বের দাওয়া হইবার কথা।

বারাণস ১৭৯৫ সা। ৫ আ। ৭ ধা। ৫ প্র।
নব্ব দেশ ১৮০৩ সা। ২৫ আ। ৭ ধা। ৫ প্র।

২০। সরকারী জমার শামিলে যে মাস মাহিয়ানা ও রোজ এবং সায়েরের হাসিল মৌকুফের নোকসানের যে টাকা নির্দ্দিষ্ট আছে তাহা দিবেন ইতি।—১৭৯৩ সা। ২ আ। ৮ ধা। ৬ প্র।

সায়ের মৌকুফের নোকসানীসমেত মুশাহেরা ওগয়রহ দিবার কথা।

বারাণস ১৭৯৫ সা। ৫ আ। ৭ ধা। ৬ প্র।
নব্ব দেশ ১৮০৩ সা। ২৫ আ। ৭ ধা। ৬ প্র।

২১। সকল অনুপযুক্ত অধিকারী ও তাহারদিগের ভূমির বিষয়ে যে যে হুকুম কোর্ট ওয়ার্ড দিবেন তদনুসারে কার্য্য করিবেন ইতি।— ১৭৯৩ সা। ২ আ। ৮ ধা। ৭ প্র।

কোর্ট ওয়ার্ডের হুকুম মানিবার কথা।

বারাণস ১৭৯৫ সা। ৫ আ। ৭ ধা। ৭ প্র।
নব্ব দেশ ১৮০৩ সা। ২৫ আ। ৭ ধা। ৭ প্র।

সকল ভূমি অংশের কর্তৃত্বের কথা।

২২। করসম্পর্কীয় যে ভূমিবিভাগের বিষয়ে শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হুজুরের হুকুম হয় সে ভূমির বিভাগ আপন কর্তৃত্বে করিবেন ইতি।—১৭৯৩ সা। ২ আ। ৮ ধা। ৮ প্র।

দত্ত দেশ ১৮০৩ সা। ২৫ আ। ৭ ধা। ৮ প্র।

অসাধারণ ভূমির অংশ আপন এখ্তিয়ারে করাইবার কথা।

২৩। সরকারের করসম্পর্কীয় যে সকল অসাধারণ ভূমি স্বেচ্ছায় বিক্রয় কিম্বা দানক্রমে অথবা মতান্তরে দুই কিম্বা ততোধিক অংশ পৃথক নির্দ্দিষ্ট করিতে হয় তাহার বণ্টন অর্থাৎ বাঁটওয়ারা ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ২৫ পঞ্চবিংশতি আইনের ও ইঙ্গরেজী ১৭৯৫ সালের ১৬ ষড়বিংশতি আইনের এবং ১৭৯৫ সালের ২৭ সপ্তবিংশতি আইনের ৭ সপ্তম ধারার লিখিত হুকুমসকলের অনুসারে আপন এতমামে ও এখ্তিয়ারে করাইয়া সেই একং অংশের জমার ধার্য্য মোকররী মতে করিবেন।—১৭৯৫ সা। ৫ আ। ৭ ধা। ৮ প্র।

যে ভূমি নীলামে বিক্রয় হয় তাহার জমার ধার্য্যের কথা।

২৪। সরকারের মালগুজারীর বাকীর নিমিত্ত সকর যে ভূমি নীলামে বিক্রয় হয় তাহার মোকররী জমার ধার্য্য করিবেন ইতি।—১৭৯৩ সা। ২ আ। ৮ ধা। ৯ প্র।

বারাণস ১৭৯৫ সা। ৫ আ। ৭ ধা। ৯ প্র।
দত্ত দেশ ১৮০৩ সা। ২৫ আ। ৭ ধা। ৯ প্র।

জমার মহালের হাসিল লইবার কথা।
[বাঙ্গালা। বেহার। উড়িষ্যা ও দত্ত দেশ।]

২৫। মদিরাপ্রভৃতি মাদক সামগ্রীর উপর যে হাসিল অর্থাৎ টাক্সের টাকা ধার্য্য আছে তাহা তহসীল করিবেন।—১৭৯৩ সা। ২ আ। ৮ ধা। ১০ প্র।

দত্ত দেশ ১৮০৩ সা। ২৫ আ। ৭ ধা। ১০ প্র।

মহাল আবকারীর ও ঘরদ্বারীর টাক্স তহসীল করিবার কথা।
[বারাণস।]

২৬। মহাল আবকারি অর্থাৎ মদিরাদি মাদকসামগ্রীর ও ঘর দ্বারী এতাবতা থানাশুমারীর নির্দ্ধারিত টাক্স আলাহিদার আইনের মতে তহসীল করিবেন।—১৭৯৫ সা। ৫ আ। ৭ ধা। ১০ প্র।

প্রাচীনতাজন্য অক্ষম সিপাহিদিগের নিমিত্ত ভূমি ঠাহরের কথা।

২৭। এদেশি প্রাচীন সিপাহীদিগের মধ্যে যে কেহ শেষদশাজন্য কর্ম্মত্যাগ করিয়া আপন দিনপাতের নিমিত্ত ভূমিবৃত্তি চাহে তাহার কারণ ভূমি ঠাহর করিবেন ইতি।—১৭৯৩ সা। ২ আ। ৮ ধা। ১১ প্র।

বারাণস ১৭৯৫ সা। ৫ আ। ৭ ধা। ১১ প্র।
দত্ত দেশ ১৮০৩ সা। ২৫ আ। ৭ ধা। ১১ প্র।

পোলীসের টাক্স তহসীলের কথা।
[বাঙ্গালা। বেহার। উড়িষ্যা।]

২৮। পোলীস অর্থাৎ থানাবন্দীর টাক্সের টাকা তহসীল করিবেন ইতি।—১৭৯৩ সা। ২ আ। ৮ ধা। ১২ প্র।

২৯। উপরের লিখিত সমস্ত কার্য্য এবং ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪১ একচত্বারিংশৎ আইনের লিখনানুসারে যে কোন আইন ধার্য্য ও প্রকাশ হয় তাহার লিখনক্রমে যে কর্ম্ম সমর্পণ হয় তাহাও শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হজুরের সকল আইনের হুকুমমতে করিবেন ইতি।—১৭৯৩ সা। ২ আ। ৮ ধা। ১৩ প্র।

সকল আইনের হুকুম মাফিক কার্য্য করিবার কথা।

বারাণস ১৭৯৫ সা। ৫ আ। ৭ ধা। ১২ প্র।
দত্ত দেশ ১৮০৩ সা। ২৫ আ। ৭ ধা। ১২ প্র।

৩০। সালিয়ানা ও মাসকাবারী যে সকল হিসাব এইক্ষণে বোর্ড রেবিনিউতে দিতে হয় তাহা এবং অন্য যে যে হিসাব বোর্ড রেবিনিউর সাহেবেরা চাহেন কিম্বা বোর্ড রেবিনিউর তাবের যে সকল সাহেবলোকের তলব করিবার সাধ্য থাকে তাঁহারদিগের তলব মাফিক পাঠাইবেন ইতি।—১৭৯৩ সা। ২ আ। ৮ ধা ১৪ প্র।

সালিয়ানা ও মাসকাবারী হিসাব পাঠাইবার কথা।

বারাণস ১৭৯৫ সা। ৫ আ। ৭ ধা। ১৩ প্র।
দত্ত দেশ ১৮০৩ সা। ২৫ আ ৭ ধা। ১৩ প্র।

৩১। বোর্ড রেবিনিউর সাহেবেরা যে হুকুম দেন অথবা যে কর্ম্মকর্ত্তারা হুকুম পাঠাইবার শক্তি রাখেন ও পাঠান তদনুসারে কার্য্য করিবেন ইতি।—১৭৯৩ সা। ২ আ। ৮ ধা। ১৫ প্র।

বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের হুকুম অথবা যাঁহারা সে হুকুম পাঠাইতে পারেন তাঁহারদিগের হুকুম মানিবার কথা।

বারাণস ১৭৯৫ সা। ৫ আ। ৭ ধা। ১৪ প্র।
দত্ত দেশ ১৮০৩ সা। ২৫ আ ৭ ধা। ১৪ প্র।

৩২। কালেক্টর সাহেবের উচিত যে এলাকা বারাণসের রাজার মৌরুসী জমিদারী গঙ্গাপুরের এবং তাঁহার জায়গীর বদুইও কাঁটা মঙ্গরোরের প্রজাপ্রভৃতি মালগুজারদিগের কেহ কোন বিষয়ে নালিশ করিলে তাহার বিচার ও নিষ্পত্তি ইঙ্গরেজী ১৭৯৪ সালের ২৭ অক্টোবরে রেসিডেণ্ট সাহেব ও রাজার সহিত হওয়া একরারের অনুসারে যে হুকুম ইঙ্গরেজী ১৭৯৫ সালের ১৫ পঞ্চদশ আইনের ৩ তৃতীয় ধারায় লেখাগিয়াছে সেই হুকুমমতে করেন অথবা সে বৃত্তান্ত শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলে লিখিয়া পাঠাইবার আবশ্যক হইলে লিখিয়া পাঠান ইতি *।—১৭৯৫ সা। ৫ আ। ৮ ধা।

রাজার মৌরুসী জমিদারী গঙ্গাপুরের এবং তাঁহার জায়গীরের মালগুজারদিগের হক্ দেওয়াইবার কথা।

৩৩। সরকারের খাজানাখানাহইতে যে সময় যে টাকা দিতে কালেক্টর সাহেবের কর্ত্তব্য হয় সে সময় তাহার কারণ কালেক্টর সাহেব আপন মোহর ও দস্তখতে খাজাঞ্চীর নামে হুকুমনামা অর্থাৎ বরাতচিঠী দিবেন ও সেই বরাতে সেই জিলার কালেক্টরীর দেওয়ানের দস্তখৎ ও বরাতী টাকার মবলগবন্দী হইবেক ইহাতে খাজা

কালেক্টর সাহেবেরা খাজানাখানা হইতে টাকা দিবার মতের কথা।

* এই বিধান যদ্যপি রদ না হইয়া থাকে তথাপি ১৮২৮ সালের ৭ আইনের দ্বারা তাহার অনেক মতান্তর হইয়াছে। তাহা প্রথম বালমে পাওয়া যাইবে।

ঞ্চীকে নিষেধ আছে যে এমত বরাতচিঠী নহিলে খাজানাখানাহইতে কিছু টাকা কাহাকেও না দেয় যদি এমত বরাতচিঠীব্যতিরেকে টাকা দিলে প্রমাণ হয় যে সে টাকা দেওয়া উচিত ছিল না তবে সেই খাজাঞ্চী তাহার নিশা করিবেক তাহাতে কর্ত্তব্য এই যে সেই বরাতে নম্বর করা যায় ও এদেশী দফ্তরের সিরিস্তাদার বরাতচিঠীর লিখিত টাকার সংখ্যা সে স্থানের চলন ভাষায় বহীতে লিখিয়া সেই বরাত চিঠীর উপর আপন নামস্বাক্ষর এই শব্দযুক্তে করে যে এই বরাত চিঠী বহীতে দাখিল হইল ইতি।—১৭৯৩ সা। ২ আ। ১২ ধা।

বারাণস ১৭৯৫ সা। ৫ আ। ১২ ধা।
দত্ত দেশ ১৮০৩ সা। ২৫ আ। ১১ ধা।

মালগুজারীর টাকার কবজ দিবার বিষয়ে যে সকল মতস্থৈর্য্য আছে তাহার কথা।

৩৪। কালেক্টর সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে তাঁহারদিগের মোতালক খাজানাখানায় যে মাসে একদিনে কিম্বা দিনে২ যে মালগুজারীর টাকা দাখিল হয় তাহার কবজ সেই মাস গতে তাহা দাখিল হইবার সকল তারিখ এবং যেং রকম টাকা দাখিল হইয়া থাকে সেই২ রকম নির্দ্দিষ্টে দিতে থাকেন এবং এদেশি সিরিস্তাদারের কর্ত্তব্য যে সেই কবজের ফিরিস্তি নম্বর নিদর্শনে বহীতে লিখে আর সেই বহীর নকল মাস২ ও যে সময় বোর্ড রেবিনিউর সাহেবেরা তলব করেন সে সময়ে ঐ বোর্ডে পাঠায় এবং তহসীলদার ও সাজাওলপ্রভৃতি এদেশী যে কেহ সরকারী মালগুজারীর তহসীলের কারণ নিযুক্ত হয় তাহারাও সেই মতে সকল কবজের বহী রাখিয়া তাহার নকল মাস২ এবং যে কালে কালেক্টর সাহেবেরা চাহেন সে কালে কালেক্টর সাহেবদিগের নিকটে পাঠায় ইতি।— ১৭৯৩ সা। ২ আ। ২৫। ধা।

বারাণস ১৭৯৫ সা। ৫ আ। ২৩ ধা।
দত্ত দেশ ১৮০৩ সা। ২৫ আ। ২৪ ধা।

মুশাহেরাদিগরের টাকার রসীদ কালেক্টরী সিরিস্তায় কাগজের শামিলে রহিয়া তাহার ফিরিস্তি বহীর নকল প্রতিবৎসর বোর্ড রেবিনিউতে পাঠান যাইবার কথা।

৩৫। কালেক্টর সাহেবদিগের মোতালক খাজানাহইতে মুশাহেরা ও রোজওগয়রহের যে টাকা দেওয়া যায় তাহার রসীদ মাস২ কিম্বা অন্য যে প্রকারে লওয়া যায় তাহা কালেক্টরী সিরিস্তায় সকল কাগজের শামিলে থাকিবেক এবং এদেশি সিরিস্তাদার তাহার ফিরিস্তি বহীতে লিখিবেক ও সে বহীর নকল প্রতিবৎসর বোর্ড রেবিনিউতে পাঠাইতে হইবেক ইতি।—১৭৭৩ সা। ২ আ। ২৬ ধা।

বারাণস ১৭৯৫ সা। ৫ আ। ২৪ ধা।
দত্ত দেশ ১৮০৩ সা। ২৫ আ। ২৫ ধা।

কালেক্টর সাহেবেরা অশেষ প্রকারে সকল দফতর প্রস্তুত করিবার ও তা

৩৬। কালেক্টর সাহেবদিগের সর্ব্বতোভাবে এমত আয়োজন কর্ত্তব্য যে তাঁহারদিগের মোতালক সকল কার্য্যের দফতর সম্যক্প্র

কারে তৈয়ার করেন্ এবং সাবধানে রাখেন ইতি।—১৭৯৩ সা। ২ আ। ২০ ধা।

হা সাবধানে রাখিবার কথা।

বারাণস ১৭৯৫ সা। ৫ আ। ২০ ধা।
দত্ত দেশ ১৮০৩ সা। ২৫ আ। ১৯ ধা।

৩৭। এক জিলার মোতালক সমস্ত ভূমি ছিন্নভিন্ন না রহিয়া একত্র ও সংলগ্ন হইবার কারণ কালেক্টর সাহেবের কর্ত্তব্য যে আপন মোতালক জিলার কিছু ভূমি অন্যের মোতালক জিলার ভূমির মধ্যে কিম্বা অন্য জিলার মোতালক ভূমি আপন জিলার মোতালক ভূমির মধ্যে রহিয়া থাকিলে তাহা বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগেরে সমাচার দেন তবে এ প্রকারে যে এক জিলার মোতালক ভূমি আর জিলার মধ্যে রহিয়া থাকে তাহা সেই জিলার শামিল হইবেক এবং যে সকল কালেক্টর সাহেবের জিলায় গঙ্গা কিম্বা মেঘনা অথবা বুহ্মপুত্র নদী ও নদ আছে তাঁহারা ঐ সকল নদী ওনদ যেং স্থানে আছে তাহাও বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগেরে সংবাদ করেন ইতি।—১৭৯৩ সা। ২ আ। ২১ ধা।
দত্ত দেশ ১৮০৩ সা। ২৫ আ। ২০ ধা।

একং জিলার মোতালক ভূমি একত্র ও সংলগ্ন করিবার মতের কথা।
[বাঙ্গালা। বেহার। উড়িষ্যা। দত্ত দেশ।]

৫ ধারা।

কালেক্টর সাহেবের প্রতি যেং নিষেধ আছে তাহা।

৩৮। কালেক্টর সাহেবেরা কালেক্টরী আমালাদিগের মধ্যে এদেশী দফ্তরের সিরিস্তাদার ও খাজাঞ্চী সেওয়ায় সকল আমলাকে তগীর ও বহাল করিতে পারিবেন কিন্তু যে সময় যাহাকে তগীর কিম্বা বহাল করেন্ তাহার সংবাদ বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগেরে লিখিবেন এবং যে সকল আমলা সরকারহইতে নিযুক্ত হয় তাহা ছাড়া অন্যেরে আপনারদিগের মোতালক কোন কার্য্যের ভার দিবেন না এবং সরকারের নিযুক্ত আমলাদিগের কাহাকেও আপনারদিগের নিজের কোন কার্য্য করিতে হুকুম করিবেন না ইতি।—১৭৯৩ সা। ২ আ। ১৩ ধা।
বারাণস ১৭৯৫ সা। ৫ আ। ১৩ ধা।
দত্ত দেশ ১৮০৩ সা। ২৫ আ। ১২ ধা।

কালেক্টরসাহেবেরা এদেশি সিরিস্তাদার ও খাজাঞ্চী ছাড়া অপর আমলাদিগেরে তগীর ও বহাল করিবার শক্তি রাখিবার ও সে সমাচার বোর্ড রেবিনিউতে লিখিবার কথা।

৩৯। ইঙ্গরেজী ১৮০৩ সালের ২৫ আইনের ১২ ধারার যেং কথা ক্রমে এবং ইঙ্গরেজী ১৮২৫ সালের ৮ আইনের ২ ধারার ১প্রকরণ ক্রমে এই অভিপ্রায় জানা গেল যে তাহাতে কালেক্টর সাহেবেরদের ও আদালতের সকল সাহেবের প্রতি নিষেধ আছে যে সরকারী কোন কর্ম্ম সিদ্ধির নিমিত্তে সরকারী কর্ম্মকারক নিযুক্ত করণের বিষয় যেং হুকুম চলিত আছে তদনুসারে উপযুক্তরূপে নিযুক্ত কি বাচনীকরা সরকারী কার্য্যকারকব্যতিরেকে অন্য কোন জনকে কর্ম্মের ভার না দেন এই ধারাক্রমে জানান যাইতেছে যে ঐ হুকুম কাগজপত্র এবং রোয়দাদইত্যাদির নকলকরণার্থে কি তদ্রূপ অন্য কোন কর্ম্মকরণার্থে

ইঙ্গরেজী ১৮০৩ সালের ২৫ আইনের ও ১৮২৫ সালের ৮ আইনের কোনং কথা সরকারী কার্য্যকারকব্যতিরেকে কাগজ ও রোয়দাদআদির নকল করণ বিষয়ে স

ম্পর্ক না রাখিবার কথা।

যেং লোক নিযুক্ত হয় তাহাতে তাহারদের সহিত সম্পর্ক রাখেন যেহেতুক ঐ সকল কর্ম্ম উপযুক্তরূপে করণের জওয়াব দেওনের ভার ঐ কার্য্যকারক সাহেবেরদের উপর রহিল কিন্তু ঐ [illegible] প্রকরণ এবং ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালেরং আইন ও ১৭৯৫ সালের ৫ আইনের যেং হুকুমের দ্বারা কালেক্টর সাহেবদিগকে ও আদালতের সাহেবদিগকে নিজে কি অন্যের দ্বারা আপনং নিজ চাকরকে কর্ম্ম দিতে নিষেধ আছে তাহা প্রবল থাকিবেক ইতি।— ১৮২৯ সা। ৩ আ। ৬ ধা।

যেং হুকুমেতে কালেক্টর সাহেবেরা ও আদালতের সাহেবেরা আপন নিজ চাকরকে সরকারী কার্য্য দেওয়া নিষিদ্ধ আছে তাহা সাব্যস্থ থাকিবার কথা।

কালেক্টরসাহেবেরা আপনারদিগের এলাকার কার্য্যের ভার আপনারদিগের নিজের চাকর লোককে দিতে বারণের কথা।

কালেক্টরসাহেবদিগেরে তাঁহারদিগের এলাকার কার্য্যকরণের ভার সরকারের নিযুক্ত আমলাদিগেরে দিতে বারণ না হইবার কথা।

৪০। কালেক্টর সাহেবদিগেরে নিষেধ আছে যে তাঁহারদিগের নিজের চাকর মুৎসদ্দীকল্প কিম্বা তদ্ভিন্ন লোককে আপনারদিগের মোতালকের কার্য্য করিতে না দেন এইহেতুক যে কালেক্টর সাহেবেরা আপনারদিগের মোতালক সমস্ত কার্য্যকরণে কেবল আপনারদিগেরেই সরকারের প্রস্তে কর্ত্তা জানিয়া সকল কার্য্য করিতে রহিবেন। কিন্তু এই নিষেধে কালেক্টর সাহেবেরা এমত না জানেন যে তাঁহারদিগের আসিষ্টাণ্ট অর্থাৎ ছোট সাহেবানও দেওয়ানপ্রভৃতি আমলারদিগেরে যে সকল বিষয়কার্য্য করিতে ভার দিবার হুকুম আছে তাহা করিতে ভার না দেন্ ইতি।— ১৭৯৩ সা। ২ আ। ১০ ধা।

বারাণস ১৭৯৫ সা। ৫ আ। ১২ ধা।

নব্ব দেশ ১৮০৩ সা। ২৫ আ। ১১ ধা।

জিলা ও শহরের জজসাহেব ও সরকারের মালগুজারীর কালেক্টর সাহেবআদিকেআপনারদিগের কর্জা মহাজনদিগকে আমলার মধ্যে নিযুক্ত করিতে নিষেধের কথা।

বোর্ডের ও দায়েরসায়েরী আদালতসকলের সাহেব আদির যে মতাচরণ করা আবশ্যক তাহার কথা।

৪১। জানা কর্ত্তব্য যে এই আইন জারীহওনের তারিখহইতে জিলা ও শহরের জজ সাহেবদিগেরও সরকারের মালগুজারীর ও মাসুলের কালেক্টর সাহেবদিগেরও নিমক ও আফীন তৈয়ারকরণের মোখ্তারকার সাহেবদিগের প্রত্যেকের প্রতি নিষেধ আছে যে আপনারদিগের নিজের কোন কর্জা মহাজনকে আপনং সিরিস্তার আমলার মধ্যে মোকরর না করেন্ অতএব বোর্ড রেবিনিউ ও বোর্ড ত্রেড ও বোর্ড কমিস্যনর ও আপীল আদালতের ও দায়েরসায়েরী আদালতের সাহেবদিগের উচিত হইবেক যে ইঙ্গরেজী ১৮০৯ সালের ৮ আইনেতে তাঁহরদিগের হজুরে যে রিপোর্ট পাঠাইবার হুকুম লেখা আছে তাঁহারদিগের তাবে ঐ সাহেবদিগের তরফহইতে সেই রিপোর্ট এই মজমুনে যে সিরিস্তার মধ্যে কোন কর্ম্ম খালী হইয়াছে সেই কর্ম্মে অমুক ব্যক্তিকে আপনকারদিগের মঞ্জুরী হইলে নিযুক্ত করিব পাইলে পর এ বিষয়ের তহকীক ও অনুসন্ধান করেন যে সেই ব্যক্তি সেই সাহেবের নিজের কর্জা মহাজন বটে কি না ও ঐ সাহেবদিগের উচিত যে উপরের লিখিত কথা স্পষ্ট জানা যাইবার সন্ধানানুসন্ধানের বিষয়ে যে সাহেব রিপোর্ট পাঠাইয়া থাকেন কেবল তাঁহার লিখাতেই ক্ষান্ত না হইয়া এই আইনের লিখিত

হুকুম ব্যর্থ ও বিফল না হইতে পারিবার জন্যে যে প্রকার করা আব শ্যক হয় তাহা করেন ইতি।— ১৮১৪ সা। ২১ আ। ২ ধা।

উপরের লিখিত দাঁড়া ঐ কর্জা মহাজনদিগের সম্পর্ক ও তাবেদার লোকের প্রতি খাটিবার কথা।

৪২। উপরের ধারার লিখিত যে দাঁড়াসকল উপরের লিখিত ঐ কার্য্যকারক সাহেবদিগের কর্জা মহাজন লোক তাঁহারদিগের সিরিস্তার আমলার মধ্যে নিযুক্তহওনের নিষেধের বিষয়ে নির্দ্দিষ্ট হইল সেই সকল দাঁড়া তাহারদিগের সম্পর্ক ও তাবেদার অর্থাৎ ব্যাপ্য লোকদিগের সহিত সম্পর্ক রাখিবেক অতএব এই ধারানুসারে এ হুকুমও আছে যে যেমন কর্জা মহাজনদিগের অর্থে ঐ সাহেবদিগের কোন সাহেবের সিরিস্তার আমলার মধ্যে নিযুক্তহওনের বিষয়ে সম্পূর্ণ নিষেধ আছে তাহারদিগের সম্পর্ক ও তাবেদার অর্থাৎ ব্যাপ্য লোকদিগের অর্থেও সেই মত নিষেধের হুকুম আছে ইতি।—১৮১৪ সা। ২১ আ। ৩ ধা।

শ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুরের সরকারের চিহ্নিত চাকর সাহেবদিগের প্রতি ভূম্যধিকারী ও ইজারদার ও কটকিনাদার ও প্রজাবর্গ ও মালজামিন লোককে কর্জ দিতে নিষেধের কথা।

৪৩। সকল জিলা ও শহরের দেওয়ানী আদালতের জজ ও ফৌজদারীর সাহেবেরা এবং সমস্ত মফঃসল আপীল আদালতের এবং দায়ের ও সায়েরী আদালতের জজ সাহেবেরা এবং ঐ সকল আদালতের রেজিষ্টর সাহেবেরা ও তাঁহারদিগের আসিষ্টাণ্ট সাহেবেরা এবং শ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুরের সরকারের অন্যং চিহ্নিত চাকর সাহেবলোক এবং সকল জিলার কালেক্টর সাহেবেরা ও তাঁহারদিগের আসিষ্টাণ্ট সাহেবদিগেরে নিষেধ আছে যে সরকারের মালগুজার কোন ভূম্যধিকারী ও ইজারদার ও শামিলাত তালুকদার ও কটকিনাদার ও প্রজাবর্গ ও মালজামিনদিগেরে কিছু কর্জ না দেন ইহাতে যদি বারং নিষেধ হুকুম না মানিয়া ঐ সকল লোকের কাহাকেও কর্জ দিয়া থাকেন অথবা পশ্চাৎ দেন তবে কোন আদালতের বিচারক্রমে তাহা কদাচ পাইবেন না।—১৭৯৩ সা। ৩৮ আ। ২ ধা।
বারাণস ১৭৯৫ সা। ৪৮ আ। ২ ধা।
দত্ত দেশ ১৮০৩ সা। ১৯ আ। ২ ধা।

কালেক্টর সাহেবেরা আপনারদির এলাকার কার্য্যের ভার আপনারদিগের নিজের চাকর লোককে দিতে বারণের কথা।

৪৪। কালেক্টর সাহেবদিগেরে নিষেধ আছে যে তাঁহারদিগের নিজের চাকর মুৎসদ্দীকল্প কিম্বা তদ্ভিন্ন লোককে আপনারদিগের মোতালকের কার্য্য করিতে না দেন এইহেতুক যে কালেক্টর সাহেবেরা আপনারদিগের মোতালক সমস্ত কার্য্যকরণে কেবল আপনারদিগেরেই সরকারের প্রস্তে কর্ত্তা জানিয়া সকল কার্য্য করিতে রহিবেন। কিন্তু এই নিষেধে কালেক্টর সাহেবেরা এমত না জানেন যে তাঁহারদিগের আসিষ্টাণ্ট অর্থাৎ ছোট সাহেবান ও দেওয়ানপ্রভৃতি আমলারদিগেরে যে সকল বিষয়কার্য্য করিতে ভার দিবার হুকুম আছে তাহা করিতে ভার না দেন ইতি।—১৭৯৩ সা। ২ আ। ১০ ধা।
বারাণস ১৭৯৫ সা। ৫ আ। ১০ ধা।
দত্ত দেশ ১৮০৩ সা। ২৫ আ। ৯ ধা।

কালেক্টর সাহেবদিগেরে তাঁহারদিগের এলাকার কার্য্যকরণের ভার সরকারের নিযুক্ত আমলাদিগেরে দিতে বারণ না হইবার কথা।

সকল কালেক্টর সাহেব ও তাঁহারদিগের আসিষ্টাণ্ট সাহেবান ও কালেক্টরীর দেওয়ানদিগেরে মহাজনী বিষয়ে নিষেধ এবং ঐ উভয় সাহেবেরা আপনারদিগের টাকা বিলায়তে পাঠাইবার বাসনায় এদেশে কিছু সামগ্রী ক্রয় করিতে বারণের কথা।

৪৫। সকল কালেক্টর সাহেব ও তাঁহারদিগের আসিষ্টাণ্ট সাহেবান ও কালেক্টরীর দেওয়ানদিগের কর্ত্তব্য নহে যে মহাজনী কিছু ব্যাপার করেন কিম্বা মহাজনী কোন বিষয়ে আবৃত হন্ এবং এই ধারার লিখনানুসারে সকল কালেক্টর সাহেব ও তাঁহারদিগের আসিষ্টাণ্ট সাহেবদিগেরে বারণ আছে যে তাঁহারা আপনারদিগের টাকা বিলায়তে পাঠাইবার বাসনায় শ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুরের সরকারের অধিকার সুবেজাৎ বাঙ্গালাওগয়রহে কিছু জিনিস গোপনে কিম্বা অগোপনে খরীদ না করেন্ ইতি।—১৭৯৩ সা। ২ আ। ১৮ ধা।

বারাণস ১৭৯৫ সা। ৫ আ। ১৮ ধা।
দত্ত দেশ ১৮০৩ সা। ২৫ আ। ১৭ ধা।

খাজানার টাকা উসুলের জন্য সিপাহী পাঠাইতে নিষেধের কথা।

৪৬। কালেক্টর সাহেবদিগের কর্ত্তব্য নহে যে মালগুজারীর টাকা তহসীল করিতে সিপাহীদিগের তৈনাৎ করেন্ ইতি।—১৭৯৩ সা। ২ আ। ২২।

বারাণস ১৭৯৫ সা। ৫ আ। ২১ ধা।
দত্ত দেশ ১৮০৩ সা। ২৫ আ। ২১।

কালেক্টর সাহেবদিগেরে বিলায়তী কোন লোককে ইজারা দিতে ও জামিন লইতে নিষেধের কথা।

৪৭। কলেক্টর সাহেবদিগের কর্ত্তব্য নহে যে ফিরিঙ্গী সাহেব লোক অর্থাৎ বিলায়তী কাহাকেও চক্রান্তে কোন ভূমি ইজারা দেন এবং তাঁহারদিগের কোন ইজারদার কিম্বা মফঃসলী তালুকদার অথবা প্রজার সম্বন্ধে জামিন লন ইতি।—১৭৯৩ সা। ২ আ। ১৭ ধা।

বারাণস ১৭৯৫ সা। ৫ আ ১৭ ধা।
দত্ত দেশ ১৮০৩ সা। ২৫ আ। ১৬ ধা।

৪৮ [তর্জমা হয় নাই।]

কালেক্টরী আমলা ও তদ্ভিন্ন কালেক্টর সাহেব ও তাঁহার আসিষ্টাণ্ট সাহেবের নিজের চাকর ও সহবাসি লোকদিগেরে নীলামে বিক্রয় হওয়া ভূমি খরীদ করিতে নিষেধের কথা।

৪৯। কালেক্টর সাহেব কিম্বা তাঁহার আসিষ্টাণ্ট সাহেব অথবা কালেক্টরীর দেওয়ান কিম্বা এদেশী যে কেহ কালেক্টর সাহেব কিম্বা তাঁহার আসিষ্টাণ্টসাহেবের কার্য্যে আবৃত্ত থাকেন তাঁহারদিগের কাহারো কর্ত্তব্য নহে যে চক্রান্তে অর্থাৎ গোপনে কিম্বা অগোপনে কিছু ভূমি ইজারা করেন্ কিম্বা আপনারদিগের লাভার্থে সেই জিলার মোত্তালক তহসীলের যাবদীয় কার্য্যের অথবা ভূমির মালগুজারী করিবার বিষয়ে কি ইজারদারী মতে কি জামিনীরূপে ও অন্য প্রকারে কোন এলাকা করেন এবং কালেক্টরীর সমস্ত আমলা ও সকল কালেক্টর সাহেব ও তাঁহারদিগের আসিষ্টাণ্টসাহেবদিগের নিজের সমস্ত চাকর ও সহবাসি লোকদিগেরও বারণ আছে যে কালেক্টর সাহেবেরা যে ভূমি নীলামে বিক্রয় করেন তাহা চক্রান্তে খরীদ না করেন এদি এ নিষেধের অন্যথা হয় তবে তাহা শ্রীযুত

গবরনর জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হজুরে প্রমাণ হইলে সে ভূমি সরকারে জব্দ হইবেক ইতি।—১৭৯৩ সা। ২ আ। ১৫ ধা।
বারাণস ১৭৯৫ সা। ৫ আ। ১৫ ধা।
দত্ত দেশ ১৮০৩ সা। ২৫ আ। ১৪ ধা।

৯ ধারা।

আদালতে বিচারণীয় কর্ম্মের বিষয়ে কালেক্টর সাহেবের নামে নালিশ।

কালেক্টরসাহেবআদির নামে ভাঁহারদিগের আপনং কর্ম্মনির্ব্বাহকরণের মধ্যে করা আচরণের অর্থে কোন আদালতের সাহেবের হজুরে নালিশের আরজী গুজরিলে যেমতাচরণ করা যাইবেক তাহার কথা।

৫০। ভূমির মালগুজারীর কি পরমিট ও পঞ্চোত্তরার কালেক্টর সাহেবেরা কিম্বা সরকারের তেজারৎ অর্থাৎ বাণিজ্যব্যাপারের কুটীর সাহেবেরা কি নিমক ও আফীম মহালের মোখ্তারকার সাহেব কি যে অন্যং সাহেবেরা আপনং ভারের কর্ম্মনির্ব্বাহকরণের মধ্যে করা ক্রিয়া ও আচরণের অর্থে আদালতের ভাবে থাকেন্ তাঁহারদিগের কোন সাহেবের নামে নালিশের কোন আরজী যে আদালতের সাহেব কি সাহেবেরা এমত মোকদ্দমা গ্রাহ্য ও বিচারকরণের ক্ষমতা রাখেন্ তাঁহার কি তাঁহারদিগের হজুরে দাখিলে হইলে সেই আদালতের সাহেব কি সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে ঐ আরজী আসামী সাহেব বোর্ড রেবিনিউ কি বোর্ড কমিস্যনর কি বোর্ড ত্রেড ইহার যেখানকার সাহেবদিগের হুকুমের ভাবে হন্ সেই বোর্ডের সাহেবদিগের হজুরে পাঠাইয়া দেন্ ইতি।—১৮১৪ সা। ২ আ। ৩ ধা। ১ প্র।

বোর্ডসকলের সাহেবেরা এমত আরজী পাইলে পর যাহা স্থির করিবেন তাহার কথা।

৫১। উপরের প্রকরণের লিখিত প্রকারের কোন আরজী পঁহুছিলে পর বোর্ড রেবিনিউ ও বোর্ড কমিস্যনর ও বোর্ড ত্রেডের সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে তৎক্ষণাৎ সে আরজীর লিখিত কথাদৃষ্টি করিয়া ইহা বিবেচনা করেন্ যে অন্যহইতে দেওয়ানব্যতিরেক সরকার হইতে ফরিয়াদীর হক বুঝিয়া দেওয়াযায় কিম্বা ফরিয়াদীকে দাঁড়ামতে মোকদ্দমা করিতে অনুমতি দেওয়াযায় ইতি।—১৮১৪ সা। ২ আ। ৩ ধা। ২ প্র।

ফরিয়াদীর প্রতি দৌরাত্ম্য হওনের বিষয় তহকীককরণের পর সে প্রকৃতার্থে আপন হক বুঝিয়া পাওনের যোগ্য বোধ হইলে বোর্ডের সাহেবেরা যাহা করিবেন তাহার কথা।

৫২। যদি বোর্ড রেবিনিউ কিম্বা বোর্ড কমিস্যনর কি বোর্ড ত্রেডের সাহেবদিগের বিবেচনাতে আপনং সিরিস্তার কগজপত্র দৃষ্টিকরণানুসারে কি মফঃসলের কার্য্যকারকদিগের স্থানে জিজ্ঞাসাকরণমতে অথবা আর যে প্রকারে উচিত হয় তদনুসারে যথার্থ তহকীক অর্থাৎ তথ্য অনুসন্ধান করিয়া এমত বোধ হয় যে প্রকৃতই ফরিয়াদীর প্রতি দৌরাত্ম্য হইয়াছে এবং ঐ ফরিয়াদী আপন হক অন্যহইতে ব্যতিরেক সরকারহইতে পাইতে পারে তবে এমতে ঐ সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে শ্রীযুত নওয়াব গবরনর জেনরল বাহাদুরের হজুরে এ বিষয়ে যে রিপোর্ট করা আবশ্যক হয় তাহা ফরিয়াদীর হক বুঝিয়া দেওয়া যাওনের ও প্রকার ও পরিমাণের বিষয়ে আপনারা যে বিবে

চনা করেন্ তাহার সহিত হুজুরে লিখিয়া পাঠান ইতি।—১৮১৪ সা। ২ আ। ৩ ধা। ৩ প্র।

ফরিয়াদীকে আপন মোকদ্দমা দাঁড়ামতে করিতে অনুমতি দেওয়া যাওনমতে যেমতাচরণ করিতে হইবেক তাহার কথা।

৫৩। যদি যথার্থ তহকীক অর্থাৎ তথ্য ও তদন্তকরণের পর বোর্ড রেবিনিউ কি বোর্ড কমিস্যনর কি বোর্ড ত্রেডের সাহেবদিগের বিবেচনায় ফরিয়াদীকে দাঁড়ামতে মোকদ্দমা করিতে অনুমতি দেওয়া চাহরে তবে এমতে ঐ সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে ইহার সমাচার যে আদালতের সাহেব কি সাহেবদিগের স্থানে ঐ নালিশের আরজী পাইয়া থাকেন তাঁহার কি তাঁহারদিগের নিকটে দেন ও সে মোকদ্দমা দাঁড়ামতে উপস্থিতকরণের ও তাহার বিচারকরণের বিষয়ে ঐ সমাচার দেওয়াই কাপী হুকুম বোধ করা যাইবেক ও ঐ সাহেবদিগের ইহাও কর্ত্তব্য যে সেই সময়ে এ বিষয় যে সরকারের নামে নালিশ হইয়া থাকনের ন্যায় ঐ মোকদ্দমার জওয়াব দিহী অর্থাৎ জওয়াব সওয়াল সরকারের কার্য্যকারকদিগের দ্বারা হইবেক কি যে ব্যক্তির করা আচরণহেতুক নালিশ হইয়াছে তিনি করিবেন স্থির করিয়া ইহার সমাচার যে আদালতের সাহেব কি সাহেবদিগেরা উপরের উক্ত ঐ২ বিষয়ে তাঁহারদিগের অভিপ্রায় চাহনের অর্থে মোকদ্দমা পাঠাইয়াছিলেন সেই সাহেব কি সাহেবদিগের নিকটে লিখিয়া পাঠান ইতি।—১৮১৪ সা। ২ আ। ৩ ধা। ৪ প্র।

উপরের লিখিত হুকুম ইঙ্গরেজী ১৮০৬ সালের ৮ আইনের কেবল ২ ও ৩ ধারার লিখিত মোকদ্দমাতে খাটিবেক ইহা স্পষ্ট করিবার কথা।

৫৪। মনস্থের কিছু ব্যতিক্রম বোধ না হয় এ নিমিত্তে হুকুম হইল যে উপরের লিখিত হুকুমসকল কেবল ইঙ্গরেজী ১৮০৬ সালের ৮ আইনের ২ ও ৩ ধারার নিরূপণ করিয়া লেখা প্রকারের মোকদ্দমার সহিত সম্পর্ক রাখে ও যে সকল রেশ্বতের নালিশের আরজী গ্রাহ্যকরণের ও তাহার বিচারের নিমিত্তে ইঙ্গরেজী ১৮১৩ সালের ১৭ আইনেতে বিশেষ হুকুম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহার সহিত সম্পর্ক রাখে ইহা বোধ না হয় ইতি।—১৮১৪ সা। ২ আ। ৪ ধা।

১০ ধারা।

উৎক্রোচ গ্রহণ বিষয়ে কালেক্টরের নামে নালিশ।

রেবিনিউ মহালের কার্য্যকারকের নামে হওয়া দাওয়া ও নালিশের তহকীক বোর্ড রেবিনিউ কি বোর্ড কমিস্যনর সাহেবদিগের তাবেতে হইবার কথা।

৫৫। বিলায়তী কার্য্যকারক সাহেবদিগের যে কোন সাহেব এক্ষণে রেবিনিউ মহালসম্পর্কীয় কর্ম্মের ভার রাখেন্ কি ইহার পূর্ব্বে রাখিতেন তাঁহার নামে যদি উপরের প্রকরণের লিখিত প্রকারের নালিশের আরজী কি সওয়াল উপস্থিত হয় কি এ বিষয়ের তহমৎ অর্থাৎ অপবাদ রেবিনিউ মহালসম্পর্কীয় কোন কার্য্যকারকের প্রতি বোর্ড রেবিনিউ কি বোর্ড কমিস্যনর সাহেবদিগের হুজুরে দরপেশহওয়া রোয়দাদের অনুসারে বোধ হয় তবে এ দুই প্রকারেতেই বোর্ড রেবিনিউ কিম্বা বোর্ড কমিস্যনর ইহার যে বোর্ডের হুকুমের তাবে

* এই দুই ধারা রদ হইয়াছে।

ঐ অপরাধি ব্যক্তি থাকেন্ কিম্বা যে কর্ম্মকরণের অপবাদ তাঁহার প্রতি হইয়াছে তাহাকরণের কালে ছিলেন সেই বোর্ডের সাহেবদিগের হুকুম ও ক্ষমতার ভাবেতে এপ্রকার দাওয়া ও নালিশআদির তহকীক অর্থাৎ তথ্য ও তদন্ত করা যাইবেক ইতি।— ১৮১৩ সা। ১৭ আ। ৩ ধা। ২ প্র।

৫৬। সরকারের কার্য্যকারকদিগের নেকনামী বজায় থাকনের নিমিত্তে হুকুম হইল যে ফরিয়াদী কি সমাচারদেওনিয়া ব্যক্তি দাওয়ার আমূল যে ক্রিয়া ও বৃত্তান্ত তাহা আপনি জ্ঞাত থাকনের সত্যতার বিষয়ে যাবৎ হলফ্ অর্থাৎ দিব্য না করে কিম্বা তাহার জাতি ও পদের দৃষ্টে তাহাকে হলফ্ করণ মাফ অর্থাৎ ক্ষমা হওনমতে যাবৎ হলফনামা না দেয় তাবৎ উপরের লিখিত প্রকারের কোন নালিশ কি দেওয়া সমাচারের কিছু তদারক করা যাইবেক না ইতি।— ১৮১৩ সা। ১৭ আ। ৪ ধা। ১ প্র।

সরকারী কার্য্যকারকদিগের নেকনামী বজায় থাকনের অর্থে ফরিয়াদী কি সম্বাদদেওনিয়া আপন কথার সত্যতার বিষয়ে দিব্য না করিলে নালিশের কিছু তদারক না হইবার কথা।

৫৭। উপরের প্রকরণের নিরূপিত বাঞ্ছা সফলহওনার্থে এভাবতা সরকারের কার্য্যকারকদিগের নামে অমূলক ও অযথার্থ অপবাদ না হইতে পারিবার নিমিত্তে হুকুম হইল যে সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের ও বোর্ড রেবিনিউ ও বোর্ড কমিস্যানর সাহেবদিগের ও বোর্ড ত্রেডের সাহেবদিগের ক্ষমতা আছে যে যদি তাঁহারদিগের বিবেচনাতে উচিত বোধ হয় তবে যে ব্যক্তি সরকারের কার্য্যকারক কোন সাহেবের নামে কোন নালিশ করে কি সম্বাদ দেয় সে ব্যক্তি হাজির থাকিয়া দাওয়ার নির্ব্বাহ করিবার অর্থে তাহার স্থানে উপযুক্ত পরিমাণে জামিনী তলব করেন্ ও প্রথমতঃ তাঁহারদিগ্হইতে এমত উপায় না হইয়া থাকিলে এক্ষমতাও আছে যে মোকদ্দমার ভাব বুঝিয়া তাহার পরে কোন সময়ে যদি এমত উপায় করা আবশ্যক কি উচিত বুঝেন্ তবে জামিনী তলব করেন্ ইতি। ১৮১৩ সা। ১৭ আ। ৪ ধা। ২ প্র।

নালিশকরণিয়া লোকদিগের স্থানে দাওয়ার নির্ব্বাহকরণের অর্থে জামিনী তলব করিবার কথা।

৫৮। যখন সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের কি বোর্ড রেবিনিউ কি বোর্ড কমিস্যানর সাহেবদিগের অথবা বোর্ড ত্রেডের সাহেবদিগের হুজুরে উপরের লিখিত প্রকারের কোন নালিশ কি সম্বাদ উপস্থিত হয় তখন ঐ সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে ফরিয়াদী কি সম্বাদদেওনিয়া ব্যক্তির স্থানে তাহাকে হলফ করাইয়া কিম্বা সে হলফ মাফের যোগ্য ব্যক্তি হইলে তাহার স্থানে হলফনামা লইয়া শরেওয়ার জিজ্ঞাসাবাদ করেন্ এবং কর্ত্তব্য যে ঐ দাওয়া কি সম্বাদের সন্ধান ও তদন্তকরণার্থে দাঁড়ামুয়ারে বিশিষ্ট কোন হেতু আছে কি না ইহা ঐ সাহেবদিগের সুবোধহওনের নিমিত্তে সিরিস্তার কাগ্রজপত্র দৃষ্টিকরণানুসারে কিম্বা যে ক্রিয়াহেতুক তহমৎ অর্থাৎ অপবাদ হইয়াছে তাহার বৃত্তান্ত সে ব্যক্তিকে বিবরণ করিয়া কহিতে হুকুম করিয়া কিম্বা মোকদ্দমার মর্ম্মানুসারে অন্য যে মতে উচিত

হুকুমদেওনের কর্ত্তা সাহেবদিগের হুজুরে দাওয়া দরপেশ হইলে তাঁহারা এই প্রকরণের লিখিত তহকীক করিবার কথা।

বোধ হয় সেই মতে আর যে তহকীক করা উপযুক্ত বোধ হয় তাহা করেন্ ইতি।—১৮১৩ সা। ১৭ আ। ৫ ধা। ১ প্র।

যে কোন আদালতের সাহেবের নিকটে এমত দাও ও উপস্থিত হয় তিনি ফরিয়াদীকে দিব্য করাইয়া জিজ্ঞাসাবাদ করিবার ও সে যাহা কহে তাহা হুকুমদেওনের কর্ত্তা সাহেবদিগের হুজুরে লিখিয়া পাঠাইবার কথা।

৫৯। যে ব্যক্তিরা আদালতের কি রেবিনিউর মহালের কিম্বা কমর্স্যাল অর্থাৎ তেজারতের অথবা নিমক মহালের কিম্বা আফীন মহালের কার্য্য তারাক্রান্ত বিলায়তী সাহেবদিগের নামে নালিশকরণের বিশিষ্ট কোন হেতু ও বিষয় রাখে তাহারদিগের আপনারদিগের প্রতি হওয়া প্রকৃত দৌরাত্ম্যের বিচারপ্রাপ্তহওনেতে যথাযোগ্য আসান ও সুগম হয় অতএব যে কোন আদালতের সাহেবের হুজুরে উপরের লিখিত প্রকারের নালিশ কি সম্বাদ উপস্থিত হয় সেই আদালতের সাহেবের কর্ত্তব্য যে ফরিয়াদী কি সম্বাদ দেওনিয়া ব্যক্তির স্থানে তাহার হলফ অর্থাৎ দিব্যক্রমে কিম্বা সে হলফ মাফের যোগ্য ব্যক্তি হইলে হলফনামানুসারে শরেওয়ার জিজ্ঞাসা করেন এবং কর্ত্তব্য যে ঐ সকল কথা অপরাদি ব্যক্তি সদরের কি বোর্ড রেবিনিউ কি বোর্ড কমিস্যনরের অথবা বোর্ড ত্রেডের ইহার যে থানকার সাহেবদিগের হুকুমের তাবে হয় তথাকার সাহেবদিগের হুজুরে লিখিয়া পাঠান যে ঐ সাহেবেরা উপরের প্রকরণের নিরূপিত আশয়ের দৃষ্টে যে কিছু বিবেচনা ও আর যেং মোটমাট তহকীক করা আবশ্যক বোধ হয় তাহা করেন্ ইতি।—১৮১৩ সা। ১৭ আ। ৫ ধা। ২ প্র।

ক্লেশদেওনার্থে উপস্থিতকরা অসঙ্গত দাওয়া ডিসমিস করিতে হুকুমের কর্ত্তা সাহেবদিগের ক্ষমতা থাকিবার কথা।

৬০। যদি সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের কি বোর্ড রেবিনিউ কি বোর্ড কমিস্যনর কিম্বা বোর্ড ত্রেডের সাহেবদিগের বিবেচনাতে ঐ আদালতের কি ঐ২ বোর্ডের সাহেবদিগের কোন সাহেবের হুজুরে মোকদ্দমা উপস্থিত হওনমতে এমত বোধ হয় যে দাওয়া কি সম্বাদ অতিঅসঙ্গত ও অমূলক অথবা দুঃখদেওনের নিমিত্তে উপস্থিত হইয়াছে তবে ফরিয়াদী কি সম্বাদদেওনিয়াকে এমত হুকুম দিবেন যে ইহার আর তহকীককরা উচিত বুঝা গেল না ইতি।—১৮১৩ সা। ১৭ আ। ৫ ধা। ৩ প্র।

যেং মোকদ্দমাতে দাওয়ার তহকীককরণের বিশিষ্ট হেতু থাকে হুকুমের কর্ত্তা সাহেবেরা তাহার কৈফিয়ৎ পাঠাইবার কথা।

৬১। যদি সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের কি উপরের লিখিত ঐ কোন বোর্ডের সাহেবদিগের বিবেচনাতে উপরের লিখিত তহকীককরণের পর এমত বোধ হয় যে তাঁহারদিগের হুকুমের তাবে সরকারী কার্য্যকারক বিলায়তী কোন সাহেবের নামে উপস্থিতহওয়া কোন দাওয়া কি সম্বাদের যাথার্থ্যের তহকীক ও তদন্ত দাঁড়ামতে করিতে উপস্থিত করিবার বিশিষ্ট হেতু আছে তবে ঐ সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে যে সকল কাগজপত্রের দ্বারা তাঁহারদিগের এমত বোধ হয় সে সমস্ত কাগজপত্র যেং বিষয়ের তহকীক ও তদন্ত দাঁড়ামতে করণার্থে উপস্থিত করিতে চাহেন তাহার স্বতন্ত্র২ দফাওয়ারীসম্বলিত দাওয়ার স্পষ্ট বৃত্তান্ত অর্থাৎ কৈফিয়ৎসহিত শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হুজুর কৌন্সেলে পাঠাইয়া দেন যে ঐ

শ্রীযুত দৃষ্টি করিয়া উপযুক্ত হুকুম দেন ইতি।—১৮১৩ সা। ১৭ আ। ৫ ধা। ৪ প্র।

১১ ধারা।

উৎকোচ গ্রহণবিষয়ে কালেক্টরের নামে নালিশ হইলে তাহার বিচার করিবার নিমিত্ত কমিস্যনর নিযুক্তকরণ।

৬২। যদি উপরের প্রকরণের নিরূপিত কৈফিয়ৎ পঁহুছিলে পর যে সাহেবেরা কৈফিয়ৎ পাঠান্ তাঁহারদিগের বিবেচনা ও মতের একতায় শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর জেনরল বাহাদুরের বিবেচনাতে এমত স্থির হয় যে অপবাদি ব্যক্তির নামে হওয়া দাওয়ার কি সম্বাদের যাথার্থ্যের তহকীক ও তদন্ত দাঁড়ামতে করিতে উপস্থিত হউক তবে ঐ শ্রীযুত এ কর্ম্মনির্ব্বাহকরণার্থে এক জন কি ততোধিক জন সাহেবকে কমিস্যনর অর্থাৎ আমীন নিযুক্ত করিবেন ও ঐ সাহেব কি সাহেবদিগের উচিত যে ঐ কর্ম্মে প্রবৃত্তহওনের পূর্ব্বে এইং কথা কহিয়া হলফ অর্থাৎ দিব্য করে।

হুকুমের কর্ত্তা সাহেবদিগের মতের সহিত হুজুরের মতের ঐক্য হইলে আমীন মোকরর করা যাইবার কথা।

হলফের অর্থাৎ দিব্যের পাঠ।

আমি অমুক যেহেতুক অমুকের নামে হওয়া দাওয়া কিম্বা দাওয়া সকলের বিশেষ তহকীকও তদন্ত করিবার নিমিত্তে কমিস্যনর মোকরর হইলাম অতএব হলফ অর্থাৎ দিব্য করিতেছি এই প্রকারে যে আমার প্রতি যে কর্ম্মকরণের ভার হইল তাহা আপন যথাসাধ্য ও বুদ্ধি ও বিবেচনাতে প্রকৃত প্রস্তাবে ও ধর্ম্মক্রমে ও বিনাগণতা ও পক্ষপাতে ও নির্ভয় ও অটলান্তঃকরণে নির্ব্বাহ করিব ও দিব্যানুসারে কার্য্য করিলে ঈশ্বরের অনুগ্রহের যোগ্য হইব ইতি।—১৮১৩ সা। ১৭ আ। ৬ ধা। ১ প্র।

আমীনের দিব্যের পাঠ।

৬৩। শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর সকল সময়ে ন্যায় ও বিচার্য্যমতে যে স্থান উত্তম ও উচিত বুঝিবেন সেই স্থানে কমিস্যনর সাহেবদিগের বৈঠককরণের হুকুম দিবেন ইতি।—১৮১৩ সা। ১৭ আ। ৬ ধা। ২ প্র।

যে স্থান উপযুক্ত হয় তথাতে আমীনদিগের বৈঠকহওনের কথা।

৬৪। অপবাদি ব্যক্তি সদর দেওয়ানী আদালত ও বোর্ড রেবিনিউ ও বোর্ড কমিস্যনর ও বোর্ড ত্রেড ইহার যেখানকার হুকুমের তাবে হন্ তাহার দৃষ্টে তথাকার সাহেবদিগের প্রতি এই আইনের মতে নিযুক্তহওয়া কমিস্যনর অর্থাৎ আমীন সাহেবদিগের সমস্ত রোয়দাদেতে সর্ব্বপ্রকার ক্ষমতাচরণ কর্তৃত্বকরণের ভার অর্পণের হুকুম হইল অতএব আমীন সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে তাঁহারদিগের প্রতি অর্পণহওয়া কর্ম্মনির্ব্বাহকরণের বিষয়ে যেং হুকুমের আবশ্যক হয় ও তাহার অর্থে এই আইনে কি অন্য আইনে বিশেষ করিয়া কিছু লেখা না থাকে এমতং বিষয়ের হুকুম হইবার অর্থে সদরের সাহেবদিগের ও ঐ সকল বোর্ডের সাহেবদিগের হুজুরে অপবা

আমীনী কর্ম্মের সমস্ত রোয়দাদেতে এই ধারার লিখিত সাহেবদিগের সর্ব্বপ্রকার ক্ষমতা থাকিবার কথা।

দি ব্যক্তির এলাকা বুঝিয়া লিখিয়া পাঠান ও সদরের সাহেবদিগের ও ঐ সকল বোর্ডের সাহেবদিগেরো ক্ষমতা আছে যে ন্যায্য ও বিচার্য্যমতের দৃষ্টে সূক্ষ্ম ও সুবিচার হওনার্থে তাঁহারদিগের বিবেচনাতে যে হুকুম দেওয়া উচিত ও বিহিত হয় তাহা দেন কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে এপ্রকার তহকীক অর্থাৎ তথ্য ও তদন্তকরণের মধ্যে যদি এমত কোন সন্দেহ ও কঠিন প্রকরণ উপস্থিত হয় যে তাহার উপায়ের নিমিত্তে অন্য আইন নির্দ্দিষ্টহওয়া উচিত হয় তবে এমতে সদরের ও ঐ২ বোর্ডের সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে সেই আইনের মুসাবিদা প্রয়োজনোপযুক্ত প্রস্তুত করিয়া শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের মঞ্জুরী নিমিত্তে ঐ শ্রীযুতের হজুরে পাঠাইয়া দেন্ ইতি।—১৮১৩ সা। ১৭ আ। ৭ ধা।

অপবাদি ব্যক্তি আপন কর্ম্মহইতে স্থগিতহওন কি না হওনের ও হইলে মাহিয়ানা পাইতে পারণ কি না পারণের হুকুম হজুরহইতে হইবার কথা।

৬৫। যদি সরকারের কোন কার্য্যকারকের নামে উপস্থিতহওয়া মোকদ্দমার বিষয়ের বৃত্তান্তের তহকীক ও তনকী অর্থাৎ তথ্য তদন্ত করণার্থে এই আইনের লিখিত হুকুমমতে কমিস্যনর সাহেব কিম্বা সাহেবেরা বিশেষরূপে নিযুক্ত হন্ তবে এমতে শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর মোকদ্দমার ভাব ও বিষয়ের দৃষ্টে অপবাদি ব্যক্তি আপন ভারের কর্ম্মহইতে স্থগিত হওয়া কি না হওয়ার বিষয়েও স্থগিত হইলে আপন কর্ম্মের নিরূপিত মাহিয়ানা পাইবেন কি না এ বিষয়ের হুকুম দিবেন ইতি।—১৮১৩ সা। ১৭ আ। ৮। ধা।

দাওয়ার নির্ব্বাহ ফরিয়াদীর তরফহইতে হইবেক কি না ইহার হুকুম হজুরহইতে হইবার কথা।

৬৬। উপরের প্রস্তাবিত মোকদ্দমা বিচারার্থে কমিস্যনর সাহেব কি সাহেবদিগকে অর্পণ হইলে শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের বৈঠকেতে এ বিষয়ের হুকুম দিবেন যে দাওয়ার নির্ব্বাহকরণের ভার ফরিয়াদীর প্রতি থাকিবেক কি সরকারের তরফহইতে করা যাইবেক পরে যদি সরকারের তরফহইতে করা স্থির হয় তবে শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের বৈঠকেতে যে কোন ব্যক্তি কি ব্যক্তিরদিগকে সরকারের তরফ হইতে কমিস্যনর সাহেবদিগের নিকটে সাক্ষিরদিগকে বিলিমতে যোগাইয়া দিবার কারণ ও দাওয়া রুবকারহওনেরও তাহার নির্ব্বাহকরণের সময়ে হাজির থাকিবার নিমিত্তে উচিত বুঝেন্ তাহাকে কি তাহারদিগকে নিযুক্ত করিবেন ইতি।—১৮১৩ সা। ১৭ আ। ৯ ধা।

দাওয়ার তহকীকাতের বিষয়ে আমীনদিগের যে কর্ত্তব্য তাহার কথা।

৬৭। নালিশের কিম্বা দাওয়ার আরজী কিম্বা যে সকল কাগজের দৃষ্টে আরজী দুরস্ত হইয়া থাকে তাহা লওনের পরে কমিস্যনর অর্থাৎ আমীনদিগের সর্ব্বপ্রকারে কর্ত্তব্য যে অপবাদি ব্যক্তির স্থানে দাওয়ার জওয়াব তলব করিয়া লন্ ও ফরিয়াদী কি অপবাদি ব্যক্তি ঐ দাওয়ার কি দাওয়ার জওয়াবের সম্পর্কীয় কোন বিষয় জ্ঞাত থাকনপ্রযুক্ত যে সকল সাক্ষিদিগের নাম নির্দ্দিষ্ট করিয়া থাকেন্ সেই সকল সাক্ষিদিগের স্থানে তাহারদিগকে হলফ অর্থাৎ দিব্য করাইয়া

মোকদ্দমার বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করেন আর যদি উভয়েতে দাওয়ার কি দাওয়ার জওয়াবের প্রমাণের কারণ অন্য কোন দস্তাবেজ দাখিল করে তাহা লন আর যদি উভয়ের মানিত সাক্ষিদিগের জোবানবন্দীতে ও দাখিলকরা দস্তাবেজের দ্বারা অন্যং সাক্ষির সন্ধান পাওয়া যায় ও মোকদ্দমার বৃত্তান্ত নিশ্চয় বুঝা যাওনের কারণ অথবা দাওয়া সত্য কি মিথ্যা কি কতক সত্য কতক মিথ্যা ইহা প্রকাশহওন ও জানা যাওনের নিমিত্তে তাহারদিগের সাক্ষ্য লওনের আবশ্যক হয় তবে তাহা লন ইতি।—১৮১৩ সা। ১৭ আ। ১০ ধা।

কএক প্রকরণ ব্যতিরেক আর২ আদালতের সাহেবদিগের মত কমিস্যনর সাহেবেরাও ক্ষমতা রাখিবার কথা।

৬৮। উপরের ধারার লিখিত কর্ম্মাদি সুন্দররূপে চলিবার নিমিত্তে ও অন্যং যে কর্ম্মের ভার এই আইনানুসারে কমিস্যনর সাহেবদিগকে দেওয়া গেল তাহা ভালমতে নির্ব্বাহহওনের কারণ জিলা ও শহরের দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের মত ক্ষমতা ও সাধ্য কমিস্যনর সাহেবদিগকেও দেওয়া যাইবেক কিন্তু যে জিলা কি শহরেতে কমিস্যনর সাহেবদিগের বৈঠক হইবেকসাক্ষীইত্যাদি লোককে আনাইবার কারণ সেই জিলা কি শহরের আদালতের সাহেবের দ্বারা কিম্বা ঐ সাক্ষিগণ আদি যে লোক আদালতের হুকুমের ব্যাপ্যাধিকারে বাস করে সেই আদালতের সাহেবের দ্বারা তাহার তলব চিঠী ও অন্যং হুকুম জারী হইবেক ইতি।—১৮১৩ সা। ১৭ আ। ১১ ধা।

সাক্ষিদিগের সাক্ষ্য দেওয়া হইলে পর উভয় পক্ষে আপনং মনের কথা লিখিয়া মিসিলের কাগজের শামিলে রাখিবার নিমিত্তে দাখিল করিতে পারিবার কথা।

৬৯। উভয় পক্ষের সাক্ষিগণের সাক্ষ্য দেওয়া হইলে পর আসামীর মনে আপন সম্ভ্রম ও মানরক্ষাপাওনার্থে যদি আর কোন কথা কি বিবেচনার উদয় হয় তবে তাঁহার প্রতি অনুমতি আছে যে তিনি সে সকল কথা লিখিয়া সেই মোকদ্দমার মিসিলের শামিলে রাখিবার নিমিত্তে কমিস্যনর সাহেবদিগের নিকটে দাখিল করেন্ এবং যে ব্যক্তি নালিশ উপস্থিত করিয়া থাকে তাহার কিম্বা যে ব্যক্তি সরকারহইতে দাওয়ার নির্ব্বাহকরণের কারণ নিযুক্ত হয় তাহার ক্ষমতা আছে যে ঐ মোকদ্দমার বিষয়ে তাহারদিগের বিবেচনাতে যে কথা বিহিত ও আবশ্যক বোধ হয় তাহা লিখিয়া মোকদ্দমার মিসিলে রাখেন্ ইতি।—১৮১৩ সা। ১৭ আ। ১২ ধা।

কমিস্যনর সাহেবেরা মোকদ্দমার মিসিল পাঠাইবাতে যেং বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন তাহার কথা।

৭০। কমিস্যনর সাহেবদিগের রুবকারীর মিসিলকরা সারা হইলে পর কমিস্যনর সাহেব কি সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে বিলিমতে সমস্ত রুবকারীর কাগজ ও মোকদ্দমার দলীল দস্তাবেজ ও যেং কাগজ ইঙ্গরেজী ভাষাতে না থাকে তাহার তরজমা করিয়া ও উকীলদিগের সওয়াল ও জওয়াবের ও সাক্ষিদিগের জোবানবন্দীর খোলাসা অর্থাৎ চুম্বক করিয়া লিখিয়া ও সে মোকদ্দমার ভাব ও মর্ম্ম আপনারা যাহা বুঝিয়া থাকেন্ তাহা লিখিয়া একযোগে সদর দেওয়ানী আদালত কিম্বা বোর্ড রেবিনিউ কি বোর্ড কমিস্যনর অথবা বোর্ড ত্রেড ইহার যেখানকার সহিত মোকদ্দমা সম্পর্ক রাখে তথাকার সা

হেবদিগের হজুরে অতিশীঘ্র পাঠাইয়া দেন ইতি।—১৮১৩ সা। ১৭ আ। ১৩।

সদর দেওয়ানী আদালতের ও বোর্ডের সাহেবেরা মোকদ্দমার কাগজ দৃষ্টি করিয়া রুবকারীর সমস্ত কাগজ পত্র সেবিষয়ে আপনারা যাহা বুঝেন তাহা লিখিয়া হজুরে পাঠাইবার কথা।

৭১। সদর দেওয়ানী আদালতের ও ঐ বোর্ডসকলের সাহেবদিগের মধ্যে যে সাহেবদিগের সহিত মোকদ্দমা সম্পর্ক রাখে তাঁহারদিগের ক্ষমতা আছে যে কমিস্যনর সাহেবেরা মোকদ্দমার যে কাগজ পত্র ও কৈফিয়ৎ তাঁহারদিগের নিকটে পাঠান্ তাহা দৃষ্টি করিয়া যদি নূতন সাক্ষিদিগের জোবানবন্দী ও লওয়া আবশ্যক বুঝেন্ তবে তাহা লইবার হুকুম দেন্ ও তাহার পর নালিশের হেতু কথা প্রমাণ কি অপ্রমাণের বিষয়ে আপনারা বিবেচনাক্রমে যাহা বুঝিয়া থাকেন্ তাহার বৃত্তান্ত লিখিয়া মোকদ্দমার সমস্ত কাগজপত্র ও রুবকারী সহিত শ্রীযুত নওয়াব গবরনর জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলে পাঠাইয়া দেন্ ইতি।— ১৮১৩ সা। ১৭ আ। ১৪ ধা।

শ্রীযুতের হজুরে মোকদ্দমার কাগজ পত্র ও সদর দেওয়ানী আদালতই ত্যাদির সাহেবদিগের বিবেচনার বৃত্তান্ত দৃষ্টি হইয়া মোকদ্দমার বিষয়ে বিহিত হুকুম হইবার কথা।

৭২। উপরের ধারার লিখিত হুকুমমতে পাঠান কাগজপত্র ও বিবেচনার কৈফিয়ৎ অর্থাৎ লিখিত বৃত্তান্ত শ্রীযুত নওয়াব গবরনর জেনরল বাহাদুরের হজুরে দৃষ্টি হইলে পর ঐ শ্রীযুত এমতং মোকদ্দমাতে তাঁহার প্রতি ইঙ্গলণ্ডের বাদশাহের হুকুমমতে অর্পণহওয়া ক্ষমতার প্রতি দৃষ্টি করিয়া ন্যায় ও বিচার্য্যমতে ঐ মোকদ্দমার বিষয়ে যে হুকুম দেওয়া বিহিত হয় তাহা দিবেন আর যদি সরকারের তরফহইতে ঐ আসামী সাহেবের নামে সুপ্রিম কোর্ট অর্থাৎ বড় আদালতে নালিশ উপস্থিতকরা উচিত ও ভাল বোধ হয় তবে ঐ বড় আদালতে সরকারের তরফহইতে সওয়াল ও জওয়াব করণার্থে ও ওকালতী কর্ম্মে যে সাহেবেরা নিযুক্ত আছেন্ তাঁহারদিগের নিকটে এ নিমিত্তে লিখিয়া পাঠাইবেন কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে এমত মোকদ্দমার মিসিলেতে যে রোয়দাদ রাখা যায় কি শ্রীযুত নওয়াব গবরনর জেনরল বাহাদুরের হজুরহইতে যে নিষ্পত্তি কি হুকুম হয় তাহার প্রতি দৃষ্টিকরণ বিনা প্রত্যেক ব্যক্তির ক্ষমতা আছে যে সরকারের কার্য্যকারক কোন সাহেবকর্ত্তৃক আপনাকে দৌরাত্মগ্রস্ত জানিলে অবিলম্বে সুপ্রিম কোর্টে অর্থাৎ বড় আদালতে আপন দাওয়ার নালিশ করিতে পারে ইতি।— ১৮১৩ সা। ১৭ আ। ১৫ ধা।

নালিস কি দাওয়া মত বুঝা গেলে মোকদ্দমা রোয়দাদের সময়ে ফরিয়াদীর যে খরচ হইয়া থাকে তাহা উসুলহওনের নিমিত্তে ফরিয়াদী দরখাস্ত দিলে সদরই ত্যাদির সাহেব

৭৩। যদি পুরা অনুসন্ধান ও তহকীক তদন্ত করিয়া এমত বুঝা যায় যে বিলায়তী কোন সাহেব কার্য্যকারকের নামে হওয়া দাওয়া কি নালিশের বিষয় সত্য ও যথার্থ বটে তবে যে ব্যক্তির দ্বারা নালিশের আরজী কি সওয়াল গুজারিয়া থাকে সে ব্যক্তিকে অনুমতি আছে যে আপন দাওয়ার নির্ব্বাহকরণকালে তাহার যে খরচখরচা হইয়া থাকে তাহা উসুল হইবার নিমিত্তে সদরের কিম্বা বোর্ড রেবিনিউ অথবা বোর্ড কমিস্যনর কি বোর্ড ট্রেড ইত্যাদি যেখানকার সহিত মোকদ্দমা সম্পর্ক রাখে তত্রাকার সাহেবদিগের হজুরে দরখাস্ত দেয় ও যে সাহেবদিগের হজুরে এমত দরখাস্ত দাখিল হয় তাঁহার

দিগের কর্ত্তব্য যে সেই দরখাস্ত ও ঐ খরচখরচা দেওয়া সঙ্গত কি অসঙ্গত ইহার বিষয়ে আপনারা যে বিবেচনা করেন তাহা লিখিয়া শ্রীযুত নওয়াব গবরনর জেনরল বাহাদুরের হজুরে পাঠাইয়া দেন ও ঐ শ্রীযুত ঐ সাহেবদিগের বিবেচনায় বৃত্তান্তসহিত ঐ দরখাস্ত পঁহু ছিলে পর তাহা দৃষ্টি করিয়া ঐ ব্যক্তিকে দরখাস্তের লেখা খর চার টাকা দেওয়া উচিত কি না ইহার হকুম দিবেন কিন্তু জানা কর্ত্ত ব্য যে শ্রীযুত নওয়াব গবরনর জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের বৈঠকে তে আপন বিবেচনামতে যে সকল মোকদ্দমাতে উচিত ও বিহিত বুঝেন তাহাভিন্ন কোন ব্যক্তিকে উপরের লিখিতমতে হওয়া খরচখ রচা দেওনের ভার আপনার প্রতি না লন ইতি।—১৮১৩ সা। ১৭ আ। ১৬ ধা।

গের যে কর্ত্তব্য তাহার কথা।

১২ ধারা।

কমিস্যনর সাহেবেরা গবর্ণমেণ্টের বিশেষ আজ্ঞার কার্য্য করিলে তাহারদের যাহা কর্ত্তব্য তাহা।

৭৪। যদি কোন কার্য্যকারক সাহেবের নামে উপস্থিতহওয়া কোন দাওয়ার তহকীক ও তদন্তকরণের নিমিত্তে ইঙ্গরেজী ১৮১৩ সালের ১৭ আইনের লিখিত নিয়ম মতে বিশেষ কমিস্যনর সাহেব মোকরর হন তবে শ্রীযুত নওয়াব গবরনর জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে এ বিষয়ের বিবেচনা করিবেন যে ঐ কমিস্যনর সা হেব ঐ আইনের ১৩ও ১৪ ধারার লিখনমতে সদর দেওয়ানী আ দালতের কি বোর্ড রেবিনিউর কিম্বা বোর্ড কমিস্যনর অথবা বোর্ড ট্রেডের সাহেবদিগের হুকুমের তাবে থাকিবেন কি ঐ২ সাহেবদি গের তাবে না থাকিয়া শ্রীযুত নওয়াব গবরনর জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে তাঁহার প্রতি যে২ হুকুম হয় তাহার মত কার্য্য করিবেন ও যদি উপরের লিখিত শেষের প্রকারমতে কমিস্যনর সা হেব মোকরর হন তবেসেই সাহেবের শ্রীযুত নওয়াব গবরনর জেন রল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে তাঁহার বিষয়ে যে হুকুম হই বেক তাহার মতে কার্য্য করিতে ইইবেক ইতি।— ১৮১৭ সা। ৮ আ। ২ ধা।

ইঙ্গরেজী ১৮১৩ সালের ১৭ আই নের মতে নিযুক্তহ ওয়া কমিস্যনর সা হেবেরা যাঁহার তা বে থাকিবেন তাহা র কথা।

৭৫। যদি কমিস্যনর সাহেবদিগকে কাহার দ্বারাব্যতিরেকে কে বল শ্রীযুত নওয়াব গবরনর জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলের তাবে থাকিয়া ঐ শ্রীযুতের দেওয়া হুকুমমত কার্য্য করিতে হুকুম হয় তবে তাঁহারদিগের সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের কি ২ বোর্ডের সাহেবদিগের মধ্যে কাহার দ্বারাব্যতিরেকে উপস্থিত মোকদ্দমার মোতালক সমস্ত কবকারী ও দস্তাবেজ ও সওয়াল ও জও াবের ও সাক্ষিদিগের জোবানবন্দীর খোলাসা অর্থাৎ চুম্বক ও আপনারদিগের মত লিখিয়া যে২ কাগজ ইঙ্গরেজীভিন্ন অন্য ভাষাতে াকে তাহার ইঙ্গরেজী তরজমাসহিত এখনপর্য্যন্ত যেমত অপবাদি ব্যক্তির এলাকা বুঝিয়া সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের

কমিস্যনর সাহে বদিগকে কাহার দ্বা রাব্যতিরেকে শ্রীযু ত নওয়াব গবরনর জেনরল বাহাদুরে র হকুমমতে কার্য্য করিতে হকুম হই লে তাঁহারদিগের মোকদ্দমার কাগজ ঐ শ্রীযুতের হজুরে পাঠাইতে হইবার কথা।

কিম্বা ঐ২ বোর্ডের সাহেবদিগের হজুরে পাঠাইতেন সেই মত শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলে পাঠাইতে হইবেক ও শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলের ঐ সমস্ত কাগজ পঁহুছিলে ঐ শ্রীযুত ঐ কাগজ সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের কি ঐ২ কোন বোর্ডের সাহেবদিগের মারফৎ পঁহুছিলেপর যেমত কার্য্য করিতেন সেই মত কার্য্য করিবেন কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে যদি কোন মোকদ্দমাতে সমস্ত কাগজ ও কমিস্যনর সাহেবের লেখা মত দৃষ্টি ও বিবেচনা করিয়া শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলে ঐ মোকদ্দমাতে নূতন সাক্ষিদিগের জোবানবন্দী লওয়া কিম্বা মোকদ্দমার মোতালক কোন কথা নিশ্চয় বোধহওনের হেতু কথা কমিস্যনর সাহেবদিগকে জিজ্ঞাসা করা আবশ্যক বোধ হয় তবে শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলে এমত ক্ষমতা আছে যে কমিস্যনর সাহেবদিগকে যখন যে হুকুম দেওয়া বিহিত তাহা দেন্ ও ঐ কমিস্যনর সাহেবদিগের যথাসাধ্য নূতন সাক্ষিদিগের জোবানবন্দী করিয়া তাহার যে২ বেওরা কথার তলব হয় তাহার সহিত ঐ শ্রীযুতের হজুরে পাঠাইতে হইবেক ইতি।—১৮১৭ সা। ৮ আ। ৩ ধা।

কমিস্যনর সাহেবেরা শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে হুকুম লইতে পারিবার কথা।

৭৬। যদি কমিস্যনর সাহেবেরা উপরের লিখিতমতে কেবল শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলের তাবেতে মোকরর হন তবে তাঁহারা আপনারদিগের প্রাপ্ত ভারের কর্ম্মনির্ব্বাহার্থে যে বিষয়ের নিমিত্তে ইঙ্গরেজী ১৮১৩ সালের ১৭ আইনে কিম্বা অন্য আইনে স্পষ্ট কোন হুকুম লেখা না থাকে সে বিষয়ের কারণ শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেল হইতে হুকুম লইতে পারিবেন ও শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে এমত হুকুম হইবেক যে তাহাতে ছোট বড় সমস্ত লোকের হক্ বজায় থাকে এবং আদালতও ইনসাফের কিছুমাত্র অন্যমত না হয় এবং কমিস্যনর সাহেবদিগের ক্ষমতা আছে যে যদি কোন মোকদ্দমার তজবীজের সময়ে তাঁহারদিগের কোন বিষয়ে এমত কোন সন্দেহ জন্মে যে তাহা মিটিবার নিমিত্তে নূতন আইন নির্দ্দিষ্টহওন আবশ্যক বোধ হয় তবে এ নিমিত্তে এক আইনের মুসাবিদা তৈয়ার করিয়া শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলে পাঠাইয়া দেন্ যে দৃষ্টি ও বিবেচনাপূর্ব্বক তাহা জারীহওনের অর্থে নাতক্ হুকুম ঐ শ্রীযুতের হজুর হইতে হয় ইতি।—১৮১৭ সা। ৮ আ। ৪ ধা।

কমিস্যনর সাহেবদিগের কোন আইনে কিছু সন্দেহ হইলে তাহাতে সদর

৭৭। জানান যাইতেছে যে যদি এক্ষণকার চলিত কোন আইনের কি ইহার পরে যে কোন আইন চলন হইবেক তাহার লিখিত কোন নিয়মের তাৎপর্য্য বুঝিতে কমিস্যনর সাহেবদিগের মনে কিছু সন্দেহ জন্মে তবে সেই সন্দেহ ভঞ্জনের নিমিত্তে যে কথাতে সন্দেহ হইয়া

থাকে তাহা লিখিয়া সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের হুজুরে পাঠাইয়া দিবেন যে ঐ সাহেবেরা তহকীক তদন্ত করিয়া তাহার যে তাৎপর্য্য স্থির করেন্ কমিস্যনর সাহেবেরা তদনুরূপ কার্য্য করেন্ ইতি।—১৮১৭ সা। ৮ আ। ৫ ধা।

দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের অনুমতি লইবার ও ঐ সাহেবেরা যাহা স্থির করেন্ তাহার মত কার্য্য করিবার কথা।

৭৮। যদি শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হুজুর কৌন্সেলহইতে এমত হুকুম হয় যে এই আইনের লিখিত নিয়মমতে যে কমিস্যনর সাহেব মোকরর হন তিনি সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের কি বোর্ড রেবিনিউ বোর্ড কমিস্যনর কিম্বা বোর্ড ত্রেডের সাহেবদিগের হুকুমের তাবে থাকিবেন না তবে এমতে দুই সাহেবহইতে কম কমিস্যনরী কর্ম্মে মোকরর হইবেন না ও সেই দুই সাহেবের এক সাহেব সাধ্যমতে আদালতের কার্য্যকারক সাহেবদিগের মধ্যহইতে নির্ব্বাচিত হইবেন ইতি।—১৮১৭ সা। ৮ আ। ৬ ধা।

দুই সাহেবের কম কমিস্যনরী কর্ম্মে নিযুক্ত না হইবার ও সেই দুই সাহেবের এক সাহেব আদালতের সাহেবদিগের মধ্যহইতে হইবার কথা।

১৩ ধারা।

কালেক্টর সাহেবের নামে অকারণপ্রযুক্তও নালিশ করিলে যে দণ্ড হইবে তাহা।

৭৯। ইঙ্গরেজী ১৮১৩ সালের ১৭ আইনের কিম্বা চলিত আর কোন আইনের হুকুমানুসারে সরকারের ইউরোপীয় কোন কার্য্যকারক সাহেবের প্রতি ভারী কোন দোষের অপবাদ কি নালিশ উপস্থিত হইয়া বিচারদ্বারা ঐ অপবাদ কি নালিশ স্পষ্টতঃ অকারণ কি দ্বেষপ্রযুক্ত উপস্থিত হইয়াছে ইহা জানা গেলে সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবলোকের কি বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের কি বোর্ড ত্রেডের সাহেব লোকের কি ঐ মোকদ্দমার চূড়ান্ত নিষ্পত্তিকারি ও হুকুমদাতা অন্য ব্যাপক সাহেবদিগের এ ক্ষমতা থাকিবেক যে যে জন অকারণ কি দ্বেষপ্রযুক্ত ঐ অপবাদ কি নালিশ করিয়া থাকে তাহার দেওয়ানী কি ফৌজদারী জেলখানাতে পরিশ্রমকরণ ও বেড়ীপরণের সহিত কি তাহাব্যতিরেকে ছয় মাসের অধিক না হয় এমত মিয়াদে কয়েদ থাকন এবং ৫০০ পাঁচ শত টাকার অধিক না হয় এমত পরিমাণে জরীমানা দেওনরূপ দণ্ডের হুকুম দেন্ এবং ঐ জন ঐ জরীমানার টাকা না দিলে তাহার পরিবর্ত্তে ছয় মাসের অধিক না হয় এমত অন্য মিয়াদেও কয়েদ থাকিবেক কিন্তু তাহার কয়েদথাকনের মোট মিয়াদ কোন প্রকারে এক বৎসরের অধিক হইবেক না ইতি।—১৮২৫ সা। ৮ আ। ৫ ধা। ১ প্র।

সদর দেওয়ানী আদালতের ও বোর্ডের সাহেবদিগের কি অন্য ব্যাপক সাহেবদিগের সরকারের ইউরোপীয় কার্য্যকারক সাহেবদিগের নামে অকারণ ও দ্বেষপ্রযুক্ত নালিশ করণিয়াদিগেরে উপযুক্ত বিচার করিয়া শাস্তি দিতে ক্ষমতা থাকিবার কথা।

৮০। উপরের লিখিত প্রকরণানুসারে সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের হুজুরহইতে কোন জনের প্রতি জরীমানার ও কয়েদ থাকনের কিম্বা ইহার মধ্যে কোন এক দণ্ডের হুকুম হইলে সুতরাং ঐ আদালতের সাহেবদিগের ক্ষমতা থাকিবেক যে ঐ হুকুম

সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা উপরের প্রকরণানুসারে করা

হুকুমের মতাচরণ করিতে উপযুক্ত কর্ম্মকারিকে আবশ্যক হুকুম দিবার কথা।

বোর্ড রেবিনিউর ও বোর্ড ত্রেডের সাহেবদিগের কি অন্য ব্যাপক সাহেবদিগের তদনুরূপ হুকুমের মতাচরণ যে রূপে করা যাইবেক তাহার কথা।

মতাচরণ করা যে সাহেবের কর্ত্তব্য হয় সেই সাহেবকে ঐ হুকুমমতাচরণ করিবার হুকুম দেন্ ও অন্য কোন প্রকার হইলে অর্থাৎ ঐ হুকুম বোর্ড রেবিনিউর সাহেবলোকের কি বোর্ড ত্রেডের সাহেবদিগের কি ইঙ্গরেজী ১৮১৩ সালের ১৭ আইনের কিম্বা ১৮১৭ সালের ৮ আইনের কি চলিত আর কোন আইনের হুকুমানুসারে অন্য ব্যাপক সাহেবদিগের নিকটহইতে হইয়া থাকিলে ঐ হুকুমের দস্তখতী নকল এবং তাহার মতাচরণ হইবার অর্থে আবশ্যক হুকুম দিবার দরখাস্ত সদর দেওয়ানী আদালতের রেজিষ্টর সাহেবের নিকটে পাঠাইতে হইবেক ও তাহা হইলে ঐ হুকুম সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবলোকের হজুরহইতে হইলে তাহাতে ঐ আদালতের সাহেবেরা যে মত করিতেন এ মতে ও তদর্থে উপযুক্ত হুকুম দিবেন ইতি।—১৮২৫ সা। ৮ আ। ৫ ধা। ২ প্র।

সরকারের ইউরোপীয় কার্য্যকারকদিগের নামে অকারণ ও দ্বেষপ্রযুক্ত অপবাদ দিলে কি নালিশ করিলে ঐ অপবাদ দেওনিয়া কি নালিশকরণিয়ার প্রতি যেরূপে নালিশ করা যাইবেক তাহার কথা।

৮১। অপবাদদেওনিয়া কি নালিশকরণিয়া দিব্য করিয়া ইচ্ছাপূর্ব্বক মিথ্যা ও দ্বেষপ্রযুক্ত অপবাদদেওন কি নালিশকরণরূপ ভারি অপরাধের অপরাধী হইলে এবং ঐ মোকদ্দমার সমস্ত বেওরা উপযুক্ত বিবেচনাকরণের পর ন্যায়ের অভিপ্রায় সাধনের নিমিত্তে উপরের ধারার হুকুমানুসারে নিরূপণহওয়া জরীমানাদেওনের ও কয়েদথাকনের হুকুম না দিয়া তাহার নামে ফৌজদারীতে মিথ্যা দিব্যকরণাপরাধের নালিশ উপস্থিত করিবার হুকুম দেওয়া আবশ্যক হইলে ব্যাপক সাহেবদিগের হুকুমানুসারে ঐ মোকদ্দমার সমস্ত কাগজপত্র নিজামৎ আদালতের সাহেবলোকের নিকটে পাঠাইতে হইবেক এবং ঐ আদালতের সাহেবেরা ফৌজদারীতে ঐ বিষয়ের নালিশ করিবার উপযুক্ত হেতু আছে বুঝিলে ঐ অপরাধি জন যে দায়ের সায়েরী আদালতের অধীন হয় কি যথায় তাহার মোকদ্দমার বিচারহওয়া উপযুক্ত বোধ হয় সেই দায়েরসায়েরী আদালতে তাহার নামে নালিশ করিতে সরকারী উকীলকে হুকুম দিবেন ইতি।—১৮২৫ সা। ৮ আ। ৬ ধা।

১৪ ধারা।

কালেক্টর সাহেবের আসিষ্টাণ্ট।

যে মতেতে কালেক্টর সাহেবেরা আপন২ তাবে আসিষ্টাণ্ট সাহেবদিগকে আপন২ কর্ম্ম কার্য্য নির্ব্বাহ করিবার ভার দিতে পারিবেন তাহার কথা।

৮২। মালগুজারীর কালেক্টর সাহেবেরা আপনারদিগের নিকটে উপস্থিতওয়া কর্ম্মকার্য্যের বাহুল্যহওনহেতুক কি অন্য হেতুপ্রযুক্ত তাহার নির্ব্বাহ নিজে করিতে না পারণমতে আপন২ কর্ত্তব্য কর্ম্মের আঞ্জাম করিবার ভার আপন২ তাবে আসিষ্টাণ্ট সাহেবকে বোর্ড রেবিনিউর কি বোর্ড কমিস্যনর সাহেবদিগের মঞ্জুরীক্রমে দিতে পারিবেন কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে যদি কালেক্টর সাহেব আসিষ্টাণ্ট সাহেবকে কোন বিষয়ের তদারকের নিমিত্তে সরেজমীতে কিম্বা সরকারের মালগুজারী তহসীলের মোতাল্লক অন্য২ কর্ম্মনির্ব্বাহার্থে পাঠান্ তবে ঐ কালেক্টর সাহেবের তৎক্ষণাৎ তাহার সমা

চার আপন এলাকা বুঝিয়া বোর্ড রেবিনিউর অথবা বোর্ড কমিস্য নর সাহেবদিগের হজুরে দিতে হইবেক ইতি।—১৮২১ সা। ৪ আ। ৮ ধা। ৩ প্র।

৮৩। আসিষ্টাণ্ট সাহেবের আপনার প্রতি ভারহওয়া কর্ম্মে প্রবৃত্ত হওনের পূর্ব্বে ইঙ্গরেজী ১৮০৪ সালের ৫ আইনের ২৫ ও ২৬ ধারার লিখিত পাঠে সরকারের রাজস্ব তহসীলের ভারাক্রান্ত কোম্পানি বাহাদুরের চাকর সাহেবদিগের নিমিত্তে নিরূপণহওয়া প্রকারেতে হলফ করিয়া হলফনামাতে দস্তখৎ করিতে হইবেক ইতি।—১৮২১ সা। ৪। আ। ৮ ধা ৪ প্র।

আসিষ্টাণ্ট সাহেবপ্রাপ্ত কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে হলফ করিবার কথা।

৮৪। যে আসিষ্টাণ্ট সাহেবদিগকে কি অন্য কার্য্যকারক সাহেব লোককে কালেক্টর সাহেবদিগকে অর্পণহওয়া সমুদয় ক্ষমতা কি তাহার মধ্যহইতে কোনং ক্ষমতা দেওয়া যায় সর্ব্বপ্রকারেতে তাঁহারদিগের সরকারের রাজস্ব তহসীলের বিষয়ে যে সকল আইন নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে কি উত্তরকালে হইবেক তাহার লিখিত হুকুমের যে কিছু তাঁহারদিগের প্রতি ভারহওয়া কর্ম্মকার্য্যের সহিত সম্পর্ক রাখে তাহা আপনারদিগের কার্য্যোপদেশ জানিয়া তদনুসারে কার্য্য করিতে হইবেক এবং তাঁহারদিগের কর্ত্তব্য যে আপনারদিগের প্রতি ভারহওয়া কর্ম্মের নির্ব্বাহ অতিযথার্থ ও ধর্ম্মক্রমে করেন ও যদি আপন ভারের কর্ম্ম নির্ব্বহকরণেতে আইনের লিখিত হুকুমের অন্যথাচরণ করেন তবে মালগুজারীর কালেক্টর সাহেবদিগের নামে নালিশহওনের মতে তাঁহারদিগের নামেও নালিশ দরপেশ হইতে পারিবেক ইতি।—১৮২১ সা। ৪ আ। ৮ ধা। ৫ প্র।

কালেক্টর সাহেবদিগের ভারপাওয়া আসিষ্টাণ্ট কি অন্য কার্য্যকারকেরা আপনারদিগের মোতালক কর্ম্মকার্য্যের নির্ব্বাহকরণেতে যেং হুকুমমতাচরণ করিবেন তাহার কথা।

৮৫। কালেক্টর সাহেবের ক্ষমতা আছে যে তাঁহার এলাকার কোন মহালের মালগুজারীর বাকী পড়িলে কিম্বা অম্বিত দৃষ্ট হইলে তাহার তহকীককারণ আমীনের স্বরূপে আপন আসিষ্টাণ্ট সাহেবকে পাঠান ও পাঠাইবার কালে সেসম্বাদ বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের নিকটে লিখেন ও তথাকার যে হুকুম সে বিষয়ে হয় তদনুসারে কার্য্য করেন ইতি।—১৭৯৫ সা। ৫ আ। ২৮ ধা।

কালেক্টর সাহেব আপন আসিষ্টাণ্ট সাহেবকে আমীনী কার্য্যে পাঠাইতে শক্তি রাখিবার কথা।

১৫ ধারা।

ডেপুটি কালেক্টর।

৮৬। কোন রেবিনিউর এলাকার মধ্যে ডেপুটী কালেক্টর নিযুক্ত করিতে শ্রীযুত নওয়াব গবরনর জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ক্ষমতা রাখেন এবং নীচের লিখনক্রমে ঐ ডেপুটী কালেক্টরের ক্ষমতা ধার্য্য হইবেক ইতি।—১৮৩৩ সা। ৯ আ। ১৬ ধা।

শ্রীযুত নওয়াব গবরনর জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে কোন রেবিনিউর এলাকার মধ্যে ডেপুটী কালেক্টর নিযুক্ত করিতে পারিবার কথা।

ঐ পদের যোগ্য যে২ লোক তাহার এবং যে প্রকারে নিযুক্ত হইবেন তাহার কথা।

৮৭। ঐ ডেপুটী কালেক্টরী পদে এদেশীয় যে কোন জাতীয় বা ধর্ম্মাবলম্বী হউন সকলেই নিযুক্ত হইতে পারেন যাঁহারা ঐ কার্য্যের নিমিত্তে বাচনী করা যাইবেন তাঁহারা শ্রীযুত নওয়াব গবরনর জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে নিযুক্ত হইবেন এবং চলিত দাঁড়ানুসারে সরকারহইতে কমিস্যনর অর্থাৎ সনদ পাইবেন এবং ঐ সনদে রেবিনিউ ডিপার্টমেণ্টের সেক্রেটরি সাহেবের দস্তখৎ থাকিবেক ইতি।—১৮৩৩ সা। ৯ আ। ১৭ ধা।

তাঁহারদের মাহিয়ানা যে প্রকারে নির্দ্দিষ্ট হইবেক তাহার এবং যে২ প্রকারে মাহিয়ানার বৃদ্ধির যোগ্য হইবেন তাহার কথা।

৮৮। ডেপুটী কালেক্টরেরা যে মাহিয়ানা পাইবেন শ্রীযুত নওয়াব গবরনর জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে তাহা নির্দ্দিষ্ট করিবেন এবং সময়ে২ যেমত তাঁহারদের আচার ব্যবহারানুসারে উপযুক্ত বোধ হইবেক সেই মত মাহিয়ানার বৃদ্ধিও হইতে পারিবেক ইতি।—১৮৩৩ সা। ৯ আ। ১৮ ধা।

এই আইনানুসারে নিযুক্তহওয়া ডেপুটী কালেক্টর যে সুকৃতিপত্র লিখিয়া দিবেন তাহার কথা।

৮৯। যাঁহারা এই আইনানুসারে ডেপুটী কালেক্টরী পদে নিযুক্ত হইবেন তাঁহারা ঐ পদে প্রবৃত্তহওনের পূর্ব্বে সরকারী রাজস্বের সমস্ত তহসীলদারদিগের ইঙ্গরেজী ১৮০৪ সালের ৫ আইনের ২৬ ধারায় যে দিব্য করিতে হুকুম আছে তদনুসারে এক সুকৃতিপত্র যে জিলায় নিযুক্ত হইবেন ঐ জিলার কালেক্টর সাহেবের সম্মুখে লিখিয়া দিবেন ইতি।—১৮৩৩ সা। ৯ আ। ১৯ ধা।

এই আইনানুসারে যে কালেক্টরীতে ডেপুটী কালেক্টরেরা নিযুক্ত হইবেন তাঁহারা ঐ কালেক্টর সাহেবের তাবে থাকিবার কথা।

৯০। যে ডেপুটী কালেক্টরেরা এই আইনানুসারে যে কালেক্টরীতে নিযুক্ত হইবেন সর্ব্ব প্রকারেই ঐ কালেক্টরের তাবে তাঁহারদের থাকিতে হইবেক এবং ঐ কালেক্টর সাহেব তাঁহারদিগের প্রতি যে কার্য্য করিতে হুকুম দিবেন তাঁহারা সেই কার্য্য করিবেন ইতি।—১৮৩৩ সা। ৯ আ। ২০ ধা।

কালেক্টর সাহেব যে২ কার্য্যে তাঁহারদিগকে নিযুক্ত করিতে পারিবেন তাহার কথা।

৯১। কালেক্টর সাহেব ইচ্ছামত তাঁহারদিগকে ইঙ্গরেজী ১৮২২ সালের ৭ আইনের হুকুম মতে ভূমির বন্দোবস্তকরণের কার্য্যে নিযুক্ত করিতে পারেন এবং সরকারের খাসমহালের কার্য্যের তত্ত্বাবধারণ করিতে হুকুম দিতে পারেন এবং সামান্যতঃ কালেক্টরের কর্ত্তব্য অন্য যে কোন কার্য্য তাহাতে নিযুক্ত করিতে পারেন ইতি।—১৮৩৩ সা। ৯ আ। ২১ ধা।

তাঁহারদিগের রোয়দাদ যে প্রকারে লেখা যাইবেক তাহার এবং যে প্রকারে তাহার উপর আপীল হইতে পারিবেক তাহার কথা।

৯২। এই আইনানুসারে নিযুক্তহওয়া ডেপুটী কালেক্টরদিগের করা সমস্ত রোয়দাদ তাঁহারদের নামেই লেখা যাইবেক ও তাহার দায়ী তাঁহারাই হইবেন কিন্তু কালেক্টর সাহেব তাহাতে পুনর্দৃষ্টি এবং তাহার উপর কর্তৃত্ব করিতে পারিবেন এবং তাহার উপর আপীল দাঁড়ামত উপরিস্থ কার্য্যকারক সাহেবদিগের নিকটে হইতে পারিবেক ইতি।—১৮৩৩ সা। ৯ আ। ২২ ধা।

১৩। কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে কালেক্টর সাহেব যে কোন কার্য্য ডেপুটী কালেক্টরের হাতে সোপর্দ্দ করেন্ তাহা ফিরিয়া লওনের কারণ কমিস্যনর সাহেবকে জানাইয়া তাহা যে কোন সময়েই তাঁহার নিকটহইতে ফিরিয়া লইতে পারেন্ ইতি।—১৮৩৩ সা। ৯ আ। ২৩ ধা।

কালেকটর সাহেব যেং কার্য্য তাঁহার হাতে সোপর্দ্দ করেন্ তাহা ফিরিয়া লওনের হেতু কমিস্যনর সাহেবকে জানাইয়া তাহা ফিরিয়া লইতে পারিবার কথা।

১৪। আরো জানা কর্ত্তব্য যে ডেপুটী কালেক্টরেরা যেং কার্য্যে নিযুক্ত হইবেন তাহার যেং নিয়ম কালেক্টর সাহেবেরা স্থির করেন অথবা তাঁহারদিগকে যেং কার্য্য বিলিমতে সোপর্দ্দ করেন রাজস্বের কমিস্যনর সাহেবেরা উচিত বোধ হইলে তাহার ফেরফার করিতে পারেন কিন্তু সদর বোর্ড রেবিনিউর অথবা সরকারের যে সাধারণ কর্তৃত্ব আছে তাহা এই সকল বিষয়ে খাটিবেক ইতি।—১৮৩৩ সা। ৯ আ। ২৪ ধা।

কালেক্টর সাহেব ডেপুটী কালেক্টরকে যেং কার্য্যে নিযুক্ত করিবেন তাঁহার হুকুমে যেপর্য্যন্ত রাজস্বের কমিস্যনর সাহেব হাত দিতে পারিবেন তাহার কথা।

১৫। এই আইনানুসারে যে ডেপুটী কালেক্টর নিযুক্ত হইবেন তিনি কুকর্ম্ম না করিলে এবং শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে হুকুম না হইলে তগীর হইতে পারিবেন না যখন এমত বোধ হয় যে কোন ডেপুটী কালেক্টর কর্ম্মে ত্রুটি কি অনৈপুণ্য অথবা ঘুষইত্যাদি লওনপ্রযুক্ত ঐ পদে থাকনের অনুপযুক্ত তখন সেই এলাকার কার্য্যকারক সাহেবেরা সদর বোর্ড রেবিনিউর দ্বারা শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলে বিবেচনার নিমিত্তে ঐ বিষয়ের এক রিপোর্ট করিবেন এবং শ্রীযুত হজুর কৌন্সেলে যেমত যথার্থ ও উচিত বোধ করিবেন সেই মত হয় তাঁহাকে শসপেণ্ড করিয়া তাঁহার কার্য্যের বিষয়ে পুনর্ব্বার তত্ত্বাবধারণার্থে হুকুম দিবেন নতুবা তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে তগীর করিতে পারিবেন ইতি।—১৮৩৩ সা। ৯ আ। ২৫ ধা।

ডেপুটী কালেক্টরের তগীরের বিষয়ি হুকুমের কথা।

এতদ্দেশীয় আমলা।

১৬ ধারা।

এতদ্দেশীয় আমলার তগীর ও বহালকরণ।

ইং ১৭৯৩ সালের ২ আইনের ১৩ ধারার এবং ইং ১৭৯৫ সালের ৫ আইনের ১৩ ধারার যে যে হুকুম রদ হইল তাহার কথা।

১। ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ২ আইনের ১৩ ধারার এবং ইঙ্গরেজী ১৭৯৫ সালের ৫ আইনের ১৩ ধারার যে যে হুকুমের অনুসারে কালেক্টর সাহেবেরা আপনারদিগের তাবে এদেশীয় বর্ণ মুজমিলনবীসসংজ্ঞক দপ্তর মমিব ও খাজাঞ্চীছাড়া অন্য যে আমলা সকলকে বহাল ও বদল ও তগীর করিতে পারেন্ সেইং হুকুম এ ধারার অমুসারে রদ হইল ইতি।—১৮০৪ সা। ৫ আ। ৩ ধা।

ইং ১৮০৪ সালের ৫ আইন ও অন্য যে কোন আইনআদালতইত্যাদি সিরিস্তার কার্য্যভারাক্রান্ত লোকদিগের তগীর ও বহালীর বিষয়ে চলন হইয়াছে তাহার দাঁড়াসকল শুধরিবার ও পরিবর্ত্ত করিবার কথা।

২। জানা কর্ত্তব্য যে ইঙ্গরেজী ১৮০৪ সালের ৫ আইনের ও অন্য যে কোন আইনের লিখিত দাঁড়াসকল আদালত ও মালগুজারী ও তেজারৎ অর্থাৎ বাণিজ্যব্যাপার ও নিমক ও আফীন ও মাসুলের সিরিস্তাসকলের নিয়োজিত এদেশীয় সরকারী কার্য্যভারাক্রান্ত লোকদিগের তগীর ও বহালীর বিষয়ে চলন হইয়াছে তাহা এই আইনের লিখিত মর্ম্মক্রমে শুধরা ও পরিবর্ত্ত করা গেল ইতি।—১৮০৯ সা। ৮ আ। ২ ধা।

সরকারী এদেশীয় আমলালোকের তগীর ও বহালীর বিষয়ে আদালত ও মালগুজারী ও তেজারতের সাহেব লোকের প্রাপ্ত ক্ষমতার কথা।

৩। সদর দেওয়ানী আদালত ও নিজামৎ আদালতের এবং মফঃসল কোর্ট আপীল ও দায়েরসায়েরী আদালতের এবং বোর্ড রেবিনিউ ও বোর্ড ত্রেড এবং বোর্ড কমিস্যনরের সাহেবলোকদিগের প্রতি তাঁহারদিগের তাবে অর্থাৎ ব্যাপ্য কর্ম্মে নিযুক্ত এদেশীয় প্রধানং আমলা ও আরং কার্য্যকারক লোকদিগের তগীর ও বহালী ও ইস্তফা মঞ্জুরকরণের বিষয়েতে হজুরের মঞ্জুরীর কারণ আপনং রোয়দাদের কৈফিয়ৎ পাঠান বিনা এই ধারানুসারে ক্ষমতা থাকিবেক কিন্তু সদর দেওয়ানী আদালতের ও নিজামৎ আদালতের মৌলবী ও পণ্ডতলোকদিগের তগীর ও বহালী ও ইস্তফার কৈফিয়ৎ পূর্ব্ব রীতিমতে মঞ্জুরীর কারণ শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সলেতে পাঠান যাইবেক ইতি।—১৮০৯ সা। ৮ আ। ৩ ধা।

৪। কাজীয়লকুজ্জাতের এবং দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালত সকলের কাজীদিগের ও মুফ্তীদিগের ও পণ্ডিতগণের এবং কসবাসকলের ও শহরসকলের ও পরগণাসকলের কাজীদিগের এবং দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালতের ও মালের এলাকাসকলের এদেশীয় বর্গ মুজমিলনবীসসংক্রান্ত দফ্তর মনিবদিগের এবং পোলীসের দারোগাসকলের এবং সুবে বারাণসের এবং কোম্পানি ইঙ্গরেজ বাহাদুরকে অর্পণহওয়া নওয়াব উজীর বাহাদুরের অধিকার দেশের অংশের পোলীসের কার্য্যের ভারান্বিত তহসীলদারদিগের বহাল ও তগীর হইবার বিষয়ী যে হুকুম এ ধারার অগ্রের ৫ পাঁচ* ধারায় আছে তাহা এবং ঐ বিষয়ী যে সকল হুকুম পূর্ব্বের আইনসকলে আছে তাহার মধ্যে যাহা ঐ পাঁচ ধারার হুকুমের অভেদ হয় তাহাও ঐ সকল আমলা বহাল ও তগীরের বিষয়ে খাটিবেক। কিন্তু সুবে বারাণসের এবং নওয়াব উজীরের অধিকারদেশের অংশের পোলীসের কার্য্যের ভারান্বিত তহসীলদারেরা সরকারী মালগুজারীর দায়ে ঠেকে একারণ তাহারা হজুর কৌন্সেলের কিম্বা বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের অথবা কালেক্টর সাহেবদিগের বিনামঞ্জুরে এ আইনের ৬ ষষ্ঠ ধারার লিখিত হুকুমের অনুসারে হঠাৎ তগীরের যোগ্য হইবেক না যদি সে তহসীলদারদিগের কেহ তগীরের যোগ্য হয় তবে তথাকার কালেক্টর সাহেব যে কার্য্যে নিযুক্ত করিবার জন্যে এ আইনের ৯ নবম ধারানুসারে তৎকর্ম্মযোগ্য অন্য লোককে নির্ব্বাচিয়া তাহার রিপোর্ট লিখিয়া মঞ্জুরের কারণ বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের মারফতে হজুর কৌন্সেলে চালান করিবেন ইতি। —১৮০৪ সা। ৫ আ। ১০ ধা।

এ ধারার অগ্রের ৫ পাঁচ ধারার হুকুম এবং তাহার অভেদ পূর্ব্বের আইনসকলের হুকুম যে সকল আমলার বিষয়ে খাটিবেক তাহার কথা।

পোলীসের কার্য্যের ভারান্বিত তহসীলদার দিগের সম্পর্কে বিশেষ হুকুমের কথা।

৫। দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালতসকলের নাজিরেরা আপনারদিগের ভাবে নায়েব ও মৃধাসকল ও পেয়াদাগণ ইত্যাদিপ্রকার যে চাকরদিগর কৃত কর্ম্মের দায়ে ঠেকে সে চাকরদিগকে নিজ প্রভুত্বে পূর্ব্বমতে কর্ম্মে নিযুক্ত করিবেক। এবং যদি কখন সেমত কোন চাকরের কর্ম্মস্থান শূন্য হয় তবে তৎকালে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১৩ আইনের ২ দ্বিতীয় ধারার + এবং ইঙ্গরেজী ১৮০৩ সালের ১২

দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালতসকলের নাজিরদিগের এবং পোলীসের কর্ম্মের ভারান্বিত দারোগাপ্রভৃতি প্রধান আমলা

* ১৮০৩ সালের ৫ আইনের ৬। ৭। ৮। ৯ ধারা ১৮০৯ সালের ৮ আইনের এমত মতান্তর হইয়াছে যে ঐ ধারা এই স্থানে দেওনের কোন আবশ্যক নাই।

+ জজ সাহেবেরা নাজিরের নায়েব ও মৃধা ও পেয়াদা লোকসেওয়ায় এদেশী লোকদিগেরে সকল দেওয়ানী আদালত ও ফৌজদারীর আমলা নিযুক্ত করিবেন এবং তাহারদিগের অনুপযুক্ত কিম্বা অপরাধি অথবা অন্য কুকর্ম্মান্বিত জানিলে ছাড়াইয়া অন্য উপযুক্ত লোকদিগেরে প্রবৃত্ত করিতে পারিবেন। নাজিরেরা আপন২ নায়েব ও মৃধা ও পেয়াদাদিগেরে নিযুক্ত ও পরিবর্ত্ত করিতে পারিবেক আর নাজিরদিগের সমভিব্যাহারি নায়েব ও মৃধা ও পেয়াদারা আপন২ জিম্মার সমস্ত কার্য্য প্রকৃতপ্রস্তাবে করিবার কা

জজসাহেবেরা নাজিরের নায়েবওগয়রহ সেওয়ায় এদেশী লোকদিগেরে আদালতের আমলা নিযুক্ত ও পরিবর্ত্ত করিতে পারিবার কথা।

সকলের তাবে চাকরেরা বহাল ও তগীর হইবার মতের কথা।

আইনের ২ দ্বিতীয় ধারার অনুসারে সে কর্ম্মের দায় আপন শিরে রাখিয়া তথাকার জজ কিম্বা মাজিষ্ট্রেট্ ইহার যে সাহেবের মোতালক হয় তাহার মঞ্জুরীক্রমে তৎকর্ম্মে অন্য লোককে নিযুক্ত করিতে পারিবেক এবং এমতে নিযুক্তকরা লোকদিগেরে তগীর করিতে চাহিলে যদি তাহাকরণের বিশিষ্টহেতু সেই জজ কিম্বা মাজিষ্ট্রেট্ সাহেবের নিকটে দর্শাইতে পারে তবে তগীর করিতেও শক্ত হইবেক। কিন্তু সে তগীর জজ কিম্বা মাজিষ্ট্রেট্ সাহেবের অগোচরে ও বিনামঞ্জুরে করিতে পারিবেক না। আর তদনুসারে পোলীসের দারোগা সকল এবং পোলীসের কর্ম্মের ভারাম্বিত তহসীলদারেরা এবং জিলা ও শহরসকলের কোতওয়ালপ্রভৃতি পোলীসের প্রধান আমলারা তাহারদিগের তাবে নায়েব ও জমাদার ও বরকন্দাজইত্যাদি প্রকার চাকরদিগের কৃত কর্ম্মের দায়ে ঠেকে এমত জানিয়া যদি কখন সে চাকরদিগের কাহার কর্ম্মস্থান শূন্য হয় তবে তৎকর্ম্ম যোগ্য অন্য লোককে নির্ব্বাচিয়া আপন২ ব্যাপক মাজিষ্ট্রেট্ সাহেবের মঞ্জুরীক্রমে নিযুক্ত করিবেক। এবং কর্ম্মক্রমে সেই নিযুক্ত করা লোককে তগীর করিতে চাহিলে যদি তাহা করিবার বিশিষ্ট হেতু সেই মাজিষ্ট্রেট্ সাহেবের সমীপে দর্শাইতে পারে তবে তগীর করিতেও সাধ্য রাখিবেক। কিন্তু সে তগীর মাজিষ্ট্রেট্ সাহেবের বিনামঞ্জুরে করিতে পারিবেক না ইতি।—১৮০৪ সা। ৫ আ। ১২ ধা।

উপরের ধারার লিখিত সমস্ত হুকুম মাল ও তেজারত দিগর এলাকাসকলের নাজিরদিগের তাবের সরকারী চাকরদিগের এবং ঐ এলাকাসকলের পেটার আর দেওয়ানী আদালতসক

৬। উপরের ধারার লিখিত হুকুম সমস্তই মালের ও তেজারতের ও নিমকের ও আফীনের ও পরমিটের এলাকাসকলের নাজিরদিগের নায়েব ও মৃধাসকল ও পেয়াদাগণ ও জমাদার ও বরকন্দাজ ইত্যাদি প্রকার সরকারী চাকরদিগের বিষয়ে খাটিবেক। এবং ঐ এলাকাসকলের পেটার যে২ দফ্তর এইক্ষণে নির্দ্দিষ্ট আছে ও পশ্চাৎ নির্দ্দিষ্ট হয় সেই২ দফ্তরের মোতালক ঐ প্রকার সরকারী চাকরদিগের সম্পর্কে এবং এদেশীয় বর্ণ যে কমিস্যনরেরা এইক্ষণে নিযুক্ত আছে ও পশ্চাৎ নিযুক্ত হয় তাহারদিগের তাবের সরকারী চাকর

নাজিরেরা আপন২ নায়েবওগয়রহকে নিযুক্ত ও পরিবর্ত্ত করিতে পারিবার এবং মুচলকা লিখিয়া দিবার কথা।

জজসাহেবেরা আদালতের অন্য২ এদেশী আমলাদিগের স্থানে মুচলকা লইতে পারিবার কথা।

রথ জজ সাহেবেরা যত টাকার নিদর্শনে মুচলকা লইবার ধার্য্য করেন নাজিরেরা তত টাকার নিদর্শনে মুচলকা লিখিয়া দিবেক। এবং জজ সাহেবেরাও তদনুসারে আপনারদিগের মোতালক আদালতের অন্য২ এদেশী আমলাদিগের স্থানে যত টাকার নিদর্শনে মুচলকা লেখাইয়া লওন উচিত জানেন তত টাকার নিদর্শনে মুচলকা তাহারদিগের স্থানে লেখাইয়া লইবেন ইতি।—১৭৯৩ সা। ১৩ আ। ২ ধা।

দস্ত দেশ ১৮০৩ সা। ১২ আ। ২ ধা।

দিগের সম্বন্ধে এবং দেওয়ানী আদালতসকলের পেটার অন্য সমস্ত দফ্তরের মোতালক ঐ প্রকার সরকারী চাকরদিগের বিষয়েও খাটি বেক ইতি।—১৮০৪ সা। ৫ আ। ১৩ ধা।

লের পেটার দফ্তর সকলের মোতালক ঐ প্রকার সরকারী চাকরদিগের বিষয়ে খাটিবার কথা।

৭। জিলা ও শহরসকলের দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালতের এবং মফঃসল কোর্ট আপীলের ও দায়েরসায়েরী আদালতের এবং অন্যং আদালতের আর কালেক্টরীর ও তেজারতের ও নিমকের ও আফীমের ও পরমিটের এলাকাসকলের হজুরী ও পেটাই দফ্তরসকলের মোতালক চিরস্থায়ী এবং অচিরস্থায়ী যে সকল ছোটং আমলার বেতন মাসে দশ টাকার কম হয় তাহারদিগের কাহার কর্ম্ম স্থান যদি কোন হেতুতে শূন্য হয় তবে সে আমলা যে দফ্তরের মোতালক চাকর হয় সেই দফ্তরের মোখ্তার তৎকর্ম্মযোগ্য অন্য লোককে নির্ব্বাচিয়া নিযুক্ত করিতে এবং তাহাইইতে কুক্রিয়া দর্শিলে সেহেতুক তাহাকে তগীর করিতেও পারিবেন। এবং এমত সমাচার পেটার দফ্তরহইতে যাহার যে নির্দ্ধারিত বালাদফ্তরে অর্থাৎ জিলা ও শহরসকলের দেওয়ানী কিম্বা ফৌজদারী আদালতের জজ কিম্বা মাজিস্ট্রেট্ অথবা মফঃসল কোর্ট আপীলের কিম্বা দায়েরসায়েরী আদালতের জজ অথবা সদর দেওয়ানী আদালতের কিম্বা নিজামৎ আদালতের রেজিস্টরী কিম্বা কালেক্টরী অথবা বোর্ড রেবিনিউর সেক্রেটরী কিম্বা তেজারতী অথবা নিমকী কিম্বা আফীমী অথবা পরিমিটী কিম্বা বোর্ড ত্রেডের সেক্রেটরীইত্যাদি আদালতের কি মালের কি তেজারতের যে দফ্তরের মোখ্তার সাহেবের যে খ্যাতি থাকে তাঁহাকে জানাইবার অপেক্ষা থাকিবেক না। কিন্তু উপরের উক্ত দফ্তরসকলের মোখ্তার সাহেবেরা ছোটং আমলাসকলের কাহাকেও তগীর করিলে তাহা করণের হেতু লিখিবেন এবং তাঁহারা এ ধারার অনুসারে নিজ প্রভুত্বেতে ছোটং আমলা বহাল ও তগীর করিবার ভারপাওয়া সকলের হিতের জন্যেই জানিবেন। ফলতঃ কোন আমলার কর্ম্মস্থান শূন্য হইলে তৎকর্ম্মযোগ্য সুপ্রতিষ্ঠিত যে ব্যক্ত্যন্তরকে নির্ব্বাচনী করিয়া সে কার্য্যে নিযুক্ত করিবেন সে ব্যক্তি এবং যাহারা পূর্ব্বে নিযুক্ত হইয়া থাকে সে সকলেই যাবৎ নিজ ভার কার্য্য সুমনোযোগপূর্ব্বক যথার্থরূপে সম্পন্ন করে তাবৎ বহাল থাকিবেক ইতি।—১৮০৪ সা। ৫ আ। ১৪ ধা।

মাসে দশ টাকার কম বেতনের ছোটং আমলাসকল যাহারং দ্বারা বহাল ও তগীর হইবেক ও তাহাতে যে ফল দর্শিবেক তাহার কথা।

৮। দেওয়ানী ও ফৌজদারী সামান্য আদালতসকলের এবং সদর দেওয়ানী আদালত ও নিজামৎ আদালতের এবং কালেক্টরীর ও বোর্ড রেবিনিউর সেক্রেটরীর ও বোর্ড রেবিনিউর এবং তেজারতী কারবারের ও নিমক মহালের ও আফীমের কারখানার ও পরমিটের এবং বোর্ড ত্রেডের সেক্রেটরীর ও বোর্ড ত্রেডের সাহেবদিগের তাবের মাসে দশ টাকা কিম্বা ততোধিক বেতনের এদেশীয় বর্গ যে আমলাসকল এইক্ষণে নিযুক্ত আছে অথবা পশ্চাৎ নিযুক্ত হয় তাহারদিগের বিষয়ের কোন হুকুম উপরের কোন ধারায়

সদর দেওয়ানী আদালতের কিম্বা নিজামৎ আদালতের অথবা বোর্ড রেবিনিউর কিম্বা বোর্ড ত্রেডের সাহেবদিগের বিনামঞ্জুরে যেং আমলা তগীর হইবেক না তাহার কথা।

লেখা যায় নাই এতাবতা তাহারা বহাল ও তগীর হইবার মঞ্জুরী হুকুম হজুর কৌন্সেলহইতে দিবার ভার রাখা যায় নাই তাহারা সদর দেওয়ানী আদালত কিম্বা নিজামৎ আদালত অথবা বোর্ড রেবিনিউ কিম্বা বোর্ড ত্রেড এই যে সকল বালাদফ্তুর এলাকা বিশেষ নির্দ্ধার্য্য আছে ইহার সাহেবদিগের বিনামঞ্জুরে তগীর হইবেক না ইতি।—১৮০৪ সা। ৫ আ। ১৫ ধা।

উপরের ধারার উক্ত কোন আমলার কর্ম্মস্থান তস্য মরণাদি হেতুতে শূন্য হইলে কিম্বা কেহ ইস্তফা দিতে চাহিলে অথবা কেহ তগীরের যোগ্য হইলে যে কর্ত্তব্য তাহার কথা।

৯। যদি কখন উপরের ধারার উক্ত আমলাসকলের কাহার কর্ম্ম স্থান তাহার মরণাদি কোন হেতুতে শূন্য হয় তবে তৎক্ষণাৎ তাহার রিপোর্ট লিখিয়া সেই এলাকার নির্দ্ধারিত বালাদফ্তুর সদর দেওয়ানী আদালতের কিম্বা নিজামৎ আদালতের অথবা বোর্ড রেবিনিউর কিম্বা বোর্ড ত্রেডের সাহেবদিগের নিকটে পাঠাইতে হইবেক এবং যদি কখন উপরের ধারার উক্ত আমলাসকলের কেহ কর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে চাহে তবে তাহার ইস্তফাপত্র এ আইনের ৫ পঞ্চম ধারার মতে লইয়া রিপোর্ট লিখিয়া যাহার যে নির্দ্ধারিত বালাদফ্তুরে চালাইতে হইবেক। আর যদি উপরের ধারার উক্ত কোন আমলা তগীরের যোগ্য হয় তবে তৎকালে তথাকার মোখ্তার সাহেব সেই তগীরের হেতু সে আমলাকে এত্তেলানামাক্রমে জানাইয়া জওয়াব লইবেন সে জওয়াব যদি মাতবর না হয় তবে তাহার রিপোর্ট লিখিয়া সেই এত্তেলানামার নকল এবং জওয়াব লিখনসুদ্ধা সেই এলাকার নির্দ্ধারিত বালাদফ্তুর সদর দেওয়ানী আদালত কিম্বা নিজামৎ আদালত অথবা বোর্ড রেবিনিউ কিম্বা বোর্ড ত্রেড ইহার যথায় হয় পাঠাইয়া দিবেন। এবং সে রিপোর্টে যদি সে মোকদ্দমা তজবীজের কিছু রোয়দাদের কিম্বা কোন নিদর্শন কাগজপত্রের প্রসঙ্গ লেখা থাকেও তাহা চালানের আবশ্যক রহে তবে সে সমস্তও সেই রিপোর্টের সঙ্গে চালান করিবেন তদৃষ্টে সেই বালাদফ্তুরের সাহেবেরা যাহা উচিত বুঝেন্ তাহাই হুকুম দিবেন্ ইতি।—১৮০৪ সা। ৫ আ। ১৬ ধা।

১৫ ধারার উক্ত কোন আমলা কুক্রিয়া করিলে যে কর্ত্তব্য তাহার কথা।

১০। যদি এই আইনের ১৫ ধারার উক্ত কোন আমলা এমত কুক্রিয়া করে যে সে হেতুক তাহাকে হঠাৎ তগীর করিবার আবশ্যক হয় তবে সে এলাকার মোখ্তার সাহেব তৎক্ষণাৎ সে আমলাকে শসপেণ্ট করিবেন এবং তৎকর্ম্ম চালাইবার অর্থে অন্য লোক রাখিবার আবশ্যক হইলে যাবৎ তদর্থে কোন হুকুম নির্দ্ধারিত বালাদফ্তুরহইতে না পঁহুছে তাবৎ তৎকর্ম্মযোগ্য যথার্থকারি ব্যক্ত্যন্তরকে নির্দ্ধারিয়া সে কার্য্যে আবৃত করিবেন। তদনন্তর সেই সাবেক আমলা তগীর হইবার এবং তৎকর্ম্মে ব্যক্ত্যন্তরকে আবৃত করিবার রিপোর্ট যত শীঘ্র হয় লিখিয়া নির্দ্ধারিত বালাদফ্তুর সদর দেওয়ানী আদালত কিম্বা নিজামৎ আদালত অথবা বোর্ড রেবিনিউ কিম্বা বোর্ড ত্রেড ইহার যথায় হয় চালান করিবেন ইতি।—১৮০৪ সা। ৫ আ। ১৭ ধা।

১১। যদি সদর দেওয়ানী আদালতের কিম্বা নিজামৎ আদালতের অথবা বোর্ড রেবিনিউর কিম্বা বোর্ড ত্রেডের সাহেবদিগের মঞ্জুরে বহাল ও তগীর হইবার যোগ্য এ আইনের ১৫ ধারার উক্ত কোন আমলার কর্ম্মস্থান তাহার মরণাদি কোন হেতুতে কিম্বা ইস্তফা দিবাতে শূন্য হয় তবে সে এলাকার মোখ্তার সাহেব তৎকর্ম্মযোগ্য যথার্থকারি অন্য লোককে নির্ব্বাচিয়া রিপোর্ট লিখিয়া সেই এলাকার নির্দ্ধারিত বালাদফ্তর সদর দেওয়ানী আদালত কিম্বা নিজামৎ আদালত অথবা বোর্ড রেবিনিউ কিম্বা বোর্ড ত্রেড ইহার যথায় হয় চালান করিবেন। এবং সেই নির্ব্বাচিত নব্য লোকের যোগ্যতার ও যথার্থকারিতার এবং রীতি চরিত্রের বেওরা যাহা জানেন তাহাও সেই রিপোর্টে লিখিবেন। সেই বালাদফ্তরের সাহেবেরা সে রিপোর্ট পাইলে পর তদ্দৃষ্টে কিম্বা সে বিষয় বিবেচনার নিমিত্তে অপর যে বেওরা জানিবার আবশ্যক থাকে তাহা তলব করিয়া লইয়া বিবেচনাপূর্ব্বক সেই নির্ব্বাচিত নব্য লোককে তৎকর্ম্মে নিযুক্ত করিবার জন্যে মঞ্জুরী হুকুম দিতে নতুবা অন্য লোককে ঠাহরিবার অর্থে হুকুম করিতে পারিবেন ইতি।—১৮০৪ সা। ৫ আ। ১৮ধা।

১৫ ধারার উক্ত কোন আমলার কর্ম্মস্থান শূন্য হইলে যে কর্ত্তব্য তাহার কথা।

১২। এ ধারার অগ্রের ৪ ধারার লিখিত যে সকল হুকুম এইক্ষণে এদেশীয় বর্ণ কমিস্যনরদিগের ও কালেক্টরীর খাজাঞ্চীদিগের বহালও তগীরের বিষয়ে বাহুল্য হইল সে সকল হুকুম এবং তাহারদিগের বিষয়ী পূর্ব্বের আইনসকলের হুকুমের মধ্যে যাহা ঐ ৪ ধারার হুকুমের অভেদ হয় তাহাও সে সকলের সম্বন্ধে খাটিবেক এবং ঐ ৪ ধারার হুকুম সুবেজাৎ বাঙ্গালার ও বেহারের ও উড়িষ্যার মালের তহসীলদারদিগের সম্পর্কেও চলিবেক। এবং সে তহসীলদারদিগের নির্ব্বাচনী কালেক্টর সাহেবেরা করিবেন ও তাহারা বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের মঞ্জুরে নিযুক্ত হইবেক। আর জানিবেন যে এ ধারানুসারে গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর আদালতসকলের ও মালের ও তেজারতের ও নিমকের ও আফীনের ও পরমিটের এলাকাসকলের পেটার যে সকল দফ্তর এইক্ষণে নির্দ্দিষ্ট আছে ও পশ্চাৎ নির্দ্দিষ্ট হয় তাহার সংজ্ঞা যদি এ আইনের উক্ত সংজ্ঞাছাড়া হয় তথাচ সে সকল দফ্তরের আমলার উপর নব্য আইন নির্দ্দিষ্ট না করিয়া এই আইনের হুকুম জারী করিতে কর্ত্তৃত্ব রাখেন্ ইতি।—১৮০৪ সা। ৫ আ। ১৯ ধা।

এ ধারার অগ্রের ৪ চারি ধারার হুকুম এবং তাহার অভেদ পূর্ব্বের আইনসকলের হুকুম এদেশীয় বর্ণ কমিস্যনরদিগের এবং কালেক্টরী খাজাঞ্চীদিগের এবং মালের তহসীলদারদিগের বিষয়ে খাটিবার কথা।

গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর নব্য আইনব্বিনা নির্দ্দিষ্টে এ আইনের হুকুম যেং দফ্তরের আমলার উপর চালাইতে চাহেন্ তাহার উপরেই চালাইতে পারিবার কথা।

১৩। কালেক্টর সাহেবের বিবেচনায় প্রতিজিলার এদেশীয় খাজাঞ্চী নিযুক্ত হইবেক সাহেব মৌসুফ সেই খাজাঞ্চীর স্থানে সে আপন কার্য্য প্রকৃত প্রস্তাবে করিবার এবং সরকারের খাজানার টাকা যাহা তাহার তহবীলহইতে কমে তাহার নিশা করিবার জন্য মাতবর মালজামিন লইবেন এবং কালেক্টর সাহেব যে খাজাঞ্চীকে

প্রতিজিলার খাজাঞ্চী তগীর ও বহালের মতের কথা।
[বাঙ্গলা। বেহার। উড়িষ্যা ও দত্ত দেশ।]

স্থির করিবেন তাহার ও তাহার মালজামিনের নাম জামিনী লিখ নের নকলসমেত বোর্ড রেবিনিউতে পাঠাইবেন তাহাতে যাবৎ সেই খাজাঞ্চী ও তাহার জামিন মঞ্জুরের বিষয়ে বোর্ড রেবিনিউহইতে হুকুম না হয় তাবৎ সে লোক খাজাঞ্চীগিরী কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে পারিবেক না ও এমতে এদেশী যে খাজাঞ্চী নিযুক্ত হইবেক সে ব্যক্তির কৃত অকার্য্য কিম্বা তাহার কর্ম্মচ্যুত হইবার কিছু হেতু যাবৎ বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের নিকটে প্রকাশ না হয় তাবৎ সে ব্যক্তি তগীর হইবেক না এবং কালেক্টর সাহেব ও সেই খাজাঞ্চীর তহবীলে সরকারের যে টাকা থাকিবেক তাহার জওয়াব কালেক্টর সাহেব ও খাজাঞ্চী উভয়ে একতায় এবং পার্থক্যক্রমেও দিবেন ইতি। —১৭৯৩ সা। ২ আ। ১১ ধা।

দত্ত দেশ ১৮০৩ সা। ২৫ আ। ১০ ধা।

তহবীলদারের অর্থে হুকুমের কথা। [বারাণস।]

১৪। এলাকা বারাণসের খাজাঞ্চী তহবীলদারের উচিত যে কালেক্টর সাহেবের হুকুমের তাবে থাকিয়া তহবীলদারীর মোতালক সকল কার্য্য করে তাহাতে যদি সেই তহবীলদার কিম্বা তাহার তাবে কোন আমলার নামে কোন বিষয়ের নালিশ উপস্থিত হয় তবে কালেক্টর সাহেবের কর্ত্তব্য যে সে সংবাদ বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের নিকটে লিখিয়া পাঠান্ আর জানিবেন যে সেই তহবীলদার শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হুজুর কৌন্সেলের বিনা অনুমতি ও মঞ্জুরীতে তহবীলদারী কার্য্যহইতে তগীর হইবেক না ইতি। —১৭৯৫ সা। ৫ আ। ১১ ধা।

ইং ১৮০৪ সালের ৫ আইনের লিখিত দাঁড়াসকল কএক প্রকার পরিবর্ত্তের সহিত জারী থাকিবার কথা।

১৫। মালগুজারী ও তেজারৎ অর্থাৎ বাণিজ্যব্যাপারের সিরিস্তার ও সকল মাসুলতহসীলের ও নিমক ও আফীনের সিরিস্তার নিযোজিত এদেশীয় কার্য্যকারকদিগের প্রতি ইঙ্গরেজী ১৮০৪ সালের ৫ আইনের ১০। ১২। ১৩। ১৪। ১৫। ১৬। ১৭। ১৮। ১৯ ধারার নির্দ্ধারিত দাঁড়াসকল নীচের লিখিত প্রকরণসকলের বেগুরাকরা পরিবর্ত্ত ও অতিশয়হওয়া অন্যং কথাসকলের সহিত জারী ও চলন থাকিবেক ইতি।—১৮০৯ সা। ৮ আ। ১০ ধা। ১ প্র।

বোর্ড কমিস্যনরের তাবে মালগুজারী ও সকল মাসুল তহসীলের কালেক্টর সাহেবদিগের যে কর্ত্তব্য তাহার কথা।

১৬। বোর্ড কমিস্যনরের সাহেবদিগের হুকুমের তাবে মালগুজারীর ও সকল মাসুলতহসীলের কালেক্টর সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে যে সকল কৈফিয়ৎ পূর্ব্বে বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের হুজুরে পাঠাইতেন সেই সকল কৈফিয়ৎ এক্ষণে বোর্ড কমিস্যনরের সাহেবদিগের হুজুরে পাঠাইতে থাকেন্ ইতি।—১৮০৯ সা। ৮ আ। ১০ ধা। ২ প্র।

মালগুজারীর কালেক্টর সাহেবদি

১৭। মালগুজারী ও মাসুলের কালেক্টর সাহেবদিগের তাবে নিযুক্ত প্রধানং আমলালোকের ও কালেক্টর সাহেবদিগের সমস্ত কা

ছারীর দপ্তরের মহাফেজ লোকের তগীর ও বহালীর যে কৈফিয়ৎ পূর্ব্বে ইঙ্গরেজী ১৮০৪ সালের ৫ আইনের ৪। ১০ ধারানুসারে শ্রীযুত নওয়াব গবরনর জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলে পাঠান যাইত তাহা এক্ষণে বোর্ড রেবিনিউর ও বোর্ড কমিস্যনরের সাহেবদিগের নিকটে পাঠান যাইবেক আর তগীরও বহালীর মঞ্জুরীর ক্ষমতা ও ভার ঐ সাহেবদিগের প্রতি অর্পণ হইল এবং বোর্ড ট্রেডের সাহেবলোকের প্রতি তেজারতের কুঠীর মোখ্তারকার সাহেবদিগের ও নিমক ও আফীন প্রস্তুতের কার্য্যে নিযুক্ত সাহেবলোকের তরফ হইতে কৈফিয়ৎ পাইলে ঐ সাহেবলোকের তাবে অর্থাৎ ব্যাপ্য কর্ম্মে নিযুক্ত প্রধান২ আমলালোকের তগীর ও বহালীর ক্ষমতা ও ভার থাকিবেক ইতি।—১৮০৯ সা। ৮ আ। ১০ ধা। ৩ প্র।

গের তাবে প্রধান২ আমলা ও সমস্ত কালেক্টরীর দপ্তরের মহাফেজ লোকের তগীর ও বহালীর বিষয়ে বোর্ড রেবিনিউ ও বোর্ড কমিস্যনরের সাহেবদিগের প্রতি ক্ষমতা থাকিবার এবং তেজারতের কুঠীর মোখ্তারকার সাহেব লোকের তাবে প্রধান আমলালোকের তগীর ও বহালীর ক্ষমতা বোর্ড ট্রেডের সাহেবলোকের প্রতি অর্পণ হইবার কথা।

১৮। যদি কালেক্টর সাহেবলোক ও তেজারতের কুঠীর মোখ্তারকার সাহেবলোক আপনারদিগের তাবে অর্থাৎ ব্যাপ্য আমলালোকের মধ্যে কোন ব্যক্তিকে তগীর অর্থাৎ কর্ম্মহইতে অবসরকরা উচিত বুঝেন্ তবে কর্ত্তব্য যে ইঙ্গরেজী ১৮০৪ সালের ৫ আইনের ৬ ধারার নির্দ্ধারিত দাঁড়ার বদলে এই আইনের৪ ধারার ২ প্রকরণের* লিখনানুসারে কার্য্য করেন্ ইতি।—১৮০৯ সা। ৮ আ। ১০ ধা। ৪ প্র।

কালেক্টর সাহেবলোক ও তেজারতের কুঠীর মোখ্তারকার সাহেবলোকের আপনারদিগের ব্যাপ্য কোন ব্যক্তির তগীরীর বিষয়ে যে কর্ত্তব্য তাহার কথা।

* যদি মফঃসল প্রবিন্স্যাল্ কোর্ট ও জিলা ও শহরসকলের আদালতের সাহেবদিগের অন্তঃকরণে কোন কাজী কিম্বা মুফ্তীর অসঙ্গত ক্রিয়া কিম্বা তাচ্ছল্য প্রকাশহওন অথবা গুণহীনতা কিম্বা আর কোন প্রকার অনুপযুক্ততা বুঝা যাওনাধীন তাঁহারদিগের তগীর অর্থাৎ কর্ম্মচ্যুত হইবার কোন হেতুবোধ হয় তবে উচিত যে মোকদ্দমার বৃত্তান্তসম্বলিত কৈফিয়ৎ আপনারদিগের কৃত বিবেচনার কথাসকলের সহিত সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের হজুরে পাঠাইয়া দেন্ যে ঐ সাহেবলোকেরা সে বিষয়ে যে হুকুম দেওয়া বিহিত বুঝেন্ তাহা দেন্ কিম্বা মোকদ্দমার ভাব বুঝিয়া ঐ কৈফিয়তের অতিরিক্ত কিছু জ্ঞাত ও অবগতহওয়া কিম্বা আর বিবেচনাও তথ্যতদন্ত করা আবশ্যক জানিলে তাহার হুকুম দেন্ ইতি।—১৮০৯ সা। ৮ আ। ৪ ধা। ২ প্র।

প্রবিন্স্যাল কোর্ট ও জিলা ও শহরের আদালতের সাহেবেরা কোন কাজী কি মুফ্তীর অসঙ্গত ক্রিয়াইত্যাদি প্রকাশহওনেতে তাঁহারদিগের কর্ম্ম চ্যুত হইবার কোন হেতু বুঝিলে যে মতাচরণ কর্ত্তব্য তাহার কথা।

১৯। জানিবেন যে এ আইনের অনুসারে কেহ চাকরীতে উত্তরাধিকারিতার দাওয়া করিতে পারিবেক না। এবং গবরনর জেনরল বাহাদুরকেও নিষেধ নাই যে কখন কোন দপ্তর বহাল রাখিবার আবশ্যক না থাকিলে তাহা উঠাইয়া না দেন্ ইতি।—১৮০৪ সা। ৫ আ। ২৪ ধা।

চাকরীতে উত্তরাধিকারিতার দাওয়া না খাটিবার এবং অনাবশ্যক দপ্তর উঠান যাইবার কথা।

কালেক্টর সাহেবেরা এদেশী সিরিস্তাদার ও খাজাঞ্চী ছাড়া অপর আমলাদিগেরে তগীর ও বহাল করিবার শক্তি রাখিবার ও সে সমাচার বোর্ড রেবিনিউতে লিখিবার কথা।

২০। কালেক্টর সাহেবেরা কালেক্টরী আমলাদিগের মধ্যে এদেশী দফ্তরের সিরিস্তাদার ও খাজাঞ্চী সেওয়ায় সকল আমলাকে তগীরও বহাল করিতে পারিবেন কিন্তু যে সময় যাহাকে তগীর কিম্বা বহাল করেন্ তাহার সংবাদ বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগেরে লিখিবেন এবং যে সকল আমলা সরকারহইতে নিযুক্ত হয় তাহা ছাড়া অন্যেরে আপনারদিগের মোতাল্লক কোন কার্য্যের ভার দিবেন না এবং সরকারের নিযুক্ত আমলাদিগের কাহাকেও আপনারদিগের নিজের কোন কার্য্য করিতে হুকুম করিবেন না ইতি।—১৭৯৩ সা। ২ আ। ১৩ ধা।

সরকারী এলাকা সকলের সাহেবদিগকে আমলার বেতনহইতে কিছু লাভ করিতে এবং একের বেতনহইতে কিছু কর্ত্তন করিয়া অন্যকে দিতে এবং হজুর কৌন্সেলের বিনাহুকুমে নিযুক্ত আমলার কমী ও বেশী করিতে নিষেধের কথা।

২১। আদালতের ও মালের ও তেজারতের ও নিমকের ও আফীনের ও পরমিটের এলাকাসকলের মোখ্তার সমস্ত সাহেবদিগকে পূর্ব্বাবধি তাঁহারদিগের যাঁহার যে ভারানুযায়ী শপথ পত্রানুসারে এবং সরকারের হজুরী সামান্য হুকুমের অনুক্রমে নিষেধ আছে যে তাঁহারা আপনারদিগের তাবে আমলাসকলের কাহার বেতন হইতে কোনপ্রকারে কিছু লাভ না করেন্ এ আইনের অনুসারেও বারণ হইতেছে যে ভাগাভাগিক্রমে একের নির্দ্ধারিত বেতনহইতে কিছু কর্ত্তন করিয়া অন্যকে না দেন এবং যত জন আমলা নিযুক্ত থাকে তাহার কমী ও বেশী হজুর কৌন্সেলের বিনাহুকুমে না করেন্ ইতি।—১৮০৪ সা। ৫ আ। ২৩ ধা।

১৭ ধারা।

নামনবীসী ফর্দ্দ প্রেরণকরণ বিষয়।

মাসে দশ টাকার অন্যূন বেতনের আমলা সকলের নামনবীসী ফর্দ্দ যেমত করিয়া যথায় চালাইতে হইবেক তাহার নির্ণয়ের এবং সে ফর্দ্দ তথায় পঁহুছিলে কর্ত্তব্যাচরণের কথা।

২২। এ আইন পাইলে পর সদর দেওয়ানী আদালতের ও নিজামৎ আদালতের ও বোর্ড রেবিনিউর ও বোর্ড ত্রেডের তাবে নির্দ্দিষ্ট দফ্তরসকলের সাহেবেরা তাঁহারদিগের এলাকার হজুরী ও পেটাই দফ্তরসকলের যত আমলা নিযুক্ত আছে ও সরকারহইতে বেতন পায় তাহার মধ্যে মাসে সিক্কা দশ টাকার কম বেতন না হয় এমত আমলাসকলের নামনবীসী ফর্দ্দ নম্বর ও নাম ও বেতনের সংখ্যা ও নিযুক্তের তারিখ নিদর্শনে লিখিয়া যাহার যে নির্দ্দিষ্ট বালাদফ্তর সদর দেওয়ানী আদালতের কিম্বা নিজামৎ আদালতের অথবা বোর্ড রেবিনিউর কিম্বা বোর্ড ত্রেডের সাহেবদিগের নিকটে পাঠাইবেন। আর যদি এমত কোন আমলার কর্ম্ম স্থান শূন্য হয় ও সে কর্ম্মসম্পন্নের নিমিত্তে অন্য লোককে নিযুক্ত করিবার আবশ্যক থাকে তবে এ আইনের ৯ নবম ও ১৮ অষ্টাদশ ধারানুসারে তৎকর্ম্মযোগ্য অন্য লোককে নির্ব্বাচনি করিয়া লিখিবেন। বালাদফ্তরে সে ফর্দ্দ পঁহুছিলে তাহা সিবিল আডিটর অর্থাৎ হিসাবের তহকীককার সাহেবের সমীপে চালান হইবেক সে সাহেব সেই ফর্দ্দকে সরকারের মোকররী আমলার ফিরিস্তি বহীর সহিত মিলাইবেন তাহাতে যদি কিছু প্রভেদ হয় তবে সে সমাচার যে দফ্তরের সাহেবের মার

ক্রমে হজুর কৌন্সেলে জানাইবার নির্দ্ধার্য্য আছে সেই দফ্তরের সাহেবের মারফতে জানাইবেন। তদৃষ্টে যদি ঐ হজুরে মঞ্জুর হয় তবে তদনন্তর সে আমলাসকলের নাম বেতন নিদর্শনে সরকারের মোকররী আমলার ফিরিস্তি বহীতে লেখা যাইবেক ইতি।—১৮০৪ সা। ৫ আ। ২০ ধা।

২৩। এই আইনের অনুসারে মাসে সিক্কা দশ টাকা কিম্বা ততোধিক বেতনের যে আমলাসকল হজুর কৌন্সেলের কিম্বা সদর দেওয়ানী আদালতের অথবা নিজামৎ আদালতের কিম্বা বোর্ড রেবিনিউর অথবা বোর্ড ত্রেডের সাহেবদিগের মঞ্জুরে বহাল ও তগীর হয় তাহারদিগের নামনবীসী ফর্দ্দবহালী ও তগীরীর বেওরানিদর্শনে সদর দেওয়ানী আদালতের কিম্বা নিজামৎ আদালতের রেজিষ্টর অথবা বোর্ড রেবিনিউর সেক্রেটরীর কিম্বা বোর্ড ত্রেডের সেক্রেটরীর সাহেবেরা সিবিল আডিটর সাহেবের স্থানে সরকারী মোকররী আমলার ফিরিস্তি বহী দুরস্ত করিবার জন্যে দিবেন ইতি।—১৮০৪ সা। ৫ আ। ২১ ধা।

মাসে দশ টাকা কিম্বা ততোধিক বেতনের আমলাসকলের বহালী ও তগীরীর বেওরা নিদর্শনী নামনবীসী ফর্দ্দ সিবিল আডিটর সাহেবের স্থানে দিবার কথা।

২৪। এ আইনের লিখিত এলাকাসকলের মোখ্তার যে সাহেবদিগের হিসাব পশ্চাৎ আক্সৌণ্টাণ্ট জেনরল সাহেবের কিম্বা আদালতের অথবা মালের কিম্বা তেজারতের হিসাব দফ্তরের সাহেবের অথবা সিবিল আডিটর সাহেবের নিকটে দাখিল হয় সে হিসাবের ফর্দ্দে আমলার নামনবীসী যেমতে করিয়া পাঠাইবার হুকুম এইক্ষণে নির্দ্দিষ্ট আছে ও পশ্চাৎ নির্দ্দিষ্ট হয় সেই হুকুমানুসারে সেই নামনবীসী ফর্দ্দে মাসে সিক্কা দশ টাকা কিম্বা ততোধিক বেতনের যে আমলাসকল হজুর কৌন্সেলের কিম্বা সদর দেওয়ানী আদালতের অথবা নিজামৎ আদালতের কিম্বা বোর্ড রেবিনিউর অথবা বোর্ড ত্রেডের সাহেবদিগের মঞ্জুরে বহাল হয় সে আমলাসকলের নাম জনাজাৎ নিষ্কর্ষ করিয়া লিখিতে হইবেক ইতি।—১৮০৪ সা। ৫ আ। ২২ ধা।

মাসে দশ টাকার অন্যূন বেতনের আমলাসকলের নাম জনাজাতক্রমে নামনবীসীর ফর্দ্দ লেখা যাইবার কথা।

১৮ ধারা।

এতদ্দেশীয় আমলার হলফ্।

২৫। এই ধারানুসারে জানান যাইতেছে যে চলিত যেং হুকুমেতে লেখা যায় যে দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালতের মৌলবীদিগের ও পণ্ডিতদিগের ও এদেশীয় আমলাদিগের ও অন্য যে আমলা লোক আদালতের কি মালগুজারীর কি তেজারতের সিরিস্তার কিম্বা অন্য কোন সিরিস্তার চাকর হয় তাহারদিগের আপনং পাওয়া কর্ম্মে প্রবৃত্ত হওনের পূর্ব্বে হলফ্ করিতে হইবেক সেই সকল হুকুম এবং চলিত আইনের লিখিত যে সকল হুকুমেতে এ কথা লেখা যায় যে দেওয়ানী আদালতে নিযুক্ত হওয়া মুনসেফ ও সদর

সরকারের এদেশীয় কোনং আমলার হলফের বিষয়ে চলিত আইনের লিখিত কথা বহাল রাখিবার কথা।

আমীন ও উকীলদিগের আপন২ কর্ম্মেতে প্রবর্ত্তহওনের পূর্ব্বে হলফ্ করিতে হইবেক সে সকল হুকুম নীচের লিখনক্রমে শুধরণের যোগ্য হইল ইতি।—১৮১৭ সা। ১৮ আ। ২ ধা ১ প্র।

হলফের বদলে হলফনামার অবধারণহওনের কথা।

২৬। উপরের প্রকরণের লিখিত আমলাদিগের চলিত আইনের মতে তাহারদিগের এখনপর্য্যন্ত যে হলফ্ করিতে হইতেছে তাহার বদলে যে আদালতে কি অন্য সিরিস্তায় তাহারা মোকরর্ হইবেক সেই আদালতের কি সিরিস্তার জজসাহেব কিম্বা বোর্ডের সাহেবদিগের কিম্বা কালেক্টর সাহেবদিগের অথবা তেজারতের কুঠীর মোখ্তারকার সাহেবদিগের কি আফীন কি নিমকের এজেণ্ট সাহেবদিগের কিম্বা তাহারা অন্য যে২ সাহেবের তাবে হয় তাঁহারদিগের সাক্ষাৎ মোকররী অর্থাৎ নিরূপিত হলফের মজমুনে কিন্তু এই প্রভেদে যে হলফ্নামার হলফ্ শব্দের স্থানে একরার শব্দ দিয়া হলফ্নামা লিখিয়া দাখিল করিতে হইবেক ও যে ব্যক্তি ইহা করিবেক তাহার আপন লিখিয়া দেওয়া হলফনামার সত্যতার নিমিত্তে কোরান কি গঙ্গাজল স্পর্শকরণের কিছু আবশ্যক হইবেক না ইতি।—১৮১৭ সা। ১৮ আ। ২ ধা। ২ প্র।

এই প্রকরণের লিখিত সাহেবেরা হলফনামাতেও দস্তখৎ করিবার আমলারা হলফনামার লিখিত নিয়মমত কার্য্য করে ইহাতে মনোযোগী ও সাবধান হইবার কথা।

২৭। জজসাহেবদিগের কি বোর্ডের সাহেবদিগের কিম্বা কালেক্টর সাহেবদিগের অথবা অন্য যে মোখ্তারকার সাহেবদিগের সাক্ষাৎ ঐ হলফ্নামা লেখা যাইবেক তাঁহারদিগের উচিত যে হলফ্নামার উপরে তাহা সত্য জানাইবার কারণ এই হলফনামা আমার কি আমারদিগের সাক্ষাৎ লেখা গিয়া সকলের সাক্ষাৎ পড়া গেল এই মজমুনে আপন২ দস্তখৎ করেন্ এবং ঐ সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে তাঁহারদিগের তাবে আমলালোক হলফনামার লিখিত সমুদয় নিয়মমত কার্য্যকরণেতে কোন প্রকারে অন্য মত না করে ইহাতে অতিমনোযোগী ও সাবধান হন্ ইতি।—১৮১৭ সা। ১৮ আ। ২ ধা। ৩ প্র।

১৯ ধারা।

এতদ্দেশীয় আমলারদের কর্ত্তব্য কার্য্য।

দেওয়ানপ্রভৃতি আমলারা কালেক্টর সাহেবদিগের হুকুমমতে কার্য্য করিবার ও ঐ সাহেবদিগের বিনাহুকুমে না করিবার কথা।

ঐ হুকুমের অন্যথা হইলে তাহার তদারকের কথা।

২৮। এদেশী লোক যে কেহ্ কালেক্টর সাহেবদিগের* দেওয়ানপ্রভৃতি আমলা আছেন তাঁহারদিগের কর্ত্তব্য যে কালেক্টর সাহেবদিগের হুকুম মাফিক এবং তাঁহারদিগের নিমিত্তে যে সকল মত স্থৈর্য্য আছে তদনুসারে কার্য্য করিবেন ও কালেক্টর সাহেবদিগের বিনা হুকুমের আপনারদিগের মোতালক কোন কার্য্য করিবেন না। যদি করেন্ তবে তাহার বিধান এই প্রকারে হইবেক যে তাহারদিগের ৬ ছয় মাসের মাহিয়ানার অধিক না হয় এমত দণ্ড সরকারে লওয়া যাইবেক নতুবা কালেক্টর সাহেবদিগের কিম্বা বোর্ড রেবিনিউর সাহেবানের অথবা শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের

* দেওয়ানের পদ রহিত হইয়াছে।

হজুরের হুকুমে আপনারদিগের কার্য্যহইতে তগীর হইবেন এবং ইহা সেওয়ায় ঐ সকল আমলার কোন আমলাহইতে এমত ত্রুটি হইলে সে কারণে যাহার নোকসান হয় সে সেই নোকসানের দাওয়ায় সেই আমলার নামে জিলা কিম্বা শহরের দেওয়ানী আদালতে মালিশ করিতে পারিবেক ইতি।—১৭৯৩ সা। ২ আ। ৯ ধা।

বারাণস ১৭৯৫ সা। ৫ আ। ৯ ধা।

দত্ত দেশ ১৮০৩ সা। ২৫ আ। ৮ ধা।

২০ ধারা।

এতদ্দেশীয় আমলারদের প্রতি যে২ নিষেধ আছে তাহা।

খাজাঞ্চী ইত্যাদিগকে সরকারী টাকা লভ্যার্থে কোন কারবার খাটাইতে নিষেধের কথা।

২৯। যে সকল খাজাঞ্চী ও তহসীলদারদিগের ও সরকারের এদেশীয় আর২ যে সকল কার্য্যকারকদিগের জিম্মাতে সরকারের টাকা থাকে তাহারদিগকে এই ধারানুসারে দৃঢ় আজ্ঞা করা যাইতেছে যে তাহারা আপন২ জিম্মার সরকারী টাকা আপনার কিম্বা অন্য কাহার লভ্যার্থে কোন কারবারে না খাটায় ইতি।—১৮১৩ সা। ২ আ। ২ ধা।

উপরের ধারার উক্তনিষেধ না মানিয়া কর্ম্ম করিলে শাস্তি হইবার কথা।

৩০। যে কোন ব্যক্তি উপরের ধারার লিখিত নিষেধ না মানিয়া কার্য্য করে সে ব্যক্তি অপরাধিদিগের মধ্যে গণনীয় হইবেক ও তাহা দায়েরসায়েরী আদালতের সাহেবদিগের হজুরে প্রমাণ হইলে ঐ আদালতের সাহেবদিগের প্রতি যে সকল অপরাধের শাস্তির পরিমাণ শরা কিম্বা আইনানুসারে নিরূপণ না হইয়া হাকিমের বিবেচনার প্রতি নির্ভর আছে তাহার বিষয়ে ইঙ্গরেজী ১৮০৩ সালে ৫৩ আইনের ২ ধারার ৭ প্রকরণানুসারে যে ক্ষমতা অর্পণ হইয়াছে তদনুসারে ঐ সাহেব লোক সে ব্যক্তির প্রতি যেমত শাস্তির হুকুম দেওয়া উচিত বুঝেন্ তাহা দিবেন কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে দায়েরসায়েরী আদালতের জজ সাহেবের প্রতি এমত ক্ষমতা নাহি যে উপরের ধারার উক্ত অপরাধের প্রতিফলে ঐ অপরাধির প্রতি কোড়া মারিবার ও কঠিন শ্রম করিবার হুকুম দেন্ ও যদি ঐ সাহেবের বিবেচনাতে সে ব্যক্তির অপরাধের দৃষ্টে সাত বৎসরের মিয়াদ অল্প বোধ হয় তবে ঐ সাহেবের উচিত যে মোকদ্দমার রোয়দাদের কাগজ আপন বিবেচনার বৃত্তান্তসহিত নিজামৎ আদালতের সাহেবলোকের হজুরে পাঠান্ যে ঐ সাহেবলোক সে মোকদ্দমাতে নাতক অর্থাৎ চূড়ান্ত হুকুম দেন্ ইতি।—১৮১৩ সা। ২ আ। ৩ ধা।

ঐ অপরাধিদিগের প্রতি কোড়া মারিবার ও কঠিন শ্রম করিবার হুকুম দিতে না পারিবার কথা।

যে প্রকারেতে ঐ মোকদ্দমার রোয়দাদ নিজামৎ আদালতে পাঠাইতে হইবেক তাহার কথা।

৩১। এই আইনের লিখনমতে উপরের উক্ত অপরাধ কাহার প্রতি প্রমাণ হইয়া তাহার প্রতি আদালতের হুকুম হইলে বিষয় বুঝিয়া বোর্ড রেবিনিউ ও বোর্ড কমিস্যনর ও বোর্ড ত্রেডের সাহেবলোকের উচিত হইবেক যে সে মোকদ্দমার কৈফিয়ৎ শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের হজুরে পাঠান্ যে ঐ শ্রীযুত সে আপ

বোর্ড রেবিনিউ ও বোর্ড কমিস্যনর ও বোর্ড ত্রেডের সাহেবদিগকে মোকদ্দমার কৈফিয়ৎ শ্রী

ধৃতের হজুরে পাঠা ইতে হইবার কথা।

রাখির প্রতি সরকারের চাকরীহইতে অন্তর হইয়া পুনর্ব্বার জীবনাবধি সরকারের কোন কর্ম্মে নিযুক্ত না হইবার হুকুম দেওনের বিবেচনা করেন্ ইতি।—১৮১৩ সা। ২ আ। ৪ ধা।

কালেক্টরী আমলা ও তদ্ভিন্ন কালেক্টর সাহেব ও তাঁহার আসিষ্টাণ্ট সাহেবের নিজের চাকর ও সহবাসি লোকদিগেরে নীলামে বিক্রয় হওয়া ভূমি খরীদ করিতে নিষেধের কথা।

৩২। কালেক্টর সাহেব কিম্বা তাঁহার আসিষ্টাণ্ট সাহেব অথবা কালেক্টরীর দেওয়ান কিম্বা এদেশী যে কেহ কালেক্টর সাহেব কিম্বা তাঁহার আসিষ্টাণ্ট সাহেবের কার্য্যে আবৃত্ত থাকেন তাঁহারদিগের কাহারো কর্ত্তব্য নহে যে চক্রান্তে অর্থাৎ গোপনে কিম্বা অগোপনে কিছু ভূমি ইজারা করেন্ কিম্বা আপনারদিগের লাভার্থে সেই জিলার মোতালক তহসীলের যাবদীয় কার্য্যের অথবা ভূমির মালগুজারী করিবার বিষয়ে কি ইজারদারীমতে কি জামিনীরূপে ও অন্য প্রকারে কোন এলাকা করেন্ এবং কালেক্টরীর সমস্ত আমলা ও সকল কালেক্টর সাহেব ও তাঁহারদিগের আসিষ্টাণ্ট সাহেবদিগের নিজের সমস্ত চাকর ও সহবাসি লোকদিগেরেও বারণ আছে যে কালেক্টর সাহেবেরা যে ভূমি নীলামে বিক্রয় করেন্ তাহা চক্রান্তে খরীদ না করেন্ যদি এ নিষেধের অন্যথা হয় তবে তাহা শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সলের হজুরে প্রমাণ হইলে সে ভূমি সরকারে জব্দ হইবেক ইতি।—১৭৯৩ সা। ২ আ। ১৫ ধা।

বারাণস ১৭৯৫ সা। ৫ আ। ১৪ ধা।
নব দেশ ১৮০৩ সা। ২৫ আ। ১৪ ধা।

লোকেরা স্বেচ্ছাক্রমে যে ভূমি বিক্রয় করে তাহা কালেক্টরী আমলা ও কালেক্টরী সাহেবদিগের চাকর প্রভৃতিকে ক্রয় করিতে বারণ না হইবার কথা।

৩৩। ১৫ পঞ্চদশ ধারার লিখিত বিষয়ক্রমে এমত জ্ঞান না হয় যে যে সকল লোকে আপনারদিগের স্বেচ্ছায় যে ভূমি বিক্রয় করে তাহা কালেক্টরীর দেওয়ান কিম্বা কালেক্টরী আমলার অন্য কেহ অথবা কালেক্টর সাহেবের ও তাঁহার আসিষ্টাণ্ট সাহেবের নিজের চাকরদিগের কেহ স্বেচ্ছাক্রমে খরীদ না করেন ইতি।—১৭৯৩ সা। ২ আ। ১৬ ধা।

বারাণস ১৭৯৫ সা। ৫ আ। ১৬ ধা।
নব দেশ ১৮০৩ সা। ২৫ আ। ১৫।

২৭ ধারা।

এতদ্দেশীয় আমলারদের স্থানে যেরূপে সরকারী টাকা ও কাগজপত্র প্রাপ্তনের ক্রম।

কালেক্টর সাহেবেরা এই ধারার লিখিত আমলাদিগের স্থানে মাতবর জামিন লইবার কথা।

যে একরারে জা

৩৪। সরকারের মালগুজারীর টাকা আমদানী ও রপ্তানীর জমা খরচ ও কালেক্টরী এলাকার অন্যং কাগজপত্র রাখিবার বিষয়ে কালেক্টর সাহেবদিগের তাবে তহসীলদার ও খাজাঞ্চী ও আমীন ও দেওয়ান ও সিরিস্তাদার ও মুন্সী ও মুহরিরওগয়রহ আমলা এদেশী লোক যাহারা নিযুক্ত হইয়া থাকে ও পশ্চাৎ হয় তাহারদিগের স্থানে কালেক্টর সাহেবেরা হাজির জামিন লইবেন। সেই জামিনদার জামিনী লিখনে একরার লিখিয়া দিবেক যে সেই আমলা

দিগের বহালী সময়ে সরকারের খাজানা ও হিসাবী কাগজপত্রাদি যাহা তাহারদিগের জিম্মা করা গিয়া থাকে কিম্বা তাহারদিগের সিরিস্তাক্রমে পাইয়া অথবা রাখিয়া থাকে তাহা সমস্ত সে আমলারা তগীর হইলে তাহারদিগের স্থানে কালেক্টর সাহেব বুঝিয়া পাইয়া যাবৎ ফারখতী না দেন তাবৎ সে আমলাদিগকে যে সময়ে কালেক্টর সাহেবদিগের নিকটে তলব হয় সে সময়ে হাজির করে ও হাজির করিতে না পারিলে সেই গরহাজির আমলাদিগের উপর সরকারের খাজানা ও হিসাবী কাগজপত্রাদি যে কিছুর দাওয়া কালেক্টর সাহেবেরা করেন্ তাহার নিশা করে অধিকন্তু সেই আমলারা হাজির থাকিলে তাহারদিগের উপর যেং বিষয়ের নালিশ যেং মতে হইতে পারে তাহারদিগের গরহাজিরীতে সেইং বিষয়ের নালিশ সেইং মতে সেই জামিনদারদিগের নামেও হয় এমত জিগির একরারে লেখা থাকে পশ্চাৎ সে আমলাদিগের কেহ তগীর হইলে কিম্বা কার্য্য ত্যাগ করিলে কালেক্টর সাহেব উপরের লিখনানুসারে তাহার স্থানে খাজানার তহবীল কিম্বা হিসাবী কাগজপত্রাদি যাহা থাকে তাহা সমস্ত বুঝিয়া লইয়া ফারখতী লিখিয়া দিবেন। আর কালেক্টর সাহেবেরা সেই সকল আমলা বহাল থাকিতে তাহারদিগের যে জামিনী লিখন আপনার নিজে কিম্বা সাবেক কালেক্টর সাহেবেরা মঞ্জুর করিয়া থাকেন তাহা পশ্চাৎ কোন হেতুতে না মঞ্জুর করণের বিষয় হয় তবে সেই সকল আমলার স্থানে অন্যং মাতবর জামিন লইতে পারিবেন ইতি।—১৭৯৪ সা। ৩ আ। ১৫ ধা।

মিন দিতে হইবেক তাহার কথা।

দত্ত দেশ ১৮০৩ সা। ৩৩ আ। ২ ধা। ১ প্র।

৩৫। যদি কোন কালেক্টর সাহেব আমলাদিগের কাহারো স্থানে উপরের ধারার প্রস্তাবক্রমে সরকারী খাজানার তহবীল কিম্বা হিসাবী কাগজপত্রাদি বুঝিয়া পাইবার বিষয় রাখেন্ তবে সে কারণে সেই আমলার নামে এক তলবচিঠী করিয়া তাহাতে কালেক্টরী মোহর ও আপন দস্তখৎও দেওয়ান অথবা এদেশী অন্য প্রধান বহাল আমলার সহী করাইয়া জারী করিবেন ও যত টাকা কিম্বা যে কাগজ যে সময়ে যথায় দাখিল করিতে হইবেক তাহা সেই তলবচিঠীতে লিখিতে হইবেক তাহাতে যদি সে আমলা সেই মিয়াদের মধ্যে সেই টাকা কিম্বা কাগজ তথায় দাখিল না করে তবে কালেক্টর সাহেব সেই আমলাকে ধরিয়া সেই জিলার দেওয়ানী আদালতের জেহলখানায় পাঠাইতে পারিবেন এমতে সেই আদালতের জজ সাহেবের কর্ত্তব্য যে সেই আমলা যাবৎ সেই টাকা কিম্বা কাগজ না দেয় তাবৎ তাহাকে কয়েদ রাখেন্ আর কালেক্টর সাহেবের ক্ষমতা আছে যে সেই আমলার স্থানে টাকা তলব থাকিলে যে টাকা তলব হয় তাহা আদায়ের কারণ সেই টাকার আনওয়ান মাফিক সেই আমলার স্থাবরাদি ধন ক্রোক রাখেন তাহাতে যদি সে আমলার ধনাদি অন্য জিলার মোতালকে থাকে তবে কালেক্টর সাহেব সেই ধনাদি ক্রোকের নিমিত্তে সেই অন্য জিলার কালেক্টর সাহেবকে লিখিবেন

এদেশী আমলার স্থানে সরকারী টাকা ও কাগজপত্র পাওনা থাকিলে সে কারণে কালেক্টর সাহেব যেমত করিবেন তাহার কথা।

তদনুসারে সেই অন্যং জিলার কালেক্‌টর সাহেব সেই ধনাদি ক্রোক করিবেন ইহাতে যদি সেই ধনাদি শহর পাটনা কিম্বা শহর ঢাকা অথবা শহর মুরশিদাবাদে থাকে তবে সে ধনাদি ক্রোকের জন্যে কালেক্‌টর সাহেব আপন জিলার দেওয়ানী আদালতের জজ সাহেবের নিকটে সরকারী উকীলের মারফতে দরখাস্ত করিবেন সেই জিলার জজ সাহেব সেই শহরের জজ সাহেবকে লিখিবেন যে সেই মতে সেই শহরের জজ সাহেব সেই ধনাদি ক্রোক করিয়া সেই শহরের নিকটের কালেক্‌টর সাহেবকে সমর্পণ করেন তাহাতে বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের ক্ষমতা আছে যে যেমতে বাকীদার ভূম্যধিকারিদিগের ধনাদি নীলামে বিক্রয় হয় সেই মতে সেই আমলার ধনাদি বিক্রয় করিবার কারণেও হুকুম দেন ইহাতে যদি সেই আমলা মরে তবে জামিনীহইতে তাহার জামিনদার খালাস হইবেক। কালেক্‌টর সাহেব সেই মৃত আমলার উপর সরকারের যে দাওয়া রাখেন তাহার নিমিত্তে সেই মৃত আমলার উত্তরাধিকারী যে কেহ যে জিলার মোতালক্কে থাকে সেই জিলার দেওয়ানী আদালতে সেই উত্তরাধিকারির নামে নালিশ করিবেন তথায় সে মোকদ্দমা সরকারী খরচে সরকারের উকীলের মারফতে হইবেক ও এমত মোকদ্দমার নালিশ কালেক্‌টর সাহেব করিতে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১৪ চতুর্দ্দশ আইনের যেং হুকুম লেখা যায় তাহা সমস্তই এই ধারার অনুসারে কালেক্‌টর সাহেব নালিশ করিতে বহাল রহিবেক ইতি।—১৭৯৪ সা। ৩ আ। ১৬ ধা।

দস্ত দেশ ১৮০৩ সা। ৩৩ আ। ৩ ধা।

কোন আমলা পলাইলে কিম্বা লুকাইলে কালেক্‌টর সাহেব যেমত করিবেন তাহার কথা।

৩৬। এদেশী যে আমলাদিগের স্থানে সরকারী খাজানার তহবীল কিম্বা হিসাবী কাগজ পত্রাদি থাকে তাহারদিগের কেহ যদি পলায় কিম্বা লুকায় তবে কালেক্‌টর সাহেব তাহার জামিনদারের নামে তাহার একরার মাফিক নালিশ করিতে পারিবেন অথবা সেই আমলা সেই জিলার মধ্যে থাকিলে তাহাকে কালেক্‌টর সাহেব আপন শক্তিক্রমে ধরিয়া জেহলখানায় পাঠাইবেন ও যদি অন্য জিলা কিম্বা শহর পাটনা অথবা শহর ঢাকা কিম্বা শহর মুরশিদাবাদে রহে তবে সেই কালেক্‌টর সাহেব সে কারণে তাহার জামিনদারকে ধরণ উচিত না জানিয়া সেই পলাতক আমলাকে ধরণ আবশ্যক ঠাহরিলে তাহাকে ধরাইবার কারণ আপন জিলার জজ সাহেবের নিকটে দরখাস্ত করিবেন তদনুসারে সেই জজ সাহেব যে জিলা কিম্বা শহরে সেই আমলা রহে সেই জিলা কিম্বা শহরের জজ সাহেবকে লিখিবেন যে সেই আমলাকে ধরিয়া সে যে জিলাহইতে পলায় সেই জিলার দেওয়ানী আদালতের জেহলখানায় পাঠাইয়া দেন ইতি।—১৭৯৪ সা। ৩ আ ১৭ ধা।

দস্ত দেশ ১৮০৩ সা। ৩৩ আ। ৪ ধা।

কোন আমলা

৩৭। সরকারী খাজানার তহবীল বাকী কিম্বা হিসাবী কাগজপত্রা

দি বুঝিয়া লইবার কারণ কোন আমলাকে হাজিরকরাণ কালেক্টর সাহেবের আবশ্যক হইলে সে নিমিত্তে কালেক্টরী মোহর ও আপন দস্তখতে ইশ্তিহারনামা আপন এলাকার দফ্তরখানায় ও পশ্চাৎ সে আমলা যে জিলায় থাকে সেই জিলার কাছারীতে লট্কাইলে যদি তদনুসারে সে আমলা হাজির না হয় তবে কালেক্টর সাহেব সে আমলার স্থানে যে দাওয়া থাকে তাহার এক ফর্দ্দ প্রকৃতপ্রস্তাবে এমত করিবেন যে সেই ফর্দ্দ সে আমলার মোকাবিলায় হইলে যে মত বেকৈফিয়ৎ ও খাটী হয় সেইমত হয় ও সেই ফর্দ্দমতে তাহার জামিনদারের নামে মাফিক একরার নালিশ করিতে পারিবেন অথবা সে আমলা তাঁহার জিলায় থাকিলে ১৬ ষোড়শ ধারাক্রমে তাহাকে ধরিতে ক্ষমতা রাখিবেন ও অন্য জিলা কিম্বা শহর পাটনা অথবা শহর ঢাকা কিম্বা শহর মুরশিদাবাদে রহিলে সপ্তদশ ধারাক্রমে জজ সাহেবের নিকটে দরখাস্ত করিবেন তাহাতে যদি আদালতে বিচারকালে জানা যায় যে সেই তহবীল বাকীর দাওয়া সমস্ত কিম্বা তাহার মধ্যের কিছু অসঙ্গত ও যে কাগজপত্রাদি তলব থাকে তাহাও যথার্থ নহে তথাচ সে নালিশকরণ ও কয়েদকরাণের বিষয়ে যে খরচা ও নোক্সান হয় তাহা সমস্তই সেই আমলার শিরে পড়িবেক।—১৭৯৪ সা। ৩ আ। ১৮ ধা।

দত্ত দেশ ১৮০৩ সা। ৩১ আ। ৫ ধা।

হিসাব না বুঝাইলে ও তলবমতে রুজু না হইলে তাহাতে যে কর্ত্তব্য তাহার কথা।

৩৮। যদি কোন আমলা কিম্বা তাহার জামিনদার সরকারী কিছু দাওয়ার দায়ে কয়েদ হয় তবে তাহার ধনাদি নীলামে বিক্রয় হইবার পূর্ব্বে অথবা কালেক্টর সাহেব তাহার ধনাদি কিছু না পাইয়া থাকিলে ও সেই আসামী কয়েদ রহিলে পরে সে আসামী সে দাওয়া সমস্ত কিম্বা তাহার মধ্যের কিছু স্বীকার না করিয়া সেই মোকদ্দমায় কালেক্টর সাহেবের নামে দেওয়ানী আদালতে নালিশ করিতে চাহিলে সে বিষয়ে সে আসামী যদি এমত জামিন দেয় যে সেই জামিনদারের একরারের তারিখহইতে ১৫ পনের দিনের মধ্যে সে মোকদ্দমার নালিশ দেওয়ানী আদালতে করিবেক এবং আদালতে সে মোকদ্দমার ডিক্রী হইয়া তহখরচাসমেত যাহা সে আসামীর দেনা ঠাহরে তাহার উপর সেই দাওয়া হইবার তারিখহইতে ডিক্রী হইবার দিনপর্য্যন্ত বৎসরে শত তঙ্কায় ১২ বার টাকার হিসাবে সুদ ধরিয়া সুদসুদ্ধা সেই দেনা দিবার জিগির সেই জামিনদারের একরারে থাকে তবে জজ সাহেব সেই আসামীকে কয়েদহইতে খালাস দিয়া সে মোকদ্দমার বিচার করিবেন এবং সেই আমলা কিম্বা তাহার জামিনদার আসামীর ধনাদি ক্রোক হইয়া নীলামের ইশ্তিহার হইয়া থাকিলে তাহাও মৌকুফ করিয়া যাহার ধনাদি তাহাকে দেওয়াইবেন ইতি।—১৭৯৪ সা। ৩ আ। ১৯ ধা।

দত্ত দেশ ১৮০৩ সা। ৩১ আ। ৬ ধা।

সরকারী দাওয়ায় কোন আমলা কিম্বা তাহার জামিনদার কয়েদ হইলে তাহাকে এই ধারার হুকুমমতে খালাস করিবার কথা।

৩৯। কালেক্টর সাহেব এদেশী কোন আমলা কিম্বা তাহার জা

এদেশী আমলা

কিম্বা তাহার জামিনদার কয়েদ থাকিলেও কালেক্টর সাহেবের নামে নালিশ করিতে পারিবার কথা।

মিনদার কাহাকেও কয়েদ করাইলে সেই কয়েদী আসামী ১৯ উন বিংশতি ধারাক্রমে খালাস না হইতে পারিলেও যদি সেই দাওয়া অসঙ্গত জানে তবে কয়েদ থাকিয়াও সে কারণে কালেক্টর সাহেবের নামে নালিশ করিতে পারিবেক ইতি।—১৭৯৪ সা। ৩ আ। ২০ ধা।

দস্ত দেশ ১৮০৩ সা। ৩৩ আ। ৭ ধা।

কালেক্টর সাহেব এই ধারাক্রমে নালিশের জওয়াব দিবার কারণ আদালতের চিহ্নিত জনেক উকীলকে নিযুক্ত করিবার কথা।

৪০। এই আইনের মতে কালেক্টর সাহেবের নামে যে কোন এদেশী আমলা কিম্বা তাহার উত্তরাধিকারী অথবা জামিনদার নালিশ করে তাহার সওয়াল ও জওয়াব কারণ কালেক্টর সাহেব আদালতের চিহ্নিত জনেক উকীলকে নিযুক্ত করিবেন তাহাতে কালেক্টর সাহেব সরকারের তরফের কোন দাওয়ায় কাহাকেও কয়েদ করাইলে সেই কয়েদী আসামী কালেক্টর সাহেবের নামে নালিশ করিলে তদর্থে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১৪ চতুর্দ্দশ আইনে যে সকল হুকুম লেখা যায় তাহার মধ্যে যেং হুকুম এই আইনের মতে রদ না হইয়া থাকে সেই হুকুম এই মতের নালিশের উপরেও বহাল রহিবেক ইতি।—১৭৯৪ সা। ৩ আ। ২১ ধা।

দস্ত দেশ ১৮০৩ সা। ৩৩ আ। ৮ ধা।

পাটওয়ারী।

২২ ধারা।

পাটওয়ারীরদের বহাল ও তগীরকরণ।

১। জানান যাইতেছে যে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৮ আইনের ৬২ ধারা ও ১৭৯৪ সালের ৪ আইনের ৩ ধারা ও ১৭৯৫ সালের ২৭ আইনের ৯ ধারা ও ১৮০৩ সালের ২৯ আইন ও১৭৯৯ সালের ৭ আইনের ২৩ ধারার ৪ প্রকরণের ও ১৮০০ সালের ৫ আইনের ২৫ ধারার ও ১৮০১ সালের ১ আইনের ৮ ধারার লিখিত যেং কথা পাটওয়ারীদিগের ভার নিরূপণের বিষয়ে সম্পর্ক রাখে তাহা ঐ সকল স্থানের সম্বন্ধে রদ ও রহিত হইল ইতি।—১৮১৭ সা। ১২ আ। ২ ধা।

কোনং স্থানে পাটওয়ারীরা মোকরর হওনের বিষয়ে নির্দ্দিষ্ট হওয়া চলিত কোনং আইন ও ধারা ও কথা রদ হওনের কথা।

২। খেরাজী অর্থাৎ করসম্পর্কীয় কিম্বা খাজানা মোকররকরণের উপযুক্ত প্রতিগ্রামে একং জন করিয়া পাটওয়ারী নিযুক্ত করা যাইবেক কিন্তু বোর্ড রেবিনিউর সাহেবেরা কিম্বা ঐ সাহেবদিগের ক্ষমতা রাখেন যে অন্য সাহেবেরা তাঁহারা প্রত্যেক স্থানের পূর্ব্বের চলিত দাঁড়ার ও তাঁহারদিগের বিবেচনাতে যে বিশিষ্ট হেতু চাহরে তাহার দৃষ্টে দুই কি তাহাহইতে অধিক গ্রামের পাটওয়ারীগিরী ভারে এক জনকে কিম্বা এক গ্রামের ঐ ভারে দুই জন কি তাহা হইতে অধিক জনকে মোকরর করিতে পারিবেন ইতি।—১৮১৭ সা। ১২ আ। ৩ ধা।

মালের কর্ম্মকর্ত্তা সাহেবদিগের হুকুম হইতে অন্য হুকুম না হইলে প্রতি গ্রামে একং জন পাটওয়ারী মোকরর করণের কথা।

৩। যদি দেশ বাধা কি অন্যং বিশিষ্ট হেতুপ্রযুক্ত এতাবতা দক্ষিণ পশ্চিম সীমার পাহাড়ী কি জঙ্গলা ভূমির মত কি যে সকল ক্ষুদ্রং মহালের হিসাবী কাগজপত্র তাহার মালিক অর্থাৎ অধিকারিরা নিজে রাখে তাহার মত কোন ভূমি কি ইজারার ভূমিতে এই আইনের নিরূপিত নিয়মের মতে পাটওয়ারী লোক মোকরর করা অসম্ভব কি অনুপযুক্ত বুঝা যায় তবে এলাকা অর্থাৎ অধিকার বুঝিয়া বোর্ড রেবিনিউর কি বোর্ড কমিস্যনর সাহেবদিগের কি সুবে বেহার ওবারাণসদেশের কমিস্যনর সাহেবের ক্ষমতা আছে যে এমতং ভূমিতে এই আইনের লিখিত হুকুম জারীহওয়া মৌকুফ রাখেন কিন্তু যে ভূম্যধিকারী কি ইজারদার কি গোমাস্তা অথবা অন্য কার্য্যকারক গ্রামের হিসাবী কাগজ আপনারদিগের স্থানে রাখে তাহারদিগের

গ্রামের পাটওয়ারী মোকরর করা উপযুক্ত না হইলে যে নিয়মাচরণ করা যাইবেক তাহার কথা।

উচিত যে ঐ২ বোর্ডের সাহেবদিগের কিম্বা ঐ কমিস্যনর সাহেবের অনুমতিক্রমে যখন কালেক্টর সাহেব এমত স্থানের মোতালক হিসাবী কাগজপত্রও অন্য ২ কাগজ তাহারদিগের স্থানে তলব করেন তখন তাহা পরগনার কানুনগোদিগের স্থানে দেয় ও এই আইনের ২২ ও ২৩ ও ২৪ ও ২৫ ও ২৬ ও ২৭ ধারার লিখিত নিয়মো তাহারদিগের সহিত সম্পর্ক রাখিবেক ও সর্ব্ব প্রকারেতে অধিকারিরা কি অন্য যে সকল লোকেরা তাহারদিগের চাকরী করিতে থাকে তাহারা ২৬ ও ২৭ ধারার লিখিত হুকুমের তাবে থাকিবেক ইতি। —১৮১৭ সা। ১২ আ। ৩৩ ধা।

মোকরর থাকা পাটওয়ারী লোক বহাল থাকিবার ও তাহারদিগের তগীরহওনের নির্ভর নীচের লিখিত নিয়মেতে থাকিবার কথা।

জমীদারেরা কালেক্টর সাহেবদিগকে নিরূপিত সময়ে গ্রামের ও তাহাতে মোকরর থাকা পাটওয়ারী লোকের নাম লিখিয়া পাঠাইবার কথা।

৪। যে সকল লোকেরা পূর্ব্বহইতে পাটওয়ারীগিরী ভারে মোকরর আছে এক্ষণেও তাহারা ঐ ভারে বহাল ও বরকরার থাকিবেক ও তাহারদিগের তগীরহওনের নির্ভর নীচের লিখিত নিয়মের প্রতি থাকিবেক ও খেরাজী অর্থাৎ করসম্পর্কীয় গ্রাম কিম্বা গ্রামের সমস্ত জমীদার ও অন্য অধিকারিদিগের এবং সদরী ইজারদারদিগের আবশ্যক যে এই আইন জারীহওনের পর ৩ তিন মাসের মধ্যে গ্রাম কি গ্রামসকলের ইসমনবিসী সেই গ্রাম কি গ্রামের পাটওয়ারী লোকের ইসমনবিসীসহিত লিখিয়া জিলার কালেক্টর সাহেবের নিকটে পাঠাইয়া দেয় ইতি।—১৮১৭ সা। ১২ আ। ৪ ধা।

ইঙ্গরেজী ১৮১৭ সালের ১২ আইনের ২ ধারার বিবরণের কথা।

৫। ইঙ্গরেজী ১৮১৭ সালের ১২ আইনের ২ ধারার লিখিত কথার বয়ানের নিমিত্তে এই ধারানুসারে এমত হুকুম হইল যে যদি কোন ভূম্যধিকারী কিম্বা ইজারদার কালেক্টর সাহেব কি অন্য যে কার্য্যকারক ঐ সাহেবের ক্ষমতা রাখেন তিনি তলব করণমতে ঐ আইনের ৪ ধারার লিখিত ইসমনবিসীর ফর্দ্দ ঐ আইনের নিরূপিত মিয়াদের কিম্বা অন্য মিয়াদের মধ্যে দাখিল করিতে না চাহে কিম্বা যদি ঐ ব্যক্তি ঐ ইসমনবিসী দাখিল করিতে কসুর করে তবে কালেক্টর সাহেব কি অন্য যে কার্য্যকারককে কালেক্টর সাহেবের ক্ষমতা দেওয়া গিয়া থাকে তিনি বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের কি অন্য যে সাহেবদিগকে ঐ সাহেবদিগের ক্ষমতার্পণ হইয়া থাকে তাঁহারদিগের অনুমতিক্রমে ঐ জমীদার কি ইজারদারের স্থানে যাবৎ সে ঐ ইসমনবিসী দাখিল না করে তাবৎ দররোজা যত টাকা জরীমানা মোকদ্দমার ভাব ও তাহার শক্তি বিবেচনা করিয়া উপযুক্ত বোধ হয় তত টাকা করিয়া লইতে পারিবেন ইতি।—১৮১৯ সা। ১ আ। ৬ ধা।

যেখানে পাটওয়ারী মোকরর না

৬। যদি খেরাজী অর্থাৎ করসম্পর্কীয় কোন কিম্বা কোন২ গ্রামে এক্ষণে কোন জন পাটওয়ারীগিরী ভারে মোকরর না থাকে তবে

সেই গ্রাম কি গ্রামের জমীদার কিম্বা সদরী ইজারদারের আবশ্যক যে সেই গ্রাম কি গ্রামের পাটওয়ারীগিরী ভারে কোন ব্যক্তি কি ব্যক্তিরদিগকে মোকরর করিয়া তাহার এত্তেলা এই আইন জারীহওনের পর ৩ তিন মাসের মধ্যে কালেক্টর সাহেবকে দেয় ইতি।— ১৮১৭ সা। ১২ আ। ৫ ধা।

থাকে সেখানে মোকররকরণের বিষয়ে জমীদার ও ভূমির অন্য অধিকারিদিগের যাহা করিতে হইবেক তাহার কথা।

৭। কালেক্টর সাহেবদিগের আবশ্যক যে অতিত্বরাতে আপনং জিলাতে মোকররহওয়া সমস্ত পাটওয়ারীদিগের রেজিষ্টরী বহী অর্থাৎ তফসীলওয়ারী ইসমনবিসীর ফর্দ্দ তৈয়ার করেন ও যে গ্রামে কি যেং গ্রামে পাটওয়ারীরা মোকরর হয় সে গ্রাম কি সেং গ্রামের নাম ঐ বহীতে লিখেন ইতি।— ১৮১৭ সা। ১২ আ। ৬ ধা।

কালেকটর সাহেবেরা পাটওয়ারীদিগের রেজিষ্টরী বহী তৈয়ার করিবার কথা।

৮। যদি কোন স্থানে পাটওয়ারীগিরী কর্ম্ম খালী হয় তবে জমীদার কি ভূমির অন্য অধিকারী কিম্বা সদরী ইজারদারের বিবেচনাক্রমে সেই স্থানের ঐ কর্ম্মে যে ব্যক্তি নিযুক্ত হয় সেই ব্যক্তিই বহাল ও স্থিরতর থাকিবেক কিন্তু ঐ জমীদার ইত্যাদির আবশ্যক যে ঐ কর্ম্ম খালী হইলে পর এক মাসের মধ্যে কোন ব্যক্তিকে ঐ কর্ম্মে মোকরর করিয়া তাহার এত্তেলা কালেক্টর সাহেবকে দেয়ও জানা কর্ত্তব্য যে খালীহওয়া পাটওয়ারীগিরী কর্ম্মে কোন ব্যক্তিকে মোকররকরণের বিষয়ে জমীদার ও ভূমির অধিকারী ও সদরী ইজারদারের আবশ্যক যে গ্রামের পূর্ব্বের চলিত দাঁড়াতে দৃষ্টি রাখিয়া কার্য্য করে ও কালেক্টর সাহেবের বিনাঅনুমতিতে কোন প্রকারে তাহার অন্যমত না করে ও কালেক্টর সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে এই দাঁড়ামতে কার্য্যকরণেতে কোন হানি না হয় এমত সাবধান ও মনোযোগী হন বিশেষতঃ পাটওয়ারী লোক মোকররকরণের বিষয়ে যাহাতে অংশাংশ না হওয়া এজমালী ভূমির ক্ষুদ্রং পটীদার ও হিস্যাদার লোকের ও তাহারদিগের তাবে আমলদার লোকের ও আরং ভূমির কটকিনাদারদিগের ওয়াজিবী হক যাহাতে বজায় রহে তাহা আপনারদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য জানেন ইতি।—১৮১৭ সা। ১২ আ। ৭ ধা।

কোন পাটওয়ারিগিরী কর্ম্ম খালী হইলে তাহাতে জমীদারের তরফহইতে যে মোকরর হয় সেই বহাল থাকিবার কথা।

এক মাসের মধ্যে পাটওয়ারী মোকরর হইবার কথা।

পাটওয়ারী লোককে মোকররকরণেতে জমীদার আদির যে বিষয়ে দৃষ্টি রাখিতে হইবেক তাহার কথা।

৯। যদি বিভাগ না হওয়া সাধারণ ভূমির মালিক অর্থাৎ অধিকারিরা সরকারের মালগুজারীকরণের ভার আপনং শিরে লয় তবে সাধারণে ও পৃথকং রূপে তাহারদিগের আবশ্যক হইবেক যে এই আইনের ৪ ধারার নিরূপিত ইসমনবিসীর ফর্দ্দ ও এই আইনের ৫ ও ৭ ধারার লিখনমতে পাটওয়ারী মোকররকরণের খবর কালেক্টর সাহেবের নিকটে পাঠাইয়া দেয় ও এই নিয়মমত কার্য্য না হইলে তাহার যে মাতবর ওজর থাকে তাহা কালেক্টর সাহেবকে জানায় ইতি।—১৮১৭ সা। ১২ আ। ৯ ধা।

অংশাংশ না হওয়া সাধারণ ভূমিতে মোকররহওয়া পাটওয়ারী দিগের বিষয়ের কএক দাঁড়ার কথা।

১০। যদি কোন জমীদার কিম্বা ভূমির অন্য মালিক অর্থাৎ অধি

ভুলক্রমে কি ই

চ্ছাক্রমে নিরূপিত নিয়মমতাচরণ না করিলে জরীমানা করিবার কথা।

কারী কি সদরী ইজারদার ৪ ধারার নিরূপণ করিয়া লেখা ইসমন বিসীর ফর্দ্দ ঐ ধারার নিরূপিত মিয়াদের মধ্যে পাঠাইতে ও ৫ ও ৭ ধারার লিখিত প্রকারেতে ঐ ২ ধারার নিরূপিত মিয়াদের মধ্যে পাটওয়ারী মোকররকরণেতে ভুলক্রমে কি ইচ্ছাক্রমে গাফিলী করে ও এ গাফিলীও হুকুমনামাতে কার্য্য না হওনের মাতবর ওজর জাহির না করে তবে এলাকা বুঝিয়া বোর্ড রেবিনিউর কি বোর্ড কমিস্যনর সাহেবদিগের কিম্বা সুবে বেহার ও বারাণসদেশের কমিস্যনর সাহেবের অনুমতিক্রমে কালেক্‌টর সাহেব তাহারদিগের স্থানে যাবৎ ঐ কর্ম্মেতে কোন জন মোকরর না হয় তাবৎ দররোজা জরীমানা লইতে পারিবেন ও এমত অনুমতি পাইলে কালেক্‌টর সাহেবের আবশ্যক যে আপন বিবেচনামতে কোন মাতবর ব্যক্তিকে ঐ কর্ম্মে মোকরর করেন ইতি।—১৮১৭ সা। ১২ আ। ১১ ধা।

পাটওয়ারী লোকের ইসমনবিসী পঁহুছিলে কালেক্‌টর সাহেবদিগের যে কর্ত্তব্য তাহার কথা।

১১। পাটওয়ারীরা মোকররহওনের কথাসম্বলিত ইসমনবিসীর যে ফর্দ্দ তৈয়ার করিবার হুকুম উপরের ধারাতে লেখা গিয়াছে তাহা পঁহুছিলে পর কালেক্‌টর সাহেবের কর্ত্তব্য যে পাটওয়ারী গিরী কর্ম্মে মোকররহওয়া যে ব্যক্তির নালায়েকী অর্থাৎ অযোগ্যতা কোন বিশিষ্টপ্রকার ও মাতবর হেতুতে তাঁহার নিকট সাবুদ না হয় সে ব্যক্তির নাম আপন জিলার পাটওয়ারীদিগের রেজিষ্টরী বহীতে লিখেন ও যদি ঐ ব্যক্তি ঐ কর্ম্মের অযোগ্য জানা যায় তবে তাঁহারা কর্ত্তব্য যে আপন না মঞ্জুরীর যে২ হেতু তাহা লিখিয়া আপন এলাকা অর্থাৎ অধিকার বুঝিয়া বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের কি বোর্ড কমিস্যনর সাহেবদিগের কিম্বা সুবে বেহার ও বারাণসদেশের কমিস্যনর সাহেবের হুজুরে পাঠাইয়া দেন ও ঐ বোর্ডের সাহেবেরা কিম্বা কমিস্যনর সাহেব বিবেচনাকরণের পরে যদি উচিত বুঝেন তবে অন্য ব্যক্তি মোকরর করিবার নিমিত্তে জমীদার কি সদরী ইজারদারের নামে হুকুম দিবেন নতুবা যে হুকুম উপযুক্ত ও বিহিত বুঝেন্ তাহা দিবেন ইতি।—১৮১৭ সা। ১২ আ। ৮ ধা।

খাস তহসীলের ভূমিতে পাটওয়ারী মোকরর করিবার কথা।

১২। কালেক্‌টর সাহেবের কর্ত্তব্য যে খাস তহসীলের ভূমিতে ও কোর্ট ওয়ার্ডসের হুকুমের তাবে থাকা ভূমিতে আপনার বিবেচনাক্রমে কোন জনকে পাটওয়ারীগিরী কর্ম্মে মোকরর করেন ইতি। —১৮১৭ সা। ১২ আ। ১০ ধা।

কোন২ প্রকারেতে কালেক্‌টর সাহেব পাটওয়ারী বাচনী ও মোকরর করিতে পারিবার কথা।

১৩। জানান যাইতেছে যে সকল প্রকারেতে যে কোন গ্রাম কি কোন২ গ্রাম কিম্বা মোটে কোন ভূমি সরকারের সহিত আলাহিদা করা করারদাদ মতে দুই জনের ভোগদখলে থাকে ও তাহার মোতালক হিসাবী কাগজপত্র কেবল এক জন পাটওয়ারীর সহিত এলাকা রাখে সে সকল প্রকারেতে কালেক্‌টর সাহেব বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের কিম্বা যে সাহেবদিগেরে ঐ সাহেবদিগের ক্ষমতার্পণ হইয়া থাকে তাঁহারদিগের অনুমতিক্রমে ভূমির অধিকারির নিকটে

উপস্থিতকরণবিনা এমত পাটওয়ারী ঠাহরাইতে ও ঐ কর্ম্মে তাহাকে মোকরর করিতে পারিবেন কিন্তু এমত২ প্রকারেতে কালেক্টর সাহেবের আবশ্যক যে সাধ্যপক্ষে প্রত্যেক স্থানের রীতির অন্যমত না করেন্ ও ঐ মহালের মোতালক সমস্ত লোকের সম্মতি ও মত হওনে ও তাহারদিগের হক্ ও মুনাফা বহাল রাখণেতে পুরা মনোযোগ রাখেন্ ইতি।—১৮১৯ সা। ১ আ। ৫ ধা।

জমীদারেরা কোন পাটওয়ারীকে তগীর করিতে চাহিলে তাহারদিগের যাহা করিতে হইবেক তাহার কথা।

১৪। যদি কোন জমীদার কি সদরী ইজারদার কোন পাটওয়ারীকে পাটওয়ারীগিরী ভারহইতে তগীরকরণের ইচ্ছা করে তবে তাহার আপন নামঞ্জুরীর যে২ হেতু তাহা জিলার কালেক্টর সাহেবের নিকটে বিবরিয়া কহিতে হইবেক যদি ঐ২ হেতু ঐ সাহেব বিশিষ্ট ও মাতবর জানেন. তবে তাঁহার হজুরহইতে ও তাঁহার ইচ্ছামতে সেই পাটওয়ারীর তগীরহওনের হুকুম হইবেক নতুবা নয় ইতি।—১৮১৭ সা। ১২ আ। ১২ ধা।

বিনা অনুমতিতে পাটওয়ারী তগীর করিলে যে জরীমা না হইবেক তাহার কথা।

১৫। যদি কোন জমীদার কি ভূমির অন্য অধিকারী অথবা সদরী ইজারদার উপরের ধারার লিখনমতে কালেকটর সাহেবের অনুমতি না লইয়া কোন পাটওয়ারীকে তাহার কর্ম্মহইতে তগীর করে তবে এমত অপরাধের শাস্তির নিমিত্তে প্রথম বারে তাহার স্থানে ৫০ পঞ্চাশ টাকার অধিক না হয় এমত জরীমানা লওয়া যাইবেক ও বারান্তরে ১০০ একশত টাকা তাহার স্থানে জরীমানা লওয়া যাইবেক ও যদি ঐ তগীর করা কালেক্টর সাহেবের হজুরে তজবীজের দ্বারা আদালত ও ইনসাফের অন্য মত ও অন্য কারণ জানা যায় তবে ঐ সাহেবের ক্ষমতা আছে যে ঐ পাটওয়ারী যাবৎ বহাল না হয় তাবৎ জমীদার কি ভূমির অন্য অধিকারী কিম্বা সদরী ইজারদারের উপর দররোজা জরীমানা দেওনের হুকুম দেন্ ও ঐ হুকুম জারীহওনের নির্ভর কেবল বোর্ডরেবিনিউর কি বোর্ড কমিস্যনর সাহেবদিগের অথবা সুবে বেহার ও বারাণসদেশের কমিস্যনর সাহেবের অনুমতিতে থাকিবেক ইতি।—১৮১৭ সা। ১২ আ। ১৩ ধা।

যাহারা আবশ্যকী অনুমতি লওনবিনা কোন পাটওয়ারীকে তাহার কর্ম্ম হইতে তগীর করে কি তাহার কর্ত্তব্য কর্ম্মকরণের বাধা জন্মায় তাহারদিগের যে দণ্ড হইবেক তাহার কথা।

১৬। জানান যাইতেছে যে ইঙ্গরেজী ১৮১৭ সালের ১২ আইনের ১৩ ধারার লিখিত হুকুমানুসারে জমীদার কি ভূমির অন্য মালিকের কি ইজারদারের উপর কোন পাটওয়ারীকে তাহার কর্ম্মহইতে কালেক্টর সাহেবের অনুমতি লওনবিনা তগীর করণহেতুক যে দণ্ড হয় সেই দণ্ড যে২ ব্যক্তিরা আবশ্যকী অনুমতি লওনবিনা যে কোন পাটওয়ারী আইনের লিখিত হুকুমমতে মোকরর হইয়া আপন কর্ম্মেতে দখল পাইয়া থাকে তাহাকে তগীর করে কিম্বা ঐ পাটওয়ারীকে ঐ কর্ম্মে মোকররকরণের বাধা জন্মায় কি তাহার ভারের কর্ত্তব্য কর্ম্ম কার্য্যকরণের কি ঐ পাওয়ারী মোকররহওনের পর তাহার কর্ম্মেতে দখল পাওনেতে বাগড়া দেয় তাহারদিগেরো হইবেক ইতি।—১৮১৯ সা। ১ আ। ৭ ধা।

কটকিনাদারেরা দরখাস্ত করিলেও তাহার লিখিত হেতু মাতবর হইলে পাটওয়ারী দিগকে তগীর করা উচিত হইবার কথা।

১৭। যদি গ্রামের ক্ষুদ্র পটীদার কি প্রজা কিম্বা কট্‌কিনাদার লোক কোন পাটওয়ারীকে তগীর করিবার নিমিত্তে কালেকটর সাহেবের নিকটে দরখাস্ত করে তবে কালেকটর সাহেবের আবশ্যক যে ঐ দরখাস্তেতে যে হেতু লেখা থাকে তাহা মাতবর হইলে ঐ পাটওয়ারীর তগীরহওনের হুকুম দিয়া তাহার স্থানে অন্য ব্যক্তিকে মোকরর্ করিবার নিমিত্তে জমীদার কি অন্য অধিকারী কি সদরী ইজারদারের উপর হুকুম দেন্ ইতি।—১৮১৭ সা। ১২ আ। ১৪ ধা।

কালেক্টরসাহেবের কোন পাটওয়ারীকে তগীরকরণের মনস্থ করিলে তাহারদিগের যাহা করিতে হইবেক তাহার কথা।

১৮। যদি কালেকটর সাহেবের বিবেচনায় কোন পাওয়ারী গাফিলীকরণহেতুক কি অন্য বিশিষ্ট হেতুপ্রযুক্ত আপন কর্ম্মহইতে তগীরহওনের যোগ্য জানা যায় তবে ঐ সাহেবের কর্ত্তব্য যে তাহার তগীরীর যে২ হেতু থাকে তাহা আপন এলাকা অর্থাৎ অধিকার বুঝিয়া বোর্ড রেবিনিউর কি কমিস্যনর সাহেবদিগের কিম্বা সুবে বেহার ও বারাণসদেশের কমিস্যনর সাহেবের হজুরে লিখিয়া পাঠান ও ঐ সাহেবদিগের ক্ষমতা আছে যে তাহার বহালীর কি তগীরীর যাহার উপযুক্ত হয় তাহার হুকুম দেন্ ইতি।—১৮১৭ সা। ১২ আ। ১৫ ধা।

২৩ ধারা।

পাটওয়ারীরদের কর্ত্তব্য কার্য্য ও তাহারদের বা জমীদারেরদের ত্রুটি কিম্বা শৈথিল্য হইলে যে দণ্ড হইবে তাহা।

পাটওয়ারী লোকের কার্য্যের প্রকরণের নিরূপণকরণের কথা।

১৯। পাটওয়ারীদিগের নীচের লিখিত নিয়মের মত কার্য্যকরণেতে অতিসচেষ্ট হইতে হইবেক ইতি।

তফ্‌সীল।

১ প্রথম।—পাটওয়ারী লোকের কর্ত্তব্য যে আপন২ এলাকার গ্রাম কি গ্রামের রেজিষ্টরী বহী ও হিসাবী কাগজপত্র মামূলমতে কিম্বা অন্য যে প্রকারে বোর্ড রেবিনিউর সাহেবেরা কিম্বা বোর্ড কমিস্যনর সাহেবেরা কি সুবে বেহার ও বারাণসদেশের কমিস্যনর সাহেব হুকুম করেন্ সেই প্রকারে আর যে২ রেজিষ্টরী বহী ও হিসাবী কাগজপত্র রাখিবার হুকুম ঐ কোন সাহেবদিগের কি সাহেবের তরফহইতে হয় তাহার সহিত রাখে ইতি।

২ দ্বিতীয়।—পাটওয়ারীদিগের কর্ত্তব্য যে ছয়২ মাস অন্তর ফসল খরীফ্‌ ও ফসল রবীর এস্তাবতা ঐ ছয়২ মাসের উৎপন্নের তফসীল ও বেওরাসম্বলিত ঐ সকল হিসাবী কাগজপত্রের পুরা নকল প্রস্তুত করিয়া পরগনার কানুনগোর নিকটে দেয় ইতি।

৩ তৃতীয়।—পাটওয়ারীদিগের কর্ত্তব্য যে তাহারা যেং কর্ম্মকার্য্য করিয়া থাকে ও করিতে মোকরর আছে সে সমস্ত কর্ম্মকার্য্য করে ইতি।—১৮১৭ সা। ১২ আ। ১৬ ধা।

২০। পুনশ্চ হুকুম করা যাইতেছে যে গ্রামের যে হিসাব ইহার পূর্ব্বের দাঁড়ানুসারে রাখিবার হুকুম হইয়াছিল অথবা উত্তর কালে বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের নির্দ্দিষ্টকরা দাঁড়ানুসারে রাখিবার হুকুম হইবেক তাহার দুই নকল প্রস্তুত করা যাইবেক এক নকল পাটওয়ারীরদের কাছারীতে থাকিবেক দ্বিতীয় নকল জমীদারী বা ভূমি যে জিলার মধ্যে থাকে সেই জিলার কালেক্টর সাহেবের কাছারীতে থাকিবেক এবং যেং স্থানে কানুনগো নিযুক্ত আছেন সেইং স্থানে তাহার তৃতীয় নকল করিয়া ঐ কাছারীতে থাকিবেক ইতি।—১৮৩৩ সা। ৯ আ। ১২ ধা।

গ্রামের হিসাব যেপ্রকারে রাখা যাইবেক তাহার এবং তাহার কত নকল প্রস্তুত করা যাইবেক তাহার কথা।

২১। উপরের লিখিতমতে পরগনা ও জিলার কাছারীতে যে হিসাব প্রস্তুত করিয়া রাখিতে হুকুম আছে তাহা চলিত হুকুমানুসারে ছয়ং মাসান্তর দাখিল না হইয়া বোর্ডের সাহেবেরা যেং প্রকারে ও যেং সময়ে দাখিল করিতে হুকুম করিবেন তদনুসারে দাখিল করিতে হইবেক এবং ঐ ভূমিসম্পর্কীয় যে কোন ব্যক্তি ঐ সকল স্বচ্ছন্দে দেখিতে ও তজবীজ করিতে পারিবেন ইতি।—১৮৩৩ সা। ৯ আ। ১৩ ধা।

উপরের লিখিত হিসাব দাখিলকরণের অর্থে পরগনা ও জিলার রেবিনিউর কাছারীতে যেং ক্রমে ও যেং সময়ে দাখিল করিতে হইবেক তাহার এবং ঐ হিসাব ভূমিসম্পর্কীয় সকলে দেখিতে পারিবার কথা।

২২। যে কোন জমীদার কি ইজারদার বা অন্য কোন প্রকার ভূম্যধিকারী এই আইন জারী হওনের পর উপরের লিখিত হুকুমানুসারে কার্য্য করিতে অস্বীকার বা ত্রুটি করেন তিনি পাট্টা কি ইজারার লিখিত নিয়মমতাচরণ না করণ অথবা অন্য কোন কারণপ্রযুক্ত রাইয়ত বা অন্য প্রকার ভূমির দখীলকার ব্যক্তিকে ভূমিহইতে বেদখল করিতে পারিবেন না অথবা কোন রাইয়ত বা দখীলকার ব্যক্তির সম্পত্তি ক্রোক্ করিতে পারিবেন না অথবা বাকী খাজানার নিমিত্তে বা বন্দোবস্তের মতাচরণ না করণনিমিত্তে তাহার নামে কোন আদালতে নালিশ করিতে পারিবেন না ইতি।—১৮৩৩ সা। ৯ আ। ১৪ ধা।

জমীদার কি ইজারদার বা অন্য কোন প্রকার ভূম্যধিকারী উপরের উক্ত হুকুমমত কার্য্য করিতে অস্বীকার বা ত্রুটি করলে যাহা না করিতে পারিবেন তাহার কথা।

২৩। উপরের লিখিত হুকুমমতাচরণ না করণিয়া যে কোন জমীদার বা ইজারদার কি অন্য কোন প্রকার ভূম্যধিকারী উপরের লিখিত কোন প্রকার মোকদ্দমা আদালতে উপস্থিত করিলে খরচাসমেত ঐ মোকদ্দমা নাসুত হইবেক যদি তিনি কোন রাইয়ত বা অন্য প্র

উপরের লিখিত হুকুমমতাচরণ না করণিয়া কোন ভূম্যধিকারী আদাল

তে মোকদ্দমা উপস্থিত করিলে খরচা সমেত তাহা ননসুট হইবার কথা।

কার কোন দখীলকার ব্যক্তিকে ভূমিহইতে বেদখল অথবা তাহারদের সম্পত্তি ক্রোক্ করেন্ তবে যে আদালতের দ্বারা সেই ভূমি বা সম্পত্তি রাইয়তকে ফিরিয়া দেওয়া যাইবেক সেই আদালতে ঐ বে আইনী কার্য্যের নিমিত্তে যে জরীমানা উচিত বোধ হয় সেই জরীমানা ঐ জমীদারের দিতে হইবেক ইতি।—১৮৩৩ সা। ৯ আ। ১৫ ধা।

জমীদার ইত্যাদি কোন রাইয়তকে বেদখল কি তাহার সম্পত্তি ক্রোক্ করিলে জরীমানার যোগ্য হইবার কথা।

মালের কার্য্যের মোখ্তারকার সাহেবেরা পাটওয়ারীদিগের কাগজ পাঠান যাইবার ও তাহাতে জিগির দিবার প্রকরণ ঠাহরাইয়া দিবার কথা।

২৪। কানুনগো লোক পাটওয়ারীদিগের স্থানে হিসাবী কাগজপত্র পাইলে তাহা দফ্তরের জিগীর দিয়া যেরূপ বোর্ড রেবিনিউর কিম্বা বোর্ড কমিস্যনর সাহেবেরা কিম্বা সুবে বেহার ও বারাণসদেশের কমিস্যনর সাহেব ঠাহরাইয়া দেন্ সেইরূপে তাহারদিগের দরপেশ করিতে ও কালেক্টর সাহেবের দফ্তর খানায় দাখিল করিতে হইবেক ইতি।—১৮১৭ সা। ১২ আ। ১৭ ধা।

আবশ্যক হইলে পাটওয়ারী লোককে আনাইতে কালেক্টর সাহেবের ক্ষমতা থাকিবার কথা।

কাগজের সাচাইর নিমিত্তে হলফ করাইতে কালেক্টর সাহেবের ক্ষমতা থাকিবার কথা।

ঐ নিমিত্তে পরওয়ানা জারীকরণের মত নিরূপণের কথা।

২৫। যদি পাটওয়ারীগিরী কার্য্যের মোতালক কোন মোকদ্দমার তহকীকের নিমিত্তে পাটওয়ারীদিগকে হাজিরকরণের আবশ্যক হয় তবে ভূমির মালগুজারীর কালেক্টর সাহেব আপন জিলার মোতালক যে গ্রাম কিম্বা যে২ গ্রামের পাটওয়ারীর প্রয়োজন হয় তাহারদিগকে তলব করিতে ও তাহারদিগের প্রতি যে গ্রাম কি যে২ গ্রামের হিসাবী কাগজ রাখিবার ভার থাকে সেই কি সেই২ গ্রামের জমীনের ও উৎপন্নের ও রাজস্বের ও উসুলের ও আখরাজাতের বাবৎ হিসাবী সমস্ত কাগজপত্র তাহারদিগের স্থানে লইতে পারিবেন ও ঐ সকল হিসাবী কাগজের সাচাইর নিমিত্তে অথবা ঐ সকল কাগজের মোতালক কোন মোকদ্দমার বিষয়ে কিম্বা ঐ পাটওয়ারীর মোতালক গ্রাম কি গ্রামের জমীনের কি উৎপন্নের কিম্বা রাজস্বের কি উসুলের অথবা আখরাজাতের বিষয়ে যাহা জিজ্ঞাসা করণের প্রয়োজন হয় তাহার নিমিত্তে তাহারদিগকে হলফ করাইয়া জিজ্ঞাসা করিতে পারিবেন ও যদি এই২ প্রয়োজনের নিমিত্তে ঐ সাহেবের কোন পাটওয়ারীর তলব করিতে হয় তবে তাঁহার কর্ত্তব্য যে ঐ পাটওয়ারীর নামে তাহার হাজির হইবার কারণের কথা ও কোন কাগজে প্রয়োজন হইলে তাহা সঙ্গে আনিবার কথা সম্বলিত মোহর ও আপন দস্তখৎযুক্তে এক পরওয়ানা পাঠাইবেন ইতি।—১৮১৭ সা। ১২ আ। ২২ ধা।

পাটওয়ারী লোকের কাগজ জবরী করিয়া লইতে কালেক্টর সাহেবের ক্ষমতা থাকিবার কথা।

২৬। যদি কোন পাটওয়ারী কালেক্টর সাহেব তলব করিলে আপন আসল কাগজপত্র ভুলক্রমে কিম্বা ইচ্ছাক্রমে দরপেশ না করে কিম্বা তাহার সাচইর সাক্ষ্য দিতে স্বীকার না করে তবে কালেক্টর সাহেব ঐ পাটওয়ারীকে গ্রেফ্তার করিয়া তাহার পক্ষে কাগজ যাবৎ না দেয় তাবৎ ও না দেওনমতে যাবৎ তাহার মাতবর হেতু না কহে

তাবৎ জিলার দেওয়ানী জেলখানাতে কয়েদ থাকনের হুকুম দিতে পারিবেন ও এপ্রকার উপস্থিত হইলে কালেক্টর সাহেবের কর্ত্তব্য যে ঐ পাটওয়ারীকে তাহার বিষয়ে যে হুকুম হইয়া থাকে তাহাসম্বলিত আপনার করা রুবকারীসহিত জিলা কি শহরের আদালতের জজ সাহেবের নিকটে পাঠাইয়া দেন্ ও জজ সাহেবের আবশ্যক যে কালেক্টর সাহেবের রুবকারীর লিখিত হুকুমেতে ঐ পাটওয়ারীকে দেওয়ানী জেলখানাতে সোপর্দ্দ করেন ও যাবৎ তলবহওয়া কাগজ দরপেশ না করে কিম্বা কালেক্টর সাহেব তাহার খালাসীর নিমিত্তে না লিখেন তাবৎ কয়েদ রাখেন্ ইতি।—১৮১৭ সা। ১২ আ। ২৩ ধা।

এমত প্রকার সকলে যে মতাচরণ করিতে হইবেক তাহার কথা।

২৭। পাটওয়ারীদিগেরো আবশ্যক যে গ্রাম কি গ্রামসকলের জমীর ও উৎপন্নের ও রাজস্বের ও আখরাজাতের বাবৎ হিসাবী যে সমস্ত কাগজপত্র তাহারদিগের রাখিতে হয় তাহা কোন আদালতহইতে তলব হইলে দরপেশ করিয়া দেয় ও ঐ সকল কাগজপত্রের বিষয়ে তাহারদিগের স্থানে যাহা জিজ্ঞাসা করা যায় তাহার উপযুক্ত ও যথার্থ জওয়াব দেয় ও যদি কোন মোকদ্দমা আদালতে উপস্থিত হইলে সেই আদালতের জজ সাহেবের হজুরহইতে তাহারদিগের স্থানে ঐ হিসাবের কাগজপত্রের কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করা যায় কিম্বা আদালতে উপস্থিতহওয়া কোন মোকদ্দমা কি বিবাদের নিষ্পত্তি সহজে হইবার নিমিত্তে কোন পাটওয়ারীর হাজির হইবার হুকুম হয় ও ঐ পাটওয়ারী ভুলক্রমে কিম্বা ইচ্ছাক্রমে ঐ সকল কাগজসমেত আপনি হাজির না হয় তবে আদালতের সাহেবদিগের ক্ষমতা আছে যে ঐ পাটওয়ারী যাবৎ কাগজ দরপেশ না করে তাবৎ ও না দেওনমতে যাবৎ তাহার বিশিষ্ট হেতু না জানায় তাবৎ তাহার শক্ত কয়েদ থাকনের হুকুম দেন্ ইতি।—১৮১৭ সা। ১২ আ। ২৪ ধা।

আদালতের সাহেবের তলবমতে সমস্ত পাটওয়ারীদিগের কাগজ দরপেশ করিতে হইবার কথা।

পাটওয়ারীরা ভুলক্রমে কি ইচ্ছাক্রমে কাগজসমেত হাজির না হইলে যে শাস্তি হইবেক তাহার কথা।

২৮। যদি ভূমির মালগুজারীর কালেক্টর সাহেবদিগের কোন গ্রামে কি কোন২ গ্রামের কাগজপত্র দেখিবার নিমিত্তে আর কোন কার্য্যকারককে পাঠান উপযুক্ত বোধ হয় তবে ঐ সাহেবদিগের ক্ষমতা আছে যে পাটওয়ারীদিগের নামে ঐ কার্য্যকারকের নিকটে হাজির হইবার হুকুম দেন্ এবং কালেক্টর সাহেবের ক্ষমতা আছে যে যে পাটওয়ারীকে হলফ করাইতে হইবেক তাহার নামসম্বলিত এক কমিস্যন অর্থাৎ হুকুমনামা ঐ কার্য্যকারককে দেন্ যে যে পাটওয়ারীর কাগজ দেখিতে হইবেক তাহাকে ঐ কার্য্যকারক ঐ হুকুমনামামতে হলফ করাইতে পারে ও যদি কোন পাটওয়ারী কালেক্টর সাহেবের নিকটহইতে উপরের লিখিত হুকুম গেলে পর কাগজপত্রসমেত ঐ কার্য্যকারকের নিকটে ভুলক্রমে কিম্বা ইচ্ছাক্রমে হাজির না হয় ও তাহার বিষয়ে সাক্ষ্য না দেয় তবে এমতে কালেক্টর সাহেবকে ক্ষমতা দেওয়া যাইতেছে যে ঐ পাটওয়ারী তাঁহার

গ্রামের কাগজ দেখিবার নিমিত্তে পাঠান কার্য্যকারকদিগের নিকটে পাটওয়ারী লোককে হাজির করাইতে কালেক্টর সাহেবদিগের ক্ষমতা থাকিবার কথা।

পাটওয়ারীকে হলফ করাইবার নিমিত্তে কমিস্যনের অর্থাৎ হুকুমনামা দিবার কথা।

পাটওয়ারীরা কা

লেক্টর সাহেবের পাঠান কার্য্যকারকের নিকট ভুল কি ইচ্ছাক্রমে হাজির না হইলে যে শাস্তি পাইবেক তাহার কথা।

নিকটে না হাজির হইলে ও সাক্ষ্য না দিলে তাহাকে শাস্তি দেওনার্থে যে মতাচরণ করিতেন এমতেও শাস্তি দেওনার্থে সেই মতাচরণ করেন্ ইতি।—১৮১৭ সা। ১২ আ। ২৫ ধা।

পাটওয়ারীরা হলফ করিয়া ইচ্ছাক্রমে কি গরজের নিমিত্তে অযথার্থ জোবানবন্দী লেখাইলে মিথ্যা হলফকরণিয়াদিগের মধ্যে জানা যাইবার ও দায়েরসায়েরী আদালতে অপরাধ সাবুদ হইলে নিরূপিত শাস্তি পাইবার কথা।

কোন ব্যক্তি পাটওয়ারীর মিথ্যা হলফকরণের হেতু হইয়া থাকিলে সে প্রবৃত্তি দেওনিয়াদিগের নিমিত্তে নিরূপণহওয়া শাস্তি পাইবার কথা।

২৯। যদি কোন পাটওয়ারী কালেক্টর সাহেবের হজুরে কিম্বা অন্য যে কার্য্যকারক কালেক্টর সাহেবের তরফহইতে ক্ষমতা পায় তাহার হজুরে হাজির হইয়া আপন এলাকার গ্রাম কি গ্রামসকলের জমীর ও উৎপন্নের ও রাজস্বের ও আখরাজতের কাগজপত্রের বিষয়ে হলফ করিয়া সাক্ষ্য দেওনেতে আপন গরজের নিমিত্তে ও জানিয়া শুনিয়া অযথার্থ কহে তবে ঐ পাটওয়ারী মিথ্যা হলফকরণিয়াদিগের মধ্যে জানা যাইবেক ও দায়েরসায়েরী আদালতের সাহেবের হজুরে তাহার মোকদ্দমার তজবীজ হইয়া ঐ অপরাধ সাবুদ হইলেপর এমত অপরাধের নিমিত্তে যে শাস্তি এক্ষণকার চলিত আইনেতে নিরূপণ হইয়াছে কিম্বা উত্তরকালে হয় সেই শাস্তি পাইতে পারিবেক ও যদি কোন ব্যক্তি কোন প্রকারে ঐ পাটওয়ারীর মিথ্যা হলফকরণের হেতু হয় তবে সে ব্যক্তি মিথ্যা হলফকরণের প্রবৃত্তি দেওনিয়াদিগের মধ্যে জানা যাইবেক ও ঐ অপরাধের নিমিত্তে যে শাস্তি এক্ষণকার চলিত আইনেতে নিরূপণ হইয়াছে কি উত্তরকালে হয় সেই শাস্তি পাইতে পারিবেক ইতি।— ১৮১৭ সা। ১২ আ। ২৬ ধা।

পাটওয়ারীরা গ্রামের কাগজে অযথার্থ লিখিলে কি তাহা ফেরফার করিলে জালসাজীর নিমিত্তে নিরূপণহওয়া শাস্তি পাইবার কথা।

৩০। যদি কোন পাটওয়ারী আপন এলাকার গ্রামের কার্য্যের তবদীল অর্থাৎ ফেরফার করে কিম্বা আপন গরজের নিমিত্তে তাহাতে কিছু আপন তরফহইতে বানায় অথবা তাহাতে যথার্থের অন্যমত কিম্বা কিছু কমীবেশ করিয়া লেখে ও ঐ অযথার্থ ও কারসাজীর ও ফেরফার করা কাগজ কানুনগোর কিম্বা কালেক্টর সাহেবের নিকট দাখিল করে তবে সে পাটওয়ারী জাল কাগজকরণিয়াদিগের মধ্যে জানা যাইবেক ও দায়েরসায়েরী আদালতের সাহেবের হজুরে তাহার ঐ অপরাধ সাবুদ হইলে ঐ অপরাধের নিমিত্তে যে শাস্তি এক্ষণকার চলিত আইনেতে নিরূপণ হইয়াছে কি উত্তরকালে হইবেক সেই শাস্তি পাইতে পারিবেক ও কোন ব্যক্তি ঐ জালসাজীর হেতু হইয়া থাকিলে সেব্যক্তি ও স্বয়ং জাল কাগজকরণিয়ারা যে শাস্তি পাইতে পারে সেই শাস্তি পাইতে পারিবেক ইতি।— ১৮১৭ সা। ১২ আ। ২৭ ধা।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩

৩১। ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৮ আইনের ৬২* ধারার ৪ প্রকর

* ১৭৯৩ সালের ৮ আইনের ৬২ ধারা রদ হইয়াছে ও তাহার বিধান সকল ১৮১৭ সালের ১২ আইনে অর্পণ হইয়াছে।

ণের অনুসারে সকল অধিকারের কর্ম্মচারিগণকে হুকুম আছে যে তাহারদিগের এতমামে থাকা গ্রাম কিম্বা গ্রামসকলের ভূমির ও উৎপন্নের ও উসুলতহসীলের ও খরচপত্রের কাগজ তলবমতে যোগাইবেক এবং ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১ প্রথম আইনের লিখিত দাঁড়াক্রমে সরকারী জমার ধার্য্যের কারণ যে বেওরাহকীকৎ তাহারদিগের স্থানে তলব হয় তাহাও যোগাইয়া দিবেক। এবং ঐ ধারার ৬ ষষ্ঠ ও ৮ অষ্টম প্রকরণানুসারে সে কাগজ প্রকৃত প্রস্তাবে দিবার অর্থে তাহারদিগেরে দিব্যকরাণ আবশ্যক হইলে করাণ যাইবেক। আর হুকুম আছে যে যদি তাহারদিগের যোগান সেই কাগজকে কৃত্রিম কিম্বা কিছু ফেরফার করা অথবা আসল নহে বুঝা যায় তবে তাহারা মিথ্যা দিব্য করিয়া সে কাগজ দিয়াছে এইহেতুক তাহারদিগের নামে নালিশ হইতে পারিবেক। আর হুকুম আছে যে যদি প্রমাণ হয় যে সে কাগজ ভূম্যধিকারিগণের কিম্বা ইজারদারদিগের অনুমতিতে কি জ্ঞাতসারে কিম্বা অবজ্ঞায় কৃত্রিম কিম্বা ফেরফার অথবা অপ্রকৃত হইয়াছে তবে তৎপ্রযুক্ত সেই ভূম্যধিকারিগণ কিম্বা ইজারদারদিগের দণ্ড হইবেক। ইহাতে যদি কর্ম্মচারিগণের সম্বন্ধীয় ঐ সকল হুকুমমতে কার্য্য হয় তবে সরকারী আমলারা কোন ভূমির জমার ধার্য্য অনায়াসে তাহার উৎপন্নাদির নিগূঢ় বিবেচিয়া করিতে পারিবেন। আর দেওয়ানী আদালতের ডিক্রীর টাকা উসুলের কারণ ভূমি নীলাম হইবার দাঁড়ানিদর্শনী ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪৫ আইনের ১০ দশম ধারানুসারে ভূম্যধিকারিগণ ও ইজারদারদিগকে ও তাহারদিগের চাকরদিগকে হুকুম আছে যে নীলামী ভূমির জমাধার্য্যের নিমিত্তে তলবমতে সে ভূমির জমার ও উসুল আদির কাগজপত্র সমেত কালেক্টর সাহেবের স্থানে রুজু হয় ও যদি রুজু না হয় তবে বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের স্থানে দণ্ড্য হইবেক। কিন্তু মালগুজারীর বাকীর কারণ যে ভূমি নীলাম হয় তাহাতে সে হুকুম খাটে কি না এমত স্পষ্ট বোধ ঐ ১০ ধারাক্রমে হয় না। অতএব এ ধারাক্রমে জানান যাইতেছে যে সে হুকুম এমত মোকদ্দমাতেও খাটিবেক। আর হুকুম হইতেছে যে ভূম্যধিকারিগণ ও ইজারদারদিগের শিরে ঐ ৮ আইনের ৬২ ধারাক্রমে তাহারদিগের চাকর কর্ম্মচারিগণের যোগান কাগজপত্র প্রকৃতপ্রস্তাবে থাকিবার অর্থে ঐ যে দায় থাকিবার নিরূপণ আছে ঐ দায় তাহারা নিজে ঐ ৬২ ধারাক্রমে যে সকল কাগজপত্র দিবেক তাহাও প্রকৃত প্রস্তাবে রহিবার নিমিত্তে তাহারদিগের শিরে থাকিবেক। ও তাহারদিগের দেওয়া কোন কাগজপত্র যদি তাহারদিগের অনুমতিতে কি জ্ঞাতসারে কিম্বা অবজ্ঞায় কৃত্রিম অথবা ফেরফারহওন সাব্যস্ত হয় তবে ঐ দণ্ডই তাহারদিগের হইবেক।—১৭৯৯ সা। ৭ আ।. ২৯ ধা। ১ প্র।

সালের ৮ আইনের ৬২ ধারার ৪। ৬। ৮ প্রকরণের কথা।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪৫ আইনের ১০ ধারার যে হুকুম আদালতের ডিক্রীক্রমে ভূমি নীলাম হইবাতে চলে সে হুকুম মালগুজারীর বাকী উসুলের জন্যে ভূমি নীলাম হইবাতেও চলিবার কথা।

ভূম্যধিকারিগণ ও ইজারদারদিগের শিরে তাহারা নিজে কি তাহারদিগের চাকরদিগের দেওয়া কাগজের দায় থাকিবার কথা।

২৪ ধারা।

পাটওয়ারীর বেতন।

পাটওয়ারীলোকের মেহনতানা পাওনের ও কোন২ স্থানেতে তাহার দিগের মাহিয়ানা মোকরর হইবার মতের কথা।

৩২। এক্ষণে পাটওয়ারী লোকেরা আপনারদিগের মেহনতানার অর্থে নগদে কি শস্যে কিম্বা ভূমিতে কি দস্তুরমত অন্যং রূপেতে মুশাহেরা অর্থাৎ মাহিয়ানা পাইতেছে উত্তর কালেও সেইরূপে আপনারদিগের মেহনতানার অর্থে মাহিয়ানা পাইবেক কিন্তু কালেকটর সাহেবদিগের আবশ্যক যে তাঁহারদিগের জিলার পরগনাতে কি অন্যং কিসমতেতে পাটওয়ারী লোক যে প্রকারেতে মাহিয়ানা পাইয়া থাকে ইহা জানিয়া ও তাহার হিসাবের কাগজ প্রস্তুত করিয়া আপনং প্রস্তুতকরা কাগজ বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের কিম্বা ঐ সাহেবদিগের ক্ষমতা অন্য যে সাহেবেরা রাখেন তাঁহারদিগের হজুরে পাঠাইয়া দেন্ ও ঐ সাহেবের কাগজ পঁহুছিলে পর ঐ সাহেবেরা শ্রীযুত নওয়াব গবরনর জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলের অনুমতি লইয়া বিশিষ্টহেতু পাইলে পাটওয়ারী লোকের মেহনতানা বাড়াইতে কি কামইতে অথবা তাহারদিগের মেহনতানার প্রকার শুধরিতে ও ফেরফার করিতে পারিবেন ইতি।—১৮১৭ সা। ১২ আ। ১৮ ধা।

পাটাওয়ারী এক্ষণে যে খানে মোকরর না থাকে সেখানে মোকরর হইলে তাহার মেহনতানার সংখ্যা নিরূপণ হওন ও দেওয়া যাওনের মতের কথা।

৩৩। এই আইনের লিখিত নিয়মের মতে কোন জন যে স্থানেতে ইহার পুর্ব্বে পাটওয়ারীগিরী কর্ম্মে কেহ মোকরর না থাকে সেই স্থানে ঐ কর্ম্মে নিযুক্ত হইতে হইলে তাহার মেহনতানার পরিমাণের ও তাহা দেওয়া যাইবার প্রকারের নিরূপণ সেস্থানের আশপাশের গ্রামের রীতি ও রেওয়াজের দৃষ্টে কালেকটর সাহেবের বিবেচনাক্রমে হইবেক ইতি।—১৮১৭ সা। ১২ আ। ১৯ ধা।

যেং প্রকারেতে আদালতের সাহেবদিগের পাটওয়ারী দিগের নালিশের বিচার ও নিষ্পত্তি করিতে বারণ হইল তাহার কথা।

৩৪। যদি কোন পাটওয়ারী গ্রামের অধিকারী কি ইজারদারদিগের নামে আপন মেহনতানা না পাওনের বাবৎ নালিশ আদালতে দরপেশ করে তবে সেই আদালতের জজসাহেবকে অতিনিষেধ আছে যে এমত নালিশের বিচার ও নিষ্পত্তি না করেন এবং আদালতের সাহেবদিগকে নিষেধ করা যাইতেছে যে যদি তাঁহারদিগের হজুরে কালেকটর সাহেবের নামে এই আইনানুসারে ঐ সাহেবের হওয়া ক্ষমতাক্রমে করা কোন নিষ্পত্তির বাবৎ কোন নালিশ উপস্থিত হয় তবে এমত নালিশেরো বিচার ও নিষ্পত্তি না করেন্ ইতি। —১৮১৭ সা। ১২ আ। ৩৪ ধা।

পাটওয়ারীরা মোকররহওয়া মেহনতানা না পাইলে

৩৫। পুর্ব্বহইতে যেং ব্যক্তির শিরে পাটওয়ারী লোকের মেহনতানার দিবার দায়থাকে তাহারা কিম্বা যে সকল ব্যক্তির নামে কালেকটর সাহেব কিম্বা মালের কার্য্যভারাক্রান্ত অন্য যে সাহেব

পাটওয়ারীদিগের মেহনতানার নিরূপণ করিবার ক্ষমতা রাখেন তাঁহার হুজুরহইতে তাহা দিবার হুকুম হইয়া থাকে তাহারা যদি পাটওয়ারী লোককে মামুলী কিম্বা নিরূপণ করা মেহনতানা না দেয় তবে সেই পাটওয়ারী লোক ঐ২ ব্যক্তির নামে আপন২ হক পাইবার নিমিত্তে কালেক্টর সাহেবের নিকটে নালিশ করিতে পারিবেক ও ঐ সাহেব মোকদ্দমার সমস্ত বিষয়ের তজবীজ করিয়া গ্রামের রীতি ও রেওয়াজের মতানুসারে নিষ্পত্তি করিবেন এবং কালেক্টর সাহেব পাটওয়ারীর পাওনা টাকা সেই ব্যক্তির স্থানে জবরী করিয়া দেওয়াইয়া দিতে আর ঐ ব্যক্তির অবস্থা ও শক্তিমতে ৫০ পঞ্চাশ টাকার অধিক না হয় এমত জরীমানা করিতে পারিবেন ইতি।—১৮১৭ সা। ১২ আ। ২১ ধা।

যাহা করিতে হইবেক তাহার কথা।

যে ব্যক্তি ঐ মেহনতানা না দিয়া থাকে তাহার স্থানে কালেক্টর সাহেব জবরী করিয়া দেওয়াইতে ও তাহার জরীমানা করিতে পারিবার কথা।

৩৬। যে সকল মোকদ্দমার নিষ্পত্তিহওনের নির্ভর স্থানের রীতি ও রেওয়াজের প্রতি থাকে সে সমস্ত মোকদ্দমাতে কালেক্টর সাহেব ঐ রীতি ও রেওয়াজের বিষয়ে পরগনার কানুনগো লোকের পাঠান দস্তখতী রিপোর্টসকল সেই২ মোকদ্দমার আসল কাগজের শামিলে রাখাইবেন ইতি।—১৮১৭ সা। ১২ আ। ২১ ধা।

পরগনার কানুনগোরা তথাকার দস্তুর ও রেওয়াজের রিপোর্ট পাঠাইবার কথা।

৩৭। কালেক্টর সাহেবের উচিত যে আপন২ এলাকা বুঝিয়া বোর্ড রেবিনিউর কি বোর্ড কমিস্যানর সাহেবদিগের কি সুবে বেহার ও বারাণসদেশের কমিস্যানর সাহেবের হুজুরে এই আইনের ২০ ধারানুসারে দেওয়া সমস্ত হুকুমসম্বলিত মিয়াদী রিপোর্ট পাঠাইতে থাকেন ও ঐ বোর্ডের সাহেবেরা ও কমিস্যানর সাহেব ঐ কালেক্টর সাহেবদিগের হুকুম দেওনের পর কেবল ছয় মাসের মধ্যে তাহা রদ করিতে কি শুধরিতে পারিবেন ও ঐ নিরূপিত মিয়াদগতে তাঁহারদিগের ঐ ক্ষমতা থাকিবেক না ইতি।—১৮১৭ সা। ১২ আ। ৩৫ ধা।

কালেক্টর সাহেবেরা এই আইনের ২০ ধারানুসারে দেওয়া সমস্ত হুকুম সম্বলিত মিয়াদী রিপোর্ট পাঠাইবার কথা।

বোর্ডের সাহেবেরা কি কমিস্যানর সাহেব ছয়মাসের মধ্যে এমত২ হুকুম শুধরিতে কি রদ করিতে পারিবার কথা।

৩৮। এই আইনের ২০ ধারার লিখিত নিয়মের অনুসারে কালেক্টর সাহেবের দেওয়া হুকুমমতে যত টাকা পাটওয়ারীদিগের পাওনা হয় তাহাও এই আইনের লিখিত নিয়মের মতে যত টাকা জরীমানা লওনযোগ্য হয় তাহা সরকারের বাকী উসুলকরণের মতে উসুল করা যাইবেক ও জরীমানার সমস্ত টাকা উসুল হইয়া সরকারের তহবীলে দাখিল হইবেক ইতি।—১৮১৭ সা। ১২ আ। ৩৬ ধা।

এই আইনের নিয়ম মতে হওয়া হুকুমের কি জরীমানার টাকা উসুলের মতের কথা।

ঐ জরীমানার টাকা সরকারী তহবীলে দাখিল হইবার কথা।

২৫ ধারা।

কালেক্টর সাহেবের নিকটে জমীদারেরদের মোখ্তার হাজির হওন।

চলিত আইনের যে২ নিয়ম এই আইনানুসারে সাফ রদ কি বদল করা কি শুধরা না গিয়া থাকে তাহা জারী থাকিবার কথা।

৩৯। চলিত আইনের লিখিত যে সকল নিয়মানুসারে এমত হুকুম আছে যে সকল ভূমি বিক্রয় হইয়াছে তাহার কিম্বা যে সকল ভূমি বিক্রয় হইবার হুকুম হইয়াছে তাহার অধিকারিদিগের কি ইজারদারদিগের কিম্বা অংশাংশিহওয়া কি ক্রোকহওয়া ভূমি সকলের অধিকারী কি ইজারদারদিগের কালেক্টর সাহেবের হজুরে কিম্বা কালেক্টর সাহেবের পাঠান কার্য্যকারকের নিকটে ঐ সকল ভূমির কাগজ সকলসমেত হাজিরহইতে হইবেক এবং ঐ সকল অধিকারী ও ইজারদারলোকের ও তাহারদিগের কার্য্যকারক লোকের ঐ সকল কাগজের দুরস্তির ও সাচাইর জওয়াব দিতে হইবেক সে সমস্ত নিয়ম এই আইনানুসারে স্পষ্টক্রমে রদ কি পরিবর্ত্ত করা অথবা শুধরা গিয়া না থাকিলে এক্ষণেও জারী ও চলন হইতে থাকিবেক ইতি।— ১৮১৭ সা। ১২ আ। ২৮ ধা।

যে সকল ভূমি নীলাম কি হস্তান্তর কি অংশাংশ হয় তাহার মালিকদিগের মুলকী কার্য্যকারকদিগকে হাজির করাইতে কালেক্টর সাহেবের ক্ষমতা থাকিবার কথা।

তাহারদিগকে হলফ করাইয়া ঐ সকল ভূমির কাগজের বিষয়ে জোবানবন্দী করিয়া লইবার কথা।

ঐ কার্য্যকারকেরা ইচ্ছাক্রমে কি ভুলেতে কালেক্টর সাহেবের হজুরে হাজির না হইলে তাহারা যে শাস্তি পাইবেক তাহা নিরূপণের কথা।

৪০। যদি কোন ভূমি কিম্বা ভূমির কিসমৎ নীলামে বিক্রয় হইবার হুকুম হয় অথবা ঐ ভূমি তাহার অধিকারী কি অধিকারিদিগের সম্মতিক্রমে অন্যের হাতে যায় কিম্বা আদালতের ডিক্রীক্রমে কি তাহার অধিকারিদিগের মধ্যে এক জনের কি তাহাহইতে অধিক জনের দরখাস্তমতে বাটওয়ারা হয় অথবা ভূমি কি তাহার কিসমৎ ক্রোক্ হয় তবে কালেক্টর সাহেবের ক্ষমতা আছে যে এমত২ ভূমির বন্দোবস্ত করিবার কিম্বা তাহার মোতালক কাগজপত্র হেফাজাতে রাখিবার নিমিত্তে যত প্রকার মুল্কী কার্য্যকারক লোক ঐ২ ভূমির অধিকারিদিগের কি ইজারদারদিগের চাকর থাকে সে সমস্ত কার্য্যকারকদিগকে তলব্ করিতে পারিবেন ও কালেক্টর সাহেব যেমত এই আইনের ২২ ও ২৫ ধারানুসারে পাটওয়ারীদিগকে আপন হজুরে কি অন্য কার্য্যকারকের নিকটে হাজির করাইতে ও হলফ করাইয়া তাহারদিগের জোবানবন্দী করাইয়া লইতে ক্ষমতা রাখেন সেই মত ঐ সকল কাগজের সাচাইর নিমিত্তে ঐ সকল কার্য্যকারককে আপন হজুরে কি অন্যের দ্বারা হলফ করাইয়া তাঁহারদিগের জোবানবন্দী করাইয়া লইতে পারিবেন ও যদি ঐ২ কার্য্যকারকদিগকে কালেক্টর সাহেব কি তাঁহার কার্য্যকারক তলব করিলে তাঁহার কি ঐ কার্য্যকারকের নিকটে ভুলক্রমে কিম্বা ইচ্ছাক্রমে হাজির না হয় ও জবাব না দেয় তবে এমতেও কালেক্টর সাহেবের ক্ষমতা আছে যে পাটওয়ারী হাজির না হওনের বিষয়ে যে প্রকার নিরূপণ হইয়াছে ঐ কার্য্যকারকদিগের বিষয়েও সেই প্রকার আচরণ করেন্ ইতি।— ১৮১৭ সা। ১২ আ। ২৯ ধা।

সমস্ত মুলকী কা

৪১। জানা কর্ত্তব্য যে ২৬ ও ২৭ ধারার লিখিত নিয়মের যে

সকল মুল্‌কী কার্য্যকারক লোক ভূমির বন্দোবস্ত করিবার ও তাহার মোতালক কাগজপত্র হেফাজাতে রাখিবার নিমিত্তে ভূমির অধিকারী কি ইজারদারদিগের চাকর থাকে সে সমস্ত কার্য্যকারকের সহিত সম্পর্ক রাখিবেক ইতি।—১৮১৭ সা। ১২ আ। ৩০ ধা।

র্য্যকারকদিগের সহিত ২৬ ও ২৭ ধারার লিখিত সমস্ত নিয়ম সম্পর্ক রাখিবার কথা।

৪২। যদি ভূমির মালগুজারী কোন কালেক্টর সাহেবের কিম্বা ঐ সাহেবের ক্ষমতা অন্য যে সাহেব রাখেন তাঁহার সরকারের মোতালক যে কোন মোকদ্দমার বিষয়ে এ আইনে কি অন্য২ চলিত আইনে কোন নিয়ম নিরূপণ না হইয়া থাকে সেই মোকদ্দমাতে জমীদার কি ভূমির অন্য অধিকারী কি ইজারদার কিম্বা গোমাস্তা অথবা জমীদার কি ইজারদারের অন্য কর্ম্মকর্ত্তা কি কার্য্যকারককে ঐ ভূমির কাগজপত্রসমেত হাজির করাইবার অবশ্যক হয় তবে ঐ কালেক্টর সাহেবের উচিত যে এ বিষয়ের এত্তেলা আপন এলাকা অর্থাৎ অধিকারী বুঝিয়া বোর্ড রেবিনিউর কিম্বা বোর্ড কমিস্যনর সাহেবদিগকে কিম্বা সুবে বেহার ও বারাণসদেশের কমিস্যনর সাহেবকে দেন্ ও এমতে ঐ বোর্ডের সাহেবেরা কি কমিস্যনর সাহেব ঐ কালেক্টর সাহেব কি অন্য কার্য্যকারক সাহেবকে ভূমির অধিকারী কিম্বা ইজারদার কিম্বা গোমাস্তা অথবা অন্য কর্ম্মকর্ত্তা কি কার্য্যকারকের উপর তাহারদিগের দখলে কি জিম্মাতে থাকা ভূমির মোতালক সমস্ত কাগজপত্রসমেত হাজির হইবার হুকুম জারী করিবার অনুমতি দিবেন ইতি। ১৮১৭ সা। ১২ আ। ৩১ ধা।

যে২ মোকদ্দমাতে এই আইনানুসারে কোন নিয়ম নির্দ্দিষ্ট হয় নাই তাহাতে অধিকারী কি ইজারদারদিগকে কাগজ সমেত তলব করিতে হইলে কালেক্টরসাহেবের যে কর্ত্তব্য তাহার কথা।

৪৩। যদি কালেক্টর সাহেবের কি অন্য কার্য্যকারক সাহেবের এমত২ ব্যক্তিকে হাজির করাইবার আবশ্যক হয় তবে তাঁহারদিগের কর্ত্তব্য যে ঐ সকল ব্যক্তির নামে তাহারদিগের হাজির হইবার করণের বয়ান ও তলবী যে২ কাগজ তাহারদিগের সঙ্গে আনিতে হইবেক তাহার তফসীলসম্বলিত আপন দস্তখতী পরওয়ানা জারী করেন্ ও যদি ঐ ভূমির অধিকারী কিম্বা ইজারদার কালেক্টর সাহেবের পরওয়ানার লিখিত মিয়াদের মধ্যে ইচ্ছাক্রমে কি ভুলক্রমে তলবী সমস্ত হিসাব ও কাগজসমেত আপনি হাজির না হয় কিম্বা আপন কর্ম্মকর্ত্তা কি কার্য্যকারককে হাজির না করে তবে বোর্ড রেবিনিউর ও বোর্ড কমিস্যনর সাহেবেরা ও সুবে বেহার ও বারাণসদেশের কমিস্যনর সাহেব আপন২ এলাকা অর্থাৎ অধিকার বুঝিয়া যাবৎ ঐ ব্যক্তি কালেক্টর সাহেবের পরওয়ানার লিখনমতে কার্য্য না করে তাবৎ তাহার আহওয়াল ও শক্তি বুঝিয়া দিন২ জরীমানা দিবার হুকুম তাহার উপর দিয়া ইহার সম্বাদ শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলে পাঠাইয়া দিবেন যদি শ্রীযুতের হজুরে ঐ জরীমানা মঞ্জুর হয় ও বহাল থাকে তবে সরকারের বাকী টাকা যে প্রকারে উসুল করা যায় এই জরীমানার টাকাও সেই প্রকারে উসুল করা যাইবেক ইতি।—১৮১৭ সা। ১২ আ। ৩২ ধা।

এমত২ প্রকারে কালেক্টর সাহেবদিগের যে কর্ত্তব্য তাহার কথা।

তলব হইলে ইচ্ছাক্রমে কি ভুলেতে হাজির না হইলে যে শাস্তি হইবেক তাহার কথা।

জরীমানা উসুল করণের প্রকার নিরূপণকরণের কথা।

২৬ ধারা।

নানা জিলায় পাটওয়ারীর নিয়ম জারী করণ।

জিলা মেদিনী পুরে ও হিজলীর কালেক্টর সাহেবের তাবে মহালসকলে ইঙ্গরেজী ১৮১৭ সালের ১২ আইনের লিখিত নিয়মমত কার্য্য হইবার কথা।

৪৪। জানা কর্ত্তব্য যে ইঙ্গরেজী ১৮১৭ সালের ১২ আইনে যে সকল নিয়ম লেখা গিয়াছে জিলা মেদিনীপুরে ও যে সকল মহাল হিজলীর কালেক্টর সাহেবের হুকুমের তাবে আছে সে সকল মহালে ও সেই সকল নিয়মমত কার্য্য হইবেক ইতি।—১৮১৭ সা। ১৩ আ। ৩ ধা।

এই ধারার লিখিত জিলাতে ইঙ্গরেজী ১৮১৭ সালের ১২ আইনের লিখিত কথা চলিবার কথা।

৪৫। এই ধারানুসারে জিলা চব্বিশপরগনা ও নদীয়া ও যশোহর ও ঢাকা জলালপুর বাকরগঞ্জেতে ইঙ্গরেজী ১৮১৭ সালের ১২ আইনের লিখিত কথা জারী ও চলন হইবেক ইতি।—১৮১৮ সা। ১ আ। ৩ ধা।

ইঙ্গরেজী ১৮১৭ সালের ১২ আইনের লিখিত হুকুম সুবে বাঙ্গালার জিলাতে জারী হইবার কথা।

৪৬। জানান যাইতেছে যে ইঙ্গরেজী ১৮১৭ সালের ২ আইনের লিখিত হুকুম সুবে বাঙ্গালার যে সকল জিলাতে এখনপর্য্যন্ত জারী ও চলন হয় নাহি এই প্রকরণানুসারে সে সকল জিলাতে জারী ও চলন হইবেক ইতি।—১৮১৯ সা। ১ আ। ৪ ধা। ২ প্র।

কোন২ জিলা কিম্বা অন্য২ স্থানে ইঙ্গরেজী ১৮১৭ সালের ১২ আইনের লিখিত হুকুম জারী হওনহইতে খারিজ রাখিতে বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের ক্ষমতা থাকিবার কথা।

৪৭। বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের ক্ষমতা থাকিবেক যে ইঙ্গরেজী ১৮১৭ সালের ১২ দ্বাদশ আইনের ৩ ও ১৮ ও ৩৩ ধারানুসারে তাঁহারদিগের প্রতি অর্পণহওয়া ক্ষমতাক্রমে যাবৎ এবিষয়ের নিরূপণ না হয় যে কত জন পাটওয়ারী মোকরর্‌করা কিম্বা বহাল রাখা যাইবেক ও তাহারা যে প্রকারে পাপন২ কর্ম্মের মেহনতানা পাইবেকও যেং মহাল ঐ আইনের লিখিত হুকুম জারী হওয়াহইতে সর্ব্বকাল খারিজ থাকিবেক সেইকালপর্য্যন্ত ইশ্‌তিহার নামা জারীকরণানুসারে জিলা চট্টগ্রাম ও শিলহট্‌ ও সুবে বাঙ্গলার মধ্যে আর যেং স্থানেতে অনেক খোরদা জমীদার আছে সেং স্থান ঐ আইনের লিখিত হুকুম জারী হওনহইতে খারিজ রাখেন ইতি।—১৮১৯ সা। ১ আ। ৪ ধা। ৬ প্র।

কানুনগো।

২৭ ধারা।

দত্ত ও জয়প্রাপ্তদেশে ও বারাণসে কানুনগোরদিগকে নিযুক্তকরণ ও তাহারদের কর্ত্তব্য কার্য্য।

১ ইং লাং ১১। [তর্জমা হয় নাই।]

২৮ ধারা।

সাহাবাদে ও তীরহুতে ও সারণে ও বেহারে কানুনগোরদিগকে নিযুক্তকরণ ও তাহারদের কর্ত্তব্য কার্য্য।

১২ ইং লাং ২৩। [তর্জমা হয় নাই।]

২৯ ধারা।

কটক ও পটাসপুরে কানুনগোরদিগকে নিযুক্তকরণ ও তাহারদের কর্ত্তব্য কার্য্য।

২৪ ইং লাং ২৮। [তর্জমা হয় নাই।]

২৯। জানা কর্ত্তব্য যে ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ২৭ আইনের ৩৭ ধারার ৩ প্রকরণের লিখিত কথা যে প্রকারে ঐ প্রকরণের লিখিত কার্য্যকারক সাহেবদিগের সহিত সম্পর্ক রাখে সেইরূপে সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবেরো সহিত সম্পর্ক রাখিবেক ইতি।—১৮১৬ সা। ৮ আ। ৬ ধা।

ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ২৭ আইনের ৩৭ ধারার ২ প্রকরণের কথা সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের সহিত সম্পর্ক রাখিবার কথা।

৩০ ইং লাং ৩৫। [তর্জমা হয় নাই।]

৩০ ধারা।

বেহারে কানুনগোরদিগকে নিযুক্তকরণ

৩৬। ৩৭। [তর্জমা হয় নাই।]

৩১ ধারা।

হিজলী ও মেদিনীপুরে কানুনগোরদিগকে নিযুক্তকরণ ও তাহারদের কর্ত্তব্য কার্য্য।

৩৮। যেহেতুক পরগনা পটাসপুরে ও ঐ পরগনার মোতালক পরগনাসকলেতে কানুনগোয়ী সিরিস্তা মোকরর হইবার নিমিত্তে

হেতুবাদ।

ইঙ্গরেজী ১৮১৬ সালের ৫ আইনের অনুসারে কএক নিয়ম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে ও হিজলীর কালেক্টর সাহেবের হুকুমের তাবে যে সকল মহাল আছে সে সকল মহালেতে ও জিলা মেদিনীপুরে ঐ সিরিস্তা মোকরর হওয়া ও ইঙ্গরেজী ১৮১৭ সালের ১২ আইনের লিখিত নিয়মসকল ঐ জিলা ও মহাল সকলের সহিত সম্পর্ক রাখা উপযুক্ত বোধ হইল একারণ শ্রীযুত বৈস প্রসীডেণ্ট সাহেব বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে নীচের লিখিতব্য দাঁড়াসকল নির্দ্দিষ্ট হইল যে ইঙ্গরেজী ১৮১৭ সালের সেপ্তম্বর মাসের ১ পহিলা তারিখহইতে জারীও চলন হয় ইতি।—১৮১৭ সা। ১৩ আ। ১ ধা।

জিলা মেদিনীপুরে ও হিজলীর কালেক্টর সাহেবের তাবে মহালসকলে কানুনগো মোকরর হইবার কথা।

৩৯। যে প্রকারে ও যে২ কর্ম্মনির্ব্বাহ করিবার নিমিত্তে ইঙ্গরেজী ১৮১৬ সালের ৫ আইনানুসারে জিলা কটকে ও পরগনা পটাসপুরেও ঐ পরগনার মোতালক পরগনাসকলে কানুনগো লোকেরা মোকরর হইতেছে সেই প্রকারে ও সেই২ কর্ম্মনির্ব্বাহ করিবার নিমিত্তে জিলা মেদিনীপুরেও হিজলীর কালেক্টর সাহেবের হুকুমের তাবে মহালসকলেতে ঐ২ স্থানের কালেক্টর সাহেবের বিবেচনাক্রমে কানুনগো লোক মোকরর হইবেক ও এই আইনানুসারে জিলা মেদিনীপুরে ও হিজলীর কালেক্টর সাহেবের হুকুমের তাবে মহালসকলেতে ঐ আইনেতে যে সকল নিয়ম লেখা গিয়াছে তাহার যাহা২ ঐ২ স্থানের ভাবগতিকের দৃষ্টে উপযুক্ত হয় তাহা ফেরফার হইয়া সেই সমস্ত নিয়মমতে কার্য্য হইবেক ইতি।—১৮১৭ সা। ১৩ আ। ২ ধা।

৩২ ধারা।

জিলা চব্বিশপরগনা ও নদীয়া ও যশোহর ও ঢাকাজলালপুর ও বাকরগঞ্জেতে কানুনগো নিযুক্তকরণ।

হেতুবাদ।

৪০। জিলা চব্বিশপরগনা ও নদীয়া ও যশোহর ও ঢাকাজলালপুর ও বাকরগঞ্জেতে কানুনগোয়ী সিরিস্তা মোকরর করা ও ইঙ্গরেজী ১৮১৭ সালের ১২ আইনের লিখিত কথা ঐ সকল জিলাতে জারী ও চলনহওয়া উচিত বোধ হইল একারণ শ্রীযুত বৈসপ্রসীডেণ্ট সাহেব বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে নীচের লিখিতব্য দাঁড়া নির্দ্দিষ্ট হইল যে তাহা এ আইন জারীহওনের তারিখঅবধি ঐ২ জিলাতে জারী ও চলন হয় ইতি।—১৮১৮ সা। ১ আ। ১ ধা।

জিলা চব্বিশ পরগনা ও নদীয়া ও যশোহর ও ঢাকা জলালপুর ও বাকরগঞ্জে কানুনগো লোক মোকরর হইবার কথা।

৪১। জানান যাইতেছে যে জিলা চব্বিশপরগনা ও নদীয়া ও যশোহর ও ঢাকা জলালপুর ও বাকরগঞ্জেতে ঐ২ জিলার কালেক্টর সাহেবদিগের হজুরহইতে ইঙ্গরেজী ১৮১৬ সালের ৫ আইনের নিরূপিত প্রকারে ও ঐ আইনেতে কটক জিলা ও পরগনা পটাসপুর ও তাহার মোতালক মহালসকলের নিমিত্তে যে কর্ম্ম কার্য্যের কথা বিবরিয়া লেখা গিয়াছে সেই২ কর্ম্মকার্য্যের আঞ্জাম

করিবার নিমিত্তে কানুনগো লোকেরা মোকরর্ হইবেক ও এই ধারানুসারে ঐ আইনের লিখিত সমস্ত হুকুম উপরের লিখিত জিলা সকলেতে জারী ও চলন হইবেক ইতি।—১৮১৮ সা। ১ আ। ২ ধা।

৩৩ ধারা।

বঙ্গদেশে কানুনগোরদিগকে নিযুক্ত করণ।

৪২। ইঙ্গরেজী ১৮১৬ সালের ৫ আইনের লিখিত হুকুমের অনুসারে ঐ আইনের নিরূপণ করিয়া লেখা কর্ম্মকার্য্যের আঞ্জাম করিবার কারণ যেমতে কটক জিলাতে ও পরগনা পটাসপুরে ও তাহার মোত্তালক মহালেতে কানুনগোরা মোকরর্ হইতেছে সেই মতে ঐ কর্ম্মের আঞ্জাম করিবার নিমিত্তে ইহার পর সুবে বাঙ্গালার মধ্যের সকল জিলাতে কানুনগোরা মোকরর্ হইবেক ও এই প্রকরণানুসারে সুবে বাঙ্গালাতে ঐ আইনের লিখিত সমস্ত হুকুম চলন হইবেক ইতি।—১৮১৯ সা। ১ আ। ৪ ধা। ১ প্র।

সুবে বাঙ্গালার মধ্যে কানুনগোরা ইঙ্গরেজী ১৮১৬ সালের ৫ আইনের প্রস্তাবিত কর্ম্মের নির্ব্বাহার্থে মোকরর্ হইবার কথা।

৪৩। যে সকল প্রকারে কোন হেতুতে কোন জিলার কালেক্‌টর সাহেবকে কানুনগোয়ী কর্ম্মের আঞ্জাম করিবার কারণ লোক ঠাহরাইবার ও তাহাকে ঐ কর্ম্মে মোকরর্ করিবার ক্ষমতা দেওয়া উপযুক্ত বোধ না হয় তাহাতে শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলেতে অন্য যে কার্য্যকারক সাহেবকে উপযুক্ত বোধ হয় তাঁহাকে কেবল ঐ কর্ম্মের নিমিত্তে মোকরর্ করিতে পারিবেন ও ইঙ্গরেজী ১৮১৬ সালের ৫ আইনের ও ১৮১৭ সালের ১২ আইনের লিখিত হুকুমের মতে সরকারের খাজানা তহসীলের কালেক্‌টর সাহেবদিগের যে২ ক্ষমতা হইয়াছে ঐ কার্য্যকারক সাহেব ঐ শ্রীযুতের হজুরহইতে যে মিয়াদে মোকরর্ হন সেই মিয়াদপর্য্যন্ত সেই২ ক্ষমতার কার্য্য করিবেন কিন্তু উপরের লিখিত হুকুমেতে এমত বোধ না হয় যে ঐ জিলাতে কালেক্‌টরী কর্ম্মে যে সাহেব মোকরর্ থাকেন চলিত আইনের লিখিত হুকুম ও কথাসকলের অনুসারে যে২ কর্ম্মকার্য্যের আঞ্জাম তাঁহার করিতে হয় তাহা করিতে পারিবেন না ইতি।—১৮১৯ সা। ১ আ। ৪ ধা। ৩ প্র।

শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলেতে কানুনগোরা বাচনী ও মোকরর্ করিবার কর্ত্তৃত্ব থাকিবার কথা।

৪৪। যদি কোন মহালেতে উপরের হুকুমের লিখনমত কানুনগো কি পাটওয়ারী মোকরর্‌করা অনুপযুক্ত বোধ হয় তবে শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলহইতে এমত মহাল এ আইনের কি কানুনগো ও পাটওয়ারী লোক মোকরর্ হওনের বাবৎ সাবেক আইনের লিখিত হুকুম জারীহওন হইতে খারিজ রাখিতেও পারিবেন ইতি।—১৮১৯ সা। ১ আ। ৪ ধা। ৪ প্র।

কোন২ মহাল এই আইনের লিখিত কানুনগো কি পাটওয়ারী মোকররকরণের বাবৎ সাবেক আইনের লিখিত হুকুম জারীহওনহইতে খারিজ করিতে ঐ শ্রীযুতের হজুর কৌন্সেলেতে কর্ত্তৃত্ব থাকিবার কথা।

কোন জিলার বিশেষ গতিক ও প্রকারের দৃষ্টে কানুনগোদিগের কর্ত্তব্য কর্ম্মকার্য্যের ফের ফার করিতে বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের ক্ষমতা থাকিবার কথা।

৪৫। বোর্ড রেবিনিউর সাহেবেরা কিম্বা অন্য যে সাহেবদিগকে ঐ সাহেবদিগের ক্ষমতা দেওয়া গিয়া থাকে তাঁহারা ইঙ্গরেজী ১৮১৮ সালে ৪ আইনের ৭ ধারার লিখিত হুকুম কি তাহার মত অন্য আইনের লিখিত অন্য কোন হুকুম নির্দ্দিষ্ট হওয়া সত্ত্বেও কোন জিলার বিশেষ গতিক ও প্রকারের দৃষ্টে কানুনগোলোকের কর্ত্তব্য নিরূপিত কার্য্যকর্ম্মের মধ্যে যে কিছু ফেরফারকরা আবশ্যক বুঝেন্ তাহা করিতেও পারিবেন ইতি।—১৮১৯ সা। ১ আ। ৪ ধা। ৫ প্র।

৩৪ ধারা।

কানুনগোর ভূমি।

হেতুবাদ।

৪৬। যেহেতুক ইঙ্গরেজী ১৮১৬ সালের ২ আইনের ৫ ধারাতে এমত নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে যে সুবে বেহারে সামান্যতঃ কানুনগোদিগের কানুনগোয়ী পদক্রমে তাহারদিগের ভোগ দখলে থাকা ভূমির খাজানা বাজেয়াপ্ত হওনের যোগ্য হইবেক এবং তৎপ্রযুক্ত ঐ আইনানুসারে ঐ প্রকারে ভোগদখলকরা অনেক২ ভূমি বাজেয়াপ্ত হইয়াছে এবং ঐ২ ভূমিতে যাহার২ জমীদারী স্বত্ব বোধ হইল তাহারা ঐ২ ভূমির নিমিত্তে সরকারের রাজস্ব দিবার কবুলিয়ৎ দিতে গ্রাহ্য হইয়াছে কিন্তু ঐ উপরের লিখিত আইনের হুকুমানুসারে করা কার্য্যের রূবকারী বিলক্ষণরূপে বিবেচনাকরণদ্বারা শ্রীযুত নওয়াব গবরনর জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলেতে ইহা বোধ হইল যে ঐ২ ভূমিতে ঐ কানুনগোরা কি তাহারদিগের স্থলাভিষিক্তেরা যাহা পাইয়াছে এবং বহুকালাবধি যাহা ভোগ করিয়া আসিয়াছে তাহা সর্ব্বতোভাবে হরণকরা উচিত নহে অতএব ইঙ্গরেজী ১৮২২ সালের ১৪ ফেব্রুআরিতে শ্রীযুত নওয়াব গবরনর জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে এমত নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে যে কানুনগোদিগের কি তাহারদিগের স্থলাভিষিক্তেরদের ভোগদখলে ও কর্ত্তৃত্ব তলে থাকা ও খাজানালওয়া ভূমিতে পুনর্ব্বার তাহারদিগকে দখল দেওয়া যায় এবং ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১৯ আইনের ৮ ধারার ২ প্রকরণের নির্দ্ধারিত মূলদাঁড়ানুসারে সেই ভূমির কারণ তাহারদিগের সহিত বন্দোবস্তকরা যায় অর্থাৎ ঐ২ ভূমি যে পরগনার মধ্যগত হয় সেই পরগনার মধ্যের ঐ প্রকার অন্য২ ভূমির সাম্বৎসরিক উৎপন্ন অর্থাৎ খাজানা যে হারে ধরা যায় সেই হারে ঐ ভূমির যে উৎপন্ন অর্থাৎ খাজানা ঐ কানুনগোদিগের পদক্রমে হওয়া মিনাহীদখল বাজেয়াপ্ত হওনের পূর্ব্বে সেই ভূমির অধিকারিরা যে মালিকানা কি অন্য লাভ পাইত তাহারদিগের সে মালিকানা কি লাভ বহাল রাখিয়া খাজানা হয় তাহার অর্দ্ধেক সরকারের প্রাপ্য রাজস্ব ঐ২ ভূমির উপর নিরূপণকরা যায় এবং যেহেতুক বাজেয়াপ্তহওয়া নিষ্কর ভূমির বন্দোবস্তের বিষয়ে চলিত আইনের লিখিত হুকুম সম্যক্ প্রকারে ঐ বিষয়েতে সম্পর্ক রাখে না এবং মিনাহীদার কানুনগোরা পূর্ব্বে যে ভূমি কি খাজানা কি উৎপন্ন ভোগদখল করিতে সরকারের ঐ নিরূপিত

রাজস্বদেওনের অধীনতায় তাহারদিগের ঐ ভোগদখল বহাল রাখিবার নিমিত্তে আদালতের সাহেবদিগের উপরের উক্ত নিয়ম মত্তাচরণ করিবার নিমিত্তে বিশেষ হুকুম নির্দ্দিষ্ট করা উপযুক্ত বোধ হইল এবং যেহেতুক কানুনগোদিগের ও তাহারদিগের পদক্রমে তাহারদিগের ভোগদখলে থাকা ভূমির বিষয়ে উপবের লিখনানুরূপ যেং হুকুম আছে তদনুসারে এদেশের অন্যং স্থানে যেং ভূমি বাজেয়াফ্ত হয় ঐং ভূমির বন্দোবস্ত ঐ মূলদাঁড়ানুসারে করণের উপায় করণ উপযুক্ত বোধ হইল এবং যেহেতুক সরকারের কার্য্যকারক সাহেবদিগের দ্বারা যে নিষ্কর ভূমি বাজেয়াফ্ত হইয়া ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১৯ আইনের ৮ ধারার ২ প্রকরণের নির্দ্ধারিত মূলদাঁড়ানুসারে তাহার উপর জমা মোকরর্ হইয়াছে সেই নিষ্কর ভূমির দখীলকারদিগের সম্বন্ধে যে কুলোদয় হইতে ঐ আইনের তাৎপর্য্য ছিল তাহা তাহারদিগের সম্বন্ধে রাখা এবং যাহারা নিষ্কররূপে ইহার পূর্ব্বে কোন ভূমি ভোগদখল করিয়াছে ঐ ভূমি জমা মোকরর্করণের যোগ্য হইলে ও তাহা তাহারদিগের কিম্বা তাহারদিগের স্থলাভিষিক্তদিগের ভোগদখলে রাখিতে সরকারের ক্ষমতা আছে ইহাও জানান উপযুক্ত বোধ হইল অতএব উপরের উক্ত ঐং কারণপ্রযুক্ত নীচের লিখিতব্য হুকুমসকল নির্দ্দিষ্ট হইল এবং এই আইন জারী হওনের তারিখঅবধি ফোর্ট উলিয়ম অর্থাৎ কলিকাতা রাজধানীর তাবে সমস্ত দেশে প্রবল হইবেক ইতি।—১৮২৫ সা। ১৩ আ। ১ ধা।

পূর্ব্বের নিষ্কররূপে কানুনগোদিগের করা দখলহইতে বাজেয়াফ্তহওয়া ভূমি কোনং কারণপ্রযুক্ত সরকারের হুকুমের দ্বারা মিনাহীদার ও তাহারদিগের উত্তরাধিকারিদিগের দখলে রাখা যাওনের কথা।

রাজস্ব দেওনের অধীনতায়।

জমীদারী স্বত্বের কি স্বত্বের দাওয়াদারদিগের বিষয়ের হুকুম।

৪৭। কানুনগোয়ীপদক্রমে কানুনগোদিগের ভোগদখলকরা ভূমির বিষয়ে ইঙ্গরেজী ১৮০৮ সালের যে ৪ আইন এবং ১৮১৬ সালের ২ ও ৫ আইন এবং চলিত আর যে কোন আইন সম্পর্ক রাখে ঐং আইনানুসারে নিষ্কররূপে ভোগদখলকরা ভূমি বাজেয়াফ্ত হইলে যদি মিনাহী কি নিষ্কররূপে ভোগদখল ও ভূমির স্বত্বাধিকার ভিন্নং জনের হয় তবে শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলেতে এমত ক্ষমতা থাকিবেক যে বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগ্‌কে কি ঐ বাজেয়াফ্ত করিবার ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোন সাহেব কি সাহেবেরদিগ্‌কে হুকুম দেন্ যে ঐ মিনাহীদারদিগ্‌কে ও তাহারদিগের উত্তরাধিকারিদিগ্‌কে ঐ শ্রীযুতের হজুর কৌন্সেলেতে ঐ ভূমির যে জমা উপযুক্ত বোধ হয় তাহা দেওনের অধীনতায় ঐ ভূমি ভোগদখল ও তাহার কর্ত্তৃত্ব করিতে স্থির রাখেন্ এবং যাহারা ঐ ভূমিতে জমীদারীস্বত্বের কি অন্য কোন স্বত্বাধিকারিত্বের দাওয়া করে তাহারা ঐ ভোগদখল বাজেয়াফ্ত না হওনপর্য্যন্ত যাহা পাইয়াছে তাহার কিম্বা সরকার ঐ ভূমি জমা মোকররকরণবিনা সর্ব্বকাল অমনি রাখা স্থির করিলে যাহা পাইতে পারিত তাহার অতিরিক্ত ঐ ভূমির কোন খাজানা কি উৎপন্ন কি উপস্বত্ব পাইবার অধিকার রাখিবেক না সুতরাং যে লোকেরা এমতং ভূমি নিষ্কররূপে ভোগদখল করা যাওনের সময়ে তাহার দখীলকার না থাকিয়াও তাহার মালিকহওনের দাওয়া করে তাহারা মালিকানা পাইয়া থাকুক বা

দাওয়াদারেরা সরকারের অনুমতিক্রমে মিনাহীদারদিগের পাওয়া দখলের ব্যাঘাত করিতে না পারিবার কথা।

না থাকুক শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হুজুর কৌন্সেল হইতে ঐ ভূমি মিনাহীদারদিগের ভোগদখলে থাকনের হুকুম দিলে তাহারদিগের কি তাহারদিগের উত্তরাধিকারিদিগের কি স্থলাভিষিক্তেরদের তাহা ভোগদখলকরণের ব্যাঘাত কোন রূপে করিতে পারিবেক না এবং এই হুকুমের তাৎপর্য্য ও অর্থের বিপরীতে ঐ দাওয়াদারদিগের দ্বারা পুনর্ব্বার ঐ ভূমিতে দখল পাইবার নিমিত্তে যে দাওয়া উপস্থিত করা যায় তাহা ডিস্‌মিস্ হইবেক ও ঐ দাওয়াদার তাহার সমস্ত খরচা দিবেক কিন্তু ইহাও হুকুম করা যাইতেছে

বিশেষ হুকুম।

যে যদি এমত হয় যে কোন জমীদার কি ভূমির অন্য অধিকারী কোন ভূমি নিষ্কররূপে ভোগদখলহওনের সময়ে তাহার নিমিত্তে কিছু মালিকানা কিম্বা স্বত্বজন্য অন্য লাভ পাইত তবে ঐ নিষ্কররূপে ভোগদখলীকরা ভূমি বাজেয়াপ্ত হইলেও তাহা বাজেয়াপ্ত না হইলে যেমন মালিকানা কি অন্য লাভ পাইত সেই মত পাইবেক ইতি।—১৮২৫ সা। ১৩ আ। ২ ধা।

মিনাহীদারদিগের বহাল রাখা ভোগদখল ইস্তমরারী ও হস্তান্তরকরণীয় হইবার কিন্তু ভূমি সরকারগত হইলে জমীদারী স্বত্বের অধিকারিরা নিরূপণীয় জমাদেওনের অধীনতায় তাহার মালগুজারী করিবার কবুলিয়ৎ দিতে গ্রাহ্য হইবার কথা।

৪৮। মিনাহীদারদিগের যে ভোগদখল এই আইনের হেতুবাদের লিখিত নিয়মানুসারে শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হুজুর কৌন্সেলহইতে বহাল রাখা গিয়াছে কিম্বা ইহার পূর্ব্ববর্ত্তি ধারানুসারে রাখা যাইবেক সে ভোগদখল ইস্তমরারী ও হস্তান্তরকরণযোগ্য জানা যাইবেক কিন্তু ঐ ভূমি যদি সরকারের স্বত্বগত হয় তবে যাহারা ঐ ভূমিতে জমীদারী স্বত্ব কি অন্য স্বত্বজন্য লাভের অধিকারী তাহারা ঐ ভূমির প্রকৃত উৎপন্নের দৃষ্টে যে নূতন জমা মোকরর্ করা যাইবেক তাহা দেওনের ও চলিত আইনের অধীনতায় ঐ ভূমির মালগুজারী করিবার কবুলিয়ৎ দিতে গ্রাহ্য হইবেক ইতি।—১৮২৫ সা। ১৩ আ। ৩ ধা।

তহসীলদার।

[তহসীলদারের বিষয়ে যে বিধান হইয়াছে তাহা রাজস্ব আদায়করণবিষয় যে অধ্যায়ে লেখা আছে তাহাতে পাওয়া যাইবে।]

রাজস্ব আদায় ও মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা এক জনকে দেওনবিষয়।

৩৫ ধারা।

কালেক্‌টর ও মাজিষ্ট্রেট সাহেবের ক্ষমতা এক জন সাহেবকে দেওন।

১। শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্‌ জেনরল বাহাদুর হুজুর কৌন্সেলহইতে মাজিষ্ট্রেট কি জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট্‌ সাহেবলোককে চলিত আইনানুসারে যে সকল ক্ষমতার্পণ হইয়াছে সেই সকল ক্ষমতা সমুদয় কি তাহার মধ্যহইতে কোন২ ক্ষমতা মালগুজারীর কোন কালেক্‌টর সাহেবকে কি অন্য যে কার্য্যকারক সাহেবের প্রতি সরকারের রাজস্ব তহসীলের ভার থাকে তাঁহাকে দিতে পারিবেন এবং ঐ শ্রীযুত কোন মাজিষ্ট্রেট্‌ কি জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট সাহেবকে কিম্বা মাজিষ্ট্রেটসাহেবের তাবে কোন আসিষ্টাণ্ট সাহেবকে সরকারের মালগুজারীতহসীলের মোতালক কর্ম্মকার্য্যের নির্ব্বাহ করিবার অনুমতি দিয়া মালগুজারীর কালেক্‌টর সাহেবদিগকে কি অন্য যে সাহেবদিগের প্রতি সরকারের রাজস্ব তহসীলের কর্ম্মের ভার থাকে তাঁহারদিগকে অর্পণহওয়া সমুদয় ক্ষমতা কি তাহাহইতে কোন২ ক্ষমতা ঐ মাজিষ্ট্রেট্‌ইত্যাদি সাহেবকে দিতে পারিবেন ইতি।—১৮২১ সা। ৪ আ। ২ ধা।

শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্‌ মাজিষ্ট্রেট কি জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট সাহেবের ক্ষমতা রাজস্বের কার্য্যভারাক্রান্ত কালেক্‌টর কি অন্য সাহেবকে দিতে এবং ঐ মাজিষ্ট্রেট্‌আদি সাহেবকে ঐ কালেক্‌টর সাহেব আদির ক্ষমতা দিতে পারিবার কথা।

২। যদি কোন মাজিষ্ট্রেট্‌ কি জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট্‌ সাহেবকে কিম্বা মাজিষ্ট্রেট্‌ সাহেবের তাবে আসিষ্টাণ্টসাহেবকে সরকারের মালগুজারী তহসীলের কার্য্যকরণেরভার অর্পণ হয় তবে তিনি তাহাতে প্রবৃত্ত হওনের পূর্ব্বে ইঙ্গরেজী ১৮০৪ সালের ৫ আইনের ২৫ ও ২৬ ধারার লিখিত পাঠেতে হলফ করিয়া হলফনামাতে দস্তখৎ করিবেন ইতি।—১৮২১ সা। ৪ আ। ৩ ধা। ১ প্র।

মাজিষ্ট্রেট্‌ কি জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট কি আসিষ্টাণ্ট সাহেব রাজস্ব তহসীলের ভারে নিযুক্ত হওন মতে তাঁহারদিগের হলফ করিবার কথা।

[এই শপথ এই গ্রন্থের ২২ পৃষ্ঠায় দেওয়াগিয়াছে।]

৩। যদি মালগুজারীর কোন কালেক্‌টর সাহেবকে কি সরকারের রাজস্ব তহসীলের কার্য্যভারাক্রান্ত অন্য সাহেবকে মাজিষ্ট্রেট কি জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট্‌ সাহেবের ভারসম্পর্কীয় কর্ম্মকার্য্যের নির্ব্বাহ করিবার ভার হয় তবে তাঁহার ঐ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে ইঙ্গরেজী

সরকারের রাজস্ব তহসীলের কার্য্যভারাক্রান্ত কালেক্‌টর কি অন্য সাহে

বকে মাজিস্ট্রেট কি জাইন্ট মাজিস্ট্রেটে র ভারার্পণ হওনম তে তাহারদিগের হলফ করিতে হইবা র কথা।

১৭৯৩ সালের ৯ আইনের ২ ধারার ও ১৭৯৩ সালের ১৩ আই নের ৩ ধারার ১ প্রকরণের লিখিত পাঠেতে হলফ করিয়া হলফনা মাতে দস্তখৎ করিতে হইবেক কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে ঐ সাহেবদি গের মোতালক কর্ম্মকার্য্যের দৃষ্টে ঐ হলফনামার পাঠের ফেরফার হইবেক ইতি।—১৮২১ সা। ৪ আ। ৩ ধা।২ প্র।

সকল জিলা ও শহরের দেওয়ানী আদালতের সাহে বদিগের জনে২ আ পন২ এলাকার ফৌ জদারীর সাহেব হ ইবার কথা।

* সকল জিলা ও শহর আজীমাবাদ ডাকে পাটনা ও শহর জাহাঁগীরনগর ডাকে ঢাকা ও শহর মুরশিদাবাদের দেওয়ানী আদালতের জজ সাহেবদিগের জনে২ আপন২ মোতালক জিলা কিম্বা শহরের মাজিস্ট্রেট অর্থাৎ ফৌজদা রীর সাহেব হইবেন অতএব কর্ত্তব্য যে ঐ এক২ সাহেব ফৌজদারী কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হজুরে কিম্বা ঐ শ্রীযুতের হজুরহইতে অন্য যাহার স্থানে সুকৃতি করিবার নিমি ত্তে হুকুম হয় তথায় নীচের লিখিত পাঠক্রমে সুকৃতি করিয়া সুকৃতি পত্রে স্বা ক্ষর করেন। সুকৃতির পাঠ এই যে লিখিতং শ্রীযুত অমুকস্য আমি অমুক জিলা কিম্বা অমুক শহরের ফৌজদারী কার্য্যে নিযুক্ত হইলাম একারণ সুকৃতি করি তেছি এইমতে যে এই জিলা কিম্বা শহরের রক্ষা হইবার ও বজায় থাকিবার বন্দোবস্ত যথাসাধ্যে করিব এবং আপন ভারের কার্য্য নির্লিপ্তে ও বিনাপক্ষ পাতে করিব এবং আপন কার্য্যের সরবরাহ দিতে ও ইহার মোতালক কোন কার্য্য চালাইতে শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হজুরের হুকুম মতে যে রসুম কিম্বা বেতন অথবা লাভ সম্ভব আছে ও উত্তর কালে সম্ভব হয় তাহা ছাড়া কিছু রসুম কিম্বা বেতন অথবা লাভ স্পষ্টক্রমে কিম্বা চক্রান্তে চা হিব না ও লইব না এবং আপন জ্ঞাতসারে অন্যকেও চাহিতে ও লইতে দিব না এবং ঐ শ্রীযুতের হজুরের যে সকল আইন এইক্ষণে চলন ও জারী আছে ও পশ্চাৎ জারী হয় তাহার অনুসারে আপন বুদ্ধিসাধ্যে সাবধানে আপন কার্য্য করিব ইতি।—১৭৯৩ সা। ৯ আ। ২ ধা।

ফৌজদারীর সা হেবদিগের সুকৃতি র বেওরার কথা।

শ্রীযুত কোম্পানির সরকারের চিহ্নিত চাকর যে ইঙ্গরেজ লোক আদালতসক লের রেজিষ্টরওগ য়রহ আমলা তাঁ হারদিগের সুকৃতি র কথা।

শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের বিবেচনাক্রমে শ্রীযুত কো ম্পানির সরকারের চিহ্নিত চাকর ইঙ্গরেজ লোক সকল দেওয়ানী আদালত শ্রীযুত ও ফৌজদারীর রেজিষ্টর ও রেজিষ্টরের আসিষ্টাণ্ট অর্থাৎ ইঙ্গরে জী সিরিস্তাদার ও তাঁহার নায়েব নিযুক্ত হইবেন ও তাঁহারা কার্য্যে বসিবার পূর্ব্বে দরবারের সময় আপনারা যে যে আদালতে নিযুক্ত হন তথাকার জজ সাহেবদিগের নিকটে নীচের লিখনানুসারে সুকৃতি করিয়া সুকৃতিপত্রে স্বাক্ষর করিবেন।

সুকৃতির বেওরা এই যে।

লিখিতং শ্রী অমুকস্য সুকৃতিপত্র মিদং কার্য্যঞ্চাগে আমি সদর দেওয়ানী আদালতের কিম্বা অমুক এলাকার মফঃসল আপীল আদালতের অথবা অমুক জিলা কিম্বা অমুক শহরের দেওয়ানী আদালতে রেজিষ্টর কিম্বা রেজিষ্টরের আসিষ্টাণ্ট অথবা অন্য আমলার কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া সুকৃতি করিতেছি যে আমার মোতালক এই আদালতের রেজিষ্টরী কিম্বা অমুক কার্য্য আপন বুদ্ধিসাধ্যে সাবধানে প্রকৃতপ্রস্তাবে করিব ও এ আদালতে যে মোকদ্দমা উপস্থিত আছে কিম্বা উপস্থিত হয় অথবা নিষ্পত্তি হইয়াছে তাহাতে আমি স্বহস্তে কিম্বা পরহস্তে কোন প্রকারে কাহারো স্থানে চক্রান্তে

অর্থাৎ গোপনে কি অগোপনে কিছু টাকা কিম্বা জিনিস নজর অথবা সও গাতে লইব না এবং আমার জাতসারে আমার চাকর ও আমার তাবে লোক কাহাকেও এ আদালতে যে মোকদ্দমা উপস্থিত আছে কিম্বা উপস্থিত হয় অথবা নিষ্পত্তি হইয়াছে তাহাতে তাহারদিগের নিজ হস্তে কিম্বা অন্যের দ্বারা কোন প্রকারে কাহারো স্থানে চক্রান্তে কিছু নজর টাকা ও জিনিস ভেটী লইতে দিব না এবং ইঙ্গরেজের জন্ম ভূমি বিলায়তে টাকা পাঠাইবার কারণ আমি কিম্বা আমার প্রস্থে কেই ইঙ্গরেজের এ অধিকারে ও কোন স্থানে কোন ব্যবসায় ও মহাজনী করিব না এবং করিবেক না এবং আমার এ কার্য্যের প্রতি যে প্রাপ্তি হইবার হুকুম হজুর হইতে হইয়াছে ও পশ্চাৎ যাহা হয় তাহা সেওয়ায় কোন মতে চক্রান্তে কিছু লাভ করিব না এতদর্থে সুকৃতি করিয়া সুকৃতিপত্র লিখিয়া দিলাম ইতি।—১৭৯৩ সা। ১৩ আ। ৩ ধা। ১ প্র।

মাজিষ্ট্রেট কি জাইন্ট মাজিষ্ট্রেট কি আসিষ্টান্ট সাহেব রাজস্ব তহসীলের মোতালক কর্ম্মনির্ব্বাহ করণে যেং হুকুমমতাচরণ করিবেন তাহার কথা।

৪। যদি কোন মাজিষ্ট্রেট কি জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট সাহেবকে কিম্বা মাজিষ্ট্রেট সাহেবের তাবে আসিষ্টাণ্টসাহেবকে সরকারের মালগুজারী তহসীলের কর্ম্মকার্য্য করিবার ভার হয় তবে তাঁহারদিগের ঐ সকল কর্ম্মকার্য্য নির্ব্বাহকরণেতে বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের কি বোর্ড কমিস্যনরের সাহেবদিগের দেওয়া হুকুম এবং সরকারের মালগুজারী তহসীলের বিষয়ে যে সকল আইন নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে কি ইহার পরে হয় তাহার লিখিত সমস্ত হুকুম আপনারদিগের কর্ম্ম চালাইবার দাঁড়া জানিয়া তদনুসারে কার্য্য করিবেন ইতি।— ১৮২১ সা। ৪ আ। ৪ ধা। ১ প্র।

রাজস্বতহসীলের ভারাক্রান্ত কালেক্টর কি অন্য সাহেব মাজিষ্ট্রেট কি জাইন্ট মাজিষ্ট্রেটের ভার পাইলে যেং হুকুমমতাচরণ করিবেন তাহার কথা।

৫। যদি কোন কালেক্টর সাহেব কি সরকারের রাজস্ব তহসীলের কার্য্যভারাক্রান্ত অন্য সাহেবকে মাজিষ্ট্রেট কি জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট সাহেবের ভারসম্পর্কীয় কর্ম্মকার্য্য নির্ব্বাহকরণের ভার হয় তাঁহারা ঐ ভারের কর্ম্মকার্য্য নির্ব্বাহকরণেতে ঐ ভারের বিষয়ে যেং আইন নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে কিইহার পরে হয় তাহার লিখিত হুকুম ও উপকার আদালতের সাহেবেরদিগের যে সকল বিষয়ের শুধরণ ও ফেরফারকরণের ক্ষমতা আছে সেং বিষয়েতে তাঁহারদিগের দেওয়া হুকুম আপনারদিগের কার্য্যোপদেশ জানিয়া তদনুসারে কার্য্য করিবেন ইতি।— ১৮২১ সা। ৪ আ। ৪ ধা। ২ প্র।

আদালতের ও তহসীলের সিরিস্তার কাগজ ভিন্নং রাখিবার কথা।

৬। যেং মাজিষ্ট্রেট সাহেব কি জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট সাহেবকি আসিষ্টাণ্টসাহেবকে এই আইনানুসারে সরকারের মালগুজারী তহসীলের কর্ম্মের ভার হয় তাঁহারদিগেরও সরকারের রাজস্ব তহসীলের ভারাক্রান্ত কালেক্টর সাহেবদিগকে মাজিষ্ট্রেট কি জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট সাহেবের ভারেতে নিযুক্তকরা গেলে ঐ কালেক্টর সাহেবদিগের ঐ দুই ভারের কাগজপত্র এতাবতা আদালতের সিরিস্তার কাগজ ও তহসীলের সিরিস্তার কাগজ আলাহিদাং রাখিতে হইবেক ইতি।—১৮২১ সা ৪ আ। ৫ ধা।

মাজিষ্ট্রেট কি জাইন্টমাজিষ্ট্রেটসাহেবহইতে সরকারের রাজস্ব তহসীলের কর্ম্মতে আইনের অন্য মতাচরণ হইলে তাঁহারদিগের সহিত যেং হুকুম সম্পর্ক রাখিবেক তাহার কথা।

৭। চলিত আইনের লিখিত যেং হুকুমমতে কালেক্টর সাহেবদিগের নামে তাঁহারা আইনের অন্যমতে আপনং ভারের কর্ম্ম করিলে জিলা ও শহরের আদালতে নালিশ হইতে পারে সেং হুকুম মাজিষ্ট্রেট কি জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট কিম্বা আসিষ্টাণ্ট সাহেবেরো সহিত তাঁহারা সরকারের মালগুজারী তহসীলের কর্ম্মের ভার পাইয়া আইনের অন্যমতাচরণ করিলে সম্পর্ক রাখিবেক ইতি।—১৮২১ সা। ৪ আ। ৬ ধা। ১ প্র।

জিলা কি শহরের জজসাহেব সেই জিলা কি শহরেতে কালেক্টরী কর্ম্মের ভার পাইয়া আইনের অন্য মতাচরণ করিলে তাহার তজবীজ যে আদালতে হইবেক তাহার কথা।

৮। জানান যাইতেছে যে যদি কোন সাহেব উপরের নিরূপিত মতানুসারে কোন জিলা কি শহরেতে কালেক্টরী কর্ম্মের ভার পাইয়া সরকারের আইনের অন্যমতাচরণ করেন ও ঐ সাহেব সেইজিলা কি শহরেতে জজী ভারেও নিযুক্ত থাকেন্ তবে তাঁহার মোকদ্দমার তজবীজ সে জিলা কি শহরের আদালতে না হইয়া ঐ জিলা কি শহর যে প্রবিন্স্যাল কোর্ট আদালতের তাবে হয় সেই প্রবিন্স্যাল কোর্টে হইবেক ইতি।—১৮২১ সা। ৪ আ। ৬ ধা। ২ প্র।

সরকারের রাজস্ব তহসীলের ভার পাওয়া মাজিষ্ট্রেট কি জাইন্ট মাজিষ্ট্রেট সাহেব সে জিলা কি শহরের জজী ভার না রাখণমতে মালগুজারীর বাকী ইত্যাদির বাবৎ নালিশ দরপেশকরণেতে যেং হুকুমমতাচরণ করিবেন তাহার কথা।

৯। যে সকল চলিত আইনানুসারে কালেক্টর সাহেবদিগের মালগুজারীর বাকীর বাবৎ কি অন্য ২ বিষয়ের বাবৎ নালিশ জিলা কি শহরের আদালতে করিতে হয় কোন জিলা কি শহরেতে সরকারের মালগুজারী তহসীলের কর্ম্মের ভারে নিযুক্তহওয়া মাজিষ্ট্রেট্ সাহেবের কি জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট সাহেবের কি আসিষ্টাণ্ট সাহেবের যদি তাঁহারা সেই জিলা কি শহরেতে জজী ভারে নিযুক্ত না থাকেন তবে ঐ সকল আইনের লিখিত যেং হুকুম কালেক্টর সাহেবদিগের উপদেশের নিমিত্তে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে সেইং হুকুম ঐ সকল নালিশকরণের বিষয়ে আপনারদিগের কার্য্যোপদেশ জানিয়া তদনুসারে কার্য্য করিতে হইবেক ইতি।১৮২১ সা। ৪ আ। ৭ ধা।

৩৬ ধারা।

কালেক্টর ও জজ সাহেবের কার্য্যের ভার এক জনকে দেওন।

জজ ও মালগুজারীর কালেক্টর এই উভয়ের পদের সমস্ত কার্য্যের কি তাহার কোন অংশের ভার এক জন সাহেবকে অর্পণ করিতে শ্রীযুতের ক্ষমতা থাকিবার কথা।

১০। বিশেষ কোনং কার্য্যনির্ব্বাহার্থে শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে যখন এবং যে সময়পর্য্যন্ত উপযুক্ত বোধ করেন্ তখন এবং সেই সময়পর্য্যন্ত দেওয়ানী আদালতের জজের ও ভূমির মালগুজারীর কালেক্টরের এই উভয়ের পদ ও ক্ষমতা এক জন কার্য্যকারক সাহেবকে অর্পণ করিতে পারেন্ ইতি।—১৮২৫ সা। ৫ আ। ৩ ধা। ১ প্র।

১১। কিন্তু ইহাও জানান যাইতেছে যে ঐ মত হইলে ঐ জজসাহেবের কালেক্টরের পদক্রমে করা কর্ম্মের বিষয়ে কোনি২ জন তাঁহার উপর যে২ দাওয়া করে তাহার বিচার ও নিষ্পত্তি আপন দেওয়ানী আদালতে করিতে পারিবেন না কিন্তু ইঙ্গরেজী ১৮২১ সালের ৪ আইনের ৬ ধারার ২ প্রকরণে ইহার পূর্ব্বে যে মত লেখা গিয়াছে সেই মত ঐ২ দাওয়ার বিচার ও নিষ্পত্তি ঐ স্থান যে খণ্ডের মধ্যগত হয় সেই খণ্ডের প্রবিন্স্যাল কোর্টে হইবেক ও জিলা ও শহরের আদালতে হইবেক না ইতি।—১৮২৫ সা। ৫ আ। ৩ ধা। ২ প্র।

জজসাহেবকে তাঁহার কালেক্টরের পদক্রমে করা কার্য্যের বিষয়ে তাঁহার উপর হওয়া দাওয়ার বিচার ও নিষ্পত্তি করিতে নিষেধকরণের বিশেষ হুকুম।

চলিত আইনানুসারে ঐ২ দাওয়ার বিচার প্রবিন্স্যাল কোর্টে হইবার কথা।

৩৭ ধারা।

তহসীলদার ও দারোগার কর্ম্মের ভার এক জনকে দেওন।

১২ ইং সাং ১৬। [তর্জ্জমা হয় নাই।]

১৩ অধ্যায়।

কোর্ট ওয়ার্ডস।

১ ধারা।

কোর্টের এলাকা।

হেতুবাদ। [বাঙ্গালা। বেহার। উড়িষ্যা।]

১। সুবেজাৎ বাঙ্গালা ও বেহার ও উড়িষ্যার ভূমির ১০ দশসনী বন্দোবস্তের বিষয়ে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের যে ৮ অষ্টম আইন নির্দ্ধারিত আছে তাহার লিখিত দাঁড়াসকলের অনুসারে এমত নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে যে যে প্রকারে স্ত্রীলোকেরা শ্রীযুত গবর্নর জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের অনুমানে আপনারদিগের ভূমির সরবরাহকারীর যোগ্যতা রাখে তদ্ভিন্না যে স্ত্রীলোকেরা এবং অপ্রাপ্তব্যবহারেরা এবং জড়েরা এবং বাতুলেরা এবং অনিবার্য্যেরা এবং অতিশয় দুরাচারেরা অন্যের সহিত অংশাংশি ভাবনা রাখিয়া অসাধারণে করসম্পর্কীয় কোন ভূমিসমুদয়ের অধিকারী হয় তাহারা আপনারদিগের ভূমির ব্যাপারের অযোগ্য বোধ হইবেক আর জানিবেক যে সদরের মালগুজার যে সকল ভূম্যধিকারী শরীরাদির কোন দোষপ্রযুক্ত আপনারদিগের ভূমির ব্যাপারকারিত্ব শক্তি না রাখে তাহারাও ঐ অযোগ্য অধিকারির মধ্যে গণ্য জানা যাইবেক অতএব যে সকল লোক এই আইনের লিখনানুসারে সরকারহইতে নিযুক্ত হয় তাহারদিগের মারফতে এপ্রকার অযোগ্য অধিকারিদিগের পক্ষে তাহারদিগের ভূমির সরবরাহকারী হইবেক আর অনেক স্থানেই এমত জানা গেল যে উপরের লিখিত প্রকারের ভূম্যধিকারিরা তাহারদিগের ভূমির সরবরাহকারী যে সকল গোমাস্তার হস্তে ছিল তাহারদিগের অন্যায় ও বদমামলীর কারণ নষ্ট ও খারাবীর তলে পড়িয়াছে এবং যাহারা অল্পবয়স্ক ভূম্যধিকারিদিগের তত্ত্বাবধারণ ও খবরগিরী ও তরবীয়তের ভারে নিযুক্ত ছিল তাহারা সেই সকল অধিকারী জ্ঞানবানের উপযুক্তবয়স্ক হইলে পরেও তাহারদিগের প্রতি সরবরাহকারী ভার স্থির থাকিবার নিমিত্তে সেই সকল অল্পবয়স্ক অধিকারির জ্ঞান শিক্ষা ও তরবীয়ৎকরণে এমত মনোযোগী হইয়াছে যে তাহাতে তাহারদিগের চিত্তে দুর্বৃত্ততা ও বাল্যক্রীড়া ব্যতিরেকে অপর কিছুই লয় নাহি অতএব শ্রীযুত গবর্নর জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলে এই সকল বিষয় বাহুল্য হওনদৃষ্টে ইঙ্গরেজী ১৭৯০ সালের ২০ আগস্তে এমত ধার্য্য করিয়াছিলেন যে বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগেরে কোর্ট ওয়ার্ডসের কার্য্যে নামলন্ধ করিয়া

তাঁহারদিগেরে অযোগ্য অধিকারিদিগের ভূমির সরবরাহ করাণের ধারা ও কার্য্যের খবরগিরী ও তাহারদিগের হিসাব দৃষ্টির বিষয়ে কর্ত্তৃত্ব অর্পণ হয় এবং ঐ সাহেবদিগের প্রতি এ হুকুম করা যায় যে অল্পবয়স্ক অধিকারিরা আপনার দিগের গতিক ও মর্য্যাদাক্রমে এমত তরবীয়ৎ হয় যে উত্তরকাল আপনারদিগের কার্য্য প্রয়োজন করিবার যোগ্য যত হইতে পারে তাহাতে মনোযোগী ও অনুকূল থাকেন্ এই হেতুক ইঙ্গরেজী ১৭৯১ সালের ১৫ জুলাইতে কোর্ট ওয়ার্ডসের এলাকায় ঐ বোর্ডের সাহেবদিগের মতস্থৈর্য্য এবং তাঁহারদিগের তাবের কার্য্যকারকদিগের ব্যাপারকারিত্বের অর্থে যে আইন নির্দ্ধার্য্য হইয়াছিল এইক্ষণে সেই আইন তাহার যে সকল শোধন পশ্চাৎ হইয়াছিল তাহাসমেত তাহার মর্ম্মবিশেষের পরিবর্ত্তে পরিষ্কার ও দুরস্ত হইয়া আমূলহইতে নির্দ্দিষ্ট হইল ইতি।—১৭৯৩ সা। ১০ আ। ১ ধা।

২। [তর্জমা হয় নাই।]

৩। জানান যাইতেছে যে ইঙ্গরেজী ১৮০৩ সালের ৫২ আইনের লিখিত কথা ও তদতিরিক্ত ১৮০৫ সালের ৮ আইনের ২৯ ধারার লিখিত দাঁড়া এই ধারানুসারে বারাণসদেশে জারী ও চলন হইবেক ও মধ্যদেশীয় বোর্ড রেবিনিউর সাহেবেরা ঐ দেশের কোর্ট ওয়ার্ডসের সিরিস্তার সাহেবনামে খ্যাত হইয়া ঐ২ হুকুম যাহা নীচের লিখিতব্য ধারানুসারে নিরূপণ করিয়া ও স্থধরিয়া লেখা যাইতেছে তদনুসারে কার্য্য করিবেন ইতি।—১৮২২ সা। ৬ আ। ২ ধা।

ইঙ্গরেজী ১৮০৩ সালের ৫২ আইন ও ১৮০৫ সালের ৮ আইনের কতক বারাণস দেশেতে জারী হইবার ও মধ্যদেশীয় বোর্ড রেবিনিউর সাহেবেরা ঐ দেশের কোর্ট ওয়ার্ডসের সিরিস্তাতে নিযুক্ত হইবার কথা।

[বারাণস।]

৪। কোর্ট ওয়ার্ডসের সাহেবদিগের এলাকা মোটে ইহাতেই রহিবেক যে যে সকল ভূম্যধিকারী ১০ দশশালী বন্দোবস্তের আইনের লিখনানুসারে আপনারদিগের ভূমির ব্যাপার করিবার যোগ্যতা না রাখে তাহারদিগের আহ্বালের ও ভূমির তত্ত্বাবধারণ ও খবরগিরী করেন্। সেই সকল অধিকারির বেওরা তফসীল এই যে। একপ্রকার সদর মালগুজারীর ভূমিসমূদয়ের অধিকারিণী স্ত্রীলোকদিগের মধ্যের যাহারা উপযুক্তা হইবার বিষয়ে শ্রীযুত গবর্নর জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হজুরের হুকুম না হইয়া থাকে। দ্বিতীয় যাহারা যাহারা অপ্রাপ্তব্যবহার। তৃতীয় জড়েরা। চতুর্থ বাতুলপ্রভৃতি যাহারা শরীরাদির কোনক্রমের দোষহেতুক আপনারদিগের ভূমির কার্য্যকরণের যোগ্যতা না রাখে। পঞ্চম * যাহারা অনিবার্য্য

যে যে লোকের প্রতি কোর্ট ওয়ার্ডসের সাহেবদিগের এলাকা রাখে তাহার কথা।

[বাঙ্গালা। বেহার। উড়িষ্যা।]

* বঙ্গাদিদেশে এই বিধান রহিত হইয়াছে কিন্তু বোধ হয় যে দত্ত ও জয়প্রাপ্তদেশে ও বারাণসে তাহা অদ্যাপি চলিত আছে।

ও দুরাচার খ্যাত হওন প্রযুক্ত অযোগ্য জানা যায়। আর সন্দেহ ভঞ্জনার্থে স্পষ্ট করা যাইতেছে যে সদর মালগুজারীর ভূমিসমুদয়ের অযোগ্য অধিকারী শব্দে কোন ভূমিসমুদয়ের স্বত্বাধিকার এক জনে থাকিয়া সে অযোগ্য হইলে সেই জন ও ততোধিক জনে থাকিয়া তাহারা সকলেই অযোগ্য হইলে তাহারা বোধ হইবেক ইতি।— ১৭৯৩ সা। ১০ আ। ২ ধা।

৫। ৬। [তর্জমা হয় নাই।]

যে যে লোকের প্রতি কোর্ট ওয়ার্ডসের সাহেবদিগের এলাকা রাখে না তাহার কথা।

বাঙ্গালা। বেহার। উড়িষ্যা।

৭। যে ভূম্যধিকারিরা সদরের মালগুজার না হয় এবং যে সকল ভূম্যধিকারী সদরের মালগুজারীর ভূমিসমুদয়ের অধিকারী সাধারণ ক্রমে থাকে কিন্তু তাহারা ২ দ্বিতীয় ধারার লিখিত অধিকারিরদের মধ্যের না হয় এই দুই প্রকার ভূম্যধিকারিদিগের প্রতি কোর্ট ওয়ার্ডসের সাহেবদিগের এলাকা থাকিবেক না এইহেতুক যে এই ধারার লিখিত প্রথম প্রকারের অধিকারিদিগের গতিক ১০ দশসনী বন্দোবস্তের আইনের লিখিত অযোগ্য অধিকারিদিগের গতিকের বাহির আছে আর এই ধারার লিখিত ২ দ্বিতীয় প্রকারের অধিকারিদিগের হকে ঐ বন্দোবস্তের আইনের অনুসারে এমত লেখা আছে যে তাহারা ঐক্যক্রমে এক জনকে সরবরাহকার ঠাহর করে ও সেই সরবরাহকারের ঠাহর করিতে যে অধিকারিরা কথা কহিবার যোগ্যতা না রাখে তাহারদিগের পক্ষে তাহারদিগের সংসারের অধ্যক্ষেরা কথা কহিবেক অতএব এই আইনের লিখিত মর্ম্ম এই ধারার লিখিত দুই প্রকার অধিকারিদিগের প্রতি ও তাহারদিগের সরবরাহকারেরদের এবং সংসারের অধ্যক্ষদিগের সম্পর্কে কোনপ্রকারে এলাকা রাখে না ইতি।—১৭৯৩ সা। ১০ আ। ৩ ধা।

কোর্ট ওয়ার্ডসের কর্তৃত্ব কেবল উত্তরাধিকারিত্ব ক্রমে অর্শা অযোগ্যাধিকারিদিগের অধিকার ভূমিতে চলিবার কথা।

[ঐ ঐ]

৮। জানিবেন যে যাহারদিগের মরণানন্তর যে সকল অধিকার ভূমি অযোগ্য অধিকারিরা উত্তরাধিকারিত্বক্রমে পায় কেবল সেই সকল অধিকারের প্রতি কোর্ট ওয়ার্ডসের হুকুমত অর্থাৎ কর্তৃত্ব সচরাচর থাকিবেক এতদ্ভিন্ন সকর কি নিষ্কর যে সকল ভূমিতে বিক্রয় কিম্বা দানক্রমে অথবা মতান্তরে কোন অযোগ্য অধিকারির স্বত্বাধিকার হইয়াছে কিম্বা হয় সে সকল ভূমি ঐ কোর্টের হুকুমতের বাহির রহিবেক ও যেমত ভূমি যোগ্য অধিকারির হস্তে থাকিলে তাহা যেমতে সরকারের মালগুজারীর বাকী আদায়ের জন্যে নীলামের [illegible]যোগ্য হইত সেইমতে মালগুজারীর বাকী উসুলের নিমিত্তে কিম্বা ক[illegible]রণান্তরে সে সকল ভূমি নীলামে বিক্রয় হইতে পারিবেক। কিন্তু এ[illegible]মতানুমান না হয় যে উত্তরাধিকারিত্বক্রমে না অর্শা অনুপযুক্ত অধিকারিদিগের যে সকল ভূমি এইক্ষণে ঐ কোর্টের তাবে আছে তাহা উপরের লিখিত হুকুমের অনুসারে তথাকার তাবে ছাড়া হইবেক। এবং এরূপ বিবেচনাও করিবেন না যে সে সকল ভূমি সরকারের মালগুজারীর বাকী আদায়ের নিমিত্তে ঐ কোর্টের

কোর্ট ওয়ার্ডসের তাবে সংপ্রতি যে অযোগ্য ভূম্যধিকারিদিগের ভূমি আছে তাহার

ভাবে থাকিবাপর্য্যন্ত নীলাম হইতে পারিবেক। এবং শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলের কর্তৃত্ব আছে যে উত্তরাধিকারিত্বক্রমে না অর্শা কোন সকর কিম্বা নিষ্কর ভূমির অধিকারী জনেক কিম্বা দুই জন অথবা ততোধিক জন অযোগ্য রহিলে যদি সেই ভূমি কোর্ট ওয়ার্ডসের তাবে রাখিলে সরকারের ও সেই ভূম্যধিকারিদিগের লাভ বোধ হয় তবে তথাকার তাবে রাখিবেন এমতে যে সকল অধিকার ভূমি ঐ কোর্টের তাবে হয় তাহা সরকারের মালগুজারীর বাকী আদায়ের কারণ ঐ কোর্টের তাবে থাকিবাপর্য্যন্ত নীলামে বিক্রয় হইতে পারিবেক না আর বুঝিবেন যে উত্তরাধিকারিত্বক্রমে অর্শা অযোগ্য অধিকারিদিগের অধিকারভূমি কোর্ট ওয়ার্ডসের তাবে থাকিলে তাহার সরবরাহকরণ যে প্রকারে তথাকার সাহেবদিগের কর্ত্তব্য হইত সেই প্রকারে এমতাধিকারভূমির সরবরাহকরণ তাঁহারদিগের উচিত হইবেক ইতি।—১৭৯৬ সা। ৩ আ। ২ ধা।

প্রতি এই ধারার হকুম না চলিবার কথা।

অধিকার ভূমি কোর্ট ওয়ার্ডসের তাবে রাখিবার অর্থে হজুরের কর্তৃত্ব থাকিবার কথা।

[বাঙ্গালা। বেহারা উড়িষ্যা।

দত্ত দেশ ১৮০৩ সা। ৫২ আ। ৭ ধা।

৯। [তর্জমা হয় নাই।]

১০। জানান যাইতেছে যে কোর্ট ওয়ার্ডসের প্রত্যেক সিরিস্তার সাহেবদিগের ক্ষমতা আছে যে অল্পবয়স্ক অধিকারিদিগের ও অন্য অনুপযুক্ত ব্যক্তিদিগের ভূমিতে যে সময়ে ঐ তদবীর ও উপায় করা আপনারদিগের বিহিত বিবেচনাক্রমে উচিত ও আবশ্যক না বুঝেন তখন তাহাহইতে হাত উঠাইতে পারিবেন ও জানা কর্ত্তব্য যে যদি এক জন অল্পবয়স্ক বালক পূর্ব্বাধিকারির মরণের পরে উত্তরাধিকারিতাক্রমে অসাধারণে কোন ভূমির সমুদায় স্বত্বাধিকারী হইয়া তাহা পায় ও তাহার অল্পবয়স্কতার কালেতে ঐ ভূমিতে তাহার দখীলকার হওনের পরকালীনের বাবৎ সরকারের মালগুজারীর টাকা বাকী পড়ে তবে এমত বাকীর নিমিত্তে সে ভূমি নীলাম হইবেক না কিন্তু এমত বাকী পড়িলে সরকারের রাজস্ব তহসীলের কার্য্যের ভারাক্রান্ত সাহেবলোক ঐ ভূমি দশবৎসরের অধিক না হয় এমত মিয়াদে কোন জনকে ইজারা দিতে পারিবেন এবং এমতে কোর্ট ওয়ার্ডসের সাহেবলোক তাহার অল্পবয়স্কতার যে কোন সময়ে হয় ঐ ভূমির কর্ম্মনির্ব্বাহের কর্তৃত্ব প্রথমতঃ তাহাহইতে হাত উঠাইয়া থাকিলেও করিতে পারিবেন ইতি।—১৮২২ সা। ৬ আ। ৪ ধা।

কোর্ট ওয়ার্ডসের প্রত্যেক সিরিস্তার সাহেবদিগের অনুপযুক্ত অধিকারিদিগের ভূমিতে ঐ তদবীর করা বিহিত না বুঝিলে তাহাইতে হাত উঠাইতে পারিবার কথা।

অল্পবয়স্ক অধিকারিদিগের ভূমি সরকারী বাকীর নিমিত্তে নীলাম না হইবার ও এমতেতে মালগুজারীর কার্য্য ভারাক্রান্ত সাহেবেরা ঐ ভূমি ইজারা দিবার ও কোর্ট ওয়ার্ডসের সাহেবলোক তাহার অল্পবয়স্কতার যে সে সময়ে ঐ ভূমির কর্ম্ম নির্ব্বাহের কর্তৃত্ব করিবার কথা।

২ ধারা।

অযোগ্য অধিকারিদিগের অযোগ্যতা কারণ তহকীককরণ ও ঐ অযোগ্যতা যাওনের সময় নিশ্চয়করণ।

অযোগ্য অধিকারিদিগের আহ্বালের কৈফিয়ৎ তহকীক করিবার ও সমাচার দিবার কারণ কালেক্টর সাহেবদিগেরে হুকুমের কথা।

১১। কালেক্টর সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে তাঁহারদিগের মোতালক জিলায়২ যেং ভূম্যধিকারী ২ দ্বিতীয় ধারার লিখিত অযোগ্য অধিকারিদিগের মধ্যে থাকে কিম্বা হয় তাহা কি এইরূপে কি উত্তর কালে বিবেচনা ও তহকীক করিয়া তাহারদিগের আহ্বালের বেওরা কৈফিয়ৎ বোর্ড রেবিনিউতে লিখেন আর ভূম্যধিকারিদিগের অযোগ্যতা যাহা লেখা যায় তাহা প্রকৃত হয় কি না এবং কএকপ্রকার অধিকারির অযোগ্যতা গিয়া পশ্চাৎ তাহারা আপনারদিগের ভূমিতে দখল পাইতে পারে ইহা জানিবার কারণ নীচেরং এক ধারার লিখিত দাঁড়াসকল নির্দ্ধারিত হইল ইতি।—১৭৯৩ সা। ১০ আ। ৪ ধা।

ভূম্যধিকারিণী স্ত্রীলোকদিগের প্রতি দাঁড়া সকলের কথা।

১২। যদি কোন ভূম্যধিকারিণী কেবল স্ত্রীলোকহওনপ্রযুক্ত অযোগ্য অধিকারিদিগের মধ্যে বোধ হয় তবে তাহার সংবাদ বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের স্থানে পঁহুছিলে ঐ বোর্ডের সাহেবদিগেরে কোর্ট ওয়ার্ডসের যে ভার অর্পণ আছে তাহার দ্বারা তাঁহারদিগের কর্ত্তব্য যে অব্যাজে সেই ভূম্যধিকারিণীর ভূমির ব্যাপারের বন্দোবস্ত করিয়া তাহার আহ্বালের বেওরা সমাচার শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হুজুরে দেন আর ঐ শ্রীযুতের এমত কর্তৃত্ব থাকিবেক যে স্ত্রীলোক ভূম্যধিকারিণী সকলের মধ্যে যাহাকে তাহার ভূমির ব্যাপার করিবার যোগ্যা জানেন তাহাকে তাহার ভূমিতে দখল দেওয়ান।—১৭৯৩ সা। ১০ আ। ৫ ধা। ১ প্র। দস্ত দেশ ১৮০৩ সা। ৫২ আ। ৮ ধা।

অপ্রাপ্তব্যবহার অধিকারিদিগের প্রতি দাঁড়া সকলের কথা।

১৩। যদি এমত কোন কালেকটরসাহেব কোন ভূম্যধিকারির আহ্বাল বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের স্থানে লিখেন যে সে অপ্রাপ্তব্যবহারহওনহেতুক আপন ভূমির ব্যাপার করিবার যোগ্যতা রাখে না তবে ঐ বোর্ডের সাহেবদিগেরে কোর্ট ওয়ার্ডসের যে ভার অর্পণ আছে তাহার দ্বারা তাঁহারদিগের কর্ত্তব্য যে যদি সেই অধিকারির অপ্রাপ্ত ব্যবহারহওনের বিষয়ে তাঁহারদিগের চিত্তে সন্দেহ না জন্মে তবে তাহার ভূমি আপনারদিগের এতমামের তলে লইয়া তাহার আহ্বালের বেওরা সমাচার শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হুজুরে দেন। যদি কালেকটর সাহেবের কোন ভূম্যধিকারির ঐ আহ্বাল বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের স্থানে লিখেন যে সে অপ্রাপ্তব্যবহার ও সেই ভূম্যধিকারী কিম্বা তাহার পক্ষের কেহ সেই অধিকারী অপ্রাপ্তব্যবহার নহে এমত কহে তবে সেই অধিকারী কিম্বা তাহার পক্ষের লোকের সাধ্য থাকিবেক যে সেই আহ্বালের কৈফিয়ৎ তাহার ভূমি যে জিলার মধ্যে থাকে সেই জিলার দেওয়ানী

আদালতে জাহির করে সেই আদালতের জজসাহেবের কর্ত্তব্য যে সেই জাহিরকরা বিবরণ সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদি গের নিকটে লিখিয়া পাঠান আর সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের উচিত যে সদর দেওয়ানী আদালতের মোহর ও রেজি ষ্টর সাহেবের দস্তখতে এক হুকুমনামা সেই জিলার জজ সাহেবকে কিম্বা সেই এলাকার মফঃসল আপীল আদালতের সাহেবদিগেরে এই মজমুনে পাঠান্ যে সেই অধিকারিকে আদালতে হাজির করাই য়া আর তিন জনের কম না হয় এমত যে মাতবর সাক্ষিরা সেই অধি কারির বিস্তারিত জানে তাহারদিগের প্রামাণ্য কথা এবং সেই অধি কারির স্থানে বিশেষ যাহা জানিতে পারেন্ তাহা সুকৃতিপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া সেই অধিকারির বয়সের বৃত্তান্ত বোধের নিমিত্তে অন্য যে কিছু তজবিজ ও তহকীকাৎকরণ আবশ্যক জানেন্ তাহা করেন্ আর সেই অধিকারির কিম্বা তাঁহার পক্ষের লোকদিগের ও তাহার সাক্ষিদিগের সকল কথা ও এজহার শুনিয়া সেই অধিকারির বয়সের বিবরণ তহকীক্ করিয়া তাহা আপন বিবেচিত বেওরাসমেত সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের নিকটে লিখেন্ পশ্চাৎ সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা সেই অধিকারী অপ্রাপ্তব্যবহার বটে কি না ইহার নিষ্পত্তি করিবেন্ ও তাঁহারা এ বিষয়ে যে নিষ্প ত্তি করেন্ তাহাই চূড়ান্ত হইবেক এবং সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে তাহার নিষ্পত্তিপত্রের নকল আসলের মোতাবেক শব্দসহিত দস্তখতে শ্রীযুত গবর্নর জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হজুরে দেন্ ঐ শ্রীযুত সদর দেওয়ানী আদালতের সাহে বদিগের নিষ্পত্ত্যনুসারে সেই অধিকারির ভূমি কোর্ট ওয়ার্ডসের সাহেবদিগের এতমামের তলে থাকিবার কিম্বা না থাকিবার অর্থে হুকুম করিবেন।—১৭৯৩ সা। ১০ আ। ৫ ধা। ২ প্র।

দস্ত দেশ ১৮০৩ সা। ৫২ আ। ৯ ধা। ২ প্র।

ভূম্যধিকারিরা বাতুল কিম্বা জড় হই বার অথবা শরীরা দির অন্য দোষ রা খিবার কথায় অ যোগ্য বোধ হইলে তাহারদিগের দাঁ ড়ার কথা।

১৪। যদি কোন ভূম্যধিকারী বাতুল কিম্বা জড় হইবার অথবা শরীরাদির অন্য দোষ রাখিবার এজহারক্রমে অযোগ্য বোধ হয় তবে বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে কালেক্টর সাহেব কে হুকুম করেন্ যে তিনি সেই আহ্লালের বেওরাকৈফিয়ৎ সেই জিলার দেওয়ানী আদালতে সরকারের উকীলের মারফতে জাহির করেন্ আর সেই আদালতের জজ সাহেবের কর্ত্তব্য যে সেই কৈফিয় তের নকল সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের নিকটে পাঠান্ সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের উচিত যে সেই আদাল তের জজ সাহেবের নামে কিম্বা যে এলাকার মফঃসল আপীল আদা লতের মোতালকে সেই ভূম্যধিকারির বসত থাকে তথাকার সাহেব দিগের নামে এক পরওয়ানা এই মজমুনে পাঠান্ যে তাহাকে আদা লতে হাজির করাইয়া দৃষ্টিক্রমে তাহার আহ্লাল সত্য জানিয়া ও তদ্ভিন্ন তিনজনের কম না হয় এমত যে মাতবর লোকেরা সেই অধি কারির বিস্তারিত জানে তাহারদিগের স্থানে জিজ্ঞাসা করিয়া সেই

অধিকারির বিবরণসুদ্ধা তাহারদিগের প্রবোধিত কথা সুকৃত্যানুসারে শুনিয়া পশ্চাৎ সেই মোকদ্দমার রোয়দাদ আপন বিবেচিত কৈফিয়ৎসমেত লিখিয়া সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের নিকটে পাঠান্ সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা তাহা পাইলে পর কর্ত্তব্য যে সেই অধিকারির অযোগ্যতার বিষয় মাতবর হইবার ও না হইবার নিষ্পত্তি করিয়া নিষ্পত্তিপত্রের নকল আসলের মোতাবেক শব্দযুক্ত দস্তখতে শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হজুরে দেন্ ঐ শ্রীযুত সেই নিষ্পত্তিক্রমে সেই ভূম্যধিকারির ভূমি কোর্ট ওয়ার্ডসের সাহেবদিগের এতমামের তলে থাকিবার কিম্বা না থাকিবার অর্থে হুকুম করিবেন্।—১৭৯৩ সা। ১০ আ। ৫ ধা। ৩ প্র।

দস্ত দেশ ১৮০৩ সা। ৫২ আ। ৯ ধা। ৩ প্র।

ভূম্যধিকারিদিগের অযোগ্যতার ভার দূর হইয়াছে কি না ইহা জানিবার কারণ যে সকল উদ্যোগ করিতে হইবে তাহার কথা।

১৫। যে ভূম্যধিকারিরা আজন্ম জড় না হয় কিন্তু পশ্চাৎ বাতুল হইয়া সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের বিবেচনার অযোগ্য বোধ হয় তাহাতে কর্ত্তব্য যে এপ্রকার অধিকারিরা প্রতিবৎসর এক বার এবং যে জিলায় সেই অধিকারিরা বসত করে সেই জিলার আদালতের জজ সাহেব উচিত বুঝিলে ততোধিক বার তাঁহারনিকটে হাজির হয় এইহেতুক যে সেই অধিকারিরা সুস্থ হইয়াছে কি না ইহা জানা যায় আর যে কালে সেই আদালতের জজ সাহেব উপরের লিখিত প্রকারের কোন ভূম্যধিকারির আহ্বাল দৃষ্টে জানেন্ যে তাহার অযোগ্যতার হেতু দূর হইয়াছে সে কালে সেই জজ সাহেবের কর্ত্তব্য যে অব্যাজে তাহার সংবাদ তাহার আহ্বালের বিস্তারিত বিবরণসমেত লিখিয়া সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের নিকটে পাঠান্ সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা তাহার অযোগ্যতার হেতু হইবার কিম্বা না হইবার নিষ্পত্তি করিয়া আপনারদিগের নিষ্পত্তির বেওরা সংবাদ শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হজুরে দিবেন্ ঐ শ্রীযুত সেই নিষ্পত্তিক্রমে সেই ভূম্যধিকারিকে তাহার ভূমির কার্য্যের ভার অর্পণ করিবার কিম্বা না করিবার অর্থে কোর্ট ওয়ার্ডসের সাহেবদিগেরে হুকুম করিবেন।—১৭৯৩ সা। ১০ আ। ৫ ধা। ৫ প্র।

দস্ত দেশ ১৮০৩ সা। ৫২ আ। ৯ ধা। ৫ প্র।

১৬। [তর্জমা হয় নাই।]

এই ৫ পঞ্চম ধারার ২ দ্বিতীয় কিম্বা ৩ তৃতীয় অথবা ৪ চতুর্থ প্রকরণের লিখিত যে ভূম্যধিকারিরা অযোগ্য বোধ হয় তাহারা।

১৭। যে ভূম্যধিকারী এই পঞ্চম ধারার ২ দ্বিতীয় কিম্বা ৩ তৃতীয় অথবা ৪ চতুর্থ প্রকরণের লিখিত হেতুপ্রযুক্ত অযোগ্য বোধ হইয়া থাকে সে যদি আপনি জানে যে তাহার অযোগ্যতার হেতু দূর হইয়াছে তবে তাহার সাধ্য থাকিবেক যে আপন আহ্বাল সেই জিলার আদালতের জজ সাহেবের নিকটে এজহার করে আর সেই জজ সাহেবের কর্ত্তব্য যে তাহার এজহার লিখিয়া সদর দেওয়ানী আদাল

তের সাহেবদিগের নিকটে পাঠান্ সদর দেওয়ানী আদালতের সা হেবেরা তাহা পাইলে পর কর্ত্তব্য যে সেই জিলার আদালতের জজ সাহেবের নামে কিম্বা সেই এলাকার মফঃসল আপীল আদালতের সাহেবদিগের নামে এক হুকুমনামা এই মজমুনে পাঠান্ যে সেই বিষয়ের আহ্বাল তহকীক করিয়া এবং সেই অধিকারির সাক্ষিদিগের কথা যাহা আপন এজহারের প্রমাণার্থে রাখে তাহা শুনিয়া পরে তহকীকাতের কৈফিয়ৎসমেত আপন বিবেচিত মর্ম্ম লিখিয়া সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের নিকটে চালান করেন্ সদর দেয়ানী আদালতের সাহেবদিগের উচিত যে সেই অধিকারির অযোগ্যতা দূর হইবার কিম্বা না হইবার বিষয়ে নিষ্পত্তি করিয়া সেই নিষ্পত্তির বেওরা সংবাদ শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হুজুরে দেন্ ঐ শ্রীযুত সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের নিষ্পত্তিক্রমে সেই ভূম্যধিকারিকে তাহার ভূমির কার্য্যের ভার অর্পণ করিবার কিম্বা না করিবার অর্থে কোর্ট ওয়ার্ডসের সাহেবদিগেরে হুকুম করিবেন ইতি।—১৭৯৩ সা। ১০ আ। ৫ ধা। ৬ প্র।

দত্ত দেশ ১৮০৩ সা। ৫২ আ। ৯ ধা। ৬ প্র।

আপনারদিগের অযোগ্যতার ভার দূর হইয়াছে জানিলে আপনারদিগের ভূমিতে দখল পাইবার কারণ যে উদ্যোগ করিবেক তাহার কথা।

৩ ধারা।

সরবরাহকারী ও অধ্যক্ষতার কার্য্যের বিশেষ বিধি।

১৮। অযোগ্য অধিকারিদিগের সরবরাহকারদিগের কার্য্য ও তাহারদিগের সংসারের অধ্যক্ষদিগের ব্যাপার পৃথক বোধ হইবেক কিন্তু ইহার পরে যাহা বিশেষ করিয়া লেখা যাইতেছে তদনুসারে কখনং ঐ দুই কার্য্যকরণের ভার এক জনকেও অর্পণ হইতে পারে আর সরবরাহকারেরদের ও সংসারের অধ্যক্ষদিগের সম্পর্কে যে সকল দাঁড়া নীচের কএক ধারায় লেখা গেল তাহা ঐ উভয় ভার পৃথক হওনমূলক ইতি।—১৭৯৩ সা। ১০ আ। ৬ ধা।

দত্ত দেশ ১৮০৩ সা। ৫২ আ। ১০ ধা।

সরবরাহকারী ও অধ্যক্ষতার কার্য্য পৃথকং আছে কোনং সময়ে ঐ দুই কার্য্য এক জনকে অর্পণ হইতে পারিবার কথা।

১৯। [তর্জ্জমা হয় নাই।]

২০। সপ্তম ধারার অনুসারে অযোগ্য অধিকারির যাবদীয় ভূমি এবং স্থাবর ও অস্থাবর বস্তুর ব্যাপারকার্য্য সরবরাহকারের কর্ত্তব্য হইবেক অতএব কি সকর কি নিষ্কর ভূমিসমস্ত ও বাটী এবং নগদ ও জিনিসআদি সকল বস্তু এবং গৃহের সমস্ত সামগ্রী এবং যেপ্রকার ভূমি থাকে তাহা সরবরাহকারের হাওয়ালে হইবেক কিন্তু যদি সেই অধিকারির সংসারের পৃথক অধ্যক্ষ রহে তবে সেই সরবরাহকারের স্থানহইতে সেই অধিকারির ভদ্রাসন বাটী এবং অন্যং জিনিস ও ব্যবহার্য্য সামগ্রী এবং তাঁহার ও তাহার পরিজনেরদের ভরণ পোষণের টাকা সেই সংসারের অধ্যক্ষের হাওয়ালে থাকিবেক সরবরাহকারের সহিত তাহার কিছু দার রহিবেক না। আর সরবরা

অযোগ্য অধিকারির যেং বস্তু সরবরাহকার ও সংসারের অধ্যক্ষের হাওয়ালে হইবেক তাহার কথা।

অযোগ্য অধিকা

রির যে যে বস্তু সর বরাহকার ও অধ্য ক্ষের হাওয়ালে থা কে তাহার তালিকা র ফর্দ্দে তাহারা পৃ থক২ স্বাক্ষর করি বার কথা।

হকার ও সংসারের অধ্যক্ষের কর্ত্তব্য যে অযোগ্য অধিকারির যে যে বস্তু তাহারদিগের হাওয়ালে হয় তাহার তালিকার ফর্দ্দ আপনা রদিগের দস্তখতে কালেক্টর সাহেবের খাজানাখানায় দাখিল করে ইতি।— ১৭৯৩ সা। ১০ আ। ১৫ ধা।

দস্ত দেশ ১৮০৩ সা। ৫২ আ ১৯ ধা।

সরবরাহকারী ও অধ্যক্ষতার কার্য্য এক জনকে অর্পণ হইতে পারিবার ও তাহা হইলে যে যে বিষয় তাহার প্রতি বহাল রাখণ উচিত হইবেক তাহার ক থা।

২১। যে কালে সরবরাহকারী ও অধ্যক্ষতার কার্য্য এক ব্যক্তিকে অর্পণকরণ উচিত জানা যায় সেকালে যে ব্যক্তি কোন প্রকারে সেই ভূম্যধিকারির উত্তরাধিকারী না হইতে পারে তাহাকে অর্পণ হইতে পারিবেক কিন্তু এগতিকে ঐ দুই কার্য্য পৃথক২ জ্ঞান হয় আর সেই ব্যক্তির কর্ত্তব্য যে সরবরাহকারীর একরারনামা ও অধ্যক্ষতার এক রারনামাও ভিন্ন২ লিখিয়া দেয় এবং ঐ দুই কার্য্যের মোতালক হিসাব উপরের হুকুম মাফিক পৃথক২ দাখিল করে ইতি।—১৭৯৩ সা। ১০ আ। ৩০ ধা।

দস্ত দেশ ১৮০৩ সা। ৫২ আ। ৩৪ ধা।

সরবরাহকারেরা ও অধ্যক্ষেরা আপ নারদিগের নাম ও মোহর কাগজপত্রে লিখিবার ও করি বার এবং ভূম্যধি কারির গোষ্ঠীর স কল মোহর কালে ক্টর সাহেবকে গ তাইবার কথা।

২২। সরবরাহকারদিগের ও অধ্যক্ষেদিগের কর্ত্তব্য যে আপনারদি গের কার্য্যের নামনিদর্শনে আপনারদিগের মোহর ও নাম কাগজ পত্রে করে ও লিখে আর তাহারদিগের কর্ত্তব্য নহে যে কোন প্রকা রে ভূম্যধিকারী কিম্বা তাহার মৃত পূর্ব্বপুরুষের নাম অথবা তাহার দিগের মোহর কোন কাগজপত্রে লিখে ও করে বরং সেই অধিকা রির গোষ্ঠীর যে সকল মোহর তাহারদিগের নিকটে প্রস্তুত থাকে তাহা কালেক্টর সাহেবের স্থানে গতায় যে ঐ সাহেবের খাজানাখা নায় রাখা যায় ইতি।—১৭৯৩ সা। ১০। আ। ৩১। ধা।

দস্ত দেশ ১৮০৩ সা। ৫২ আ। ৩৫ ধা।

৪ ধারা।

সরবরাহকারীর কার্য্য।

উপরের ধারার লিখিত হুকুম অযো গ্য ভূম্যধিকারিগ ণের অধিকারের সরবরাহকারদিগে র উপর চলিবার কথা।

২৩। জানিবেন যে উপরের ধারার লিখিত হুকুম ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১০ আইনের ৮ ধারাক্রমে কোর্ট ওয়ার্ডসের সাহেব দিগের নিযুক্তকরা যে সরবরাহকারদিগের জিম্মা অযোগ্য ভূম্যধি কারিগণের অধিকার থাকে তাহাতেও চলিবেক। এবং ঐ ৮ ধা রায় হুকুম আছে যে সে সকল অধিকারের মালগুজারী সরবরাহকা রদিগের তহসীলের দ্বারা যত হয় তাহাতে তাহার মোকররী জমার শোধ না হইয়া কিছু বাকী পড়িলে সে বাকীর দায়ে সে সকল অধি কার ঠেকে না। অর্থাৎ সে বাকীর কারণ সে সকল অধিকার নীলাম হইবেক না। আর অযোগ্য ভূম্যধিকারিগণেরও আপনারদিগের উত্তরাধিকারী কিম্বা অপর নিকট কুটুম্ব অথবা উত্তরাধিকারী কি এমত কুটুম্ব অসত্ত্বে আপনারদিগের সংসারের বিশ্বস্ত চাকরদিগকে

ঠাহরিয়া সরবরাহ করিতে নিযুক্ত করাইবেক। এবং অল্পবয়স্ক তাদি অযোগ্যতার হেতুরহিত স্ত্রীলোক ভূম্যধিকারিণীরাও যাহাকে চাহে ঠাহরিয়া আপনারদিগের অধিকারের সরবরাহকার নিযুক্ত করাইতে পারিবেক। এ হুকুমের অনুসারে বুঝা গেল যে এ গতিকে ঠাহর ও নিযুক্তহওয়া সরবরাহকারেরা সরকারের স্বত্ব মালগুজারী যোগাইয়া দিবার অর্থে বিশিষ্ট মনোযোগী হইয়া তহসীল করে না অতএব ঐ ৮ ধারার হুকুম এ ধারাক্রমে রদ হইল। এবং অযোগ্য অধিকারিগণের অধিকারের যে সরবরাহকারদিগের উপর সরকারী মালওয়াজিবীর দায় পড়ে না সে সরবরাহ করিতে পশ্চাৎ কালেক্টর সাহেবদিগের ঠাহরক্রমে বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের মঞ্জুরীতে অযোগ্য অধিকারিগণের অনুমতিব্যতীতে তাহারদিগের অমাত্যছাড়া অন্যং লোক নিযুক্ত হইবেক। ও তাহারা সর্ব্বতোভাবে সরকারী আমলাসকলের ন্যায় কালেক্টর সাহেবদিগের হুকুমের ব্যাপ্য জানা যাইবেক। ও কালেক্টর সাহেবেরা যাহারদিগেরে সরবরাহকার ঠাহরিবেন তাহারদিগের বিচক্ষণতার দায় সে সাহেবদিগের উপরেও থাকিবেক। এতদ্ভিন্ন কালেক্টর সাহেবদিগের প্রতি হুকুম আছে যে অযোগ্য অধিকারিগণের অধিকারের যে সরবরাহকারেরা নিযুক্ত থাকে তাহারা আদ্যোপান্ত যেরূপে ব্যাপার কার্য্য করিয়াছে তাহার অন্তরা তহকীক অবিলম্বে করেন্ ও সে সরবরাহকারদিগের যাহাকে মালগুজারী তহসীলের লাঘবতাকারণ কিম্বা অধিকারির স্বত্ব উপস্বত্ব উড়ানহেতুক অথবা কারণান্তরে বিরক্ত হন্ তাহার বেওরাহকীকৎ ও তাহাকে ছাড়াইবার পরামর্শ ও তাহার স্থানে প্রবৃত্ত হইবার যোগ্য অন্য বিচক্ষণ লোক ঠাহরিয়া লিখিয়া ঐ কোর্টের সাহেবদিগের সমীপে পাঠাইবেন ইতি।— ১৭৯৯ সা। ৭ আ। ২৬ ধা।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১০ আইনের ৮ ধারার বদলে যে হুকুম হইল তাহার কথা।

কালেক্টরসাহেবদিগকে বহাল সরবরাহকারদিগের কর্ম্ম চালানের তহকীক গোড়াগোড়ি করিবার ও ভাল না বাসিলে তাহারদিগেরে তগীর করিবার বুক্তি দিবার অনুমতি থাকিবার কথা।

২৪। [তর্জমা হয় নাই।]

২৫। একং সরবরাহকারের কর্ত্তব্য যে সরবরাহকারী সনদ পাইবার পুর্ব্বে যাবৎ তাহার কার্য্য বহাল থাকে তাবৎ আপনি হাজির রহিবার অর্থে হাজিরজামিন দেয় এবং এক একরারনামাও লিখিয়া দেয় এই মজমুনে যে লিখিতং শ্রী অমুকস্য একরারপত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে যে অমুক পরগনা কিম্বা অমুক গ্রামআদি ভূমির অধিকারী অযোগ্য বোধ হইয়াছে সেই ভূমির সরবরাহকারী স্বেচ্ছাপূর্ব্বক আপন জিম্মা করিলাম অতএব একরার লিখিয়া দিতেছি যে ঐ অধিকারির তরফে এই ভূমির সরবরাহকারী সর্ব্বতোভাবে মনোযোগ ও বিশ্বস্তরূপে করিব আর ঐ অধিকারির লাভের কারণ উহার ভূম্যাদির স্থিত ও ফায়দাদ অধিক হইবার অর্থে যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে ত্রুটি করিব না এবং যেরূপে আমি আপনার নিমিত্ত করিতাম সেইরূপে আপন বুদ্ধি ও বিবেচনায় সর্ব্বপ্রকারে ঐ অধিকারির লাভদৃষ্টে কার্য্য চালাইব। আর ইহাও একরার করিতেছি যে ঐ অধি

সনদ দিবার পূর্ব্বে সরবরাহকারদিগের স্থানে হাজিরজামিন ও একরারনামা লইবার এবং সেই একরারনামার পাঠের কথা।

কারির জন্য ঐ ভূমির উৎপন্ন কিম্বা অপর বিষয় যাহা আমার হস্ত গত হয় তাহার হিসাব প্রকৃতপ্রস্তাবে দিব আর যদি কিছু ক্ষতি কিম্বা এই কার্য্য করিতে ঐ অধিকারির নোকসান হইবার মতে বদমামলী করিয়া থাকি এমত প্রমাণ হয় তবে ইহাতে আমি আপনাকে এবং আপন ওয়ারিসদিগকে বদ্ধ ও একরার করণওয়ালা করিতেছি যে যাহা ক্ষতি করি এবং ঐ অধিকারির যত নোকসান তহকীক ও সাবুদ হয় সেই নোকসানের তিনগুণ দিব ইহা সেওয়ায় একরার করিতেছি যে সরবরাহকারদিগের কার্য্যচালানের বিষয়ে যে আইন শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হজুরহইতে এবং যেসকল হুকুম কোর্ট ওয়ার্ডসের সাহেবদিগের স্থানহইতে হয় সে সকলকে সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখিব এবং আমার অর্থে ঐ সাহেবদিগের স্থানহইতে যে মুশাহেরা ধার্য্য হয় তাহাছাড়া কিছু লাভ সরবরাহ কারী কার্য্যের দ্বারা স্পষ্টক্রমে কিম্বা চক্রান্তে গ্রহণ করিব না ইতি। —১৭৯৩ সা। ১০ আ। ৯ ধা।

দত্ত দেশ ১৮০৩ সা। ৫২ আ। ১৩ ধা।

সরবরাহকারদিগের মুশাহেরা ও তাহারদিগের কৃত ক্ষতি খতরার দণ্ড নিরূপণের কথা।

২৬। কর্ত্তব্য যে এক২ সরবরাহকারের মুশাহেরা তাহার কার্য্যের বাহুল্য এবং শ্রম ও মিহনতের অনুসারে ও চালাকীক্রমে যাহা উচিত জানা যায় তাহা কালেক্টর সাহেবদিগের দ্বারা বিবেচনা এবং কোর্ট ওয়ার্ডসের সাহেবদিগের হুকুমে নির্দ্ধার্য্য হয় যদি ঐ সাহেবদিগের নিকটে এমত প্রমাণ হয় যে কোন সরবরাহকার আপনার মুশাহেরা সেওয়ায় কিছু নগদ কিম্বা জিনিস স্পষ্টক্রমে কিম্বা চক্রান্তে লইয়াছে ও তসরুফ করিয়াছে তবে একরারনামার লিখনানুসারে তাহার প্রতি দণ্ডকরণ কর্ত্তব্য হইবেক এবং সে আপন কার্য্য হইতে অবসর হইবেক আর সেই দণ্ডের টাকা তাহার জিম্মাথাকা ভূমির হিতার্থে জমা করা যাইবেক ইতি।—১৭৯৩ সা। ১০ আ। ১০ ধা।

দত্ত দেশ ১৮০৩ সা। ৫২ আ। ১৪ ধা।

সরবরাহকারদিগের আমলা নিযুক্তের এবং যাহার২ দ্বারা সেই আমলার কাম ঠাহর হইবেক ও যে যে লোকের দ্বারা নিযুক্ত হইবেক তাহার কথা।

২৭। কর্ত্তব্য যে সরবরাহকারদিগের যে২ আমলা আবশ্যক হয় তাহা কালেক্টর সাহেবদিগের দ্বারা বিবেচনা এবং কোর্ট ওয়ার্ডসের সাহেবদিগের হুকুমে নিযুক্ত হয় ও ঐ আমলা লোকের নাম সরবরাহকার কহিবেক কিন্তু তাহারদিগের সম্বন্ধে কালেক্টর সাহেবের মঞ্জুরীহওন আবশ্যক অতএব সরবরাহকারের আমলা লোকদিগের মধ্যে যাহাকে কালেক্টর সাহেব তাহার বিরুদ্ধগতিকে কিম্বা কারণান্তরে অযোগ্য জানেন তাহাতে সেই কালেক্টর সাহেবের ক্ষমতা আছে যে তাহার বিষয়ে আপত্তি করিয়া সেই সরবরাহকারকে হুকুম করেন যে অন্যকে তাহার স্থানে ঠাহর করে আর বড় ও প্রশস্ত যে জমীদারীতে মফঃসল আমলার আবশ্যক থাকে সে স্থানে ভূমির সরবরাহকারদিগের মফঃসল আমলা ও সদর আমলার অর্থেও হুকুম কর্ত্তব্য হইবেক। তাহাতে সদর কিম্বা মফঃসলের

সরবরাহকারের

আমলার যে কেহ আপন মাহিয়ানাছাড়া কিছু নগদ অথবা জিনিস ভ্রষ্টক্রমে কিম্বা তঞ্চকে লয় ও তসরুফ করে তাহা কোর্ট ওয়ার্ডসের সাহেবদিগের নিকটে প্রমাণপূর্ব্বক এমত গতিকে সরবরাহকারদিগের যে দণ্ডের ধার্য্য আছে সেই অনুসারে সেই আমলার দণ্ডকরণ উচিত হইবেক এবং সে আপন কার্য্যহইতে তগীর হইবেক ইতি।—১৭৯৩ সা। ১০ আ। ১১ ধা।

দের আমলাহইতে ক্ষতি হইলে দণ্ডের কথা।

দস্ত দেশ ১৮০৩ সা। ৫২ আ। ১৫ ধা।

২৮। ৭ সপ্তম ধারার অনুসারে অযোগ্য অধিকারির যাবদীয় ভূমি এবং স্থাবর ও অস্থাবর বস্তুর ব্যাপারকার্য্য সরবরাহকারের কর্ত্তব্য হইবেক অতএব কি সকর কি নিষ্কর ভূমীসমস্ত ও বাটী এবং নগদ ও জিনিসআদি সকল বস্তু এবং গৃহের সমস্ত সামগ্রী এবং যেপ্রকার ভূমি থাকে তাহা সরবরাহকারের হাওয়ালে হইবেক কিন্তু যদি সেই অধিকারির সংসারের পৃথক অধ্যক্ষ রহে তবে সেই সরবরাহকারের স্থানহইতে সেই অধিকারির ভদ্রাসন বাটী এবং অন্যং জিনিস ও ব্যবহার্য্য সামগ্রী এবং তাহার ও তাহার পরিজনেরদের ভরণপোষণের টাকা সেই সংসারের অধ্যক্ষের হাওয়ালে থাকিবেক সরবরাহকারের সহিত তাহার কিছু দায় রহিবেক না। আর সরবরাহকার ও সংসারের অধ্যক্ষের কর্ত্তব্য যে অযোগ্য অধিকারির যে যে বস্তু তাহারদিগের হাওয়ালে হয় তাহার তালিকার ফর্দ্দ আপনারদিগের দস্তখতে কালেক্টর সাহেবের খাজানাখানায় দাখিল করে ইতি।—১৭৯৩ সা। ১০ আ। ১৫ ধা।

অযোগ্য অধিকারির যেং বস্তু সরবরাহকার ও সংসারের অধ্যক্ষের হাওয়ালে হইবেক তাহার কথা।

অযোগ্য অধিকারির যে যেবস্তু সরবরাহকার অধ্যক্ষের হাওয়ালে থাকে তাহার তালিকার ফর্দ্দে তাহারা পৃথকং স্বাক্ষর করিবার কথা।

দস্ত দেশ ১৮০৩ সা। ৫২ আ। ১৯ ধা।

২৯। একং সরবরাহকারের উচিত যে আপন একরারনামার মতে আপন হাওয়ালে হওয়া ভূম্যাদি বস্তুর সরবরাহকারী তাহার অধিকারির লাভদৃষ্টে সর্ব্বতোভাবে মনোযোগপূর্ব্বক ও বিশ্বস্তরূপে করে আর সে যে প্রকারে আপনার লাভের জন্যে করিত সেই প্রকারে সেই অধিকারির লাভ সর্ব্বতোভাবে হইবার দৃষ্টে আপন বুদ্ধি ও বিবেচনাক্রমে কার্য্য করিতে থাকে কিন্তু জানিবেক যে যদি সেই অধিকারী অপ্রাপ্তব্যবহার হয় ও অপ্রাপ্তব্যবহারতাব্যতিরেকে তাহার অযোগ্যতার অপর বিষয় না থাকে। তবে সরবরাহকারের কর্ত্তব্য নহে যে কোর্ট ওয়ার্ডসের সাহেবদিগের বিনাহুকুমে সেই অধিকারির প্রাপ্তব্যবহারহওনের বয়সের বাকীর অধিক মিয়াদের কারণ কিম্বা ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪৪ আইনের লিখনের ব্যতিক্রমে কোনমতে সেই অধিকারির কিছু ভূমির পাট্টা কাহাকেও দেয় কিম্বা তাহার জিম্মা থাকা মৌরুসী কোন বস্তুর কোন অংশ হস্তান্তর করে ইতি।—১৭৯৩ সা। ১০ আ। ১৬ ধা।

একং সরবরাহকারের আপন হাওয়ালে হওয়া ভূমির সরবরাহকারী সর্ব্বতোভাবে মনোযোগপূর্ব্বক ও বিশ্বস্তরূপেতে করণ উচিতের কথা।

তাহার জিম্মাথাকা মৌরুসী কোন বস্তুর পাট্টা দিতে ও হস্তান্তর করিতে নিষেধের কথা।

দস্ত দেশ ১৮০৩ সা। ৫২ আ। ২০ ধা।

৩০। একং সরবরাহকারের কর্ত্তব্য যে ১২ দ্বাদশ ধারার ২ দ্বি

সরবরাহকারেরা

সাল তামামী হিসাব খরচ করিবার নিদর্শনলিপিসুদ্ধা সুকৃতিপূর্ব্বক কালেক্টর সাহেবের স্থানে দিবার কথা।

সময়বিশেষে সুকৃতি ক্ষমার কথা।

সরবরাহকার দিগের হিসাব তহকীক করিয়া ফাজিল টাকা নির্দ্দিষ্ট মতে খরচ করাইতে কালেক্টর সাহেবদিগেরে হুকুমের কথা।

তীয় প্রকরণের লিখিত মাসকাবারী হিসাবছাড়া এবং বৎসরান্তর সালতামামী জমা ও খরচের হিসাব অর্থাৎ নিকাশ সুকৃতিপূর্ব্বক ঐ খরচের নিদর্শনলিখনসমেত কালেক্টর সাহেবের নিকটে দেয়। কিন্তু যদি কোন সময়ে কোর্ট ওয়ার্ডসের সাহেবেরা নিশ্চয় জানেন্ যে সেই হিসাব প্রকৃতপ্রস্তাব হইবার বিষয়ে সেই সরবরাহকার কেবল একরার করিলে তাঁহারদিগের কার্য্য বিলক্ষণ নিষ্পত্তি হয় সে সময়ে সেই সাহেবদিগের কর্তৃত্ব আছে যে সেই সরবরাহকারকে সুকৃতিকরাণ ক্ষমা দিয়া কেবল তাহার একরারক্রমে সেই হিসাব লন্ আর কালেক্টর সাহেবের কর্ত্তব্য যে সেই হিসাব লইলে পর রকমং জমার বিবেচনা ও তহকীক করেন্ এবং ওয়াসিলাতের সকল টাকার অন্দরে যত ফাজিল হয় তাহার যাহা ১২ দ্বাদশ ধারার ২ দ্বিতীয় প্রকরণের লিখিত হুকুমমতে খরচ হয় তাহার তত্ত্ব লন্ ইতি। —১৭৯৩ সা। ১০ আ। ১৭ ধা।

দস্ত দেশ ১৮০৩ সা। ৫২ আ। ২১ ধা।

যে অধিকারের সরবরাহকারী খরচার সরবরাহ আলাহিদা না হইতে পারে তাহাতে কোর্ট ওয়ার্ডসের সাহেবদিগের কর্ত্তব্যের কথা।

৩১। যে সময়ে কোর্ট ওয়ার্ডসের সাহেবেরা জানেন্ যে কোন অনুপযুক্ত ভূম্যধিকারির ভূমির সরবরাহ কারণ ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৮ অষ্টম আইনের ২১ একবিংশতি ধারাক্রমে ও ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১০ দশম আইনের অনুসারে পৃথক সরবরাহকার নিযুক্ত করিলে সে ভূমি অল্পের নিমিত্তে তাহার খরচা সে ভূমির উৎপন্নহইতে পোষায় না সে সময়ে কোর্ট ওয়ার্ডসের সাহেবেরা সেই ভূমির সদর মালগুজারী ও সেই ভূম্যধিকারির ভরণপোষণের বিষয়ে যাহা বিহিত জানেন্ তাহাই করিবেন ইতি।—১৭৯৩ সা। ৫০ আ। ২ ধা।

দস্ত দেশ ১৮০৫ সা। ৮ আ। ২৯ ধা। ২ প্র।

দুই তিন জিলার মোতালকে একের অধিকার ভূমি থাকিলে তাহার সরবরাহকার সকল মহালের মাসকাবারী হিসাব এক জিলার কালেক্টর সাহেবের স্থানে দিবার কথা।।

৩২। যদি কোন অনুপযুক্ত ভূম্যধিকারির ভূমি ভিন্নং জিলার মোতালকে থাকে তবে কোর্ট ওয়ার্ডসের সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে সেই ভূম্যধিকারির ভূমির কুল্লাতের সরবরাহকারকে হুকুম দেন্ যে যে জিলার মোতালকে সেই ভূম্যধিকারির সকল ভূমির মধ্যে ভারী মহাল থাকে সেই জিলার কালেক্টর সাহেবের নিকটে সেই ভূম্যধিকারির সমস্ত ভূমির সরবরাহকারী হিসাব সনং প্রতি মাসকাবারে দাখিল করে ও জানিবেক যে এমতে সেই ভূম্যধিকারির ভূমির হিসাব পৃথকং অন্যং জিলার কালেক্টর সাহেবদিগের নিকটে দিবার আবশ্যক ও দরকার হইবেক না ইতি।—১৭৯৩ সা। ৫০ আ। ৫ ধা।

দস্ত দেশ ১৮০৫। ৮ আ। ২৯ ধা। ৫ প্র।

দুই কিম্বা অধিক জন ভূম্যধিকারির ভূমির সরবরাহকা

৩৩। যদি কোন দুই কিম্বা অধিক জন অনুপযুক্ত ভূম্যধিকারির অধিকার অল্পং ভূমি নিকটেং এক গির্দ্দে থাকে ও সেই সকল অল্পং ভূমির সরবরাহ এক জন সরবরাহকারের মারফতে হইতে পারে

[illegible] কোর্ট ওয়ার্ডসের সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে [illegible] সরবরাহকারের মারফতে [illegible] বহির্ভূত [illegible] তাহা করেন ইতি। ১৭৯৩ সা। ৫০ আ। ৬ ধা। [illegible] ১৮০৩ সা। ৫২ আ। ২২ ধা। [illegible]

[illegible] এক জন সরবরাহকার নিযুক্তকরণ কোর্ট ওয়ার্ডসের সাহেবদিগের কর্ত্তব্যের কথা।

৩৪। ৭ সপ্তম ধারার অনুসারে অযোগ্য অধিকারিদিগের সংসারের অধ্যক্ষদিগের কর্ত্তব্য এই আছে যে তাহারা সেই অধিকারির শরীরের তত্ত্বাবধারণ ও খবরগিরী এবং তাহারদিগের প্রতিপালন আর অপ্রাপ্তব্যবহার হইলে তাহারদিগের খবরগিরী ও তরবীয়ৎ করে ইতি।—১৭৯৩ সা। ১০ আ। ২০ ধা।

দত্ত দেশ ১৮০৩ সা। ৫২। ২৪ ধা।

অযোগ্য অধিকারিদিগের সংসারের অধ্যক্ষের মত্তের কথা।

৩৫। সরবরাহকারদিগের ঠাহর করিবার বিষয়ে যে সকল দাঁড়া ৮* অষ্টম ধারায় লেখা আছে সে সকল দাঁড়া অযোগ্য অধিকারিদিগের সংসারের অধ্যক্ষদিগের ঠাহরিতেও নীচের লিখিত মর্ম্মছাড়া বহাল থাকিবেক। সেই মর্ম্মের বেওরা এই যে ভূম্যধিকারির মরণ প্রযুক্ত তাহার অর্থলাভ সেই ভূম্যধিকারির উত্তরাধিকারী কিম্বা অন্য যাহার হইতে পারে তাহার প্রতি কখন অধ্যক্ষতার কার্য্য অর্পণ হইবেক না আর যে স্ত্রীলোক অধিকারিণীরা অযোগ্যা হয় তাহারদিগের সংসারের অধ্যক্ষও স্ত্রীলোক থাকিবেক আর যে ভূমির অধিকারিদিগের উত্তরাধিকারিরা অযোগ্য রহে তাহারদিগের সাধ্য থাকিবেক যে ঐ মর্ম্মদৃষ্টে যাহাকে চাহে তাহাকে সেই উত্তরাধিকারির নিমিত্তে ওসীয়ৎনামাক্রমে অধ্যক্ষ নির্দ্দিষ্ট করে আর এরূপে অধ্যক্ষতার কার্য্যে যাহার নাম লওয়া যায় সে যদি সেই কার্য্যের যোগ্য হয় ও সেই কার্য্য স্বীকার করিয়া এক একরারনামা ২৪ চতুর্বিংশতি ধারার লিখিত পাঠে লিখিয়া দেয় তবে অধ্যক্ষতার কার্য্য করিতে মঞ্জুর ও নিযুক্ত হইবেক কিন্তু যে কালে অধ্যক্ষতার কার্য্যে যাহার নাম এরূপে ওসীয়ৎনামার অনুসারে করা যায় সে কালে কর্ত্তব্য যে তাহার সমাচার কালেক্টর সাহেবকে দেওয়া যায় ও সেই সাহেবের উচিত যে তাহার সংবাদ আপন বিবেচিত বেওরাসমেত লিখিয়া কোর্ট ওয়ার্ডসের সাহেবদিগের মঞ্জুরের জন্যে সেই সাহেবদিগেরে লিখেন ইহাতে যদি সেই সাহেবদিগের নিকটে অধ্যক্ষতার কার্য্যে সেই লোকের নিযুক্তহওন মঞ্জুর না হয় তবে মা[illegible] হইবেক না ইতি ১৭৯৩ সা। ১০ আ। ২১ ধা।

দত্ত দেশ ১৮০৩ সা। ৫২ আ। ২৫ ধা।

অযোগ্য অধিকারিদিগের সংসারের অধ্যক্ষদিগের ঠাহরিতে যে সকল দাঁড়া দৃষ্ট হইবেক তাহার কথা।

৩৬। যে ভূম্যধিকারিরা অপ্রাপ্তব্যবহারতা কিম্বা জড়তা অথবা

যে যে ভূম্যধিকা

* ৮ ধারা রদ হইয়াছে। এই অধ্যায়ের ২৩ সংখ্যা দেখ।

রির জন্যে অধ্যক্ষ নির্দ্দিষ্টকরণ আব শ্যক হইবেক তাহার কথা।

বালকতা কিম্বা পীড়াদিরে [illegible] আপনারদিগের নিজের ও ধনের ও প্রতিপালনের [illegible] যোগ্যতা না রাখে তাহার দিগের জন্যে অধ্যক্ষ নিযুক্তকরণ আবশ্যক হইবেক অন্য কার্য্যের নিমিত্তে আবশ্যক হইবেক না আর স্ত্রী ও পুরুষ যে ভূম্যধিকারিরা উপরের লিখনানুসারে অযোগ্য না থাকে তাহারদিগের ক্ষমতা আছে যে তাহারদিগের ভরণপোষণের জন্যে যে মালিকানা নির্দ্দিষ্ট আছে তাহা আপনারা লয় ও খরচ করে ইতি।—১৭৯৩ সা। ১০ আ। ২২ ধা।

নব দেশ ১৮০৩ সা। ৫২ আ। ২৬ ধা।

যে কালে কোন অযোগ্য অধিকারির অধ্যক্ষকে বেতনক্রমে কিছু দেওয়া আবশ্যক হয় সে কালে তাহা যে প্রকারে দেওয়া যা [illegible]ক তাহার কথা।

৩৭। আশা ও উম্মেদ এমত আছে যে ভূম্যধিকারিদিগের এক২ জনের যে অন্তরঙ্গদিগের প্রস্তাব উপরের ধারায় আছে তাহারদিগের কেহ বিনাবেতনগ্রহণে সেই ভূম্যধিকারিদিগের মালিকানা তাহারদিগের প্রতিপালনে ও অপ্রাপ্তব্যবহার হইলে তাহারদিগের তরবীয়তে খরচ করে কিন্তু যে কালে কোন গতিকে যে কোন অধিকারির অধ্যক্ষকে বেতনক্রমে কিছু দেওয়া আবশ্যক হয় সে কালে কর্ত্তব্য যে সেই বেতনের সংখ্যা কোর্ট ওয়ার্ডসের সাহেবদিগের মঞ্জুরীতে নির্দ্দিষ্ট হইয়া সেই অধিকারির ভরণপোষণের টাকাহইতে দেওয়া যায় ইতি।—১৭৯৩ সা। ১০ আ। ২৩ ধা।

নব দেশ ১৮০৩ সা। ৫২ আ। ২৭ ধা।

অযোগ্য অধিকারিদিগের অধ্যক্ষদিগের স্থানে সনন্দ দিবার পূর্ব্বে হাজিরজামিন ও একরারনামা লইবার ও সেই একরারনামার পাঠের কথা।

৩৮। এক২ অধ্যক্ষের কর্ত্তব্য যে অধ্যক্ষতার কার্য্যের সনন্দ পাইবার পূর্ব্বে যাবৎ তাহার কার্য্য বহাল থাকে তাবৎ আপনি হাজির থাকিবার অর্থে হাজিরজামিন দেয় এবং এক একরারনামাও নীচের লিখিত পাঠক্রমে লিখিয়া দেয়। তাহার পাঠ এই যে লিখিতং শ্রীঅমুকস্য একরারপত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে যে অমুক পরগণা কিম্বা অমুক গ্রামাদি ভূমির অধিকারী অযোগ্য বোধ হইয়াছে সেই অধিকারির সংসারের অধ্যক্ষতা স্বেচ্ছাপূর্ব্বক আপন জিম্মা করিলাম অতএব একরার লিখিয়া দিতেছি যে আমার প্রতি সমর্পিত কার্য্য সর্ব্বতোভাবে মনোযোগে ও বিশ্বস্তরূপে আপনার যথোচিত বুদ্ধি ও বিবেচনাক্রমে শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হজুর হইতে অযোগ্য অধিকারিদিগের অধ্যক্ষদিগের কার্য্যসম্পাদনের নিমিত্তে যে সকল আইন এইক্ষণে নির্দ্দিষ্ট আছে ও পশ্চাৎ নির্দ্দিষ্ট হয় তাহার অনুসারে করিব এবং এই অধিকারির ভরণপোষণের ও তরবীয়তের যে টাকা নিরূপিত আছে তাহা সর্ব্বতঃ ও প্রকৃত প্রস্তাবে ইহার লাভার্থে খরচ করিব আর আমার বেতন অর্থাৎ মেহনতানা যাহা নির্দ্ধারিত আছে তাহা লেওয়ার ঐ [illegible] টাকার দ্বারা অপর লাভ স্পষ্টক্রমে কিম্বা প্রচ্ছন্নে গ্রহণ করিব না আর একরার করিতেছি যে এই অধিকারির পক্ষে যাহা পাইব তাহার হিসাব প্রকৃত প্রস্তাবে দিব আর যদি এমত প্রমাণ [illegible] যে কিছু নোকসান করিয়া থাকি কিম্বা আপনার প্রতি সমর্পিত কার্য্য

করিতে এমত বদ্ধমাজলী [illegible] থাকিলে তাহাতে এই অধিকারির ক্ষতি থাকে তবে ইহাতে আমি আপনাকেও আপন ওয়ারিশানকে বদ্ধ ও একরারকরণওয়ালা করিতেছি যে যত বোরহান করিয়া থাকি কিম্বা এই অধিকারির যত মোকদ্দমা তহকীক হয় তাহার তিন গুণ দিব কি দিবে ইতি।—১৭৯৩ সা। ১০ আ। ২৪ ধা।

দত্ত দেশ ১৮০৩ সা। ৫২ আ। ২৮ ধা।

৩৯। কর্ত্তব্য যে অধ্যক্ষের কার্য্য চালাইবার কারণ যত চাকর আবশ্যক হয় তাহা অধ্যক্ষের দ্বারা কালেক্টর সাহেবের নিকটে জাহের এবং কোর্ট ওয়ার্ডসের সাহেবদিগের দ্বারা নিযুক্ত হয় আর সরবরাহকারেরদের আমলার প্রতি যে সকল দাঁড়া ও হুকুম ১১ একাদশ ধারায় লেখা আছে তাহা সমস্তই অধ্যক্ষের চাকরদিগের প্রতি বহাল হইবেক এবং সেই চাকরদিগের খরচ ভূম্যধিকারিদিগের ভরণপোষণের টাকাহইতে দেওয়া যাইবেক ইতি।—১৭৯৩ সা। ১০ আ। ২৫ ধা।

অযোগ্য অধিকারিদিগের চাকরেরা নিযুক্ত হইবার মতের এবং ১১ ধারার লিখিত সকল হুকুম সেই চাকরদিগের প্রতি বহাল হইবার ও তাহারদিগের খরচ সেই অধিকারি দিগের ভরণপোষণের টাকাহইতে দেওয়া যাইবার কথা।

দত্ত দেশ ১৮০৩ সা। ৫২ আ। ২৯ ধা।

৪০। অধ্যক্ষদিগের কর্ত্তব্য যে ওয়াসিলাৎ ও আখরাজাতের ফর্দ্দ সকল মাসেং কালেক্টর সাহেবের নিকটে দেয় আর ঐ সাহেবের কর্ত্তব্য যে সেই আখরাজাৎ ওয়াজিবী হইবার বিবেচনা ও তনকি করিয়া ওয়াসিলাতের টাকা ওয়াজিবী ও উচিত বিধানে খরচ হইয়াছে কি না ইহার তত্ত্ব লন্ আর অধ্যক্ষদিগের কর্ত্তব্য যে একং বৎসরান্তর সালতামামী জমাখরচের হিসাব সুকৃতিপূর্ব্বক সেই খরচের নিদর্শন সকল লিখনসমেত কালেক্টর সাহেবের স্থানে দেয় কিন্তু যদি কোন সময়ে কোর্ট ওয়ার্ডসের সাহেবেরা নিশ্চয় জানেন্ যে সেই হিসাব প্রস্তুতপ্রস্তার হইবার বিষয়ে সেই অধ্যক্ষেরা কেবল একবার করিলে তাহাতে তাঁহারদিগের কার্য্য বিলক্ষণ নিষ্পত্তি হয় সে সময়ে সেই সাহেবদিগের কর্ত্তৃত্ব আছে যে সেই অধ্যক্ষদিগেরে সুকৃতি করাণ ক্ষমা দিয়া কেবল তাহারদিগের একবারক্রমে সেই হিসাব লন্ আর কালেক্টর সাহেবের কর্ত্তব্য যে সেই হিসাব ও নিদর্শনসকল লিখন লইলে পর তাহার যাথার্থ্যের বিবেচনা ও তনকীকরণে মনোযোগী হনং আর যদি কোন অধ্যক্ষের হস্তে কিছু টাকা ফাজিল আইসে তবে কালেক্টর সাহেবের উচিত যে সেই ফাজিলটাকা সেই অধ্যক্ষের আগামি বৎসরে খরচহওয়া আবশ্যক না জানেন্ তবে সেই ভূমির সরবরাহকারের হাওয়ালে করান্ যে সেই সরবরাহকার সেই টাকা আপনার হাওয়ালে হওয়া ভূমির হিতের অর্থে খরচ করে ইতি।—১৭৯৩ সা। ১০ আ। ২৬ ধা।

অধ্যক্ষেরা মাসকাবারী ও সালতামামী হিসাব কালেক্টর সাহেবদিগের নিকটে দিবার এবং তাহারদিগের আখরাজাৎ ওয়াজিবী হইবার তহকীক করিবার কথা।

কোন অধ্যক্ষের হস্তে ফাজিল টাকা থাকিলে যেরূপে খরচ হইবেক তাহার কথা।

দত্ত দেশ ১৮০৩ সা। ৫২ আ। ৩০ ধা।

৪১। যে ভূমির অধিকারিরা অপ্রাপ্তব্যবহার হয় তাহারদিগের প্রতি [illegible] মত হুকুম আছে যে বয়সের ৫ পঞ্চদশবর্ষ গতে আপনারদি

যে অধিকারিরা অপ্রাপ্তব্যবহার হয়

তাহারা [illegible] বর্ষ গতে ; স্ত্রীলোকের সঙ্গছাড়া হইবার আর জ্ঞানশিক্ষার বয়সী হইলে তাহারদিগেরে অধ্যক্ষেরা যোগ্য গুরুদিগের স্থানে দিবার কথা।

গের অন্তঃপুরস্থা স্ত্রীলোকদিগের [illegible] হইবেক আর যে কালে তরবীয়ৎ এবং [illegible] গুণশিক্ষার বয়স হয় সে কালে তাহারদিগের অধ্যক্ষের কর্ত্তব্য যে তাহারদিগের বিষয় ও মর্য্যাদানুসারে তরবীয়তের কারণ যোগ্য গুরু ও ওস্তাদদিগরে নিযুক্ত করে ইতি।—১৭৯৩ সা। ১০ আ। ২৭ ধা।

দস্ত দেশ ১৮০৩ সা। ৫২ আ। ৩১ ধা।

যে স্ত্রী অধিকারিণীরা অপ্রাপ্তব্যবহারা হয় তাহারদিগেরু গুণশিক্ষা সুন্দররূপে করাইতে তাহারদিগের অধ্যক্ষদিগের হুকুমের কথা।

৪২। যে ভূমির স্ত্রী অধিকারিণীরা অপ্রাপ্তব্যবহারা হয় তাহারদিগের অধ্যক্ষ ২১ একবিংশতি ধারাক্রমে স্ত্রীলোক নির্দিষ্ট হইবেক এবং তাহারদিগের এমত যত্ন কর্ত্তব্য হইবেক যে যে কালে সেই অধিকারিণীরা গুণ শিক্ষার বয়স্থা হয় সে কালে তাহারদিগের বিষয় ও মর্য্যাদানুসারে গুণশিক্ষা ও তরবীয়ৎ হয় ইতি।—১৭৯৩ সা। ১০ আ। ২৯ ধা।

দস্ত দেশ ১৮০৩ সা। ৫২ আ। ৩৩ ধা।

৬ ধারা।

ভূম্যধিকারির খরচ বিষয় ও ফাজিল টাকার বিষয়।

ভূমির জমা আদায়ের ও তাহার উৎপন্নের খরচের কথা।

৪৩। ১০ দশসনী বন্দোবস্তের আইনের অনুসারে এমত নির্দ্ধার্য্য হইল যে অযোগ্য অধিকারিদিগের ভূমির জমা অন্য ভূমির জমার ন্যায় ধার্য্য হইবেক এবং সেই জমা আদায়ের ও সরবরাহকারদিগকে গতান ভূমির উৎপন্নের খরচের আনওয়ান নির্দ্ধার্য্যের অর্থে নীচের কএক ধারার লিখিত দাঁড়াসকল তাহারদিগের ও কালেক্টর সাহেবদিগের কার্য্যোপদেশ নির্দ্দিষ্ট হইল ইতি।—১৭৯৩ সা। ১০ আ। ১২ ধা। ১ প্র।

৪৪। [তর্জমা হয় নাই।]

সকল অযোগ্য অধিকারী ও তাহারদিগের পরিজনদিগের মালিকানা নির্দ্দিষ্টের কথা।

ঐ মালিকানার টাকা দিবার মতের কথা।

ওয়াসিলাতের সকল টাকার মধ্যে যাহা কালেক্টর সাহেবের খাজানাখানায় দাখিল হইতে পারে তাহার কথা।

সরবরাহকারের

৪৫। অযোগ্য অধিকারিদিগের ভূমির জমার উপর ফিশতে ১০ দশ টাকা ও সে জমা সমস্ত উসুল না হইলে যত টাকা সরকারে পাওয়া যায় তাহার উপর ফিশতে ১০ দশ টাকা মুশাহেরা সেই সকল অধিকারী এবং তাহারদিগের পরিজনেরদের যে কেহ তাহার স্বত্ববান ও হকদার হয় তাহার ভরণপোষণার্থে নির্দ্ধার্য্য হইবেক। আর এক২ সরবরাহকারকে এমত ক্ষমতা অর্পণ আছে যে যে মাসে২ মালগুজারীর যত টাকা কালেক্টর সাহেবের খাজানাখানায় দাখিল করে তত টাকার মুশাহেরা ঐ আনওয়ানে দেয় তাহা হইতে অধিক না দেয়। আর সরবরাহকারের কর্ত্তব্য নহে যে [illegible] প্রতি গতান ভূমি হইতে যত টাকা জমা উসুল করে তাহা সমস্ত কালেক্টর সাহেবের খাজানাখানায় দেয় বরং তাহার কর্ত্তব্য যে [illegible] মালগুজারীর মাসকাবারী সকল কিস্তি কিম্বা ওয়াসিলাতের সকল টাকার মধ্যে আমলাওগয়রহের আখরাজাৎ অর্থাৎ সকল খরচ ও অধিকারিরদিগের মালিকানা দিয়া পরে যত আদায় হইতে পারে তাহা কালেক্টর সাহেবের খাজানাখানায় দাখিল করে ও [illegible]

বরাহকারের উচিত যে ওয়াসিলাৎ ও আথরাজাতের হিসাবের [illegible] প্রতিমাসে কালেক্টর সাহেবের নিকটে দেন। আর ঐ সাহেবের কর্ত্তব্য যে আথরাজাতের ওয়াজিবীর বিবেচনা ও জমী [illegible] করিয়া আ বশ্যক আথরাজাৎ ও ভূম্যধিকারির মালিকানা দিয়া পরে সেই ওয়া সিলাতের বাকী টাকা নিশ্চয় সরকারের মালগুজারী আদায়ে আসি য়াছে কি না ইহার বার্ত্তা লইতে মনোযোগী হন্ আর সরকারের মা লগুজারীর নিশার কারণ অযোগ্য অধিকারিদিগের কিছু ভূমি বি ক্রয় হইতে পারে না ইহার কারণ এই যে যদি দৈবাৎ কোন বৎস রের ওয়াসিলাতের টাকা আবশ্যক আথরাজাৎ দিয়া পরে মালিকা নাসমেত সরকারের মালগুজারী আদায়ে না কুলায় ও তাহার পর কোন বৎসরে কিছু টাকা ফাজিল পড়ে তবে কালেক্টর সাহেবের কর্ত্তব্য যে সেই ফাজিল টাকা সাবেক সালের বকেয়া মালগুজারীর ও তাহার অনুসারেও মালিকানার বাকী যাহা উপরের লিখিত দাঁড়া ক্রমে নিতান্ত বাকী থাকিবেক তাহার আদায়েও খরচ হয় ইহার তত্ত্বা বধারণ ও খবরগিরী করেন্ যদি সরকারের মালওয়াজিবীর কিছু টাকা বাকী না থাকে তবে ঐ সাহেবের কর্ত্তব্য যে ভূমির সরবরাহ কার সেই ফাজিল টাকা ভূমির পত্তন আবাদ কিম্বা অপরহিতের অর্থে খরচ করে ইহার তত্ত্ববার্ত্তা লন্ ইতি ।—১৭৯৩ সা। ১০ আ। ১২ ধা। ২ প্র।

[illegible] দেশ ১৮০৩ সা। ৫২ আ। ১৬ ধা। ২ প্র।

[illegible] মালিকানা [illegible] হিসাব কালেক্টর সাহেবকে বুঝি [illegible] কথা।

আথরাজাৎবাদে ওয়াসিলাতের [illegible] বাকী সরকারের মাল গুজারীর আদায়ের নিমিত্তে খাজানাখা নায় দাখিল হইবা [illegible] খবরগিরী করি তে কালেক্টর সা হেবদিগের হুকু মের কথা।

সরকারের মাল ওয়াজিবীতে বাকী পড়িলে যেরূপে তা হার নিশা হইবেক এবং কোন সনের ওয়াসিলাতে ফাজি ল হইলে তাহা যে মতে খরচ হইবেক তাহার কথা।

৪৬। উপরের লিখিত সকল দাঁড়াক্রমে অযোগ্য ভূম্যধিকারিদি গের ও তাহারদিগের যে পরিজনেরদের টাকা ভূমির জমার উপর ফশতে কিম্বা সেই জমার মধ্যে যত উঁসুল হয় তাহার শতের উপর ১০ দশ টাকার হিসাবে নির্দ্ধার্য্য হইল কিন্তু কখন২ এমত হইতে পারে যে অপ্রাপ্তব্যবহার অধিকারিদিগের ভরণপোষণ ও বিদ্যাভ্যা সেরও অন্য অযোগ্য অধিকারিদিগের ভরণপোষণের এবং তাহার দিগের পরিজনেরদের ভরণপোষণের নিমিত্তে যে আথরাজাৎ আব শ্যক তাহাঅপেক্ষা ঐ ভরণপোষণের টাকা অধিক জ্ঞান হয় এবং কখনং ইহাও হইতে পারে যে নির্দ্ধারিত ভরণপোষণের টাকা ঐ অধিকারিদিগের আথরাজাতে অকুলান হয় তাহাতে সরকারের মা লগুজারীর হিত [illegible] সেওয়ায় যে নিষ্কর ভূম্যাদি কেবল ঐ অধি কারিদিগের ভরণপোষণের কার্য্যে আসিতে পারে তাহার ন্যায় অন্য [illegible] কারণ কালেক্টর সাহেবদিগের শক্তি দে ওয়া গেল যে সেবিষয়ে ভূম্যধিকারির গতিক ও মর্য্যাদাদৃষ্টে ও তা হার [illegible] দেখিয়া যাহা উচিত জানেন তাহা করেন অর্থাৎ [illegible] হইলে এতাবতা ব্যয়ের অল্পতা থাকিলে কমী করান [illegible] অর্থাৎ ব্যয়ের বাহুল্য থাকে তবে বেশী [illegible] কর্ত্তব্য যে যে কালে [illegible] [illegible] কোর্ট ওয়ার্ডসের সাহেবদিগের [illegible] [illegible] যে ঐ নির্দ্ধারিত টাকা বেশী করিবার অগ্রে ইহাও

নির্দ্দিষ্ট সময়বি শেষে অনুপযুক্ত অ ধিকারিদিগের নি র্দ্ধারিত মালিকানা কমী কিম্বা বেশী ক রিতে কালেক্টর সাহেবদিগেরে শ ক্তি অর্পণের কথা।

তহকীক করেন যে সেই ভূমিতে সেই বেশীর জায়দাদ সরকারের মা-লগুজারীর জায়দাদ সেওয়ায় মিক্কর ভূম্যাদির ন্যায় কিছু স্থিত আছে কি না এইহেতুক যে এপ্রকার জায়দাদ স্থিত না থাকিলে বিশেষ কোন অবস্থাপ্রযুক্ত আবশ্যক বোধ হইলে শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলহইতে সাধারণ হুকুমের অন্যথা করিবার ক্ষমতা দেওয়া আবশ্যক বোধকরণব্যতিরেকে অর্থাৎ বেশী করিতে হুকুম না দিলে ঐ বেশী হইবেক না আর যদি কোন অযোগ্য অধিকারির ভরণপোষণের নিরূপিত টাকা কম করা যায় তবে সেই অধিকারির ভূমির সরবরাহকারের কর্ত্তব্য যে অবশিষ্ট টাকা সেই অধিকারির লাভের নিমিত্তে ব্যয় করে এবং সরকারের মালগুজারীর ভূমি সেওয়ায় যে জায়দাদ থাকে তাহা যদি কালেক্টর সাহেব উপরের লিখিত শক্তিক্রমে সেই অধিকারির কিম্বা তাহার পরিজনেরদের তরবীয়ৎ কিম্বা ভরণপোষণের আখরাজাতের জন্যে নির্দ্দিষ্টরাখণ আবশ্যক না জানেন তবে সেই সরবরাহকারের কর্ত্তব্য যে তাহাও সেই অধিকারির লাভের অর্থে খরচ করে ইতি।—১৭৯৩ সা। ১০ আ। ১৩ ধা।

অযোগ্য অধিকারিদিগের মালিকানা কমান গেলে তাহারদিগের ভূমির সরবরাহকারের অবশিষ্ট টাকা ভূম্যধিকারির লাভার্থে ব্যয় করিবার এবং সরকারের মালগুজারী ছাড়া অপর যে স্থিত তথায় থাকে তাহাও সেই ব্যয়ে রাখিবার কথা।

দত্ত দেশ ১৮০৩ সা। ৫২ আ। ১৭ ধা।

৪৭। ভূমির সরবরাহকারছাড়া যেপ্রকার লোকের প্রস্তাব পশ্চাৎ হইতেছে সেপ্রকার কেহ যে স্থানে কোন অযোগ্য অধিকারির নিমিত্তে সংসারের অধ্যক্ষ পৃথক নির্দ্দিষ্ট হয় সে স্থানে সরবরাহকারের কর্ত্তব্য যে সেই অধিকারী এবং তাহার পরিজনেরদের তরবীয়ৎও ভরণপোষণের অর্থে নিরূপিত টাকা সরকারের মালগুজারীর জায়দাদ সেওয়ায় যে জায়দাদ কালেক্টর সাহেব উপরের ধারার লিখিত ক্ষমতাক্রমে সেই অধিকারির তরবীয়ৎওগয়রহের জন্যে নির্দ্ধার্য্য করেন তাহার উৎপন্নসমেত সেই সংসারের অধ্যক্ষের স্থানে দেন ইতি।—১৭৯৩ সা। ১০ আ। ১৪ ধা।

যে স্থানে সরবরাহকারছাড়া কেহ কোন অযোগ্য অধিকারির কারণ সংসারের অধ্যক্ষ পৃথক নির্দ্দিষ্ট হয় তথায় সেই সরবরাহকার সেই অধিকারির ভরণপোষণাদির টাকা সেই সংসারের অধ্যক্ষের হাওয়ালে করিবার কথা।

দত্ত দেশ ১৮০৩ সা। ৫২ আ ১৮ ধা।

৪৮। যদি কোন কালেক্টর সাহেব আবশ্যক কিম্বা পরামর্শ না বুঝেন যে উপরের ধারার লিখিত সকল ফাজিল টাকা সরবরাহকারের হাওয়ালে করা ভূমির পত্তনআবাদে খরচ হয় তবে সেই সাহেবের কর্ত্তব্য যে সেই সকল ফাজিল টাকা অন্য ভূমি খরীদ করাতে কিম্বা ভূম্যাদিবন্ধক লওয়াতে অথবা শ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুরের সর্টিফিকট কাগজ কিনাতে সেই সরবরাহকারের মারফতে খরচ করান ও তাহা করিলে পর কালেক্টর সাহেবের উচিত যে ক্রীত ও বন্ধকী ভূমির ক্রয়পত্র ও বন্ধকপত্র সকল নিদর্শনলিপি সরকারের সদর খাজানাখানায় আমানৎ থাকিবার কারণ কোর্ট ওয়ার্ডের সাহেবদিগের নিকটে পাঠান কিন্তু শ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুরের যে সর্টিফিকট কাগজ উপরের লিখনানুসারে কেনা যায় তাহার সুদ সময়শিরেং দেওয়া উচিত হইবেক অতএব কালেক্টর

সরবরাহকারের হাওয়ালে করা ভূমির ফাজিল টাকা যে কালে সে ভূমির পত্তনআবাদে খরচহওন আবশ্যক না হয় সে কালে তাহা যেরূপে খরচ হইবেক তাহার কথা।

সাহেবের কর্ত্তব্য যে সে কাগজ আপন খাজানাখানায় আমানৎ রাখেন। আর উচিত যে যে কালে সরবরাহকারের স্থানে বিক্রয় পত্র ও বন্ধকাদির নিদর্শনী লিখনপত্র ও শ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুরের সার্টিফিকট কাগজ লন সে কালে তাহার রসীদ সেই সরবরাহকারকে দেন আর কোর্ট ওয়ার্ডসের সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে ক্রীত ও বন্ধক ভূমির পত্রাদি সকল নিদর্শনলিপি সরকারের সদর খাজানাখানায় আমানৎ রাখিয়া তাহার রসীদ ত্রেজরর অর্থাৎ খাজাঞ্চী সাহেবের স্থানে লইয়া তাহার আসলের মোতাবেক নকল আপনারদিগের দস্তখতে কালেক্টর সাহেবের নিকটে পাঠান যে তাহা সরবরাহকারের হাওয়ালে করেন আর সেই সরবরাহকারের কর্ত্তব্য যে সে সরবরাহকারী কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার কালে তাহার হাওয়ালে করা ভূম্যধিকারির ক্রীত ও বন্ধকী ভূমির ক্রয়পত্রাদিও শ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুরের সার্টিফিকট যে কাগজ প্রস্তুত থাকে তাহা কালেক্টর সাহেবের স্থানে দেয় যে কালেক্টর সাহেব তাহার রসীদ দিয়া উপরের লিখিত হুকুমমতে ক্রীত ও বন্ধকী ভূমির ক্রয় পত্রাদি কোর্ট ওয়ার্ডসের সাহেবদিগের নিকটে পাঠাইয়া দেন এবং শ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুরের সর্টিফিকট কাগজ আপন খাজানাখানায় আমানৎ রাখেন। এবং সেই সর্টিফিকট কাগজের যে সুদ মিলে তাহা সরবরাহকারের স্থানে দেওয়ান যায় আর সেই সরবরাহকারের কর্ত্তব্য যে সেই সুদের টাকা সরকারের মালগুজারীর জায়দাদ সেওয়ায় যে জায়দাদের টাকা থাকে তাহার ন্যায় উপরের লিখনানুসারে খরচ করে ইতি।—১৭৯৩ সা। ১০ আ। ১৮ ধা।

সরবরাহকারের হাওয়ালে করা ভূম্যধিকারির খরিদগী ও বন্ধকী কোবালাওগয়রহ সকল লিখন ও কোম্পানি বাহাদুরের সর্টিফিকট যাহার২ স্থানে রাখা যাইবেক তাহার কথা।

সরবরাহকারের হাওয়ালে করা ভূম্যধিকারির কোম্পানি বাহাদুরের সর্টিফিকট কাগজের সুদ সরবরাহকারের হাওয়ালে হইবার ও তাহা যেরূপে খরচ হইবেক তাহার কথা।

দঃ দেশ ১৮০৩ সা। ৫২ আ। ২২ ধা।

৭ ধারা।

ভূমির কর্জ্জ শোধের বিষয়।

৪১। অযোগ্য যে অধিকারিরা এইক্ষণে কর্জ্জদার আছে ও পশ্চাৎ হয় তাহারদিগের উপর যদি সেই কর্জ্জ আদালতক্রমে সম্ভূত হইয়া ডিক্রী হয় তবে তাহা শোধ দেওয়া নিতান্তই উচিত বটে কিন্তু যাবদীয় করসম্পর্কীয় ভূমির উৎপন্ন প্রথমতঃ সরকারের জমা আদায়ের অর্থে বদ্ধ থাকে একারণ ঐ জমা যাহাকে সরকারের হক বলা যায় তাহার আদায় অগ্রে অত্যাবশ্যক জানা যায় কিন্তু সরকারের মালগুজারীর ক্ষতি ও খলল না হইয়া সেই কর্জ্জ যত শোধ হইতে পারে তাহা মহাজনের তলবমতে সকল স্থিত ও সঙ্গতিহইতে করিতে হয় অতএব কর্ত্তব্য যে এমত কর্জ্জের বেওরাকৈফিয়ৎ তরাতে কালেক্টর সাহেবকে জানান যায় আর ভূমির সরবরাহকারি সেই কর্জ্জ শোধ দিবার পূর্ব্বে সেই কালেক্টর সাহেবের কর্ত্তব্য যে সেই কৈফিয়ৎ সমেত আপন বিবেচনা যাহা তাহা শোধের বিশিষ্টমতের অর্থে হয় তাহা লিখিয়া কোর্ট ওয়ার্ডসের সাহেবদিগের স্থানে পাঠান এইমতুক যে কোর্ট ওয়ার্ডসের সাহেবেরা এ বিষয়ে যাহা উচিত জানেন

অযোগ্য অধিকারিদিগের কর্জ্জ শোধের মতের কথা।

তাহা সেই কালেক্টর সাহেবকে হুকুম দেন আর মহাজনের ইচ্ছায় যদি সেই কর্জ্জের আমল হইতে কম টাকায় সেই কর্জ্জ টাকা শোধের ধার্য্য হয় তবে সরবরাহকারের কর্ত্তব্য যে যত টাকা তাহার শোধ দিতে খরচ করে কেবল উক্ত টাকাই আপন হিসাবে খরচ লিখে ইতি।—১৭৯৩ সা। ১০ আ। ১৯ ধা।

দত্ত দেশ ১৮০৩ সা। ৫২ আ। ২৩ ধা।

৮ ধারা।

অপ্রাপ্তব্যবহারেরদের নামে নালিশ।

যে অযোগ্য অধিকারির অধ্যক্ষ নির্দ্দিষ্ট থাকে তাহার প্রতি দাওয়া সেই অধিকারী ও তাহার অধ্যক্ষের নামে একত্র না হইলে অশ্রাব্য হইবার কথা।

৫০। ২২ দ্বাবিংশতি ধারার লিখিত প্রকারের যে অপ্রাপ্তব্যবহার এবং অন্য অযোগ্য ভূম্যধিকারিদিগের অধ্যক্ষ নিযুক্ত থাকে তাহারদিগের উপর যাহারা দাওয়া রাখে তাহারদিগের সে দাওয়া সেই সকল অধিকারী ও তাহারদিগের অধ্যক্ষদিগের নামে একত্র না হইলে শ্রাব্য হইবেক না।—১৭৯৩ সা। ১০ আ। ৩২ ধা। ১ প্র

দত্ত দেশ ১৮০৩ সা। ৫২ আ। ৩৬ ধা। ১ প্র।

দেওয়ানী মোকদ্দমায় অযোগ্য ভূম্যধিকারি দিগের অধ্যক্ষগণের জামিন না লওয়া যাইবার কথা।

৫১। যদি ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১০ দশম আইনের ৩২ দ্বাত্রিংশৎ ধারার ১ প্রথম প্রকরণের অনুসারে কোন অযোগ্য ভূম্যধিকারির নামে তাহার অধ্যক্ষের নাম জড়াইয়া দেওয়ানী কোন মোকদ্দমায় নালিশ হয় তবে তাহাতে আইনমতে দেওয়ানী অন্য২ মোকদ্দমার আসামীদিগের স্থানে জামিন লইবার যেরূপ হুকুম আছে সেরূপে সে অধ্যক্ষের জামিন লওয়া যাইবেক না ইতি।—১৭৯৫ সা। ৫৫ আ। ২ ধা।

৯ ধারা।

কালেক্টর ও সরবরাহকার ও সংসার অধ্যক্ষের নামে নালিশ।

উপরের ধারার লিখিত প্রকারের অযোগ্য অধিকারিরা কালেক্টর সাহেব কিম্বা সরবরাহকার অথবা আপনারদিগের অধ্যক্ষদিগের নামে নোকসানের দাওয়া রাখিলে যে কেহ তাহা দরপেশ করিতে চাহে তাহার মারফতে এই ধারার লিখিত নিয়মদৃষ্টে

৫২। যে অযোগ্য অধিকারিরদের প্রস্তাব উপরের প্রকরণে লিখা আছে তাহারদিগের অযোগ্যতার কালেও শক্তি থাকিবেক যে কালেক্টর সাহেব কিম্বা সরবরাহকার অথবা আপনারদিগের অধ্যক্ষের নামে গণতা কিম্বা ক্ষতি খেসারতের মোকদ্দমায় আপনারদিগের দাওয়া রাখিলে তাহারদিগের পক্ষে যে কেহ তাহা দরপেশ করিতে চাহে তাহার মারফতে কোর্ট ওয়ার্ডসের সাহেবদিগের নিকটে দরপেশ করায় এই নিয়মে যে মোকদ্দমা ডিসমিস হইলে যে খরচা ও খেসারৎ দিবার নির্দ্ধার্য্য হয় তাহার জামিন সে লোক দেয় আর তদনুসারে সে মোকদ্দমার ডিক্রী হইলে যে খরচা ও দণ্ড কালেক্টর সাহেব কিম্বা সরবরাহকার অথবা অধ্যক্ষের উপর ধার্য্য হয় তাহাও সেই পাইবেক আর কোর্ট ওয়ার্ডসের সাহেবদিগের ক্ষমতা আছে যে কোন সরবরাহকার কিম্বা অধ্যক্ষের নামে এ প্রকার দাওয়া উপস্থিত হইলে কালেক্টর সাহেবকে হুকুম করেন যে

বিচার করিয়া সে মোকদ্দমার বেওরাকৈফিয়ৎ ঐ কোর্টের সাহেবদিগেরে লিখেন কিন্তু কালেক্টর সাহেবের কর্ত্তব্য নহে যে আপনি সে মোকদ্দমার নিষ্পত্তিপত্র দেন এমতে তাহার নিষ্পত্তি কোর্ট ওয়ার্ডসের সাহেবদিগের কর্ত্তব্য হইবেক যদি এপ্রকার মোকদ্দমার বিচার কালে কোর্ট ওয়ার্ডসের সাহেবেরা কিম্বা কালেক্টর সাহেব কাহাকেও হাজির করাইতে চাহেন তবে ঐ সকল সাহেবের কর্ত্তব্য যে তাহার হাজিরের কারণ সেই জিলার দেওয়ানী আদালতের জজ সাহেবের নিকটে দরখাস্ত করেন আর সে হাজির হইলে ঐ কোর্টের সাহেবেরদের ও কালেক্টর সাহেবের ক্ষমতা আছে যে আবশ্যক হইলে সে সকল হুকুম ও দাঁড়া লোকদিগেরে সুকৃতি করাইবার অর্থে সকল জিলা ও শহরসকলের জজ সাহেবদিগের নিমিত্তে নির্দ্দিষ্ট আছে তদৃষ্টে সেই লোককে সুকৃতি করান এবং কোর্ট ওয়ার্ডসের সাহেবেরা এই ধারানুসারে যে নিষ্পত্তিপত্র কোন কালেক্টর সাহেব কিম্বা সরবরাহকারে অথবা অধ্যক্ষের নামে পাঠান তাহাতে ঐ কোর্টের সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে তাহার নকল সেই জিলার দেওয়ানী আদালতের জজ সাহেবের নিকটে পাঠাইয়া দেন ও এমত সকল নিষ্পত্তিপত্র সেই আদালতের ডিক্রীর ন্যায় জ্ঞান হইয়া তাহার জারী আদালতের অন্যং ডিক্রীর মতে হইবেক কিন্তু এই প্রকার মোকদ্দমাসকলের আপীল যদি তাহার দরখাস্ত সেই নিষ্পত্তিপত্রের তারিখহইতে তিনমাসের মধ্যে সেই দেওয়ানী আদালতের জজ সাহেবের কিম্বা সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের অথবা কোর্ট ওয়ার্ডসের সাহেবদিগের নিকটে দেওয়া যায় তবে সদর দেওয়ানী আদালতে উপস্থিত হইতে পারে বরং যদি ঐ নিয়মিত কালগতেও আপীলের দরখাস্ত সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের নিকটে দেওয়া যায় তবে আপেলাণ্ট ঐ নিয়মিত কালের মধ্যে আপীলের দরখাস্ত না দিবার বিশিষ্ট হেতু কহিলে সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের কর্ত্তৃত্ব আছে যে সে মোকদ্দমার আপীল লন ইতি।—১৭৯৩ সা। ১০ আ ৩২ ধা। ২ প্র।

দত্ত দেশ ১৮০৩ সা। ৫২ আ। ৩৬ ধা। ২ প্র।

কোর্ট ওয়ার্ডসের সাহেবদিগের নিকটে উপস্থিত করাইতে সাধ্য রাখিবার কথা।

৫৩। যদি কোন অযোগ্য অধিকারির অযোগ্যতা গেলে পর সে আপন ভূমিতে দখল পায় কিম্বা কোন অযোগ্য অধিকারির ভূমি উত্তরাধিকারিত্বরূপে অথবা মতান্তরে যে কেহ যোগ্য থাকে তাহার ভোগে আইসে তবে সেই দুই প্রকারের লোকের সাধ্য থাকিবেক যে তাহারদিগের ভূমি কোর্ট ওয়ার্ডসের সাহেবদিগের এতমামে থাকিবার কালে শ্রীযুক্ত গবরনর জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হজুরের আইনসকলের এবং ঐ কোর্টের সাহেবদিগের হুকুমসকলের ব্যতিক্রমে কালেক্টর সাহেবদিগের কিম্বা সরবরাহকারেরদের অথবা অধ্যক্ষদিগের দ্বারা যে ব্যাঘাত ও হরস্কৎ হইয়া থাকে কিম্বা তাঁহারদিগহইতে কার্য্যের দ্বারা যে অন্যায় ও বদমামলী প্রকাশ হইয়া থাকে তাহার নালিশ সে মোকদ্দমা যে জিলা কিম্বা শহরের দেওয়ানী আদা

যে কালে কোন ভূম্যধিকারির ভূমি তাহার অযোগ্যতাপ্রযুক্ত কোর্ট ওয়ার্ডসের সাহেবদিগের এতমামে থাকিয়া পুনরায় তাহার দখলে আইসে এবং যে কালে কোন অযোগ্য অধিকারির ভূমি উত্তরাধিকারিত্বে কিম্বা

মতান্তরে কোন যোগ্যের ভোগে আইসে সেই দুই প্রকারের লোকেরা ঐ সাহেবদিগের এত মাসে তাহারদিগের ভূমি রহিবার কালে কালেক্টর সাহেবের কিম্বা সরবরাহকার অথবা অধ্যক্ষের দ্বারা যে অত্যাচার হইয়া থাকে তাহার নালিশ দেওয়ানী আদালতে উপস্থিত করিতে সাধ্য রাখিবার কথা।

লতের মোতালক হয় তথায় উপস্থিত করে ইহাতে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১৪ চতুর্দশ আইনের ৩৩ ধারার লিখিত যে যে দাওয়ার মোকদ্দমাসকলের জওয়াব দেওয়া কালেক্টর সাহেবদিগের কর্ত্তব্য হয় তাহার অর্থে যে সকল দাঁড়া ও হুকুম নির্দ্ধারিত আছে সেই সকল দাঁড়া ও হুকুম এই ধারাক্রমে যে সকল দাওয়ার মোকদ্দমা কালেক্টর সাহেবের নামে উপস্থিত হয় তাহার প্রতিও বহাল্ হইবেক ইতি। —১৭৯৩ সা। ১০ আ। ৩৬ ধা।

দত্ত দেশ ১৮০৩ সা। ৫২ আ। ৪০ ধা।

১০ ধারা।

দত্তক পুত্র।

অযোগ্য অধিকারিরা কোর্ট ওয়ার্ডসের সাহেবদিগের বিনাঅনুমতিতে দত্তক পুত্র করিতে না পারিবার কথা।

৫৪। যে অযোগ্য অধিকারী কাহাকেও দত্তকপুত্র করিবার বাসনা করে সে দত্তকপুত্র কালেক্টর সাহেবের দ্বারা কোর্ট ওয়ার্ডসের সাহেবদিগের মঞ্জুরীর হুকুম না পাইলে সিদ্ধ ও মাতবর হইবেক না ইতি।—১৭৯৩ সা। ১০ আ। ৩৩ ধা।

দত্ত দেশ ১৮০৩ সা। ৫২ আ। ৩৭ ধা।

১১ ধারা।

ভূমির কর্ত্রী স্ত্রীলোক।

যে স্ত্রীলোক নিজাধিকারের কার্য্য করণের যোগ্যা হয় তাহার ভূমি তাহার হস্তবশে কোর্ট ওয়ার্ডসের সাহেবেরা রাখিবার কথা।

৫৫। যদি কোর্ট ওয়ার্ডসের সাহেবেরা জানেন যে কোন ভূমির কর্ত্রী স্ত্রীলোক আপন বুদ্ধি ও বিবেচনাক্রমে নিজাধিকার ভূমির সরবরাহ আইন ও দাঁড়াক্রমে করিতে পারে তবে ঐ সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে সে অধিকার সেই স্ত্রীলোকের হস্তবশ রাখেন এবং ঐ সাহেবেরা যে সময়ে এই ধারানুসারে কার্য্য করেন সে সময়ে সেই স্ত্রীলোক যে রূপে আপন ভূমির সরবরাহ করিবার উপযুক্তা হয় তাহার বেওরা শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হুজুরে লিখেন ইতি।—১৭৯৩ সা। ৫০ আ। ৩ ধা।

দত্ত দেশ ১৮০৫। ৮ আ ২৯। ৩ প্র।

যে স্ত্রীলোক নিজাধিকারের কর্ত্রী হয় সে তাহুৎওগায়রহে উপযুক্ত অধিকারির মত দস্তখৎ করিবার কথা।

৫৬। উপরের ধারাক্রমে যে স্ত্রীলোক অনুপযুক্ত অধিকারির বিষয়ের আইনের বাহির হয় সে স্ত্রীলোক আপন ভূমির সরবরাহের বিষয়ে উপযুক্ত ভূম্যধিকারিদিগের মতে তাহুৎওগয়রহ কাগজ পত্রে দস্তখৎ করিবেক ইতি।—১৭৯৩ সা। ৫০ আ। ৪ ধা।

দত্ত দেশ ১৮০৫ সা। ৮ আ। ২৯ ধা। ৪ প্র।

বারাণস ১৮২২ সা। ৬ আ। ২ ধা।

১২ ধারা।

অপ্রাপ্ত ব্যবহারাবস্থা।

৫৭। ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১০ দশম আইনের ২৮ অষ্টাবিংশতি ধারায় সরকারের মালগুজার ভূম্যধিকারী হিন্দু ও মুসলমানের অধিকার ভূমিতে তাহারদিগের অধিকার ও অখ্তিয়ার হইবার বিষয়ে হুকুম লেখা যায় যে তাহারদিগের অপ্রাপ্তব্যবহারাবস্থা ১৫ পঞ্চদশ বৎসর গতপর্য্যন্ত থাকিবেক সে হুকুম রদ করিয়া তাহারদিগের অপ্রাপ্তব্যবহারাবস্থার সংখ্যা ১৮ অষ্টাদশ বৎসর গতপর্য্যন্ত ধার্য্য করা গেল ইতি।—১৭৯৩ সা।২৬ আ।২ ধা।

দত্ত দেশ ১৮০৩ সা। ৫২ আ। ৩২ ধা।

অপ্রাপ্তব্যবহারাবস্থার নিয়ম ১৮ বৎসরপর্য্যন্ত করিবার কথা।

৫৮। জানিবেন যে সাধারণ ভূমির যে অধিকারিদিগের অধিকার ভূমির সরবরাহের বিষয়ে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৮ অষ্টম আইনের ২৩ ত্রয়োবিংশতি ধারায় হুকুম লেখাযায় তাহারদিগের প্রতিও উপরের লিখিত ধারাক্রমের হুকুম চলন হইবেক ইতি।—১৭৯৩ সা। ২৬ আ। ৩ ধা।

সাধারণ ভূমির পুরুষ অধিকারিদিগের প্রতি ঐ হুকুম চলিবার কথা।

১৩ ধারা।

কালেক্টর সাহেবের রিপোর্ট

৫৯। কালেক্টর সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে যে কালে কোন ভূম্যধিকারির অযোগ্যতার সমাচার বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগেরে লিখেন সে কালে সেই অধিকারির আহ্লালেরও বেওরাকৈফিয়ৎ তাহার ভূম্যাদি স্থাবর ও অস্থাবর বস্তুর বিবরণ ও তফসীল যাহা নিশ্চয় জানিতে পারেন তাহাসমেত এবং সেই অধিকারির সরবরাহকারী ও অধ্যক্ষতার কারণ যাহাকে আপনারদিগের বিবেচনায় অতিযোগ্য বুঝেন তাহার নাম সেই বিবেচনার হেতুসুদ্ধা লিখিয়া পাঠান আর কোন মৃত অধিকারির ওসীয়ৎ নামার দ্বারা তাহার কোন উত্তরাধিকারির জন্যে অধ্যক্ষের নিরূপণ হইলে কালেক্টর সাহেবের কর্ত্তব্য যে তাহার সম্বাদ এবং তাহা মঞ্জুর হইতে কিছু আপত্তি থাকিলে তাহার বেওরাও ঐ বোর্ডে লিখেন ইতি।—১৭৯৩ সা। ১০ আ। ৩৪ ধা।

দত্ত দেশ ১৮০৩ সা। ৫২ আ। ৩৮ ধা।

কালেক্টর সাহেবেরা কোন ভূম্যধিকারির অযোগ্যতার সংবাদ বোর্ড রেবিনিউতে লিখিবার কালে সেসঙ্গে যে যে বেওরা লিখিবেন তাহার কথা।

৬০। কালেক্টর সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে উপরের ধারার লিখিত সকল বেওরাকৈফিয়ৎ ছাড়া মাসিক কিম্বা বার্ষিক অর্থাৎ মাস মাসের কিম্বা সালিআনা যে যে সংবাদ কোর্ট ওয়ার্ডসের সাহেবেরা চাহেন তাহা ঐ কোর্টের সাহেবদিগের নিকটে লিখিতে থাকেন। আর কালেক্টর সাহেবদিগের এবং সমস্ত সরবরাহকারেরদের ও

কালেক্টর সাহেবেরা কোর্ট ওয়ার্ডসের সাহেবদিগের তলবকরা কৈফিয়ৎ সকলের সমাচার দিবার কথা।

কালেক্টর সাহেবেরা এবং সরবরাহকারেরা ও অধ্যক্ষেরা কোর্ট ওয়ার্ডসের সাহেবদিগের সকল হুকুম মানিবার কথা।

অধ্যক্ষদিগের কর্ত্তব্য যে এই আইনের কিম্বা শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হুজুরহইতে অন্য যে আইন নির্দ্দিষ্ট হয় তাহার বিনাব্যতিক্রমে যে যে হুকুম কোর্ট ওয়ার্ডসের সাহেবদিগের স্থানহইতে তাঁহারদিগেরে পাঠান যায় তদনুসারে কার্য্য করেন ইতি —১৭৯৩ সা। ১০ আ। ৩৫ ধা।

দস্ত দেশ ১৮০৩ সা। ৫২ আ। ৩২ ধা।

১৪ ধারা।

অযোগ্য ভূম্যধিকারির ভূমি নীলামকরণের ও তাঁহারদিগকে কয়েদকরণের নিষেধ।

জমীদারী কোর্ট ওয়ার্ডসের তাবে থাকনের সময়ে নীলামের যোগ্য না হইবার কথা।

৬১। যেই জমীদারী কোর্ট ওয়ার্ডসের তাবে থাকে সেইই জমীদারী কোর্ট ওয়ার্ডসের তাবে থাকনের সময়েতে তাহাতে যে বাকী পড়ে সে নিমিত্তে ঐই জমীদারী নীলামের যোগ্য হইবেক না ইতি —১৮২২ সা। ১১ আ। ৩ ধা। ২ প্র।

৬২। [তর্জ্জমা হয় নাই।]

কোর্ট ওয়ার্ডসের প্রত্যেক সিরিস্তার সাহেবদিগের অনুপযুক্ত অধিকারিদিগের ভূমিতে ঐ তদবীর করা বিহিত না বুঝিলে তাহাহইতে হাত উঠাইতে পারিবার কথা।

৬৩। জানান যাইতেছে যে কোর্ট ওয়ার্ডসের প্রত্যেক সিরিস্তার সাহেবদিগের ক্ষমতা আছে যে অল্পবয়স্ক অধিকারিদিগের ও অন্য অনুপযুক্ত ব্যক্তিদিগের ভূমিতে যে সময়ে ঐ তদবীর ও উপায় করা আপনারদিগের বিহিতবিবেচনাক্রমে উচিত ও আবশ্যক না বুঝেন তখন তাহাহইতে হাত উঠাইতে পারিবেন ও জানা কর্ত্তব্য যে যদি এক জন অল্পবয়স্ক বালক পূর্ব্বাধিকারির মরণেরপরে উত্তরাধিকারিতাক্রমে অসাধারণে কোন ভূমির সমুদায় স্বত্বাধিকারী হইয়া তাহা পায় ও তাহার অল্পবয়স্কতার কালেতে ঐ ভূমিতে তাহার দখীলকার রহওনের পরকালীনের বাবৎ সরকারের মালগুজারীর টাকা বাকী পড়ে তবে এমত বাকীর নিমিত্তে সে ভূমি নীলাম হইবেক না কিন্তু এমত বাকী পড়িলে সরকারের রাজস্ব তহসীলের কার্য্যের ভারাক্রান্ত সাহেবলোক ঐ ভূমি দশবৎসরের অধিক না হয় এমত মিয়াদে কোন জনকে ইজারা দিতে পারিবেন এবং এমতে কোর্ট ওয়ার্ডসের সাহেবলোক তাহার অল্পবয়স্কতার যে কোন সময়ে হয় ঐ ভূমির কর্ম্মনির্ব্বাহের কর্তৃত্ব প্রথমতঃ তাহাহইতে হাত উঠাইয়া থাকিলেও করিতে পারিবেন ইতি।—১৮২২ সা। ৬ আ। ৪ ধা।

অল্পবয়স্ক অধিকারিদিগের ভূমি সরকারী বাকীর নিমিত্তে নীলাম না হইবার ও এমতেতে মালগুজারীর কার্য্য ভারাক্রান্ত সাহেবেরা ঐ ভূমি ইজারা দিবার ও কোর্ট ওয়ার্ডসের সাহেবলোক তাহার অল্পবয়স্কতার যে সে সময়ে ঐ ভূমির কর্ম্মনির্ব্বাহের কর্তৃত্ব করিবার কথা।

১৫ ধারা।

কোর্ট ওয়ার্ডসের অধীন ভূম্যধিকারের বাকীদার।

৬৪। [তর্জ্জমা হয় নাই।]

উপরের ধারাসক

৬৫। জানিবেন যে উপরের ধারাসকলের লিখিত যে যে হুকুম

* অর্থাৎ ১৭৯৯ সালের ৭ আইনের ১৪। ১৫। ১৬। ১৭ ও ১৮ ধারা

সদরের মালগুজার ভূম্যধিকারিগণ ও ইজারদারদিগের প্রতি মাল গুজারির বাকী উসুলের ভারার্পণের নিদর্শনে আছে সেই২ হুকুম যাবদীয় অযোগ্য অধিকারির অধিকারের ও সাধারণ অধিকারভূমি সকলের সরবরাহকারদিগের সরবরাহকারীতে এবং কালেক্টর সাহেবদিগের কর্তৃত্বে ও সরকারী অন্য যে আমলারা কোন অধিকারের সরকারী জমা ধার্য্যের নিমিত্তে কিম্বা বিষয়ান্তর জন্যে অথবা ভূম্যধিকারী কিম্বা ইজারদারের সহিত বন্দোবস্ত না হওনপ্রযুক্ত খাস তহসীলে আসিয়া থাকা কোন ভূমির তহসীলের নিমিত্তে নিযুক্ত হইয়া থাকে তাহারদিগের কর্ম্মকারিত্বেও চলিবেক। আর এ আইনের ২ দ্বিতীয় ধারাক্রমে যে শক্তি ভূম্যধিকারিগণ ও ইজারদারদিগের চাকরেরা পাইয়াছে সে শক্তি এমত সরবরাহকারদিগের এবং কালেক্টর সাহেবদিগের ওসরকারী অন্য আমলাদিগের নিযুক্তকরা গোমাস্তাপ্রভৃতিতেও পাইতে পারিবেক যদি তাহারদিগের মনিবেরা সে শক্তি তাহারদিগেরে দেয় ইতি।—১৭৯৯ সা। ৭ আ। ১৯ ধা।

পূর্ব্বের লিখিত ভারার্পণযুত হুকুম সরবরাহকার ও কালেক্টর সাহেবপ্রভৃতিকে বর্ত্তিবার এবং সময়বিশেষে সে ভার তাহারদিগের নিযুক্তকরা আমলারাও পাইবার কথা।

১৬ ধারা।

কোর্ট ওয়ার্ড্সের অধীন ভূম্যধিকার ইজারা দেওন।

৬৬। এই প্রকরণানুসারে জানান যাইতেছে যে কলিকাতা রাজধানীর হুকুমের তাবে দেশসকলেতে নির্দ্দিষ্টহওয়া কোর্ট ওয়ার্ডসের প্রত্যেক সিরিস্তার সাহেবদিগকে এবিষয়ে ক্ষমতা দেওয়া যাইতেছে যে যে২ ভূমি তাঁহারদিগের হুকুমের নীচে আইসে তাহা ১০ দশ সালের অধিক না হয় এমত মিয়াদে কোন জনকে ইজারা দেন কিম্বা ঐ সকল ভূমির কর্ম্মনির্ব্বাহার্থে অন্য যে কোন প্রকরণ তাঁহারদিগের বিবেচনাতে উপযুক্ত ও বিহিত বোধ হয় তাহা চলিত কোন আইনেতে তাহা করিতে নিষেধের হুকুম নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকিলেও এই নিয়মে করেন যে অল্পবয়স্ক অধিকারিদিগের ভূমি উপরের লিখিতহইতে অধিক মিয়াদে অন্যের হাতে না যায় তদতিরিক্ত হুকুম দেওয়া যাইতেছে যে ভূমির যে২ ইজারা বন্দোবস্ত কোর্ট ওয়ার্ডসের যে কোন সিরিস্তার সাহেবদিগের হুজুরহইতে শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর জেনরল বাহাদুরের হুজুর কৌন্সেলের বিশেষ হুকুমের অনুসারে অথবা যে২ দাঁড়ানুসারে ঐ সাহেবদিগকে ক্ষমতাপণ হইয়া থাকে তাহার আশয় ও তাৎপর্য্যের দৃষ্টে হওয়া হুকুমমতে হইয়াছে সে সমস্ত ইজারা সর্ব্বপ্রকারেতে সঙ্গত ও মাতবর বোধ হইবেক ও এমত ইজারার বিষয়ে আদালতের সাহেবলোক ঐ ইজারা সঙ্গতহওনের আগে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪৯ আইনের লিখিত প্রকারেতে নির্দ্দিষ্ট ও জারী হওয়া কোন আইনেতে কোন হুকুম না থাকনের বিষয়ে কোন ওজর ও বাধা করিবেন না ও অন্যের তরফহইতে হইলে তাহা মঞ্জুর করিবেন না ইতি।—১৮২২ সা। ৬ আ। ৩ ধা। ১ প্র।

কোর্ট ওয়ার্ডসের সাহেবেরা আপনারদিগের ক্ষমতার ব্যাপ্যহওয়া ভূমি দশ বৎসরের অনূর্দ্ধ মিয়াদে কোন জনকে ইজারা দিতে কিম্বা তাহা ঐ মিয়াদের অধিক কাল অন্যের হস্তগত না থাকনের নিয়মে অন্য কোন প্রকরণ তাহাতে করিতে পারিবার কথা।

পূর্ব্বে যে সকল ইজারা কোর্ট ওয়ার্ডসের সাহেবদিগের হুকুমে হইয়া থাকে তাহা সঙ্গত ও সাব্যস্থ থাকনের ও তাহা নামঞ্জুর করিতে আদালতের সাহেবদিগের নিষেধ হওনের কথা।

যে সকল ইজারদার ও অন্য লোকেরা কোর্ট ওয়ার্ডসের অধিকারক্রমে বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের হুকুমের তাবে থাকে তাহারদিগের সহিত যে২ দাঁড়া সম্পর্ক রাখিবেক তাহার কথা।

৬৭। সরকারের মালগুজারীর কালেক্টর সাহেবদিগের হুকুমের তাবে অধিকারের মধ্যে যে সকল লোকেরা ভূমির এলাকা রাখে তাহারদিগের সহিত যে সকল দাঁড়া ও আইন সম্পর্ক রাখে সেই সকল দাঁড়া ও আইন যে সকল ইজারদার ও অন্য২ লোকেরা কোর্ট ওয়ার্ডসের অধিকারক্রমে বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের হুকুমের তাবে অধিকারেতে ভূমির এলাকা রাখে তাহারদিগের প্রতি খাটিবেক ইতি।—১৮২২ সা। ৬ আ। ৩ ধা। ২ প্র।

১৪ অধ্যায়।

উত্তরাধিকারিত্ব ও ওয়ারিসী দাওয়া ও সাধারণ ভূমির অধিকারের বিষয়ে।

১ ধারা।

উত্তরাধিকারিত্ববিষয়ক মোকদ্দমা।

সকল জিলা ও শহরের দেওয়ানী আদালতে যে যে মোকদ্দমা উপস্থিত হইবার যোগ্য হই বেক তাহার কথা।

১। বিনাসম্পর্কে প্রাপ্তব্য ও উত্তরাধিকারিত্ব অর্থাৎ হকদারী ও ওয়ারিসীর ও স্থাবর ও অস্থাবরের দাওয়ার মোকদ্দমা ও ভূমির রাজস্ব ও সরকারের মালগুজারী ও কর্জ্জ ও হিসাব ও কন্ট্রাক্ট অর্থাৎ চুক্তি ও সরাকতী ও নিকা ও বিবাহ ও জাত্যাংশ ও বিবাহের মর্য্যাদা ও ক্ষতি খতরাআদি যাবদীয় দেওয়ানী মোকদ্দমার যে সকল আসামী ৭ সপ্তম ধারার লিখিত লোকদিগের মধ্যের হয় সে সকল মোকদ্দমা সকল জিলা ও শহরের দেওয়ানী আদালতে এই মতে হইতে পারিবেক যে ভূম্যাদি স্থাবর বস্তুর মোকদ্দমা যে জিলা কিম্বা শহরে সেই ভূম্যাদি বস্তু থাকে সেই জিলা কিম্বা শহরে ও অন্যং মোকদ্দমার হেতু যে জিলা কিম্বা শহরে হয় সে সকল মোকদ্দমার আসামী নালিশের সময়ে সেই জিলা কিম্বা শহরে অথবা তাহার সীমাতে বসত করিলে সে সকল মোকদ্দমা সেই জিলা কিম্বা শহরের আদালতে হইতে পারিবেক ইতি।—১৭৯৩ সা। ৩ আ। ৮ ধা।

শ্রীযুত ইঙ্গরেজী বাদশাহের প্রজা সাহেবলোক ছাড়া সমস্ত লোক দেওয়ানী আদালতের তাবে হইবার কথা।

[এদেশি সকল লোক ও তদ্ভিন্ন বিলায়তী সাহেবলোকের মধ্যে যাঁহারা শ্রীযুত ক্ষিতিপালক ইঙ্গরেজ বাদশাহের প্রজা না হন্ তাঁহারা সকল জিলা ও শহরের আদালতের তাবে হইবেন ইতি।—১৭৯৩ সা। ৩ আ। ৭ ধা।]

২ ধারা।

উত্তরাধিকারিত্ব ও ওয়ারিসী দাওয়ার মোকদ্দমা বিষয়ে সাধারণ বিধি।

জজ সাহেব এই ধারার লিখিত সকল মোকদ্দমার মধ্যে মুসলমানের মোক

২। বিনাসম্পর্কে প্রাপ্তব্য কিম্বা উত্তরাধিকারিত্ব অর্থাৎ হকদারী কিম্বা ওয়ারিসী দাওয়া অথবা কুলাচার ও ব্যবহারক্রমের বিবাহ ও নিকা কিম্বা জাত্যাংশাদিবিষয়ক সমস্ত মোকদ্দমায় জজ সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে মুসলমানের মোকদ্দমা শরার মতে ও হিন্দুর মোকদ্দমা

হিন্দুর মোকদ্দমা শাস্ত্রানুসারে নিষ্পত্তি করিবার কথা।

[বাঙ্গালা। বেহার। উড়িষ্যা।

দমা শরার মতে ও শাস্ত্রানুসারে নিষ্পত্তি করেন এবং মুসলমানের মোকদ্দমায় মুসলমান ফাজিলেরা ও হিন্দুর মোকদ্দমায় পণ্ডিতেরা ফত্তওয়া ও ব্যবস্থা দিবার কারণ আদালতে উপস্থিত হইবেন ইতি।—১৭৯৩ সা। ৪ আ। ১৫।

৩। [তর্জমা হয় নাই।]

হিন্দু ও মুসলমানের দেওয়ানী মোকদ্দমা যথার্থরূপে শাস্ত্র ও শরার মতে নিষ্পত্তি করিবার কথা।

৪। অধিকারিভূমির কর্ত্তার অনুরূপহওনের ও উত্তরাধিকারিত্বের দাওয়ার মোকদ্দমাতে মুনসেফদিগের কর্ত্তব্য যে মুসলমানের মোকদ্দমা শরার মতে ও হিন্দুর মোকদ্দমা শাস্ত্রের মতে নিষ্পত্তি করে আর ঐ২ প্রকার মোকদ্দমায় সন্দেহ হইলে মুনসেফদিগের কর্ত্তব্য যে শরা কি শাস্ত্রের মত মৌলবী কিম্বা পণ্ডিতের স্থানে জিজ্ঞাসা করে ও তাহার জওয়াব পাইবার কারণ মোকদ্দমার বেওরা চুম্বকে লিখিয়া আদালতের মৌলবী কি পণ্ডিতের নিকটে পাঠাইয়া দেয় কিন্তু মুনসেফদিগের ঐ জিজ্ঞাসাকরাতে জজ সাহেবের আদালতে আপীল হইলে শরা ও শাস্ত্রের উক্তমত পুনরায় যে কিছু তাঁহার জিজ্ঞাসাকরণের আবশ্যক হয় তাহা জিজ্ঞাসিবার বারণ নাহি যে সকল মোকদ্দমাতে আসামী ও ফরিয়াদী ভিন্ন২ মতাবলম্বী হয় ঐ মোকদ্দমার নিষ্পত্তি আসামীর ধর্ম্মানুসারে হইবেক কিন্তু যে সকল মোকদ্দমাতে আসামী মুসলমান কিম্বা হিন্দু হয় কেবল সে সকল মোকদ্দমার উপর ঐ হুকুম খাটিবেক ইতি।—১৮৩১ সা। ৫ আ। ৬ ধা। ২ প্র।

অন্য সকল মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি মুনসেফেরা ন্যায় ও যাথার্থ্য ও ধর্ম্মানুসারে করিবার কথা।

৫। যে সকল মোকদ্দমায় উপরের লিখিত হুকুম না খাটে মুনসেফেরা সেই সকল মোকদ্দমার নিষ্পত্তি ন্যায় ও যাথার্থ্য ও ধর্ম্মানুসারে করিবেক ইতি।—১৮৩১ সা। ৫ আ। ৬ ধা। ৩ প্র।

স্থাবর ধনের উত্তরাধিকারিত্বের বিষয়ে যে২ হুকুম গ্রহণ করিবেক তাহার কথা।

৬। জমীদারী ও তালুক ও ভূমি ও বাটী কিম্বা অন্য স্থাবর বস্তুর কর্ত্তার অনুরূপহওনের ও উত্তরাধিকারিত্বের দাওয়ার মোকদ্দমার বিষয়ি ইশ্‌তিহারনামা মুনসেফেরা আপনারদিগের কাছারীতে সকল লোকের দৃষ্টিগোচর স্থানে এবং যে গ্রামে ঐ২ বস্তু থাকে সেই গ্রামে কি তাহার নিকটবর্ত্তি স্থানে এক মিয়াদ নিরূপণ করিয়া এই মজমুনে লটকাইয়া দিবেক যে যে সকল লোক ঐ নালিশী বস্তুর উপর দাওয়া রাখে তাহারা নিরূপিত মিয়াদের মধ্যে মোকদ্দমা উপস্থিত করে আর যদি দাওয়াদার এক জনের অধিক হয় আর শরা কি শাস্ত্রমতে আপন২ ধর্ম্মানুসারে ঐ বস্তুর কোন অংশ পাইতে যোগ্য হয় তবে এরূপ মোকদ্দমার ডিক্রী মুনসেফেরা না করে কিন্তু ডিক্রীক্রমে ঐ ধনের স্বকীয়২ অংশ পাইবার যোগ্য সকল দাওয়াদারেরা হইলে ডিক্রী করিবেক ইতি।—১৮৩১ সা। ৫ আ। ৬ ধা। ৪ প্র।

৭। বারাণসদেশের বিষয়ে ইঙ্গরেজী ১৭৯৫ সালের ৮ আইনের ৩ ধারার ২ প্রকরণের যে ভাগে হুকুম আছে যে যে মোকদ্দমার ফরিয়াদী ও আসামী উভয়ে এক ধর্ম্মাক্রান্ত না হইয়া জাতিভেদ থাকে সে মোকদ্দমায় আসামীর জাতিধর্ম্মানুসারে আর মুসলমান ও হিন্দু উভয় জাতির মোকদ্দমা ছাড়া কোন বিলায়তি কি দেশান্তরের মোকদ্দমা হইলে তাহাতে ফরিয়াদীর জাতিধর্ম্মক্রমে ফতওয়া কি ব্যবস্থা লন তাহা এক্ষণে রদ হইল এবং হকদারি কি ওয়ারিসী কিম্বা পুণ্য ক্রিয়াসম্পর্কীয় কিম্বা কুলাচার ও ব্যবহারক্রমে বিবাহ ও নিকা কিম্বা জাত্যংশাদিঘটিত যেং মোকদ্দমা হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে মধ্যেং উপস্থিত হয় সেই মোকদ্দমায় ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪ আইনের ১৫ ধারার হুকুম এবং তদনুরূপ ১৮০৩ সালের ৩ আইনের ১৬ ধারার ১ প্রকরণের হুকুম খাটিবেক ইতি।—১৮৩২ সা। ৭ আ। ৮ ধা।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৫ সালের ৮ আইনের ৩ ধারার ২ প্রকরণ রদ হইবার কথা।

যেং গতিকে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪ আইনের ১৫ ধারা ও ১৮০৩ সালের ৩ আইনের ১৬ ধারার ১ প্রকরণানুসারে কার্য্য করিতে হইবেক তাহার কথা।

৮। এই ধারানুসারে জানান যাইতেছে যে উপরের লিখিত হুকুমের অভিপ্রায় এই যে যে সময়ে ধর্ম্মসম্পর্কীয় যে কোন বিধিক্রমে মোকদ্দমার নিষ্পত্তি হয় সেই সময়ে যে ব্যক্তি ঐ প্রকার ধর্ম্মের মতাবলম্বী নিতান্ত ছিল সেই প্রকার লোকভিন্ন অন্য কাহারু সহিত সম্পর্ক রাখিবেক না যেহেতুক ঐং লোকদিগের স্বত্ব রক্ষা করিবার নিমিত্তে ঐং হুকুম দেওয়া যায় এবং অন্যং লোকের স্বত্বহানির নিমিত্তে নহে অতএব দেওয়ানী কোন মোকদ্দমাতে উভয়পক্ষেরা ভিন্নং মতাবলম্বী হইলে অর্থাৎ এক পক্ষে হিন্দু হইলে ও অন্য পক্ষে মুসলমান হইলে অথবা উভয় পক্ষের মধ্যে এক কি ততোধিক পক্ষীয় লোক না হিন্দু না মুসলমান হইলে ঐং ধর্ম্মসম্পর্কীয় বিধিব্যতিরেকে ঐং লোকের যেং স্বত্ব হইত ঐং স্বত্বের হানি ঐং ধর্ম্মসম্পর্কীয় বিধিতে হইবেক না এ প্রকার সকল মোকদ্দমার নিষ্পত্তি ন্যায় ও ধর্ম্ম ও উত্তম বিবেচনানুসারে হইবেক কিন্তু স্পষ্ট জানা কর্ত্তব্য যে এই আইনের হুকুমের তাৎপর্য্য এমত নহে যে তাহাতে ইঙ্গলণ্ডীয় কি অন্যং দেশীয় ব্যবস্থা চালান যায় অথবা উপরের উক্ত ন্যায় ও ধর্ম্ম ও উত্তম বিবেচনানুসারে যে কোন হুকুম না হইতে পারে তাহার সহিত সম্পর্ক রাখে ইতি।—১৮৩২ সা। ৭ আ। ৯ ধা।

যেং ব্যক্তির উপর উপরের লিখিত আইনের হুকুম খাটিবেক তাহার কথা।

দেওয়ানী মোকদ্দমায় উভয় বিবাদী ভিন্নমতাবলম্বী হইলে যাহা করিতে হইবেক তাহার কথা।

৩ ধারা।

উত্তরাধিকারিত্ব বিষয়ে বিশেষ বিধি।

১। ইঙ্গরেজী ১৭৯৪ সালের ১ জুলাই মোতাবেক বাঙ্গালা ১২০১ সালের ২০ আষাঢ় মওয়াফেকে ফসলী ১২০১ সালের ১৭ আষাঢ় মোতাবেক বিলায়তী ১২০১ সালের ২০ আষাঢ় মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৫১ সালের ১৭ আষাঢ় মোতাবেকে হিজরী ১২০৮ সালের ২ জেলহিজ্জার পর কোন জমীদার কিম্বা হজুরী তালুকদার অথবা অন্য ভূম্যধিকারির মৃত্যু হইলে তাহার ভূমি যাহাকে অর্পণ

ইঙ্গরেজী ১৭৯৪ সালের ১ জুলাইর পর ভূম্যধিকারির মরণ হইলে তাহার ভূমি শরা ও শাস্ত্রের মতে তাহার

উত্তরাধিকারিদিগের মধ্যে অংশ হইবার অথবা ওসীয়ৎনামানুসারে অথবা প্রকারান্তরে অন্যকে অর্শিবার কথা।

[বাঙ্গালা। বেহার। উড়িষ্যা। বারাণস।]

হইবেক সেই ব্যক্তি নির্ণয়ের ও সে ভূমি অংশ হইবার বিষয়ে ওসীয়ৎনামা কিম্বা অন্য নিদর্শনলিপি প্রস্তুত অথবা বাচনিক ধার্য্য অর্থাৎ জোবানী একরার স্থির না করিয়া মরিলে তাহার উত্তরাধিকারী দুই কিম্বা অধিক জন এমত যদি থাকে যে শরা ও শাস্ত্রের মতে সে ভূমির বিভাগ তাহারদিগেরে অর্শে তবে তাহারদিগের প্রত্যেকে মুসলমান হইলে শরার মতে ও হিন্দু হইলে শাস্ত্রানুসারে আপন২ অংশ পাইবেক ইতি।—১৭৯৩ সা। ১১ আ। ২ ধা।

বারাণস ১৭৯৫ সা। ৪৪। ২ ধা।

ভূম্যধিকারির মরণ হইলে তাহার উত্তরাধিকারিরা সেই সমুদয় ভূমি আপনারদিগের সাধারণে রাখিতে পারিবার কথা।

[ঐ ঐ।]

ভূম্যধিকারির মরণ হইলে তাহার উত্তরাধিকারিদিগের জনেক কিম্বা অধিক জনে সে ভূমি অংশ করিয়া লইতে পারিবার কথা।

ভূম্যধিকারির মরণ হইলে তাহার উত্তরাধিকারিদিগের দুই কিম্বা অধিক জনে সে ভূমির মধ্যের আপনারদিগের অংশ সাধারণে রাখিতে পারিবার কথা।

১০। ২ দ্বিতীয় ধারার লিখিত তারিখসকলের পর কোন জমীদার কিম্বা হজুরী তালুকদার অথবা অন্য ভূম্যধিকারির মৃত্যু হইলে তাহার ভূমি যাহাকে অর্পণ হইবেক সেই ব্যক্তি নির্ণয়ের ও সে ভূমি অংশ হইবার বিষয়ে ওসীয়ৎনামা কিম্বা অন্য নিদর্শন লিপি প্রস্তুত অথবা বাচনিক ধার্য্য না করিয়া মরিলে তাহার উত্তরাধিকারী দুই কিম্বা অধিক জন এমত যদি থাকে যে শরা ও শাস্ত্রের মতে সে ভূমির বিভাগ তাহারদিগেরে অর্শে তবে তাহারা সেই ভূমিসমুদয় আপনারদিগের সাধারণে রাখিতে চাহিলে রাখিতে পারিবেক। আর তাহারদিগের জনেক কিম্বা অধিক জনে অথবা সকলে আপনারদিগের অংশ পৃথক২ চিহ্নিত করিয়া লইতে চাহিলে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ২৫ আইনের লিখনানুসারে অংশ হইবেক এবং জনাজাতে আপন২ অংশ ভোগদখল করিবেক। আর সেই উত্তরাধিকারিরা তিন কিম্বা ততোধিক জন হইলে তাহার দিগের মধ্যে দুই অথবা অধিক জনে আপনারদিগের অংশ সাধারণে রাখিতে চাহিলে রাখিতে পারিবেক ইতি।—১৭৯৩ সা। ১১ আ। ৩ ধা।

বারাণস ১৭৯৫ সা। ৪৪ আ। ৩ ধা।

যাহারা আপনারদিগের অংশ সাধারণে রাখে তাহারদিগের ভূমির সরবরাহকার ধার্য্য হইবার কথা।

যাহারা আপনারদিগের অংশ পার্থক্যে ভোগকরে

১১। ঐ সকল উত্তরাধিকারির মধ্যে দুই কিম্বা অধিক জনে ৩ ধারার লিখিত হুকুম মতে আপনারদিগের অংশ সাধারণে রাখিতে চাহিলে কর্ত্তব্য যে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৮ আইনের ২৩। ২৪। ২৫। ২৬* ধারার লিখনানুসারে তাহারদিগের ভূমির সরবরাহকারি জনেক ধার্য্য হয়। আর সকল উত্তরাধিকারির মধ্যে জনেক কিম্বা অধিক জনে আপনারদিগের অংশ বিভিন্নতায় ভোগ করিতে চাহিলে কর্ত্তব্য যে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১ আইনের ১০ ধারার লিখিত দাঁড়াক্রমে তাঁহারদিগের জনাজাতের অংশের মোকররী জমা

* ১৭৯৩ সালের ৮ আইনের ২৩। ২৪। ২৫ ধারা ১৮০৫ সালের ১৮ আইনের দ্বারা রদ হইয়াছে।

ধার্য্য হয় অর্থাৎ কিসমৎ ওয়ারীতে জমা বিভাগ করা যায় ও সে ভূমি খাসতহসীল থাকিলে কিম্বা ইজারাবিলি রহিলে তাহার বিভাগের বিষয়ে ঐ ১ আইনের ১১ ধারায় যে প্রকার লেখা আছে তাহাই হয় ইতি।—১৭৯৩ সা। ১১ আ। ৪ ধা।

বারাণস ১৭৯৫ সা। ৪৪ আ। ৪ ধা।

তাহারদিগের ভূমির মোকররী জমা ধার্য্য হইবার কথা। [বাঙ্গালা। বেহার। উড়িষ্যা। বারাণস।]

১২। উপরের লিখিত ধারাক্রমে যে ব্যবস্থা মৌকুফের জন্যে এই যে আইন পরিষ্কার হইয়া ধার্য্য হইল ইহার মতে কোন ভূমির অনেক উত্তরাধিকারিসত্ত্বে সে ভূমি সমুদয় তাহারদিগের জনেকের ভোগদখলে এইক্ষণে থাকিলে এবং ইঙ্গরেজী ১৭৯৪ সালের ১ জুলাইর পূর্ব্বে ঐ ব্যবহারানুসারেও সেই সমুদয় ভূমি সকল উত্তরাধিকারির মধ্যে এক জনের দখলে রহিলে সে ভূমিতে অন্য জনের দিগের অংশের দাওয়া সাব্যস্ত হইবেক না ইতি।— ১৭৯৩ সা। ১১ আ। ৫ ধা।

বারাণস ১৭৯৫ সা। ৪৪ আ। ৫ ধা।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৪ সালের ১ জুলাইর পূর্ব্বে যে সকল ভূমি উত্তরাধিকারি দিগের জনেকের ভোগদখল হইয়া থাকে তাহাতে এই আইনের হুকুম চলন না হইবার কথা। [ঐ ঐ]

১৩। যদি জিলা ও শহরসকলের কোন দেওয়ানী আদালতের ব্যাপ্য হিন্দু কিম্বা মুসলমান অথবা অন্য জাতির কেহ উত্তরাধিকার পত্র লিখনের দ্বারা আপনার ন্যস্তধনাধিকারের উত্তরাধিকারী নির্দ্দিষ্ট করিয়া সে ধনাধিকারের ব্যাপার চালাইবার অর্থে কাহাকেও অধ্যক্ষ নির্দ্দিষ্ট করিয়া মরে ও সেই কৃতোত্তরাধিকারী অযোগ্য ভূম্যধিকারিগণের বিষয়ী ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১০ দশম আইনের কিম্বা অন্য কোন আইনের মতে কোর্ট ওয়ার্ডসেরব্যাপ্য না হয় তবে সেই অধ্যক্ষ দেওয়ানী আদালতের জজপ্রভৃতি সরকারের কর্ম্মকর্ত্তা সাহেবদিগেরে না জানাইয়া তৎপত্রানুসারে এবং শাস্ত্র কিম্বা শরার মতে তথা এ দেশাচারক্রমে ও সেই ধনাধিকারকে স্বহস্তে রাখিতে ও তাহার অধ্যক্ষতা করিতে পারিবেক। ইহাতে জজ সাহেবদিগের কাহার কর্ত্তব্য নহে যে কোন উত্তরাধিকারপত্র সিদ্ধাসিদ্ধের কারণ কিম্বা সে পত্রের সদসদ্বিবেচনার নিমিত্তে অথবা তৎসংঘটিত অপর কোন বিষয়হেতুক কাহার নামে কেহ নালিশ না করিলে সেমত কোন মোকদ্দমায় হস্ত নিঃক্ষেপ করেন। ও উচিত যে তদর্থে কেহ নালিশ করিলে তাহা ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৩ তৃতীয় আইনের ৮ অষ্টম ধারাক্রমে দেওয়ানী আদালতের সংক্রান্ত অন্যং মোকদ্দমার নালিশ শুনিবার মতে শুনেন এবং সে মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি আইনসকলের অনুসারে করেন। ও তাহাতে যদি শাস্ত্র কিম্বা শরার সম্মতে এরূপের কৃত নির্দ্দিষ্ট কোন অধ্যক্ষকে এমত কোন ধনাধিকারের অধ্যক্ষতা অর্শিবার প্রতি কিছু আপত্তি জন্মে তবে তদর্থে আদালতের পণ্ডিতের স্থানে যথা শাস্ত্র ব্যবস্থা কিম্বা শরাজ্ঞানির স্থানে এতাবতা কাজীর নিকটে শরার সম্মত যে ফতওয়া হয় তাহা লইবেন ও তদৃষ্টে সে অধ্যক্ষ পদচ্যুত হইলে সে ধনাধিকারের অধ্যক্ষতা কর্ম্ম অন্য কোন্ ব্যক্তি করিবেক

উত্তরাধিকারিবিহীন মৃতগণের কৃতোত্তরাধিকারিরা কোর্ট ওয়ার্ডসের ব্যাপ্য না হইলে সরকারের অনুমতির সাপেক্ষ না হইয়াং উত্তরাধিকার পত্রানুসারে সেই মৃতগণের ন্যস্ত ধনের অধিকারিতা ও অধ্যক্ষতা করিতে পারিবার কথা।

জজ সাহেবেরা বিনানালিশে মূলের লিখিত মোকদ্দমা সকলে হাত না দিবার কথা।

মূলের লিখিত মোকদ্দমা সকলের বিচার আইনমতে এবং ব্যবস্থা ও ফতওয়াদৃষ্টে হইবার কথা।

তাহা জিজ্ঞাসিবেন এবং এমত মোকদ্দমায় অপর যে কোনহেতুতে ব্যবস্থা কি ফতওয়া লইবার দায় রাখে তাহাতেই পণ্ডিত কিম্বা শরা জানিকস্থানে ব্যবস্থা কি ফতওয়া লইয়া তাহার মতভেদে যদি কোন আইন ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪১ আইনের লিখিত ডৌলে শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুরের হুজুর কৌন্সেলহইতে নির্দ্ধার্য্য ও জারীনা হইয়া থাকে তবে সেই ব্যবস্থা কিম্বা ফতওয়াদৃষ্টে কার্য্য করিবেন ইতি।—১৭৯৯ সা। ৫ আ। ২ ধা।

দত্ত দেশ ১৮০৩ সা। ৩ আ। ১৬ ধা। ২ প্র।

কেহ উত্তরাধিকার পত্র লিখনের দ্বারা নিজোত্তরাধিকারী না নির্দ্দিষ্ট করিয়া মরিলে তদুত্তরাধিকারী যে থাকে সে যদি কোর্ট ওয়ার্ডসের ব্যাপ্য না হয় তবে আপনাহইতে উত্তরাধিকারিতার ধন ভোগ করিতে পারিবার কথা।

১৪। যদি কোন জিলা কিম্বা শহরের দেওয়ানী আদালতের ব্যাপ্য হিন্দু কিম্বা মুসলমানের অথবা অন্য জাতির কেহ উত্তরাধিকার পত্র লিখনের দ্বারা কাহাকেও নিজোত্তরাধিকারী নির্দ্দিষ্ট না করিয়া মরে ও তাহার পুত্র কিম্বা অন্যোত্তরাধিকারী থাকে ও সে উত্তরাধিকারিকে শাস্ত্র কিম্বা শরার মতে সেই মৃতের ন্যস্ত ধনাধিকার সম্যক্ অর্শে তবে সেই উত্তরাধিকারী সে ধনাধিকারের কর্ম্ম চালাইবার যোগ্য যুবা হউক কি অযোগ্য শিশু হইয়াইবা কোর্ট ওয়ার্ডসের অব্যাপ্য হউক তথাচ তাহার পক্ষে তস্য সংসারের অধ্যক্ষ কিম্বা নিকট সম্পর্কীয় অভিভাবক যে কেহ কোন বিশেষ হুকুমের অনুসারে কিম্বা শাস্ত্র কি শরার মতে অথবা দেশাচারক্রমে অধ্যক্ষতাভার রাখে তাহার কর্ত্তব্য নহে যে সে উত্তরাধিকারী অবিরোধে ও বিনাজোরে সেই ধনাধিকার ভোগদখল করিতে পারিলে তাহা করিতে তথাকার দেওয়ানী আদালতের জজ সাহেবের অনুমতির অপেক্ষা করে। ইহাতে জজ সাহেবদিগের প্রতিও হুকুম আছে যে বিনা নালিশে এমত কোন মোকদ্দমায় হস্তনিক্ষেপ না করেন ও নালিশ পঁহুছিলে তাহার বিচার আইনদৃষ্টে করেন ইতি।—১৭৯৯ সা। ৫ আ। ৩ ধা।

জজ সাহেবেরা বিনা নালিশে ঐ রূপের মোকদ্দমাসকলে হাত না দিবার কথা।

দত্ত দেশ ১৮০৩ সা। ৩ আ। ১৬ ধা। ৩ প্র।

কোন মৃতের ন্যস্ত ধনাধিকারের উত্তরাধিকারী অনেকে থাকিলে তাহারা আপোসে জনেককে অধ্যক্ষ করিয়া সে ধনাদি ভোগ করিতে পারিবার কথা।

১৫। যদি কেহ উত্তরাধিকারপত্র লিখনের দ্বারা কাহকেও নিজোত্তরাধিকারী নির্দ্দিষ্ট না করিয়া মরে ও তাহার উত্তরাধিকারী জনেকের অধিক থাকিয়া আপোসে সর্ব্বসম্মতিতে এক জনকে সেই মৃতের ন্যস্ত ধনাধিকারের অধ্যক্ষ নির্দ্দিষ্ট করিয়া তাহা ভোগদখল করিতে চাহে তবে তাহারা তাহা করিতে পারে। ও জজ সাহেবদিগের প্রতি যেরূপে বিনা নালিশে জনেক উত্তরাধিকারির স্বত্বাধিকারের মোকদ্দমায় হস্ত নিক্ষেপ করিতে নিষেধ হইয়াছে সেই রূপে এমত মোকদ্দমাতেও হাত দিতে বারণ আছে। কিন্তু কোন ধনাধিকারের দাওয়াদার অনেক থাকিলে যদি তাহা জনেক কিম্বা জনক একে দখল করে তবে এমতাপত্তিসূচক নালিশ বেদখল ব্যক্তি করিলে তৎকালে জজ সাহেব সেই দখলীকার আসামীর কিম্বা আসামী দিগের স্থানে সে মোকদ্দমায় যে ডিক্রী হইবেক তাহা তাহারা মানিবার কারণ জামিন লইবেন ও তাহাতে যদি নিরূপিত কালের মধ্যে

জজ সাহেবেরা অধিকারিতার মোকদ্দমায় ডিক্রী মানাইবার অর্থে সে ধন আসামীর দখলে

জামিন না দেয় তবে সেই ফরিয়াদীর স্থানে তদনুসারে জামিন লইয়া সেই ধনাধিকারে দখল দেওয়াইবেন। ও তৎকালে এমত জানাইবেন যে তাহাকে এরূপে সে ধনাধিকারে দখল দেওয়াইবাতে তাহার অন্য স্বত্ববানদিগের স্বত্বলোপ হইবেক না কেবল বিচারপ্রাপ্ত ব্যক্তির স্বত্বলাভার্থে ও সে ধনাধিকারের অধ্যক্ষতাকর্ম্ম চলিবার কারণ এমত করাগেল ইতি।—১৭৯৯ সা। ৫ আ। ৪ ধা।

দত্ত দেশ ১৮০৩ সা। ৩ আ। ১৬ ধা। ৪ প্র।

থাকিলে আসামীর স্থানে কিম্বা ফরিয়াদীকে দখল দেওয়াইলে ফরিয়াদীর স্থানে জামিন লইবার কথা।

কোন ধনাধিকার কাহাকেও দখল দেওয়াইলে যদি তাহাতে অন্যের স্বত্ব থাকে তবে তাহা লোপ না হইবার কথা।

১৬। যদি কোন মৃত ব্যক্তির ন্যস্ত ধনাধিকারের দাওয়াদারদিগের কেহ উপরের ধারার লিখনানুসারে জামিন দিতে না পারে। কিম্বা যদি কেহ সে ধনাধিকারের অধ্যক্ষ নির্দ্দিষ্ট না হইয়া থাকে কি নির্দ্দিষ্ট হইয়াইবা সে ধনাধিকারের অধ্যক্ষতা করিতে না চাহে। তবে এই সকল হেতুতে সে ধনাধিকার যে জিলায় থাকে সেই জিলার জজ সাহেবের কিম্বা সেই মৃত ব্যক্তির বাস যে জিলায় ছিল তথাকার জজ সাহেবের অথবা সে ধনাধিকার দুই কিম্বা ততোধিক জিলায় থাকিলে যে জিলায় অধিক ভাগে রহে সেই জিলার জজ সাহেবের ক্ষমতা আছে যে প্রথম হেতুতে সে দাওয়াদারদিগের বিরোধভঞ্জন না হইবাপর্য্যন্ত জনেককে সে ধনাধিকারের অধ্যক্ষতায় নিযুক্ত করেন। ও দ্বিতীয় হেতুতে যে ব্যক্তি শাস্ত্র কিম্বা শরার মতে সে ধনাধিকারের উত্তরাধিকারী হয় সেই ব্যক্তি কি সে মতে অন্য যে লোক সে ধনাধিকারের অধ্যক্ষতার যোগ্য হয় সেই লোকই বা উপস্থিত হইয়া উত্তরাধিকারিতার দাওয়া কিম্বা অধ্যক্ষতা করিবার দরখাস্ত করিলে জজ সাহেব সেই দাওয়া ও দরখাস্ত সম্ভব জানিলে কিম্বা বিচারতঃ সঙ্গত বোধ করিলে সে দাওয়া ও দরখাস্ত বলবৎ হইবেক। এবং সেই উত্তরাধিকারি কিম্বা অধ্যক্ষকে জজ সাহেবের দ্বারা নিযুক্তহওয়া অধ্যক্ষ সে ধনাধিকার গতাইয়া আপন অধ্যক্ষতার কালের জমা খরচওয়াশিলাৎ নিকাশ প্রকৃতপ্রস্তাবে বুঝাইয়াদিবেক ইতি।—১৭৯৯ সা। ৫ আ। ৫ ধা।

দত্ত দেশ ১৮০৩ সা। ৩ আ। ১৬ ধা। ৫ প্র।

জজ সাহেবদিগের দ্বারা ন্যস্ত ধনাধিকারের অধ্যক্ষগণ নিযুক্ত হইবার সময়ের কথা।

জজ সাহেবদিগের দ্বারা নিযুক্তহওয়া অধ্যক্ষগণ অবসর হইবার সময়ের কথা।

১৭। এ আইনমতে কেহ অধ্যক্ষতাকর্ম্মে নিযুক্তহইতে লাগিলে তাহার কর্ত্তব্য যে তৎকর্ম্মে বসিবার পূর্ব্বে সেই ন্যস্ত ধনাধিকারের লাভ ও মূল বিবেচিয়া তাহার রক্ষণাদি যথান্যায়ে প্রকৃতপ্রস্তাবে করিবার অর্থে জামিন দেয়। তাহাতে সে লোককে প্রবর্ত্তকারক জজ সাহেবের ক্ষমতা আছে যে তাহার শ্রম বুঝিয়া যাহা দেওয়ান উচিত জানেন তাহা সে ধনাধিকারের উৎপন্নের মধ্যে সরঞ্জামী খরচবাদে অবশিষ্ট স্থিতের শতকরার উপর নিরূপিয়া মঞ্জুরের কারণ

জজ সাহেবদিগের দ্বারা নিযুক্ত হইবার অধ্যক্ষগণের স্থানে জামিন লইতে হইবার কথা।

হকীকত লিখিয়া সদর দেওয়ানী আদালতে পাঠান ইতি।—১৭৯৯ সা। ৫ আ। ৬ ধা।

দত্তকপুত্র ১৮ ... সা। ৩ আ ১৬ ধা। ৬ প্র ...

৪ ধারা।

ভূম্যধিকারির এক জন উত্তরাধিকারিকে দেওনের অনুমতি।

এই আইনের মতে ভূম্যধিকারী ভূমি যে রূপে যাহাকে দেয় তাহা শরা ও শাস্ত্র ও হজুরের আইনসকলের মতের অন্যথায় না হইলে দিতে নিষেধ না থাকিবার কথা। [বাঙ্গালা। বেহার। উড়িষ্যা।]

১৮। ইঙ্গরেজী ১৭৯৪ সালের ১ জুলাইর পূর্ব্বে কিম্বা পরে উদ্দেশ দানপত্র অথবা অন্য নিদর্শন কিম্বা বাচনিক ধার্য্যক্রমে কোন ভূম্যধিকারী আপন অধিকারভূমি অন্যের স্বত্বরহিত অর্থাৎ অসাধারণ করিয়া আপনার উত্তরাধিকারিদিগের কিম্বা উপরিলোকসকলের এক জনকে সমুদয় অথবা যে কএক জনকে দেওয়া উচিত জানে তাহাকে তাহা দিতে চাহিলে সেই দান ও উদ্দেশ দানপত্র অথবা অন্য নিদর্শন কিম্বা বাচনিক ধার্য্য শরা ও শাস্ত্রের মতের বহির্ভূতে এবং শ্রীযুত গবর্নর জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হজুরের আইনসকলের অন্যথায় না হইয়া ঐ সকল মতানুসারে হইলে তাহা দিতে এই আইনের মতে নিষেধ না জানে ইতি।—১৭৯৩ সা। ১১ আ। ৬ ধা।

৫ ধারা।

কোর্ট ওয়ার্ডসের অধীন না হওয়া সাধারণ ভূম্যধিকার অংশিদার অপ্রাপ্ত ব্যবহার জমীদারেরদের অধ্যক্ষ নিযুক্তকরণ।

হেতুবাদ।

১৯। ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১০ দশম আইনের ৩ তৃতীয় ধারার অনুসারে হুকুম আছে যে সরকারের করসম্পর্কীয় কোন ভূমির অধিকারিগণ সাধারণে থাকিলে তাহারদিগের মধ্যের যেং স্ত্রী কিম্বা পুরুষ শ্রীযুত গবর্নর জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলের বিবেচনায় অল্পবয়স্ক কিম্বা আজন্ম অজ্ঞান অথবা বাতুল কিম্বা অন্য স্বভাবদোষপ্রযুক্ত স্বতন্ত্রক্রমে আপনং অধিকারের কার্য্য চালাইবার অযোগ্য হইবে তাহারা কোর্ট ওয়ার্ডসের ব্যাপ্য হইবেক না। এবং ঐ ১৭৯৩ সালের ৮ অষ্টম আইনের ২৪ চতুর্ব্বিংশতি ধারানুসারে হুকুম আছে যদি এমত কোন অধিকারের অধিকারিগণের কেহ অল্পবয়স্ক কিম্বা বাতুল অথবা আজন্ম অজ্ঞান হয় ও তাহার অধ্যক্ষ কেহ নিযুক্ত হইয়া থাকে তবে সেই অধ্যক্ষের সাধ্য থাকিবেক যে অধ্যক্ষ কর্ত্তার পক্ষে তাহার অধিকারের সরবরাহকার যে হইবেক তাহার নির্ণয় করে। কিম্বা যদি ঐ রূপ করসম্পর্কীয় ভূমির কোন অধিকারী কাহাকেও অধ্যক্ষ না করিয়া মরে ও তাহার সন্তান আজন্ম অজ্ঞান কিম্বা বাতুল রহে তবে সেমতক্ষেমও বালকের অধ্যক্ষ নিযুক্ত কি প্রকারে হইবেক তাহার উপায় স্থির কিছুই হয় নাই। আর ইঙ্গরেজী ১৭৯৯ সালের ৫ পঞ্চম আইনের ৩ তৃতীয় ধারানুসারে হুকুম আছে যে যদি কোন জিলার কিম্বা শহরের আদা

লতের ব্যাপ্য হিন্দু কিম্বা মুসলমান অথবা অন্য জাতির কেহ অধ্যক্ষ পত্র লিখিয়া না রাখিয়া মরে ও তাহার পুত্র কিম্বা অন্যোত্তরাধিকারী এমত কেহ থাকে যে তাহাকে শাস্ত্রের কিম্বা শরার মতে সেই মৃতের অধিকারসমুদায় অংশে তবে সে উত্তরাধিকারী নিজে পারক হইলে তাহার কিম্বা সে অল্পবয়স্কাদি কোনরূপে অযোগ্য হইলে তদধ্যক্ষ কেহ নিযুক্ত না হইয়া থাকিলে তস্য নিকটে কুটুম্ব যে কোন ব্যক্তি এদেশাচারক্রমে তৎপক্ষে কর্ম্মকর্ত্তা থাকে তাহারো আবশ্যক নাই যে আপনি বিনা বলে সে অধিকার হস্তবশ করিতে পারিলে তাহা করিবার পূর্ব্বে অর্থাৎ সে মতে দখল করিবার নিমিত্তে আদালতে দরখাস্ত করে। কিন্তু ঈদৃশ কুটুম্বকর্ত্তৃক অসঙ্গতাচরণ হইয়াছে এবং হইতেও পারে এমত গতিক দর্শিল এ কারণ এবং অন্যং কারণেও ঈদৃশ কুটুম্বকে এপ্রকার ভার দেওয়া পরামর্শ হয় না। অতএব উপরের উল্লিখিত সকল হেতুপ্রযুক্ত ঐ হজুর কৌন্সলহইতে নীচের লিখিত হুকুম নির্দ্ধার্য্য হইল জানিবেন যে এ নির্দ্ধারিত হুকুম সুবেজাৎ বাঙ্গালায় ও বেহারে ও উড়িষ্যায় ও বারাণসে ঘোষণা পাইবার কালহইতে চলন হইবেক ইতি।—১৮০০ সা। ১ আ। ১ ধা।

জজ সাহেবেরা সময়বিশেষে কোর্ট ওয়ার্ডসের অব্যাপ্য অযোগ্য ভূম্যধিকারিগণের অধ্যক্ষ নিযুক্ত করিতে পারিবার কথা। [বাঙ্গালা। বেহার। উড়িষ্যা। বারাণস।]

২০। যদি সাধারণ অধিকারভূমির কোন অধিকারির মৃত্যু হয় ও তাহার উত্তরাধিকারী অল্পবয়স্ক কিম্বা বাতুল অথবা আজন্ম অজ্ঞান রহে এবং সেই মৃত ব্যক্তি মরণের পূর্ব্বে অধ্যক্ষপত্র লিখনের দ্বারা কাহাকেও অধ্যক্ষ না করিয়া থাকে তবে যে জিলায় সেই অধিকার ভূমি রহে সেই জিলার জজ সাহেব কিম্বা যদি সে অদি সে অধিকার দুই কিম্বা ততোধিক জিলায় থাকে তবে যে জিলায় সেই অধিকারের ভূমি অতিরিক্ত ভাগে রহে সেই জিলার জজ সাহেব তাহার বেওরাহকীকৎ কালেকটর সাহেবের দ্বারা পাইলে পর কিম্বা সেই মৃতের বংশের হিতার্থী যে কেহ থাকে সে সেই মৃতের উত্তরাধিকারির রক্ষণাবেক্ষণ এবং তাহার অধিকারের কার্য্য চালাইবার যোগ্য কেহ তস্য নিকট কুটুম্বের মধ্যে নাই এমত কথা জানাইলে তাহার সেই কথার তথ্য লইয়া পশ্চাৎ তাহাতে নির্ভর করিয়া সুপ্রতিষ্ঠিতও বিশ্বস্ত জনেককে তাহার অধ্যক্ষতায় নিযুক্ত করিবেন এবং এ রূপ সকল বিষয়ের বেওরাহকীকৎ সর্ব্বদা লিখিয়া সদর দেওয়ানী আদালতে পাঠাইবেন ইতি।—১৮০০ সা। ১ আ। ২ ধা।

অধ্যক্ষদিগের বাচনি করিবার মতের কথা। [ঐ ঐ]

২১। যাহারা এ আইনের অনুসারে অধ্যক্ষতাভারে নিযুক্ত হইবেক তাহারদিগের বাচনি জজ সাহেবেরা তাহারদিগের কৃতিত্ব ও সুপ্রতিষ্ঠা ও তাহারদিগের প্রতি বিশ্বাস বুঝিয়া করিবেন কিন্তু শাস্ত্রের কিম্বা শরার মতে যে কেহ কোন অল্পবয়স্কাদি অযোগ্য ভূম্যধিকারির উত্তরাধিকারী থাকে কিম্বা যে কেহ কোন অযোগ্য ভূম্যধিকারির মরণানন্তর তস্য লভ্যপ্রাপক হইতে পারে সেইং ব্যক্তিকে কদাচ সেই অযোগ্য অধিকারির অধ্যক্ষতায় নিযুক্ত করিবেন না ইতি।—১৮০০ সা। ১ আ। ৩ ধা।

অধ্যক্ষগণকে বেতনদিবার মতের কথা।

[বাঙ্গালা। বেহার। উড়িষ্যা। বারাণস।]

২২। শ্রীযুত গবর্নর জেনরল বাহাদুর চাহেন্ যে মৃত ভূম্যধিকারিগণের আত্মীয় লোকে তাহারদিগের অযোগ্য সন্তানের অধ্যক্ষতাভারে নিযুক্ত হইয়া বিনাবেতন গ্রহণে সেইভারের সংক্রান্ত সকল কার্য্য চালায়। কিন্তু যে কেহ অধ্যক্ষতাভারে নিযুক্ত হয় তাহাকে যদি কিছু বেতন দিবার আবশ্যক থাকে তবে জজ সাহেব বিষয় বুঝিয়া যত দেওয়া উচিত জানেন্ তাহাই দিবেন ইতি।—১৮০০ সা। ১ আ। ৪ ধা।

অধ্যক্ষগণকে সনন্দ দিবার ও তাহারদিগের স্থানে জামিন লইবার মতের কথা।

[ঐ ঐ]

একরার নামার পাঠের কথা।

২৩। যাহারা এ আইনের অনুসারে অধ্যক্ষতাভারে নিযুক্ত হইবেক তাহারা জজ সাহেবদিগের মোহরে ও দস্তখতে সনন্দ পাইবেক এবং সনন্দ পাইবার পূর্ব্বে আপনারা সে ভারে নিযুক্ত থাকিবাপর্য্যন্ত হাজির রহিবার নিমিত্তে জামিন এবং নীচের লিখিত পাঠে একরার লিখিয়া দিবেক। লিখিতং শ্রীঅমুকস্য আমি স্বেচ্ছাপূর্ব্বক অমুক অধিকারের এত কিসমতের অংশী শ্রীঅমুক অধিকারির অধ্যক্ষতাভার এই নিয়মে স্বীকার করিয়া লইলাম যে সর্ব্বতোভাবে চেষ্টিত ও মনোযোগী হইয়া প্রকৃতপ্রস্তাবে আত্মবুদ্ধিক্রমে অধ্যক্ষগণের কর্ত্তব্যাচরণার্থে যে আইন শ্রীযুত গবর্নর জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে নির্দ্ধার্য্য হইয়াছে ও হয় তাহার অনুসারে আপন ভারের সংক্রান্ত সকল কার্য্য বিলক্ষণরূপে করিব। আর অধ্যক্ষকর্ত্তার যত টাকা আমার ভারাবলম্বে মম হস্তে আইসে তাহাহইতে আমার এই ভারানুযায়ি নিরূপিত বেতনঅপেক্ষা অধিক কিছু গোপনে বা অগোপনে লইব না এবং আপন জ্ঞাতসারে কাহকেও লইতে দিব না। অধিকন্তু অধ্যক্ষকর্ত্তার যত টাকা আমার হস্তে আইসে তাহার হিসাব চাহিবার সাধ্যবান ব্যক্তিতে হিসাব তলব করিলে তাহা যথাসঙ্গতক্রমে শুদ্ধ করিয়া বুঝাইয়া দিব। আর যদি সে টাকাহইতে কিছু আমি উড়াই কিম্বা খরচ করি অথবা ক্ষতি দর্শিবার কোন কর্ম্মে আসক্ত হই এমত প্রমাণ হয় তবে যত টাকা উড়াই কিম্বা খরচ করি অথবা ক্ষতি হয় তাহার তিনগুণ আমি কিম্বা আমার উত্তরাধিকারিগণে অথবা মদনুযায়ি জনে দিব কিম্বা দিবেক ইতি।—১৮০০ সা। ১ আ। ৫ ধা।

অধ্যক্ষগণে কার্য্য চালাইবার ও সরবরাহকার নির্ণয় করিবার মতের কথা।

২৪। যাহারা এ আইনের অনুসারে অধ্যক্ষতাভারে নিযুক্ত হইবেক তাহারা অধ্যক্ষকর্ত্তার রক্ষণাবেক্ষণ করিবেক এবং সে কর্ত্তা অল্পবয়স্ক হইলে তাহাকে গুণাভ্যাস ও সুনীতি শিক্ষা করাইবেক। আর ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৮ অষ্টম আইনের ২৩ ধারার তথা ২৪ ধারার অনুসারে সাধারণ অধিকার ভূমির সরবরাহকারের নির্ণয় করিতে পারিবেক। এবং সেই সরবরাহকারের কর্ত্তব্য হইবেক যে সে অধিকারে যত টাকা লাভ হয় তাহার মোটহইতে সকল অংশির জনাজাতি যথার্থাংশক্রমে যাহা সেই অধ্যক্ষকর্ত্তাকে অর্হে তাহা সেই অধ্যক্ষের স্থানে বুঝাইয়া দেয় ইতি।—১৮০০ সা। ১ আ। ৬ ধা।

২৫। উপরের ধারানুসারে নিযুক্ত হওয়া যে সরবরাহকারদিগের হস্তে যে২ অধিকার ভূমি রাখা যায় সে সরবরাহকারেরা সেই২ অধিকার হইতে তাহার মালগুজারী করিবার দায়ী থাকিবেক। ও জানিবেন যে এ আইনের অনুক্রমে সেই২ অধিকারের মালগুজারীর বাকী কখন পড়িলে সেং নিমিত্তে সেই অধিকার নীলামে বিক্রয় করিতে ক্ষমা দেওয়া যাইবেক না ইতি।—১৮০০ সা। ১ আ। ৭ ধা।

সরবরাহকারেরদের হস্তে থাকা অধিকার নীলামের যোগ্য হইবার কথা।

২৬। যদি এ আইনের মতে প্রাপ্ত ক্ষমতানুসারে কোন জিলার জজ সাহেবের কৃত কিছু কর্ম্মের দ্বারা কেহ আপনাকে উৎপাতগ্রস্ত মানে তবে তাহার সাধ্য আছে যে আপনার সেই নালিসী আরজী লিখিয়া সেই জজ সাহেবের স্থানে কিম্বা সদর দেওয়ানী আদালতে দেয়। সে জজ সাহেবের কর্ত্তব্য যে এমত আরজী পাইলে তাহার নকল এবং সে মোকদ্দমার যে বিচার আপনি করেন তাহার রোয়দাদ একত্র করিয়া সদর দেওয়ানী আদালতে চালান করেন। সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের কর্তৃত্ব আছে যে তাহা সাব্যস্থ রাখা কি অসাব্যস্থ করা যাহা উচিত বুঝেন তাহাই করেন। আর এ ধারাক্রমে হুকুম আছে যে এমত সকল মোকদ্দমায় তাঁহারা যে হুকুম দিবেন তাহাই চূড়ান্তের তরে পাইবেক। এবং এ ধারানুসারে যে রোয়দাদী কাগজপত্র সদর দেওয়ানী আদালতে পঁহুছিবেক তাহার শুদ্ধ তরজমা ইঙ্গরেজী ভাষায় করিয়া সে কাগজপত্রের সঙ্গে রাখা কর্ত্তব্য হইবেক ইতি।—১৮০০ সা। ১ আ। ৮ ধা।

[১৮০০ সালের উপরি উক্ত ১ আইন ১৮০৫ সালের ৮ আইনের দ্বারা জয়প্রাপ্ত দেশে বিস্তারিত হইল।]

কেহ কোন জজ সাহেবের কৃত কিছু হুকুমের দ্বারা আপনাকে উৎপাতগ্রস্ত মানিলে তাহার শাসনের মতের কথা।

৬ ধারা।

বাঙ্গালা বেহার উড়িষ্যা কটক সাধারণ ভূম্যধিকারের কর্ম্ম নির্ব্বাহ করণ।

২৭। ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৮ আইনের ২৩। ২৪। ২৫ ধারা এই ধারাক্রমে রদ হইল এবং ইহার পরে সাধারণ ভূমির অধিকারিরা যে প্রকার উপযুক্ত বোধ করে সেই মতে চলন আইনানুসারে কালেক্টর সাহেব কিম্বা বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের দ্বারা ঐ ভূমির প্রজা এবং অন্য২ লোকের স্থানে ঐ ভূমির খাজানা তহসীলকরণে সরবরাহকার নিযুক্তকরণব্যতিরেকে ঐ সাধারণ ভূম্যধিকারিরা আপন২ ইচ্ছাক্রমে ঐ২ ভূমির কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে পারিবেক ইতি।—১৮০৫ সা। ১৭ আ। ২ ধা।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৮ আইনের ২৩। ২৪। ২৫। ধারা রদ হইবার এবং সাধারণ ভূম্যধিকারিরা যেমত উপযুক্ত বোধ করে সেমত চলন আইনানুসারে আপন২ ভূমির কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে পারিবার কথা।

[বাঙ্গালা। বেহার। উড়িষ্যা। কটক।]

এক্ষণকার চলন মতে ঐ ভূম্যধিকারিদিগের ভূমি বিক্রয়যোগ্য হইতে পারিবার এবং ভূম্যধিকারিরা সকলে ও প্রত্যেকে মালগুজারীর দায়ী হইবার কথা। [বাঙ্গালা। বেহার। উড়িষ্যা। কটক।]

২৮। সরকারের মালগুজারী বাকী পড়িলে তাহা আদায় করিবার কারণ এক্ষণকার চলন মতে সাধারণ ভূম্যধিকারিদিগের ভূমি বিক্রয়যোগ্য হইবেক এবং কোন সময়ে যদি সরকারের মালগুজারীর বাকী আদায়কারণ বিশেষ কোন অধিকারির ভূমি বিক্রয় করিতে অথবা তাহা আটক করিতে আবশ্যক হয় তবে সাধারণ ভূমিতে সরকারের যত মালগুজারী পাওনা থাকে ঐ অধিকারিরা সকলে ও প্রত্যেকে তাহার দায়ী বোধ হইবেক ইতি।—১৮০৫ সা। ১৭ আ। ৩ ধা।

আদায় হওয়া মালগুজারী সমুদয় ভূমির উপর লিখিবার ও বিশেষ কোন অংশির নামে না লিখিবার কথা। [ঐ ঐ]

২৯। যত মালগুজারী তহসীল করা যায় তাহা সমুদয় ভূমির উপর লেখা যাইবে এবং বিশেষ কোন অংশির নামে লেখা যাইবেক না ইতি।—১৮০৫ সা। ১৭ আ। ৪ ধা।

আপনং কার্য্য করিতে অক্ষম ভূম্যধিকারিরা ক্ষমতাপন্ন হইলে যেপ্রকার কর্ম্ম করিতে সমর্থ হইত তদ্রূপ সমর্থ সাধারণ ভূম্যধিকারিদিগের অধ্যক্ষেরা হইবার কথা। [ঐ ঐ]

৩০। সাধারণ ভূমির অধিকারিরদের মধ্যে এক কি ততোধিক জন অপ্রাপ্তব্যবহার কি অঙ্গহীনইত্যাদি দোষপ্রযুক্ত আপনং কার্য্য করিতে অক্ষম হইলে ঐং লোকেরদের অধ্যক্ষ তাহারদের পিতার উইলেতে নিযুক্ত হউক অথবা ইঙ্গরেজী ১৮০০ সালের ১ আইনানুসারে জিলার জজ সাহেবের দ্বারা নিযুক্ত হউক ঐ অধ্যক্ষেরা ঐং অকর্ম্মণ্য লোকেরদের সকল কর্ম্মের সরবরাহ করিবেক এবং তাহারা যাহারদের স্থলাভিষিক্ত হইয়াছে সেই সকল লোক আপনারদের কার্য্যনির্ব্বাহ করিতে ক্ষমতাপন্ন হইলে যেং কর্ম্ম করিতে পারিত ভূমির সরবরাহী কার্য্যে তাহারা ঐং কর্ম্ম করিতে ক্ষমতাপন্ন হইবেক ইতি।—১৮০৫ সা। ১৭ আ। ৫ ধা।

৭ ধারা।

দত্ত ও জয়প্রাপ্ত দেশে সাধারণ ভূম্যধিকারের কার্য্য নির্ব্বাহকরণ।

৩১ ইং লাং ৩৫। [তর্জমা হয় নাই।]

৮ ধারা।

কটকে কোনং ভূম্যধিকার উত্তরাধিকারিত্ব নির্ণয়করণ বিষয়ক বিশেষ বিধি।

ইং ৩৬ লাং ৬০। [তর্জমা হয় নাই।]

৯ ধারা।

মেদিনীপুরের ভূম্যধিকারের উত্তরাধিকারিত্ব স্বত্ব নির্ণয় বিষয়ক বিধি।

হেতুবাদ।

৬১। উত্তরাধিকারপত্র না লিখিয়া মৃত ভূম্যধিকারিগণের অধিকারভূমি ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১১ একাদশ আইনের অনুসারে শরার ও শাস্ত্রের সম্মতে তদুত্তরাধিকারিদিগের মধ্যে অংশাংশি হইবার যোগ্য হয় কিন্তু জানা গেল যে জিলা মেদিনীপুরে এবং অন্য কোন২ জিলায় আদ্যোপান্ত পদ্য আছে যে তথাকার উত্তরাধিকারিতার সংক্রান্ত বনাল ভূমি অংশাংশি না হইয়া সে ভূমি সর্ব্বদা উত্তরাধিকারিদিগের মধ্যের জনেককে অর্শে। এই আদ্যোপান্তীয় পদ্য যে বিশেষ মর্ম্মানুরোধে তথায় চলা উচিত হইয়াছে সে মর্ম্ম ও অদ্যাবধি বর্ত্তমান আছে অতএব শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে নীচের লিখিত হুকুম নির্দ্দিষ্ট হইল সুবেজাৎ বাঙ্গালায় ও বেহারে ও উড়িষ্যায় এ নির্দ্দিষ্ট হুকুম ঘোষণা পাইলে পর চলন হইবেক ইতি।—১৮০০ সা। ১০ আ। ১ ধা।

জিলা মেদিনীপুরওগয়রহের বনাল ভূমিতে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১১ আইন না চলিবার কথা।

৬২। জানিবেন যে জিলা মেদিনীপুরের এবং অন্য২ জিলার বনাল ভূমির উত্তরাধিকারিতা যে পদ্যানুসারে উত্তরাধিকারপত্র না লিখিয়া মৃত তদধিকারিগণের উত্তরাধিকারিদিগের মধ্যের এক জনকে এ কালপর্য্যন্ত অর্শিয়াছে সে পদ্য ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১১ একাদশ আইনের অনুসারে নিবৃত্ত ও ফেরফার হইবেক না সে বনাল ভূমির চিহ্নিত পদ্য কেবল তথাতেই পূর্ব্বমতে সাব্যস্থ ও বলবৎ থাকিবেক। আদালতসকলের জজ সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে সে বনাল ভূমির উত্তরাধিকারিতার দাওয়ার মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি সেই পদ্যদৃষ্টেই করেন ইতি।—১৮০০ সা। ১০ আ। ২ ধা।

১৫ অধ্যায়।

ভূমির রেজিষ্টরীকরণ।

১ ধারা।

ভূম্যধিকারি এই শব্দের অর্থের কথা।

ভূম্যধিকারির অর্থের কথা।
[বাঙ্গালা। বেহার। উড়িষ্যা। বারাণস।]

১। ভূম্যধিকারির অর্থ এই যে ব্যক্তি আপন অধিকার ভূমির মালগুজারী আপনি সরকারের বরাবরে করে ও তাহার বন্দোবস্ত সরকারে হয়।—১৭৯৩ সা। ৪৮ আ। ২ ধা। ২ প্র।
বারাণস ১৭৯৫ সা। ১৯ আ। ২ ধা। ২ প্র।

অধিকার শব্দের অর্থ পুনর্ব্বার ব্যক্ত করিবার কথা
[ঐ ঐ]

২। সকর ভূমির পাঁচসনী বহীসকল তৈয়ার করিবার নিদর্শনী ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪৮ আইনের২ দ্বিতীয় ধারায় এবং ১৭৯৫ সালের ১৯ আইনে অধিকার শব্দের এই অর্থ ব্যক্ত করা গিয়াছে যে যে২ ভূমি সকর হয় ও তাহার মালগুজারীর কারণ সরকারের সহিত তদধিকারিগণের স্বতন্ত্র২ করারদাদ হইয়া থাকে কিম্বা হয় কেবল সেই২ ভূমিকেই অধিকার বলা যায়। কিন্তু যে যে ভূমি তাহার অধিকারিগণ মোকররী বন্দোবস্তের দাঁড়াক্রমে দেওয়া শক্যানুসারে মালগুজারীর করারদাদ করিতে স্বীকৃত না হওনপ্রযুক্ত সরকারের খাস হইয়াছে এবং সেই দাঁড়াক্রমে ও ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১০ দশম আইনের অনুসারে অযোগ্য ভূম্যধিকারিদিগের যে যে ভূমি কোর্ট ওয়ার্ডসের সাহেবদিগের এতমামে আসিয়াছে এবং তদিতর সরকারী খাসের যে যে ভূমির মালগুজারীর করারদাদ কাহার সঙ্গে না হইয়াছে সে সমস্ত ভূমি সর্ব্বতোভাবে অধিকারের গণনায় আসিবেক না। অথচ মনস্থ আছে যে সমস্ত সকর ভূমিকেই ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪৮ আইনের এবং ১৭৯৫ সালের ১৯ আইনের নির্দ্দিষ্ট অধিকারভূমির বহীসকলের মধ্যে লেখা যায় অতএব এ ধারাক্রমে পুনরায় ব্যক্ত করা যাইতেছে যে ঐ আইনসকলের উল্লিখিত অধিকার শব্দ সেই সকল সকর ভূমির প্রতি বর্ত্তে যে সকল সকর ভূমির মালগুজারীর অর্থে সরকারের সহিত তদধিকারিগণের কিম্বা হজুরী ইজারদারদিগের স্বতন্ত্র২ করারদাদ হইয়াছে অথবা যে যে ভূমির অধিকারিপ্রভৃতি কাহার সঙ্গে করারদাদ হয় নাই তথাচ সেই২ ভূমির উপর জমার ধার্য্য পৃথক২ করা গিয়াছে

অর্থাৎ যে যে ভূমি খাস হইয়া সজাওলপ্রভৃতি সরকারী আমলার জিম্মা রহিয়াছে এবং অযোগ্য অধিকারিগণের যে যে ভূমি তাহারদিগের হিতের জন্যে সরবরাহকারদিগের এতমামে আছে সেইং ভূমি সমস্তই অধিকারের গণনায় আসিবেক ইতি।—১৮০০ সা। ৮ আ। ১৩ ধা।

৩। [তর্জমা হয় নাই।]

২ ধারা।

মালগুজারী ভূমির পাঁচং সনী রেজিষ্টরী।

যেং ভূমির মালগুজারী বরাবর সরকারে দাখিল হয় সেইং ভূমির কারণ পাঁচং সনী একং বহী তৈয়ার হইবার কথা।

৪। একং জিলার কালেক্টর সাহেবের কর্ত্তব্য যে আপনং জিলার মোতালুক যেং ভূম্যধিকারী আপনং ভূমির মালগুজারী সরকারে আপানারা করে তাহারদিগের সকলপ্রকার ভূমি পাঁচং সন অন্তর একং বহীতে লিখেন।—১৭৯৩ সা। ৪৮ আ। ২ ধা ১ প্র।
বারাণস ১৭৯৫ সা। ১৯ আ। ২ ধা। ১ প্র।
দত্ত দেশ ১৮০৩ সা। ৪২ আ। ২ ধা। ১ প্র।

সকলপ্রকার অধিকার ভূমির নাম সুজী করিয়া লেখা যাইবার কথা।

৫। সকলপ্রকার অধিকারভূমির নাম ইঙ্গরেজী আলেফবে অর্থাৎ সুজী করিয়া লেখা যাইবেক।—১৭৯৩ সা। ৪৮ আ। ৩ ধা।
বারাণস ১৭৯৫ সা। ১৯ আ। ৩ ধা।
দত্ত দেশ ১৮০৩ সা। ৪২ আ। ৩ ধা।

যে অধিকারভূমির যে নাম সংপ্রতি আছে তাহাই স্থির থাকিবার কথা।

৬। এইক্ষণে যে অধিকারভূমির যে নাম আছে তাহাই স্থির থাকিবেক ইতি।—১৭৯৩ সা। ৪৮ আ। ৪ ধা।
বারাণস ১৭৯৫ সা। ১৯ আ। ৪ ধা।
দত্ত দেশ ১৮০৩ সা। ৪২ আ। ৪ ধা।

যে ভূমির নাম তাহার অধিকারির পরিবর্ত্তে ফিরে সে ভূমির এই ক্ষণের নাম স্থির থাকিবার কথা।

৭। যে স্থানে এমত দাঁড়া আছে যে তথাকার অধিকারির পরিবর্ত্তে অন্যাধিকারী হইলে তাহার অধিকারভূমির নাম ভিন্ন হয় সে ভূমির যে নাম এইক্ষণে আছে সে নাম চিরকালের জন্যে স্থিরতর ও বহাল রহিবেক ইতি।—১৭৯৩ সা। ৪৮ আ। ৫ ধা।
বারাণস ১৭৯৫ সা। ১৯ আ। ৫ ধা।
দত্ত দেশ ১৮০৩ সা। ৪২ আ। ৫ ধা।

যে অধিকারভূমির নাম না থাকে তাহার অধিকারিরা সে অধিকারভূমির নাম রাখিবার কথা।
[বাঙ্গালা। বেহার। উড়িষ্যা।]

৮। যে অধিকারভূমির নাম হয় নাই তাহার নাম তাহার অধিকারিরা রাখিবেক ও পশ্চাৎ সেই নাম স্থির ও চলন থাকিবেক তাহাতে যদি সেই অধিকারভূমির অংশিদিগের কেহ সেই নাম রাখিতে আপত্তি করে তবে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৮ অষ্টম আইনে সাধারণ ভূমির সরবরাহকার নির্দ্দিষ্টের অর্থে আপত্তি জন্মিলে তাহা মিটাইবার নিমিত্তে যেমন কর্ত্তব্যের হুকুম আছে এমতাপত্তি মিটাই

বার কারণেও সেইমত করা যাইবেক কিন্তু তাহাতে এই বিশেষ হই বেক যে যদিস্যাৎ সেই অধিকারভূমির নাম রাখিবার কালে তাহার সকল অংশের অধিকারিরা নাম রাখিতে আপত্তি করিয়া দুই পক্ষ হইয়া জন গণনায় সমান হয় ও তাহার নাম কালেকটর সাহেব বিবেচিয়া রাখিতে হুকুম দেন তাহাতেও মন্যত না হয় তবে কালেক্টর সাহেবের ক্ষমতা আছে যে বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগেরে না জানাইয়া আপন বিবেচনাক্রমে সেই অধিকারভূমির নাম নির্দ্দিষ্ট করেন ইতি।—১৭৯৩ সা। ৪৮ আ। ৬ ধা।

৯। [তর্জমা হয় নাই।]

অধিকারভূমির নামছাড়া নামান্তর নির্দ্দিষ্টের কথা।

১০। যে অধিকারভূমির নিজ নামছাড়া তালুক কিম্বা তপ্পা শব্দে ডাকে সে অধিকারের নাম নীচের লিখনানুসারে তাহার নিজ নামের আদ্যাক্ষরের সূজীর তলে প্রথম লিখিয়া পশ্চাৎ তালুক কিম্বা তপ্পা যে হয় তাহার নির্দ্দিষ্ট করা যাইবেক।

আকবরপুর তপ্পা কিম্বা তালুক।

—১৭৯৩ সা। ৪৮ আ। ৭ ধা। ১ প্র।
বারাণস ১৭৯৫ সা। ১৯ আ। ৭ ধা। ১ প্র।
দত্ত দেশ ১৮০৩ সা। ৪২ আ। ৭ ধা। ১ প্র।

যে অধিকারভূমির অংশ চিহ্নিত হয় সে অধিকার আদৌ তাহার স্বনামের তলে লেখা যাইবার কথা।

১১। যদি কোন জমীদারী কিম্বা তালুক অথবা চৌধুরাই অংশ হইয়া থাকে কিম্বা হয় তবে তাহার মধ্যের যে অংশের ধার্য্য যত আনা হয় তাহার অংশিরা আপনং অংশ কিসমৎ খারিজ দাখিল হইয়া আপনং কিসমতের সদর মালগুজারীর তাহুত একরার পৃথকং সরকারে দিলে তদনুসারে একং কিসমৎ ভিন্নং অধিকার নির্দ্দিষ্ট হইয়া নীচের লিখনানুসারে সেই সকল কিসমৎ সাধারণ কালের জমীদারী কিম্বা তালুক অথবা চৌধুরাইর আদ্যাক্ষরী সূজীর তলে প্রথম লিখিয়া পশ্চাৎ তাহার তলে কিসমৎ নিরূপণ করা যাইবেক।

আকবরপুর।
কিসমৎ ।৶ ছয় আনা।
কিসমৎ ৶ তিন আনা।
কিসমৎ ।৵ সাত আনা।

—১৭৯৩ সা। ৪৮ আ। ৭ ধা। ২ প্র।
বারাণস ১৭৯৫ সা। ১৯ আ। ৭ ধা। ২ প্র।
দত্ত দেশ ১৮০৩ সা। ৪২ আ। ৭ ধা। ২ প্র।

কোন অধিকার ভূমির মধ্যের গ্রামাদি কিঞ্চিৎ ভূমি পরহস্তগতা হইলে

১২। যদি কোন ভূম্যধিকারির ভূমির মধ্যের কোন গ্রাম কিম্বা মহাল সরকারের নীলামে অথবা মতান্তরে উভয় স্বেচ্ছায় একের হস্ত হইতে অন্যের হস্তগত হয় ও সেই গ্রামাদি সেই ভূমির কিছু কিসমৎ নির্দ্দিষ্ট না হয় তবে সেই গ্রামাদি যাঁহার হস্তগত হয় সে ব্যক্তি

পূর্ব্বাধিকারির নামহইতে সেই গ্রামাদি খারিজ ও আপন নামে দাখিল করাইয়া তাহার সদর মালগুজারীর তাহুত একরার আলাহিদা সরকারে দিলে যে গ্রামাদি পূর্ব্বে যে অধিকারভূমির শামিল থাকে তাহার তলে ২ দ্বিতীয় প্রকরণের ক্রমে না লিখিয়া পৃথক করিয়া লেখা যাইবেক ও তদনুসারে সেই গ্রামাদি লব্ধ ব্যক্তি স্বয়ং তাহার অধিকারী জানিবেক এবং অধিকারভূমির নাম রাখিবার হুকুমমতে সেই গ্রামাদির নাম ভিন্ন করিয়া রাখা যাইবেক।—১৭৯৩ সা। ৪৮ আ। ৭ ধা। ৩ প্র।

সেই কিঞ্চিৎ ভূমি যদি সেই অধিকারের কিছু কিসমৎ নির্দ্দিষ্ট না হয় তবে সেই কিঞ্চিৎ ভূমিকে পূর্ব্বে যে অধিকারের শামিল ছিল তাহার তলে না লিখিবার কথা।

বারাণস ১৭৯৫ সা। ১৯ আ। ৭ ধা। ৩ প্র।

দত্ত দেশ ১৮০৩ সা। ৪২ আ। ৭ ধা। ৩ প্র।

১৩। যদি কোন এক ভূম্যধিকারির অধিকার ভূমি অনেক জিলার মোতালকে থাকে ও যে জিলার মোতালকে তাহার যে মহাল থাকে তাহার মালগুজারী সেই জিলায় হইবার কারণ তাহার তাহুত একরার পৃথক২ সরকারে দাখিল হয় তবে সেই জিলায় সেই মহাল মোতালকে অমুক অধিকার কিসমতের ক্রমে লেখা যাইবেক এমতে সে জিলায় সেই অধিকারির সমুদয় অধিকার ও দরোবস্ত জমা লিখিবার আবশ্যক হইবেক ইতি।—১৭৯৩ সা। ৪৮ আ। ৭ ধা। ৪ প্র।

এক অধিকারের মধ্যের কোন মহাল অন্য জিলার শামিল হইয়া তাহার তাহুত সরকারে পৃথক দাখিল হইলে তথায় সেমহাল কিসমতের ক্রমে লেখা যাইবার কথা।

দত্ত দেশ ১৮০৩ সা। ৪২ আ। ৭ ধা। ৪ প্র।

১৪। এক২ ভূম্যধিকারির অধিকার ভূমি সমুদয় পরগনা কিম্বা কিসমৎ অথবা গ্রাম যে থাকে তাহা তাহার আদ্যাক্ষরী সূচীর তলে লেখা যাইবেক ও সিরিস্তাহইতে যদি সেই অধিকারের ভূমির সংখ্যা তায়দাদ মিলে তবে তাহাও লিখিতে হইবেক যদি সেই তায়দাদ না মিলে তবে তাহা লিখিবার জিলা এতাবতা স্থান শূন্য থাকিবেক পশ্চাৎ সরকারের হুকুমে কিম্বা কোন বিরোধে অথবা অপর হেতুতে যে সময়ে সেই অধিকার ভূমি জরীব হয় সেই সময়ে তাহার তায়দাদ সেই শূন্য স্থানে লেখা যাইবেক।—১৭৯৩ সা। ৪৮ আ। ৭ ধা। ৫ প্র।

এক২ অধিকারির ভূমি সমুদয় পরগনা কিম্বা কিসমৎ অথবা গ্রাম যে থাকে তাহা তাহার আদ্যাক্ষরী সূচীর তলে লিখিবার কথা।

[বাঙ্গালা। বেহার। উড়িষ্যা। বারাণস।]

বারাণস ১৭৯৫ সা। ১৯ আ। ৭ ধা। ৪ প্র।

১৫। [তর্জ্জমা হয় নাই।]

১৬। উপরের ধারাসকলের লিখনানুসারে পরগনাওয়ারী বহী তৈয়ার হইলে যদি তাহাতে যথাকার যেপ্রসিদ্ধ পরগনাআদির নাম তাহার পেটার গ্রামসকলের ও গ্রামসকলের কিসমতের ও দর কিসমতের নামনিদর্শনে লেখা থাকে তবে তদ্দৃষ্টে করসম্পর্কীয় যে অধিকারের ভুক্ত যত গ্রাম ও গ্রামসকলের কিসমৎ ও দরকিসমৎ থাকে ও নিষ্কর যে সনন্দের ভুক্ত যত ভূমি বৃত্তি রহে তাহা সরকারী আমলারা সর্ব্বদা জানিতে পারিবেন। অতএব ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের

মূলের প্রস্তাবিত আইনসকলের অনুসারে গ্রামসকলের ও তাহার কিসমৎআদির ঐক্যকৎ লিখিবার হুকুম ফিরিবার কথা।

১৯ এবং ৩৭ তথা ৪৮ আইনের আর ১৭৯৫ সালের ১৯ এবং ৪১ তথা ৪২ আইনের অনুসারে যে পরগনাআদির পেটায় যে২ গ্রাম ও গ্রামের কিসমৎ আদি থাকে সে পরগনাআদির নাম সেই২ গ্রামের ও গ্রামের কিসমৎআদির নিদর্শনে অধিকারভূম্যাদির মোকররী বহী লিখিবার অর্থে যে হুকুম আছে তাহা এ ধারাক্রমে রহিত হইল। আর উপরের প্রস্তাবিত আইনসকলের অনুসারে সকর ও নিষ্কর ভূমির মোকররী পাঁচসনী ও দরমিয়ানী যে যে বহী যথাকার যে চলন বাঙ্গলা কিম্বা ফসলী অথবা বিলায়তী ১২০৭ সাল প্রবর্ত্তে ও তৎপশ্চাৎ লিখিতে হয় তাহা কেবল পরগনা আদির প্রসিদ্ধ নাম ধরিয়া তাহার স্থলে তস্য পেটায় যত অধিকার করসম্পর্কীয় থাকে ও তাহার যে অধিকারের ভূক্ত যত গ্রাম ও গ্রামের কিসমৎ ও দরকিসমৎ রহে তাহার নাম শুনি দিয়া এবং নিষ্কর যে সনন্দের ভূক্ত যত ভূমি বৃত্তি থাকে তাহার সংখ্যা নিদর্শন করাইয়া লেখা যাইবেক। ও কালেক্টর সাহেবদিগকে হুকুম আছে যে তাঁহারা সেই২ বহীর লিখিত পরগনাআদি প্রসিদ্ধ নামের ও তাহার পেটার সকর ও নিষ্কর সকল গ্রামের ও গ্রামের কিসমতের ও দরকিসমতের নামের ও ভূমির সংখ্যার সহিত পরগনাওয়ারী বহীর মিলন থাকিবার অর্থে অতিসাবধান রহেন। এবং আপনারা এদেশীয় যে আমলা লোককে সেই২ বহীর নকল রাখিবার কারণ নিযুক্ত করেন তাহারদিগকেও খাটী হুকুম দিবেন যে তাহারা তদনুসারে ঐ বহীসকলের মিলন রাখিবার অর্থে সুসাবধান রহে। এবং উপরের উল্লিখিত আইনসকলের মোকররী বহীসকলের অশুদ্ধশোধনের যে নিয়ম লেখা আছে তদনুক্রমে পরগনাওয়ারী কোন বহীর অশুদ্ধ নির্গত হইলে তাহার বেওরা ঐ আইনের ৫ পঞ্চম ধারার উল্লিখিত দরমিয়ানী বহীতে সারিয়া লিখিতে হইবেক ইতি।—১৮০০ সা। ৮ আ। ১১ ধা।

মোকররী বহীর লিখিত পরগনাদিগরের নামাদির মিলন পরগনাওয়ারী বহীর সহিত থাকিবার অর্থে কালেক্টর সাহেবেরা সাবধান থাকিবার কথা।

পরগনাওয়ারী বহীর অশুদ্ধ শুধিবার মতের কথা।

১৭। যদি কোন ভূম্যধিকারির অধিকার ভূমি মুসল্লম পরগনা না হইয়া এক কিম্বা দুই অথবা ততোধিক গ্রাম হয় তবে সেই সকল গ্রাম যে পরগনার আমলের হয় সেই পরগনার আমলে লেখা যাইবেক ইতি।—১৭৯৩ সা। ৪৮ আ। ৭ ধা। ৬ প্র।

বারাণস ১৭৯৫ সা। ১৯ আ। ৭ ধা। ৫ প্র।

দত্ত দেশ ১৮০৩ সা। ৪২ আ। ৮ ধা।

কোন অধিকার মুসল্লম পরগনা না হইলে যে পরগনার আমলের হয় তাহার আমলে লেখা যাইবার কথা।

১৮। যে কোন ভূম্যধিকারির অধিকারভূমির এক জিলার মোতালকে না থাকে তাহার অধিকারের যে ভূমি সমুদয় কিম্বা তাহার কিসমৎ যে জিলার মোতালকে থাকে তাহার সালিয়ানা যে জমা তাহাই সেই জিলার তলে লেখা যাইবেক ইতি।—১৭৯৩ সা। ৪৮ আ। ৮ ধা।

বারাণস ১৭৯৫ সা। ১৯ আ। ৮ ধা।

যে জিলার মোতালকে যে ভূমি সেই জিলার তলে সেই ভূমির সালিয়ানা জমা লিখিবার কথা।

১৯। একং অধিকারভূমির অধিকারী কিম্বা অধিকারিদিগের নাম অথবা সেই অধিকার ভূমি ইজারা দেওয়া গিয়া থাকিলে তাহার ইজারদারের নাম সেই অধিকারভূমির পাশে লিখিতে হইবেক ইতি।—১৭৯৩ সা। ৪৮ আ। ৯ ধা।

ভূম্যধিকারী কিম্বা ইজারদারের নাম অধিকারভূমির পাশে লেখা যাইবার কথা।

বারাণস ১৭৯৫ সা। ১৯ আ। ৯ ধা।
দত্ত দেশ ১৮০৩ সা। ৪২ আ। ৯ ধা।

২০। কর্ত্তব্য যে সুবেজাৎ বাঙ্গালা ও বেহার ও উড়িষ্যার মধ্যে পাঁচং সনী যে খারিজ দাখিলী বহী লেখা যায় তাহা ঐ একং সুবার চলন সন বাঙ্গলা ও ফসলী ও বিলায়তীর ১২০২ সাল সুরুহইতে লেখা হয় আর সেই বহী লেখা তৈয়ার হইলে ঐ একং সুবার চলন সনের প্রস্তাবে ১০ দশসনী বন্দোবস্তের প্রথম সন ১১৯৭ সাল সুরুহইতে দুসরা বহী লেখা যায় এবং যেং অধিকারভূমি যাহারং ছিল তাহারো নিদর্শন সেই বহীতে রহে তদনন্তর ঐ একং সুবার চলন ১২০৭ সালে ও তাহার পর পাঁচং সন অন্তরে যেং বহী লেখা যায় তাহাতেও সেই সকল অধিকার ভূমি যাহারং ছিল ও তত্তৎকালে যাহারং হয় তাহার বেওরা নিদর্শন রাখা যায় ইতি।—১৭৯৩ সা। ৪৮ আ। ১০ ধা।

যে পাঁচং সনী বহী প্রথমাবধি লেখা যাইবেক তাহার কথা।

বারাণস ১৭৯৫ সা। ১৯ আ। ১০ ধা।
দত্ত দেশ ১৮০৩ সা। ৪২ আ। ১০ ধা।

২১। কর্ত্তব্য যে সুবেজাৎ বাঙ্গালা ও বেহার ও উড়িষ্যার মধ্যে যে পাঁচসনী বহী ১২০৭ সালহইতে লেখা যাইবেক এবং তাহার পশ্চাতের যে পাঁচসনী বহী লেখা যায় তাহা সাবেক মোকররী মিয়াদী পাঁচসনী বহীর দৃষ্টে এবং দরমিয়ানী পাঁচসনী বহীর মধ্যে যেং ভূম্যধিকারির অধিকারভূমি একের হস্তহইতে অন্যের হস্তগত হইবার নিদর্শন থাকে তদনুসারে লেখা যায় কিন্তু সাবেক মোকররী মিয়াদী পাঁচসনী বহীতে যেং ভূম্যধিকারির ভূমি এক জিলাহইতে খারিজ হইয়া অন্য জিলায় দাখিল হইয়া থাকে তাহা ছাড়িয়া অন্য জিলাহইতে খারিজ হইয়া যেং ভূম্যধিকারির ভূমি সে জিলায় দাখিল হইয়া থাকে তাহা ধরিয়া লেখা হয় ইহাতে দরমিয়ানী পাঁচসনী বহী লেখা তৈয়ার হইলে তাহা আইন্দা মোকররী মিয়াদী পাঁচসনী বহী তৈয়ারের কারণ প্রস্তুত থাকিবেক ও সেই আইন্দা মোকররী মিয়াদী পাঁচসনী বহীতে কেবল সেই দরমিয়ানী পাঁচসনী বহীর নকল লেখা যাইবেক ইতি।—১৭৯৩ সা। ৪৮ আ। ২৯ ধা।

ইস্তক ১২০৭ সাল ও তাহার পরের পাঁচং সনী বহী যেং বহীর দৃষ্টে লেখা যাইবেক তাহার কথা।

বারাণস ১৭৯৫ সা। ১৯ আ। ২৭ ধা।
দত্ত দেশ ১৮০৩ সা। ৪২ আ। ২৯ ধা।

২২। সন বাঙ্গলা ও ফসলী ও বিলায়তীর ১২০২ সাল সুরুহইতে যে বহী লেখা যাইবেক তাহার নম্বর ২ দুসরা হইবেক তাহার

বহীসকলের নম্বর হইবার কথা।

পর ১১৯৭ সাল সুরু ইস্তক যে বহী লেখা যাইবেক তাহার নম্বর ১ প্রথম হইবেক তদনন্তর ১২০৭ সাল সুরু ইস্তক যে বহী লেখা যাইবেক তাহার নম্বর ৩ তেসরা হইবেক পশ্চাৎ ২ বহী লেখা যাইবেক তাহার নম্বর পরপর বিলিক্রমে হইতে থাকিবেক ইতি।—১৭৯৩ সা। ৪৮ আ। ১১ ধা।

বারাণস ১৭৯৫ সা। ১৯। ১১ ধা।
দত্ত দেশ ১৮০৩ সা। ৪২ আ ১১ ধা।

সিরিস্তার বহী যত বড় হইবেক তাহার কথা।

২৩। যত বড় দীর্ঘ প্রস্থের কাগজে বহী তৈয়ার করিতে বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের হুকুম হয় তাহার অনুসারে ইঙ্গরেজী কাগজে প্রতিজিলায় বহী লেখা যাইবেক ও সেই বহী কেতাবের ন্যায় এক২ জিল্দে হইয়া তাহার পৃষ্ঠে নীচের লিখিত পাঠ লিখিতে হইবেক। পাঠ এই যে অমুক জিলার মোতালক সরকারের মালগুজারদিগের অধিকারভূমিসকলের বহী ইস্তক সন অমুক বাঙ্গলা কিম্বা ফসলী অথবা বিলায়তী মোতাবেকে সন অমুক ইঙ্গরেজী নম্বর অমুক।—১৭৯৩ সা। ৪৮ আ। ১২ ধা।

বারাণস ১৭৯৫ সা। ১৯ আ। ১২ ধা।
দত্ত দেশ ১৮০৩ সা ৪২ আ। ১২ ধা।

জজ সাহেবের দস্তখতে ওরক দাগ ও সফার শুমার না হইলে বহী মঞ্জুর না হইবার কথা।

২৪। যে কালে পাঁচসনী এক২ বহী লেখা তৈয়ার হইবেক সেই২ কালে তাহার সমান কাগজের এক২ বহীতে তাহার নকল করিতে হইবেক কিন্তু যে বহীতে নকল করিতে হইবেক সে বহীতে নকল করিবার পূর্ব্বে তাহার প্রতিসফায় পত্রাঙ্ক অর্থাৎ নম্বর দাগ হইয়া প্রতিওরকে জিলার দেওয়ানী আদালতের জজ সাহেবের দস্তখৎ ও শেষ ওরকে সকল সফার নম্বরের শুমার ঐ দস্তখতে লেখা যাইবেক এরূপে সফার নম্বর শুমারী ও দস্তখতী বহীতে নকল না হইলে তাহা মঞ্জুর হইবেক না ইতি।—১৭৯৩ সা। ৪৮ আ। ১৩ ধা।

বারাণস ১৭৯৫ সা। ১৯ আ। ১৩ ধা।
দত্ত দেশ ১৮০৩ সা। ৪২ আ। ১৩ ধা।

কালেক্টর সাহেবেরা মোকররী মিয়াদী পাঁচসনী বহীর নকল এবং দর মিয়ানী পাঁচসনী খারিজদাখিলী বহীর লিখিত ভূমির তিন২ মাসের কৈফিয়তের নকল যে২ সাহেবদিগের নিকটে পাঠাইতে থাকিবেন তাহার কথা।

২৫। কালেক্টর সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে যত ত্বরাতে হয় কি ইঙ্গরেজী কি এদেশী ভাষায় মোকররী মিয়াদী পাঁচসনী বহীর নকল আপনারদিগের দস্তখতে বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের নিকটে পাঠান আর উচিত যে ঐ বোর্ডের সাহেবেরা ১৩ ত্রয়োদশ ধারার লিখনানুসারে যে দীর্ঘপ্রস্থের নির্ণয় আসল বহীর কারণ করেন সেই দীর্ঘ প্রস্থের বহীতে সেই নকলের বহীও তৈয়ার হয় এবং আসল বহীর মতে তাহার প্রতিসফায় নম্বর লেখা যায় ও তাহার উপর জিলার দেওয়ানী আদালতের জজ সাহেবের দস্তখৎ হয় আর কালেক্টর সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে যেমত মোকররী মিয়াদী পাঁচসনী বহীর নকল আপনারদিগের দস্তখতে বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের নিকটে পাঠাইতে থাকেন সেই মত সন বাঙ্গলা কিম্বা ফসলী

অথবা বিলায়তীর যাহা যে জিলায় চলন থাকে সেই সনের নিদর্শনে প্রতিসন তৃতীয় মাস ও ষষ্ঠ মাস ও নবম মাস ও দ্বাদশ মাস গতে একং মাসের মধ্যে দরমিয়ানী পাঁচসনী বহীর লিখিত ভূমির খারীজ দাখিলী গত তিনং মাসের বেওরা কৈফিয়তের নকল আপনারদিগের দস্তখতে ঐ বোর্ডের সাহেবদিগের নিকটেও পাঠাইতে রহেন্ আর তদনুসারে প্রত্যেক কালেকৃটর সাহেবেরদের কর্ত্তব্য যে মোকররী মিয়াদী পাঁচসনী বহীর নকল এবং দরমিয়ানী পাঁচসনী বহীর লিখিত ভূমির খারিজদাখিলী গত তিনং মাসের কৈফিয়তের নকল আপনং জিলার দেওয়ানী আদালতের জজ সাহেবের নিকটে এবং যেং মফঃসল আপীলু আদালতের এলাকার তাবে তাঁহারং জিলা হয় তথাকারং সাহেবদিগের নিকটেও পাঠাইতে থাকেন্ আর ঐ বোর্ডের সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে একং জিলার মোকররী মিয়াদী পাঁচসনী বহীর নকল এবং দরমিয়ানী পাঁচসনী বহীর লিখিত ভূমির খারিজদাখিলী গত তিনং মাসের কৈফিয়তের নকল পাইলেই তাহার নকল আপনারদিগের দস্তখতে সদর দেওয়ানী আদালতে পাঠাইতে রহেন্ ইতি।—১৭৯৩ সা। ৪৮ আ। ২৬ ধা।

বারাণস ১৭৯৫ সা। ১৯ আ। ২৪ ধা।

২৬। ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১৯ এবং ৩৭ তথা ৪৮ আইনের আর ১৭৯৫ সালের ১৯ এবং ৪১ তথা ৪২ আইনের যত হুকুম ঐ সকল আইনের প্রস্তাবিত বহীসকলের নকল বাঙ্গলা ও খোট্টা ভাষায় রাখিবার অর্থে আছে তাহা এ ধারাক্রমে নিবৃত্ত হইল। উত্তরকালে ইঙ্গরেজী সমস্ত বহীর নকল কেবল পারসী ভাষায় রাখিতে হইবেক ও সে নকলের বহীসকল ঐ সকল আইনের হুকুমমতে প্রস্তুত ও তাহাতে দস্তখৎ আদি করা যাইবেক। আর ঐ সকল আইনের যেং হুকুমের অনুসারে কালেকৃটর সাহেবেরা মোকররী পাঁচসনী বহীসকলের নকল আপনং ব্যাপ্য জিলার দেওয়ানী আদালতের জজ সাহেবের নিকটে এবং যাঁহার যে এলাকার মফঃসল কোর্ট আপীলের সাহেবদিগের সমীপে পাঠাইবেন তথা বোর্ড রেবিনিউর সাহেবেরা সকল জিলার মোকররী বহীসকলের নকল সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের সন্নিধানে পঁহুছাইবেন তাহাও এ ধারাক্রমে রহিত হইল। সেইং হুকুমের পরিবর্ত্তে জিলা ও শহরসকলের দেওয়ানী আদালতের জজ সাহেবদিগের সাধ্য আছে যে যে সময়ে ঐ সকল আইনের কিম্বা এ আইনের নির্দ্দিষ্ট কোন বহী তাঁহারদিগের কাহার দেখিবার আবশ্যক হয় সে সময়ে সেই বহী কিম্বা তাহার নকল যাহা চাহেন্ তাহা কালেকৃটর সাহেবের দস্তখতে সটীক করিয়া পাঠাইবার কারণ তলব করেন্। ইহাতে কালেকৃটর সাহেবের কর্ত্তব্য যে সেই তলবী লিখন পাইলে পর যদি তৎকালে আসল বহী পাঠাইবাতে কোন কর্ম্মের ভণ্ডুল না হয় তবে তৎক্ষণাৎ এদেশীয় লোক আমলা জনেককে সঙ্গে দিয়া আসল বহী পাঠাইয়া দেন্। এরূপে সে বহী যাবৎ ফিরিয়া না আইসে তাবৎ

বাঙ্গলা ও খোট্টা ভাষায় বহীসকলের নকল রাখিবার নিদর্শনী মূলের প্রসঙ্গিত আইনসকলের হুকুম নিবর্ত্ত হইবার ও তাহার নকল আদালতসকলের সাহেবদিগের নিকটে না পাঠাইবার কথা।

[বাঙ্গালা। বেহার। উড়িষ্যা। বারাণস।]

বহী দেখিবার আবশ্যক হইলে জজ সাহেবেরা যে উপায় করিবেন তাহার কথা।

সেই আমলার জিম্মায় রহিবেক। ও যদি আসল বহী পাঠাইবার কিছু বাগড়া থাকে তবে যে বিষয় জানিবার অর্থে সে বহী তলব হইয়া থাকে সেই বিষয়ের বেওরা হকীকতের নকল বিশেষে উঠাইয়া আপনার ভারনিদর্শনী দস্তখতে সটীক করিয়া অব্যাজে পাঠান্। এবং তদনুসারে ঐ বোর্ডের সাহেবেরাও সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের তলবমতে আপনারদিগের পাওয়া জিলাস কলের কোন বহী আসল কিম্বা তলবী হকীকতের নকল তুলিয়া ঐ বোর্ডের সেক্রেটারির সাহেবের স্বাক্ষরে কিম্বা আস্কোণ্টাণ্ট অর্থাৎ ঐ বোর্ডের হিসাব কিতাবের সিরিস্তাদার সাহেবের দস্তখতে সটীক করিয়া পাঠাইবেন। ও এ গতিকে জজ সাহেবদিগের কেহ কোন বহী তলব করিলে যদি সে বহী তৈয়ার না হইয়া থাকে ও সে সময়ে তাহা তৈয়ার করিবার মিয়াদ উত্তীর্ণ হইয়া থাকে তবে উচিত হয় যে কালেক্টর সাহেব তৎকালে সে বহী তৈয়ার না হইবার হেতু লিখিয়া পাঠান্ ও সে জজ সাহেব সেই লিখন শ্রীযুত গবর্নর জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলে চালান করেন্। আর কালেক্টরীর যে কোন সাহেব নূতন পদস্থ হন্ কিম্বা অন্য যে কোন সাহেব সে কর্ম্ম চালাইবার জন্যে অনুযায়িক্রমে কিছু কালের নিমিত্তে প্রবৃত্ত হন্ সেই২ সাহেবের কর্ত্তব্য যে সে কার্য্যে বসিয়া সেই কালেই তত্ত্ব লন্ যে মোকররী বহীসকল হুকুমমতে তৈয়ার হইয়াছে কি না তাহাতে যদি তৈয়ার না হইয়া থাকে তবে তাহা না হইবার যে হেতু শুনেন্ সে হেতু লিখিয়া হজুর কৌন্সেলের সুগোচরার্থে ঐ বোর্ডে পাঠাইয়া দেন্ ইতি।—১৮০০ সা। ৮ আ। ১৫ ধা।

বহী তৈয়ার হইবার যে বাগড়া কালেক্টর সাহেবেরা লিখেন্ তাহা জজ সাহেবেরা হজুর কৌন্সেলে পাঠাইবার কথা।

নব্য কালেক্টর সাহেবেরা কিম্বা তৎকর্ম্মাবৃত অন্য সাহেবেরা বহী তৈয়ার আছে কি না ইহার তত্ত্ব লইবার ও তৈয়ার না থাকিলে যেহেতুক না থাকে তাহার বার্ত্তা হজুরে লিখিবার কথা।

২৭ ইং লাং ২১। [তর্জ্জমা হয় নাই।]

৩০। সুবেজাৎ বঙ্গালার ও বেহারের ও উড়িষ্যার কালেক্টর সাহেবেরা ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১৯ আইনের ২২ ধারার এবং ৩৭ আইনের ৩৭ ধারার তথা ৪৮ আইনের ২৬ ধারার অনুসারে এবং সুবে বারাণসের কালেক্টর সাহেব ইঙ্গরেজী ১৭৯৫ সালের ১৯ আইনের ২৪ ধারার এবং ৪১ আইনের ৪২ ধারার তথা ৪২ আইনের ৩৭ ধারার অনুসারে যে সকল বহী বোর্ড রেবিনিউতে পাঠাইবার অর্থে হুকুম আছে তাহা ইঙ্গরেজী ও পারসী ভাষায় তৈয়ার করিয়া নিরূপিত কালের মধ্যে ঐ বোর্ডের আস্কোণ্টাণ্ট সাহেবের নিকটে পাঠাইবেন তাহাতে দরমিয়ানী তিন২ মাসিয়া বহী কিম্বা পাঁচ২ সনী বহী যে যে সময়ের মধ্যে তৈয়ার করিবার হুকুম আছে সেই২ সময়ের অর্থাৎ নিরূপিত মিয়াদের মধ্যে যদি তাহার নকল ঐ আস্কোণ্টাণ্ট সাহেব না পান্ তবে তাহার সমাচার ঐ বোর্ডের সাহেবদিগকে দিবেন। আর যদি তৈয়ারী কোন বহী নির্দ্ধারিত নক্শাক্রমে না লেখা গিয়া থাকে তবে তাহা সারিয়া লিখিবার কারণ পুনরায় কালেক্টর সাহেবের নিকটে পাঠাইবেন। ও কালেক্টর সাহেবের চালানী বহী আস্কোণ্টাণ্ট সাহেবের স্থানে দাখিল

মূলের লিখিত আইন সকলের নির্ণীত বহীসকল বোর্ড রেবিনিউর আস্কোণ্টাণ্ট সাহেবের নিকটে পাঠাইবার ও সে সাহেব তাহা না পাইলে তহকীক করিবার ও তাহার বেওরা ঐ বোর্ডের সাহেবদিগকে দিবার কথা।

হইলে আক্কৌণ্টাণ্ট সাহেবের কর্ত্তব্য যে মোকররী বন্দোবস্তের কালের জমার যেং হকীকৎ আপন দফ্তরে থাকে ও তদনন্তর কোন ভূমি ঐ শাং শিং হইয়া তাহার একং কিসমতের উপর জমার ধার্য্য পড়িবার কিম্বা কিছু হেতুতে কোন ভূমির জমায় কমী কি বেশী হইবার মঞ্জুরী যেং হুকুম ঐ বোর্ডের সাহেবদিগের স্থানে পাইয়া থাকেন্ তাহার সহিত সেই বহীর লিখিত জমার হকীকতের মিলান করিবেন। এবং ঐ বোর্ডের সেক্রেটারির সাহেবের উচিত যে যে ক্ষণে যে কোন ভূমির জমার ফেরফার করা মঞ্জুর হয় সেই ক্ষণে তাহার সমাচার আক্কৌণ্টাণ্ট সাহেবকে দেন্। ও যদি কেবল কোন ভূমির জমার ফেরফার হইবার মঞ্জুরী হুকুমের প্রস্তাব দরমিয়ানী ফেরফারী কোন বহীতে লিখিতে ভুল হইয়া থাকে তবে আক্কৌণ্টাণ্ট সাহেব সেই ভুল সারিয়া লিখিবার কারণ সে বহী পুনরায় কালেক্‌টর সাহেবের নিকটে পাঠাইয়া দিবেন কিন্তু যদি আক্কৌণ্টাণ্ট সাহেব বুঝেন্ যে কালেক্‌টর সাহেব বিনাহুকমে কোন ভূমির জমার ফেরফার করিয়া লিখিয়াছেন তবে তাহাতে ঐ বোর্ডের সাহেবদিগের কোন হুকুম হইবার কিম্বা শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলে তাহার নিষ্পত্তি হইবার আবশ্যক থাকিলে বেওরা লিখিয়া কালেক্‌টর সাহেবের পাঠান সেই হকীকৎ সমেত ঐ বোর্ডের সাহেবদিগের স্থানে দিবেন ইতি।—১৮০০ সা। ৮ আ। ১৬ ধা।

৩১। সকল আদালতের জজ সাহেবদিগের ও বোর্ড রেবিনিউর সাহেবেরদের ও কালেক্‌টর সাহেবদিগের প্রতি যথোচিত হুকুম আছে যে কি ইঙ্গরেজী কি এ দেশী ভাষার মোকররী মিয়াদী পাঁচসনী ও দরমিয়ানী পাঁচসনী খারিজদাখিলী কৈফিয়তের সমস্ত বহী রক্ষার বিষয়ে যথেষ্ট মনোযোগী থাকেন্ এবং সেই সমস্ত বহীর যে নকল দফ্তরে রাখা যায় তাহার জিল্দ এমত সামগ্রীতে তৈয়ার করান্ যে তাহার রক্ষার অর্থে পোকায় কাটিবার উৎপাত ও অন্যং ক্ষতি খতরা হইতে না পারে ইতি।— ১৭৯৩ সা। ৪৮ আ। ২৭ ধা।
বারাণস ১৭৯৫ সা। ১৯ আ। ২৫ ধা।
দখল দেশ ১৮০৩ সা। ৪২ আ। ২৭ ধা।

সকল আদালতের জজ সাহেবদিগকে ও বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগকে ও কালেক্‌টর সাহেব লোককে বহীসকলের রক্ষণ সর্ব্বতোভাবে করিতে হুকুমের কথা॥

৩২। ১৩ ত্রয়োদশ ধারার লিখনানুসারে মোকররী মিয়াদী পাঁচসনী বহী তৈয়ার হইলে এবং তাহাতে জিলার দেওয়ানী আদালতের জজ সাহেবের দস্তখৎ হইলে পর যদি সে বহীতে কোন ভূমির খারিজদাখিলের বেওয়া কৈফিয়ৎ লিখিতে কিছু ভুল হইয়া থাকে অথবা তাহার লেখক অশুদ্ধ করিয়াছে এমত জানা যায় তবে কালেক্‌টর সাহেবের কর্ত্তব্য নহে যে সে ভুল ও অশুদ্ধকে ফিরান কিম্বা কাটান্ বরং কর্ত্তব্য যে তাহা সে কালে পূর্ব্বমত বহাল রাখিয়া তাহার প্রস্তাব দরমিয়ানী পাঁচসনী বহীতে লেখাইয়া তাহার উপর আপন দস্তখৎ করেন্ আর সেই মোকররী মিয়াদী পাঁচসনী বহীর যে

মোকররী মিয়াদী পাঁচসনী ও দরমিয়ানী পাঁচসনী বহীসকলের অশুদ্ধ শোধন যেরূপে হইবেক তাহার কথা।

সফার যে স্থানে সেই ভুল কিম্বা অশুদ্ধ হইয়া থাকে তাহার পাশে দরমিয়ানী পাঁচসনী বহীর যে সফায় সেই ভুল অথবা অশুদ্ধের প্রস্তাব লেখা যায় সেই সফার নম্বর আলতার কসে লেখান এবং সেই মোকররী মিয়াদী পাঁচসনী বহীর যে সফার যে স্থানে সেই ভূমি লেখা রহে সেই সফার নম্বর দরমিয়ানী পাঁচসনী বহীর যে সফার যে স্থানে সেই প্রস্তাব থাকে তাহার পাশেও আলতার কসে লেখান আর যদি দরমিয়ানী পাঁচসনী বহীতে কিছু ভুল কিম্বা অশুদ্ধ হয় তাহাতেও উপরের লিখিত দাঁড়া দৃষ্ট থাকে ইতি।—১৭৯৩ সা। ৪৮ আ। ২১ ধা।

বারাণস ১৭৯৫ সা। ১৯ আ। ১৯ ধা।
দত্ত দেশ ১৮০৩ সা। ৪২ আ। ২১ ধা।

মুজমিলনবীসেরা ইঙ্গরেজী বহীর তুলনায় যে মোকররী মিয়াদী পাঁচসনী ও দরমিয়ানী পাঁচসনী বহী রাখে তাহার অশুদ্ধ শোধন যে রূপে হইবেক তাহার কথা।

৩৩। মুজমিলনবীসেরা ইঙ্গরেজী বহীর মোতাবেক যে সকল বহী আপনারদিগের নিকটে রাখে তাহাতে যে কালে কিছু ভুল কিম্বা অশুদ্ধ অথবা নাদুরস্তী হয় সে কালে তাহারাও তাহার শোধন যেরূপে ইঙ্গরেজী বহীর সকল অশুদ্ধ শোধনার্থে কালেক্টর সাহেবদিগেরে হুকুম আছে সেইরূপে করে কিন্তু দরমিয়ানী পাঁচসনী বহীতে যে স্থানে সেই ভুল কিম্বা অশুদ্ধের প্রসঙ্গ লেখা যায় কর্ত্তব্য যে তথায় মুজমিলনবীস এবং কালেক্টর সাহেবের দস্তখৎ হয় ইতি।—১৭৯৩ সা। ৪৮ আ। ২২ ধা।

বারাণস ১৭৯৫ সা। ১৯ আ। ২০ ধা।
দত্ত দেশ ১৮০৩ সা। ৪২ আ। ২২ ধা।

মোকররী মিয়াদী পাঁচসনী বহী তৈয়ারের কালে দেওয়ানী আদালতে কোন ভূমির অধিকারিত্বের মোকদ্দমা উপস্থিত থাকিলে তৎকালে সে বহীতে যাহার অধিকার লেখা যাইবেক তাহার কথা।

৩৪। যদি কোন মোকররী মিয়াদী পাঁচসনী বহী তৈয়ারের কালে কোন ভূম্যধিকারির ভূমি সমুদয় কিম্বা তাহার কিস্মতের প্রতি কাহারো স্বত্বাধিকারের দাওয়া কোন দেওয়ানী আদালতে উপস্থিত থাকে তবে সে কালে যে ব্যক্তি সেই ভূমিতে ভোগবান থাকে সেই ব্যক্তির অধিকার সেই বহীতে লেখা যাইবেক ইতি।—১৭৯৩ সা। ৪৮ আ। ২৩ ধা।

বারাণস ১৭৯৫ সা। ১৯ আ। ২১ ধা।
দত্ত দেশ ১৮০৩ সা। ৪২ আ। ২৩ ধা।

৩ ধারা।

দরমিয়ানী পাঁচসনী রেজিষ্টরী।

পাঁচসনী বহীতে ভূম্যধিকারিদিগের ভূমির খারিজদাখিল যেমতে লেখা যাইবেক তাহার কথা।

৩৫। ভূম্যধিকারিদিগের যে কোন অধিকারভূমির অংশাংশি হয় এবং যে কোন অধিকারভূমি সমুদয় কিম্বা তাহার কিছু কিসমৎ একের হস্তহইতে অন্যের হস্তে যায় এবং যে কোন অধিকার ভূমি পূর্ব্বে কোন জমীদারী কিম্বা তালুক অথবা চৌধুরাইর শামিল থাকিয়া খারিজ হইয়া পরে এক শামিলে রহে তাহার খারিজদাখিলী মোকররী মিয়াদী পাঁচসনী এক বহী সাফ করিয়া লিখিলে পর দুসরা মোকররী মিয়াদী পাঁচসনী বহীতে তাহার বেওরা কৈফি

য়২ লিখিবার কারণ যত বড় দীর্ঘপ্রস্থে দরমিয়ানী পাঁচসনী বহী করিতে বোর্ড রেবিনিউর সাহেবেরা হুকুম দেন কালেক্টর সাহেব তত বড় বহী তৈয়ার করিবেন ও সেই বহীর নাম দরমিয়ানী পাঁচ সনী খারিজদাখিলী বহী হইবেক ও তাহার পৃষ্ঠে নীচের লিখিত পাঠ লেখা যাইবেক। পাঠ এই যে ভূম্যধিকারিদিগের ভূমির দরমি য়ানী পাঁচসনী খারিজদাখিলী বহী ইস্তক সুর সন অমুক বাঙ্গলা কিম্বা ফসলী অথবা বিলায়তী লাগাইৎ আখিরী সন অমুক বাঙ্গলা কিম্বা ফসলী অথবা বিলায়তী। ঐ দরমিয়ানী পাঁচসনী বহী লিখিবার পূর্ব্বে কর্ত্তব্য যে তাহার প্রতিসফায় নম্বর দাগ হইয়া জিলার দেওয়া নী আদালতের জজ সাহেবের দস্তখৎ প্রতিওরকে হয় এবং সফার নম্বর দাগের শুমার শেষ ওরকে ঐ দস্তখতে লেখা যায় আর কালে কৃটর সাহেবের উচিত যে মোকররী মিয়াদী পাঁচসনী এক বহী লে খা তৈয়ার হইলে পর আইন্দা মোকররী মিয়াদী পাঁচসনী বহীতে মাফিক দরকার বেওরা কৈফিয়ৎ লেখাইবার কারণ দরমিয়ানী পাঁচসনের মধ্যে যেং অধিকারভূমির অংশাংশ হয় এবং যে কোন অধিকারভূমি সমুদয় কিম্বা তাহার কিছু কিসমৎ একের হস্ত হইতে অন্যের হস্তে যায় ও যে কোন অধিকারভূমি পূর্ব্বে কোন অধি কারের শামিল থাকিয়া খারিজ হইয়া পরে এক শামিলে রহে এবং যাহারং হুকুমে এমত হয় তাহার বেওরা কৈফিয়ৎ সেই দর মিয়ানী পাঁচসনী বহীতে লেখান ও তাহার পৃথকং সকল বিষয় বি বরণ অর্থাৎ হরেক দফায় আপনি দস্তখৎ করেন।—১৭৯৩ সা। ৪৮ আ। ১৬ ধা।

বারাণস ১৭৯৫ সা। ১৯ আ। ১৬ ধা।

দত্ত দেশ ১৮০৩ সা। ৪২ আ। ১৬ ধা। ১ প্র।

জমার ফেরফারের সমস্ত হকীকৎ মুলের উল্লিখিত আইনসকলের নির্দ্দিষ্ট দরমিয়ানী ফেরফারী বহীতে লিখিতে হইবার কথা।

৩৬। মনস্থ ছিল যে মোকররী পাঁচসনী বহীর লিখিত কোন হকী কতের ফেরফার হইলে তাহার বেওরা ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪৮ আইনের ১৬ ধারার এবং ১৭৯৫ সালের ১৯ আইনের নি র্দ্দিষ্ট দরমিয়ানী ফেরফারী বহীতে লেখা যায়। অতএব দরমিয়ানী ফেরফারী সেই সকল ফেরফারী বহী হকীকৎ লিখিতে হইবেক যে সকল হকীকৎ কোন ভূমি অংশাংশ হইয়া তাহার একং কিস্ম তের উপর ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১ প্রথম আইনের ১০ দশম ধা রানুসারে কিম্বা ১৭৯৫ সালের ২৭ আইনের ৭ সপ্তম ধারাক্রমে স্বতন্ত্রং জমার ধার্য্য পড়িবাতে অথবা মোকররী বন্দোবস্তের সময়ে কি তদনন্তরেই বা কোন ভূমির মোট জমায় কমী কিম্বা বেশী হওন হেতুক উপস্থিত হইয়াছে ও হয়। ও এরূপে কমীর হকীকৎ লি খিতে হইলে তৎকালে কর্ত্তব্য যে তদর্থে যে তারিখে মঞ্জুরী হুকুম শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে হইয়া থাকে এবং যে তারিখে সে হুকুম বোর্ড রেবিনিউর সাহেবেরা লিখি য়া পাঠান সেইং তারিখ নিদর্শনে লেখা যায় ইতি।—১৮০০ সা। ৮ আ। ১৪ ধা।

৩৭। [তর্জমা হয় নাই।]

কোন অধিকার ভূমি এক জিলাহই তে খারিজ হইয়া অন্য জিলায় দাখিল হইলে তাহার কাগজ খারিজী জিলার কালেকটর সাহেব দাখিলী জিলার কালেকটর সাহেবকে দিবার কথা।

৩৮। যে সময়ে কোন ভূম্যধিকারির ভূমি সমুদয় কিম্বা তাহার কিছু কিসমৎ এক জিলাহইতে খারিজ হইয়া অন্য জিলায় দাখিল হয় সে সময়ে যে জিলাহইতে খারিজ হয় সেই জিলার কালেক্টর সাহেবের কর্ত্তব্য যে সেই ভূম্যধিকারির ভূমি সমুদয় কিম্বা তাহার কিসমতের খারিজদাখিলের মোতালক যে২ বেওরা কৈফিয়ৎ সাবেক মোকররী মিয়াদী পাঁচসনী বহী ও তাহার পরের দরমিয়ানী পাঁচ সনী বহীতে থাকে তাহার এক নকল যে জিলায় সে ভূমি দাখিল হয় সেই জিলার কালেক্টর সাহেবের নিকটে পাঠান্ ও সেই কালেক্টর সাহেবের উচিত যে সেই নকল পাইলে তাহা আপন জিলার দরমিয়ানী পাঁচ সনী বহীতে উঠান্ যে তদ্দৃষ্টে আইন্দা মোকররী পাঁচ সনী বহী দুরস্ত হয় ইতি।—১৭৯৩ সা। ৪৮ আ। ১৭ ধা। দত্ত দেশ ১৮০৩ সা। ৪২ আ। ১৭ ধা।

ভূম্যধিকারির ভূমি এক জিলার আদালতের এলাকাছাড়া হইয়া অন্য জিলার আদালতের মোতালক হইলে তথায় যেমতে সংবাদ দিতে হইবেক তাহার কথা।

[বাঙ্গালা। বেহার। উড়িষ্যা। দত্ত দেশ।]

৩৯। উপরের লিখনানুসারে যে ভূম্যধিকারির ভূমি সমুদয় কিম্বা তাহার কিসমৎ এক জিলাহইতে খারিজ হইয়া অন্য জিলায় দাখিল হয় তাহার খারিজদাখিলের বেওরা কৈফিয়ৎ দেওয়ানী আদালত সকলের সাহেবদিগের গোচর করাইতে শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হজুরের হুকুম হইবেক অতএব যে সময়ে যে ভূমি যে জিলাহইতে খারিজ হয় সেই জিলার কালেক্টর সাহেবের কর্ত্তব্য যে ভূমির খারিজদাখিলের মোতালক যে২ বেওরা কৈফিয়ৎ সাবেক মোকররী মিয়াদী পাঁচসনী বহী ও তাহার পরের দরমিয়ানী পাঁচ সনী বহীতে লেখা থাকে তাহার এক২ নকল সেই জিলার দেওয়ানী আদালতের জজ সাহেবের নিকটে ও যে এলাকার মফঃসল আপীল আদালতের মোতালক সে জিলা হয় তথাকার সাহেবদিগের স্থানে পাঠান্ আর যে সময়ে সেই ভূমি যে জিলায় দাখিল হয় সে সময়ে সে জিলার কালেক্টর সাহেবের কর্ত্তব্য যে সেই ভূমির খারিজদাখিলের মোতালক যে২ বেওরা কৈফিয়তের নকল সাবেক মোকররী মিয়াদী পাঁচসনী বহী ও তাহার পরের দরমিয়ানী পাঁচসনী বহীর অনুসারে যেরূপে সপ্তদশ ধারাক্রমে পাইয়া থাকেন্ সেইরূপে তাহার এক২ নকল তাঁহার জিলার দেওয়ানী আদালতের জজ সাহেবের নিকটে এবং যে এলাকার মফঃসল আপীল আদালতের মোতালক তাঁহার জিলা হয় তথাকার সাহেবদিগের স্থানে পাঠান্ আর যে জিলাহইতে সেই ভূমি খারিজ হয় সেই জিলার দেওয়ানী আদালতের জজ সাহেব ও সেই এলাকার মফঃসল আপীল আদালতের সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে সেই ভূমির খারিজদাখিলের বেওরা কৈফিয়তের কাগজ পাইলে যদি সেই ভূমির মোতালক কোন মোকদ্দমা তথায় উপস্থিত থাকে তবে তাহার রোয়দাদ যে জিলায় সেই ভূমি দাখিল হয় সেই জিলার দেওয়ানী আদালতের জজ সাহেব ও সেই এলাকার মফঃসল আপীল আদালতের সাহেবদিগের নিকটে পা

চান্ এবং সে মোকদ্দমার উভয় বিবাদিকে লিখনের দ্বারা সে সম্বাদ দেন্ ইতি।—১৭৯৩ সা।৪৮ আ। ১৮ ধা।

দত্ত দেশ ১৮০৩ সা। ৪২ আ। ১৮ ধা।

৪০। যে সময়ে যে জিলাহইতে যে ভূম্যধিকারির ভূমি খারিজ হয় সে সময়ে তাহার নিদর্শন শীঘ্র মিলিবার কারণ এবং আইন্দা মোকররী মিয়াদী পাঁচসনী বহী দুরস্তের নিমিত্তে সেই জিলার কালেক্টর সাহেবের কর্ত্তব্য যে সাবেক মোকররী মিয়াদী পাঁচসনী বহীর যে নম্বরের সফায় সেই ভূমির কৈফিয়ৎ দাখিল থাকে তাহার পাশে আলতার কসে লিখেন্ যে সেই ভূমির কৈফিয়ৎ তাহার পরের দরমিয়ানী পাঁচসনী বহীর অমুক নম্বরের সফায় দাখিল হইল এবং সেই দরমিয়ানী পাঁচসনী বহীর যে নম্বরের সফায় সে ভূমির কৈফিয়ৎ লেখা যায় তাহার পাশেও আলতার কসে লিখেন্ যে ঐ মোকররী মিয়াদী পাঁচসনী বহীর অমুক নম্বরের সফায় যে ভূমির কৈফিয়ৎ দাখিল আছে আর উচিত যে খারিজদাখিলী সকল বহীর মধ্যের লিখিত ভূমির কৈফিয়ৎসকলের পৃথক২ সকল বিষয়ের বিবরণেই কালেক্টর সাহেবের দস্তখৎ হয় এমতে সেই সকল ভূমির খারিজদাখিল সঙ্গত ও শুদ্ধক্রমে লেখা যাইবার জওয়াবের ভার সেই কালেক্টর সাহেবের শিরে রহিবেক আর উচিত যে দরমিয়ানী পাঁচসনী বহীতে যে সকল অধিকার ভূমির খারিজদাখিলের বেওরা কৈফিয়ৎ লেখা যায় তাহাতে তাহার বিস্তারিত ও শরেওয়ার আইন্দা মোকররী মিয়াদী পাঁচসনী বহীতে মাফিক দরকার লিখিবার জন্য লিখেন্ কিম্বা তাহার বেওরা সাবেক মোকররী মিয়াদী পাঁচসনী বহীতে থাকিলে সেই সাবেক বহীতে তাহার নিদর্শন আছে এমত শব্দ ঐ দরমিয়ানী পাঁচসনী বহীতে লিখেন্ এবং কালেক্টর সাহেব নিশ্চয় জানিবেন যে যে সময়ে যে ভূম্যধিকারির ভূমি অন্য জিলাহইতে খারিজ হইয়া তাঁহার মোতালক জিলায় আইসে কিম্বা তাঁহার মোতালক জিলাহইতে খারিজ হইয়া অন্য জিলায় দাখিল হয় সে সময়ে তাহার সংবাদ পাইয়া ২৪ চতুর্ব্বিংশতি ধারাক্রমে দরমিয়ানী পাঁচসনী বহীতে সে ভূমির খারিজদাখিলের বেওরা কৈফিয়ৎ লিখিতে হইবেক কদাচিৎ কোন বিষয় লিখিতে বাকী থাকিবেক না।—১৭৯৩ সা। ৪৮ আ। ১৯ ধা।

অধিকারভূমির খারিজ দাখিলের বেওরা কৈফিয়তের নিদর্শন এক বহীহইতে অন্য বহীতে রাখিবার মতের কথা।

বারাণস ১৭৯৫ সা। ১৯ আ। ১৭ ধা।

দত্ত দেশ ১৮০৩ সা। ৪২ আ। ১৯ ধা।

৪১। মুজমিলনবীসদিগের কর্ত্তব্য যে ভূমির খারিজদাখিলী বহী ইঙ্গরেজী বহীর মোতাবেকে কেতাবের জিল্দের ন্যায় তৈয়ার করে এবং তাহার সকল সফায় নম্বর দাগ হয় ও তাহার প্রতিওরকে জিলার দেওয়ানী আদালতের জজ সাহেবের দস্তখৎ হয় ইতি।—১৭৯৩ সা। ৪৮ আ। ২০ ধা।

মুজমিলনবীসেরা ও খারিজদাখিলী বহী ইঙ্গরেজী বহীর তুলনায় রাখিবার কথা।

বারাণস ১৭৯৫ সা। ১৯ আ। ১৮ ধা।

দত্ত দেশ ১৮০৩ সা। ৪২ আ। ২০ ধা।

কালেক্টর সাহেবেরা একের ভূমি অন্যের হস্তে গেলে ও এক জিলাহইতে খারিজ হইয়া অন্য জিলায় দাখিল হইলে তাহার সংবাদ যেরূপে পাইবেন তাহার কথা।

৪২। ভূম্যধিকারিদিগের অধিকারভূমির একের হস্তহইতে অন্যের হস্তে গেলে এবং এক জিলাহইতে খারিজ হইয়া অন্য জিলায় দাখিল হইলে তাহার বেওরা সংবাদ কালেক্টর সাহেবেরা নীচের লিখনানুসারে পাইবেন।—১৭৯৩ সা। ৪৮ আ। ২৪ ধা। ১ প্র।

বারাণস ১৭৯৫ সা। ১৯ আ। ২২ ধা। ১ প্র।
দত্ত দেশ ১৮০৩ সা। ৪২ আ। ২৪ ধা। ১ প্র।

৪৩। ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪ চতুর্থ আইনের ৯ নবম ধারাক্রমে জিলা ও শহরের দেওয়ানী আদালতের জজ সাহেবদিগের প্রতি হুকুম আছে যে সকল ভূমির মোকদ্দমায় বিচারক্রমে যাহার হক্ পঁহুছে তাহা দেওয়াইবার কারণ আপনারদিগের কৃত ডিক্রীর নকল ও মফঃসল আপীল আদালত কিম্বা সদর দেওয়ানী আদালতহইতে যে যে বিষয়ের আঞ্জাম পঁহুছাইবার নিমিত্তে যে যে ডিক্রী তাঁহারদিগের নিকটে যায় তাহার নকল কালেক্টর সাহেবদিগের নিকটে পাঠান।—১৭৯৩ সা। ৪৮ আ। ২৪ ধা। ২ প্র।

বারাণস ১৭৯৫ সা। ১৯ আ। ২২ ধা। ২ প্র।
দত্ত দেশ ১৮০৩ সা। ৪২ আ। ২৪ ধা। ২ প্র।

৪৪। কলিকাতার নীলামে যে সকল ভূম্যধিকারির ভূমি বিক্রয় হয় তাহার বেওরা কৈফিয়ৎ বোর্ড রেবিনিউর সাহেবেরা কালেক্টর সাহেবদিগেরে লিখিয়া পাঠাইবেন।—১৭৯৩ সা। ৪৮ আ। ২৪ আ। ৩ প্র।

বারাণস ১৭৯৫ সা। ১৯ আ। ২২ ধা। ৩ প্র।
দত্ত দেশ ১৮০৩ সা। ৪২ আ। ২৪ ধা। ৩ প্র।

৪৫। কালেক্টরী কাছারীতে কোন ভূম্যধিকারির ভূমি নীলামে বিক্রয় হইলে তাহা যথাকার হুকুমে নীলাম হয় তথাকার হুকুমনামা ও যে প্রকারে সে ভূমির খারিজদাখিল হয় তাহার বেওরা কৈফিয়ৎ কালেক্টর সাহেবেরদিগের নিকটেই থাকিবেক।—১৭৯৩ সা। ৪৮ আ। ২৪ ধা। ৪ প্র।

বারাণস ১৭৯৫ সা। ১৯ আ। ২২ ধা। ৪ প্র।
দত্ত দেশ ১৮০৩ সা। ৪২ আ। ২৪ ধা। ৪ প্র।

৪৬। ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ২৫ পঞ্চবিংশতি আইনের মতে যে সকল ভূম্যধিকারির অধিকারভূমি অংশাংশি হয় ও এক শামিলে রহে তাহাতে কালেক্টর সাহেবেরা জানিবেন যে সেই ভূমি অংশাংশি কিম্বা এক শামিল যাহা করিতে হয় তাহা তাঁহারদি

গের দ্বারা হইবেক অন্তএক তাহার বেওরা কৈফিয়ৎ তাঁহারদিগের নিকটেই থাকিবেক।—১৭৯৩ সা। ৪৮ আ। ২৪ ধা। ৫ প্র।

বারাণস ১৭৯৫ সা। ১৯ আ। ২২ ধা। ৫ প্র।
দত্ত দেশ ১৮০৩ সা। ৪২ আ। ২৪ ধা। ৫ প্র।

৪৭। ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১ প্রথম আইনের ১০ দশম ধারানুসারে ভূম্যধিকারিদিগের কোন অধিকারভূমি সমুদয় কিম্বা তাহার বেঁহ কিস্মৎ একের হস্তহইতে অন্যের হস্তে যায় তাহার সংবাদ কালেক্টর সাহেব অগ্রে পাইয়া সে ভূমি তাহার নূতন অধিকারির নামে এই আইনের মতে খারিজদাখিলী বহীতে লিখিতে পারিবেন।—১৭৯৩ সা। ৪৮ আ। ২৪ ধা। ৬ প্র।

বারাণস ১৭৯৫ সা। ১৯ আ। ২২ ধা। ৬ প্র।
দত্ত দেশ ১৮০৩ সা। ৪২ আ। ২৪ ধা। ৬ প্র।

৪৮। ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৩৬ আইনের মতে যাহারা কীপর রেজিষ্টরী অর্থাৎ ভূমির দান বিক্রয়াদির কাগজপত্রের নকলওগয় রহের শিরিস্তাদারীতে নিযুক্ত হয় তাহারদিগেরে সেই আইনের মতে হুকুম আছে যে যে সকল ভূম্যধিকারির অধিকার ভূমির খারিজদাখিল তাহারদিগের সিরিস্তার বহীতে লেখা যায় তাহার সংবাদ বেওরা করিয়া কালেক্টর সাহেবদিগেরে দেয় ইতি।—১৭৯৩ সা। ৪৮ আ। ২৪ ধা। ৭ প্র।

বারাণস ১৭৯৫ সা। ১৯ আ। ২২ ধা। ৭ প্র।
দত্ত দেশ ১৮০৩ সা। ৪২ আ। ২৪ ধা। ৭ প্র।

কালেক্টর সাহেবের তলবমতে ভূম্যধিকারি প্রভৃতিতে ভূমির খারিজদাখিলের কৈফিয়ৎ না দিলে তাহার প্রতি দণ্ড নিরূপণের কথা।

৪৯। যে কালে মোকররী মিয়াদী পাঁচসনী বহী তৈয়ার করাইবার অর্থে কিম্বা দরমিয়ানী পাঁচসনী বহীতে কোন ভূমির খারিজদাখিলের বেওরা কৈফিয়ৎ লেখাইবার কারণ সেই ভূমির অধিকারী কিম্বা ইজারদার অথবা তালুকদার কিম্বা কটকিনাদারের স্থানে কোন বিষয়ের বার্ত্তালওন কালেক্টর সাহেবের আবশ্যক হইয়া সেই ভূম্যধিকারিপ্রভৃতি কাহারো নামে সেই সাহেবের মোহর ও দস্তখতে হুকুমনামা যায় সে কালে যদি সেই ব্যক্তি সেই হুকুমনামা পাইয়া নির্দ্ধারিত কালের মধ্যে সে বিষয়ের সংবাদ দিতে শৈথিল্য ওগাফিলী করে তবে কালেক্টর সাহেবের কর্ত্তব্য যে তাহার বৃত্তান্ত শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হজুরের সুগোচর কারণ বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগেরে লিখেন্ ঐ শ্রীযুত ঐ বোর্ডের সাহেবদিগের দ্বারা সে সংবাদ পাইয়া সেই ভূম্যধিকারিপ্রভৃতির যে কেহ এমত ত্রুটি করিয়া থাকে তাহার সম্ভাবনা ও শক্ত্যনুসারে যে দণ্ড লওন উচিত জানেন্ তাহাই লইতে হুকুম করিবেন ইহাতে কালেক্টর সাহেবের কর্ত্তব্য যে ঐ বোর্ডের সাহেবদিগের দ্বারা ঐ শ্রীযুতের হজুরের নিরূপিত সেই দণ্ড লইবার হুকুম পাইয়া মালগুজারীর

বাকী উসুলের প্রতি যে যেমত ব্যবস্থা আছে তদনুসারে সেই দণ্ড উসুল করেন ইতি।—১৭৯৩ সা। ৪৮ আ। ২৫ ধা।

বারাণস ১৭৯৫ সা। ১৯ আ। ২৩ ধা।

প্রাপ্ত দেশ ১৮০৩ সা। ৪২ আ। ২৫ ধা।

৪ ধারা।

রেজিষ্টরীকরণের রীতি ও নিয়ম এবং রিকার্ডকিপর অর্থাৎ মুজমিলনবীস।

বোর্ড রেবিনিউর সাহেবেরা খারিজ দাখিলী মোকররী মিয়াদী পাঁচসনী ও দরমিয়ানী পাঁচসনী বহীর নক্শা তৈয়ার করিবার কথা।

৫০। বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে এই আইন পাইলে পর মোকররী মিয়াদী পাঁচসনী ও দরমিয়ানী পাঁচসনী বহী তৈয়ারের কারণ এমত নক্শা ঠাহরেন্ যে তাহাতে যেং ভূম্যধিকারির অধিকারভূমি একের হস্তহইতে অন্যের হস্তগতা হয় তাহার বেওরা কৈফিয়ৎ স্পষ্ট জানা যায় এবং যত পারেন তাহাতে সরকার ও পরগনা ও কিসমৎ ওগয়রহের প্রস্তাব রাখিয়া শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাদুর কৌন্সেলের হজুরের মঞ্জুরীর নিমিত্তে ঐ শ্রীযুতের হজুরে দেনও তথাকার মঞ্জুরী নক্শা পাইলে তাহার নকল কালেক্টর সাহেবদিগের নিকটে পাঠান ইহাতে ঐ শ্রীযুতের হজুরের মঞ্জুরী নক্শা তথাকার বিনাহুকুমে ফেরফার হইবেক না কিন্তু যদি বোর্ড রেবিনিউর সাহেবেরা তদপেক্ষা ভাল নক্শা ঠাহরেন তবে তাহা ঐ শ্রীযুতের হজুরে পাঠাইবেন তথায় যদি সে নক্শা মঞ্জুর হয় তবে সেই নক্শা মঞ্জুরের পর পাঁচসনী বহী যাহা তৈয়ার করিতে হয় তাহাই তদনুসারে তৈয়ার করা যাইবেক অথবা অন্য যে সময় সেই নক্শাক্রমে বহী তৈয়ারকরণ উচিত জানা যায় সেই সময়েই করা যাইবেক কালেক্টর সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে এই আইন পাইলে পর যে জিলায় যে সনের চলন থাকে সেই জিলায় সেই সনের ১২০২ সাল সুরুহইতে পাঁচসনী বহী তৈয়ার করিবার কারণ তাহার মোতালক কাগজপত্র ও সংবাদ লইয়া প্রস্তুত রাখিতে থাকেন এবং এই আইন পাইলে পর যেং জিলার ভূম্যধিকারির অধিকারভূমি একের হস্তহইতে অন্যের হস্তগতা হয় তাহা সেইং জিলার একং পাঁচসনী বহীতে লিখেন ও সেই বহী তৈয়ার হইলে কিম্বা তৈয়ারের পূর্ব্বে যদি হয় তবে ১০ দশসনী বন্দোবস্তের প্রথম সন ১১৯৭ সাল ইস্তক পাঁচসনী বহী তৈয়ার করেন এবং সেই পাঁচসনের দরমিয়ানী বহীতে ১২০১ সাল লাগাইৎ যেং ভূম্যধিকারির অধিকারভূমি একের হস্তহইতে অন্যের হস্তগতা হয় তাহা লিখেন ইতি।— ১৭৯৩ সা। ৪৮ আ। ২৮ ধা।

বারাণস ১৭৯৫ সা। ১৯ আ। ২৬ ধা।

প্রাপ্ত দেশ ১৮০৩ সা। ৪২ আ। ২৮ ধা।

বোর্ড রেবিনিউর সাহেবেরা এ আইনদৃষ্টে পূর্ব্ব আই

৫১। বোর্ড রেবিনিউর সাহেবেরা ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১৯ এবং ৩৭ তথা ৪৮ আইনের আর ইঙ্গরেজী ১৭৯৫ সালের ১৯ এবং ৪১ তথা ৪২ আইনের নির্দ্দিষ্ট বহীসকলের নক্শা এ আই

নের লিখিত ফেরফারক্রমে নয়া তৈয়ার করিয়া কালেক্টর সাহেব দিগের নিকটে পাঠাইবেন। ও কালেক্টর সাহেবেরা সে নকশা পাইলে পর তদ্দৃষ্টে সকর ভূমির যে পাঁচসনী বহী ও নিষ্কর ভূমির যে মিয়াদী বহী যথাকার যে চলন সন হাল বাঙ্গলার কিম্বা ফসলীর অথবা বিলায়তীর প্রথমহইতে তৈয়ার করিবার হুকুম আছে তাহা অব্যাজে তৈয়ার করাইবেন। এবং কর্ত্তব্য যে সে সকল বিস্তারিত বহী লেখা চূড়ান্ত হইবার অপেক্ষা না করিয়া সন হালের প্রথমহইতে দরমিয়ানী ফেরফারী ও বাজেয়াপ্তী তিন২ মাসিয়া বহী ঐ বোর্ডের আসিষ্টাণ্ট সাহেবের সমীপে অবিলম্বে চালান করেন। এবং পশ্চাতেও সময়শিরে সেই বহীসকল পাঠাইবার অর্থে অতি তৎপর থাকেন। ইহাতে অনুমান হয় যে ঐ সকল বহীতে গ্রামসকলের ভূমির মাপের ও জমার হকীকৎ বিস্তারিত করিয়া না লিখিলে এবং তাহার নকল বাঙ্গলা ও খোট্টা ভাষায় না উঠাইলে উত্তরকালে সমস্ত বহী সময়শিরে তৈয়ার হইতে পারে অতএব এই আবশ্যক মানস সিদ্ধ হইবার কারণ ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ২১ আইনের অনুসারে নিযুক্তহওয়া এদেশীয় মুজমিলনবীস লোকেরা এ আইনের নিরূপিত পরগনাওয়ারী বহীসকল লিখিবার এবং উপরের প্রসঙ্গিত আইনসকলের নির্ণীত সকর ওনিষ্কর ভূমির বহীসকলের নকল পারসী ভাষায় উঠাইবার সহায়তার জন্যে এবং তাহার যে২ নকল ঐ বোর্ডের আসিষ্টাণ্ট সাহেবের স্থানে পাঠাইবার অর্থে হুকুম আছে সে নকল পাঠাইবার কারণ যত আমলা নিযুক্ত করিবার আবশ্যক হয় তাহা নিযুক্ত হইবেক। এবং সে আমলার উপযুক্ত যত লোক পূর্ব্বের কানুনগোদিগের পরগনাতী মুহুরির দিগের মধ্যহইতে মিলে তাহা বাচিয়া লইয়া নিযুক্ত করা যাইবেক ও তাহারা ঐ ১৭৯৩ সালের ৮ অষ্টম আইনের ৩৪ ধারার এবং ২৪ চতুর্ব্বিংশতি আইনের অনুসারে যত মুশাহেরা এইক্ষণে পাইতেছে তদপেক্ষা অধিক যাহা দিবার আবশ্যক হয় তাহার বরাওর্দ্দসুদ্ধা নামনবীসীর ফর্দ্দ কালেক্টর সাহেবেরা করিয়া ঐ বোর্ডের সাহেবদিগের মঞ্জুরের অর্থে শীঘ্র পাঠাইবেন। আর ঐ নয়া আমলার মাহিয়ানা দিবার নিমিত্তে কালেক্টরী আমলার এইক্ষণের বরাওর্দ্দের মধ্যে কত টাকা কর্ত্তন হইতে পারে এবং কালেক্টরী আমলার মধ্যের কাহাকেও এ কার্য্যে নিযুক্ত করা পরামর্শ কি না এবং আসিষ্টাণ্ট সাহেবেরা অন্য২ কার্য্য করিয়া অবসরক্রমে সকর ও নিষ্কর ভূমির সংক্রান্ত ইঙ্গরেজী বহীসকলের যত লিখিতে পারেন তাহা ছাড়া সেই ইঙ্গরেজী বহীসকল লিখিবার নিমিত্তে এদেশীয় কোন কেরাণী লোককে রাখিবার আবশ্যক আছে কি না ও যদি আবশ্যক থাকে তবে কত লোকের আবশ্যক তাহার বেওরাও লিখিবেন। আর উচিত যে সেই ইঙ্গরেজী বহীসকলের লিখিত যে সকল বিষয়ের দায়ে কালেক্টর সাহেবদিগকে ঠেকিতে হয় সে সকল বিষয় নিজে লিখিবার অর্থে সর্ব্বদা মনোযোগী থাকেন। আর দরমিয়ানী ফেরফারী ও বাজেয়াপ্তীওগয়র

নসকলের নিরূপিত বহীসকলের নয়া নকশা তৈয়ার করিয়া পাঠাইবার কথা।

কালেক্টর সাহেবেরা তিন২ মাসিয়া বহী সময়শিরে পাঠাইবার কথা।

[বাঙ্গালা। বেহার। উড়িষ্যা। বারাণস।]

বহী লিখিবার কারণ আমলার নামনবীসী সমেত বরাওর্দ্দ করিয়া তাহা মঞ্জুরের জন্যে বোর্ড রেবিনিউতে পাঠাইবার কথা।

নয়া আমলার মাহিয়ানা দিবার কারণ কালেক্টরী আমলার মাহিয়ানার যত কর্ত্তন হইতে পারে তাহা ঠাহরিবার কথা।

ইঙ্গরেজী বহী লিখিবার কারণ এদেশীয় কেরাণী যত জন চাহি তাহা ঠাহরিবার কথা।

ষের হকীকতী বহীসকল যে শুদ্ধ করিয়া লিখিবার আবশ্যক আছে তাহাতে কুচিৎ কোন হকীকৎ লিখিতে হয় এপ্রযুক্ত সে বহীসক লের আসল মুতরাং কালেকটর সাহেবেরা নিজে অনায়াসে লিখি তে পারিবেন ইতি।—১৮০০ সা। ৮ আ। ১৭ ধা।

বোর্ড রেবিনিউর সাহেবেরা দরকারী আমলার বরাওর্দ্দের ফর্দ্দ হজুর কৌন্সেলে পাঠাইবার কথা।

[বাঙ্গালা। বেহার। উড়িষ্যা। বারাণস।]

আমলা বহাল ও তগীর হইবার ও তাহারদিগের কর্ত্তব্য কর্ম্মের কথা।

৫২। বোর্ড রেবিনিউর সাহেবেরা কালেক্টর সাহেবদিগের স্থানে উপরের ধারার প্রস্তাবিত হকীকৎ পাইলে পর মোকররী বহীস কল লিখিবার কারণ দরকারী আমলার বরাওর্দ্দের ফর্দ্দ শ্রীযুত গবর্নর জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলে পাঠাইবেন। এবং এই ক্ষণে যে বরাওর্দ্দ আছে তদপেক্ষা যদি কিছু অধিক বরাওর্দ্দের অত্যাবশ্যক সে ফর্দ্দদৃষ্টে বুঝেন তবে সে কারণেও হুকুম হইবার নিমিত্তে ঐ হজুর কৌন্সেলে লিখিবেন। ইহাতে যে আমলা এই ক্ষণে কি পশ্চাতে উপরের ধারার উল্লিখিত কর্ম্মে নিযুক্ত হয় তাহা রদিগের ক্রটি কথন ঐ হজুর কৌন্সেলে সর্ব্বতোভাবে প্রমাণ না হই লে তাহারা তৎকর্ম্মচ্যুত হইবেক না ও যাবৎ সে কর্ম্ম সমাপ্ত না হয় তাবৎ তাহারা অন্য কর্ম্ম না করিয়া কেবল সেই সকল খসড়া ও পাকা বহী লিখিতে থাকিবেক। এবং হালে লিখিবার নির্দ্দিষ্ট বহী লেখা তৈয়ার হইলে পর পূর্ব্ব সন সকলের যে সকল বহী যব স্থবে রহিয়াছে তাহা যত ত্বরায় পারে লিখিবেক কদাচিৎ পূর্ব্ব সন সকলের বহীসকল লিখিবার অপেক্ষায় হালের বহীসকল লিখিতে গৌণ করিবেক না। কিন্তু যদি পূর্ব্ব সনসকলের কোন বহী লিখি বার অল্পাপেক্ষা থাকে কিম্বা অপর কোন হেতুতে সে বহী শীঘ্র তৈয়ার করা কথন কালেক্টর সাহেবদিগের কেহ উচিত জানেন তবে তৎকালে তাহার হকীকৎ লিখিয়া ঐ বোর্ডে পাঠাইবেন এবং তথাকার হুকুমমতে কার্য্য করিবেন ইতি।—১৮০০ সা। ৮ আ। ১৮ ধা।

৫৩। ৫৪। [তর্জ্জমা হয় নাই।]

অধিকারভূমি একের নামে লেখা গেলেও সে ভূমির দাওয়াদারেরা তাহার উপর নালিশ করিতে পারিবার কথা।

৫৫। জানিবেক যে এইমতে মোকররী মিয়াদী পাঁচ২ সনী বহী তৈয়ার হইলে তাহাতে ও দরমিয়ানী পাচ২ সনী বহীতে যে২ ভূম্যধিকারির ভূমি একের হস্তহইতে অন্যের হস্তগতা হয় তাহা যে২ নামে বহাল লেখা যায় তাহার মধ্যে কোন ভূম্যধিকারির অধিকার ভূমি সমুদয়ে কিম্বা তাহার অংশ কিসমতে ব্যক্ত্যন্তরের স্বত্বাধিকারের দাওয়া থাকিলে তাহার নালিশ সেই দাওয়ার ভূমি যে জিলার মোতালক হয় সেই জিলার দেওয়ানী আদালতে উপস্থিত করিতে এই আইনের কোন স্থানে সেই দাওয়াদারের প্রতি নিষেধ নাই ইতি।—১৭৯৩ সা। ৪৮ আ। ৩০ ধা।

বারাণস ১৭৯৫ সা। ১৯ আ। ২৮ ধা।
দত্ত দেশ ১৮০৩ সা। ৪২ আ। ৪৪ ধা।

৫ ধারা।

কোন গ্রাম নব্য পত্তনহওনের ও উত্তরাধিকারিত্বক্রমে কোন ভূম্যাদিপ্রাপণের সম্বাদ কালেক্টর সাহেবকে দেওনবিষয়।

৫৬। যদি কখন করগ্রাহ্যকীয় কোন অধিকার ভূমির মধ্যে নূতন কোন গ্রাম পত্তন হয় ও সেই নূতন গ্রামের নাম সমেত অধিকারভূমির মোকররী বহীতে লিখিবার নিমিত্তে কালেক্টর সাহেবের স্থানে দাখিলহওয়া ফিরিস্তির মধ্যে লেখা না থাকে তবে সেই নূতন পত্তনী গ্রাম কোন ভূম্যধিকারির অধিকারের মধ্যের হইলে সেই অধিকারির কিম্বা হজুরী ইজারদারী মহালের মধ্যের হইলে তাহার ইজারদারের অথবা সরবরাহকারী কিম্বা সরকারের খাস তহসীলী মহালের মধ্যের হইলে তথাকার সরবরাহকারের নচেৎ সজাওলের কর্ত্তব্য যে সেই গ্রাম নূতন পত্তন হইবার সমাচার বেওরা করিয়া লিখিয়া কালেক্টর সাহেবের স্থানে দেয় যে তাহার হকীকৎ বহীতে লেখা যায়। ইহাতে যদি প্রকাশ পায় যে ঐ বহী তৈয়ারের কারণ যে গ্রামাদির তালিকা ফিরিস্তি কালেক্টর সাহেবেরা তলব করিতে পারেন তাহাতে কোন অধিকারের মধ্যের কোন গ্রাম কিম্বা কিসমৎআদি জ্ঞাতসারে লিখে নাই তবে সে তালিকা ফিরিস্তি সেই গ্রামাদির অধিকারিতে দাখিল করিয়া থাকিলে তাহার সেই গ্রামাদি সরকারে জব্দের যোগ্য হইবেক। আর যদি হজুরী কোন ইজারদারে কিম্বা কোন সরবরাহকারে অথবা সজাওলে কিম্বা অন্য আমলায় দাখিল করিয়া থাকে তবে সে বিষয়ের ভাব বুঝিয়া সে লোকের যত দণ্ডকরণ শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর উচিত বুঝেন তাহাই করা যাইবেক। কিন্তু কালেক্টর সাহেবেরা এমত হকীকৎ উপস্থিতমুখে সর্ব্বদা বোর্ড রেবিনিউতে লিখিবেন ঐ বোর্ডের সাহেবেরা তাহাতে যথাবিহিত হুকুম হইবার কারণ যে সুপরামর্শ ঠাহরেন তাহা লিখিয়া সেই হকীকৎসুদ্ধা হজুর কৌন্সেলে পাঠাইবেন ইতি। —১৮০০ সা। ৮ আ। ২০ ধা।

দষ্ট দেশ ১৮০৩ সা। ৪২ আ। ৪০ ধা।

কোন গ্রাম নব্য পত্তন হইলে তাহার সম্বাদ তদধিকারি প্রভৃতিতে কালেক্টর সাহেবের স্থানে দিবার কথা।

৫৭। কালেক্টর সাহেবেরা সকর কি নিষ্কর ভূমির ফেরফারী সমাচার সময়শিরে জানিতে পারিবার ও তাহার বেওরাকৈফিয়ৎ বহীতে লিখিবার কারণ কর্ত্তব্য যে সকর নিষ্কর যে কোন ভূমি কেহ উত্তরাধিকারিতাক্রমে কিম্বা ক্রয়ের দ্বারা অথবা দানে কিম্বা অন্য কোন মতে পায় সে ব্যক্তি সেই ভূমি পাইলে পর ঝটিতি তাহার সমাচার ঐ বহী তৈয়ারের আবশ্যক হকীকৎসুদ্ধা সেই ভূমির ব্যাপক জিলার কালেক্টর সাহেবের স্থানে দেয়। ও কালেক্টর সাহেবের উচিত যে এমত সমাচার পাইলে পর সেই ভূমি সে ব্যক্তি পাইয়াছে কি না ইহার সত্য মিথ্যা তহকীক করেন ও সত্য হইলে তাহার হকীকৎ সকর ভূমির পরগনাওয়ারী জমিয়ানী বহীতে এবং সকর ও নিষ্কর ভূমির জমিয়ানী ফেরফারী বহীতে লিখেন। কিন্তু কোন

সকর কিম্বা নিষ্কর ভূমি যে কেহ পায় সে তাহার সম্বাদ কালেক্টর সাহেবের স্থানে দিবার কথা।

কালেক্টর সাহেবেরা মূলের লিখিত বার্ত্তা পাইলে পর তাহা তহকীক করিবার কথা।

ভূমির যেমত হকীকৎ সে বহীসকলে লেখা গেলে তাহা যে কো
অধিকারির নামে লেখা যায় তাহার অধিকারিতাই বলবৎ হ
বেক না এবং অন্য কোন স্বত্ববানের নামনিদর্শনে না লেখা গে
যদি সে আপন স্বত্বাধিকারের প্রমাণ দেওয়ানী আদালতে কি
অপর কোন গতিকে করিতে পারে তবে তাহার স্বত্ব লোপ পা
বেক না। আর যে কেহ সকর কিম্বা নিষ্কর কোন ভূমি পায় সে য
উপরের প্রসঙ্গানুসারে তাহার সমাচারাদি পার্য্যমাণে কালেক্ট
সাহেবের স্থানে না দেয় কিম্বা কেহ যদি সকর বা নিষ্কর কোন ভূ
না পাইয়া পাইয়াছি বলিয়া দিব্যজ্ঞানে মিথ্যা সম্বাদ কালেক্ট
সাহেবকে জানায় ও তহকীকে সে ভূমি তাহার পাওয়া সাব্যস্ত
হয় তবে এমতে সত্য পাওয়া ভূমির সমাচার পার্য্যমাণে না দিব
এবং না পাওয়া ভূমির সমাচার মিথ্যা করিয়া জানাইবার নিদর্শ
কালেক্টর সাহেবের পাঠান হকীকৎ বোর্ড রেবিনিউর সাহেব
গের দ্বারা শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সো
পঁহুছিলে তথায় তদৃষ্টে সে বিষয়ের ভাব বুঝিয়া সে লোকের
দণ্ড করা বিহিত বুঝেন তাহাই করা যাইবেক। এতদ্ভিন্ন যদি ক
কোন সকর কিম্বা নিষ্কর ভূমি কোন বালকাদি এমত অযোগ্য লো
কে ঘটে যে সে তাহার সমাচারাদি নিজে কালেক্টর সাহেবর স্থা
পঁহুছাইবার অযোগ্য হয় তবে তৎকালে তাহার সংসারের অধ
কিম্বা তাহার পক্ষের সেই সকর কি নিষ্কর ভূমির সরবরাহকার
থাকে সেই সে সমচারাদি কালেক্টর সাহেবের স্থানে পঁহুছাই
দিবেক ও না পঁহুছাইলে যথানির্ণীত দণ্ড তাহার প্রতি করা য
বেক ইতি।—১৮০০ সা। ৮ আ। ২১ ধা।

দত্ত দেশ ১৮০৩ সা। ৪২ আ। ৪১ ধা।

কেহ কোন ভূমি পাইয়া তাহার বার্ত্তা না দিলে ও না পাইয়া পাইয়াছি জানাইলে দণ্ড্য হই বার কথা।

৬ ধারা।

মালগুজারী ও লাখেরাজ ভূমির পরগনার রেজিষ্টরী।

৫৮। হুকুম আছে যে সুবেজাৎ বাঙ্গালার ও বেহারের ও উ
ষ্যার এবং বারাণসের কালেক্টর সাহেবেরা এ আইন পাইলে
আপনং ব্যাপ্য জিলার মধ্যের সমস্ত ভূমির ফিরিস্তি বহী নীচের
প্রকরণানুসারে তৈয়ার করিবেন ও তাহার নাম সকর ও নিষ্কর ভূ
পরগনাওয়ারী কিম্বা অন্যায় অন্য প্রসিদ্ধ নামওয়ারী ফিরিস্তি
ডাকিবেক ইতি।—১৮০০ সা। ৮ আ। ২ ধা।

দত্ত দেশ ১৮০৩ সা। ৪২ আ। ৩১ ধা।

কালেক্টর সাহেবেরা ভূমিসকলের পরগনাওয়ারী ফিরিস্তি বহী তৈয়ার করিবার কথা।

৫৯। ফিরিস্তি বহীতে পরগনা কিম্বা তপ্পা অথবা তরফইত্যা
যথায় যে নাম প্রসিদ্ধ থাকে সেই নামের তলে তথাকার সকল ভূ
জাতিবিলি করিয়া লিখিতে হইবেক।—১৮০০ সা। ৮ আ। ৩
১ প্র।

দত্ত দেশ ১৮০৩ সা। ৪২ আ। ৩২ ধা। ১ প্র।

ফিরিস্তি বহীতে পরগনাআদি প্রসিদ্ধ নামের তলে তথাকার ভূমি জাতাইয়া লিখিবার কথা।

৬০। ফিরিস্তি বহী পরগনাআদি যথাকার যে প্রসিদ্ধ নাম সেই নামওয়ারী করিয়া সকর ও নিষ্কর ভূমির প্রভেদে দুই ছেকনা করিয়া লিখিতে হইবেক।—১৮০০ সা। ৮ আ। ৩ ধা। ২ প্র।
দস্ত দেশ ১৮০৩ সা। ৪২ আ। ৩২ ধা। ২ প্র।

ফিরিস্তি বহী সকর ও নিষ্কর ভূমির প্রভেদে দুই ছেকনা করিয়া লিখিবার কথা।

৬১। সকর ভূমির ফিরিস্তিতে যথাকার যে প্রসিদ্ধ নাম পরগনা আদির মধ্যে যত সকর ভূমি থাকে তাহার হকীকৎ স্বতন্ত্রং অধিকার বিলি করিয়া নীচের লিখিত বেওরাক্রমে লিখিতে হইবেক।—সে বেওরার ১ এক এই যে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪৮ আইনের এবং ১৭৯৫ সালের ১৯ আইনের অনুসারে সকর ভূমির মোকররী ফিরিস্তি বহীতে পরগনাআদি প্রসিদ্ধ যে নামের ও নম্বরের তলে যে অধিকার লেখা গিয়া থাকে সেই নামের ও সেই নম্বরের তলে সেই অধিকারকে রাখিতে হইবেক।—২ দুসরা এই যে সে বহীতে অধিকারিদিগের যাহার যে নাম লেখা গিয়া থাকে সেই নাম স্থির রাখিতে হইবেক।—৩ তেসরা এই যে যথাকার যে প্রসিদ্ধ নাম পরগনা আদির মধ্যে যে অধিকারের ভুক্ত যত গ্রাম কিম্বা গ্রামের কিস্মৎ অথবা দরকিস্মৎ অর্থাৎ পটী রহে তাহাই এ আইনের ১১ একাদশ ধারার লিখনানুসারে সকর ভূমির ফিরিস্তি বহীর সহিত মিলান করিবার কারণ সাব্যস্ত রহিবেক।—৪ চৌঠা এই যে বিরোধাদি যেহেতুক কখন কোন অধিকারগ্রাম কিম্বা গ্রামের কিস্মৎ অথবা দরকিস্মৎ সরকারহইতে মাপ হইয়া নিষ্পত্তি পড়িলে তৎকালে সেই মাপের মুখে সেই গ্রামাদির যত ভূমি রকবা ঠাহরে তাহা লেখা যাইবেক।—৫ পঞ্চম এই যে খাসতহসীলের দ্বারা কিম্বা ক্রোকের মুখে অথবা অন্য কোন রূপে যে গ্রামাদির যত স্থিত জমা ঠাহরে তাহার মোটের নদর্শনে থাকিবেক।—১৮০০ সা। ৮ আ। ৩ ধা। ৩ প্র।
দস্ত দেশ ১৮০৩ সা। ৪২ আ। ৩২ ধা। ৩ প্র।

সকর ভূমির ফিরিস্তিতে যে যে হকীকৎ লিখিতে হইবেক তাহার কথা।

৬২। নিষ্কর ভূমির ফিরিস্তিতে যথাকার যে প্রসিদ্ধ নাম পরগনাআদির মধ্যে যত নিষ্কর ভূমি থাকে তাহার হকীকৎ স্বতন্ত্রং সনন্দ বিলি করিয়া নীচের লিখিত বেওরাক্রমে লিখিতে হইবেক।—সে বেওরা ১ এক এই যে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৩৭ আইনের এবং ১৭৯৫ সালের ৪১ আইনের তথা ৪২ আইনের অনুসারের নিষ্কর ভূমির মোকররী ফিরিস্তি বহীতে যে নম্বরের ও যে জাতীয় সনন্দী বৃত্তির তলে যে ভূমি লেখা গিয়া থাকে সেই নম্বরের ও সেই জাতীয় সনন্দী বৃত্তির তলে সে ভূমি রাখিতে হইবেক।—২ দুসরা এই যে সে বহীতে বৃত্তিভোগিদিগের যাহার যে নাম লেখা গিয়া থাকে তাহাই সাব্যস্থ থাকিবেক।—৩ তেসরা এই যে যথাকার যে প্রসিদ্ধ নাম পরগনাআদির মধ্যে যে সনন্দের ভুক্ত যত গ্রাম কিম্বা গ্রামের দরকিস্মৎ অথবা কিস্মৎ রহে তাহাই এ আইনের ১১ একাদশ ধারার লিখনানুসারে নিষ্কর ভূমির ফিরিস্তি বহীর সহিত মিলান করিবার কারণ সাব্যস্থ রহিবেক।—৪ চৌঠা এই যে নিষ্কর ভূমির বৃত্তিভোগিরা উপ

নিষ্কর ভূমির ফিরিস্তিতে যে যে হকীকৎ লিখিতে হইবেক তাহার কথা।

রের প্রস্তাবিত আইনসকলের হুকুমমতে আপনারদিগের বৃত্তি গ্রামের কিম্বা গ্রামের কিস্‌মতের অথবা দরকিস্‌মতের মাপের বেওরা কৈফিয়ৎ যাহা দাখিল করিয়া থাকে কিম্বা তাহার মাপের সংখ্যা যাহা প্রকারান্তর তহকীকের দ্বারা মিলে তাহা লেখা যাইবেক।—পঞ্চম এই যে বৃত্তি গ্রামাদি যাহার যে উপস্বত্ব তাহারে তাহার মোটের নিদর্শন রাখিতে হইবেক ইতি।—১৮০০ সা। ৮ আ। ৩ ধা। ৪ প্র।

দস্ত দেশ ১৮০৩ সা। ৪২ আ। ৩২ ধা। ৪ প্র।

পরগনাওয়ারী বহীসকল তৈয়ারের সময়ের ও যাহাতে নম্বর দাগ হইবার মতের কথা।

৬৩। পরগনাওয়ারী প্রথম বহী যথাকার যে চলন বাঙ্গলা কিম্বা ফসলী অথবা বিলায়তী ১২০৭ সালপূর্ব্বে তৎকালে বর্ত্তমান থাকা নিষ্কর ভূমির হকীকৎদৃষ্টে লিখিয়া এমতে তৈয়ার করিতে হইবেক যে তাহা পাঁচসনী মোকররী সকর ভূমির ৩ তেসরা নম্বরের এবং নিষ্কর ভূমির ২ দুসরা নম্বরের যেং বহী উপরের উল্লিখিত আইনের মতে ১২০৭ সাল প্রবর্ত্তে তৈয়ার করিবার হুকুম আছে তাহার সহিত মিলন হয়। ইহাতে পরগনাওয়ারী যে বহী প্রথম লেখা যাইবেক তাহার নম্বর ১ পহিলা হইবেক। এবং তদনুসারে যথাকার যে চলন বাঙ্গলা কিম্বা ফসলী অথবা বিলায়তী ১২১২ সাল প্রবর্ত্তে একং বহী লিখিতে হইবেক ও তাহার নম্বর ২ দুসরা পড়িবেক। ও তদনন্তর প্রতি পাঁচং সন প্রবর্ত্তে একং বহী নম্বর বিলিক্রমে তৈয়ার করিতে হইবেক ইতি।—১৮০০ সা। ৮ আ। ৪ ধা।

দস্ত দেশ ১৮০৩ সা। ৪২ আ। ৩৩ ধা।

বোর্ড রেবিনিউর সাহেবেরা বহীর নক্‌শা পাঠাইবার ও তাহা যে ভাষায় ও যে লোকে লিখিবেক তাহার নির্ণয়ের ও তাহাতে দস্তখৎ হইবার মতের কথা।

৬৪। বোর্ড রেবিনিউর সাহেবেরা এ আইনের নিরূপিত পরগনাওয়ারী বহীর নক্‌শাসকল জিলার কালেক্টর সাহেবদিগের স্থানে পাঠাইবেন। আর ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের যে ২১ আইন ইঙ্গরেজী ১৭৯৫ সালের ৩৭ আইনের অনুসারে বারাণসে চলিয়াছে সেই ২১ আইনের মতে নিযুক্তহওয়া এদেশীয় ভাণ্ডার দফ্তরসকলের মুজমিলনবীসেরা এবং এদেশীয় অন্য যে আমলাসকল এই কর্ম্মে নিযুক্ত হয় তাহারা ঐ বহী পারসী ভাষায় লিখিবেক। কিন্তু তাহারদিগের লিখিত বহীর শুদ্ধাশুদ্ধ যথাকার যে কালেক্টর সাহেব বিবেচনা করিয়া সেই বহীর সফায়২ দস্তখৎ করিবেন। এবং যে সময় পাঁচসনী বহী তৈয়ার হইবেক সে সময়ে সকল বহীর দীর্ঘ ও প্রস্থ সমতুল করিয়া জিল্দ বান্ধাইবেন ও সেই বান্ধা বহীর সকল ফর্দ্দের সফায়২ নম্বর দাগ হইবেক ও জিলা জিলার জজ সাহেব এবং শহর বারাণসে ঐ শহরের জজ সাহেব দস্তখৎ করিবেন এবং শেষ সফায় সকল সফার নম্বরের সংখ্যা অন্যং বহী তৈয়ারের নিদর্শন বহালী আইনের হুকুমমতে স্বহস্তে লিখিবেন এবং যে রূপে পাঁচসনী বহী জিল্দবন্দী হইয়া তৈয়ার হয় সেই রূপে দরমিয়ানী বহী ও প্রতিসন বাঙ্গলা কিম্বা ফসলী অথবা বিলায়তী সমাপ্ত হইলে তাহার জিল্দবন্দী হইবেক ও তাহার সফায়২ নম্বরদাগ ও দস্তখৎ করিতে হইবেক ইহা

তে কালেক্টর সাহেবদিগের প্রতি আদেশ আছে যে কখন দফ্তরিয়া য়ী বহী লিখিতে গতিক্রিয়া না করেন ইতি।—১৮০০ সা। ৮ আ। ৬ ধা।

দহ্র দেশ ১৮০৩ সা। ৪২ আ। ৩৫ ধা।

৬৫। পরগনাওয়ারী প্রথম যে বহী সর্ন হালে লিখিতে হইবেক তাহা ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১৯ এবং ৩৭ তথা ৪৮ আইনের অনুসারে এবং ১৭৯৫ সালের ১৯ এবং ৪১ তথা ৪২ আইনের অনুক্রমে সকর ও নিষ্কর ভূমির মোকররী ফিরিস্তি বহী তৈয়ারের কারণ যে সকল হকীকতী কাগজপত্র ভূম্যধিকারিগণ ওইজারদারেরা ও বৃত্তিভোগিরা পূর্ব্বে দাখিল করিয়াছে তদ্দৃষ্টে এবং যথাকার যে চলন বাঙ্গলা কিম্বা ফসলী অথবা বিলায়তী ১২০৭ সাল প্রবর্ত্তে সকর ও নিষ্কর ভূমির ফিরিস্তি বহী তৈয়ার করিবার অর্থে যে সকল হকীকৎ মিলিয়া থাকে তাহাও দৃষ্টি করিয়া লেখা যাইবেক। এতদ্ভিন্ন কোন্ পরগনাআদির মধ্যে কত অধিকারের কিসমৎ কিম্বা সম্প্রদায় অধিকার আছে ও সে অধিকারের কত গ্রাম ও সে সকল গ্রামের কি নাম আছে তাহা নিষ্কর্ষ এবং এ আইনের ৩ তৃতীয় ধারার ৩ তৃতীয় ও ৪ চতুর্থ প্রকরণের উল্লেখক্রমে কোন সকর কিম্বা নিষ্কর ভূমির কিছু বেওরা জানিয়া পরগনাওয়ারী বহীতে লিখিবার জন্যে যদি কোন কাগজপত্র দেখিবার আবশ্যক হয় তবে কালেক্টর সাহেবদিগের সাধ্য আছে যে সে কাগজপত্র সকর ভূমির অধিকারিগণের ও ইজারদারদিগের ও প্রজাবর্গের স্থানে এবং নিষ্কর ভূমির বৃত্তিভোগিদিগের নিকটে সেইমতে তলব করেন যেমতে ঐ লোকদিগের স্থানে উপরের প্রস্তাবিত আইনসকলের প্রসঙ্গিত বহীসকল তৈয়ারের জন্যে তাহা তলব করিবার সাধ্য রাখেন। ও যদি তাহারা তলবমতে সে কাগজপত্র দাখিল না করে তবে তদর্থে যেরূপে দণ্ড করিবার অবধারিত আছে সেইরূপে দণ্ড করা যাইবেক। কিন্তু কালেক্টর সাহেবদিগের কর্ত্তব্য নহে যে সে বহীতে লিখিবার কারণ সকর ভূমির অধিকারিগণের কি ইজারদারদিগের স্থানে ভূমি মাপের কিম্বা তাহার স্থিত জমার কোন কাগজপত্র এবং নিষ্কর ভূমির বৃত্তিভোগিদিগের নিকটে তাহারদিগের বৃত্তি ভূমির উপস্বত্বের কাগজপত্রাদি কোন হকীকৎ তলব করেন। কেননা সরকারের মনস্থ এমত নহে যে কোন সকর ভূমির মাপের ও স্থিত জমার ও কোন নিষ্কর ভূমির উপস্বত্বের হকীকৎ ঐ বহীতে তাবৎ লেখা যায় যাবৎ সে ভূমিতে সরকারহইতে মাপ না চড়ে কিম্বা তাহা খাসতহসীলে অথবা ক্রোকে না আইসে কিম্বা ইত্যাদি অপর যে কোন গতিকে মাপআদির নিষ্কর্ষ তত্ত্ব মিলিতে পারে তাহা না হয়। কিন্তু এমত কোন গতিকে ভূমির মাপআদির নিষ্কর্ষ তত্ত্ব মিলিলে তৎকালে তাহা বহীতে লিখিতে হইবার নিমিত্তে ঐ বহীর মধ্যে কোষ্ঠক রাখিতে হইবেক ইতি।—১৮০০ সা। ৮ আ। ৭ ধা।

দহ্র দেশ ১৮০৩ সা। ৪২ আ। ৩৬ ধা।

যে যে কাগজপত্রদৃষ্টে পরগনাওয়ারী বহীসকল তৈয়ার হইবে ও তদর্থে যে যে হকীকৎ অদ্যাবধি মিলেনাই তাহা যেমতে মিলিবেক তাহার কথা।

কালেক্টর সাহেবেরা সকর ও নিষ্কর ভূমির অধিকারিপ্রভৃতির স্থানে ভূমির মাপের ও স্থিত জমাআদির কাগজপত্র তলব না করিবার কথা।

কালেক্টর সাহেবেরা বহী চূড়ান্ত করিবার কারণ যে উপায় করিবেন তাহার কথা।

৬৬। সন হালের নির্দ্দিষ্ট পরগনাওয়ারী বহী ও ইহার পশ্চাতের দরমিয়ানী বহী যদি প্রকৃতপ্রস্তাবে রাখা যায় তবে তাহা যথাকার যে চলন ১১৯২ সাল প্রবর্ত্তের পরগনাওয়ারী বহী ও তাহার পশ্চাতের দরমিয়ানী বহী তৈয়ার করিবার অর্থে কালেক্টর সাহেবদিগের পুঁজী হইবেক। এতদ্ভিন্ন ঐ সাহেবদিগের উচিত যে সরকার হইতে মাপ চড়িলে কিম্বা ক্রোক হইলে অথবা অপর কোন গতিকে যৎকালে যে ভূমির মাপআদির নিষ্কর্ষ তত্ত্ব জানিতে পারেন তৎকালে তাহা অবশ্য জানেন। এবং অনুমান হয় যে তাঁহারদিগের যাঁহার যে ব্যাপ্য জিলার ভূমির মাপের ও স্থিত জমাপ্রভৃতির নিষ্কর্ষ হকীকৎ সময়বিশেসে পরগনাওয়ারী বহীতে দাখিল হইতে পারিবেক ও সে হকীকৎ মিলিবার কারণেও হুকুম আছে যে ঐ সাহেবেরা যে ক্ষণে যে গ্রামের কিম্বা গ্রামের কিস্মতের সীমানার নৈত্য পান সেই ক্ষণেই তাহারবেওরা বহীতে লিখেন এবং যথাকার যে প্রসিদ্ধ নাম পরগনাআদির সীমানার ঠিকানা যথাসাধ্য করেন। এবং শ্রীযুত গবর্নর জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলের মঞ্জুরী হুকুম বিনা কোন পরগনার কিম্বা তাহারকোন মহালের নির্দ্দিষ্ট সীমানার ফেরফার না করেন। কিন্তু যদি কালেক্টর সাহেবদিগের কেহ ছাড়াছাড়ী অধিকার একত্র করিবার কারণ কোন পরগনাআদির সীমানার ফেরফার করা কিম্বা কোন গ্রাম অথবা তালুক কিম্বা অন্য মহাল এক পরগনাহইতে খারিজ করিয়া অন্য পরগনায় দাখিল করা উচিত জানেন তবে যেহেতুক তাহা কর্ত্তব্য তাহার হকীকৎ বিস্তারিত করিয়া লিখিয়া বোর্ড রেবিনিউতে পাঠাইবেন ঐ বোর্ডের সাহেবেরা তাহাতে যে বিহিত চাহরেন তাহা লিখিয়া কালেক্টর সাহেবের চালানী হকীকৎসমেত হুকুম হইবার নিমিত্তে ঐ হুজুর কৌন্সেলে পঁহুছাইবেন। কিন্তু এমতে কোন মহাল এক পরগনাহইতে খারিজ হইয়া অন্য পরগনায় দাখিল হইলে তাহাতে সে মহালের পেটায় কোন গ্রাম কিম্বা তালুকআদির অধিকারী যাহারা থাকে তাহারদিগের স্বত্বাধিকার সেই গ্রাম কিম্বা তালুকআদিহইতে কোন প্রকারে বিচলিত হইবেক না। আর জানিবেন যে ঐ হজুর কৌন্সেলের মঞ্জুরী হুকুম বিনা পরগনাআদির নির্দ্দিষ্ট সীমানার ফেরফার করিতে যে নিষেধ উপরে লেখা গেল তদনুসারে কালেক্টর সাহেবদিগের বারণ নাই যে যথাকার যে চলন বাঙ্গলাকিম্বা ফসলী অথবা বিলায়তী ১১৯৭ সাল প্রবর্ত্তহইতে ভূম্যধিকারিগণের যে যে মহালকে যে পরগনাআদিহইতে খারিজ করিয়া স্বতন্ত্র২ তরফ কিম্বা কিস্মৎ আদিক্রমে নির্দ্দিষ্ট করিয়া থাকেন সেই২ মহালকে পুনরায় সেই পরগনাআদিতে দাখিল করা কর্ত্তব্য হইলে তাহা না করেন ইতি।—১৮০০ সা। ৮ আ। ৯ ধা।

হজুর কৌন্সেলের বিনাহুকুমে পরগানাআদির সীমানার ফেরফার না হইবার কথা।

কালেক্টর সাহেবদিগের ১১৯৭ সাল প্রবর্ত্তহইতে খারিজকরা মহালাৎ পুনরায় দাখিল করিতে নিষেধ না থাকিবার কথা।

দক্ষ দেশ ১৮০৩ সা। ৪২ আ। ৩৮ ধা।

ভূমির ফেরফার হকীকৎ লিখিবার

৬৭। পরগনাওয়ারী পাঁচসনী বহীতে যে সকল হকীকৎ লিখিবার হুকুম আছে সে সকল হকীকতের যে ফেরফার সে বহী লিখি

বার নিরূপিত পাঁচ সনের মধ্যে হয় সে ফেরফার লিখিবার কারণ দরমিয়ানী একং বহী রাখিতে হইবেক ও সেই দরমিয়ানী বহীতে পাঁচ সনের মধ্যে পরগনাআদির যাহা খারিজ ও দাখিলক্রমে হ্রাস ও বৃদ্ধি পায় এবং যত ভূমি অংশাংশি ও হস্তান্তরগত হয় এবং তথাকার ভূমির মাপের ও স্থিত জমার ও উপস্বত্বের সংখ্যা যাহা যে সময়ে মিলে এবং নিষ্কর যত ভূমি বাজেয়াফ্ত হয় ইত্যাদি ফের ফারী নিষ্কর্ষ হকীকৎ যথাসাধ্য সত্বরে লেখা যাইবেক ও সেই ফের ফারী হকীকৎ পরগনাওয়ারী গত পাঁচসনী বহীর যে সফার লিখিত ভূমির বিষয়ের হয় তাহার নিদর্শন মিলিবার অর্থে সেই সফার নম্বরের সঙ্কেত দরমিয়ানী বহীর যে স্থানে সে হকীকৎ লেখা যায় তাহার পাশে লিখিতে হইবেক। কিন্তু যে কোন ভূমি অংশাংশি কিম্বা হস্তান্তরগত হয় তাহার জমার ধার্য্য যদি ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১ প্রথম আইনের ১০ দশম ধারার অনুসারে অথবা অন্যকোন আইনের মতে করিবার আবশ্যক থাকে তবে সে ভূমির ফেরফারী হকীকৎ আইনমতে সে জমার ধার্য্য না হইবাপর্য্যন্ত দরমিয়ানী বহীতে লেখা যাইবেক না। এবং এমতে কোন ভূমির ফেরফারী হকীকৎ পরগনাওয়ারী বহীতে লিখিলে সে ভূমিতে সরকারের যে স্বত্ব থাকে তাহা কোন প্রকারে লোপ হইতে পারিবেক না ইতি।—১৮০০ সা। ৮ আ। ৫ ধা।

কারণ দরমিয়ানী একং বহী রাখিতে হইবার কথা।

জমার ফেরফার করা আবশ্যক হইলে যে কর্ত্তব্য তাহার কথা।

বহীতে ভূমির হকীকৎ লেখা গেলে সে ভূমিহইতে সরকারের স্বত্ব লোপ না হইবার কথা।

দত্ত দেশ ১৮০৩ সা। ৪২ আ। ৩৪ ধা।

৬৮। সকর ভূমির খারিজদাখিলী ও নিষ্কর ভূমির বাজেয়াফ্তীদিগের হকীকতী দরমিয়ানী বহী লিখিবার কারণ যে সকল বেওরা কৈফিয়ৎ দাখিল করিতে হুকুম আছে সেই সকল কৈফিয়ৎ এ আইনের ৫ পঞ্চম ধারার উল্লিখিত পরগনাওয়ারী দরমিয়ানী বহী তৈয়ার করিবার অর্থে কালেক্টর সাহেবদিগের পুঁজী হইবেক। কিন্তু যদি তদতিরিক্ত কোন বৃত্তান্ত জানিবার আবশ্যক হয় তবে তাহাতে ঐ সাহেবদিগের ক্ষমতা আছে যে সে বৃত্তান্তের কাগজপত্র উপরের ধারার লিখিত নিষেধ ও বিধিক্রমে তলব করেন ইতি।—১৮০০ সা। ৮ আ। ৮ ধা।

যে কাগজদৃষ্টে দরমিয়ানী বহী তৈয়ার হইবেক এবং তদর্থে কোন তজ্জা নতে হইলে তাহা সে মতে তলব করা যাইবেক তাহার কথা।

দত্ত দেশ ১৮০৩ সা। ৪২ আ। ৩৭ ধা।

৬৯। কোন ভূমি এক জিলাহইতে খারিজ দিয়া অন্য জিলায় দাখিল করিবার হুকুম হইলে তৎকালে কর্ত্তব্য যে সে ভূমির যে হকীকৎ পরগনাওয়ারী গত পাঁচসনী বহীতে এবং দরমিয়ানী বহীতে লেখা থাকে ও তদ্ভিন্ন যত হকীকৎ মিলিয়া থাকে সে সমস্তের নকল সেই খারিজ জিলার কালেক্টর সাহেব দাখিলী জিলার কালেক্টর সাহেবের স্থানে পাঠান ও তদ্দৃষ্টে সেই দাখিলী জিলার কালেক্টর সাহেব সে ভূমির হকীকৎ আপন সিরিস্তার তৎকালের দরমিয়ানী বহীতে লিখেন এবং তদনন্তর পরগনাওয়ারী পাঁচসনী

কোন ভূমি এক জিলাহইতে খারিজ হইয়া অন্য জিলায় দাখিল হইলে তৎকালে তাহার হকীকৎ খারিজী জিলার কালেক্টর সাহেব দাখিলী জিলার কালেক্টর সাহে

বের স্থানে পাঠাই বার কথা।

যে বহী লিখিতে হইবেক তাহাতেও লিখিবেন ইতি।—১৮০০ সা। ৮ আ। ১০ ধা।

দেখ ১৮০৩ সা। ৪২ আ। ৩৯ ধা।

৭ ধারা।

কটক প্রদেশের ভূমির রেজিষ্টরী করণ।

৭০ ৭১। [তর্জ্জমা হয় নাই।]

১৬ অধ্যায়।

দান বিক্রয়াদির কাগজ পত্রের রেজিষ্টরী ও রেবিনিউ রিকার্ড।

১ ধারা।

রেজিষ্টরী নিযুক্ত করণ ও যে প্রকার কাগজপত্রের রেজিষ্টরী হইবে তাহা।

১। ইঙ্গরেজী ১৭৯৬ সালের ১ পহিলা জানুআরি তারিখহইতে এই আইন চলন ও জারী হইবেক ইহাতে সুবে বাঙ্গালা ও সুবে উড়িষ্যার সকল জিলা ও শহরের জজ সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে এই আইনের পারসী ও বাঙ্গলা অক্ষর ও ভাষার তরজমার একং নকল আপনং এলাকার কাজীদিগের একং জনকে ও সুবে বেহারের সকল জিলা ও শহর আজীমাবাদের জজ সাহেবদিগের উচিত যে এই আইনের পারসী অক্ষর ও ভাষার তরজমার একং নকল আপনং এলাকার কাজীদিগেরে দেন্ ইতি।—১৭৯৩ সা। ৩৬ * আ। ১৬ ধা।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৬ সালের ১ জানুআরিহইতে এই আইন চলিবার ও ইহার তরজমার নকল সুবেজাতের সকল কাজীকে দিবার কথা।

২। [তর্জমা হয় নাই।]

৩। সমস্ত দান বিক্রয়াদির কাগজপত্র রেজিষ্টরী করাইবার এতাবতা তাহার নকল রেজিষ্টরী সিরিস্তায় দাখিল করাইয়া তথাকার নিদর্শন লিপি লইবার কারণ সকল জিলা ও শহর আজীমাবাদ ও শহর জাঁহাঙ্গীর নগর ও শহর মুরশিদাবাদে একং সিরিস্তা নির্দ্দিষ্ট করা যাইবেক। এবং সেই সিরিস্তার ব্যাপারের ভারসকল জিলা ও শহরের দেওয়ানী আদালতের রেজিষ্টর সাহেবদিগের প্রতি রহিবেক অতএব রেজিষ্টর সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে ঐ সিরিস্তার মোতালক কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে আপনং কর্ম্ম স্থানের জিলা কিম্বা শহরের দেওয়ানী আদালতের জজ সাহেবের নিকটে নীচের লিখিত পাঠক্রমে মুকুজি করেন। মুকুজির পাঠ এই যে লিখিতং শ্রী অমুকস্য মুকুজিপত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে আমি অমুক জিলা কিম্বা শহরের মোতালক সমস্ত কাগজপত্রের রেজিষ্টরী ও পর্য্যতুঃ প্রকৃত

কাগজপত্র রেজিষ্টরী করাইবার জন্য সকল জিলা ও শহরে একং দফ্তর নির্দ্দিষ্ট করা যাইবার কথা।

ঐ সিরিস্তা একং জিলা ও শহরের দেওয়ানী আদালতের রেজিষ্টর সাহেবের জিম্মা থাকিবার কথা।

* ১৭৯৩ সালের ৩৬ আইন বারাণসে ১৭৯৫ সালের ২৮ আইনের দ্বারা চলন হইল ও ১৮০৩ সালের ১৭ আইনের দ্বারা দত্তদেশে চলন হইল ও ১৮০৫ সালের ১৮ আইনের দ্বারা জয়প্রাপ্ত দেশে চলন হইল ও ১৮০৫ সালের ১২ আইনের দ্বারা কটক প্রদেশে চলন হইল।

প্রস্তাবে করিব এবং ইহাতে এই আইনের অনুসারে ও পশ্চাৎ শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হজুরের হুকুমে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪১ আইনের অনুসারে ছাপা ও জারী হওয়া কোন আইনের মতে আমার যে লাভপ্রসক্তি আছে ও হয় তদ্ভিন্ন লাভান্তর কোন প্রকারে এতদ্দারাবলম্বনে গোপনে কিম্বা অগোপনে করিব না ইতি।—১৭৯৩ সা। ৩৬ আ। ২ ধা।

এই ধারাক্রমে রেজিষ্টর সাহেবেরা আপন২ তরফ নায়েব নিযুক্ত করিতে সাধ্য রাখিবার কথা।

৪। রেজিষ্টর সাহেবদিগের ক্ষমতা আছে যে আপন কর্ম্মস্থানে অসাক্ষাৎ থাকিবার কালে কিম্বা পীড়িত হইলে অথবা কারণান্তরেই বা আপন সিরিস্তার কার্য্য করণার্থে উপস্থিত না রহিতে পারিলে আপনং ব্যাপারের মোতালক আদালতের জজ সাহেবের মঞ্জুরী ক্রমে শ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুরের সরকারের চিহ্নিত চাকর অন্য যে সাহেব সে কার্য্যকরণের যোগ্য তাঁহাকে আপন নায়েবী কার্য্যের ভার দেন ও সেই অন্য সাহেবের উচিত যে সেই ভারান্বিত হইলে সে কর্ম্ম করিতে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে তদর্থে যেমতে মুকুতিকরণ সেই রেজিষ্টর সাহেবের কর্ত্তব্য সেই মতে মুকুতি করিয়া সেই রেজিষ্টর সাহেবের কর্তৃত্বানুসারে কার্য্য করিতে মনোনিবেশ করেন্ জানিবেন যে এ ক্ষমতা কেবল যদর্থে নায়েবী ভার দেওয়া যায় তাহার প্রতিই চলিবেক আর যে কালে রেজিষ্টর সাহেব কর্ম্ম স্থানে উপস্থিত থাকেন সে কালে নায়েবের দ্বারা কার্য্য না হইয়া তাঁহার প্রতি অর্পিত সকল কর্ম্মই তাঁহাকে করিতে হইবেক ইতি।—১৭৯৩ সা। ৩৬ আ। ১৩ ধা।

ঐ মোকামে তৎ কর্ম্ম ক্ষম কোন সাহেব না থাকিলে জজ সাহেব স্বয়ং ঐ কর্ম্ম করিতে ক্ষমতা ও অনুমতিপ্রাপ্ত হওনের কথা।

৫। এই আইনের ৩ ও ৪ ধারার লিখিত হুকুমানুসারে জজ সাহেব নিদর্শনপত্রাদির রেজিষ্টরী করণের পদ বিশ্বাস করিয়া দিতে পারেন কোম্পানি বাহাদুরের এমত কোন চিহ্নিত চাকর ঐ স্থানেতে না থাকিলে জজ সাহেব ঐ পদের কর্ম্মনির্ব্বাহ আপনি করিতে ক্ষমতা ও অনুমতিপ্রাপ্ত হইলেন ইতি।—১৮২৪ সা। ৪ আ। ৫ ধা।

রেজিষ্টর সাহেব মোকামে হইতে অন্যত্র গেলে জজের অনুমতিতে সরকারের অন্য কোন চিহ্নিত চাকরের দ্বারা পূর্ব্বে যে নিদর্শনপত্রাদির রেজিষ্টরী হইয়া থাকে তাহা রেজিষ্টর সাহেব করিলে যেমত হইত সেইমত প্রবল হইবার কথা।

৬। নিদর্শনপত্রাদি কাগজপত্রের রেজিষ্টরী জিলা কি শহরের জজ সাহেব কিম্বা রেজিষ্টর সাহেব অনুপস্থিত থাকিলে জজ সাহেবের সম্মতিতে কোম্পানি বাহাদুরের সরকারের চিহ্নিত চাকর অন্য যে কোন সাহেব নিরূপিতমতে করিয়া থাকেন ঐ রেজিষ্টরী জিলা কি শহরের আদালতের রেজিষ্টর সাহেব করিলে যেমন প্রবল হইত সেই মত প্রবল এই ধারার লিখিত হুকুমমতে হইবেক ইতি।—১৮২৪ সা। ৪ আ। ৬ ধা।

৭। এই আইনের ২ কি ৩ কি ৪ ধারানুসারে যে নায়েব রেজিষ্টর কি তৎকর্মকারি রেজিষ্টর সাহেব নিযুক্ত হন তিনি যে সময়েতে সেই কর্ম্ম করেন সেই সময়ে আইনের নিরূপিত ফিস পাইবেন কিন্তু এ আইনের ৫ ধারানুসারে যখন জজ সাহেব ঐ কর্ম্ম করেন তখন ঐ ফিস হইতে ঐ কর্ম্মের আমলার খরচ বাদে যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহা সরকারে জমা করা যাইবেক ইতি।—১৮২৪ সা। ৪ আ। ৭ ধা।

নায়েব কি আক টিং রেজিষ্টরসাহেব ফিস পাইবার কথা।

জজ সাহেব নিদর্শনপত্রাদির রেজিষ্টরী করিলে আমলার উপযুক্ত খরচ বাদে বাকী ফিস সরকারের নামে জমা করা যাইবারকথা।

৮। দস্তাবেজ রেজিষ্টরী করণবিষয়ি ইঙ্গরেজী ১৮২৪ সালের ৪ আইনের লিখিত হুকুম মতান্তর হইবাক্তে হুকুম হইল যে কোন জিলা বা শহরের জজ সাহেব উচিত বুঝিলে শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলের অনুমতি পাইয়া দস্তাবেজ রেজিষ্টরী করণের ভার সদর মোকামনিবাসি প্রধান সদর আমীনের হাতে দিতে পারিবেন এবং ঐ কার্য্যনির্ব্বাহের অর্থে যে সকল হুকুম এক্ষণে চলন আছে তাহা ঐ প্রধান সদর আমীনের উপর খাটিবেক ও ঐ প্রধান সদর আমীন যত কাল ঐ কর্ম্ম করিতে থাকেন্ তত কাল ঐ কার্য্য নির্ব্বাহের অর্থে যত রসুম আইনে নির্দ্দিষ্ট আছে তাহা পাইবেন ইতি।—১৮৩২ সা। ৭ আ। ৪ ধা।

প্রধান সদর আমীন দস্তাবেজ রেজিষ্টরীকরণের ভারের যোগ্য হইবার কথা।

৯। ১ প্রথম প্রকরণ।—রেজিষ্টর সাহেবদিগের ক্ষমতা থাকিবেক যে নীচের লিখিত বেওরাক্রমে সকল কাগজপত্রের রেজিষ্টরী করেন্।

নীচের লিখিত বেওরা কাগজপত্রের রেজিষ্টরী করা যাইবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।— সকল ভূমি এবং বাটীঘর ও অন্যং স্থাবর বস্তুর খরীদগী কোবালা ও হেবানামা অর্থাৎ বিক্রয়পত্র ও দান পত্র।

স্থাবর বস্তুর বিক্রয় পত্র ও দানপত্র।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।— সকল ভূমি এবং বাটীঘর ও অন্যং স্থাবর বস্তুর বন্ধকপত্র ও তাহার উদ্ধারপত্র।

বন্ধকী খত ও উদ্ধার পত্র।

৪ চতুর্থ প্রকরণ।— সকল ভূমি এবং বাটীঘর ও অন্যং স্থাবর বস্তুর পাট্টা ও অপর কালনিয়মী কটপত্র আর ঐ সকল মতের যে কোন কাগজের অনুসারে যত কালের জন্যে যে স্থাবর বস্তু একের হস্তহইতে অন্যের হস্তে যায় তাহা।

পাট্টাইত্যাদি কালনিয়মী কটপত্র।

৫ পঞ্চম প্রকরণ।—ওসীয়ৎনামা অর্থাৎ উদ্দেশ দানপত্র।

উদ্দেশ দানপত্র।

৬ ষষ্ঠ প্রকরণ।—কোন স্ত্রীর নামে তাহার স্বামী দত্তক পুত্র করিবার জন্য যে অনুমতিপত্র লিখিয়া দিয়াথাকে তাহা ইতি।—১৭৯৩ সা। ৩৬ আ। ৩ ধা।

কেহ আপন স্ত্রীর নামে দত্তক পুত্র করিবার যে অনুমতি পত্র লিখিয়া দিয়া ঈশ্বরপ্রাপ্ত হয়।

২ ধারা।

রেজিষ্টরীকরণেতে উপকার।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৬ সালের ১ জানুআরির পূর্ব্বে উপরের ধারার প্রস্তাবিত যে কাগজপত্র হইয়াছে কিম্বা হইবেক তাহা রেজিষ্টরী করাইতে কিম্বা না করাইতে সকলেই শক্তি রাখিবার কথা।

১০। ইঙ্গরেজী ১৭৯৬ সালের ১ পহিলা জানুআরি তারিখের পূর্ব্বে উপরের ধারার লিখিত যে সকল কাগজপত্র হইয়াছে কিম্বা হইবেক তাহাতে সকলই ক্ষমতা রাখিবেক যে চাহে সে সকল কাগজ রেজিষ্টরী করায় অথবা না করায় ও তাহা না করাইলেও সে সকল কাগজের অনুসারে যাহার যে স্বত্ব থাকে তাহা লোপ না হইয়া সাব্যস্থ ও বরকরার থাকিবেক যেমত এই আইন নির্দ্দিষ্ট না হইলে থাকিত ইতি।—১৭৯৩ সা। ৩৬ আ। ৪ ধা।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৬ সালের ১ জানুআরির পূর্ব্বে কি পরে ৩ ধারার ৪।৫। ৬ প্রকরণের প্রস্তাবিত যে কাগজ হইয়াছে অথবা হইবেক তাহা রেজিষ্টরী করাইতে কি না করাইতে সকলেই ক্ষমতা রাখিবার কথা।

১১। ইঙ্গরেজী ১৭৯৬ সালের ১ পহিলা জানুআরি তারিখের পূর্ব্বে কিম্বা পরে ৩ তৃতীয় ধারার ৪ চতুর্থ ও ৫ পঞ্চম ও ৬ ষষ্ঠ প্রকরণের লিখিত যে সকল কাগজপত্র হইয়াছে কিম্বা হইবেক তাহাতে সকলই সাধ্য রাখিবেক যে সে সকল কাগজ বাসনা হয় রেজিষ্টরী করায় না হয় না করায় ও তাহা না করাইলেও সে সকল কাগজের অনুসারে যাহার যে স্বত্ব থাকে তাহা নষ্ট না হইয়া সাব্যস্থ ও বরকরার রহিবেক যেমত এই আইন নির্দ্দিষ্ট না হইলে রহিত ইতি।—১৭৯৩ সা। ৩৬ আ। ৫ ধা।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৬ সালের ১ পহিলা জানুআরির পর যে কাগজপত্র হয় তাহাতে কর্ত্তব্যের কথা।

১২। ইঙ্গরেজী ১৭৯৬ সালের ১ পহিলা জানুআরি ও তাহার পরে ৩ তৃতীয় ধারার ২ দ্বিতীয় প্রকরণের লিখিত সকল কাগজপত্রের যাহা এই আইনের অনুসারে রেজিষ্টরী হইবেক সে কাগজ রেজিষ্টরী হইবার বিশ্বাস অর্থাৎ মাতবরী যদি আদালতে প্রমাণ হয় তবে সে কাগজের লিখিত স্থাবর বস্তুর নিদর্শনে সেমত অন্য যে কাগজ উপরের লিখিত তারিখ ১ পহিলা জানুআরির পর হইয়া তাহা রেজিষ্টরী না হয় সে কাগজ অসাব্যস্থ ও বাতিল হইবেক যদ্যপি সেই না রেজিষ্টরী হওয়া কাগজ সেই রেজিষ্টরী হওয়া কাগজের তারিখের পূর্ব্বে কি পরেই বা লেখা যায়।—১৭৯৩ সা। ৩৬ আ। ৬ ধা। ১ প্র।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৬ সালের ১ জানুআরির পর যে বন্ধকী খত হয় তাহাতে কর্ত্তব্যের কথা।

১৩। ইঙ্গরেজী ১৭৯৬ সালের ১ পহিলা জানুআরি ও তাহার পরে ৩ তৃতীয় ধারার ৩ তৃতীয় প্রকরণের লিখিত বন্ধকী খতের যাহা এই আইনের অনুসারে রেজিষ্টরী হইবেক সে কাগজ রেজিষ্টরী হওনের মাতবরী যদি আদালতে প্রমাণ হয় তবে সেই কাগজের লিখিত স্থাবর বস্তুর নিদর্শনে সেমত অন্য যে কাগজ উপরের লিখিত তারিখ ১ পহিলা জানুআরির পর হইয়া তাহা রেজিষ্টরী না হয় সে কাগজের অনুসারে টাকা শোধ না পড়িয়া অগ্রে

সেই রেজিষ্টরী হওয়া কাগজের লিখিত টাকা পরিশোধ হইবেক যদিস্যাৎ সেই রেজিষ্টরীহওয়া কাগজ সেই রেজিষ্টরী না হওয়া কাগজের পূর্ব্বে কি পরেই বা লেখা যায়।—১৭৯৩ সা। ৩৬ আ। ৬ ধা। ৯ প্র।

১৪। উপরের দুই প্রকরণের লিখিত হুকুমের মর্ম্ম এই যে ইঙ্গরেজী ১৭৯৬ সালের ১ পহিলা জানুআরির পর যে কালে কেহ কোন স্থাবর বস্তু মূল্য দিয়া লয় অর্থাৎ খরীদ করে কিম্বা দানে পায় অথবা বন্ধক লয় তাহার প্রতি সে বস্তু তাহার পূর্ব্বে বিক্রয় কিম্বা দান অথবা বন্ধকের দ্বারা অন্যের হস্তে গিয়া থাকিলেও তন্নিমিত্তে কিছু আঘাত ও দাগা হইতে পারিবেক না আর এ প্রকরণের মর্ম্ম এই যে যে ব্যক্তি কোন স্থাবর বস্তু পূর্ব্বে একের হস্তে বিক্রয় কিম্বা দান অথবা বন্ধকের দ্বারা গিয়াছে এমত জানিয়া পশ্চাৎ সে বস্তুকে ঐ সকল মতের কোন মতে স্বহস্তবশ করে সে ব্যক্তির প্রতিও আঘাত ও দাগাহওন জ্ঞান হইবেক না জানিবেক যে ঐ ১ পহিলা জানুআরি তারিখের পর যে সময়ে কোন লোকে স্থাবর বস্তুর যাহা বিক্রয় কিম্বা দান অথবা বন্ধকের দ্বারা পাইয়া তাহার বিক্রয়পত্র কিম্বা দানপত্র অথবা বন্ধকীখত রেজিষ্টরী না করাইয়া থাকে ইহা জ্ঞাত হইয়া পশ্চাৎ যদি সে বস্তু অন্য ব্যক্তিতে খরীদ করিয়া কিম্বা দানে পাইয়া অথবা বন্ধক লইয়া তাহার খরীদগী কোবালা কিম্বা দানপত্র অথবা বন্ধকীখত রেজিষ্টরী করায় তথাচ সে কাগজ রেজিষ্টরী করাইবার মাতবরীতে তাহার পূর্ব্বে সে বস্তু ঐ সকল মতের যে কোন মতে যে লোকের হস্তে গিয়া থাকে তাহাতে তাহার যে স্বত্ব থাকে তাহা সেই লোকের পাওয়া কাগজ রেজিষ্টরী না হইয়া থাকিবার জন্য লোপ না হইয়া সেই রেজিষ্টরী হওয়া কাগজের অনুসারে যে ব্যক্তির যে প্রাপ্তব্য হয় সে ব্যক্তি তাহা পাইবার অগ্রে সেই রেজিষ্টরী না হওয়া কাগজের ক্রমে যে লোকের যে প্রাপ্তব্য হয় সে লোক তাহা পাইবেক যদি আদালতে সেই রেজিষ্টরী না হওয়া কাগজের মতে সেই বস্তু সেই লোকের হস্তে যাওয়া প্রমাণ হয় ইতি।—১৭৯৩ সা। ৩৬ আ। ৬ ধা। ৩ প্র।

যে যে বিষয়ে উপরের দুই প্রকরণের হুকুম চলিবেক না তাহার কথা।

৩ ধারা।

রেজিষ্টরীকরণের বিধি ও যে রীত্যনুসারে রেজিষ্টরী করিতে হইবে।

১৫। যে জিলা কিম্বা শহরের মধ্যে যে স্থাবর বস্তু থাকে তাহার কাগজপত্র সেই জিলা কিম্বা শহরের দেওয়ানী আদালতের রেজিষ্টর সাহেবের সিরিস্তায় রেজিষ্টরী হইবেক। ইহাতে যদি কোন স্থাবর বস্তু দুই কিম্বা ততোধিক স্থানের দেওয়ানী আদালতের মোতালকে রহে তবে তাহার কাগজপত্র সেই২ স্থানের দেওয়ানী আদাল

যে সিরিস্তায় কাগজপত্র রেজিষ্টরী করা যাইবেক তাহার কথা।

দুই কিম্বা ততোধিক আদালতের মোতালক স্থাবরের কাগজপত্র সেই২

আদালতের রেজিষ্টর সাহেবের সিরিস্তায় রেজিষ্টরী হইবার কথা।

তের রেজিষ্টর সাহেবের সিরিস্তায় রেজিষ্টরী করা যাইবেক ইতি।—১৭৯৩ সা। ৩৬ আ। ৭ ধা।

একং রকম কাগজপত্র পৃথকং বহীতে লেখা যাইবার ও সেই বহীতে এই ধারাক্রমে নম্বর দাগ ও দস্তখৎ হইবার কথা।

১৬। কর্ত্তব্য যে একং প্রকার কাগজ পৃথকং একং রেজিষ্টরী বহীতে অর্থাৎ নকলওগয়রহ করা যায় ও সেই বহীর প্রতি সফায় পত্রাঙ্ক এতাবতা নম্বর দাগহয় এবং যে জিলা কিম্বা শহরের এলাকার সে বহী তথাকার দেওয়ানী আদালতের জজ সাহেবের উচিত যে সেই বহীর প্রতি ওরকে দস্তখৎ করিয়া তাহার শেষ সফায় সকল সফার নম্বরের শুমার স্বহস্তে লিখেন্ এবং তাহার উপরেও আপন খেদমতের নিদর্শনে দস্তখৎ করেন্ এমতে নম্বর দাগ ও দস্তখৎ না হইলে রেজিষ্টরী কোন বহী মাতবর জ্ঞান হইবেক না ইতি।—১৭৯৩ সা। ৩৬ আ। ৮ ধা। ১ প্র।

রেজিষ্টরী বহীতে নম্বর লিখিবার কথা।

বহীর যে স্থানে কাগজপত্র দাখিল হয় তাহার পার্শ্বে তাহা রেজিষ্টরী হইবার সন ও তারিখ ও মাস ও ক্ষণ লিখিবার ও সে বহী আদালতে দফ্তরের মধ্যে থাকিবার কথা।

১৭। কর্ত্তব্য যে রেজিষ্টরী যে যে বহীতে যে যে কাগজের নকল ওগয়রহ লেখা যায় সেইং বহীর নম্বর লেখা যায়। এবং যে সনের যে মাসের যে তারিখে যত বেলার সময় সেই কাগজের নকল বহীর যে স্থানে দাখিল হয় তাহার নিদর্শন সেই স্থানের পার্শ্বে রাখা যায় ও সে বহী সমস্তই দেওয়ানী আদালতের সিরিস্তার সকল কাগজের শামিলে থাকিবেক ইতি।—১৭৯৩ সা। ৩৬ আ। ৮ ধা। ২ প্র।

কাগপত্র রেজিষ্টরী হইবার মতের কথা।

১৮। কর্ত্তব্য যে নীচের লিখিত সকল হুকুম দৃষ্টে কাগজপত্র রেজিষ্টরী করা যায়।—১৭৯৩ সা। ৩৬ আ। ৯ ধা ১ প্র।

রেজিষ্টরীর দাঁড়ার কথা।

১৯। যে কেহ কোন কাগজ পত্র করে তাহার উচিত যে আপনি কিম্বা আপন পক্ষে নিযুক্তকরা অন্য কাহাকেও সেই কাগজপত্রে যাহারা সাক্ষী হইয়া থাকে তাহারদিগের জনেক কিম্বা ততোধিক জন সমভিব্যাহারে রেজিষ্টরী দফ্তরখানায় হাজির হইয়া সেই কাগজপত্র যথার্থক্রমে লেখা গিয়াছে এমত প্রমাণ কথা রেজিষ্টর সাহেবের সাক্ষাৎ সুকৃতিপূর্ব্বক কহে তদনন্তর সেই রেজিষ্টর সাহেবের কর্ত্তব্য যে সেই কাগজপত্রের নকল যে বহীতে দাখিল করাইতে হয় তাহাতে তাহার আসলের মোতাবেক নকল করাইয়া তাহার উপর সেই কাগজের কর্ত্তা কিম্বা তাহার পক্ষের নিযুক্তকরা লোকের স্বাক্ষর দুই জন মাতবর লোকের সমক্ষে করাইয়া এবং সেই দুই জন সাক্ষির নাম তাহাতেও লেখাইয়া সেই নকল যে সনের যে মাসের যে তারিখে যত বেলার সময় বহীতে দাখিল হয় তাহার নিদর্শনে আপন দস্ত

কর্ত্তা এক এত্তেলানামাসমেত সেই আসল কাগজ তাহার কর্ত্তা কিম্বা তাহার পক্ষের নিযুক্তকরা লোকের স্থানে দেন এবং যে বহীর যে সফায় সেই নকল দাখিল হয় তাহার নিদর্শন সেই এত্তেলানামাতে ও থাকে ইতি।—১৭৯৩ সা। ৩৬ আ। ৯ ধা। ২ প্র।

রেজিষ্টর সাহেবের দেয়া এত্তেলানামাক্রমে কাগজ পত্র রেজিষ্টরী হইবার মাতবরী জানা যাইবার কথা।

২০। উপরের ধারার ২ দ্বিতীয় প্রকরণের লিখনানুসারে যে এত্তেলানামায় রেজিষ্টর সাহেবের দস্তখৎ হয় সে এত্তেলানামাক্রমে সকল আদালতেই প্রমাণ জানা যাইবেক যে তাহার লিখিত কাগজ রেজিষ্টরী হইয়াছে ইতি।—১৭৯৩ সা।৩৬ আ। ১০ ধা।

দস্তাবেজসকলে রেজিষ্টরী হওনের দাঁড়ার কথা।

২১। যদি কোন ব্যক্তি ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৩৬ আইনের ৩ ধার এবং ১৮৭৩ সালের ১৭ আইনের উক্ত প্রকারের কোন দস্তাবেজের নকল রেজিষ্টরী বহীতে দাখিল করিতে চাহে তবে সে ব্যক্তি আসল দস্তাবেজ তাহার বজিনিস নকল উভয়ের দস্তখতে কিম্বা তাহার এক জনের এতাবতা যে ব্যক্তি দস্তাবেজ লিখিয়া দিয়া থাকে তাহার কিম্বা যাহার নিমিত্তে দস্তাবেজ লেখা গিয়া থাকে তাহার দস্তখতে ও ঐ দস্তাবেজের সাক্ষিদিগের মধ্যে এক জনের কিম্বা ততোধিক জনের দস্তখতে নিজে কিম্বা আপন মোখ্তারকারের দ্বারা রেজিষ্টর সাহেবের দফ্তর খানাতে লইয়া যাইবেক ও রেজিষ্টর সাহেব আসল দস্তাবেজের মাতবরীর তথ্য ও তদন্তকরণের বিষয়ে যে২ নিয়ম নিরূপণ আছে তদনুসারে কার্য্য করিয়া ও দরপেশকরা নকল আসল দস্তাবেজের সহিত মোকাবিলা করিয়া পরে অবিলম্বে ঐ নকলের পৃষ্ঠে তাহা দাখিলহওনের তারিখ ও বেলা রেজিষ্টরীর নিমিত্তে লিখিয়া নম্বর বিলিক্রমে সে নকল দফ্তরে দাখিল করিবেন ও রেজিষ্টরী বহীতে ও তাহার নকল ঐ প্রকারে বিলিমতে লিখিবেন ও তাহা লেখা যাইবার ও দৃষ্টিহওনের তারিখ ও বেলাও তাহাতে লিখিবেন ইতি।—১৮১২ সা। ২০ আ। ২ ধা। ১ প্র।

আসল দস্তাবেজের পৃষ্ঠে দস্তখৎ ইত্যাদি করিয়া ফিরিয়া দিবার কথা।

২২। উপরের নির্ণীত লেখাপড়াআদি সারা হইলে পর রেজিষ্টর সাহেব আসল দস্তাবেজের পৃষ্ঠে তাহাতে রেজিষ্টরী হওনের তারিখ ও বেলা রেজিষ্টরী বহীর যে সফাতে তাহার নকল হইয়া থাকে তাহার পত্রাঙ্কসুদ্ধা আপন দস্তখৎ সহিতে লিখিয়া সেই আসল দস্তাবেজ যাহার হয় তাহাকে ফিরিয়া দিবেন ইতি।—১৮১২ সা। ২০ আ। ২ ধা। ২ প্র।

দস্তাবেজের নকলে দস্তখৎহওনের দিবস রেজিষ্টরী বহীতেও তাহার নকল লেখা যাইবার কথা।

২৩। যাহারা রেজিষ্টরী করাইতে চাহে তাহারদিগের দরপেশ করা নকলের পৃষ্ঠেতে যখন দস্তখৎ হয় যদি হইতে পারে তবে তখনি রেজিষ্টরী বহীতে ঐ দস্তাবেজের নকল হইবেক আর যদি তখন না হয় তবে কোন প্রকারে পর দিবসপর্য্যন্ত তাহার বিলম্ব হইবেক না ইতি।—১৮১২ সা। ২০ আ। ২ ধা। ৩ প্র।

কেহ বহীতে কাগজপত্রের নকল দেখিতে চাহিলে কিম্বা তাহার নকল লইতে চাহিলে তাহাকে তাহা দর্শাইতে ও দিতে রেজিষ্টর সাহেবদিগের প্রতি হুকুমের এবং আসল কাগজ না থাকিলে নকল দৃষ্টে তাহার মাতবরী যে মতে হইবেক তাহার কথা।

২৪। রেজিষ্টর সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে যে কেহ রেজিষ্টরী বহীর মধ্যের যে কাগজ দেখিতে চাহে তাহাকে তাহা দেখান এবং যে কেহ সে কাগজের এলাকা রাখে সে তাহার নকল লইতে চাহিলেও তাহাকে তাহা দেন্। ইহাতে যে আসল কাগজের মোতাবেক সে নকল হয় সেই আসল কাগজ হারাইলে কিম্বা নষ্ট হইলে অথবা উপস্থিত না থাকিলে সেই আসল কাগজের সাক্ষিরদিগের দ্বারা যদি এমত প্রমাণ হয় যে সেই আসল কাগজ যথার্থক্রমে লেখা গিয়াছিল তবে সেই নকলদৃষ্টে সকল আদালতেই সেই আসল কাগজের যাথার্থ্য প্রমাণ হইতে পারিবেক ইতি।—১৭৯৩ সা। ৩৬ আ। ১১ ধা।

দস্তাবেজের নকল ও রেজিষ্টরী বহী দেখিতে প্রতিজনকে অনুমতি থাকিবার কথা।

২৫। সকল লোকেরদিগকে অনুমতি থাকিবেক যে রেজিষ্টর সাহেবের নিকটে দরখাস্ত করিয়া দফ্তরে দাখিলকরা কোন দস্তাবেজের নকল ও রেজিষ্টরী বহী দৃষ্টি করে ইতি।— ১৮১২ সা। ২০ আ। ২ ধা ৪ প্র।

দস্তাবেজের নকলের প্রয়োজন যাহার হয় তাহার দরখাস্তক্রমে রেজিষ্টর সাহেব নকল দিবার ও যে মতেতে আদালতের কাছারীতে দস্তাবেজের নকল গ্রাহ্য হইবেক তাহার কথা।

২৬। রেজিষ্টর সাহেবের উচিত যে যে সকল দস্তাবেজের নকল রেজিষ্টরী বহীতে দাখিল হইয়া থাকে তাহার নকলের প্রয়োজন যাহার হয় তাহার দরখাস্তক্রমে তাহাকে নকল দেন আর যদি আসল দস্তাবেজ কোন প্রকারে হারায় কি নষ্ট হয় তবে যদি আসল দস্তাবেজের লিখিত সাক্ষিরা সত্যাসত্য ঐ দস্তাবেজ লেখা গিয়াছিল হলফ করিয়া ইহা কহে তবে অবশ্যই ঐ নকল আসল দস্তাবেজের ন্যায় আদালতের কাছারীতে গ্রাহ্য হইবেক ইতি।—১৮১২ সা। ২০ আ। ২ ধা। ৫ প্র।

কাগজপত্র রেজিষ্টরী করিবার সময়ের কথা।

২৭। রেজিষ্টর সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে এই কার্য্য করিবার জন্যে আপন২ দফ্তরখানায় রবিবার ও অন্য২ পর্ব্বের দিনছাড়া অপর সকল দিনেই সূর্য্যোদয়াস্ত কালের মধ্যে এতাবতা দিবাভাগে এক সময় অবধারিত করিয়া বৈঠক করেন্ ও যে সময়ে সেই বৈঠকের অবধারণ করেন্ তাহা সকলের জ্ঞাতসারের নিমিত্তে সেই সময়ের নিদর্শনে এক ইশ্‌তিহারনামা আপন দফ্তরখানায় সকল লোকের দৃষ্টিপাতের স্থানে লট্‌কাইয়া দেওয়ান ইতি।—১৭৯৩ সা। ৩৬ আ। ১৩ ধা।

কেহ রেজিষ্টরী বহী কিম্বা এত্তেলানামা কৃত্রিম অথবা ফেরফার করিলে তাহার নামে ফৌজ

২৮। যে কালে কাহাকেও এমত সন্দেহের নিমিত্তে যে যে কাগজের নকল রেজিষ্টরী বহীতে দাখিল হইয়া থাকে সে বহী কিম্বা আইনের অনুসারে যে এত্তেলানামা দেওয়া গিয়া থাকে তাহার কিছু সেই ব্যক্তি কৃত্রিম অথবা ফেরফার করিয়াছে ফৌজদারী আদালতে সোপর্দ্দকরণ কর্ত্তব্য হয় সে কালে তথাকার রেজিষ্টর সাহেবের উচিত

যে তদর্থে সরকারের তরফে তাহার নামে ফৌজদারী আদালতে নালিশ করেন্ এবং শরার মতে তাহার অপরাধ প্রমাণ করাইতে যথা সাধ্য চেষ্টা পান্ আর সে বিষয়ে তাহার উপর কেতাবুল্লার যে হুকুম হয় তাহাও জারী করাইতে যথোচিত উদ্যোগী হন্।—১৭৯৩ সা। ৩৬ আ। ১২ ধা।

দারী আদালতে নালিশ হইবার কথা।

৪ ধারা।

রেজিষ্টরের রসুম।

২৯। রেজিষ্টর সাহেবেরা রেজিষ্টরী বহীতে যে সকল কাগজপত্রের নকল দাখিল হইবেক তাহার একং কাগজের রসুম দুই টাকা করিয়া সেইং কাগজের কর্ত্তার স্থানে এবং সেই বহীহইতে যে যে কাগজের নকল যে যে ব্যক্তিকে দিতে হইবেক তাহার একং কাগজের রসুম ১ এক টাকা করিয়া সেইং ব্যক্তির স্থানে ও সেই বহীর যে যে কাগজ যে যে লোককে দেখাইতে হইবেক তাহার একং কাগজের রসুম ।।০ আট আনা করিয়া সেইং লোকের স্থানে পাইবেন ইহাতে সেই সকল কাগজের কর্ত্তাপ্রভৃতির কর্ত্তব্য যে তাহারদিগের যে কেহ যে কাগজ রেজিষ্টরী করায় কিম্বা নকল লয় অথবা দেখে সে তাহার রসুম ঐ নিরূপিত হারে দেয় ইহার অধিক না দেয়। রেজিষ্টর সাহেবদিগের ক্ষমতা আছে যে যাবৎ ঐ নিরূপিত রসুম না পান তাবৎ আপনার প্রতি অর্পিত এই ভারের কার্য্য করিতে মনোযোগী না হন্। আর যে রসুম পান্ তাহাহইতে কাগজপত্রের নকল রেজিষ্টরী বহীতে করাণওয়ারহের জন্যে এদেশি লোককে আমলা নিযুক্ত এবং ঐ রেজিষ্টরী দফ্তরের সরঞ্জামী কলম কাগজ কালীইত্যাদির সরবরাহ করেন্ ইতি।—১৭৯৩ সা। ৩৬ আ। ১৪ ধা।

কাগজপত্র রেজিষ্টরী করিবার ও তাহার নকলদিবার ও তাহা দেখাইবার রসুমের কথা।

ঐ রসুম যাবৎ না মিলে তাবৎ রেজিষ্টরী কার্য্য না করিবার কথা।

ঐ রসুমে রেজিষ্টর দফ্তরের সরঞ্জামীর সরবরাহ দিবার কথা।

৫ ধারা।

এতদ্দেশীয় মুজমিলনবীস।

৩০। যে সকল কাগজ ও লিখনপত্র কোনপ্রকারে সরকারের মালগুজারীর এলাকা রাখে তাহা এ দেশী অক্ষর ও ভাষায় রাখা যায় অতএব কেবল এই কার্য্যের অর্থে একং জিলায় একং সিরিস্তা নির্দ্ধার্য্য হইবেক ইতি।—১৭৯৩ সা। ২১ আ। ২ ধা।

সরকারী মালগুজারীর মোতালক দফ্তর রাখিবার কারণ প্রতিজিলায় একং সিরিস্তা ধার্য্য হইবার কথা।

৩১। ঐ সিরিস্তার কার্য্য এ দেশী দুইং জনকে অর্পণ হইবেক ও তাহারা জিলার কালেক্টর সাহেবের আমলার মধ্যে নির্বিষ্ট জানা যাইবেক এবং সরকারের মালগুজারীর মোতালক এ দেশী অক্ষর ও ভাষার দফ্তরের মুজমিলনবীস খেতাব ও উপাধিতে খ্যাত এবং শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হজুরের হুকুমে নিযুক্ত হইবেক আর ঐ শ্রীযুতের হজুরে তাহারদিগের কুক্রিয়া প্রমাণ না

এ দেশী দুইং জনকে মুজমিলনবিসী কার্য্যের ভার হইবার ও তাহারদিগের কুক্রিয়া প্রমাণ না হইলে তগীর না হইবার কথা।

ঐ মুজমিলনবীসী কার্য্য মৌরুসী না হইবার কথা।

হইলে অবসর ও তগীর হইবেক না। কিন্তু জানিবেক যে ঐ মুজমিলনবীসী কার্য্য পৈতৃক ও মৌরুসী বোধ হইবেক না ইতি।—১৭৯৩ সা। ২১ আ। ৩ ধা।

মুজমিলনবীসেরা হিসাবওগয়রহ কাগজপত্রের বহী কেতাবের জিল্দের ন্যায় রাখিবার কথা।

ঐ বহীর সকল সফার উপর জজসাহেবের দস্তখৎ হইবার কথা।

একং জিলায় যে সকল কাগজপত্র প্রস্তুত থাকে তাহা অগ্রে বহীতে লেখা যাইবার কথা।

৩২। মুজমিলনবীসদিগের কর্ত্তব্য যে হিসাবওগয়রহ যে সকল কাগজপত্র কোন প্রকারে সরকারের মালগুজারীর এলাকা রাখে তাহার বহী কেতাবের জিল্দের ন্যায় চাহে এক জিল্দে অথবা অনেক জিল্দে রাখেও সেই বহী সুবে বাঙ্গালা ও সুবে উড়িষ্যায় পারসী ও বাঙ্গালা অক্ষর ও ভাষায় ও সুবে বেহারে পারসী অক্ষর ও ভাষায় প্রস্তুত ও তৈয়ার হয়। এবং সেই বহীর সকল ফর্দ্দের দুই পৃষ্ঠে অর্থাৎ প্রতিসফায় নম্বর লেখা যায় এবং জিলার আদালতের জজ সাহেবের দস্তখৎ তাহার প্রতিসফার উপরেও হয় আর ঐ সাহেবের কর্ত্তব্য যে সেই বহীর শেষ সফায় তাহার সমস্ত সফার সংখ্যা ও শুমার স্বহস্তে লিখেন্। এবং হিসাবওগয়রহ যে সকল কাগজপত্র একং জিলায় থাকে তাহা সমস্তই আদৌ সেই বহীতে লেখা যাইবেক অতএব মুজমিলনবীসদিগের কর্ত্তব্য যে সে কারণ এই আইন পাইলে পর সেই হিসাবওগয়রহ কাগজপত্রের ফিরিস্তি এতাবতা তালিকা তৈয়ার করে ইতি।—১৭৯৩ সা। ২১ আ। ৪ ধা।

প্রতি আসল কাগজের পৃষ্ঠে বহীর সফার নম্বর লিখিবার কথা।

৩৩। যে কোন কাগজ বহীতে লেখা যায় সে কাগজ বহীর যে সফায় দাখিল হয় সেই সফার নম্বর সেই কাগজের পৃষ্ঠে মুজমিলবীস দুই জন কিম্বা তাহারদিগের উভয়ের জনেকে লিখিয়া তাহাতে দস্তখৎ করিবেক ইতি।—১৭৯৩ সা। ২১ আ। ৫ ধা।

মুজমিলনবীসদিগের প্রতি হিসাবওগয়রহ সকল কাগজপত্র অতিসাবধানে রাখিতে হুকুমের কথা।

৩৪। মুজমিলনবীসদিগের কর্ত্তব্য যে হিসাবওগয়রহ কোনকাগজপত্র পোকায় না খায় কিম্বা সরদিতে অথবা প্রকারান্তরে নষ্ট না হয় এবং কালেক্টর সাহেবের বিনাহুকমেও স্থানান্তরে না যায় ইহাতে অতিসাবধানে রহে ইতি।—১৭৯৩ সা ২১ আ। ৬ ধা।

মুজমিলনবীসদিগের ত্রুটিতে কোন কাগজ নষ্ট হইলে কিম্বা হারাইলে তাহারা কর্ম্মচ্যুত হইতে যোগ্য হইবার কথা।

৩৫। যে সকল কাগজ বহীতে লেখা যায় তাহার কোন কাগজ মুজমিলনবীসদিগের শৈথিল্য ও গাফিলীতে অথবা অন্য ত্রুটিকারণ যদি নষ্ট হয় কিম্বা স্থিত ও মৌজুদ না থাকে ও সেই মুজমিলনবীসেরা তাহার বেওরা বিশিষ্টরূপে না কহিতে পারে তবে তাহারা আপনারদিগের কার্য্যহইতে অবসর ও তগীরের যোগ্য হইবেক ইতি।—১৭৯৩ সা। ২১ আ। ৭ ধা।

শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হুজুরের কোন আইনের

৩৬। মুজমিলনবীসদিগের প্রতি বিস্তর ত্বরা ও তাকীদ আছে যে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪১ আইনের মতে যে কোন আইন ছাপা ও জারী হয় তাহার অনুসারে তাহারদিগের কার্য্যের বন্দোবস্তের বিষয়ে যে সকল দাঁড়া ও হুকুম নির্দ্দিষ্ট হয় সে সকল দাঁড়া ও হুকু

মের প্রতি দৃষ্টি রাখে আর ঐ মুজমিলনবীসেরা কালেক্টর সাহেব দিগের তাবে রহিয়া আপনারদিগের মোতালক সকল কার্য্য করিবেক অতএব তাহারদিগের কর্ত্তব্য যে হিসাবওগয়রহ সমস্ত কাগজপত্র সুন্দররূপে রাখিবার এবং তাহার সাবধানতা ও খবরদারীর বিষয়ে কালেক্টর সাহেবদিগের যে সকল হুকুম হয় তদনুসারে কার্য্য করে ইতি।—১৭৯৩ সা। ২১ আ। ৮ ধা।*

মতে কিম্বা কালেক্টর সাহেবদিগের স্থানে মুজমিলনবীসেরা আপনার দিগের মোতালক কার্য্য করিবার বিষয়ে যে সকল হুকুম পায় তদনুসারে কার্য্য করিবার কথা।

* এই ১৭৯৩ সালের ২১ আইন বারাণসে ১৭৯৫ সালের ৩০ আইনের দ্বারা চলন হইল ও ১৮০৩ সালের ২৩ আইনক্রমে দত্ত দেশ চলন হইল।

মন্তব্য। এতদ্দেশীয় রিকার্ড কিপর অর্থাৎ মুজমিলনবীসের রসুমবিষয়ক বিধান ভূমির বাটওয়ারার অধ্যায়ে লিখিত আছে।

১৭ অধ্যায়।

মুশাহেরা।

১ ধারা।

বাঙ্গালা ও বেহার ও উড়িষ্যাতে মুশাহেরা।

হেতুবাদ।

১। ভূম্যধিকারী ও ইজারদারদিগের স্থানে পাওনা যাহার যে মুশাহেরা ১০ দশসনী বন্দোবস্তে সদর জমাভুক্ত হইয়াছে এবং যে সায়েরাৎ বরখাস্ত হইয়াছে তাহাতে যাহার যে তনখা পাওনা ছিল সে সকলের মধ্যে যাহার যে মুশাহেরা ও তনখা বহাল রহিয়া এই ক্ষণের নিয়মিত সময়শিরে যে মতে পাইবেক তাহার রেওরা নীচে লেখা যাইতেছে ইতি।—১৭৯৩ সা। ২৪ আ। ১ ধা।

যেং মুশাহেরা বহাল রহিবেক তাহার কথা।

২। শ্রীযুত কোম্পানি ইঙ্গরেজ বাহাদুরের দেওয়ানী আমল হইবার পূর্ব্বে যে কেহ সনন্দানুসারে যে মুশাহেরা ও তনখা পাইত এবং দেওয়ানী আমল হইলে পরে যে কেহ সরকারের মঞ্জুরীক্রমে যে মুশাহেরা ও তনখা পাইয়া থাকে তাহারা নিজেই আপনং যাবজ্জীবন সেই মুশাহেরা ও তনখা পাইবেক ইহাতে যে কেহ সনন্দানুসারে পূরা মুশাহেরা ও তনখা না পাইয়া তাহার মধ্যে কিছু কম পাইয়া থাকে সে ব্যক্তি তদনুসারেই কম পাইবেক ইতি।—১৭৯৩ সা। ২৪ আ। ২ ধা।

যে মুশাহেরা বাজেয়াপ্ত হইবেক তাহার কথা।

৩। যে কেহ বিনাসনন্দে যে মুশাহেরা পাইতেছে কিম্বা যে কেহ সনন্দসত্ত্বে শ্রীযুত কোম্পানি ইঙ্গরেজ বাহাদুরের দেওয়ানী আমল হইলে পর সে সনন্দ সরকারের মঞ্জুর না হইয়াও সেই সনন্দানুসারে যাহা পাইয়া আসিতেছে অথবা যে কেহ সনন্দ থাকিতেও সুবেজাৎ বাঙ্গালা ও বেহার ও উড়িষ্যা যথাকার যে চলন সন বাঙ্গলা কিম্বা ফসলী অথবা বিলায়তী ১১৭৯ সাল ইস্তক এলাগাইৎ কিছু না পাইয়া থাকে এরূপে যদি সে ব্যক্তি কেবল ভিক্ষাজীবী না হয় তবে সে ব্যক্তি সে মুশাহেরা ও তনখা পাইবেক না যদি কেবল ভিক্ষাজীবী হয় তবে তাহার জীবনাবধি পাইবেক ইতি।—১৭৯৩ সা। ২৪ আ। ৩ ধা।

শ্রীযুত গবরনর জনরল বাহাদুর

৪। যদি প্রকৃত অর্থাৎ আসল মুশাহেরাদারদিগের কাহারো মৃত্যু হয় তবে তাহার মুশাহেরা তাহার পুত্র পৌত্রাদি কিম্বা অন্য উত্ত

রাধিকারিদিগেরে শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হজুরের বিনামঞ্জুরে দেওয়া যাইবেক না এবং যে কেহ এইক্ষণে মুশাহেরা পায় তাহার মরণ হইলে পরেও তাহার সেই মুশাহেরা মৌরুসী হউক কি না হউক তথাচ তাহার পুত্র পৌত্রাদি কিম্বা অন্য উত্তরাধিকারিরা সে মুশাহেরা ঐ শ্রীযুতের হজুরের মঞ্জুর না হইলে পাইবেক না ইতি।—১৭৯৩ সা। ২৪ আ। ৪ ধা।

কৌন্সেলের হজুরে মঞ্জুর না হইলে আসল মুশাহেরাদারেরদের মুশাহেরা তাহার দিগের পুত্র পৌত্রাদি কিম্বা অন্য উত্তরাধিকারিরা না পাইবার কথা।

৫। জানিবেক যে ভূম্যধিকারি ও ইজারদারদিগের স্থানে পাওনা যাহার যে মুশাহেরা দশ সনীবন্দোবস্তে সদর জমাভুক্ত হইয়াছে এবং যে সায়েরাৎ বরখাস্ত হইয়াছে তাহাতে যাহার যে তনখা পাওনা ছিল তাহারা যদি সেই মুশাহেরা ও তনখা আপনারদিগের স্বত্ব সঙ্গত এতাবতা হক ওয়াজিবী জানে তবে যে ব্যক্তি যে জিলার মোতালক স্থানে সেই মুশাহেরা ও তনখা পাইত সেই ব্যক্তি সেই জিলার কালেক্টর সাহেবের নিকটে তাহার দরখাস্ত করিবেক। তাহাতে যদি সেই মুশাহেরা ও তনখা সালিয়ানা ৫০ পঞ্চাশ টাকার অধিক না হয় তবে সেই কালেক্টর সাহেব উপরের লিখিত হুকুম মতে ও উত্তরকাল যে হুকুম প্রকাশ পায় তদনুসারে তাহার নিষ্পত্তি করিতে ক্ষমতা রাখিবেন ও কালেক্টর সাহেব তাহার নিষ্পত্তি করিলে যে ব্যক্তি তাহার দরখাস্ত করিয়া থাকে তাহার সে নিষ্পত্তি যদি সম্মত না হয় তবে সে ব্যক্তি সেই নিষ্পত্তির তারিখহইতে এক মাসের মধ্যে সে মোকদ্দমার আপীল বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের নিকটে করিতে পারিবেক এবং তথাহইতেও ঐ নিয়মিত কালের মধ্যে সে মোকদ্দমার আপীল শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হজুরে করিবার বাধা থাকিবেক না ইতি।—১৭৯৩ সা। ২৪ আ। ৫ ধা।

মুশাহেরার দাওয়ার দরখাস্ত কালেক্টর সাহেবদিগের নিকটে করিবার কথা।

৫০ টাকা পর্য্যন্ত মুশাহেরার দাওয়ার নিষ্পত্তি কালেক্টর সাহেবের নিকটে হইবার ও তাহার আপীল বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের স্থানে ও তথাহইতে শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হজুরে হইবার কথা।

৬। উপরের ধারার লিখিত দাঁড়ার মর্ম্ম সুবেজাৎ বাঙ্গালা ও বেহার ও উড়িষ্যা ও বারাণস ও কটকেও চলন হইবেক অতএব ঐ সকল সুবার মধ্যের সমস্ত কালেক্টর সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে কোন ব্যক্তির মুশাহেরা কি তনখার বিষয়ে যদি সে মুশাহেরা কি তনখা পঞ্চাশ টাকাহইতেও ন্যূন সংখ্যার হয় তথাপি আপন ক্ষমতাক্রমে তাহাতে সিদ্ধ ও চূড়ান্ত হুকুম না দিয়া বরং এমতং সমস্ত মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের অগ্রে হওনার্থে সে সকল মোকদ্দমার সমুদয় কাগজপত্র ঐ সাহেবদিগের নিকটে পাঠাইয়া দেন। আর জানা কর্ত্তব্য যে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ২৪ আইনের ৫ ধারা এবং ১৮০৩ সালের ২৪ আইনের ৭ ধারার লিখনানুসারে এমত হুকুম আছে যে যদি কোন ব্যক্তির মুশাহেরা কি তনখা বাবতের দাওয়া কালেক্টর সাহেব ও বোর্ডের সাহেবদিগের বিচারক্রমে মঞ্জুর না হয় তবে সে ব্যক্তি শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলে আপন দাওয়ার দর

উপরের লিখিত দাঁড়ার মর্ম্ম সরকারের সকল দেশে চলন হইবেক অতএব তথাকার কালেক্টর সাহেবদিগের কর্ত্তব্যাচরণের কথা।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ২৪ আইনের ৫ ধারা এবং ১৮০৩ সালের ২৪ আইনের ৭ ধারা এই দাঁড়ানুসারে রদ হইবার কথা।

খাস্ত করিতে পারে এক্ষণে এই ধারার লিখিত দাঁড়ানুসারে ঐ২ ধারার হুকুম রদ ও রহিত হইল ইতি।—১৮০৬। ২২ আ। ৩ ধা।

মুশাহেরার বিষয়ে কালেক্টর সাহেবেরা ইহার পূর্ব্বে যে হুকুম দিয়া থাকেন তাহাই বহাল থাকিবার ও এমতে তাঁহারদিগের যে কর্ত্তব্য তাহার কথা।

৭। জানা কর্ত্তব্য যে উপরের ধারাসকলের লিখিত আশয়ক্রমে এমত কেহ না বুঝে যে কোন জিলার কালেক্টর সাহেবের নিকট হইতে এ প্রকার দাওয়ার বিষয়ে যে হুকুম হইয়াগিয়াছে তাহা ফিরিবেক বরং আইনানুসারে এমত বিষয়েতে যেপ্রকার হুকুম হইয়া থাকে তাহাই বহাল ও স্থিরতর থাকিবেক কিন্তু এমতে কালেক্টর সাহেবদিগের উচিত যে তাঁহারা যে লোকের নামে মুশাহেরা কি তনখা বহাল থাকনের হুকুম দিয়া থাকেন এই আইনের তারিখঅবধি তিন মাসের মিয়াদমধ্যে সেই সকল লোকের ইসমনবিসীর ফিরিস্তি লিখিয়া প্রস্তুত করিয়া মুস্তোফী সাহেব অর্থাৎ সরকারের খরচ পত্রের বিবেচনাকরণের অধ্যক্ষ সাহেবের নিকটে পাঠাইয়া দেন আর তাঁহারদিগের কর্ত্তব্য যে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ২৪ আইনের ৬ ধারা ও ১৮০৩ সালের ২৪ আইনের ১৮ ধারার মতে মুশাহেরা ও তনখা পাওনিয়াদিগের মোকদ্দমার কৈফিয়তের যে খোলাসা অর্থাৎ চুম্বক কথা প্রতিমাসে বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের নিকটে লিখিয়া পাঠাইতে হয় তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া ঐ ইসমনবিসীর ফিরিস্তি প্রস্তুত করিয়া পাঠান। পরে মুশাহেরা ও তনখার ঐ ফিরিস্তি মুস্তোফী সাহেবের নিকটে পঁহুছিলে ঐ মুস্তোফী সাহেবের কর্ত্তব্য যে যে সময়হইতে কালেক্টর সাহেবের তরফহইতে মুশাহেরা কি তনখা বহাল ও নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে ঐ ফিরিস্তির লিখনক্রমে সেই সময়াবধি তাহার হিসাব বিবেচনা করিয়া বুঝেন আর অন্য২ সমস্ত মুশাহেরা ও তনখা পাওনিয়াদিগের হিসাবের কাগজ বিবেচনা করিয়া বুঝিতে মুস্তোফী সাহেবের ব্যামোহ ওক্লেশ না হইবার নিমিত্তে কালেক্টর সাহেবদিগের উচিত যে সরকারের বিশেষ হুকুমমতে লোকদিগকে যে২ মুশাহেরা ও তনখা দেওয়া যায় তাহা ঐ সকল লোকদিগের যে জনকে যে তারিখঅবধি এবং যে২ নিমিত্তে ও কারণে দিবার হুকুম হইয়াছে সে তারিখ ও কারণ সহিতে তাহার এক স্বতন্ত্র ফিরিস্তি প্রস্তুত করিয়া পাঠান ও তাহার পর মুস্তোফী সাহেবের কর্ত্তব্য যে এ বিষয়ে সরকারী আইনের মধ্যে যে হুকুম হইয়া থাকে তাহার প্রতি দৃষ্টি করিয়া ঐ ফিরিস্তির লিখন ক্রমে হিসাব বিবেচনা করিয়া বুঝেন আর যদি আপনার খাতিরজমা অর্থাৎ চিত্তপ্রবোধহওনের নিমিত্তে মুশাহেরা ও তনখা পাওনিয়া কোন লোকের সবিশেষ বৃত্তান্ত ও বিবরণ জ্ঞাত ও অবগতহওয়া আবশ্যক বুঝেন তবে এ নিমিত্তে বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের নিকটে এক লিখন লিখিয়া পাঠান ইতি।—১৮০৬ সা। ২২ আ। ৪ ধা।

কালেক্টর সাহেবের পাঠান কৈফিয়তের কাগজ পাইলে পর মুস্তোফী সাহেবের যে কর্ত্তব্য তাহার কথা।

কালেক্টর সাহেবেরা মুশাহেরার

৮। কালেক্টর সাহেবেরা এই আইনের অনুসারে মুশাহেরা ও তনখার বিষয়ের যে২ মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি করেন

তাহার বেওরাকৈফিয়ৎ প্রথম করিয়া রাখিয়া প্রতিমাসকাবারে তাহার মোখুসর অর্থাৎ চুম্বক রোয়দাদী কাগজ বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের নিকটে পাঠাইবেন ইতি।—১৭৯৩ সা। ২৪ আ। ৬ ধা।

মোকদ্দমার রোয়দাদ আলাহিদা করিয়া রাখিয়া তাহার মোখুসর প্রতিমাস কাবারে রেবিনিউর সাহেবদিগের নিকটে পাঠাইবার কথা।

৯। কালেক্টর সাহেবেরা সালিয়ানা ৫০ পঞ্চাশ টাকার অধিকের যে মুশাহেরার বিষয়ের বিবেচনা তাহার রোয়দাদ আপন২ বিবেচিত পরামর্শযুক্তে বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের নিকটে পাঠাইবেন ঐ বোর্ডের সাহেবেরা তাহা পাইয়া তাহার উপর আপনারা যে যুক্তি ঠাহরেন তাহাসমেতসেই রোয়দাদ শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হজুরে দাখিল করিবেন ইতি।—১৭৯৩ সা। ২৪ আ। ৭ ধা।

কালেক্টর সাহেবের ৫০ টাকার অধিক মুশাহেরার মোকদ্দমার বিচারের রোয়দাদ আপন২ পরামর্শযুক্তে বোর্ড রেবিনিউতে পাঠাইবার ও তথাকার সাহেবেরা তাহা আপনারদিগের বিবেচিত যুক্তিসুদ্ধা শ্রীযুতের হজুর কৌন্সেলে দাখিল করিবার কথা।

১০। কালেক্টর সাহেবদিগেরে নিষেধ আছে যে কাহারো হক মুশাহেরা ও তনখা ৫ পঞ্চম ধারাক্রমে যাবৎ প্রমাণপূর্ব্বকে আপনি নিষ্পত্তি না করেন কিম্বা বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের নিকটে নিষ্পত্তি না হয় অথবা ৭ সপ্তম ধারানুসারে শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হজুরে মঞ্জুর না পড়ে তাবৎ সে মুশাহেরা ও তনখা কাহাকেও না দেন্। কিন্তু কালেক্টর সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে যে কালে এমত মোকদ্দমার ডিক্রী করেন সে কালে তাহার সমাচার বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগেরে দেন্ ইতি।—১৭৯৩ সা। ২৪ আ। ৮ ধা।

যাবৎ ডিক্রী না হয় তাবৎ কোন মুশাহেরা না দেওয়া যাইবার কথা।

কালেক্টর সাহেবদিগের কৃত ডিক্রী বোর্ড রেবিনিউতে পাঠাইবার কথা।

১১। জানিবেক যে ভূম্যধিকারি ও ইজারদারদিগের স্থানে পাওনা যাহার যে মুশাহেরা সংপ্রতি সদরজমাভুক্ত হইয়াছে এবং যে সায়েরাৎ এইক্ষণে বরখাস্ত হইয়াছে তাহাতে যাহার যে তনখা পাওনা ছিল তাহাছাড়া মতান্তরে যাহার যে মুশাহেরাও তনখা আছে তাহার প্রতি এ হুকুম জারী ও চলন নহে ইতি।—১৭৯৩ সা। ২৪ আ। ৯ ধা।

যেহ২ মুশাহেরার প্রতি এ হুকুম না চলিবেক তাহার কথা।

১২। যদি মবলগে ৫০ পঞ্চাশ টাকাপর্য্যন্ত মুশাহেরার মোকদ্দমা কালেক্টর সাহেব কাহারো নিশ্চয় জানিয়া ডিক্রী করেন অথবা তাঁহার কৃত ডিক্রীর এমত মোকদ্দমার আপীল বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের নিকটে হইয়া সেই ডিক্রী মঞ্জুর কিম্বা সেই মব

মুশাহেরার ডিক্রী যাহার নামে হইবেক সে সর্টিফিকট পাইবার কথা।

লগ অথবা তাহার অধিক বা হউক কাহারো হক ঠাহরিয়া শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হজুরে রহাল ও মঞ্জুর হই য়া তাহারি সরবরাহ দিতে ঐ শ্রীযুতের হজুরহইতে কালেক্টর সাহে বের প্রতি হুকুম হয় তবে কালেক্টর সাহেবের কর্ত্তব্য যে সেই ডিক্রী যাহার হকে হয় তাহাকে এক সর্টিফিকট অর্থাৎ সরকারের নিদর্শন লিখন দিবেন ও এরূপে যত টাকা মুশাহেরা ডিক্রী হয় তা হার সংখ্যা ও তত টাকা সেই মুশাহেরাদার আপনার জীবনাবধি পাইবেক এবং যেমতে তাহার সেই হক ঠাহরিয়া ডিক্রী হয় এ সকল প্রস্তাব ও সে মোকদ্দমা কালেক্টর সাহেব আপন সাক্ষাৎ যে তারিখে ডিক্রী করেন্ কিম্বা বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের নিকটে অথবা শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হজুরে যে তা রিখে যথায় ডিক্রী মঞ্জুর হয় সেই তারিখের জিগির সেই সর্টিফি কিটে লিখিবেন ইতি।—১৭৯৩ সা। ২৪ আ। ১০ ধা।

এইক্ষণে যে মুশাহেরা মঞ্জুর হয় তাহার অর্থেও সর্টিফিকট পাইবার কথা।

১৩। উপরের লিখনানুসারে শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের মঞ্জুরক্রমে যে যে হকদারকে তাহারদিগের মুশাহেরার সর্টিফিকট পূর্ব্বে না দেওয়া গিয়া থাকে তাহারদিগেরে ও ঐ মতে এক২ সর্টিফিকট কালেক্টর সাহেব দিবেন ইতি।—১৭৯৩ সা। ২৪ আ। ১১ ধা।

সর্টিফিকটের সিরিস্তা রাখিবার কথা।

১৪। কালেক্টর সাহেব দশম ও ১১ একাদশ ধারাক্রমে যে সময় যাহাকে সর্টিফিকট দেন্ সে সময়ে তাহার ফিরিস্তি নম্বরবিলি করি য়া ইঙ্গরেজী ও পারসীর সিরিস্তার বহীতে লিখিয়া রাখিবেন এবং যে স্বত্ববানকে সেই সর্টিফিকট দিবেন তাহার চেহারানবিসী করি বেন এতাবতা তাহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গের অবয়ব ও যত বয়স তাহা লি খিবেন যে তদনুসারে পশ্চাৎ সেই সর্টিফিকট অন্য লোকের হস্তে গেলে সে লোককে চিনা যায় ইতি।—১৭৯৩ সা। ২৪ আ। ১২ ধা।

তিন২ মাসব্যাজে মুশাহেরা দিবার কথা।

১৫। যাহার যে মুশাহেরা সালিয়ানা পাওনা হয় তাহা বাঙ্গালা কিম্বা ফসলী অথবা বিলায়তীর যে সন যথায় চলন থাকে সেই সনের তিন২ মাস ব্যাজে প্রথম তিন মাসের পর দিনে দ্বিতীয় বারে ৬ ছয় মাসের পর দিনে তৃতীয় বারে ৯ নয় মাসের পর দিনে চতুর্থ বারে ১২ বার মাসের পর দিবসে দেওয়া যাইবেক ইতি।—১৭৯৩ সা। ২৪ আ। ১৩ ধা।

কালেক্টর সাহেবেরা ৫০ টাকার উর্দ্ধ মুশাহেরা যে মতে দিবেন তাহার কথা।

১৬। যে সকল লোক সালিয়ানা ৫০ পঞ্চাশ টাকার অধিক মুশাহেরা পায় সে সকল লোক নিয়মিত দিনে সেই টাকা লইবার কারণ আপনারাই কালেক্টর সাহেবদিগের নিকটে উপস্থিত হই বেক ইহাতে যদি তাহারা নিজে পীড়িত কিম্বা কারণান্তরে উপস্থিত না হইতে পারিবার গতিক প্রমাণপূর্ব্বক বিশিষ্টরূপে চিত্তপ্রবোধ না

হয় তবে কালেক্টর সাহেবদিগেরে নিষেধ আছে যে সেই সকল আসল মুশাহেরাদার সেওয়ায় অন্য লোকদিগেরে তাহারদিগের মুশাহেরা না দেন যে কালে কোন কালেক্টর সাহেবের বিশিষ্ট প্রকারে এমত চিত্ত প্রবোধ হয় যে সেই আসল মুশাহেরাদারদিগের কেহ পীড়িত অথবা কারণান্তরে উপস্থিত হইতে পারে না সে কালে তাহার মুশাহেরা তাহার মঞ্জুর করা উকীলের স্থানে দিতে পারিবেন কিন্তু কালেক্টর সাহেব অতিসাবধানে থাকিবেন যে সেই মুশাহেরাদারের মৃত্যু হইলে পর কিছু শঠতা ও দাগাবাজী না হইতে পারে ইহাতে যদি কোন মুশাহেরাদার ৬ ছয় মাসব্যাজে উপস্থিত হইয়া আপন মুশাহেরা না লয় তবে সে লোক মরিয়া থাকে কি না তাহার নিশ্চয় কালেক্টর সাহেব সুন্দররূপে করিয়া বেওরা লিখিয়া বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের নিকটে পাঠাইবেন ইতি।—১৭৯৩ সা। ২৪ আ। ১৪ ধা।

মুশাহেরার দাওয়ার বিচার দেওয়ানী আদালতে না হইবার কথা।

১৭। এই আইনে যে মুশাহেরা ও তনখার প্রস্তাব লেখা যায় ইহা ভিক্ষার স্বরূপ এ কারণ ইহা বহাল ও বাজেয়াফ্তকরণ এই আইনের মতে কালেক্টর সাহেবদিগের ও বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের এবং শ্রীযুত গবর্নর জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হজুরের এখ্তিয়ার অতএব এ মুশাহেরা ও তনখার দাওয়ার তজবীজ আদালতের মোতালক নহে। কিন্তু যদি কোন কালেক্টর সাহেব কিম্বা কাজী অথবা অন্য যে লোকদিগেরে এই আইনের ১০ দশম ও ১১ একাদশ ধারানুসারে দেওয়া সর্টিফিকটক্রমে মুশাহেরাদারদিগকে টাকা দিবার ভার আছে তাঁহারা যদি কাহাকেও যে টাকা না দেন তবে যে জিলা কিম্বা শহরের মোতালকের মুশাহেরাদার সেই টাকা না পায় সে সেই জিলার দেওয়ানী আদালতে তাঁহার নামে নালিশ করিতে পারিবেক তাহাতে জজ সাহেব যদি বিচারক্রমে প্রমাণ জানেন যে সেই ফরিয়াদী মুশাহেরা পাইবার হুকুমের মতাচরণ করিয়াছে তথাচ সেই আসামী সেই টাকা সেই মুশাহেরার হকদারকে না দিয়া তাহা আপন স্থানে রাখিবার বিষয়ে শুনিবার যোগ্য কোন বিশিষ্ট হেতু দর্শাইতে পারেন না তবে জজ সাহেবের কর্ত্তব্য যে সে টাকা দিতে সেই আসামীর প্রতি হুকুম করেন এবং কালেক্টর সাহেব কিম্বা অন্যেইবা হন যে কেহ সেই মুশাহেরার টাকা না দিয়া থাকেন তাঁহার স্থানহইতে সেই ফরিয়াদীর তহখরচ যাহা দেওয়ান উচিত জানেন তাহা দেওয়ান ইতি।—১৭৯৩ সা। ২৪ আ। ১৭ ধা।

কালেক্টর প্রভৃতি যাহার প্রতি মুশাহেরা দিবার ভার থাকে তাহারা তাহা না দিলে তাঁহার দিগের নামে নালিশ হইতে পারিবার কথা।

২ ধারা।

কটকে মুশাহেরা।

১৮। [তর্জমা হয় নাই।]

৩ ধারা।

বারাণসে মুশাহেরা।

১৯। সরকারী ও মুল্কী খাজানাখানাহইতে যে মুশাহেরা ও

হেতুবাদ।

রোজ খয়রাৎ নগদ টাকায় এলাকা বারাণসে দেওয়া যায় তাহা বহাল ও বাজেয়াফ্ত হইবার হুকুম নীচের লিখনক্রমে নির্দ্ধার্য্য করা গেল ইতি।—১৭৯৫ সা। ৩৪ আ। ১ ধা।

প্রথম প্রকার যে মুশাহেরা এই ধারার লিখিত মাআশ ও রোজখয়রাৎ স্থাবর বস্তুর ন্যায় জানা যাইবেক তাহার কথা।

২০। শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুরে নওয়াবী আমলে বাজেয়াফ্তহওয়া আয়মাওগয়রহ ভূমির এওজী যে ৩৩২৯৬ ৷৵ তেত্রিশ হাজার দুই শত ছেয়ানব্বই টাকা সাত আনা এলাকা বারাণসের মাআশ নামের মুশাহেরা ও রোজ খয়রাতের অর্থে ইঙ্গরেজী ১৭৮১ সালে মঞ্জুর হইয়াছে সে টাকা মঞ্জুর হইবার কালে যদ্যপি এমত হুকুম ছিল যে সেই মাআশ ও রোজ খয়রাতের ভোগবানদিগের অবর্ত্তমানে তাহা বাজেয়াফ্ত হইবেক তথাচ এইক্ষণে উচিত হইল না যে তাহা বাজেয়াফ্ত করা যায় জানিবেন যে সেই মাআশওগয়রহ অন্যং স্থাবর বস্তুর ন্যায় জ্ঞান করিতে হইবেক এবং যাহারা এইক্ষণে তাহাতে ভোগবান আছে তাহারদিগের মরণানন্তর তাহারদিগের উত্তরাধিকারিদিগেরেও সেই মাআশওগয়রহ অর্শিবেক ও তদর্থে সেই উত্তরাধিকারিরাও অন্যং বিষয়ের মতে দেওয়ানী আদালতে নালিশ করিতে শক্ত হইবেক ইতি।—১৭৯৫ সা। ৩৪ আ। ২ ধা।

দ্বিতীয় প্রকার মুশাহেরাদার যে ব্যক্তিকে ভূম্যধিকারিরূপে সংস্থান করা যায় নাই তাহারদিগের অবর্ত্তমানে তাহারদিগের ওয়ারিসেরা না পাইবার কথা।

২১। দ্বিতীয় প্রকার যে মুশাহেরা সরকারের খাজানাখানাহইতে দেওয়া যায় তাহা যাহারা পূর্ব্বে এলাকা বারাণসের মধ্যে ভূম্যধিকারী থাকিবার ক্রমের দরখাস্ত শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হুজুরে গুজরাইয়াছিল তাহারদিগের মধ্যে যাহাকেং যে যে অধিকারভূমিতে বহালকরণ ঐ হুজুরের বাসনা ছিল তাহারদিগের অর্থেই ইঙ্গরেজী ১৭৮১ সালে ঐ হুজুরহইতে দেওয়া গিয়াছে কিন্তু জানিবেন যেসেই মুশাহেরাদারদিগের উত্তরাধিকারিরা শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে হওয়া ইঙ্গরেজী ১৭৮৮ সালের ১১ আপ্রিলের হুকুমমতে সে মুশাহেরার কিছুই পাইবেক না তদর্থে অন্য হুকুম নির্দ্দিষ্ট হইবেক ইতি।—১৭৯৫ সা। ৩৪ আ। ৩ ধা।

তৃতীয় প্রকারের যে মুশাহেরা পূর্ব্বে মুল্কী খাজানাহইতে দেওয়া যাইত ও চতুর্থ প্রকার যে মুশাহেরা হজুরের ইচ্ছাক্রমে সরকারী খাজানাহইতে দেওয়া যাইতেছে তাহা বহাল থাকিবেক কি না ইহার বিবে

২২। উপরের ধারার লিখিত মুশাহেরাছাড়া পূর্ব্বে পরগনাসকলের আমীনেরা তাহারদিগের এতমামের মুল্কী খাজানাহইতে যে মুশাহেরা দিয়া আমীনী সিরিস্তায় খরচ লিখিত এবং তদ্ভিন্ন নানা প্রকারের যে সকল মুশাহেরার কিছু সরকারী খাজানা ও কিছু মুল্কী খাজানাহইতে দেওয়া যাইতেছে তাহা বহাল থাকিবার কি না থাকিবার বিবেচনা যে যে একরারক্রমে সে সকল মুশাহেরা দিয়া আসা যাইতেছে তদ্দৃষ্টেই হইবেক। কিন্তু জানিবেন যে কালেক্টর সাহেবের প্রতি এই হুকুম অটল আছে যে কি সরকারী কি মুল্কী খাজানাহইতে পাইবার মুশাহেরাদারদিগের কাহারো মৃত্যু হইলে তৎকালে তাহার বেওরাসম্বাদ সে যে সনন্দানুসারে মুশাহেরা পাইত

তাহার বৃত্তান্ত এবং অপর যে সকল হুকুম মধ্যেং তদর্থে হইয়া থা কে তাহার বেওরাযুক্তে লিখিয়া বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের নিকটে পাঠাইবেন ঐ বোর্ডের সাহেবেরা সেই সংবাদ পাইলে তা হাতে আপনারদিগের যে যুক্তি ঠাহরেন তাহা লিখিয়া একত্র শ্রীযুত গবর্নর জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলে দিবেন তদৃষ্টে সে মুশাহেরা বহাল রাখিতে হয় কি না হয় তাহার হুকুম ঐ হজুরহই তে হইবেক ইতি।—১৭৯৫ সা। ৩৪ আ। ৪ ধা।

চলন হইবার মতের কথা।

২৩। কালেক্টর সাহেবের কর্ত্তব্য যে বারাণসের কাজী ও মুফ্তীরা প্রতিবৎসর মোসলমানী পর্ব্ব অর্থাৎ দুই ইদের ইদান খেলাৎ যাহা পাইয়া থাকে তাহা সরকারী খাজানাহইতে দিতে থাকেন ইতি।— ১৭৯৫ সা। ৩৪ আ। ৫ ধা।

পঞ্চম প্রকার যে মুশাহেরা দুই ইদের ইদান খেলাৎ কাজী ও মুফ্তীতে পায় তাহার কথা।

২৪। ৬ ষষ্ঠ প্রকার যে মুশাহেরা ব্যক্তিবিশেষে দৈন্য ও বার্দ্ধক্য ও অকর্ম্মণ্যতাপ্রযুক্ত পূর্ব্বে সায়েরাৎহইতে পাইত তাহা শ্রীযুত গবর নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলের হওয়া ইঙ্গরেজী ১৭৯১ সালের ১১ ফিব্রুআরি তারিখের হুকুমমতে ফসলী ১২০০ সাল মোতাবেকে ইঙ্গরেজী ১৭৯২ সাল ও ১৭৯৩ সাল ইস্তক তসীয়া অর্থাৎ সর্টিফিকটের অনুসারে দেওয়া যাইতেছে ও সেই সর্টিফিকটে লেখা আছে যে সে মুশাহেরাদারদিগের মৃত্যু হইলে পর সে মুশা হেরা বাজেয়াফ্ত হইবেক। এবং এমত মুশাহেরা কেবল প্রকৃতপ্রস্তা বে এলাকা বারাণসের মধ্যের অবস্থায়ী এ দেশীয় লোক দীন ও প্রা চীন ও অনাথা বেওয়া হওন ও অকর্ম্মণ্যতাপ্রযুক্ত কায়িক শ্রম করি য়া দিনযাপন করিতে অশক্ত হয় তাহারদিগের ভরণপোষণার্থেই খরচ হইবার জন্যে দেওয়া যাইবেক অতএব কালেক্টর সাহেবের উচিত যে এমত মুশাহেরাদারদিগের কেহ মরিলে পশ্চাৎ তাহার মুশাহেরা সমুদয় কিম্বা তাহার মধ্যের যে কিঞ্চিৎ তথাকার অন্য যে কোন দীনভাবাপন্নাদি ব্যক্তিকে দেওয়া সম্ভব হয় তাহার নামনিদর্শ নে সম্ভবপর দিবার টাকার সংখ্যাযুক্তে লিখিয়া বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের নিকটে পাঠান। ঐ বোর্ডের সাহেবেরা সেমত লেখা পাইলে তাহাতে আপনারদিগের যে যুক্তি ঠাহর হয় তাহা লিখিয়া একত্র ঐ হজুরে দিবেন তদৃষ্টে সেই ব্যক্তিকে সেই সম্ভব্য মুশাহেরা দেওয়া ঐ হজুরে মঞ্জুর হইলে ঐ বোর্ডের সাহেবেরা সেই মঞ্জুরী মুশাহেরা দিবার কারণ কালেক্টর সাহেবকে লিখিবেন যে সেই সা বেক মুশাহেরাদারের মরণের পর তারিখের নিদর্শনে আপন মো হর ও দস্তখতে এক সর্টিফিকট সেই হালে মুশাহেরা পাইবার যোগ্য লোককে দেন ও যে ব্যক্তি হালে সেই মুশাহেরা পাইবেক সে পুরুষ কিম্বা স্ত্রী ও তাহার যত বয়স ও যেহেতুক সেই মুশাহে রা তাহাকে দেওয়া যাইবেক তাহার বেওরা এবং সে মুশাহেরা তা হার জীবনাবধি ভোগের নিয়ম সেই সর্টিফিকটে লেখা থাকে আর জানিবেন যে এই ধারায় যে মুশাহেরার প্রস্তাব হইতেছে ইহার যে

ষষ্ঠ প্রকার যে মুশাহেরা দুঃখী ও জরাপ্রভৃতিতে এই ক্ষণের মৌকুফী সায়েরহইতে পূর্ব্বে পাইত তাহার কথা।

এ মুশাহেরা ভোগবান মরিলে বাজেয়াফ্ত হইবার কথা।

নয়া মুশাহেরা পাইবার যোগ্য লোক যে মতে পাইবেক তাহার কথা।

মোট নির্দিষ্ট হয় তাহার অধিক ঐ হজুরের বিনাহুকুমে যৎকিঞ্চিৎ দেওয়াও কর্ত্তব্য হইবেক না ইতি।—১৭৯৫ সা। ৩৪ আ। ৬ ধা।

সপ্তম প্রকার যে খয়রাৎ বিন্ধ্যবাসিনী ঠাকুরাণীর প্রণামীহইতে দেওয়া যায় তাহার কথা।

২৫। মুজাপুরের নিকটে বিন্ধ্যবাসিনী ঠাকুরাণীর স্থানে যে প্রণামী পড়ে তাহাহইতে যে খয়রাৎ বৃত্তি অদ্যাবধি দেওয়া যাইতেছে সে খয়রাৎ বাহাল থাকিবেক কিন্তু তাহাতে মত ভেদ এই হইবেক যে সে খয়রাৎ বৃত্তি পূর্ব্বে দেশীয় লোক জজদিগের দ্বারা দেওয়া যাইত এইক্ষণে কালেক্টর সাহেবের মারফতে বোর্ডরেবিনিউর সাহেবদিগের ও শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলের হুকুমক্রমে দেওয়া যাইবেক ও তাহা দিবার অর্থে যে হুকুমের মুখ্য হয় তদনুসারে প্রকৃতপ্রস্তাবে সে খয়রাৎ দেওয়া যাইবার দায় কালেক্টর সাহেবের শিরে থাকিবেক ইহাতে যদি কোন বৃত্তিভোগী কালেক্টর সাহেবের মারফতে আপন বৃত্তি পাইতে তাহার কোন হুকুমের অনুসারে আপত্তিগ্রস্ত হয় তবে তাহার ক্ষমতা আছে যে সেই আপত্তির বেওরাযুক্তে দরখাস্তী আরজী তথাকার জজ সাহেবের নিকটে দেয় ও জজ সাহেবের কর্ত্তব্য যে সেই আরজী ঐ হজুরে পাঠান্ তাহাতে ঐ হজুরের কর্ত্তৃত্ব আছে যে তদনুসারে সে বিষয়ের নিষ্পত্ত্যর্থে যে বিহিত বিবেচনায় আইসে তাহাই হুকুম করেন্ ইতি। —১৭৯৫ সা। ৩৪ আ। ৭ ধা।

উত্তরকালে কিছু মুশাহেরা দরীক্রমে কিম্বা কোন মত ব্যক্তির সাবেক মুশাহেরা কাহাকেও দিতে হইলে তাহাকে কালেক্টর সাহেব সর্টিফিকট দিবার কথা।

২৬। উত্তরকালে যে মুশাহেরা শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলের মঞ্জুরীক্রমে কিম্বা কোন মুশাহেরাদারের মরণানান্তর তাহার মুশাহেরা কাহারো প্রতি বহাল হইবার অনুসারে এলাকা বারাণসের পূর্ব্ব প্রস্তাবিত দুই খাজানাহইতে দিতে হইবেক তাহাতে কালেক্টর সাহেবের কর্ত্তব্য যে সে রূপের মুশাহেরা যে যত টাকা পাইবেক তাহাকে তত টাকার নিদর্শনে এক সর্টিফিকট দেন্ ও তাহাতে সেই মুশাহেরা যেহেতুক পাইবেক তাহার বেওরা ও সে মুশাহেরা তাহার জীবনাবধি ভোগ হইবার নিয়ম লেখা থাকে ইতি।—১৭৯৫ সা। ৩৪ আ। ৮ ধা।

মুশাহেরার ফিরিস্তি রাখিবার কথা।

২৭। কালেক্টর সাহেবের কর্ত্তব্য যে এই আইনের অনুসারে যে মুশাহেরা দেওয়া যাইবেক তাহার ফিরিস্তি সর্টিফিকটের নম্বর বিলিক্রমে ইঙ্গরেজী ও পারসী সিরিস্তার বহীতে রাখেন্ এবং তাহাতে সে মুশাহেরাদারদিগের চেহারানবীসীও করান্ যে পশ্চাৎ সে সকল সর্টিফিকট অন্য লোকদিগের হস্তে গেলে তদৃষ্টে স্বরূপ বিরূপ ব্যক্তি চিনিতে পারা যায় ইতি।—১৭৯৫ সা। ৩৪ আ। ৯ ধা।

মাসে২ মুশাহেরা দেওয়া যাইবার কথা।

২৮। সালিয়ানা যে মুশাহেরা দিতে হইবেক তাহা ঐ এলাকার চলনমতে মাস২ কিস্তিবন্দীক্রমে দেওয়া যাইবেক ইতি।—১৭৯৫ সা। ৩৪ আ। ১০ ধা।

২৯। যে সকল মুশাহেরাদার সালিয়ানা ৫০ পঞ্চাশ টাকার অধিক মুশাহেরা পাইবেক তাহারদিগের উচিত যে নির্দ্ধারিত দিবসে তাহা লইবার কারণ আপনারা স্বয়ং কালেক্টর সাহেবের নিকটে উপস্থিত হয় যদি না হয় তবে তাহারা নিজে পীড়িত কিম্বা কারণান্তরে উপস্থিত হইতে পারে নাই এমত ভাবের প্রমাণ না হইলে ও বিশিষ্ট রূপে চিত্তে প্রবোধ না জন্মিলে কালেক্টর সাহেবের প্রতি নিষেধ আছে যে সেই সকল আসল মুশাহেরাদারছাড়া অন্যের হস্তে তাহারদিগের মুশাহেরা না দেন। ইহাতে যদি কোন সময়ে কালেক্টর সাহেবের চিত্তে এমত প্রবোধ লয় যে আসল মুশাহেরাদারদিগের কেহ বৃদ্ধ কিম্বা স্ত্রী অথবা দূরস্থ হওনপ্রযুক্ত স্বয়ং উপস্থিত হইতে পারে না তবে তৎকালে তাহার মুশাহেরা তাহার মঞ্জুরী উকীলের স্থানে দিতে ক্ষমতা রাখিবেন কিন্তু কালেক্টর সাহেবের কর্ত্তব্য যে কোন মুশাহেরাদারের মৃত্যু হইলে তাহার বিষয়ে কোন প্রকারে শঠতা ও দাগা না হইতে পারিবার জন্যে অতিসাবধানে থাকেন ও এমতে যদি কোন মুশাহেরাদার ছয় মাসান্তরেও উপস্থিত হইয়া আপন মুশাহেরা না লয় তবে তাহার মরণ হইয়াছে কি না সুন্দররূপে অন্তরা লইয়া বিস্তারিত লিখিয়া বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের নিকটে পাঠান ইতি।—১৭৯৫ সা ৩৪ আ। ১১ ধা।

কালেক্টর সাহেব সালিয়ানা ৫০ টাকার ঊর্দ্ধ মুশাহেরা দিবার মতের কথা।

৩০। যে সকল মুশাহেরাদার সালিয়ানা ৫০ পঞ্চাশটাকার অধিক মুশাহেরা না পাইবেক তাহারদিগের মুশাহেরা পরগনাসকলের কাজীদিগের মারফতে দেওয়া যাইবেক ইহাতে কালেক্টর সাহেবের কর্ত্তব্য যে মুশাহেরাদারদিগের নামনবীসীর ফর্দ্দসমেত সে টাকা প্রতিমাসে কাজীদিগের স্থানে দেন কাজীদিগের উচিত যে সালিয়ানা ৫০ পঞ্চাশ টাকার অধিক পাইবার মুশাহেরাদারদিগের টাকা কালেক্টর সাহেবের তহবীলহইতে তাঁহার সাক্ষাৎ দিবার অর্থে ১১ একাদশ ধারার লিখনক্রমে যে নিষেধ ও বিধি আছে সেই নিষেধ ও বিধিক্রমে সালিয়ানা ৫০ পঞ্চাশ টাকাপর্য্যন্ত মুশাহেরাদারদিগকে টাকা দিয়া তাহারদিগের স্থানে সে টাকার রসীদ লইয়া কালেক্টর সাহেবের নিকটে পাঠায় এবং কোন মুশাহেরাদার মরিলে তৎকালে সে সংবাদ কালেক্টর সাহেবকে দেয় ইহাতে যদি কোন কাজী উপরের লিখনানুসারে মুশাহেরদারদিগের মরণাদির অন্তরা না লয় কিম্বা কাহারো মুশাহেরার টাকা নিজে তসরুফ করে অথবা কোন মুশাহেরাদারের মরণানন্তর তাহার টাকা আপন জ্ঞাতসারে অন্যকে দেয় তবে তাহার কৃত এমত কুক্রিয়া শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের হুজুর কৌন্সেলে প্রমাণ হইলে সে কাজী কর্ম্মচ্যুত হইবার যোগ্য হইবেক ইতি।—১৭৯৫ সা। ৩৪ আ। ১২ ধা।

সালিয়ানা ৫০ পঞ্চাশটাকাপর্য্যন্ত মুশাহেরা পরগনাসকলের কাজীদিগের মারফতে দেওয়া যাইবার মতের কথা।

৩১। কালেক্টর সাহেবের উচিত যে যে স্থানে কাজী না থাকে তথাকার যে মুশাহেরাদারেরা সালিয়ানা ৫০ পঞ্চাশ টাকার অধিক

যে স্থানে কাজী না থাকে তথাকার

সালিয়ানা পঞ্চাশ টাকাপর্য্যন্ত মুশাহেরা যাহারদিগের মারফতে দেওয়া যাইবেক তাহার কথা।

মুশাহেরা না পায় তাহারদিগের টাকা সেই পরগনা কিম্বা গির্দ্দে যে তহসীলদার কিম্বা তহসীলের মোতালক অন্য আমলা তাঁহার তরফ থাকে তাহার মারফতে দেওয়ান্ ও সেমত আমলাদিগের কেহ তথায় না থাকিলে সেই গির্দ্দের মাতবর লোক যে কেহ তাহা দিতে স্বীকার করে তাহার দ্বারা দিতে থাকেন্ ইতি।—১৭৯৫। ৩৪ আ। ১৩ ধা।

দ্বিতীয় প্রকার মুশাহেরার দাওয়া ছাড়া অন্য২ প্রকারের মুশাহেরার দাওয়ার মোকদ্দমা দেওয়ানী আদালতে শুনা না যাইবার কথা।

মঞ্জুরী মুশাহেরা কালেক্টর সাহেব প্রভৃতির কেহ না দিলে তাহার মোকদ্দমা ঐ আদালতে শুনা যাইবার কথা।

৩২। এই আইনের অনুসারে যে কেহ যে মুশাহেরা ও খয়রাৎ পাইবেক তাহা বহাল কিম্বা বাজেয়াপ্ত হইবার বিচার একাদিক্রমে প্রকার ভেদ করিয়া মুশাহেরা ও খয়রাতের যে প্রস্তাব উপরের কএক ধারায় লেখা গিয়াছে তদনুসারে হইবেক এবং তাহার দ্বিতীয় প্রকারছাড়া অন্য কোন প্রকারের দাওয়ার মোকদ্দমা দেওয়ানী আদালতে শুনা যাইবেক না। কিন্তু যদি কালেক্টর সাহেব কিম্বা কাজী অথবা অন্য২ যে লোকদিগের প্রতি মুশাহেরাদারদিগকে মঞ্জুরী মুশাহেরার টাকা দিবার ভার আছে তাঁহারদিগের কেহ যদি সে টাকা কোন মুশাহেরাদারদিগকে না দেন্ তবে সেই মুশাহেরাদারের শক্তি আছে যে যে স্থানের আদালতের মোতালক স্থানে সেই টাকা দিবার ভারন্বিত ব্যক্তি থাকেন্ সেই জিলার দেওয়ানী আদালতে তাঁহার নামে তদর্থে নালিশ করে তাহাতে যদি বিচার ক্রমেএমত জানা যায় যে ফরিয়াদী মুশাহেরা পাইবার হুকুমের মতে চলিয়াছিল তথাচ সেই আসামী সে টাকা সেই মুশাহেরাদারকে দেন্ নাই ও না দিয়া তাহা আপন স্থানে রাখিবার কিছু শুনিবার যোগ্য বিশিষ্ট হেতু দর্শাইতেও পারেন্ না তবে জজ সাহেবের কর্ত্তব্য যে সে টাকা সেই ফরিয়াদীর স্থানে দিবার জন্যে সেই আসামীর উপর হুকুম করেন্ এবং কালেক্টর সাহেব কিম্বা অন্য যে কেহ সেই টাকা না দিবাতে নালিশ হইয়া থাকে তাঁহার স্থানহইতে সেই ফরিয়াদীর তহখরচ যাহা দেওয়ান উচিত বুঝেন্ তাহাও দেওয়ান্ ইতি।—১৭৯৫ সা। ৩৪ আ। ১৪ ধা।

৪ ধারা।

দত্ত দেশে মুশাহেরা।

৩৩ লাং ইং ৫০। [তর্জমা হয় নাই।]

পূর্ব্বে কিছু মুশাহেরা পাইতাম বলিয়া কেহ এক্ষণে তাহার দাওয়া করিলে সে মুশাহেরা যদি বৎসরে একশত টাকার অধিক না হয় তবে কালে

৫১। শ্রীযুত নওয়াব উজীর বাহাদুরের দত্ত দেশস্থ কিম্বা জিলা বুন্দেলখণ্ডনিবাসী অথবা যুদ্ধে জয়করা যমুনানদীর এ পার ও পার দুই পারের মহালাতের বসিয়া লোকদিগের যে কোন ব্যক্তি পূর্ব্বের দেশাধিপতিদিগের আমলে আমার মুশাহেরা কি তনখা নিয়মিত ছিল কহিয়া এক্ষণে সেই মুশাহেরা আপন নামে বহাল করিবার দাওয়া তথাকার কালেক্টর সাহেবদিগের নিকটে করিলে ঐ কালেক্টর সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে সে মুশাহেরা যদি সালিয়ানা

অর্থাৎ বৎসরে এক শত টাকার উর্দ্ধ না হয় তবে ইঙ্গরেজী ১৮০৩ সালের ২৪ আইনের মতানুসারে সে দাওয়া মঞ্জুর অর্থাৎ গ্রাহ্য করিবার যোগ্য বটে কি না ইহা নিশ্চয় ও তদন্ত করিয়া আপনং করা কারকায়ীর কাগজপত্র এবং সে বিষয়ে আপন বুদ্ধিক্রমে তাঁহার যাহা বুঝেন তাহাও লিখিয়া বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের নিকটে পাঠাইয়া দেন পরে ঐ সকল সাহেবেরা ঐ মোকদ্দমার বৃত্তান্ত সুন্দরমতে বিবেচনা করিয়া বুঝিলে পর ইঙ্গরেজী ১৮০৩ সালের ঐ ২৪ আইনের লিখিত দাঁড়ার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া হয় সে দাওয়া নামঞ্জুর অর্থাৎ অগ্রাহ্য হওনের কিম্বা সে মুশাহেরা কি তনখা পূর্ব্বমতে বাহাল ও স্থিরতর থাকিবার হুকুম দিবেন ইতি।— ১৮০৬ সা। ২২ আ। ২ ধা।

কটর সাহেবের কর্ত্তব্যাচরণের কথা।

[বাঙ্গাল বেহার উড়িষ্যার মুশাহেরার বিষয়ে ১৮০৬ সালের ২২ আইনের ৪ ধারা দেখ। ঐ ধারা উপরি উক্ত ২ ধারার সঙ্গে সম্পর্ক রাখে।]

৫২। ৫৩। [তর্জমা হয় নাই।]

৫ ধারা।

সর্ব্ব দেশের মধ্যে মুশাহেরা বিষয়ক সাধারণ বিধি।

৫৪। উত্তরকালে বোর্ড রেবিনিউর সাহেবলোকেরা এই আইনের ২ ও ৩ ধারার লিখিত সংখ্যার উর্দ্ধ নহে এমত মুশাহেরা ও তনখা যদি কাহার নামে নূতন মোকরর অর্থাৎ নির্দ্দিষ্ট করেন কিম্বা পূর্ব্ব মত বহাল রাখেন তবে তাঁহারদিগের কর্ত্তব্য যে এ কথার সমাচার তফসীলওয়ারী অর্থাৎ বেওরা করিয়া মুস্তোফী সাহেবের নিকটে লিখিয়া পাঠান ও জানা কর্ত্তব্য যে যাবৎ বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের নিকটে এ প্রকার মুশাহেরা ও তনখা বহাল থাকা মঞ্জুর না হয় তাবৎ বহাল ও স্থিরতর হইবেক না এবং যদি শ্রীযুত নওয়াব গবরনর জেনরল বাহাদুরের হজুরহইতে কাহার নামে মুশাহেরা কি তনখা নিয়মিত হয় তবে তাহারো সমাচার মুস্তোফী সাহেবের নিকটে লিখিয়া পাঠাইতে হইবেক ইতি।— ১৮০৬ সা। ২২ আ। ৫ ধা।

বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের কিম্বা শ্রীযুত নওয়াব গবরনর জেনরল বাহাদুরের হজুরহইতে কাহার নামে মুশাহেরা মোকরর হইলে তাহার সমাচার মুস্তোফী সাহেবের নিকটে দিবার কথা।

৫৫। উপরের লিখিত ঐ সকল ফিরিস্তিছাড়া আর কোন কাগজপত্র কিম্বা মুশাহেরা ও তনখা পাওনিয়াদিগের আরং কোন কথা কি সমাচার যদি মুস্তোফী সাহেবের জ্ঞাতহওনের প্রয়োজন হয় তবে এমত কালেক্টর সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে জ্ঞাতকারণ এমত কাগজপত্র মুস্তোফী সাহেবের নিকটে পাঠাইতে থাকেন এবং তিনি যেমতে কহেন সেই মতে এ বিষয়েতে আপনং কৈফিয়ৎ ও হিসাবের কাগজ প্রস্তুত করেন ইতি।—১৮০৬ সা। ২২ আ। ৬ ধা।

উপরের উক্ত ফিরিস্তিভিন্ন আর কোন কাগজ কি কথা জ্ঞাতহওনের প্রয়োজন মুস্তোফী সাহেবের হইলে কালেক্টর সাহেবের যে উদ্যোগ করা কর্ত্তব্য তাহার কথা।

মুশাহেরাপাও নিয়া কোন লোক মরিয়া গেলে বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের যেমতাচরণ করা কর্ত্তব্য তাহার কথা।

৫৬। মুশাহেরা ও তনখা পাওনিয়া যে লোকের মুশাহেরা এই আইনের ২ ও ৩ ধারার লিখিত সংখ্যাহইতে অধিক নহে তাহার যদি মৃত্যু হয় তবে বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের ক্ষমতা আছে যে ঐ মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকারিদিগের নামে ঐ মুশাহেরা কি তনখা সমাক অথবা তাহার কিঞ্চিদংশ বহাল থাকিবেক কি না ইহা কালেক্টর সাহেবের পাঠান কৈফিয়তের কাগজ দৃষ্টিপূর্ব্বক যথোচিত বিবেচনা করিয়া বুঝেন্ কিন্তু এ প্রকার বিবেচনাকরণের সময়ে বোর্ডের সাহেবদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য যে মনোযোগপূর্ব্বক এ কথা সুন্দর নিশ্চয় করিয়া বুঝেন যে যে কেহ আপন নামে এমত মুশাহেরা বহালের দাওয়া করিতেছে সে আপন দীনতাপ্রযুক্ত কিম্বা অন্য কোন বিশিষ্টহেতুক সরকারের কৃপা ও অনুগ্রহক্রমে তাহার নামে কিছু মুশাহেরা কি তনখা বহাল থাকনের যোগ্য ব্যক্তি বটে কি না যদি হয় তবে কিছু মুশাহেরা তাহার নামে বহাল রাখেন কিন্তু এই আইনের ২ ও ৩ ধারার লিখিত সংখ্যাহইতে অধিক সংখ্যার মুশাহেরার দাওয়া যদি হয় তবে তাহার বিচার ও হুকুম শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে হওনার্থে এক্ষণকার চলিত আইনের মতে সে মোকদ্দমার সমস্ত কৈফিয়ৎ অর্থাৎ বৃত্তান্ত ও বিবরণ লিখিয়া হজুরে পাঠাইতে হইবেক ইতি।—১৮০৬ সা। ২২ আ। ৭ ধা।

যে ব্যক্তি এক্ষণে মুশাহেরা পাইতেছে যাহার নামে প্রথম মুশাহেরা মোকরর হইয়াছিল এ সে বটে কি না কালেক্টর সাহেবের ইহার অন্তরা জানিতে হইবার ও এপ্রকার তদন্ত করিলে পর তাঁহার কর্ত্তব্যাচরণের কথা।

৫৭। মালগুজারীর কালেক্টর সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে সরকারহইতে এক্ষণে যাহাকে মুসাহেরা কি তনখা দেওয়া যাইতেছে প্রথমতঃ যাহার নামে সরকারহইতে মুশাহেরা মোকরর ও নির্দিষ্ট হইয়াছিল সে সে ব্যক্তি বটে কি না এ কথার নিশ্চয় ও তদন্ত করিতে সাধ্যপক্ষে ক্রটি না করেন পরে যাহার নামে প্রথমতঃ মুশাহেরা মোকরর হইয়াছিল সে ব্যক্তি যদি মরিয়া থাকে এমত হয় তবে কালেক্টর সাহেবের উচিত যে মৃত ব্যক্তির মুশাহেরা পূরা কিম্বা তাহার কিঞ্চিদংশ ঐ মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকারিদিগের নামে বহাল থাকিবেক কি না উপরের লিখিত সকল দাঁড়ামতে এ কথার বিবেচনা স্থির হওনকালপর্য্যন্ত সে মুশাহেরা দেওয়া মৌকুফ অর্থাৎ বারণ করেন ইতি।—১৮০৬ সা। ২২ আ। ৮ ধা।

মুশাহেরাদারেরা যে প্রকারে তাহা পাওনের স্বত্ব রাখে ইহা তহকীক না হওয়াপর্য্যন্ত প্রায় সমস্ত মুশাহেরাইত্যাদি ইঙ্গরেজী ১৮১৩ সালের ১ অক্টোবরহইতে

৫৮। এখনপর্য্যন্ত যে সকল লোকেরা মুশাহেরা কি তনখা পাইয়া আসিয়াছে তাহারা যে নামে মুশাহেরা কি তনখা মোকরর হইয়াছে সেই২ ব্যক্তি বটে ও যে মুশাহেরা কি তনখা এপর্য্যন্ত তাহারা পাইয়া আসিয়াছে আইনানুসারে তাহা পাওনের যোগ্য ব্যক্তি বোধ হইয়াছে কিম্বা ঐ মুশাহেরাআদি উত্তরাধিকারিতাক্রমে পাইতে পারে ইহা মঞ্জুর রাখা গিয়াছে এ কথা যাবৎ ঐ সকল লোকেরা যেই২ জিলার মধ্যে তাহারদিগের নিবাস হয় সেই২ জিলার কালেক্টর সাহেবের নিকটে এপ্রকার প্রমাণ না করে যে তাহাতে ঐ কালেক্টর সাহেবের দ্বারা বোর্ড রেবিনিউ কি বোর্ড কমিস্যনর সাহেবদি

গের খাতিরজমা হয় তাবৎ কালপর্য্যন্ত প্রায় সমস্ত মুশাহেরা কি তন্‌খা দেওয়া ইঙ্গরেজী ১৮১৩ সালের ১ অক্তোবরহইতে মৌকুফ হইবেক কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে এ দাঁড়া কেবল নীচের বেওরা করিয়া লেখা প্রকারের মুশাহেরা কি তন্‌খার সহিত সম্পর্ক রাখিবেক ইতি।

দেওয়া মৌকুফ হইবার কথা।

এ দাঁড়া যে প্রকার মুশাহেরাআদির সহিত সম্পর্ক রাখিবেক তাহার কথা।

তফসীল।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ২৪ আইন ও ১৭৯৫ সালের ৩৪ আইন ও ১৮০৫ সালের ১২ আইনের ৩০ ধারার ও ১৮০৩ সালের ২৪ আইনের নিরূপিত মুশাহেরা কি তন্‌খাসকল।

হিন্দুস্থানদেশীয় যে সকল লোকেরা পূর্ব্বে সরকারের কর্ম্মে নিযুক্ত ছিল তাহারদিগের খোরোপোশ অর্থাৎ অন্নাচ্ছাদনের নিমিত্তে যে সকল মুশাহেরাআদি দেওয়া গিয়াছে।

যে সকল মুশাহেরাআদি পূর্ব্বে আদালত ও কমর্স্যাল ডিপার্টমেণ্ট হইতে দেওয়া যাইত ও কতক দিনহইতে তাহা দেওনের নিমিত্তে কালেক্‌টর সাহেবদিগের প্রতি হুকুম হইয়াছে।

কিন্তু যে সকল সালিয়ানা ও মুশাহেরাইত্যাদি যে কোন করারনামা অর্থাৎ নিয়মপত্র এক্ষণে জারী আছে তদনুসারে কি পোলিটিকেল ও মিলিটরী ডিপার্টমেণ্ট সকলেতে যে সকল উপায় হইয়াছে তদনুসারে মোকরর্ হইয়াছে তাহার সহিত ঐ দাঁড়ার সম্পর্ক নাহি।—১৮১৩ সা। ১১ আ। ২ ধা।

যে প্রকার মুশাহেরাআদির সহিত ঐ দাঁড়ায় সম্পর্ক থাকিবেক না তাহার কথা।

৫৯। প্রতিজিলার কালেক্‌টর সাহেবের কর্ত্তব্য যে উপরের নিরূপিত মতে মুশাহেরাইত্যাদি ফর্দ্দ দুরস্তকরণের সময়ে যে২ ব্যক্তি এখনপর্য্যন্ত যে মুশাহেরাইত্যাদি পাইয়া আসিয়াছে তাহা বহালহওনের যোগ্য বোধ হয় সেই সকল ব্যক্তির ইসমনবিসীর নিমিত্তে একাচক বহী নিরূপণ করেন্ ও যে প্রকারেতে ব্যক্তিদিগের নিরূপণ স্থির ভালমতে হয় ও বোর্ড রেবিনিউ কি বোর্ড কমিস্যনর সাহেবদিগের হুজুরহইতে যে প্রকার নিদর্শন পান্ সেই প্রকারে ঐ বহী প্রস্তুত করেন্ ইতি।—১৮১৩ সা। ১১ আ। ৩ ধা। ১ প্র।

কালেক্‌টর সাহেবেরা লোকদিগের ইসমনবিসীর বহী প্রস্তুত করিবার কথা।

৬০। কালেক্‌টর সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে যে সময়ে কোন মুশাহেরা কি তন্‌খা সম্যক কি তাহার কতক দেওয়া রহিত হইয়া সরকারে থাকে কিম্বা এক্ষণে যে সকল লোকেরা মুশাহেরা কি তন্‌খা পাইতেছে সে সকল লোকভিন্ন অন্য ব্যক্তিরা যে সময়ে উত্তরাধিকারিত্বক্রমে মুশাহেরাআদি পাওনের যোগ্য বোধ হয় তখন ঐ বহী অতিসাবধানে দুরস্ত করেন্ ইতি।—১৮১৩ সা। ১১ আ। ৩ ধা। ২ প্র।

কোন মুশাহেরাআদি সরকারেতে থাকিলে কি অন্য প্রকার হইলে কালেক্‌টর সাহেবেরা বহী দুরস্ত করিবার কথা।

৬১। যে মুশাহেরা কিম্বা তন্‌খা সালিয়ানা ৫০ পঞ্চাশ টাকার অধিক হয় তাহা সুবে বাঙ্গালা ও বেহার ও উড়িষ্যাতে ও দত্ত উ

সালিয়ানা পঞ্চাশ টাকার অধিক

সংখ্যার মুশাহেরা আদি এ ধারার লিখিত ধারাসকলের নিরূপিত মতে দেওয়া যাইবার কথা।

জয়করা দেশেতে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ২৪ আইনের ১৪ ধারা ও ১৮০৩ সালের ২৪ আইনের ১৩ ধারার নিরূপিত মতে দেওয়া যাইবেক কিন্তু লোকদিগের আসান ও সুগমের নিমিত্তে যেং মুশাহেরা কি তনখা বহাল থাকে তাহা যে ব্যক্তি পাইতে পারে সে দরখাস্ত করিলে পর যদি সরকারের কিছু ক্ষতি ও হানি না হয় তবে জিলা ফেরফার করিয়া দেওয়া যাইবেক ইতি।—১৮১৩ সা। ১১ আ। ৪ ধা।

বহালথাকা মুশাহেরাআদি জিলা ফেরফার করিয়া দেওয়া যাইবার কথা।

মুশাহেরাদার ইত্যাদিরা প্রতিবৎসর একবার প্রথম তিনমাসের মুশাহেরার টাকা দেওয়া যাওনের সময়ে কালেক্টরী কাছারীতে ব্যক্তি নিরূপণহওনের নিমিত্তে হাজির হইবার কথা।

৬২। যে মুশাহেরা কি তনখা সালিয়ানা পঞ্চাশ টাকাহইতে অধিক সংখ্যার না হয় এমত মুশাহেরা কি তনখা পাওনের যোগ্য যে ব্যক্তিরা হয় তাহারদিগের কর্ত্তব্য যে প্রতিবৎসর একবার এতাবতা প্রথম তিন মাসের বাবৎ মুশাহেরাইত্যাদির টাকা দেওয়া যাওনের সময়ে কালেক্টরী কাছারীতে হাজির হয় যে এই আইনের ৩ ধারার ১ প্রথম প্রকরণের লিখনানুসারে যে ইসমনবিসীর বহী নিরূপণ করিতে হুকুম হইয়াছে তাহার দৃষ্টে এবং এমত মুশাহেরাইত্যাদি লওনের বিষয়ে প্রবঞ্চনা ও দাগাবাজী না হইতে পারিবার নিমিত্তে কালেক্টর সাহেব আর যেং সন্ধান ও অনুসন্ধান করা উচিত বুঝেন্ তদনুসারে ঐ সকল ব্যক্তিদিগের নিরূপণ ও ঠাহর হয় কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে সম্যক্‌প্রকার সন্ধান ও অনুসন্ধান ও যথার্থ তহকীক ও তদন্তক্রমে যদি কালেক্টর সাহেবের এমত নিশ্চয় বোধ হয় যে মুশাহেরা কি তনখাদারেরা ব্যাধি কি দৌর্ব্বল্যপ্রযুক্ত হাজির হইতে অশক্ত কিম্বা অন্তঃপুরবাসিনী স্ত্রীলোক হয় যাহারা দেশের রীতিমতে প্রায় সর্ব্বদা বাহিরে আইসে না এমতে প্রথম তিন মাসের বাবৎ মুশাহেরা কি তনখার টাকা তাহা লওনের নিমিত্তে যে ব্যক্তি এপ্রকার মুশাহেরা কি তনখাদারদিগের তরফহইতে মোখ্তার মোকরর হইয়া আইসে তাহাকে দেওয়া যাইবেক ইতি।—১৮১৩ সা। ১১ আ। ৫ ধা। ২ প্র।

বৎসরের বাকী নয় মাসের মুশাহেরার টাকা যে আমলাকে কালেক্টর সাহেব একর্ম্মে নিযুক্ত করেন্ তাহার মারফত দেওয়া যাইবার কথা।

৬৩। বৎসরের বাকী নয় মাসের মুশাহেরা কি তনখার টাকা কালেক্টরী সিরিশ্তার নিযুক্ত যে কোন আমলাকে কালেক্টর সাহেব এই কর্ম্ম চালাইবার নিমিত্তে নিযুক্তকরা উচিত বুঝেন্ তাহার মারফত দেওয়া যাইবেক ও সে আমলার কর্ত্তব্য যে প্রত্যেক মুশাহেরা কি তনখাদারদিগের বাটীতে গিয়া ইহা তহকীক করিয়া জ্ঞাত হয় যে ইসমনবিসীর বহীতে যে মুশাহেরা কি তনখাদারদিগের নাম লেখা আছে তাহারা জীবদ্দশাতে আছে কি না কি যে সকল ব্যক্তিরা মুশাহেরা কি তনখার দরখাস্ত করে প্রকৃতার্থে তাহারা মুশাহেরা আদি পাওনের হকদার সেইং ব্যক্তি বটে কি না। এবং তাহার কর্ত্তব্য যে যে মুশাহেরা কি তনখা নিঃসন্দেহ পাওনের যোগ্য হয় কেবল সেই মুশাহেরা কি তনখা দেয় আর যাহাতে কিছু সন্দেহ হয় তাহা কালেক্টর সাহেবের হুকুমের অপেক্ষায় রাখিবেক এবং

করে তাহা কালেকটর সাহেবের হজুরে জ্ঞাত করাইবেক ইতি।—১৮১৩ সা। ১১ আ। ৫ ধা। ৩ প্র।

কোন ব্যক্তি কোন মুশাহেরাআদি দাগাবাজী করিয়া অনর্থক লইতেছে ইহা কেহ প্রমাণ করিলে যত ইনাম পাইবেক তাহার কথা।

৬৪। এই আইনের হেতুবাদের লিখিত যে দুষ্টতা ও অসঙ্গতাচরণ মুশাহেরা লওনের বিষয়েতে হইয়াছে তাহার গতিক ও প্রকার যথার্থরূপে স্পষ্ট হয় ও তাহা আর না হইতে পায় এ কারণ হুকুম হইতেছে যে কালেকটর সাহেবের দ্বারা বোর্ড রেবিনিউ কি বোর্ড কমিস্যনর সাহেবদিগের হজুরে যে কোন ব্যক্তিতে ঐ বোর্ডের সাহেবদিগের বিশ্বাস হয় এমতে এ কথা প্রমাণ করে যে কোন ব্যক্তি দাগাবাজী ও প্রবঞ্চনা করিয়া কোন মুশাহেরা কি তনখা অনর্থক লইয়া আপন মুনাফা করিতেছে সে ব্যক্তিকে সেই মুশাহেরা কি তনখার ছয় মাসেতে যত টাকা হয় তত টাকা ইনাম দেওয়া যাইবেক ইতি।—১৮১৩ সা। ১১ আ। ৬ ধা।

৬ ধারা।

মুশাহেরার ভূমির বদলে সনন্দ দেওনবিষয়ক বিধি।

লোকদিগকে মুশাহেরার বদলে কিছু২ পতিত ভূমির সনন্দ দিবার কথা।

৬৫। জানা কর্ত্তব্য যে ইঙ্গরেজী ১৮০৩ সালের ২৪ আইনের ২ ও ৩ ধারাতে এবং ১৮০৫ সালের ১২ আইনের ৩০ ধারাতে যেং মুশাহেরার কথা লেখা গিয়াছে তাহাব্যতিরিক্ত আরং সমস্ত মুশাহেরা ও তনখা কেবল সরকারের কৃপা ও অনুগ্রহক্রমে লোকদিগকে দেওয়া গিয়া থাকে এবং সরকারের এমত কর্তৃত্ব আছে যে যখন ইচ্ছা তখন এমত মুশাহেরা দেওয়া মৌকুফ অর্থাৎ বারণ করিতেও পারেন অতএব এক্ষণে এমত নির্দ্ধার্য্য করা যাইতেছে যে যখন সরকারে উচিত বুঝা যায় ও হইতে পারে তখন ঐ সকল মুশাহেরা ও তনখার পরিবর্ত্তে তাহা পাওনিয়ারদিগকে কিছুং পতিত ভূমির সনন্দ দেওয়া যাইবেক যে ঐ ভূমি নিষ্করুরূপে তাহার দিগের এবং তাহারদিগের উত্তরাধিকারিদিগের ভোগদখলে পুত্রপৌত্রাদিক্রমে সর্ব্বকালে বহাল ও স্থিরতর থাকিবেক কিন্তু যাহারা সরকারের হুকুমমতে এক্ষণে মুশাহেরা কি তনখা পাইতেছে তাহারদিগের কেহ যদি মুশাহেরা কি তনখার বদলে এমত ভূমির সনন্দ লইতে না চাহে তবে সে ব্যক্তির অসম্মতিক্রমে তাহার জীবদ্দশার মধ্যে মুশাহেরা কি তনখার বদলে পতিত ভূমি দেওয়া যাইবেক না। এবং মুসলমানদিগের দরগাহ কিম্বা খানকাহ অর্থাৎ ধর্ম্মশালার খরচনিমিত্তে এবং হিন্দুলোকের দেবালয়ের ও ধর্ম্মকর্ম্মের খরচপত্রের কারণ সরকারহইতে নিয়মিত যে মুশাহেরা ও তনখা যে ব্যক্তির স্থানে দেওয়া যায় তাহার অসম্মতিক্রমেও সে মুশাহেরা কি তনখার বদলেও ভূমি দেওয়া যাইবেক না আর সরকারের সনন্দক্রমে কিম্বা চলিত কোন আইনের মতে যে ব্যক্তির নামে পুত্রপৌত্রাদিক্রমে মুশাহেরা দিবার হুকুম হইয়াছে ঐ মত তাহারো অনিচ্ছাধীন তাহাকে নিষ্কররূপে পতিত ভূমির সনন্দ দেওয়া যাইবেক না ইতি।—১৮০৬ সা। ২২ আ। ২ ধা।

মুশাহেরাপাওনিয়া কোন লোক মরিয়া গেলে কি আপন ইচ্ছায় মুশাহেরার বদলে ভূমি চাহিলে কালেক্টর সাহেবের যে উদ্যোগ করা কর্ত্তব্য তাহার কথা।

৬৬। যাহারা মুশাহেরা পায় তাহারদিগের কেহ যদি মরে কিম্বা আপন ইচ্ছাক্রমে মুশাহেরা কি তনখার বদলে পতিত ভূমির সনন্দ চাহে তবে যে ভূমি শস্য জন্মিবার যোগ্য ও ঐ ব্যক্তির উপকারের উপযুক্ত হয় এমত পতিত ভূমি সরকারের তরফহইতে ঐ মুশাহেরা পাওনিয়াকে সেখানকার কালেক্টর সাহেবের বিবেচনা করিয়া দিতে হইবেক পরে যে জিলার কালেক্টর সাহেবের নিকটহইতে সে মুশাহেরা ও তনখা দেওয়া গিয়া থাকে সেই জিলার মধ্যে যদি ভূমি দেওয়া যাইবার বাসনা হয় তবে তথাকার কালেক্টর সাহেব আপন দপ্তরের কাগজ ও আপন আমলার দ্বারা ভূমির বিষয় বিবেচনা করিবেন তাঁহার তাহাতে কিছু কঠিন হইবেক না আর যদি অন্য কোন জিলার অধিকারে ভূমি দেওয়া উচিত হয় তবে যে জিলা হইতে মুশাহেরা দেওয়া যায় সে জিলার কালেক্টর সাহেবের কর্ত্তব্য যে যে জিলায় ভূমি দিতে হইবেক সেই জিলার কালেক্টর সাহেবের নিকটে এ কথা লিখিয়া পাঠান যে সেখানকার পতিত ভূমির প্রকার ও গতিক এবং এ বিষয়ে যে২ কথা ও প্রকরণের বিবেচনা করিতে হয় তাহা সুন্দরমতে বিবেচনা করিয়া বুঝেন পরে এই দুইমতেই কালেক্টর সাহেবদিগের উচিত যে সর্ব্বতোভাবে বিবেচনা করা হইলে পর তাহার সমস্ত কৈফিয়ৎ অর্থাৎ বৃত্তান্ত বেওরা করিয়া বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের নিকটে লিখিয়া পাঠান ইতি।—১৮০৬ সা। ২২ আ। ১০ ধা।

বোর্ড রেবিনিউর সাহেবলোকেরা কোন ব্যক্তিকে পতিত ভূমির সনন্দ দেওয়া উচিত বুঝিলে তাহার লিখনের বিষয়ে তাঁহারদিগের যে কর্ত্তব্য তাহার কথা।

৬৭। উপরের ধারামতে পাঠান কৈফিয়তের কাগজ দৃষ্টি করিয়া কিম্বা আর কোন প্রকার জ্ঞাতহওনেতে বোর্ড রেবিনিউর সাহেব লোকেরা যদি এমত বুঝেন যে মুশাহেরাপাওনিয়া কোন লোককে এই আইনের ৯ ও ১০ ধারানুসারে মুশাহেরা কি তনখার বদলে পতিত ভূমির সনন্দ দিতে হইবেক ইহাতে যদি সেই মুশাহেরা এই আইনের ২ ও ৩ ধারার লিখিত সংখ্যাহইতে অধিক কিম্বা ন্যূন সংখ্যার হয় তবে ঐ সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে এ বিষয়েতে আপনারা যাহা বিবেচনা করিয়া থাকেন তাহার বৃত্তান্ত লিখিয়া ঐ ভূমি দেওনের অর্থে এক সনন্দের মুসাবিদা করিয়া তাহা মঞ্জুরহওনের এবং তাহাতে সেক্রেটারী সাহেবের দস্তখৎহওনের নিমিত্তে একসহিতে শ্রীযুত নওয়াব গবরনর জেনরল বাহাদুরের হজুরে পাঠাইয়া দেন কিন্তু যে ব্যক্তিকে সনন্দ দেওয়া যাইবেক তাহার সম্মতি ও স্বেচ্ছামতে সে সনন্দের মজমুন লেখা যাইবেক এবং ঐ ভূমির সনন্দ তাহাকে দেওয়া যাইবার হেতু ও আর২ যে২ কথা তাহার সহিত সম্পর্ক রাখে তাহাও ঐ সনন্দে লিখিতে হইবেক ইতি।—১৮০৬ সা। ২২ আ। ১১ ধা।

মুশাহেরার বদলে ভূমি দিতে হইলে তাহার সঙ্খ্যা

৬৮। জানা কর্ত্তব্য যে যদি মুশাহেরার বদলে ভূমি দিতে হয় তবে সেই ভূমির সংখ্যা এ প্রকারে নির্ণয় করা যাইবেক যে যে ভূমি দেওয়া যায় সে ভূমি সুন্দর ফসল হওনের যোগ্য হইলে পর

তাহার যত ভূমির উৎপন্ন শস্যের মূল্যের টাকা ঐ ব্যক্তির মুশাহেরার টাকার তুল্য সংখ্যা হয় তত বিঘা ভূমির সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়া যাইবেক কিন্তু শ্রীযুত নওয়াব গবরনর জেনরল বাহাদুরের এমত কর্ত্তৃত্ব থাকিবেক যে সকল মোকদ্দমার বিষয় ও বৃত্তান্ত বুঝিয়া ও বিবেচনা করিয়া এই ধারার নির্ণীত ভূমির সংখ্যাহইতে অধিক ভূমি কিম্বা ন্যূন যাহা উচিত হয় তাহাই দিবেন। আর সে ব্যক্তি ঐ ভূমি যাহাতে অনায়াসে আবাদ তরদুদ করিতে পারে ঐ ভূমিব্যতিরিক্ত এমত কিছু নগদ টাকাও শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর তাহাকে দিবার হুকুম দিবেন কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে ঐ নগদ টাকা তাহার এক বৎসরের মুশাহেরা কি তনখার টাকাহইতে কখন অধিক পাইবেক না ইতি।—১৮০৬ সা। ২২ আ। ১২ ধা।

নির্ণয়ের মতের কথা।

মুশাহেরার বদলে ভূমি লওনিয়াদিগকে ভূমি ভিন্ন কিছু নগদ টাকা ঐ ভূমি আবাদের জন্যে দিবার হুকুম হজুর হইতে হইবার কথা।

১৮ অধ্যায়।

অকর্ম্মণ্য সিপাহীপ্রভৃতির জায়গীর ও মুশাহেরা।

১ ধারা।

বাঙ্গালা বেহার উড়িষ্যায় অকর্ম্মণ্য জায়গীরদার বিষয়ক প্রথম করা বিধান।

ইং ১৭৯৩ সালের ৪৩ আইনের ৩২ ধারা বলবৎ রাখিবার কথা।

১। জানিবেন যে এ ধারার অনুসারে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪৩ আইনের ৩৩ ধারা বলবৎ রাখা গেল ইতি।—১৮০৪ সা। ১ আ। ২৭ ধা।

ইঙ্গরেজী ১৭৮৯ সালের ১৮ ফিব্রুআরি ও ১৭৯০ সালের ১৪ দিসেম্বরের হুকুমসকলের মতে যে অকর্ম্মণ্যেরা বরাওর্দ্দের দ্বিগুণ পরিমাণে ভূমি জায়গীর পাইয়াছে তাহার উপর উপরের ধারাসকলের হুকুম না চলিবার কথা।

২। জানিবেক যে এই আইনের উপরের ধারাসকলে যেং হুকুম লেখা আছে তাহার সহিত ইঙ্গরেজী ১৭৮৯ সালের ১৮ ফিব্রুআরি ও ১৭৯০ সালের ২৪ দিসেম্বরের হুকুমসকলের মতে অকর্ম্মণ্যেরা যে ভূমি বরাওর্দ্দের দ্বিগুণ পরিমাণে জায়গীর পাইয়াছে তাহার কিছু দায় নাই সে অকর্ম্মণ্যেরা নানা স্থানে আছে এবং তাহারা সিপাহীগিরী খেদমতের হুকুমের নীচে নহে এবং সরকারহইতে কিছু মাহিয়ানাও পায় না এবং সিপাহীগিরী খেদমতের কিছু এলাকাও রাখে না এদেশস্থ অন্যং যাবদীয় প্রজারা যে মত সকল দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালতের হুকুমের তাবে আছে সে অকর্ম্মণ্যেরাও সেই মত থাকিবেক তাহারা ও তাহারদিগের উত্তরাধিকারিরা সাবেক আইন সকলের হুকুমমাফিক যে জায়গীর ভূমি পাইয়াছে তাহা স্থিরতর ও বহাল রহিবার কারণ কালেক্টর সাহেবদিগের এমত চেষ্টা কর্ত্তব্য যে তাহারদিগেরে তথাকার ভূম্যধিকারিদিগের স্থানহইতে সাবেক আইনসকলের লিখিত সকল নিয়মক্রমে সে ভূমির পাট্টা পাট্টাই তালুকের অনুসারে দেওয়ান ও সেই সকল নিয়মক্রমে সুবেজাৎ বাঙ্গালা ও বেহার ও উড়িষ্যার মধ্যে যে ব্যক্তি যে স্থানে যত ভূমি পাইয়া থাকে ও পায় তাহার উপর চেষ্টা ও লট্‌খটী দূরের কারণ নীচের লিখনানুসারে হুকুম নির্দ্দিষ্ট হইল।—১৭৯৩ সা। ৪৩ আ। ৩৩ ধা। ১ প্র।

যে অকর্ম্মণ্যের নাম ছাটা যাইবেক সে এই প্রকরণের লিখিত বরাওর্দ্দক্রমে ভূমি জায়গীর পাইবার কথা।

৩। এ দেশী যে অকর্ম্মণ্যেরা এইক্ষণে মোকাম মুঙ্গেরে আছে ও পশ্চাৎ যাহারা অকর্ম্মণ্য হয় তাহারা ইঙ্গরেজী ১৭৮৯ সালের ১৮ ফিব্রুআরির আইনের ১ প্রথম ধারার লিখনানুসারে যে মাহিয়ানা সরকারে পায় তাহার এওজে যদি পতিত ভূমি জায়গীর চাহে তবে তাহারদিগের হুদ্দাক্রমে পাইবার বরাওর্দ্দের যে বেওরা নীচে

লেখা যাইতেছে তদনুসারে ভূমি দিয়া সরকারের দফ্তরহইতে তাহারদিগের নাম ছাটা যাইবেক।

বেওরা।

ইনফণ্ট্রি সিপাহীরদের কমাণ্ডর অর্থাৎ সরদার ও তুরুকসওয়ারের রেসালাদার জন প্রতি।	৬০০ ছয়শত বিঘা
ইনফণ্ট্রি সেপাহানের সুবেদার ও তুরুকসওয়ারের পহিলা জমাদার জনপ্রতি	৪০০ চারিশত বিঘা
ইনফণ্ট্রি সেপাহানের জমাদার ও তুরুকসওয়ারের দুসরা জমাদার জনপ্রতি	২০০ দুই শত বিঘা
ইনফণ্ট্রি সিপাহীরদের হাওয়ালদার ও তুরুকসওয়ারেরপহিলা দফাদার জনপ্রতি	১২০ এক শত কুড়ি বিঘা
ইনফণ্ট্রি সিপাহীরদের নায়েক ও তুরুকসওয়ারের দুসরা দফাদার জনপ্রতি	১০০ এক শত বিঘা
সিপাহী ও তুরুকসওয়ার জনপ্রতি	৮০ আশী বিঘা

জন প্রতি সারেঙ্গ জমাদারের মতে ও টিণ্ডাল হাওয়ালদারের ক্রমে ও কসব নায়েকের অনুসারে ও খালাসী সিপাহীর রূপে পাইবেক। —১৭৯৩ সা। ৪৩ আ। ৩৩ ধা। ২ প্র।

৪। ঐ আইনের ২ দ্বিতীয় ধারার হুকুম এই যে সে ভূমি জিলা সরকার বেহার ও সরকার শাহাবাদ ও সরকার রোতাসের মধ্যে যে গ্রামে যে লইতে চাহে তাহারে সেই গ্রামে দেওয়া যাইবেক। —১৭৯৩ সা। ৪৩ আ। ৩৩ ধা। ৩ প্র।

ঐ ভূমি সরকার বেহার ও সরকার শাহাবাদ ও সরকার রোতাসের যে স্থানে চাহে তথায় দেওয়া যাইবার কথা।

৫। সেই আইনের ৩ তৃতীয় ধারার হুকুম এই যে২ গ্রামে যে ভূমিপসন্দ ও চাহর হয় তাহা দিতে যদি সেই সকল জিলার কালেক্টর সাহেবেরা কোন আপত্তি দেখেন তবে তাঁহারদিগের কর্ত্তব্য যে সেই গ্রামের নিকটবর্ত্তি গ্রামান্তরে আপত্তিরহিত ভূমি চাহরাইয়া দেন।—১৭৯৩ সা। ৪৩ আ। ৩৩ ধা। ৪ প্র।

অকর্ম্মণ্যেরা যে গ্রামে যে ভূমি চাহরে তাহা পাইবার বাধা হইলে কালেক্টর সাহেবেরা যে উদ্যোগ করিবেন তাহার কথা।

৬। ঐ আইনের ৪ চতুর্থ ধারার হুকুম এই যে অকর্ম্মণ্যদিগেরে পতিত ভূমি জায়গীর ঐ সকল জিলাছাড়া অন্য২ জিলাতেও দেওয়া যাইবেক যে সময়ে তাহা দেওয়া শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলে উচিত জানেন।—১৭৯৩ সা। ৪৩ আ। ৩৩ ধা। ৫ প্র।

এই ধারার ৩ প্রকরণের প্রস্তাবিত সকলস্থানছাড়া স্থানান্তরে ভূমি জায়গীর দিতেও কৌন্সেলে শ্রীযুতের কর্তৃত্ব থাকিবার কথা।

ভূমির ঠাহর করিতে কালেক্টর সাহেবদিগের যে মত কর্ত্তব্য তাহার কথা।

৭। ঐ আইনের ৪ পঞ্চম ধারার হুকুম এই যে জিলা বেহার ও জিলা শাহাবাদের কালেক্টর সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে তাঁহারা চূড়ান্ত হুকুম জানিয়া অকর্ম্মণ্যদিগেরে যে পতিত ভূমি জায়গীর দেন তাহা অল্পশ্রমে ও কিঞ্চিৎব্যয়ে আবাদ হইয়া তাহার উপস্বত্ব ত্বরাতেই লাভ হয় এবং তাহার তরদুদকার লোক অনায়াসে যোটে ও অক্লেশে তাহার তরদুদের সরঞ্জাম যোগান যায় এমত উপযুক্ত ভূমি অন্য আবাদী ভূমির নিকটে ঠাহরাইয়া দেন।—১৭৯৩ সা। ৪৩ আ। ৩৩ ধা। ৬ প্র।

আসল জায়গীরদারের জীবনাবধি ভূমিতে নিষ্করক্রমে ভোগ রহিবার কথা।

৮। ঐ আইনের ৬ ষষ্ঠ ধারার হুকুম এই যে আসল জায়গীরদার যে ভূমি পাইবেক তাহার যাবজ্জীবন সে ভূমি তাহার উপর কিছু টাক্স ও অপর কোন তলব না হইয়া তাহার ভোগদখলে রহিবেক।—১৭৯৩ সা। ৪৩ আ। ৩৩ ধা। ৭ প্র।

যাহার২ মারফতে ঐভূমির সনন্দ দেওয়া যাইবেক তাহার কথা।

৯। ঐ আইনের ৭ সপ্তম ধারার হুকুম এই যে জিলা বেহার ও জিলা শাহাবাদে ঐ মতে যে ভূমি জায়গীর দেওয়া যায় তাহার সনন্দ ঐ দুই জিলার কালেক্টর সাহেবদিগের এক২ জনের মোহর ও দস্তখতে জায়গীরদারেরা পাইবেক তাহাতে সেই কালেক্টর সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে সেই সকল ভূমির তায়দাদওগয়রহের ফিরিস্তি আপন২ এলাকার সিরিস্তায় রাখিয়া তাহার নকল প্রতিবৎসর বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের নিকটে পাঠান।—১৭৯৩ সা। ৪৩ আ। ৩৩ ধা। ৮ প্র।

অকর্ম্মণ্য মরিলে পর তাহার জায়গীর ভূমি তাহার উত্তরাধিকারিকে এই প্রকরণের লিখনক্রমে অর্শিবার কথা।

১০। ঐ আইনের ৮ অষ্টম ধারার হুকুম এই যে আসল জায়গীরদারের মৃত্যু হইলে পর তাহার ভূমি শরা কিম্বা শাস্ত্রের মতানুসারে তাহার উত্তরাধিকারী যে হয় সেই ব্যক্তি মোকররী জমার ধার্য্যক্রমে পাইবেক তাহাতে কালেক্টর সাহেবের কর্ত্তব্য যে সেই ভূমির আটসাট্টা উৎপন্ন ধরিয়া তাহার দশাংশের একাংশ যে ভূম্যধিকারির অধিকারের মধ্যে সে ভূমি থাকে সেই অধিকারির অধিকারিত্ব অর্থাৎ মালিকানা রাখিয়া বাকী সরকারের জমা মোকররী মতে ধার্য্য করেন ও জানিবেন যে তদনুসারে পশ্চাৎ সেই জায়গীরদারের উত্তরাধিকারী অন্য২ ভূমির মোকররী পাট্টাদারদিগের মতে থাকিবেক।—১৭৯৩ সা। ৪৩ আ। ৩৩ ধা। ৯ প্র।

অকর্ম্মণ্যের উত্তরাধিকারী জায়গীর ভূমির সনন্দ মোকররী মতে পাইবার ও তদনুসারে যাবৎ সরকারের জমা ও ভূম্যধিকারির মালিকানার সরব

১১। ঐ আইনের ৯ নবম ধারার হুকুম এই যে কালেক্টর সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে উপরের প্রকরণের লিখিত ধারার অনুসারে ভূমির সরকারের মোকররী জমার ও ভূম্যধিকারির মালিকানার ধার্য্য হইলে পর ৭ সপ্তম প্রকরণের লিখিত ধারার মতে সে ভূমির পাট্টা জায়গীরদারের উত্তরাধিকারির নামে আপন মোহর ও দস্তখতে তৈয়ার করাইয়া দেন যে তদনুসারে সেই ভূমি সেই উত্তরাধিকারির প্রতি তাবৎ বহাল থাকে যাবৎ তাহার সরকারের মালগুজারী

ও ভূম্যধিকারির মালিকানার সরবরাহ করে।—১৭৯৩ সা। ৪৩ আ। ৩৩ ধা। ১০ প্র।

রাহ দেয় তাবৎ সে ভূমি তাহার প্রতি বহাল রহিবার কথা।

১২। ঐ আইনের ১০ দশম ধারার হুকুম এই যে যদি কোন আসল জায়গীরদার জায়গীরভূমির সনন্দ পাইয়া সেই সনন্দের তারিখহইতে ৫ পাঁচবৎসরগত না হইবার মধ্যে মরে তবে তাহার উত্তরাধিকারী সেই পাঁচ বৎসর গতহওনপর্য্যন্ত সেই ভূমি নিষ্কর রূপে ভোগ করিবেক তদনন্তর উপরের দুই প্রকরণের লিখিত ধারার মতে সে ভূমির জমার ধার্য্য ক্রমেং হইয়া তাহার ভোগদখলে থাকিবেক।—১৭৯৩ সা। ৪৩ আ। ৩৩ ধা। ১১ প্র।

ভূমি জায়গীর পাইলে পর পাঁচ বৎসরের মধ্যে অকর্ম্মণ্য মরিলে তাহার উত্তরাধিকারী যে নিয়মে ভূমি পাইবেক তাহার কথা।

১৩। ঐ আইনের ১১ একাদশ ধারার হুকুম এই যে যদি কোন মোকররীদার সরকারের মালগুজারী সরকারে ও ভূম্যধিকারির মালিকানা না দেয় তবে তাহার ভূমিহইতে তাহার স্বত্বাধিকার লোপ হইয়া সে বাকী আদয়ের কারণ অন্য যে কেহ সেই মোকররী জমার উপর বেশী কবুল করে তাহার স্থানে সেই ভূমির পাট্টাবিক্রয় করা যাইবেক ও সেই পাট্টার অনুসারে সেই মোকররীদারের যে স্বত্ব ছিল তাহা সেই খরীদারকে অর্শিবেক।—১৭৯৩ সা। ৪৩ আ। ৩৩ ধা। ১২ প্র।

মালগুজারী ও মালিকানা না দিলে যে মত হইবেক তাহার কথা।

১৪। ঐ আইনের ১২ দ্বাদশ ধারার হুকুম এই যে যে কেহ পশ্চাৎ জিলা ভাগলপুরের বন্দোবস্ত অপেক্ষা এই বন্দোবস্ত সুন্দর জানিয়া কবুল করে তাহাকে তাহার ভূমি আবাদের সরঞ্জাম খরীদের কারণ নীচের লিখিত হৃদ্দাক্রমে বরাওর্দ্দের বেওরা মতে সরকারহইতে ইনাম দেওয়া যাইবেক।

অকর্ম্মণ্যেরা নগদ যাহা ইনাম পাইবেক তাহার কথা।

বেওরা এই যে।

৬০০ ছয় শত বিঘার জায়গীরদার —— ১৫০ দেড় শত টাকা
৪০০ চারি শত বিঘার জায়গীরদার —— ১০০ এক শত টাকা
২০০ দুই শত বিঘার জায়গীরদার —— ৫০ পঞ্চাশ টাকা
১২০ একশত কুড়ী বিঘার জায়গীরদার —— ৩০ ত্রিশ টাকা
১০০ এক শত বিঘার জায়গীরদার —— ২০ কুড়ি টাকা
৮০ আশী বিঘার জায়গীরদার —— ১৫ পনের টাকা

—১৭৯৩ সা। ৪৩ আ। ৩৩ ধা। ১৩ প্র।

১৫। ইঙ্গরেজী ১৭৯০ সালের ২৪ দিসেম্বরের আইনের হুকুম মতে অকর্ম্মণ্যদিগেরে পতিত ভূমি জায়গীর দিতে যে কোন ভূম্যধিকারী আপত্তি রাখে সে আপত্তি মিটাইবার নিমিত্তে কর্ত্তব্য যে আসল জায়গীরদারের মৃত্যু হইলে পর ইঙ্গরেজী ১৭৮৯ সালের ১৮ ফিব্রুআরির আইনের অনুসারে সেই জায়গীরদারের উত্তরাধিকা

এই প্রকরণানুসারে ভূম্যধিকারির উপর জায়গীর ভূমির জমার ধার্য্য হইবার কারণ বেশী

তলব না হইবার কথা।

রির ভোগদখলে ভূম্যধিকারির অধিকারের যে ভূমি থাকে সে ভূমির জমা যাহা মোকররী মতে ধার্য্য হয় তাহা সমস্তই সেই ভূম্যধিকারী পাইবেক ইহাতে সেই ভূমির জমা মোকররী মতে ধার্য্য হইলে তৎকালে সরকারের সহিত সেই ভূম্যধিকারির অধিকার ভূমির যে বন্দোবস্ত হইয়া থাকে তাহার তলবের বেশী সেই বন্দোবস্তের মিয়াদ আখিরীতক সেই জায়গীর ভূমির জমার ধার্য্য হইবার জন্য কদাচিৎ হইবেক না ইতি।—১৭৯৩ সা। ৩৩ আ। ৪৩ ধা। ১৪ প্র।

২ ধারা।

বারাণসে অকর্ম্মণ্য সিপাহীপ্রভৃতির জায়গীর বিষয়ক বিধি।

হেতুবাদ।

১৬। ইঙ্গরেজী ১৭৮৯ সালের ১৮ ফিব্রুআরি ও ১৭৯০ সালের ২৪ দিসেম্বরে এলাকা বারাণসে দেশীয় লোক অকর্ম্মণ্য সিপাহীদিগের সরদারেরদের ও সিপাহীদিগের ভরণপোষণার্থে ভূমি জায়গীর দিবার জন্যে যে কএক হুকুম হইয়াছে তদনুসারে সেমত যে অকর্ম্মণ্যেরা ভূমি জায়গীর পাইয়াছে তাহারা নানা স্থানে আছে এবং তাহারা সিপাহীগিরী খেদমতের হুকুমের নীচে নহে এবং সরকারহইতে কিছু মাহিয়ানাও পায় না এবং সিপাহীগিরী খেদমতের কিছু এলাকাও রাখে না যে ভূম্যধিকারির অধিকারে সে ভূমি রাখে তাহার প্রজার মতে আছে এবং অন্য প্রজারা যে রূপে সকল জিলা ও শহরের দেওয়ানী আদালত ও ফৌজদারীর হুকুমের তাবে আছে সে অকর্ম্মণ্যেরাও সেই রূপে রহিয়াছে ইহাতে তাহারা পাট্টার অনুসারে যে হক পাইয়াছে তাহা বজায় রাখণ আবশ্যকজন্যে উপরের লিখিত সকল হুকুমের মধ্যের যাহা ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪১ আইনের ২ দ্বিতীয় ধারার অনুযায়ী তাহা নীচের লিখনক্রমে আইন নির্দ্দিষ্ট হইল ইতি।—১৭৯৫ সা। ৪৩ আ। ১ ধা।

অকর্ম্মণ্যেরা কর্ম্মচ্যুত হইয়া জায়গীর ভূমি চাহিলে নীচের লিখনানুসারে পাইবার কথা।

১৭। দেশীয় অকর্ম্মণ্য সিপাহীদিগের যাহারা এইক্ষণে মোকাম মুঙ্গেরে আছে ও পশ্চাৎ যাহারা অকর্ম্মণ্য হয় তাহারা জিলা ভাগলপুরের স্থায়ী অকর্ম্মণ্য সিপাহীদিগেরে হুদ্দাক্রমে যে মাহিয়ানা সরকারহইতে পায় তাহার এওজে যদি পতিত ভূমি জায়গীর চাহে তবে সরকারের দফ্তরহইতে তাহার নাম ছাটা গিয়া মাফিক হুদ্দা নীচের লিখিত বরাওর্দ্দের বেওরাক্রমে তাহারদিগের ভূমি জায়গীর দেওয়া যাইবেক ইতি।

বেওরা।

ইনফণ্টি সিপাহীদিগের কমাণ্ডর অর্থাৎ সরদার ও তুরুকসওয়ারের রেসালাদার জনপ্রতি———————— ৬০০ ছয় শত বিঘা

ইনফাণ্ট্রি সিপাহীদিগের সুবেদার ও তুরুকসওয়ারের পহিলা জমাদার জনপ্রতি	৪০০ চারি শত বিঘা
ইনফাণ্ট্রি সিপাহীদিগের জমাদার ও তুরুকসওয়ারের দুসরা জমাদার জনপ্রতি	২০০ দুই শত বিঘা
ইনফাণ্ট্রি সিপাহীদিগের হাওয়ালদার ও তুরুকসওয়ারের পহিলা দফাদার জন প্রতি ————————	১২০ এক শত কুড়ী বিঘা
ইনফাণ্ট্রি সিপাহীদিগের নায়ক ও তুরুকসওয়ারের দুসরা দফাদার জনপ্রতি	১০০ এক শত বিঘা
সিপাহী ও তুরুকসওয়ার জনপ্রতি	৮০ আশী বিঘা

জনপ্রতি সারেঙ্গ জমাদারের মতে ও টিণ্ডাল হাওয়ালদারের ক্রমে ও কসোব নায়েকের অনুসারে ও খালাসী সিপাহীর রূপে পাইবেক। —১৭৯৫ সা। ৪৩ আ। ২ ধা। ১ প্র।

১৮। যে লোক যে গ্রামে ভূমি জায়গীর চাহিবেক তাহাকে সেই গ্রামেই দেওয়া যাইবেক।—১৭৯৫ সা। ৪৩ আ। ২ ধা। ২ প্র।

অকর্ম্মণ্যেরা যে স্থানে ভূমি জায়গীর চাহিবেক তথায় দেওয়া যাইবার কথা।

১৯। যে গ্রামে যে ভূমি ঠাহর ও পসন্দ হয় তাহা দিতে যদি এলাকা বারাণসের রেসিডেণ্ট সাহেব কোন আপত্তি দেখেন তবে তাঁহার কর্ত্তব্য যে সেই গ্রামের নিকটে গ্রামান্তরে আপত্তিরহিত ভূমি বিবেচিয়া দেন।—১৭৯৫ সা। ৪৩ আ। ২ ধা। ৩ প্র।

উপরের হুকুমের বাহির কথা।

২০। এলাকা বারাণসের রেসিডেণ্ট সাহেবের কর্ত্তব্য যে নিশ্চয় হুকুম জানিয়া অকর্ম্মণ্যদিগেরে যে পতিত ভূমি জায়গীর দেন তাহা অল্প শ্রমে ও কিঞ্চিৎ ব্যয়ে আবাদ হইয়া তাহার উপস্বত্ব ত্বরাতেই লাভ হয় এবং তাহার তরদুদকার লোক অনায়াসে যোটে ও অক্লেশে তাহার তরদুদের সরঞ্জাম যোগান যায় এমত উপযুক্ত ভূমি অন্য আবাদী ভূমির নিকটে ঠাহরাইয়া দেন।—১৭৯৫ সা। ৪৩ আ। ২ ধা। ৪ প্র।

অকর্ম্মণ্যদিগের জায়গীরভূমি নির্দ্ধারিবার হুকুমের কথা।

২১। আসল জায়গীরদার যে ভূমি পাইবেক তাহার যাবজ্জীবন সে ভূমির উপর কিছু টাক্স ও অপর কিছু তলব না হইয়া তাহার ভোগদখলে রহিবেক।—১৭৯৫ সা। ৪৩ আ। ২ ধা। ৫ প্র।

আসল জায়গীরদারেরা জীবনাবধি ভূমিতে নিষ্করক্রমে ভোগবান রহিবার কথা।

২২। এলাকা বারাণসে এমতে যে ভূমি জায়গীর দেওয়া যায় তাহার সনন্দ ঐ এলাকার রাজার মোহর ও দস্তখতে জায়গীরদারেরা পাইবেক তাহাতে রেসিডেণ্ট সাহেবের কর্ত্তব্য যে সেই সকল

যাহার২ সহী ও মোহরে ঐ সকল

ভূমির সনন্দ দেওয়া যাইবেক তাহার কথা।

ভূমির দখলী পরওয়ানা আপন মোহর ও দস্তখত দিয়া এবং সেই সকল ভূমির তায়দাদের ফিরিস্তি আপন সিরিস্তায় রাখিয়া তাহার নকল প্রতিবৎসর শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল্ বাহাদুর কৌন্সেলের হজুরে পাঠাইতে থাকেন্।—১৭৯৫ সা। ৪৩ আ। ২ ধা। ৬ প্র।

আসল জায়গীরদার মরিলে তাহার জায়গীর ভূমি তাহার উত্তরাধিকারিকে অর্শিবার কথা।

কোন অকর্ম্মণ্য মরিলে তাহার জায়গীর ভূমি তাহার উত্তরাধিকারিকে এই প্রকরণের লিখন ক্রমে অর্শিবার কথা।

২৩। কোন আসল জায়গীরদারের মৃত্যু হইলে পর তাহার জায়গীর ভূমি শরা কিম্বা শাস্ত্রের মতে তাহার উত্তরাধিকারী যে হয় সেই ব্যক্তি মোকররী জমার ধার্য্যক্রমে পাইবেক তাহাতে রেসিডেণ্ট সাহেবের কর্ত্তব্য যে রাজার সহিত ঐক্যক্রমে সে ভূমির মোকররী জমার ধার্য্য এইরূপে করেন্ যে তাহার সালিয়ানা আটসাট্টা উৎপন্ন ধরিয়া তাহার দশাংশ ভূম্যধিকারির মালিকানা কিম্বা আমানী মহাল অথবা তালুকের শামিল সে ভূমি হইলে সরকারে দাখিলের নির্দ্ধার্য্য করেন্ ও জানিবেন যে এমতে পশ্চাৎ সেই জায়গীরদারের উত্তরাধিকারী সে ভূমি অন্য২ ভূমির পাট্টাদারদিগের ন্যায়ে থাকিবেক।—১৭৯৫ সা। ৪৩ আ। ২ ধা। ৭ প্র।

অকর্ম্মণ্যদিগের উত্তরাধিকারিরা জায়গীর ভূমির সনন্দ মোকররী মতে পাইবার ও তদনুসারে সরকারের মালগুজারীদিগরের সরবরাহ দেওয়াপর্য্যন্ত সে ভূমি তাহার প্রতি বহাল থাকিবার কথা।

২৪। রেসিডেণ্ট সাহেবের কর্ত্তব্য যে উপরের প্রকরণের লিখিত ভূমির সরকারের জমা মোকররীমতে ও ভূম্যধিকারির মালিকানার ধার্য্য হইলে পর ৬ ষষ্ঠ প্রকরণের লিখনানুসারে সে ভূমির পাট্টায় মোহর ও দস্তখৎ করান্ যে তদনুসারে সেই ভূমি সেই উত্তরাধিকারির প্রতি তাবৎ বহাল থাকে যাবৎ তাহার সরকারের মালগুজারী ও ভূম্যধিকারির মালিকানার কিম্বা আমানী মহাল অথবা তালুকের শামিল সে ভূমি হইলে তাহার এওজ যাহা সরকারের পাওনা তাহার সরবরাহ করে।—১৭৯৫ সা। ৪৩ আ। ২ ধা। ৮ প্র।

কোন অকর্ম্মণ্য ভূমি জায়গীর পাইয়া ৫ বৎসরের মধ্যে মরিলে তাহার উত্তরাধিকারী যে নিয়মে সে ভূমি পাইবেক তাহার কথা।

২৫। যদি কোন আসল জায়গীরদার জায়গীর ভূমির সনন্দ পাইয়া সেই সনন্দের তারিখহইতে পাঁচ বৎসরের মধ্যে মরে তবে তাহার উত্তরাধিকারী সেই পাঁচ বৎসর গতপর্য্যন্ত সেই ভূমি নিষ্করক্রমে ভোগদখল করিবেক তদনন্তর উপরের লিখিত দুই প্রকরণের মতে সে ভূমির জমার ধার্য্য ক্রমে২ হইয়া তাহার ভোগদখলে থাকিবেক —১৭৯৫ সা। ৪৩ আ। ২ ধা। ৯ প্র।

মালগুজারী ও মালিকানাদিগর না দিলে যে মত হইবেক তাহার কথা।

২৬। যদি কোন মোকররীদার ভূম্যধিকারির মালিকানা এবং সরকারের মালগুজারী কিম্বা আমানী মহাল অথবা তালুকের শামিল ভূমি রাখিলে তাহার এওজ যাহা সরকারের পাওনা তাহা সরকারে না দেয় তবে তাহার ভূমিহইতে তাহার স্বত্বাধিকার লোপ হইয়া সে বাকী আদায়ের কারণ অন্য যে কেহ সে মোকররী জমার উপর বেশী দিতে চাহে তাহার স্থানে সেই ভূমিরপাট্টা বিক্রয় করা যাইবেক ও সেই পাট্টার অনুসারে সেই মোকররীদারের যে স্বত্ব ছিল

তাহা সেই খরীদারকে অর্শিবেক।— ১৭৯৫ সা। ৪৩ আ। ২ ধা। ১০ প্র।

২৭। উত্তরকালে যাহার সহিত এমত বন্দোবস্ত হয় তাহার ভূমি আবাদের সরঞ্জাম খরীদের কারণ নীচের লিখিত বরাওর্দ্দের বেওরা হুকুমমতে সরকারহইতে ইনাম দেওয়া যাইবেক।

অকর্ম্মণ্যেরা যে নগদ ইনাম পাইবেক তাহার কথা।

বেওরা

৬০০ ছয় শত বিঘার জায়গীরদার ...... ১৫০ দেড় শত টাকা।
৪০০ চারি শত বিঘার জায়গীরদার ...... ১০০ এক শত টাকা।
২০০ দুই শত বিঘার জায়গীরদার ...... ৫০ পঞ্চাশ টাকা।
১২০ এক শত কুড়ি বিঘার জায়গীরদার .. ৩০ ত্রিশ টাকা।
১০০ এক শত বিঘার জায়গীরদার ...... ২০ কুড়ি টাকা।
৮০ আশী বিঘার জায়গীরদার .... ১৫ পনের টাকা।
—১৭৯৫ সা। ৪৩ আ। ২ ধা। ১১ প্র।

২৮। ইঙ্গরেজী ১৭৯০ সালের ২৪ দিসেম্বরের জারীহওয়া হুকুম এই যে অকর্ম্মণ্যদিগেরে পতিত ভূমি জায়গীর দিতে কোন ভূম্যধিকারী আপত্তি রাখিলে তাহা মিটাইবার কারণ কর্ত্তব্য যে আসল জায়গীরদারের মৃত্যু হইলে পর সেই আসল জায়গীরদারের উত্তরাধিকারির ভোগদখলে সে ভূম্যধিকারির অধিকারে যে ভূমি থাকে সে ভূমির জমা যাহা মোকররীমতে ধার্য্য হয় তাহা সমস্তই সেই ভূম্যধিকারী পায়। ইহাতে সেই ভূমির জমা মোকররী মতে ধার্য্য হইলে তৎকালে সরকারের সহিত সেই ভূম্যধিকারির অধিকার ভূমির যে বন্দোবস্ত হইয়া থাকে তাহাহইতে বেশী তলব সেই বন্দোবস্তের মিয়াদ আখিরীতক সেই জায়গীর ভূমির জমার ধার্য্য হইবার জন্যে কদাচিৎ হইবেক না ইতি।—১৭৯৫ সা। ৪৩ আ। ২ ধা। ১২ প্র।

এই প্রকরণানুসারে ভূম্যধিকারির উপর জায়গীর ভূমির জমার ধার্য্য হইবার জন্যে বন্দোবস্তের বেশী তলব না হইবার কথা।

২৯। ঐ ধারার ৬ ষষ্ঠ প্রকরণের লিখনানুসারে যেরূপে ফিরিস্তি রাখিয়া তাহার নকল প্রতিবৎসর শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হজুরে পাঠাইতে থাকিবার অর্থে রেসিডেণ্ট সাহেবের প্রতি হুকুম আছে সে কার্য্য বরখাস্ত হইলে পর তথাকার কালেক্টর সাহেবের কর্ত্তব্য যে প্রতিবৎসর সেইরূপে ফিরিস্তি রাখিয়া তাহার নকল বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের নিকটে পাঠাইতে রহেন্ ইতি —১৭৯৫ সা। ৪৩ আ। ৩ ধা।

কালেক্টর সাহেব সনং যে ফিরিস্তি পাঠাইবেন তাহার কথা।

৩০। উত্তরকালে ২ দ্বিতীয় ধারার লিখনানুসারে কোন অকর্ম্মণ্যকে ভূমি জায়গীর দেওয়া যাইবেক না জানিবেন যে সে হুকুম কেবল যে সকল ভূমি অদ্যাবধি জায়গীর দেওয়া গেল তাহার উপরেই চলিবেক ইতি।—১৭৯৫ সা। ৪৩ আ। ৪ ধা।

উত্তরকালে উপরের প্রকরণসকলের লিখনানুসারে ভূমি জায়গীর না দিবার কথা।

৩ ধারা।

অকর্ম্মণ্য সিপাহীপ্রভৃতির জায়গীর ও মুশাহেরার সংশোধিত বিধি।

ইং. ১৭৯৩ সালের ৪৩ আইনের তথা ইং ১৭৯৫ সালের ৫৬ আইনের যে যে হুকুম রদ হইল তাহার কথা।

৩১। এ আইনের অনুসারে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪৩ আইনের তথা ইঙ্গরেজী ১৭৯৫ সালের ৫৬ আইনের হুকুমসকল নীচের লিখিত এক হুকুমছাড়া রদ হইল এবং তাহার বদলে নীচের লিখিত ধারাসকলের অনুক্রমে হুকুমসকল নির্দ্দিষ্ট করা গেল এ নির্দ্দিষ্ট হুকুমসকল এ আইন জারীর তারিখহইতে চলন হইবেক ইতি। —১৮০৪ সা। ১ আ। ২ ধা।

ইস্বলীদেরদের জায়গীর যে যে জিলায় নির্দ্দিষ্ট হইবেক তাহার কথা।

৩২। উত্তরকালে ইস্বলীদেরদের জায়গীর গ্রাম ও ভূমি কেবল জিলা বেহারে ও সাহাবাদে ও তীরথে ও সরকার সারণে ও ভাগলপুর ও চাটিগাঁয় নির্দ্দিষ্ট হইবেক। এবং ইস্বলীদেরদের কোন থানা শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলের বিনাহুকুমে কেবল বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের কর্তৃত্বে নির্ণয় হইবেক না ইতি।—১৮০৪ সা। ১ আ। ৩ ধা।

জায়গীরের ও আলুফার এতমামদারীর সামান্য ভারার্পণ যে সাহেবদিগকে হইল তাহার কথা।

৩৩। এ ধারার অনুসারে বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগকে ইস্বলীদেরদের জায়গীরের ও আলুফার এতমামদারী ভার সামান্যরূপে অর্পণ হইল ইতি।—১৮০৪ সা। ১ আ। ৪ ধা।

জায়গীরের এতমামদারীতে ও তাহার থানাসকলের মোখ্তারীতে যত জন রেগুলেটিং অফিসর যথায়২ নিযুক্ত হইবেন তাহার কথা।

৩৪। ইস্বলীদেরদের জায়গীরের এতমামদারীর কর্তৃত্বভার বিশেষরূপে রেগুলেটিংঅফিসর খ্যাতিতে খ্যাত জনেক সাহেবকে অর্পণ হইবেক। এবং তাহারদিগের জায়গীরের থানাসকলের কর্ম্ম ঐ খ্যাত্যাপন্ন অফিসর এক জন জিলা ভাগলপুরেও তীরথে আর এক জন জিলা বেহারে আর এক জন জিলা সাহাবাদে ও সরকার সারণে আর এক জন জিলা চাটিগাঁয় নিযুক্ত রহিবেন ইতি।— ১৮০৪ সা। ১ আ। ৫ ধা।

রেগুলেটিং অফিসরী কর্ম্মের সমাচার হজুর কৌন্সেলে দিবার মতের কথা।

৩৫। রেগুলেটিং অফিসরেরা কালেক্টর সাহেবদিগের তাবে থাকিবেন এবং ঐ অফিসরী কর্ম্মের যে সমাচার যৎকালে শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলে দিবার আবশ্যক হয় তাহা লিখিয়া কালেক্টর সাহেবেরা বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের স্থানে চালান করিবেন তথাহইতে ঐ হজুর কৌন্সেলে পঁহুছিবেক ইতি।—১৮০৪ সা। ১ আ। ৬ ধা।

জায়গীরভূমি বি

৩৬। রেগুলেটিং অফিসরেরা ইস্বলীদদিগের জায়গীরভূমি যদনু

সারে বিভাগ করিবার হুকুম কালেক্টর সাহেবদিগের স্থানে পান তদনুসারে বিভাগ করিয়া দিবেন। আদালতসকলের সাহেবেরা তা হাতে কোন প্রকারে হস্ত নিক্ষেপ করিবেন না এবং সে ভূমিবিভাগের বিষয়ী কোন এজহার কিম্বা নালিশ শুনিবেন না ও লইবেন না ইতি।—১৮০৪ সা। ১ আ। ১৭ ধা।

ভাগ করিবার হ্যক্কিনির্ণয়ের কথা।

৩৭। ইস্বলীদেরা নীচের লিখিত হুদ্দা অর্থাৎ পদানুসারে ভূমি জায়গীর পাইবেক।

ইস্বলীদেরা হুদ্দামতে জায়গীর ভূমি পাইবার সংখ্যার কথা।

তুরুক সওয়ারের সওয়ার ও পয়দল সুবেদার। ......১০০ বিঘা।
ঐ ঐ ঐ জমাদার ও সারেঙ্গ। .... ৫০ বিঘা।
ঐ ঐ ঐ হাওয়ালদার ও টাণ্ডেল। .... ৩০ বিঘা।
নায়েক ও কস্সাব। .... ২৫ বিঘা।
—১৮০৪ সা। ১ আ। ৭ ধা।

৩৮। কালেক্টর সাহেবেরা ইস্বলীদেরদের জায়গীর ভূমির সংখ্যার ফর্দ্দ তাহারদিগের হুদ্দার নিদর্শনে পাইলে পর সেই জায়গীরের নিমিত্তে আবশ্যক ভূমির নির্ব্বাচনী করিয়া তাহার নির্দ্ধার্য্য নীচের লিখিত কটানুসারে করিবেন ইতি।— ১৮০৪ সা। ১ আ। ৮ ধা।

কালেক্টর সাহেবেরা ইস্বলীদেরদের জায়গীর ভূমির নির্ব্বাচনী ও নির্দ্ধার্য্য করিবার কথা।

৩৯। কালেক্টর সাহেবেরা পতিত কোন ভূমিকে ইস্বলীদেরদের থানার যোগ্য জানিলে কিম্বা পূর্ব্বের নির্দ্দিষ্ট কোন থানার মধ্যে ইস্বলীদেরদের কাহার বসতির উপযুক্ত স্থান ঠাহরিলে সে ভূমি সমুদায় কিম্বা তন্মধ্যের যত ভূমি সে নিমিত্তে চাহি তাহার বেওরা সমাচার সেই ভূমির অধিকারির নিকটে লিখিয়া পাঠাইয়া সেই অধিকারির স্থানে সে ভূমির পাট্টা নীচের লিখিত কটানুসারে সেই ইস্বলীদের নামে লইবেন।—১৮০৪ সা। ১ আ। ৯ ধা। ১ প্র।

কালেক্টর সাহেবেরা ইস্বলীদেরদের জায়গীরের যোগ্য ভূমি ঠাহরিলে যাহা করিবেন তাহার কথা।

৪০। ১ কট এই যে যে ভূমিকে জায়গীর ঠাহর হইবেক তাহা পূর্ব্বমতে সেই ভূমির অধিকারি জমীদারপ্রভৃতির পেটায় থাকিবেক কখন খারিজ হইতে পারিবেক না।—১৮০৪ সা। ১ আ। ৯ ধা। ২ প্র।

জায়গীর ভূমি তদধিকারির পেটাহইতে খারিজ না হইতে পারিবার কথা।

৪১। ২ কট এই যে জলকর ও বনকর ও ফলকর অঙ্ক সমস্তই জায়গীর ভূমির পাট্টাভুক্ত হইবেক।— ১৮০৪ সা। ১ আ। ৯ ধা। ৩ প্র।

জলকরাদি অঙ্ক জায়গীর ভূমির পাট্টাভুক্ত হইবার কথা।

৪২। ৩ কট এই যে খারিজ জমা ভূমির অনুসারে নিষ্করস্বরূপে ইস্বলীদেরদের জায়গীর ভূমি তাহারদিগের জীবনাবধি ভোগ হই

জায়গীর ভূমি ইস্বলীদেরদের জীব

নাবধি নিষ্করে ভোগ থাকিয়া অবর্ত্তমানে তদুত্তরাধিকারিগণকে অর্শিবার কথা।

বেক। এবং তাহারদিগের অবর্ত্তমানে তদুত্তরাধিকারিগণকে সে ভূমি অর্শিবেক।—১৮০৪ সা। ১ আ। ৯ ধা। ৪ প্র।

উত্তরাধিকারি বিহীন কোন ইন্বলীদ মরিলে তাঁহার জায়গীর ভূমি যাহাকে অর্পণ হইবেক তাহার কথা।

৪৩। ৭ কট এই যে যদি কোন ইন্বলীদ তস্য উত্তরাধিকারী অসত্ত্বে মরে তবে সেই মৃতের জায়গীর ভূমি এদেশীয় বর্ণ অন্য নব্য ইন্বলীদ জনেকের দখলে সেই কটানুসারে থাকিতে পারিবেক যে কটানুসারে সেই নব্য ইন্বলীদ সেই মৃতের উত্তরাধিকারী হইলে থাকিত যদি কেহ সেই কটানুসারে সে ভূমি লইতে স্বীকার না করে তবে সে ভূমিকে তদধিকারি জমীদারপ্রভৃতি যে রহে সেই ব্যক্তি পুনরায় নিজে দখল করিয়া স্বেচ্ছাধীন যে কর্ত্তব্য করিতে পারিবেক।—১৮০৪ সা। ১ আ। ৯ ধা। ৮ প্র।

কোন ইন্বলীদের জায়গীর ভূমি তস্য উত্তরাধিকারি প্রভৃতির হস্তে গেলে তদধিকারির স্থানে উপরের উক্ত কটে আদৌ এক পাট্টা লইবার তদনন্তর রাজস্ব ধার্য্যের কাল প্রাপ্তে সে ভূমির সীমা ও সংখ্যা ও রাজস্ব নিদর্শনে দুসরা পাট্টা লইবার কথা।

৪৪। ১২ কট এই যে যদি কোন ইন্বলীদের জায়গীর ভূমি তাহার রাজস্ব ধার্য্যের নির্ণীত কালপ্রাপ্তের পূর্ব্বে তদুত্তরাধিকারী কিম্বা তস্য স্থান প্রাপ্তকে অথবা অন্য কোন ইন্বলীদপ্রভৃতিকে দেওয়া যায় তবে রেগুলেটিং অফিসরের কর্ত্তব্য যে কালেক্টর সাহেবের দ্বারা সে ভূমির অধিকারির স্থানে সে ভূমি সেই লোকের হস্তে থাকিবার কারণ উপরের প্রকরণসকলের লিখিত কটযুক্তে আদৌ এক পাট্টা লইয়া পরে তাহার রাজস্ব ধার্য্যের নির্ণীত কালপ্রাপ্ত হইলে সেই ভূমির সীমা ও সংখ্যা ও রাজস্ব নিদর্শনে উপরের উক্ত রাজস্বদানের নিদর্শনী কটযুক্ত দুসরা পাট্টা সেই ভোগবানের নামে লন।—১৮০৪ সা। ১ আ। ৯ ধা। ১৩ প্র।

ভূম্যধিকারিগণ ও ইন্বলীদদিগের আপোসে যে কট জায়গীর ভূমির সম্পর্কে হয় তাহা বলবৎ থাকিবার এবং সেই কটঘটিত আপত্তির মোকদ্দমা জিলার আদালতে উপস্থিত ও নিষ্পত্তি হইবার কথা।

৪৫। ১৬ কট এই যে একাদিক্রমে ১৭ প্রকরণের লিখিত কট ছাড়া অপর যে কটাবধারণ ইন্বলীদদিগের সহিত জমীদারপ্রভৃতি ভূম্যধিকারির আপোসে হয় তাহা সেই কটাবলম্বী সকলের উপর বলবৎ থাকিবেক। এবং জমীদারপ্রভৃতি ভূম্যধিকারির সহিত ইন্বলীদদিগের কিম্বা তদুত্তরাধিকারি প্রভৃতির জায়গীরভূমির সম্বন্ধীয় কটের কোন আপত্তি জন্মিলে সে মোকদ্দমা সেই জিলার দেওয়ানী আদালতে উপস্থিত ও নিষ্পত্তি হইবেক ইতি।—১৮০৪ সা। ১ আ। ৯ ধা। ১৭ প্র।

ইন্বলীদ দিগের জায়গীর ভূম্যস্থিতা কোন অধিকার ভূমি পরহস্তে গেলে সেহেতুক জায়গীরী

৪৬। এ আইনের অনুসারে ইন্বলীদদিগের জায়গীরভূমি যে জমীদারপ্রভৃতি ভূম্যধিকারির অধিকারের মধ্যে থাকে তাহার অধিকার ভূমি সমুদায় কিম্বা তন্মধ্যের কিছু যদি নীলামে বিক্রয় হয় অথবা অন্য কোন রূপে পরহস্তে যায় তবে সেপ্রযুক্ত ইন্বলীদদিগের ও তদুত্তরাধিকারপ্রভৃতির জায়গীরী কটের বিচলিত কোন প্রকারে হই

বেক না বরং সে ভূমি পূর্ব্বাধিকারির হস্তছাড়া না হইলে যে মতে সেই সকল কটের মর্য্যাদা বলবৎ রাখা সেই পূর্ব্বাধিকারির কর্ত্তব্য হইত সেইমতে বলবৎ রাখা সেই নব্যাধিকারির কর্ত্তব্য হইবেক যদি ইস্বলীদদিগের জায়গীর ভূমিবিষয়ে স্ফুটদিয়া এ হুকুমের বিপরীতেও কোন হুকুম ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১ মাই তারিখের নির্দ্দিষ্ট ৪৪ আইনে কিম্বা অন্য কোন আইনে লেখা গিয়া থাকে ইতি।—১৮০৪ সা। ১ আ। ১০ ধা।

কটের বিচলিত না হইবার কথা।

৪৭। সরকারের খাস তালুকের মধ্যে যে ইস্বলীদেরা পত্তন হয় তাহারা জমীদারপ্রভৃতির ভূম্যধিকারির অধিকারে অন্য ইস্বলীদেরা পত্তন হইবার নির্ণীত কটের অনুসারে কিম্বা তদিতর যে কটের ধার্য্য তাহারা সেই জায়গীর ভূমি পাইবার পূর্ব্বে শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর উচিত বুঝিয়া করেন্ তদনুসারে ভোগ করিবেক ইতি।—১৮০৪ সা। ১ আ। ১১ ধা।

ইস্বলীদেরা সরকারের খাস তালুকের মধ্যে প্রাপ্ত জায়গীর ভূমি জমীদারপ্রভৃতির অধিকারস্থ জায়গীর ভূমির কটের অনুসারে ভোগ করিবার কথা।

৪৮। ইস্বলীদদিগের থানার এতমামদার সাহেব অর্থাৎ রেগুলেটিং অফিসরের কর্ত্তব্য যে ইস্বলীদদিগের সহজ বিবাদ এবং দেনা ও পাওনা ঘটিত যেং বিরোধ উপস্থিত হয় তাহার নিষ্পত্তি তাহারদিগের হিতোপদেশ করাইয়া ও বুঝাইয়া যত করিতে পারেন্ তাহা করেন্। যদি তাঁহার কথা তাহারা না শুনে তবে সে নালিশ সেই জিলার আদালতে করিতে পারিবেক। কিন্তু এ ধারাক্রমে জানিবেন যে রেগুলেটিং অফিসরের প্রভুত্ব কোন প্রকারে তাহার থানার সীমার বাহিরে খাটিবেক না ইতি।—১৮০৪ সা। ১ আ। ১৩ ধা।

রেগুলেটিং অফিসরেরা কেবল নিজ থানার মধ্যের ইস্বলীদেরদের সহজ বিরোধ মিটাইতে পারিবার এবং তাহার বাহিরে কোন প্রভুত্ব চালাইতে না পারিবার কথা।

৪৯। ইস্বলীদেরা দেওয়ানী আদালতের সংক্রান্ত মোকদ্দমা করিতে ব্যামোহ না পায় এবং তাহার সওয়াল ও জওয়াবের কারণ তাহারদিগেরে আদালতে হাজির হইতে না হয় একারণ সরকারী উকীলগণের কর্ত্তব্য যে আদালতসকলের তলব মতে কিম্বা কালেক্টর সাহেবদিগের হুকুমের অনুসারে বিনাখরচে ইস্বলীদদিগের মোকদ্দমার সওয়াল ও জওয়াব করে ইতি।—১৮০৪ সা। ১ আ। ১৪ ধা।

ইস্বলীদদিগের মোকদ্দমার সওয়াল ও জওয়াব সরকারী উকীলগণে বিনাখরচে করিবার কথা।

৫০। দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালতসকলের ও পোলীসের হুকুম যেরূপে অন্যং স্থানে জারী হয় সেই রূপে ইস্বলীদদিগের থানাসকলে জারী হইবেক। ইস্বলীদেরা ও থানাসকলের নিবাসি অন্য লোকেরা সে হুকুম মানিবেক। যদি কেহ না মানে তবে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪১ আইনের অনুসারে ছাপা ও জারীহওয়া যে আইন হুকুম উল্লঙ্ঘনের হেতুতে লোকদিগের দণ্ড ও শাস্তি হইবার নির্দ্দেশনে হইয়াছে ও হয় সেই আইনের অনুক্রমে সেই হুকুম উল্লঙ্ঘ

ইস্বলীদপ্রভৃতি থানার নিবাসিরা দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালতসকলের ও পোলীসের হুকুম হেলন করিলে অন্যং লোকের

মতে দণ্ড ও শাস্তি হইবার কথা।

কের দণ্ড কিম্বা শাস্তি হইবেক ইতি।—১৮০৪ সা। ১ আ। ১৫ ধা।

জায়গীরভূমি ইস্বলীদদিগের হস্তবশ থাকিতে কর্জ্জের নিমিত্তে বন্ধক সিদ্ধাদি না হইবার কিন্তু তাহার মরণানন্তর হইতে পারিবার কথা।

৫১। ইস্বলীদদিগের জায়গীর ভূমি যাবৎ তাহারদিগের হস্তে থাকিবেক তাবৎ তাহা কর্জ্জের প্রবোধে বন্ধক দেওয়া সিদ্ধ হইবেক না। এবং তাহারা মরিলে পরেও সে ভূমিকে কর্জ শোধের সংস্থান বোধ করা যাইবেক না। কিন্তু সে ভূমি তদুত্তরাধিকারিগণের কিম্বা তৎস্থানপ্রাপ্ত জনের হস্তে গেলে তৎকালে তাহা কর্জ শোধের সংস্থান বোধ হইতে পারিবেক ইতি।—১৮০৪ সা। ১ আ। ১৬ ধা।

ইস্বলীদেরা হাজিরীদিগরের কালে নিজ থানায় সাক্ষাৎ থাকিবার কথা।

৫২। ইস্বলীদদিগের কর্ত্তব্য যে তাহারদিগের হাজিরী লইবার কালে এবং জায়গীর ভূমি বিভাগ করিবার সময়ে আপন২ থানায় সাক্ষাৎ থাকে যদি কেহ অসাক্ষাৎ হয় তবে তৎক্ষণাৎ তাহার নাম কাটা যাইবেক। কিন্তু যদি তৎকালে কোন হেতুতে বিদায় কিম্বা পীড়িত হইয়া থাকে অথবা অপর কোন বিশিষ্টকারণে তাহার নাম কাটন রেগুলেটিং অফিসর কিম্বা কালেক্টর সাহেব অকর্ত্তব্য জানেন্ তবে কাটা যাইবেক না। এবং আদালতসকলের সাহেবেরা এ ধারার অনুসারে ইস্বলীদদিগের কাহার নাম কাটা গেলে সে বিষয়ী কোন এজহার কিম্বা নালিশ শুনিবেন না ও লইবেন না ইতি।—১৮০৪ সা। ১ আ। ১৮ ধা।

ইস্বলীদদিগকে উত্তরকালে যে ভূমি জায়গীর দেওয়া যাইবে কেবল তাহাতেই ৯ ধারার হুকুম খাটিবার এবং সকল জায়গীর ভূমির পাট্টার কটের ঐক্য যত হইতে পারে তাহা করিবার কথা।

৫৩। জানিবেন যে ৯ নবম ধারার লিখিত হুকুম যে ভূমি উত্তরকালে ইস্বলীদদিগকে পুরস্কারক্রমে জায়গীর দেওয়া যাইবেক কেবল সেই ভূমির সম্পর্কে খাটিবেক। কিন্তু কালেক্টর সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে ইঙ্গরেজী ১৭৮৯ সালের ১৮ ফিব্রুআরির প্রকাশিত আইনের অনুসারে বন্দোবস্তহওয়া থানাসকলের ইস্বলীদিগকে যে ভূমি পুরস্কারক্রমে জায়গীর পূর্ব্বে দেওয়া গিয়াছে তাহার এবং অন্য সকল জায়গীরভূমির পাট্টার কট এ আইনের ৯ নবম ধারার লিখিত কটের সহিত যত ঐক্য হইতে পারে তাহা করেন্ এবং ইস্বলীদদিগের জনাজাতের জায়গীর ভূমির সংখ্যানিদর্শনে থানাসকলের বন্দোবস্ত নব্য ডৌলে করিতে মনোযোগী হন্। এবং এইক্ষণে যাহারা ইস্বলীদদিগের স্থানে গণ্য আছে তাহারা আপন২ হুদ্দা নিদর্শনী বরাওর্দ্দক্রমে যে যত ভূমি জায়গীর পাইবেক তাহা নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিবেন। এবং ইস্বলীদদিগের যে উত্তরাধিকারিগণকে কিম্বা তৎস্থানপ্রাপ্ত জনকে তাহারদিগের জায়গীর ভূমি অর্শিয়াছে তাহারদিগের সম্বন্ধেও এহুকুম বহাল রাখিবেন। আর ইস্বলীদেরা ও তদুত্তরাধিকারিগণ এবং তৎস্থানপ্রাপ্ত জনেরা সেই বরাওর্দ্দঅপেক্ষা অধিক ভূমি যাহা পাইয়া থাকে তাহা বাজেয়াপ্ত করিবেন। কিন্তু ভোগবানেরা নিজে আপন২ হুদ্দার নিদর্শনী বরাওর্দ্দমতে কিম্বা উত্তরাধিকারিতাদিক্রমে যে যত ভূমি পাইয়া আবাদ করিয়া থাকে তাহা যদি এক্ষ

[illegible] হুদ্দার নিদর্শনী বরাওর্দ্দ অপেক্ষা অধিক হইবে তবে সে অধিক [illegible]বাদি ভূমি বাজেয়াপ্ত করিবেন না সে ভোগবানেরা সেই আবা[illegible] ভূমিসমস্তই উপরের উক্ত কটামুসারে ভোগ করিবেক। পরন্তু [illegible]বিবেন যে এ ধারার নির্ণীত বিধানদৃষ্টে জায়গীর ভূমিতে ইস্বলীদ প্রভৃতি ভোগবানদিগের এবং জমীদারপ্রভৃতি ভূম্যধিকারিগণের স্বত্বাধিকার যাহা এ আইনের নির্দ্ধারিত করারদাদের অনুসারে কিম্বা ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪৩ আইনের অথবা ইঙ্গরেজী ১৭৯৫ সালের ৫৬ আইনের লিখিত হুকুমের অনুরূপে রহে তাহার বিচলিত তাবৎ হইতে পারিবেক না যাবৎ জমীদারপ্রভৃতি ভূম্যধিকারিগণের স্বেচ্ছাধীনে হওয়া বন্দোবস্তের নিয়মিত কালবহির্ভূত না হয় ইতি।—১৮০৪ সা। ১ আ। ১৯ ধা।

কালেক্টর সাহেবেরা ইস্বলীদদিগের কারণ ভূমি মরা আবাদ করিবার ও তাহার খরচের বিল হজুর কৌন্সেলে পাঠাইবার কথা।

৫৪। যদি নব্য থানাপত্তনের নিমিত্তে হুকুম হয় কিম্বা পূর্ব্বের নির্দিষ্ট কোন থানার নিকটবর্ত্তী ভূমি ইস্বলীদদিগকে দিবার তাৎপর্য্য দর্শে তবে তৎকালে সেই জিলার কালেক্টর সাহেবের কর্ত্তব্য যে সে ভূমিতে যে বন থাকে তাহা কাটাইয়া এবং সে ভূমি শীঘ্র আবাদ হইবার জন্যে কূপ ও নালা খাত ও পুলবন্দিআদি যাহা অবশ্য করণীয় তাহা করাইয়া সেই বন কাটানওগয়রহের খরচ একত্র লিখেন। এবং সে ভূমি সমুদায় আবাদ হইবার অব্যবহিতপূর্ব্বে তাহার সম্বাদ আলাহাবাদের কমাণ্ডাণ্টকে কিম্বা অন্য যে কোন অফিসরের তাবে ইস্বলীদেরা থাকে তাঁহার স্থানে পাঠাইয়া দেন। তদনন্তর সে ভূমিতে পত্তন হইবার কারণ এদেশীয় বর্ণ যত জন ইস্বলীদকে পাঠাইতে হয় তাহা সেই কমাণ্ডাণ্টপ্রভৃতি অফিসরেরা পাঠাইয়া দিবেন। এবং কালেক্টর সাহেব সেই আবাদের কর্ম্ম সমস্ত সম্পন্ন হইলে পর তাহার সম্যক্ খরচের বিল মঞ্জুরের অর্থে বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের দ্বারা শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলে চালান করিবেন ইতি।—১৮০৪ সা। ১ আ। ২০ ধা।

ইস্বলীদদিগের বসতি বাটীপ্রভৃতির নিদর্শন পাট্টায় থাকিবার এবং তাহার রাজস্ব ধার্য্যের মতের কথা।

৫৫। ইস্বলীদদিগের জায়গীরভূমির পাট্টায় তাহারদিগের বসতি বাটীর ও বাগানআদির ভূমির সংখ্যা স্বতন্ত্র২ শ্রেনি দিয়া লিখিতে হইবেক। এবং তাদৃশ ভূমির রাজস্ব যে হারে লাগিবার নির্ণয় সেই পরগনায় থাকে সেই হারের দুই তেহাইক্রমে সে সকল জায়গীর ভূমির রাজস্বধার্য্য কালেক্টর সাহেবেরা করিবেন।—১৮০৪ সা। ১ আ। ২১ ধা ১ প্র।

পথ ও কূপাদির জন্যে ভূমিক্রয় সরকারহইতে হইবার কথা।

৫৬। জায়গীরী সকল গ্রামেই আবশ্যক পথ ও কূপাদির জন্যে ভূমিক্রয় সরকারহইতে হইবেক এবং তাহা বিনামূল্যে ইস্বলীদেরা পুরস্কার পাইবেক। কালেক্টর সাহেবেরা সে ভূমির মূল্য বাজে খরচের তলে লিখিবেন ইতি।—১৮০৪ সা। ১ আ। ২১ ধা। ২ প্র।

৪ ধারা।

জায়গীরদারেরদের উত্তরাধিকারী।

উত্তরাধিকারিরা উত্তরাধিকারিতার ভূমিতে দখল পাইবাবধি পাঁচ বৎসরপর্য্যন্ত যে হারে মালিকানা দিবেক তাহার কথা।

৫৭। ৪ কট এই যে ইম্বলীদেরদের উত্তরাধিকারিগণ উত্তরাধিকারিতার ভূমিতে দখল পাইবাবধি পাঁচ বৎসরপর্য্যন্ত সে ভূমির উৎপন্নের দশ ভাগের এক ভাগ মালিকানাক্রমে তদধিকারি জমীদারপ্রভৃতিকে দিবেক।—১৮০৪ সা। ১ আ। ৯ ধা। ৫ প্র।

পাঁচবৎসর গতে ভূমির উৎপন্নের পাঁচ ভাগের দুই ভাগ রাজস্ব নির্ণয় হইবার কথা।

৫৮। ৫ কট এই যে ঐ পাঁচ বৎসর মুদ্দৎগতে মালিকানা অঙ্ক মৌকুফ হইয়া সে ভূমির উৎপন্নের পাঁচ ভাগের দুই ভাগ ফসল কিম্বা তাহার মূল্য যাহা তদধিকারির সহিত ধার্য্য হয় তাহাই রাজস্বত্বরূপে নির্ণয় হইবেক সেই রাজস্ব চিরকাল বলবৎ থাকিবেক।—১৮০৪ সা। ১ আ। ৯ ধা। ৬ প্র।

ইম্বলীদলোকের উত্তরাধিকারি দিগের যে রাজস্ব দিতে হয় বোর্ড রেবিনিউর হুকুমমতে কালেক্টর সাহেবেরা তাহার ধার্য্য করিবার কথা।

৫৯। ইঙ্গরেজী ১৮০৪ সালের ১ আইনের ৯ ধারার ৬ প্রকরণের লিখিত কাল অতীত হইলে পর যেং জিলাতে ইম্বলীদ অর্থাৎ অকর্ম্মণ্য সিপাহীলোকের থানা থাকে সে সকল জিলার কালেক্টর সাহেবদিগের আবশ্যক হইবেক যে জায়গীরদারদিগের উত্তরাধিকারিগণের তাহারদিগের ভোগদখলে জায়গীরের যে ভূমি আছে তাহার নিমিত্তে যে রাজস্ব জমীদারদিগকে দিতে হয় বোর্ড রেবিনিউর সাহেবলোকের অনুমতি ও হুকুমমতে তাহার ধার্য্য করেন্ ইতি।—১৮০৮ সা। ১১ আ। ২ ধা।

যে দাঁড়ার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া কালেক্টর সাহেবেরা রাজস্ব ধার্য্য করিবেন তাহার কথা।

৬০। কালেক্টর সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে ঐ রাজস্ব ধার্য্যকরণের সময়ে এই আইনের হেতুবাদের লিখিত দাঁড়ার অভিপ্রায়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া যথাসাধ্য তদনুসারে কার্য্য করেন্ কেননা জায়গীরের ভূমির মত সে জিলাতে অন্য যেং ভূমি আছে তাহার রাজস্বের যথার্থ হার যত করিয়া হয় তাহা বুঝা গেলে তাহার তিন অংশের দুই অংশের সমান অঙ্ক যতকে হয় তত করিয়া ঐ জায়গীরের ভূমির রাজস্ব তাহার অধিকারির স্বত্ব ঠাহরিবেক এতাবতা ন্যায্য পাওনা হইবেক আর ইহাও জানা কর্ত্তব্য যে ঐ কালেক্টর সাহেবদিগের তরফহইতে জমীদার ও ঐ প্রকার ইজারদারদিগের মধ্যে এ বিষয়ে যে নিয়মের ধার্য্য হয় যাবৎ ভূমিতে তাহারদিগের অধিকার থাকে তাবৎ তাহাই বহাল ও স্থিরতর বুঝা যাইবেক ইতি।—১৮০৮ সা। ১১ আ। ৩ ধা।

হেতুবাদ।

৬১। জানা কর্ত্তব্য যে জায়গীরদার ইম্বলীদদিগের অর্থাৎ অকর্ম্মণ্য সিপাহীলোকের উত্তরাধিকারিদিগের যে রাজস্ব দিতে হয় তা

হার অর্থে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪৩* আইনের ৫ ধারার ৬ প্রক রণেতে এমত লেখা গিয়াছে যে ৫ পাঁচ বৎসর অতীত হইলে পর কালেক্টর সাহেবের কর্ত্তব্য যে ৪ চতুর্থ নিয়মের লিখিত মালিকানার অঙ্ক মৌকুফ অর্থাৎ রহিত করিয়া ঐ জায়গীরের ভূমির মত অন্য ভূমিহইতে সেখানকার জিলাতে যত রাজস্ব পাওয়া যায় তাহার তিন অংশের দুই অংশ ঐ জায়গীরের ভূমির প্রতি রাজস্ব ধার্য্য করেন্ আর ইঙ্গরেজী ১৮০৪ সালের ১ আইনের ৯ ধারার ৬ প্রকরণেতেও ইহা লেখা গিয়াছে যে ৫ পাঁচ বৎসর অতীত হইলে পর মালিকানার অঙ্ক মৌকুফ হইয়া সম্বৎসরে যে উৎপন্ন হইবেক তাহার পাঁচ ভাগের ২ দুই ভাগ জিনিসে কিম্বা নগদে যাহা উভয়মধ্যে ধার্য্য পায় তাহাই সেই ভূমির অধিকারির স্বত্ব ঠাহরিবেক এতাবতা ন্যায্য পাওনা হইবেক কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে শেষের লিখিত ঐ দাঁড়ার মর্ম্ম ও তাৎপর্য্য ইহা ছিল না যে জমীদারদিগকে ইস্বলীদ অর্থাৎ অকর্ম্মণ্য সিপাহীলোকের উত্তরাধিকারিদিগের যত করিয়া রাজস্ব দিতে হয় তাহাহইতে কোন প্রকারে কিছু অতিশয় হয়। আর ইস্বলীদের ভূমি জমীদারদিগের প্রকৃত মালগুজারীর জমার বন্দোবস্তের মধ্যে ভুক্ত হয় নাহি অতএব ইহাতে অতিশয়ের তাৎপর্য্যের ভাব্যভাবনা সুতরাং কোন প্রকারে এ সরকারের কর্ম্মকর্ত্তাদিগের অন্তঃকরণে হইতে পারে না বরং সেখানকার জিলাতে ঐ জায়গীরের ভূমির মত অন্য ভূমিহইতে যে উৎপন্ন হয় তাহার তিন ভাগের দুই ভাগের সমান যতকে হয় তাহার সঙ্খ্যা ঠাহরা ও নির্ণয়করা যদি দুষ্কর হয় এই অনুমানে এবং পূর্ব্বের দাঁড়াক্রমে যে ফলোদয় হইত ইঙ্গরেজী ১৮০৪ সালের ১ আইনের ৯ ধারায় ৬ প্রকরণে যে দাঁড়া স্পষ্ট করিয়া লেখা গিয়াছে তাহা জারীকরণেতেও অপ্রভেদে সেই ফল দর্শিবেক এই ভাবার্থে পূর্ব্বের দাঁড়াসকলের ফেরফার করা গিয়াছিল কিন্তু হজুরে যেং সমাচার পঁহুছিল তাহা পাওনেতে এ সরকারের কর্ম্মকর্ত্তাদিগের বোধ হইতেছে যে কোনং প্রকারেতে ঐ ফলোদয় হয় না একারণ শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে নীচের লিখিত দাঁড়া সকল নির্দ্দিষ্ট হইল ও ঐ সকল দাঁড়া এই আইন জারীহওনের তারিখঅবধি যে সকল জিলাতে ইস্বলীদ অর্থাৎ অকর্ম্মণ্য সিপাহীদিগের থানা আছে কিম্বা উত্তর কালে হয় সে সকল জিলায় জারী ও চলন হইবেক ইতি।—১৮০৮ সা। ১১ আ। ১ আ।

৬২। সমস্ত আদালতের সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে যদি জমীদারদিগের তরফহইতে ইস্বলীদ অর্থাৎ অকর্ম্মণ্য সিপাহীলোকের উত্তরাধিকারিদিগের নামে জায়গীরের ভূমির রাজস্বের নালিশ উপস্থিত হয় তবে বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের হুকুমমতে কালেক্টর সাহেবদিগের তরফহইতে যে রাজস্ব ধার্য্য হইয়া থাকে তাহার দৃষ্টে

জমীদারের তরফহইতে ইস্বলীদের উত্তরাধিকারির নামে হওয়া নালিশের বিচার নিষ্পত্তি কালেক্টর সাহে

* ৩৩ ধারাব্যতিরেকে এই আইনের সমুদয় রদ হইয়াছে।

বের ধার্য্য করার। জয়ের দৃষ্টে সমস্ত আদালতের সাহেবদিগের করিতে হইবার কথা।

উপযুক্ত সময়ে রাজস্ব ধার্য্য না হইলে জমীদারদিগেতে যে ক্ষমতা বর্ত্তে তাহার কথা।

তাহার বিচার ও নিষ্পত্তি করেন্ আর উপরের ধারাসকলের লিখনমতে যাবৎ কালেক্টর সাহেবের তরফহইতে এ বিষয়ে কোন হুকুম না হইয়া থাকে তাবৎ এপ্রকার কোন দাওয়ার মোকদ্দমা শ্রবণ ও গ্রাহ্যের যোগ্য হইবেক না কিন্তু যদি কালেক্টর সাহেবেরা উপযুক্ত সময়ে তাহার ধার্য্যকরণেতে বিলম্ব করিয়া থাকেন্ আর সেই হেতুক জমীদারদিগের পক্ষে কিছু ক্ষতি ও ব্যামোহ হইয়া থাকে তবে ঐ জমীদারদিগের ক্ষমতা আছে যে এ বিষয় বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের হজুরে উপস্থিত করে পরে ঐ সাহেবদিগের উচিত যে এপ্রকার নালিশের বিচার অতিশীঘ্র করেন্ ইতি।—১৮০৮ সা। ১১ আ। ৪ ধা।

কোন ইম্বলীদ জায়গীর ভূমি পাইবাবধি সাত বৎসরাতীত না হইতে মরিলে সে ভূমি তদুত্তরাধিকারির দখলে যে কটে যত কাল থাকিবেক তাহার কথা।

৬৩। ৬ কট এই যে যদি কোন ইম্বলীদ জায়গীর ভূমি পাইবাবধি সাত বৎসরাতীত না হইতে মরে তবে সে ভূমি তদুত্তরাধিকারির দখলে সেই সাত বৎসর পূর্ণপর্য্যন্ত নিষ্করক্রমে থাকিবেক তদনন্তর তাহার রাজস্ব উপরের উক্ত দুই কটের অনুসারে ক্রমে২ ধার্য্য হইবেক।—১৮০৪ সা। ১ আ। ৯ ধা। ৭ প্র।

কোন ইম্বলীদের জায়গীর ভূমি তদুত্তরাধিকারিগণ না হইলে কিম্বা তাহা আবাদ করিতে অশক্ত হইলে তাহারা সে ভূমি বিক্রয় করিতে পারিবার কথা।

৬৪। ৮ কট এই যে যদি কোন ইম্বলীদ মরিলে পর তদুত্তরাধিকারিগণ তস্য জায়গীর ভূমিকে উপরের উক্ত কটানুসারে লইতে না চাহে কিম্বা সে ভূমি পত্তন আবাদ করিতে অশক্ত হয় তবে তাহারা সে ভূমিকে সেই থানার অন্য কোন ইম্বলীদের স্থানে বিক্রয় করিতে পারিবেক। এবং এমত করিলে উপরের প্রকরণসকলের উক্ত ইম্বলীদেরদের উত্তরাধিকারিগণের সম্পর্কীয় সমস্ত কট সেই ক্রেতার সম্বন্ধে খাটিবেক।—১৮০৪ সা। ১ আ। ৯ ধা। ৯ প্র।

ইম্বলীদেরদের জায়গীর ভূমির রাজস্ব ও মালিকানা উসুল করিবার মতের এবং সে উপলক্ষে তদধিকারির স্থানে কিছু বেশী তলব না হইবার কথা।

৬৫। ১১ কট এই যে ইম্বলীদেরদের জায়গীর ভূমির রাজস্ব ও মালিকানার যে টাকা ৪ চতুর্থ তথা ৫ পঞ্চম কটের লিখনানুসারে নির্দ্ধারিত হইয়াছে তাহা অন্য২ প্রজার স্থানে রাজস্বাদি তহসীল করিবার মতে উসুল করা যাইবেক। এবং সে রাজস্ব ও মালিকানার উপলক্ষে সে ভূমির অধিকারি জমীদারপ্রভৃতির স্থানে কিছু বেশী তলব হইবেক না।—১৮০৪ সা। ১ আ। ৯ ধা। ১২ প্র।

ভূম্যধিকারিরা নিজ প্রাপ্তব্য রাজস্বাদির হিসাবের রুজু লিখিবার কারণ ইম্বলীদেরদের থানায়২ স্বপক্ষ গোমাস্তাদিগেরে নি

৬৬। ১৩ কট এই যে ইম্বলীদেরদের জায়গীর ভূমির অধিকারি জমীদারপ্রভৃতির সাধ্য আছে যে ইম্বলীদী থানায়২ আপনারদিগের পক্ষের গোমাস্তা এক২ জনকে নিযুক্ত করিয়া রাখে। সে গোমাস্তারা সেই অধিকারিদিগের প্রাপ্তব্য রাজস্ব ও মালিকানার টাকার হিসাবের রুজু লিখিবেক এবং উত্তরকালে ইম্বলীদেরদের জায়গীর ভূমির সম্পর্কীয় নির্ণীত কটের কিম্বা সরকারের সহিত ভূম্যধিকারিগণের

হওয়া করারদাদের উল্লঙ্ঘন হইলে তাহার বেওরা নিজ মুনিবদিগকে জানায়।—১৮০৪ সা। ১ আ। ৯ ধা। ১৪ প্র।

যুক্ত করিতে পারিবার কথা।

৬৭। যে বিধবা স্ত্রী নিজ স্বামির উত্তরাধিকারিণী হয় সে স্ত্রী নিকাকরণক কিম্বা মতান্তরে ভর্ত্তন্তর করিলেও তৎপূর্ব্ব স্বামির জায়গীর ভূমি বাজেয়াফ্ত না হইয়া তাহার ভোগ বলবৎ থাকিতে পারিবেক। এবং সে স্ত্রীর মরণানন্তর সে ভূমি তাহার শাস্ত্রসম্মত উত্তরাধিকারিগণকে অর্শিবেক ইতি।—১৮০৪ সা। ১ আ। ১২ ধা।

ইম্বলীদদিগের উত্তরাধিকারিণী বিধবা স্ত্রীতে ভর্ত্তন্তর করিলেও পূর্ব্ব স্বামির জায়গীর ভূমি ভোগ করিতে পারিবার কথা।

৬৮। ৯ কট এই যে যদি কোন ইম্বলীদের উত্তরাধিকারিগণ নিজ পৈতৃক জায়গীর ভূমির ভোগার্হ হইয়া ও তাহা দখলের হুকুম পাইয়া তদবধি এক বৎসরপর্য্যন্ত কোন বিশিষ্ট বাধক হেতুব্যতীত সে ভূমি আবাদ না করে তবে সে ভূমি বাজেয়াফ্ত হইয়া অন্য কোন ইম্বলীদকে কিম্বা অন্য ইম্বলীদের উত্তরাধিকারি অথবা তৎস্থানপ্রাপ্ত লোককে সেই কটানুসারে দেওয়া যাইবেক যে কটানুসারে সে লোক সেই মৃত ইম্বলীদের উত্তরাধিকারী হইলে সে ভূমির ভোগার্হ হইত। আর যদি অন্য কোন ইম্বলীদপ্রভৃতিতে সেই কটানুসারে সে ভূমি লইতে স্বীকার না করে তবে সে ভূমি ৭ কটের অনুসারে তদধিকারি জমীদারভূপ্রতি যে রহে তাহার হস্তগত হইবেক।—১৮০৪ সা। ১ আ। ৯ ধা। ১০ প্র।

কোন ইম্বলীদের জায়গীর ভূমি তদুত্তরাধিকারিগণ পাইয়া তাহা এক বৎসরপর্য্যন্ত আবাদ না করিলে সে ভূমি অন্য ইম্বলীদপ্রভৃতিতে অথবা ভূম্যধিকারিতে পাইবার কথা।

৬৯। ১০ কট এই যে কোন ইম্বলীদের উত্তরাধিকারির কিম্বা তৎস্থানপ্রাপ্তের দখলে যে জায়গীর ভূমি আইসে তাহার মধ্যে চাসের যোগ্য যত ভূমি তাহার রাজস্ব ধার্য্যের নির্ণীত কালপর্য্যন্ত চাস না হইয়া থাকে তাহা বাজেয়াফ্ত হইয়া পুনরায় তদধিকারি জমীদারপ্রভৃতির হস্তে যাইবেক সে যাহাকে চাহে তাহাকেই পাট্টা দিয়া জোতাইবেক। কিন্তু যদি তৎকালে সেই উত্তরাধিকারী কিম্বা তৎস্থানপ্রাপ্ত ব্যক্তি এমত নিয়মপত্র লিখিয়া দেয় যে আমি এই রাজস্ব ধার্য্যের নির্ণীত তারিখহইতে এক বৎসরের মধ্যে এ ভূমি আবাদ করিয়া পশ্চাৎ বৎসরে২ ইহার রাজস্ব যোগাইয়া দিব তবে সে ভূমি বাজেয়াফ্ত না হইয়া তস্য দখলে থাকিবেক।—১৮০৪ সা। ১ আ। ৯ ধা। ১১ প্র।

কোন ইম্বলীদের উত্তরাধিকারিতে প্রাপ্ত ভূমির মধ্যে যাহা তাহার রাজস্ব ধার্য্যের নির্ণীত কালের মধ্যে আবাদ না হয় তাহা বাজেয়াফ্ত হইবার ও তাহাতে কর্ত্তব্যাচরণের কথা।

৭০। ১৪ কট এই যে যে সময়ে ৫ পঞ্চম কটের লিখিত হুকুমমতে কোন থানার সমুদায় ভূমির রাজস্ব ধার্য্যের কালপ্রাপ্ত হয় সে সময়ে হুজুরের হুকুমমতে রেগুলেটিং অফিসর সেই থানার এতমামদারী ভারহইতে অবসর হইবেন। এবং তদনন্তর সে থানা জমীদারীর মোতালক অন্যান্য গ্রামের ন্যায় গণ্য হইবেক। এবং যে ইম্বলীদদিগের নামে আদৌ জায়গীর নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে তাহার উত্তরাধিকারী কিম্বা তৎস্থানপ্রাপ্ত ব্যক্তি সেই ইম্বলীদের জায়গীর

রেগুলেটিং অফিসর ইম্বলীদদিগের থানার সমুদয় ভূমির রাজস্ব ধার্য্যের কালে তাহার এতমামদারীহইতে অবসর হইবার এবং সে থানা জমীদারী

র মোতালক অন্য গ্রামের ন্যায্যগণ্য হইবার ও তাহা সে ইন্বলীদদিগের উত্তরাধিকারিপ্রভৃতির দখলে থাকিবার কথা।

ভূমিকে আপন২ নামের পাট্টার লিখিত কটানুসারে ভোগ করিবেক।—১৮০৪ সা। ১ আ। ৯ ধা। ১৫ প্র।

কোন ইন্বলীদদিগের উত্তরাধিকারিপ্রভৃতি কেহ নিজোত্তরাধিকারি অন্যত্রে উত্তরাধিকারিতা পত্র লিখিয়া না রাখিয়া মরিলে তাহার দখলী ভূমি পুনরায় তদধিকারির হস্তে যাইবার কথা।

৭১। ১৫ কট এই যে ইন্বলীদদিগের থানার সরকারের তরফ কর্ম্মকর্ত্তা অর্থাৎ রেগুলেটিং অফিসর ১৫ পঞ্চদশ প্রকরণের লিখনানুসারে অবসর হইলে পর যদি কোন ইন্বলীদ কিম্বা তদুত্তরাধিকারী অথবা তৎস্থানপ্রাপ্ত উত্তরাধিকারিবিহীন কেহ উত্তরাধিকারিতাপত্র লিখিয়া না রাখিয়া মরে তবে সেই মৃতের জায়গীর ভূমি সমুদায় কিম্বা তন্মধ্যের যাহা সেই মৃতের ভোগ হইয়া থাকে তাহা পুনরায় তদধিকারি জমীদারপ্রভৃতির হস্তগত হইবেক সে অধিকারী অন্য যে কটে তাহার পাট্টা যাহাকে দিয়া সে ভূমি জোতাইতে চাহে তাহাই পারিবেক।—১৮০৪ সা। ১ আ। ৯ ধা। ১৬ প্র।

৫ ধারা।

জায়গীর দেওনের রীতি নিবর্ত্তন।

ইং ১৮০৪ সালের ১ আইনের কোন২ কথা ও ১৮০৬ সালের ১১ আইনের ২০ ধারা রদ হইবার কথা।

৭২। এদেশীয় ছোট বড় যে সকল ইন্বলীদ অর্থাৎ অকর্ম্মণ্য হুদ্দাদার লোকেরা কিলার নেগাহবানীর শক্তি রাখে না তাহারা ইন্বলীদের মতেতে জায়গীরের ভূমি পাইতে পারিবার অর্থে ইঙ্গরেজী ১৮০৪ সালের ১ আইনের লিখনানুসারে যাহা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহাও ইঙ্গরেজী ১৮০৬ সালের ১১ আইনের ২০ ধারা যাহার অনুসারে এমত নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে যে ছোট বড় যে সকল হুদ্দাদার লোকেরা ইন্বলীদের সিরিস্তাতে দাখিল হইয়াছে জায়গীরের ভূমি হইতে তাহারদিগের যে প্রাপ্তি হয় তাহাব্যতিরিক্ত মুশাহেরা হইতে আর কিছু২ আপন২ হুদ্দা অর্থাৎ পদানুসারে নির্দ্ধারিত পরিমাণ মতে পাইবেক তাহাও এই ধারানুসারে রদ ও রহিত হইল ইতি।—১৮১১ সা। ২ আ। ২ ধা।

এই আইন জারী হওনের তারিখঅবধি এদেশীয় যে সকল হুদ্দাদার ও সিপাহীলোক ইন্বলীদের মধ্যে দাখিল হয় তাহারা জায়গীরের ভূমি না পাইবার কিন্তু যাহারা কিলার নেগাহবানীর কর্ম্মের অযোগ্য তাহারা আপন২ পদানুসারে ছয় মাসের মুশাহেরা পাইবার ও সরকারের শাসিত দেশসকলের যেখানে ইচ্ছা বাস করিবার কথা।

৭৩। এদেশীয় ছোট বড় যে সকল হুদ্দাদারেরা এই আইন জারী হওনের পরে ইন্বলীদ অর্থাৎ অকর্ম্মণ্যদিগের মধ্যে দাখিল হয় তাহারা জায়গীরের ভূমি পাইতে পারিবেক না কিন্তু ঐ সকল হুদ্দাদারদিগের মধ্যে যে কেহ ও সিপাহীদিগের মধ্যে যে কেহ কিলার নেগাহবানীর কর্ম্মকার্য্যকরণের শক্তি না রাখে তাহারা এই ধারার ২ প্রকরণের বেওরা করিয়া লেখা পরিমাণক্রমে আপন২ দরজা অর্থাৎ পদানুসারে ছয় মাসের মাহিয়ানা পেশগীরূপে অর্থাৎ আগাম পাইবেক ও তাহাকে অনুমতি হইবেক যে সরকারের শাসিত দেশসকলের মধ্যে যে স্থানে ইচ্ছা সেই স্থানে স্বাধীন হইয়া বাস করে ইতি।—১৮১১ সা। ২ আ। ৩ ধা। ১ প্র।

১৯ অধ্যায়।

স্পেসিয়ল অর্থাৎ বিশেষ কমিস্যনর।

১ ধারা।

স্পেসিয়ল কমিস্যনর সাহেবদিগকে নিযুক্তকরণের কারণ।

১। [তর্জমা হয় নাই।]

২ ধারা।

মফঃসলের স্পেসিয়ল কমিস্যনর।

২। [তর্জমা হয় নাই।]

৩। ইঙ্গরেজী ১৮২১ সালের ১ প্রথম আইনের হুকুমানুসারে কর্ম্মকারি মফঃসলের বিশেষ কমিস্যনর সাহেবেরদের পদ এই প্রকরণের দ্বারা উঠিয়া গেলে তাঁহারদিগের যেং ক্ষমতা অর্পিত ছিল এই আইনানুসারে নিয়োগ করার উপযুক্ত রাজস্বের এবং দায়ের সায়েরীর কমিস্যনর সাহেবেরা আপনং এলাকার মধ্যে সেই ক্ষমতাপন্ন হইবেন এবং তাহার মতাচরণ করিবেন এবং মফঃসলের বিশেষ কমিস্যনর সাহেবেরদের নিকটে যেং মোকদ্দমা উপস্থিত হইয়া থাকে তাহা বিবাদবিষয়ি ভূমিইত্যাদির বিষয়ে হইলে তাহা যেং এলাকায় থাক ঐ এলাকার কমিস্যনর সাহেবের নিকটে উপস্থিত করা যাইবে।—১৮২৯ সা। ১ আ। ১০ ধা। ১ প্র।

মফঃসলের বিশেষ কমিস্যনরের পদ উঠিয়া যাইবার এবং তাঁহাতে অর্পিত ক্ষমতা ঐ কমিস্যনর সাহেবেরদের এলাকার মধ্যে তাঁহারদিগেরে অর্পিত হইবার কথা।

যে মোকদ্দমা যে এলাকায় উপস্থিত হইয়া থাকে তাহা সেই এলাকার কমিস্যনর সাহেবের নিকটে সমর্পণ করা যাইবার কথা।

৩ ধারা।

মফঃসল স্পেসিয়ল কমিস্যনর সাহেবেরদের কার্য্য ও ক্ষমতা।

৪। [তর্জমা হয় নাই।]

৫। ইঙ্গরেজী ১৮২১ সালের ১ আইনের ৩ ধারার ১ প্রকরণের লিখিত যেং কথা ঐ আইনানুসারে কর্ম্মকারি কমিস্যনর সাহেবদি

ইঙ্গরেজী ১৮২১ সালের ১ আইনের

৩ ধারার ১ প্রথম প্রকরণের কোন২ কথা রদ হইবার কথা।

গের নীলাম হওনপ্রযুক্ত বেদখলহওয়া ভূমিতে পুনর্ব্বার দখল পাইবার দাওয়ায় উপস্থিতহওয়া মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি করিবার ক্ষমতার এমত বাধা জন্মায় কি জন্মাইবেক বোধ হয় যে তাঁহারদিগের ঐ ক্ষমতা কেবল সরকারের কার্য্যকারক কোন সাহেবের অনুগ্রহ কি নিগ্রহের আশা ও ভয় প্রদর্শনক্রমে হওয়া নীলামের মোকদ্দমাতেই খাটে অন্য মোকদ্দমাতে খাটে না সেই ২ কথা এই প্রকরণের দ্বারা রদ হইল ইতি।—১৮২৩ সা। ১ আ। ২ ধা। ১ প্র।

ইঙ্গরেজী ১৮২১ সালের ১ আইন ও ১৮২৩ সালের ১ আইনানুসারে মোকদ্দমাগ্রাহ্যকরণে যে নিষেধ ছিল তাহা রদ হইবার কথা।

কমিস্যনর সাহেবেরদের আপন২ এলাকার মধ্যে ১৮২১ সালের ১ আইনেতে ১৮২৯ সালের ১ মার্চের পূর্ব্বে যে২ মোকদ্দমার হেতু হইয়াছে তাহা গ্রাহ্য করিতে ক্ষমতা দিবার কথা।

সদর বোর্ড অথবা দিল্লীর রেসিডেণ্টসাহেবের নিকটে যথাযোগ্য আপীল হইতে পারিবার কথা।

আদালতে এখন উপস্থিত উপরি লিখিত প্রকার সকল মোকদ্দমা কমিস্যনর সাহেবেরদের নিকটে সমর্পণ করা যাইবার কথা।

৬। আরো হুকুম দেওয়া যাইতেছে যে ইঙ্গরেজী ১৮২১ সালের ১ আইনের এবং ১৮২৩ সালের ১ আইনের লিখিত যে২ কথা এবং ঐ ১৮২১ সালের ১ আইনানুসারে কর্ম্মকারি বিশেষ কমিস্যনর সাহেবেরদের যে কর্ত্তৃত্ব ফসলী ১২১৭ সালের পূর্ব্বে হওয়া বিক্রয়ইত্যাদি কি অন্য যে২ বিষয়ের যে২ মোকদ্দমা উপস্থিত হইয়া থাকে ঐ২ প্রকার মোকদ্দমাব্যতিরেকে অন্য যে২ মোকদ্দমাতে সম্পর্ক না রাখে সেই সকল এই ধারার দ্বারা রদ হইল এবং দত্ত ও জয়করা দেশে রাজস্বের ও দায়েরসায়েরীর কমিস্যনর সাহেবেরদের ক্ষমতা আছে যে তাঁহারা আপন২ এলাকায় ১৮২১ সালের ১ আইনানুসারে কর্ম্মকারি কমিস্যনর সাহেবেরা ১৮২৯ সালের ১ মার্চের পূর্ব্বে কোন সময়ে যে২ মোকদ্দমার হেতু হইয়া থাকে সেই সকল মোকদ্দমা যেরূপ গ্রাহ্য করিতেন তদ্রূপ গ্রাহ্য করেন্ এবং যথাযোগ্য সদর বোর্ডের সাহেবেরদের নিকটে অথবা দিল্লীর রেসিডেণ্ট সাহেবের নিকটে ঐ২ মোকদ্দমার আপীল হইতে পারিবেক পূর্ব্বোক্ত কমিস্যনর সাহেবেরদের যেরূপ ক্ষমতা ও কর্ত্তৃত্ব ছিল তদ্রূপ ক্ষমতা ও কর্ত্তৃত্বেতে তাঁহারা তাহার বিচার ও নিষ্পত্তি করিতে পারেন্ এই আইনের দ্বারা রাজস্বের ও দায়েরসায়েরীর কমিস্যনর সাহেবদিগেরে যে২ মোকদ্দমা গ্রাহ্যকরণের ক্ষমতা অর্পিত হইয়াছে ঐ সকল মোকদ্দমা বিরোধি ভূমিইত্যাদির বিষয়ে হইলে তাহা যে এলাকায় থাকে ঐ এলাকার কমিস্যনরকে তাহা অর্পণ করা যাইবেক ইতি।—১৮২৯ সা। ১ আ। ১০ ধা। ২ প্র।

৭ ইং লাং ১১। [তর্জমা হয় নাই।]

কমিস্যনর সাহেবেরা ইঙ্গরেজী

১২। ইঙ্গরেজী ১৮২১ সালের ১ আইনের ৩ ধারার ২ ও ৪ ও ৫ ও ৬ প্রকরণের বিশেষ করিয়া লিখিত বিষয়ে এবং অন্য যে২

বিষয়ে এমত বোধ হয় যে কোন ফরিয়াদী ঐ ধারার ১ প্রকরণের বেওরা করিয়া লেখা সময়ের মধ্যে আইনের অন্যমতে করা নীলামেতে আপন স্বত্বাধিকারহইতে বেদখল হইয়াছে সেই২ বিষয়ের মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি ঐ আইনানুসারে কর্ম্মকারি কমিস্যানর সাহেবেরা সরকারের কোন কার্য্যকারক সাহেবের দ্বারা ঐ ফরিয়াদীর ক্ষতিজনক অনুগ্রহ কি নিগ্রহের আশা ও ভয়প্রদর্শন হইয়া থাকনের প্রমাণ না হইলেও করিতে পারিবেন ইতি।—১৮২৩ সা। ১ আ। ২ ধা। ২ প্র।

১৮২১ সালের ১ আইনানুসারে কার্য্যকরণেতে ঐ আইনের ৩ ধারার ২ ও ৪ ও ৫ ও ৬ প্রকরণের বিশেষ করিয়া লেখা মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি করিতে পারিবার কথা।

১৩। ইহাও জানান যাইতেছে যে উপরের লিখিত ধারার ৩ প্রকরণের বিশেষ করিয়া লিখিত মোকদ্দমাতে যদি ইহা প্রমাণ কি দৃঢ় বোধ হয় যে ঐ মোকদ্দমার দাওয়ার বিষয় বলক্রমে কি ঠগাইয়া কিম্বা উপদ্রব করিয়া কি কপটক্রমে খরীদ করা কি লওয়া গিয়াছে তবে ফরিয়াদীর ঐ অনুগ্রহ কি নিগ্রহের আশা ও ভয়প্রদর্শনের কথা দরপেশ ও প্রমাণ করণের আবশ্যক নাহি ইতি।—১৮২৩ সা। ১ আ। ২ ধা। ৩ প্র।

যেং মোকদ্দমাতে ফরিয়াদীর অনুগ্রহ নিগ্রহের আশা ও ভয়প্রদর্শনের প্রমাণকরণের আবশ্যক নাহি তাহার কথা।

১৪। ইহাও জানান যাইতেছে যে ঐ আইনের লিখনানুসারে কোন২ ফরিয়াদীর উপস্থিতকরা যেং দাওয়া অনুচিত আশা ও ভয়প্রদর্শনের প্রমাণ না হওনপ্রযুক্ত মফঃসলের স্পেসিয়ল কমিস্যানর সাহেবদিগের বিচারযোগ্য না হওনহেতুক ঐ সাহেবেরা ডিস্‌মিস্ করিয়া থাকেন্ সেই২ দাওয়া এই আইন জারীহওনের পরে উপস্থিত হইলে যেমত ঐ কমিস্যানর সাহেবেরা করিতে পারিবেন সেই মত ঐং দাওয়া পুনর্ব্বার শ্রবণ ও তাহার নিষ্পত্তি করিতে পারিবেন ইতি।—১৮২৩ সা। ১ আ। ২ ধা। ৪ প্র।

কমিস্যানর সাহেবদিগের ডিস্‌মিস করা কোন২ মোকদ্দমার পুনর্ব্বিচার করিতে ঐ সাহেবদিগের ক্ষমতা হইবার কথা।

১৫ ইং সাং ১৯। [তর্জ্জমা হয় নাই।]

৪ ধারা।

মফঃসলের স্পেসিয়ল কমিস্যানর কার্য্য ও এলাকা খারিজ দাখিলকরণ।

২০ ইং সাং ২২। [তর্জ্জমা হয় নাই।]

২৩। ইঙ্গরেজী ১৮২১ সালের ১ আইনের ৫ ধারার ৩ প্রকরণের এবং ইঙ্গরেজী ১৮২৯ সালের ১ আইনের ১০ ধারার ২ প্রকরণের লিখিত হুকুম এই ধারাক্রমে নীচের লিখিত প্রকারে শুধরা যাইতেছে ইতি।—১৮২৯ সা।। ১৮ আ। ৩ ধা। ১ প্র।

ইঙ্গরেজী ১৮২১ সালের ১ আইনের ৫ ধারার প্রকরণের ও ১৮২৯ সালের ১ আইনের ১০ ধারার ২ প্রকরণের হুকুম শুধরা ইবার কথা।

যেং মোকদ্দমা ইঙ্গরেজী ১৮২৯ সালের ১ আইনের ১০ ধারানুসারে রাজস্বের ও দায়েরসায়েরীর কমিস্যনর সাহেবের বিচারযোগ্য কহা গিয়াছে ঐং মোকদ্দমা কোন আদালতে উপস্থিত থাকিলে ঐ আদালতের সাহেবেরা যে প্রকার কর্ম্ম করিবেন তাহার কথা।

২৪। ইঙ্গরেজী ১৮২৯ সালের ১ আইনের ১০ দশম ধারার উক্ত যেং মোকদ্দমা রাজস্বের ও দায়েরসায়েরীর কমিস্যনর সাহেবের বিচারযোগ্য হয় এবং কমিস্যনর সাহেবের সমীপে সমর্পণ না করা গিয়া কোন আদালতে উপস্থিত হইয়া থাকে ঐং প্রত্যেক মোকদ্দমার বিষয়ে আদাতের সাহেবেরা উভয় পক্ষীয়েরদিগকে তাহারদের মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি ঐং আদালতে করা যাইবেক অথবা যে এলাকার মধ্যে ঐ বিরোধি বস্তু থাকে ঐ এলাকার রাজস্বের ও দায়েরসায়েরীর কমিস্যনর সাহেবের নিকটে সমর্পণ করা যাইবেক ইহা জানাইবার অর্থে নিরূপিত মিয়াদের মধ্যে হুকুম দিবেন ইতি।—১৮২৯ সা। ১৮ আ। ৩ ধা। ২ প্র।

রাজস্বের ও দায়েরসায়েরীর কমিস্যনর সাহেবদিগের দ্বারা মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তির নিমিত্তে উভয় পক্ষের কোন লোক দরখাস্ত করিলে যে প্রকার করা যাইবেক তাহার কথা।

২৫। উপরের লিখিতমত হুকুম পাইয়া যদি কোন মোকদ্দমার উভয় পক্ষীয় কোন লোক ঐ মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি রাজস্বের ও দায়েরসায়েরীর কমিস্যনর সাহেবের নিকটে করা যাইবার নিমিত্তে দরখাস্ত লিখিয়া দাখিল করে তবে আদালতের সাহেবেরা তৎক্ষণে ঐ মোকদ্দমার রিকার্ড তাহার দরখাস্তানুসারে সমর্পণ করা যাইবার হুকুম দিবেন এবং ইঙ্গরেজী ১৮২৯ সালের ১ আইনের ১০ ধারাতে আপীলকরণের বিষয়ে যেং হুকুম লেখা গিয়াছে ঐং হুকুমদৃষ্টে ঐ এলাকার কমিস্যনর সাহেব ঐ মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি করিবেন ইতি।—১৮২৯ সা। ১৮ আ। ৩ ধা। ৩ প্র।

মোকদ্দমা কমিস্যনর সাহেবের নিকটে সমর্পণ করিবার অর্থে কোন পক্ষীয় লোক দরখাস্ত না করিলে আদালতের সাহেব যে প্রকার কর্ম্ম করিবেন তাহার কথা।

২৬। ইঙ্গরেজী ১৮২৯ সালের ১ আইনের ১০ ধারার ২ প্রকরণের লিখিত হুকুমক্রমে উভয় পক্ষের কোন লোক হুকুম পাইয়া যদি ঐ নিরূপিত মিয়াদের মধ্যে ঐ আদালতহইতে রাজস্বের ও দায়েরসায়েরীর কমিস্যনর সাহেবের আদালতে আপন মোকদ্দমা সমর্পণ করা যাইতে দরখাস্ত লিখিয়া না দেয় তবে দেওয়ানী আদালতের কার্য্যকরণের বিষয়ে যেং আইন চলন আছে তদনুসারে তাহার বিচার ও নিষ্পত্তি করিতে ঐ আদালতের সাহেব ক্ষমতাপন্ন হইবেন ইতি।—১৮২৯ সা। ১৮ আ। ৩ ধা। ৪ প্র।

ইঙ্গরেজী ১৮২১ সালের ১ আইনের ৫ ধারার ১ প্রকরণের লিখিত কথা পূর্ব্বের লিখিত প্রকরণানুসারে সামান্য আদালতে যেং মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি হয় তাহার সহিত সম্পর্ক না রাখিবার কথা।

২৭। এই প্রকরণক্রমে জানান যাইতেছে যে ইঙ্গরেজী ১৮২১ সালের ১ আইনের ৫ ধারার ১ প্রকরণের লিখিত দাঁড়া পূর্ব্বের লিখিত প্রকরণের হুকুমানুসারে সামান্য আদালতে যেং মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি হয় ঐং মোকদ্দমার সহিত সম্পর্ক রাখিবেক না এবং মোকদ্দমার প্রকারানুসারে সামান্য আদালতে করা নিষ্পত্তির সহিত যেং আইন সম্পর্ক রাখে তদনুসারে সামান্য কি খাস আপীলকরণব্যতিরেকে তাহার পুনর্ব্বিচার ও নিষ্পত্তিকরণার্থে অন্য কোন উপায় নাই ইতি।—১৮২৯ সা। ১৮ আ। ৩ ধা। ৫ প্র।

২৮। [তর্জমা হয় নাই।]

৫ ধারা।

মফঃসল স্পেসিয়ল কমিস্যনর সাহেবেরদের কার্য্যের রীতি ও ভাব।

২৯ ইং লাং ৩৭। [তর্জমা হয় নাই।]

৬ ধারা।

সদর স্পেসিয়ল কমিস্যনর।

৩৮। [তর্জমা হয় নাই।]

৩৯।— এবং এই আইন প্রবলহওয়ার তারিখে ঐ সদর বিশেষ কমিস্যনরের নিকটে উপস্থিতহওয়া মোকদ্দমাব্যতিরেকে ঐ বিশেষ কমিস্যনর সাহেবেরদের ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব সদর বোর্ডে অর্পণ করা যাইবে ঐ সাহেবেরা ১৮২৯ সালের ১ মার্চের পরে কোন আপীল গ্রাহ্য করিবেন না এবং ঐ আপীলহওয়া যেং মোকদ্দমা এখন উপস্থিত আছে বা ঐ উপরি লিখিত তারিখের পূর্ব্বে আপীল হইয়া থাকে তাহার বিচার ও নিষ্পত্তি করা গেলে ঐ কমিস্যনরের পদ সর্ব্বতোভাবে উঠিয়া যাইবে কিন্তু ঐং মোকদ্দমার বিষয়ে যেং রাজস্বের ও দায়েরসায়েরীর কমিস্যনর সাহেবের এলাকায় তাহা উপস্থিত হয় ঐং কমিস্যনর সাহেব মফঃসল কমিস্যনর সাহেবেরা থাকিলে সদর বিশেষ কমিস্যনর সাহেবেরদের যেরূপ সকল হুকুম সফল করিতেন তদ্রূপ করিবেন ইতি।— ১৮২৯ সা। ১ আ। ১০ সা। ১ প্র।

সদর বিশেষ কমিস্যনর সাহেবেরদের ক্ষমতা কতক বর্জনীয় ব্যতিরেকে সদর বোর্ডে অর্পিত হইবার এবং ১৮২৯ সালের ১ মার্চের পরে ঐ নূতন আদালতে আপীল গ্রাহ্য না হইবার কথা।

ঐ কমিস্যনরী পদ এখন উপস্থিত আপীলের এবং ঐ তারিখের পূর্ব্বে উপস্থিতহওয়া মোকদ্দমার নিষ্পত্তি হইবামাত্র উঠিয়া যাইবার কথা।

ঐং মোকদ্দমায় রাজস্বের ও দায়েরসায়েরীর কমিস্যনর সাহেবেরা সদর বিশেষ কমিস্যনর সাহেবেরদের হুকুম সফল করিবার কথা।

৪০ ইং লাং ৪২। [তর্জমা হয় নাই।]

৪৩। ঐ সদর স্পেসিয়ল কমিস্যনর সাহেবদিগের নিকটে যেং মোকদ্দমা আপীলরূপে উপস্থিত এক্ষণে হইয়াছে কি ইহার পরে হই

সদর স্পেসিয়ল কমিস্যনর সাহেবে

রা এই আইনানুসারে কার্য্য করিবার কথা।

বেক তাঁহা এবং অনুচিত আশা ও ভয়প্রদর্শন হওনের প্রমাণ না হওনহেতুক যে কোন মোকদ্দমা ডিস্মিস করণের হুকুম তাঁহারদিগের নিকটহইতে হইয়া থাকে তাহা এই আইন জারীহওনের পরে উপস্থিত হইলে যেমত করিতেন সেইমত ঐ সদর কমিস্যনর সাহেবেরা তাহা পুনর্ব্বার শ্রবণ ও তাহার নিষ্পত্তিকরণেতে এই আইনানুসারে কার্য্য করিবেন ইতি।—১৮২৩ সা। ১ আ। ২ ধা। ৫ প্র।

৪৪ ইং লাং ৪৭। [তর্জ্জমা হয় নাই।]

কমিস্যনর সাহেবেরা ঐ প্রকার সকল দাওয়ার বিষয়ে কালেক্টর ও ডেপুটি কালেক্টর সাহেবদিগকে আপনারদের নিকটে সমাচার দিতে হুকুম করিতে পারিবার কথা।

এবং শ্রীযুত বিলায়তের মহারাজের হজুর কৌন্সেলে যেং মোকদ্দমার আপীল হইবে তাহাব্যতিরিক্ত অন্য সকল মোকদ্দমার কমিস্যনর সাহেবের নিষ্পত্তির উপর সদর বোর্ডের সাহেবেরদের নিকটে কেবল খাস আপীল হইতে পারিবার কথা।

৪৮। আরো হুকুম দেওয়া যাইতেছে যে রাজস্বের ও দায়েরসায়েরীর কমিস্যনর সাহেবেরদের এই ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব আছে যে তাহারা আপনং কর্তৃত্বের অধীন সকল কালেক্টর ও ডেপুটি কালেক্টর সাহেবদিগকে হুকুম দেন্ যে তাঁহারা তাঁহারদের নিকটে সামান্যরূপে উপস্থিতহওয়া দাওয়া কি যে সকল দাওয়া উপরের লিখিত মতে সমর্পণ করা যাইবেক তাহা বিবেচনা করেন্ এবং তাহার সমাচার ঐং কমিস্যনর সাহেবকে দেন্ এবং শ্রীলশ্রীযুত বিলায়তের মহারাজের কৌন্সেলে আপীল হওয়ার যোগ্য মোকদ্দমাভিন্ন অন্যং মোকদ্দমার নিষ্পত্তির উপর কেবল খাস আপীল হইতে পারিবেক অর্থাৎ যদি সদর বোর্ডের সাহেবেরা কমিস্যনর সাহেবের করা ঐ ডিক্রী এবং আপেলাণ্টেরদের দরখাস্ত এবং কালেক্টর সাহেবের রুবকারী অথবা রিপোর্ট বিবেচনা করিয়া এমত বোধ করেন্ যে ঐ লোকেরদের পক্ষে ন্যায় করা যায় নাই অথবা সরকারের হিতাহিত উপযুক্তরূপে মানা যায় নাই ইহা স্পষ্টরূপে জানা না যায় তবে ঐং প্রকার আপীল গ্রাহ্য করিবেন না ইতি।—১৮২৯ সা। ১ আ। ১০ ধা। ৩ প্র।

৪৯ ইং লাং ৫০। [তর্জ্জমা হয় নাই।]

৭ ধারা।

মফঃসল স্পেসিয়ল কমিস্যনর সাহেবেরদের বিষয়ে সাধারণ বিধি।

৫১ ইং লাং ৫৩। [তর্জ্জমা হয় নাই।]

এই আইনের কোন কথা ইঙ্গরেজী ১৮২১ সালের ১ আইনের কোন হুকুমের বাধা না করিবার কথা।

৫৪। ইঙ্গরেজী ১৮২১ সালের ১ আইনানুসারে সদর ও মফঃসলের কমিস্যনর সাহেবদিগের নীলাম রদকরণের বিষয়ে যে ক্ষমতা ও হুকুমৎ দেওয়া গিয়াছে এই আইনের লিখিত কোন কথা তাহার প্রতিবন্ধক ও হানিকারক বোধ হইবেক না ইতি।—১৮২২ সা। ১১ আ। ৩৯ ধা।

[মফঃসল অথবা স্পেসিয়ল কমিস্যনরের এক জন মেম্বরের বৈঠককরণের ক্ষমতা বিষয়ে ১৮২৬ সালের ৪ আইনে যে বিধি আছে তাহা ঐ কমিস্যনরের ক্ষমতা রেবিনিউ কমিস্যনর ও সদর বোর্ডে অর্পণ হওয়াপ্রযুক্ত রহিত হইয়াছে এমত বোধ হয়।]

৮ ধারা।

মোকদ্দমা সালিসীতে অর্পণকরণ।

মফঃসলের বিশেষ কমিস্যনর সাহেবেরা কোন মোকদ্দমা বিচার ও সমাধার্থে সালিসদিগকে সমর্পণ করিতে পারিবার কথা।

৫৫। মফঃসলের বিশেষ কমিস্যনর সাহেবদিগের নিকটে উপস্থিত হওয়া যেং মোকদ্দমাতে সাধারণ কোন জমীদারী কি মহালের অনেক পটীদার কি অংশিদিগের বিশেষং স্বত্বের বিবাদ থাকে এবং সালিসের দ্বারাব্যতিরেকে ঐ বিবাদিদিগের বিবাদ মিটান দুষ্কর হয় এমতং মোকদ্দমা তথাকার সকল কমিস্যনর সাহেবের কি তাঁহারদিগের মধ্যের যে এক সাহেবের নিকটে বিচারার্থে উপস্থিত হয় ঐ সাহেবেরা কি সাহেব ঐ বিবাদিরা তাহারদিগের ঐ বিবাদের সমাধা তথাকার তিন কি ততোধিক নিকটবর্ত্তি জমীদার কি অন্য বিশিষ্ট লোকেরদের সালিসীর দ্বারাহওনে সম্মত হইলে সেইং মোকদ্দমা তাহারদিগের প্রতি সমর্পণ করিতে এবং তাহারদিগের কৃত সমাধানুসারে নিষ্পত্তি করিতে এই ধারাক্রমে ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইলেন ইতি।—১৮২৬ সা। ৪ আ। ৩ ধা।

২০ অধ্যায়।

ভূমিবিষয়ক বিবাদ।

১ ধারা।

ভূমি বিষয়ে বিবাদ হইলে বিবাদিরদের যাহা কর্ত্তব্য তাহা।

কেহ কোন ভূমি কিম্বা ভূমির শস্যে র উপর দাওয়া রা খিলে আপন জো রে তাহা না লইয়া দেওয়ানী আদাল তে নালিশ করিবা র কথা।

১। যদি ভূম্যধিকারী কিম্বা ইজারদার অথবা মফঃসলী তালুকদার কিম্বা কট্‌কিনাদার অথবা প্রজা কিম্বা অন্যং লোকদিগের কেহ এ কের ভোগদখলী কোন বিরোধের ভূমি অথবা ভূমির শস্যের প্রতি আপন দাওয়া রাখে তবে তাহা নিজ বলে ও জবরদস্তীতে দখল ও তসরুফ করিতে এবং দখলকরণে উদ্যত হইতে নিষেধ আছে অত এব উচিত যে তাহা না করিয়া সেই ভূমি যে জিলার মোতালক হয় সেই জিলার দেওয়ানী আদালতে তদর্থে নালিশ করে ইতি।— ১৭৯৩ সা। ৪৯ আ। ২ ধা।

কেহ আপন ভূমি কিম্বা ভূমির শস্যহইতে বেদখল হইলে দেওয়ানী আদালতে নালিশ করিবার কথা।

জজ সাহেব অব্যাজে ঐ নালিশ শুনিবার কথা।

ঐ রূপে বেদখল হওন জজ সাহেবের নিকটে প্রমাণ হইলে বিনাবিচারে বেদখলীকে ভূমি কিম্বা ভূমির শস্যে দখল দেওয়াইবার কথা।

২। যদি কেহ কাহারো ভোগদখলী কোন বিরোধের ভূমি কিম্বা ভূমির শস্যের দাওয়ায় স্বীয় বলে ও জবরদস্তীতে সেই ভূমি কিম্বা ভূমির শস্য দখল ও তসরুফ করে তবে তাহাতে যে লোক বেদখল হয় সে লোক সেই জিলার দেওয়ানী আদালতের জজ সাহেবের নিকটে সেই বৃত্তান্ত দরপেশ অর্থাৎ নালিশ করিবেক। জজ সাহেব তৎক্ষণেই সেই নালিশ শুনিবেন। ইহাতে যদি সেই ফরিয়াদী এমত প্রমাণ করিতে পারে যে সেই ভূমি পূর্ব্বে তাহার দখলে ছিল তবে জজ সাহেবের কর্ত্তব্য যে সে ভূমি সেই আসামীর স্বত্বাধিকার ও হকের হউক কি না হউক আদৌ বিনাবিচারে সেই আসামীকে সেই ভূমিহইতে বেদখল করাইয়া ফরিয়াদীকে সে ভূমি কিম্বা ভূমির শস্যে দখল দেওয়ান্ তাহাতে যদি সেই শস্য নষ্ট ও তসরুফ হইয়া থাকে তবে তাহার মূল্য সেই আসামীর স্থানহইতে দেওয়াইয়া দেন এবং সে বিষয়ে ফরিয়াদীর তহখরচ ও ক্ষতি পূরণ যাহা দেওয়ান উচিত জানেন্ তাহাও সেই অপরাধি আসামীর স্থানহইতে দেওয়াইবার কারণ ডিক্রী করেন্ পশ্চাৎ যদি সেই অপরাধী সেই ভূম্যাদিতে আপন স্বত্ব ও হকের দাওয়া রাখে ও সে কারণে নালিশ করিতে চাহে তবে সেই আদালতে নালিশ করিতে পারিবেক ইতি।— ১৭৯৩ সা। ৪৯ আ। ৩ ধা।

[১৮২৪ সালের ১৫ আইনের দ্বারা উক্ত ধারা মতান্তর হইয়াছে যেহেতুক ঐ ১৮২৪ সালের আইনের দ্বারা বলপূর্ব্বক বেদখলকরণবিষয়ক মোকদ্দমা নিষ্পত্তিকরণের ভার ফৌজদারী আদালতের সাহেবেরদের প্রতি অর্পণ হইয়াছে। ঐ আইন এই অধ্যায়ের ২ ধারাতে লিখিত আছে।]

৩। যদি কোন দাওয়াদার কিম্বা তাহার সমভিব্যাহারি অন্য লোক কোন বিরোধের ভূমি কিম্বা ভূমির শস্য নিজ বলে ও জবর দস্তীতে দখল করিতে অথবা দখলকরণে উদ্যত হইতে কোন লোক মারাপড়ে কিম্বা ক্ষতাঙ্গ ও জখমী অথবা অতিশয় নিগৃহীত হয় তবে দেওয়ানী আদালতের জজ সাহেব প্রমাণপূর্ব্বকে সেই ভূমি ফরিয়াদীর দখলে পূর্ব্বে ছিল এমত জানিলে সেই অপরাধির প্রতি তৃতীয় ধারার মতাচরণ করিবেন এবং সেই বিরোধের ভূমি কিম্বা ভূমির শস্যহইতে সেই অপরাধির স্বত্বলোপ ও হক্ বাজেয়াপ্ত করিয়া তাহা সেই ফরিয়াদীকে দেওয়াইবেন। এবং এমতে বেদখল করণ প্রমাণ হউক কিম্বা না হউক তথাচ জজ সাহেবের কর্ত্তব্য যে সেই অপরাধী ও তাহার সমভিব্যাহারি লোককে দায়েরু ও সায়েরী আদালতের বিচারের নিমিত্তে কয়েদ রাখেন্ অথবা মোকদ্দমা বুঝিয়া তাহারদিগের স্থানে জামিন লন্ ইতি।—১৭৯৩ সা। ৪৯ আ। ৪ ধা।

কেহ মারা পড়িলে কিম্বা ক্ষতাঙ্গ অথবা অতিরিক্ত নিগৃহীত হইলে দাওয়াদারের স্বত্ব লোপ হইবার কথা।

অপরাধি ও তাহার সমভিব্যাহারিরা দায়ের ও সায়েরী আদালতের বিচারার্থে বন্দি হইবার কথা।

৪। যদি কোন বিরোধের ভূমির দাওয়াদারের তরফ কোন গোমাস্তা কিম্বা চাকর অথবা এলাকাদার কিম্বা তাহার অন্য কার্য্যকারকদিগের কেহ জবরদস্তীতে সেই ভূমি কিম্বা ভূমির শস্য দখল ও তসরুফ করে কিম্বা তাহা করিতে উদ্যত হয় ও সে সময়ে তাহার প্রকৃত অর্থাৎ আসল দাওয়াদার তথায় উপস্থিত না থাকে তথাচ জজ সাহেব সেই বিরোধের ভূমি কিম্বা ভূমির শস্য অথবা শস্যের মূল্য পূর্ব্বে সে ভূমি ফরিয়াদীর দখলে থাকিয়া তৎকালে বেদখলহওন প্রমাণ জানিলে তাহার ভোগদখলে রাখাইবেন এবং তাহাতে সেই উপস্থিত অর্থাৎ হাজির অত্যাচারী ও জবরদস্তেরা হত্যা কিম্বা ক্ষত ও জখমী অথবা অতিশয় নিগ্রহ করিয়া থাকিলে চতুর্থ ধারাক্রমে তাহারদিগের প্রতি যে মতাচরণ কর্ত্তব্য তাহাই করিবেন এবং যদি প্রমাণ হয় যে সেই প্রকৃত দাওয়াদারের হুকুম কিম্বা জ্ঞাতসারে অথবা অনুমতি ও ইশারাক্রমে সেই সকললোকে সেই বিরোধের ভূমি কিম্বা ভূমির শস্য দখল ও তসরুফ করিয়াছে অথবা তাহা করিতে উদ্যত হইয়াছিল তবে সেই ভূমিহইতে সেই প্রকৃত দাওয়াদারের স্বত্ব ও হক্ দূর হইয়া তাহা সেই ফরিয়াদীকে অর্শিবেক এবং সেই দাওয়াদার আপনি উপস্থিত থাকিয়া এমত করিলে যেরূপে ফৌজদারী এলাকায় বাধিত হইত এমতেও সেই রূপে ফৌজদারীর এলাকায় বাধিত হইবেক ইতি।—১৭৯৩ সা ৪৯ আ। ৫ ধা।

দাওয়াদার অস্পষ্টে হুকুম দিলেও স্পষ্টতো হুকুম দিবার মতে অপরাধী হইবার কথা।

৫। কাহারো জবরদস্তীক্রমে যে কেহ বিরোধের কোন ভূমি কিম্বা ভূমির শস্যহইতে বেদখল হইবেক সে লোক এই আইনের অনুসারে শীঘ্র আপন স্বত্ব ও হক্ বুঝিয়া পাইবেক অতএব সকল ভূম্যধিকারী ও ইজারদার ও মফস্সলী তালুকদার ও কট্কিনাদার ও প্রজা বর্গ এবং অন্য সমস্ত লোককে নিষেধ আছে যে বিরোধের ভূমি কিম্বা ভূমির শস্য ভোগদখল করিতে ও তাহার রক্ষণার্থে অস্ত্রধারী

কেহ ভূমি দখল করিতে লাগিলে তাহা না করিতে দিবার জন্যে অথবা দখল করিলে বেদখল করাইবার নি

মিত্তে ভূম্যধিকারি প্রভৃতিকে অস্ত্রধারী হইতে নিষেধের কথা।

না হয় এবং পাইক অথবা অন্য অস্ত্রধারি লোককে চাকর না রাখে। ইহাতে যদি কোন বিরোধের ভূম্যাদির দাওয়াদার তলওয়ার কিম্বা লাঠী অথবা অস্ত্রান্তর ধরে কিম্বা সবিরোধ ভূমি অথবা ভূমির শস্য ভোগদখল করিবার কারণ ঐ রূপ অস্ত্রধারি লোককে হুকুম দেয় কিম্বা অনুমতি ও ইশারা করে ও এপ্রকারে সেই দাওয়াদার কিম্বা তাহার পক্ষের অস্ত্রধারি লোকে সে ভূমি অথবা ভূমির শস্য ভোগ দখল করিতে কিম্বা তাহা করণে উদ্যত হইলে তাহাতে প্রতিবাদীও মুজাহিম হইবার জন্যে সেই বিরোধের ভূমি যাহার হস্ত বশ ও দখলে রহে সেই ব্যক্তি কিম্বা অন্য যে কেহ সে ভূম্যাদির দাওয়াদার হয় তাহারা ঐ রূপে অস্ত্র ধরে অথবা অস্ত্রধারি লোককে হুকুম দেয় কিম্বা অনুমতি ও ইশারা করে অথবা অস্ত্রধারি লোকদিগকে জমা করে ও ইহাতে উভয় দলের কেহ হত্যা কিম্বা ক্ষতাঙ্গ ও জখমী অথবা অতিরিক্ত নিগৃহীত হয় তবে সেই সবিরোধ ভূমি কিম্বা ভূমির শস্য সরকারে বাজেয়াপ্ত ও দাখিল হইবেক এবং সে ভূমির বিষয়ে শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলে যাহা ভাল বুঝেন তাহাই করিবেন এবং সেই ভূমি কিম্বা ভূমির শস্যের উভয় আসলদাওয়াদার ও উভয় পক্ষের যাহারা যুদ্ধ করিতে উপস্থিত ছিল ও অন্য ২ লোক তাহারদিগের সহকার থাকে তাহারা সকলেই ফৌজদারী আদালতের বিচারার্থে কয়েদ রহিবেক অথবা বিষয় বুঝিয়া জামিন দিবেক ইতি।—১৭৯৩ সা। ৪৯ আ। ৬ ধা।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪৯ আইন এলাকা বারাণসের সীমাসরহদ্দের যুদ্ধে এবং অপর যে যে বিবাদে চলিবেক তাহার কথা।

৬। এই আইনের অনুসারে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪৯ ঊনপঞ্চাশৎ আইন এলাকা বারাণসের মধ্যের সীমাসরহদ্দের যুদ্ধ নিগ্রহের বিষয়ে চলিবেক এবং সেই এলাকার শহর কিম্বা জিলাসকলের মোতালক কি সাধারণ কি অসাধারণ ভূমির জমীদার ও তালুকদার ও পটীদার ও অন্য২ ভূম্যধিকারী এবং কটকিনাদারদিগের ও প্রজাদিগের সহিত পুষ্করিণী ও কূপ ও খালের জন্যে যে বিরোধ হয় তাহাতেও চলন হইবেক ইতি।—১৭৯৫ সা। ১৪ আ। ২ ধা।

বিরোধ বিবাদ না হইতে পারিবার নিমিত্তে ইং ১৭৯৯ ইত্যাদি সালের কএক আইনের হুকুমমতে বেদখলীর মোকদ্দমা বিনানম্বর বিলিতে বিচার হইবার এবং তদর্থে মিয়াদ নিরূপণ করিবার কথা।

৭। ভূমির সীমাসরহদ্দের কি তাহার উৎপন্ন শস্যের বিষয়ে কিম্বা অন্য কোন প্রকার দ্রব্যের বিষয়ে বিরোধবিবাদ না হইতে পারিবার নিমিত্তে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪৯ ঊনপঞ্চাশ আইনের ও ১৭৯৫ সালের ১৪ চতুর্দশ আইনের ও ১৮০৩ সালের ৩৩ ত্রয়স্ত্রিংশ আইনের লিখনানুসারে জিলা ও শহরের দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের প্রতি হুকুম আছে যে যদি কেহ এমত নালিশ করে যে অমুক জোরজবরদস্তী অর্থাৎ বল ও দৌরাত্ম্য করিয়া আমার স্বত্বাধিকারহইতে আমাকে বেদখল করিয়াছে তবে নালিশের নম্বর বিলির প্রতি দৃষ্টি না করিয়া তৎক্ষণাৎ সে মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি করেন আর যথার্থই উভয় বিবাদির স্বত্বাধিকার ফরিয়া

দীর ভোগদখলে ছিল ইহা প্রমাণ হইলেও বিনা বিচার ও তদন্তে বরং সে স্বত্বাধিকারেতে আসামীর কিছু অধিকার আছে কি না ইহা জিজ্ঞাসা না করিয়াও ঐ স্বত্বাধিকারে ফরিয়াদীকে দখল দেওয়ান্ পরে যদি কেহ এ কথার তাৎপর্য্য বুঝিতে চাহে তবে স্পষ্ট বুঝিবেক যে বেদখলহওনের পরক্ষণে কিম্বা কার্য্যক্রমে যে কিছু বিলম্ব হয় এমত অল্পকাল বিলম্বে যে মোকদ্দমার নালিশ হয় কেবল সেই মোকদ্দমার প্রতি এ হুকুম খাটিবেক কিন্তু এ বিষয়ে অদ্যাবধি কোন মিয়াদ নিরূপণ হয় নাহি একারণ এক্ষণে নির্ণয় করা যাইতেছে যে উপরের লিখিত দাঁড়াসকলে সরাসরীমতে বিচারের ও দখল দেওয়াইবার যে হুকুম আছে তাহা কেবল বেদখলহওনের সময়অবধি তিন মাসের মধ্যে যে মোকদ্দমার নালিশ আদালতে হইবেক সেই মোকদ্দমার প্রতি খাটিবেক কিন্তু কোন বিশিষ্ট হেতুতে ও মুখ্য কারণে ফরিয়াদী আপনি কি আপন উকীলের দ্বারা আপন দাওয়ার নালিশ করিতে না পারিয়া তিন মাসহইতে অধিক কালাবধি নিরস্ত ছিল ইহা যদি যথার্থ প্রমাণ হয় তবে আদালতের সাহেবদিগের প্রতি অনুমতি আছে যে সে মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি সরাসরীমতে করেন্ ইতি।—১৮০৫ সা। ২ আ। ৫ ধা।

২ ধারা।

মাজিষ্ট্রেট সাহেবের দ্বারা ভূমির দখলবিষয়ের বিবাদের সরাসরী বিচার ও নিষ্পত্তি।

৮। যেহেতুক দেশের শান্তি আরো সুন্দররূপ হইবার ও হঙ্গামার নিবারণের নিমিত্তে উচিত বোধ হইল যে ভূমির সীমার বিষয়ে হওয়া বিবাদের কিম্বা ভূমি কি ফসল কি কূপ কি নদীনালা কিম্বা বাটীঘরইত্যাদির দখলের বিষয়ে মোকদ্দমা উপস্থিত হইলে তাহার যে সরাসরী বিচার ও নিষ্পত্তি এক্ষণে দেওয়ানী আদালতে হয় অবস্থাবিশেষে তাহা ফৌজদারী আদালতে করা যায় এবং ঐ মোকদ্দমার উভয় পক্ষের মধ্যে কোন পক্ষ যদি মাজিষ্ট্রেট সাহেবের করা নিষ্পত্তিতে অসম্মত হয় তবে তাহার আপন অধিকারের বিষয়ে চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হইবার নিমিত্তে দেওয়ানী আদালতে জাবেতামতে সে মোকদ্দমার নালিশ করিবার ক্ষমতা থাকে এবং যেহেতুক ইঙ্গরেজী ১৮১০ সালের ১৬ আইনের ২ ধারার ২ প্রকরণের লিখিত নিয়মানুসারে কোন২ জিলাতে ভিন্ন২ সাহেব জজের ও মাজিষ্ট্রেটের পদপ্রাপ্ত হইয়াছেন ও তৎপ্রযুক্ত ১৮১৩ সালের ৬ আইনের ৫ ধারার ১ প্রকরণের লিখিত হুকুমানুসারে ফৌজদারী আদালতহইতে উপস্থিত মোকদ্দমা দেওয়ানী আদালতে প্রেরণকরণেতে তাহার বিচার ও নিষ্পত্তি ঐ প্রকরণের উক্ত মত অবিলম্বে প্রায় সর্ব্বদা হইতে পারে না ও অবিলম্বে তাহার নিষ্পত্তি না হইলেও আইনের তাৎপর্য্য সিদ্ধ হয় না অতএব নীচের লিখিতব্য হুকুমসকল নির্দ্দিষ্ট হইল এবং তাহা এই আইন জারীহওনের তারিখঅবধি ফৌজ

হেতুবাদ।

উলিয়ম অর্থাৎ কলিকাত্তা রাজধানীর তাবে সমস্ত দেশেতে প্রবল হইবেক ইতি।—১৮২৪ সা। ১৫ আ। ১ ধা।

ভূমিইত্যাদিহইতে বলক্রমে বেদখলকরণের বিষয়সম্বন্ধীয় কোন২ হুকুম গুথরা যাওনের কথা।

৯। এই ধারাক্রমে জানান যাইতেছে যে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪৯ আইনের ও ১৭৯৫ সালের ১৪ আইনের ও ১৮০৩ সালের ৩২ আইনের ও ১৮১৩ সালের ৬ আইনের লিখিত যে২ হুকুম ভূমি কি অন্য বস্তু বলক্রমে বেদখলকরণ কি তাহা দখলকরণের প্রতিবন্ধকতাকরণের বিষয়ে উপস্থিতহওয়া মোকদ্দমার সরাসরী বিচার ও নিষ্পত্তির সহিত সম্পর্ক রাখে সেই সকল হুকুম নীচের লিখনক্রমে গুথরা গেল ইতি।— ১৮২৪ সা। ১৫ আ। ২ ধা।

ভূমিইত্যাদির দখলের বিষয়ে যে২ বিবাদে হঙ্গামাহওনের সম্ভাবনাহয় তাহাতে মাজিষ্ট্রেট ও জাইণ্টমাজিষ্ট্রেট সাহেব যাহা করিবেন তাহার কথা।

১০। পোলীসের কোন কার্য্যকারকের রিপোর্টের দ্বারা কিম্বা ফৌজদারী আদালতে কোন মোকদ্দমার বিচারকরণের দ্বারা মাজিষ্ট্রেট কি জাইণ্টমাজিষ্ট্রেট সাহেবের যদি ইহা বোধ হয় যে ভূমির কি বাটীঘরইত্যাদির কিম্বা ভূমি সেচিবার নিমিত্তে জললওনের অধিকারের বিষয়ে এমত বিবাদ উপস্থিত হইয়াছে যে তাহার সমাধা শীঘ্র না হইলে হঙ্গামাহইতে পারিবেক তবে সেই মাজিষ্ট্রেট কি জাইণ্টমাজিষ্ট্রেট সাহেব সেই বিবাদের উভয় বিবাদির নিকটে তাহারা স্বয়ং কি উকীলের দ্বারা ফৌজদারী আদালতে হাজিরহওনের এবং আপনারদের দখলের নিদর্শনপত্র দাখিল করিবার এবং পক্ষান্তরহইতে বেদখলহওনের কিম্বা দখলের প্রতিবন্ধকতাহওনের প্রমাণ দিবার অর্থে আপন হুকুম পরওয়ানা পাঠাইবেন ও তাহা করা গেলে আদালতের সাহেবেরা উভয় পক্ষের দাখিলকরা নিদর্শনপত্র ও উপস্থিত করা সাক্ষিদিগের সাক্ষ্য বিবেচনাকরণানন্তর ঐ মোকদ্দমার সরাসরী নিষ্পত্তি করিবেন এবং যেপর্য্যন্ত ঐ মোকদ্দমা দেওয়ানী আদালতে জাবেতামতে উপস্থিত হইয়াহওয়া নিষ্পত্তির দ্বারা ঐ সরাসরী নিষ্পত্তির মতান্তর কি তাহা রদ করা না যায় সেই পর্য্যন্ত ঐ সরাসরী নিষ্পত্তির দ্বারা যে পক্ষের জয় হইয়া থাকে বিরোধের ভূম্যাদি সেই পক্ষের দখলে রাখা যাইবেক ইতি।—১৮২৪ সা। ১৫ আ। ৩ ধা।

জাবেতামতে দেওয়ানী আদালতে মোকদ্দমা উপস্থিত হইলে যে নিষ্পত্তি হইবেক তাহার অধীনতায় সরাসরী নিষ্পত্তি করা যাইবার কথা।

দেওয়ানী আদালতে রুবকারী পাঠাইবার কথা।

১১। উপরের লিখিত হুকুমানুসারে যে মাজিষ্ট্রেট সাহেব মোকদ্দমার সরাসরী বিচার করেন সেই সাহেব মোকদ্দমার সওয়াল জওয়াব করিতে তাহার উভয় বিবাদিকে তলবকরণের সময়ে যে জিলা কি শহরের মধ্যে ঐ বিবাদ উপস্থিত হইয়া থাকে সেই জিলা কি শহরের দেওয়ানী আদালতে ঐ মোকদ্দমা তথায় জাবেতামতে উপস্থিতহওনব্যতিরেকে আর কোনরূপ উপস্থিত না হইবার কারণ ঐ মোকদ্দমাতে হওয়া আপন আদালতের রুবকারীর নকল পাঠাইয়া দিবেন এবং ঐ সময়ে যদি ঐ মোকদ্দমা সরাসরীরূপে দেওয়ানী আদালতে উপস্থিত হইয়া থাকে তবে জজ কি রেজিষ্টর সাহেব যাঁহার নিকটে উপস্থিত হইয়াথাকে সেই সাহেব মাজিষ্ট্রেট সাহেবের বিবে

চনার ও হুকুমহওনের নিমিত্তে তাঁহার নিকটে আপনি ঐ মোকদ্দমাতে যে রুবকারী করিয়া থাকেন্ তাহা পাঠাইয়া দিবেন ইতি।— ১৮২৪ সা। ১৫ আ। ৪ ধা।

মাজিস্ট্রেট ও জাইন্টমাজিস্ট্রেট সাহেব ঐ২ মোকদ্দমাতে ক্ষতিপূরণের হুকুম দিতে ক্ষমতানা রাখিবার কথা।

১২। এই আনের অভিপ্রায় এই যে দেশের শান্তি রক্ষাপাওনের নিমিত্তে দখলের অধিকারের বিষয়ে উপস্থিতহওয়া মোকদ্দমার নিষ্পত্তি সরাসরীরূপে কেবল ফৌজদারী আদালতে করা যায় অতএব ঐ প্রকার মোকদ্দমা উপস্থিত হইলে তাহাতে মাজিস্ট্রেট্ সাহেবের ক্ষমতা থাকিবেক না যে ক্ষতিপূরণের টাকা দিবার হুকুম দেন্ এবং ফসল নষ্টকরণের কিম্বা বেদখলহওনজন্য ক্ষতি বুঝিয়া পাওনের দাওয়া যে সকল লোক করিতে চাহে তাহারা চলিত আইনানুসারে আপনারদিগের ক্ষতিপূরণ বুঝিয়া পাইবার নিমিত্তে দেওয়ানী আদালতে নালিশ করিতে প্রেরণ করা যাইবেক ইতি।— ১৮২৪ সা। ১৫ আ। ৫ ধা।

মোকদ্দমা এই আইনানুসারে মাজিস্ট্রেট সাহেবের বিচার্য্য না হওনহেতুব্যতিরেকে ঐ২ মোকদ্দমাতে মাজিস্ট্রেটসাহেবের করা সরাসরী নিষ্পত্তির উপর কোন আপীল গ্রাহ্য না হইবার কথা।

১৩। এই ধারাক্রমে জনান যাইতেছে যে এই আইনের হুকুমমতে সরাসরীরূপে মোকদ্দমার বিচারহওন জিলা কি শহরের দেওয়ানী আদালতে জাবেতামতে ঐ মোকদ্দমা উপস্থিত হইলে তাহার বিচার ও নিষ্পত্তির অনুকূল হয় অতএব জিলা কি শহরের মাজিস্ট্রেট্ কি জাইণ্টমাজিস্ট্রেট্ সাহেবের করা সরাসরী নিষ্পত্তির উপর কোন আপীল যে আইনানুসারে ঐ বিচার ও নিষ্পত্তি করা গিয়া থাকে সেই আইন ঐ বিচার ও নিষ্পত্তির সহিত সম্পর্ক না রাখণের আপত্তিকরণরূপ হেতুব্যতিরেকে গ্রাহ্য হইবেক না এবং ইঙ্গরেজী ১৮২১ সালের ৩ আইনের ৫ ধারার লিখিত সামান্য হুকুমানুসারে ঐ সরাসরী নিষ্পত্তির তারিখহইতে এক মাসের মধ্যে দায়েরসায়েরী আদালতের সদর মোকামেতে তাহার উপর আপীলের দরখাস্ত করা গেলে ঐ আদালতের সাহেবেরা কেবল ঐ হেতুতে ঐ আপীল গ্রাহ্য করিতে ক্ষমতা রাখেন্ এবং দায়েরসায়েরী আদালতের সাহেবেরা ঐ আপীল গ্রাহ্য করিলে ও তাহার রুবকারী আনাইলে পর যদি ঐ আইন ঐ মোকদ্দমার সহিত সম্পর্ক না রাখণরূপ হেতু স্পষ্ট প্রমাণনা হয় তবে ঐ আপীল ডিস্‌মিস্ হইবেক ও তাহাতে হওয়া খরচা ঐ আপীলকরণিয়ার দিতে হইবেক কিন্তু এই আইনের হুকুম যদি ঐ মোকদ্দমার সহিত সম্পর্ক না রাখে ইহা বোধ হয় তবে দায়েরসায়েরী আদালতের সাহেব ঐ মাজিস্ট্রেট্ কি জাইণ্টমাজিস্ট্রেট্ সাহেবের আইনবিরুদ্ধে করা নিষ্পত্তি রদ করিবেন এবং ঐ মোকদ্দমার সহিত চলিত আইনের যেং কথা সম্পর্ক রাখে তদনুসারে আপনি যাহা ন্যায্য ও উপযুক্ত বুঝেন্ তদনুরূপে অন্য হুকুম ঐ মোকদ্দমাতে দিবেন ইতি।—১৮২৪ সা। ১৫ আ। ৬ ধা।

ঐ২ আপীল উপস্থিত হইলে দায়েরসায়েরী আদালতের সাহেব যাহা করিবেন তাহার কথা।

১৪। উপরের ধারার উক্ত সরাসরী মোকদ্দমাতে সরেজমীতে কি জিলার সরহদ্দের মধ্যে যে কোন স্থানে হয় তথায় বৈঠক করিলে ঐ

সদর মোকামেতেই আদালতের

সাহেবদিগের বৈঠক হইবার বিষয়ে চলিত আইনের লিখিত হুকুম শুধরা যাওনের কথা।

সকল মোকদ্দমার যথোপযুক্ত বিচার ও বিবাদের রফা সুস্থিরমতে হইতে পারে অতএব এক্ষণকার চলিত আইনের যেং হুকুমমতে কোন মোকদ্দমার বিষয়ে জিলা কি শহরের সদর মোকামে ও তাহার নিমিত্তে নিরূপণহওয়া দিনব্যতিরেকে আদালতের সাহেবদিগের ও সদর আমীনদিগের বৈঠক ও হুকুম দেওয়া হইতে পারে না সে সকল হুকুম নীচের প্রকরণের দ্বারা শুধরা যাইতেছে ইতি।—১৮২১ সা। ২ আ। ১০ ধা। ২ প্র।

উপরের লিখিত প্রকারেতে আদালতের মোকররী উকীলদিগের হাজির থাকিবার আবশ্যক না হইবার কথা।

১৫। যদি জজ সাহেবদিগের কি রেজিষ্টর সাহেবদিগের উপরের লিখিত সরাসরী মোকদ্দমার তজবীজ করিবার নিমিত্তে সদর মোকামহইতে অন্তরে বৈঠক করিতে হয় তবে তাহাতে আদালতের মোকররী উকীলদিগের হাজির থাকিবার আবশ্যক হইবেক না ও ঐ সাহেবদিগের উচিত যে উভয় বিবাদির কি তাহারদিগের তরফহইতে যাহারা মোকরর হয় তাহারদিগের সাক্ষাৎ মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি করেন ইতি।—১৮২১ সা। ২ আ। ১০ ধা। ৩ প্র।

[এই প্রকার সরাসরী মোকদ্দমা মাজিষ্ট্রেট সাহেবের হাতে অর্পিত হইয়াছে। অতএব এই ২ ধারার বিধান সুতরাং ঐ মাজিষ্ট্রেট সাহেবের উপর অর্শিবে।]

৩ ধারা।

কালেক্টর সাহেবের দ্বারা ভূমিবিষয়ক বিরোধের সরাসরী বিচার ও নিষ্পত্তি।

যাহা হইলে কালেক্টর সাহেবেরা অন্যায়পূর্ব্বক ভূম্যাদিহইতে বেদখল হওনের নালিশ গ্রাহ্য করিতে পারিবেন তাহার কথা।

১৬। যে কোন কালেক্টর কি অন্য কার্য্যকারক সাহেব কোন মহালের বন্দোবস্ত করেন কি তাহা পুনর্দৃষ্টিপূর্ব্বক শুধরেন সেই সাহেবের নিকটে যদি কেহ এমত দাওয়া করে যে আমি ঐ মহালের মধ্যের অমুক ভূমি কি বাটীইত্যাদি কিম্বা ফসল কি ফলকরার বাগান অথবা পশুচারণের ভূমি কিম্বা মৎস্যধরণের জলাশয় কি কূপ কিম্বা জলের সোঁতা কি পুষ্করিণী কি অন্য কোন জলাশয় কিম্বা পূর্ব্বোক্ত ঐ ভূমি কি বাটীইত্যাদির খাজানা কি উৎপন্ন কিম্বা তাহাতে যে মুনাফা হয় তাহাহইতে অন্যায়ক্রমে বেদখল হইয়াছি কি তাহা দখলকরণেতে অন্য জনহইতে ক্লেশ পাইতেছি তবে কালেক্টর কিম্বা পূর্ব্বোক্ত অন্য সাহেব তাহার তজবীজ করিতে পারিবেন এবং যদি বোধ হয় যে ঐ ফরিয়াদী যে সনে ঐ ফরিয়াদ করিয়াছে তাহার পূর্ব্বসনে ঐ ভূম্যাদিতে দখীলকার ছিল এবং তদ্ভিন্ন যদি ইহা বোধ হয় যে ঐ ফরিয়াদী বলক্রমে কি অন্যায়েতে বেদখল হইয়াছে কিম্বা ক্লেশ পাইয়াছে তবে কালেক্টর সাহেব তাহাকে ঐ ভূম্যাদিতে পুনর্ব্বার দখল দেওয়াইতে কি তাহার দখল বহাল রাখিতে পারিবেন ও আপনার করা নিষ্পত্তির যেং হেতু থাকে তাহা রুবকারীতে লেখাইবেন এবং তাহা হইলে তাহার প্রতিবাদী তাহা ন্যায় কি অন্যায় ইহা জানিবার নিমিত্তে আদালতে জাবেতামতে

তাঁহার করা নিষ্পত্তির উপর আদা

নালিশ করিতে পারিবেক ও ঐ মত কোন কালেক্টর কি পূর্ব্বোক্ত অন্য কার্য্যকারক সাহেব যে মহালের বন্দোবস্ত করিতে কি তাহা পুনর্দৃষ্টিপূর্ব্বক শুধরিতে থাকেন সেই মহালের মধ্যের ভূমি কি বাটীইত্যাদির দখলের বিষয়ে এমত কোন বিবাদ আছে যে তাহার নিষ্পত্তির প্রয়োজন আছে ইহা ঐ কালেক্টর কি অন্য কার্য্যকারক সাহেব যদি জানিতে পান্ তবে ঐ সাহেব তাহা যাহার দখলে থাকন উপযুক্ত তাহার দখলে রাখিবার নিষ্পত্তি করিতে পারিবেন ও যদি তাহার অধিকারিত্বের বিষয়ে আর কোন বিবাদ উপস্থিত থাকে তবে তাহার নিষ্পত্তি জাবেতামতে আদালতে নালিশহওনের দ্বারা হইতে দিবেন ইতি।—১৮২২ সা। ৭ আ। ১৪ ধা। ৪ প্র।

মতে আপীল হই তে পারিবার কথা।

১৭। যে জমীদার কিম্বা তাবে পাট্টাদার সে ইজারদার কি রাইয়ৎ ইউক পাট্টাইত্যাদি বিশেষ নিদর্শনদ্বারা কিম্বা আবহমান ভোগ দখলের দ্বারা দখলের অধিকারপ্রাপ্ত হইয়া থাকে সেই জমীদার কি পাট্টাদার পূর্ব্ব সনে তাহার দখল এবং আবাদকরা ভূমিহইতে অন্যায়েতে বেদখল হইলে কিম্বা ঐ বেদখলহওয়া ব্যক্তি পূর্ব্ব সনে ঐ মত কোন ভূমির যে খাজানা কিম্বা মুনাফা পাইয়াছে তাহা ত্যাগ কি পরিত্যাগ যাহাতে হয় আদালতের এমত কোন হুকুম কিম্বা ঐ বেদখলহওয়া ব্যক্তির স্বেচ্ছাপূর্ব্বক কোন ক্রিয়াকরণব্যতিরেকে তাহাহইতে অন্যায়ক্রমে বেদখল হইলে উপরের লিখিত হুকুম তাহার বিষয়ে সম্পর্ক রাখিবেক কিন্তু দখলের দাওয়াদার ব্যক্তি যদি তাহা দখলের ইস্তাফা দিয়া থাকে তবে ঐ ইস্তাফা বলক্রমে কি ভয় দর্শাইয়া লওয়া গিয়াছে ইহা কোন আদালতের বিচারদ্বারা নিশ্চয় না হইলে ঐ পূর্ব্বোক্ত হুকুম তাহাতে খাটিবেক না এবং যে সনে দাওয়া উপস্থিত করা যায় তাহার পূর্ব্ব সনের আরম্ভের পূর্ব্বে ঐ দাওয়া দার ঐ দখলছাড়া হইলে কি ছাড়িলে তাহাতেও খাটিবেক না ইতি।—১৮২২ সা। ৭ আ। ১৪ ধা। ৫ প্র।

যে প্রকারেতে উপরের লিখিত হুকুম সম্পর্ক রাখিবেক তাহার কথা।

ঐ হুকুম যে প্রকারেতে সম্পর্ক রাখিবেক না তাহার কথা।

১৮। যদি কালেক্টর সাহেব কিম্বা ভূমি ও বাটীইত্যাদি বেদখল কি দখলের প্রতিবন্ধকতাকরণের দাওয়ার বিষয়ে এই আইনানুসারে কালেক্টর সাহেবদিগের যে ক্ষমতা আছে সেই ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোন সাহেব মাজিস্ট্রেট্‌সাহেবের কিম্বা সরকারের অন্য কোন কার্য্যকারকের দেওয়া সমাচারেতে কি অন্য কোন প্রকারে ইহা জানিতে পারেন যে তাঁহার অধিকারের সীমার মধ্যে কোন ভূমি কি বাটীইত্যাদি কি ফসল কিম্বা ফলের বাগান কি পশুচারণের ভূমি কিম্বা মৎস্যধরণের জলাশয় কিম্বা কূপ কি জলের সোতাইত্যাদি কি পুষ্করিণী কি খোদা খাতইত্যাদির বিষয়ে এমত বিবাদ উপস্থিত হইয়াছে যে তাহাতে হঙ্গামাহওনের সম্ভাবনা আছে তবে ঐ কালেক্টর কি পূর্ব্বোক্ত অন্য কার্য্যকারক সাহেব ঐ বিবাদের উভয় পক্ষেরে নিরূপিত সময়ে ও স্থানে স্বয়ং কি মোখ্তারের দ্বারা হাজির হইতে হুকুম দিতে পারিবেন এবং ঐ উভয় বিবাদির কিম্বা তাহারদের

দখলের বিষয়ে বিবাদ হইলে কালেক্টর সাহেব আপন বিবেচনানুসারে যাহা২ করিতে পারেন তাহার কথা।

এবং উভয় প

ক্ষের কোন পক্ষে রে দখল দেওয়াই তে পারিবার কথা।

মোখ্তার দিগের কিম্বা তাহারদিগের মধ্যে যেং জন হাজির হয় তাহারদের সাক্ষাৎকারে ঐ বিবাদের বিষয়ের অনুসন্ধান ও তদন্তক রণানন্তর কিম্বা উপরের লিখিতমত সালিসেরদের স্থানে তাহা সম র্পণকরণানন্তর ঐ উভয় বিবাদির মধ্যে কোন জন তাঁহার নিকটে ঐ বিষয়ে নালিশ দরপেশ করিলে যেমত করিতেন সেইমত ঐ বিবাদের নিষ্পত্তি করিতে পারিবেন ও ইহাও জানান যাইতেছে যে ঐ ভূমি ইত্যাদির পূর্ব্বের উচিত ভোগদখলের নির্ণয় হইতে না পারিলে কালেক্টর সাহেব বোর্ডের হুকুমের অধীনতায় তাহার স্বত্বাধিকারের নির্ণয় করিতে ও তাহা উভয়-পক্ষের এক পক্ষের দখলে রাখিতে পারেন্ ও অন্য পক্ষ ঐ নিষ্পত্তির বিরোধে আদালতে.জাবেতামতে নালিশ করিতে পারে কিন্তু কোন কালেক্টর সাহেব ঐ ভূম্যাদির ভোগদখলের অনুসন্ধান সাবধানপূর্ব্বক করণব্যতিরেকে ঐ প্রকার নিষ্পত্তি করিতে পারিবেন না ও বোর্ডের সাহেবেরা এ বিষয়ে বিল ক্ষণ মনোযোগ রাখিবেন যে ঐ অনুসন্ধান করা যায় ও ইহাও জা

কালেক্টর সাহেব বিবাদের ভূম্যাদি ক্রোক করিতে পারিবার কথা।

নান যাইতেছে যে ঐং প্রকার হইলে কালেক্টর সাহেব পূর্ব্বোক্ত বিবাদের ভূমি ও বাটীইত্যাদি ক্রোক করিতে ও তাহার কার্য্যের কর্তৃত্ব করিবার নিমিত্তে উপযুক্ত কোন জনকে নিযুক্ত করিতে পা রেন্ এবং ঐ ভূম্যাদির বাবৎ খাজানা কি উৎপন্ন কিম্বা তাহাতে সরকারের যে রাজস্ব পাওয়া যায় তাহা ও তাহার কার্য্যের কর্তৃত্বের খরচ আদায়হওন বাদে অবশিষ্ট যাহা থাকে তাহা ঐ বিবাদের বিষয় উভয় পক্ষের এক পক্ষের দখলে রাখণপর্য্যন্ত আমানৎ রাখি তে পারিবেন না ইতি।—১৮২২ সা। ৭ আ। ৩৪ ধা। ১ প্র।

যাহা হইলে মাজিষ্ট্রেট ও জাইন্ট মাজিষ্ট্রেট সাহেব কালেক্টর সাহেবের নিকটে মোকদ্দমা সমর্পণ করিবেন তাহার কথা।

১৯। যদি কোন মাজিষ্ট্রেট্ কি জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিক টে ভূমির কি বাটীইত্যাদির কি ফসলের কি জলের সোতাইত্যাদির বিষয়ে এমত কোন বিবাদ যাহাতে হঙ্গামা হইতে পারে কিম্বা অন্য হেতুতেএমত বোধ হয় যে ঐ বিবাদের নিষ্পত্তি শীঘ্র করা আবশ্যক তাহার বাবৎ কোন মোকদ্দমা কি নালিশ কি আরজী উপস্থিত হয় তবে কালেক্টর সাহেব ঐং মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি করিবার ক্ষমতা রাখিলে ঐ মাজিষ্ট্রেট্ কি জাইণ্টমাজিষ্ট্রেট্ সাহেব ঐ কালে ক্টর সাহেবকে তাহা জানাইবেন এবং কালেক্টর সাহেব তৎ ক্ষণে উপরের লিখিত হুকুমমতে ঐং মোকদ্দমার বিষয়ের অনুস ন্ধান ও নিষ্পত্তি করিতে প্রবৃত্ত হইবেন ও ইহাও জানান যাইতেছে যে বলক্রমে বেদখল কি দখলের ব্যাঘাতকরণের বিষয়সকলে কালে ক্টর সাহেব ঐং মোকদ্দমাতে প্রথমতঃ আপনি যাহা করিয়া থাকেন তাহার এবং তাহার শেষ নিষ্পত্তির রুবকারীর নকল মাজিষ্ট্রেট্ কি জাণ্টমাজিষ্ট্রেট্ সাহেবের নিকটে অবশ্য পাঠাইবেন ইতি।—১৮২২ সা। ৭ আ। ৩৪ ধা। ২ প্র।

কালেক্টর সাহেব মোকদ্দমার

২০। ঐং মত মোকদ্দমা উপস্থিত হইলে যেমত দেওয়ানী আদা লতের সাহেবদিগের নিমিত্তে হুকুম আছে সেইমত কালেক্টর সা

হেব তাহার উভয় পক্ষেরে ঐ২ মোকদ্দমা নিষ্পত্ত্যর্থ সালিসেরদিগের নিকটে সমর্পণ করিতে উপযুক্ত যত্নপূর্ব্বক প্রবৃত্তি লওয়াইবেন ইতি।—১৮১২ সা। ৭ আ। ৩৪ ধা। ৩ প্র।

নিষ্পত্তি সালিসের দ্বারা করাইবার প্রবৃত্তি দিবার কথা।

৪ ধারা।

ভূমিবিষয়ক বিরোধ সালিসেতে অর্পণকরণ।

২১। যে বাদী প্রতিবাদিদিগের ভূমির স্বত্বের কি ভূমির পাট্টাদারীর কিম্বা ভূমিসম্পর্কীয় অন্য প্রকার স্বত্বের দাওয়ার বাবত মোকদ্দমা আদালতে উপস্থিত থাকে তাহারদিগের ক্ষমতা আছে যে তাহারা আপনারদিগের মোকদ্দমা তাহার বিচার ও নিষ্পত্তির কারণ সালিসেরদিগের নিকটে উপস্থিত করে ও আদালতের সাহেবলোকেরো কর্ত্তব্য যে বাদী প্রতিবাদিদিগকে উচিত ও বিহিত প্রকারেতে ভরসা ও পরামর্শ দেন যে তাহারা আপনারদিগের বিবাদের সমাধা ও মোকদ্দমার নিষ্পত্তি এই প্রকারেতে করে ইতি।—১৮১৩ সা। ৬ আ। ২ ধা। ১ প্র।

ভূমিইত্যাদির স্বত্বের দাওয়ার বাদী প্রতিবাদিরা আপনারদিগের দাওয়া সালিসেরদিগের নিকটে উপস্থিত করিতে ক্ষমতা রাখিবার কথা।

২২। ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১৬ আইন ও ১৮০৩ সালের ২১ আইনেতে মোকদ্দমা বিচারার্থে সালিসেরদিগকে সোপর্দ্দকরণের বিষয়ে ও সালিস ও আমীনদিগকে নির্দ্দিষ্টকরণের ও সালিসেরদিগেরে সোপর্দ্দহওয়া মোকদ্দমার বিচারের ও তাহার নিষ্পত্তিহওনের মিয়াদ ও প্রকারের নিরূপণকরণের অর্থে ও সে নিষ্পত্তি রদ ও নামঞ্জুরকরণের কিবহাল রাখিবার বিষয়ে যে সকল দাঁড়া লেখা গিয়াছে তাহা যে সকল মোকদ্দমা এই আইনানুসারে আদালতের সাহেবদিগের হজুরহইতে সালিসদিগকে সোপর্দ্দ হইবেক তাহার সহিত সম্পর্ক রাখিবেক ইতি।—১৮১৩ সা। ৬ আ। ২ ধা। ২ প্র।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১৬ আইনের ও ১৮০৩ সালের ২১ আইনের লিখিত দাঁড়া এই আইনানুসারে সালিসদিগকে অর্পণ হওয়া মোকদ্দমাতে খাটিবার কথা।

২৩। যে সকল লোকদিগের মধ্যে ভূমির স্বত্বের কি ভূমির পাট্টাদারীর কিম্বা ভূমিসম্পর্কীয় অন্য প্রকার স্বত্বের বিবাদ বিরোধ হইয়া তাহা আদালতে উপস্থিত হইয়া থাকে বা না থাকে সে সকল লোকদিগের ক্ষমতা আছে যে তাহারা আদালতের সাহেবদিগের সম্মতি না লইয়া আপনারদিগের মোকদ্দমা সালিসেরদিগের নিকটে উপস্থিত করে ও আদালতের সাহেবলোকের কর্ত্তব্য যে উপরের উক্ত প্রকারেতে নির্দ্দিষ্টহওয়া সালিস ও আমীনেরা যে নিষ্পত্তি করে তাহাই নীচের বেওরা করা দাঁড়া ও বিশেষ লিখনমতে বহাল রাখিয়া জারী করেন্ ইতি।—১৮১৩ সা। ৬ আ। ৩ ধা। ১ প্র।

লোকেরা ভূমির বিরোধের বিষয়ে আদালতের সাহেবের সম্মতি না লইয়া সালিস নির্দ্দিষ্ট করিতে পারিবার কথা।

২৪। যদি উপরের উক্ত প্রকারের দাওয়ার কোন বিবাদ আদালতের সাহেবের সম্মতি না লইয়া উভয়েতে সালিসদিগের নিকটে উপস্থিত করিয়া থাকে ও সালিসদিগের নিকটে বিশিষ্ট ও যথার্থরূপে তাহার নিষ্পত্তি হইয়া থাকে ইহাতে যদি উভয়ের মধ্যে কোন

যে প্রকারে ও যে মিয়াদের মধ্যে ফয়সলা জারী হইবেক তাহার কথা।

ব্যক্তি সেই নিষ্পত্তি না মানে তবে এমতে তরফ সানী অর্থাৎ পক্ষান্তর ব্যক্তির ক্ষমতা আছে যে সেই নিষ্পত্তি অর্থাৎ ফয়সলার তারিখহইতে ছয় মাস গিয়াদের মধ্যে ঐ ফয়সলা জারীহওনের নিমিত্তে সরাসরীমতে আদালতে দরখাস্ত দেয় পরে আসামীর স্থানে জওয়াব তলব করিয়া যদি আদালতের সাহেবদিগের চিত্তে এমত নিশ্চয় বোধ হয় যে উভয়ের স্বেচ্ছা ও সম্মতিক্রমে নির্দ্দিষ্ট করা সালিস কি আমীনদিগের বিচারে নিষ্পত্তি যথার্থরূপে হইয়াছে ও তাহাতে যদি এমত ত্রুটি না পাওয়া যায় যে যাহা আদালতের সাহেবের জ্ঞাতসারে নির্দ্দিষ্টহওয়া সালিস ও আমীনদিগের ফয়সলাতে পাওয়া গেলে সে ফয়সলা রদ হইতে পারে তবে আদালতের সাহেবলোকের কর্ত্তব্য যে সরাসরীমতে আদালতহইতে হওয়া ডিক্রীর ন্যায় সে ফয়সলা জারী করেন ও আদালতের সাহেবলোকেরা সালিস ও আমীনদিগকে তাহারদিগের ফয়সলা জারীকরণের সহায়তা ও সহকারিতার্থে আনান আবশ্যক বুঝিলে তাহারদিগকে তলব করেন কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে যদি উভয়ের নির্দ্দিষ্টকরা সালিসদিগের বিচারের ফয়সলা জারী হইবার নিমিত্তে সেই ফয়সলার তারিখহইতে ছয় মাসের মধ্যে সরাসরীমতে আদালতে দরখাস্ত না দিয়া থাকে তবে আদালতের সাহেব তাহার দরখাস্ত দেওনেতে বিলম্বহওনের কোন ওজর না শুনিয়া তাহাকে হুকুম দিবেন যে দাঁড়ামতে দেওয়ানী আদালতে নালিশ করে ইতি।—১৮১৩ সা। ৬ আ। ৩ ধা। ২ প্র।

আদালতের অজ্ঞাতসারে নির্দ্দিষ্ট করা সালিসেরদিগের ফয়সলানামা দস্তাবেজের মতে দাখিল হইলে আদালতের সাহেবদিগের যে উপায় কর্ত্তব্য তাহার কথা।

২৫। যদি আদালতের সাহেবের অজ্ঞাতসারে উভয়ের নির্দ্দিষ্ট করা সালিসদিগের নিষ্পত্তিপত্র অর্থাৎ ফয়সলানামা আদালতে উপস্থিতহওয়া মোকদ্দমার বিষয়ে দস্তাবেজ অর্থাৎ নিদর্শনপত্রের মতে দাখিল হয় ও যদি এমত বুঝা যায় যে সে ফয়সলানামা আমলে আসিয়াছে ও তদনুসারে বিরোধীয় ভূমিতে ভোগ দখল হইয়াছে তবে এমতে আদালতের সাহেব সে ফয়সলানামা আদালতহইতে নির্দ্দিষ্টহওয়া সালিসদিগের করা ফয়সলানামার ন্যায় মাতবর জানিবেন আর যদি ঐ ফয়সলানামার কিছুই আমলে না আসিয়া থাকে কি কেবল তাহার কিছু আমলে আসিয়া থাকে তবে আদালতের সাহেবলোক তাহা মাতবর জ্ঞান করিবেন না কিন্তু যদি মাতবর দলীলে অর্থাৎ দৃঢ় প্রমাণক্রমে সে ফয়সলানামা প্রামাণ্য ও সাব্যস্ত হয় ও এমত সুস্পষ্ট লেখা ও বুঝিবার সুগম হয় যে তাহা আমলে আনা অতিসহজ ও তাহা আমলে আনিতে যে বিলম্ব হইয়াছে তাহার মাতবর অর্থাৎ বিশিষ্ট হেতু ও কারণ থাকে তবে এমতে মাতবর হইতেও পারিবেক ইতি।—১৮১৩ সা। ৬ আ। ৩ ধা। ৩ প্র।

এই আইন জারী হওনের পর সালিসের দিগের ফয়সলানামার দৃষ্টে আদালতহইতে হওয়া

২৬। যেহেতুক এমত অনুমান হইতেছে যে আদালতের সাহেবদিগের হজুরহইতে কোন২ ডিক্রী জারী হইয়াছে সে সকল ডিক্রী ভূমির স্বত্বের কি ভূমির পাট্টাদারীর কিম্বা ভূমিসম্পর্কীয় অন্য প্রকার স্বত্বের বিবাদ বিরোধের নিষ্পত্তির নিমিত্তে আদালতের জ্ঞাতসার

কিম্বা সম্মতিক্রমে নির্দ্দিষ্টহওয়া সালিসদিগের ফয়সলানামার দৃষ্টে হইয়াছে অতএব হুকুম হইল যে এই আইন জারী হইলে পর উপরের উক্ত বিষয়েতে আদালতহইতে হওয়া কোন ডিক্রী তাহাতে আর কিছু ক্রটি না থাকিলে পূর্ব্বের চলিত আইনের মতে অসিদ্ধ না হওন কিম্বা শালিসীর ফয়সলানামার দৃষ্টে হওনহেতুক রদ হইবেক না ইতি।—১৮১৩ সা। ৬ আ। ৪ ধা।

কোন ডিক্রী রদ না হইবার কথা।

যেপ্রকারে ডিক্রী রদ হইবেক তাহার কথা।

২৭। এদেশীয় লোকদিগের প্রায় সর্ব্বদা এই জ্ঞান যে বলক্রমে ভূমিহইতে বেদখলকরণের মোকদ্দমাতে কিম্বা ভূমিভোগদখলকরণে বলক্রমে প্রতিবন্ধকতাকরণের মোকদ্দমাতে নিজে ফরিয়াদীহওয়াতে হানি ও ক্ষতি আছে অতএব এ নিমিত্তে এ প্রকার মোকদ্দমা আদালতে উপস্থিত হয় না ও এপ্রকার মোকদ্দমা আদালতে উপস্থিত না হওয়াতে উভয়ের বিবাদ না মিটিয়া হঙ্গামা ও খানাজঙ্গী হয় একারণ এবিষয়ের উপায়ের নিমিত্তে হুকুম দেওয়া যাইতেছে যে ফৌজদারী আদালতের রুবকারীর দ্বারা যদি আদালতের সাহেবের এমত নিশ্চয় বোধ হয় যে উভয়ের মধ্যে ভূমির কি ভূমির আমলার বিষয়ে যে বিবাদ হইয়াছে তাহা রফা না হইলে সে নিমিত্তে হঙ্গামা ও খানাজঙ্গী উপস্থিত হইবেক তবে এমতে দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে উভয় পক্ষের নামে স্বতন্ত্রং পরওয়ানা এই মজমুনে পাঠান যে তোমরা স্বয়ং কিম্বা উকীলের দ্বারা আদালতে হাজির হইয়া বিরোধীয় ভূমিতে তোমারদিগের ভোগদখলের বৃত্তান্ত লিখিয়া দাখিল করহ ও তোমার তরফসানী তোমাকে বলক্রমে বেদখল করিয়াছে কি বেদখল করিতে চাহিয়াছে ইহা প্রামাণ্যহওনের যে দলীল ও প্রমাণ থাকে তাহা দাখিল করহ তাহার পর আদালতের সাহেব উভয়ের দাখিলকরা কৈফিয়তের ও সাক্ষিদিগের সাক্ষ্য ও দলীলের দ্বারা সে মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি যে কোন ফরিয়াদী সে মোকদ্দমার নালিশের আরজী দাঁড়ামতে আদালতে দিলেযে প্রকার বিচার ও নিষ্পত্তি করিতে হয় সেই প্রকারে করেন ইতি।—১৮১৩ সা। ৬ আ। ৫ ধা। ১ প্র।

আদালতের সাহেবেরা ভূমি বেদখলের বিবাদের রফাকরণেতে ফৌজদারী আদালতের রুবকারীর দ্বারা যদি এমত বোধ হয় যে ভূমির বাবত এমত বিবাদ রফা না হইলে হঙ্গামা হইবেক তবে যে মতাচরণ করিবেন তাহার কথা।

[এই প্রথম প্রকরণ ১৮২৪ সালের ১৫ আইনের দ্বারা রদ হইয়াছে সন্দেহ নাই কিন্তু দ্বিতীয় প্রকরণের অর্থ স্পষ্টকরণের নিমিত্তে এই স্থানে অর্পণ হইল।]

২৮। বলক্রমে ভূমি বেদখলকরণের কি ভূমি ভোগদখলকরণে বলক্রমে প্রতিবন্ধকতাকরণের সমস্ত মোকদ্দমাতে বিশেষতঃ ভূমির সীমাসরহদ্দের অথবা ভূমির আমলার সীমাসরহদ্দের বিবাদ বিরোধ এবং ভূমিতে জল সেচিয়া দিবার কারণ জল লওনের স্বত্বের বিবাদের বিষয়ে আদালতে সাহেবলোকের অত্যাবশ্যক যে উভয় বিবাদিকে উচিত ও বিহিত প্রকারেতে ভরসা ও পরামর্শ দেন যে তাহারা আপনারদিগের বিবাদ হয় কেবল ভোগদখলের নির্ণয় ও নিরূপণকরণের নিমিত্তে সালিসেরদিগের নিকটে অর্পণ করে যে সে

ভূমিইত্যাদি বেদখলকরণের বিবাদ বিচারার্থে সালিসদিগকে সোপর্দ্দকরিতে উভয় বিবাদিকে আদালতের সাহেবলোক সর্ব্বপ্রকারে ভরসা দিবার কথা।

বিবাদ আদালতে উপস্থিত হইয়া তাহার দাওয়ার বিষয়ের বিচা দাঁড়ামতে করা যায় কিম্বা সে বিবাদ সম্যক প্রকারে সালিসেরদিগে বিচারানুসারে নিষ্পত্তি পাইবার নিমিত্তে সালিসেরদিগের নিকট উপস্থিত করে আর যদি সালিসেরদিগের বিচারানুসারে মোকদ্দম সম্যক প্রকারে নিষ্পত্তি পায় ও সে নিষ্পত্তিতে কিছু ত্রুটিও ব্যাঘা না পাওয়া যায় এমতে আদালতের সাহেব লোকেরা সে ফয়সল সালিসদিগের সহকারিতায় জারী করিবেন ও যদি উভয়েতে আপ নারদিগের মোকদ্দমা সালিসদিগের বিচারানুসারে নিষ্পত্তি পাই বার কথা স্থির করে তবে একরারনামাতে স্পষ্টক্রমে এ কথা লেখ থাকিবেক যে সালিসেরা যে নিষ্পত্তি কারেন তাহাই চূড়ান্ত ও সিদ্ধ হইবেক ও সে ফয়সলা আদালতে মঞ্জুর হইলে তাহা আদালতে ডিক্রীর ন্যায় মাতবর হইবেক ও আদালতের সাহেবদিগের ইহা কর্ত্তব্য যে উভয় বিবাদিকে সর্ব্বদা লওয়ান ও পরামর্শ দেন যে তাহারা তাহারদিগের এই প্রকরণের লেখা বিষয়ের দাওয়ার বি বাদ তাহার চূড়ান্ত ও পূরা নিষ্পত্তিহওনার্থে সালিসদিগকে অর্প অর্থাৎ সোপর্দ্দ করে ইতি।—১৮১৩ সা। ৬ আ। ৫ ধা। ২ প্র।

৫ ধারা।

আদালতসম্পর্কীয় সাহেবকর্ত্তৃক ভূমির ক্রোক ও তাহার রক্ষণা বেক্ষণকরণ।

যে প্রকারেতে আদালতের সাহেব লোক বিরোধীয় ভূমি ক্রোক করিতে ক্ষমতা রাখিবেক তাহার কথা।

২৯। বলক্রমে ভূমি বেদখলকরণের কিম্বা বলক্রমে প্রতিবন্ধকত করণের নালিশেতে কখন২ এমত ঘটে যে সম্যক প্রকার বিচারকর ণের পরেও ইহা নিশ্চয় বুঝা যায় না যে বিরোধীয় ভূমি কাহার ভোগদখলে আছে অতএব যে আদালতে এমত মোকদ্দমা উপস্থিত হয় সে আদালতের সাহেবের ক্ষমতা আছে যে বিরোধীয় ভূমি ক্রোক করিয়া এক জন উপযুক্ত লোককে তাহার স্থানে মাতবর জামিন লইয়া সেই ভূমির সরবরাহকারীতে নিযুক্ত করিবেন ও সে ব্যক্তি সেই ভূমিহইতে খাজানা তহসীল করিয়া সরকারের ওয়াজিব মালগুজারী আদায় করিবেক ও সে ভূমিতে যাহা উপস্বত্ব অর্থাৎ মুনাফা হইবেক তাহা আবশ্যকী খরচখরচাবাদে আদালতে জমা করিবেক ও আদালতের সাহেবের প্রতি অতিতাকীদ আছে যে ভূমিতে উভয়ের ভোগদখলের বিষয়ের সম্পূর্ণ অনুসন্ধান ও তদন্ত ও তহকীককরণের পর আবশ্যক বোধহওনব্যতিরিক্ত ইহা না করেন কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে ক্রোক হওয়া ভূমিতে ভূম্যধিকারিদিগের লেখাপড়া মতে যে মালগুজারী সরকারের ওয়াজিবী পাওনা হয় তাহা দেওয়া মৌকুফ থাকিবেক ইহা এই প্রকরণের লিখিত কোন কথাক্রমে কেহ না বুঝে ইতি।—১৮১৩ সা। ৬ আ। ৫ ধা। ৩ প্র।

ক্রোকহওয়া ভূমিহইতে সরকারের মালগুজারী দেওয়া মৌকুফ না থাকিবার কথা।

ক্রোকথাকা ভূমির বিষয়ের কো

৩০। ইঙ্গরেজী ১৭৯৯ সালের ৫ আইনের ৫ ও ৬ ধারায় এবং ১৮০৩ সালের ৩ আইনের ১৬ ধারার ৫ ও ৬ প্রকরণে এবং

১৮১২ সালের ৫ আইনের ২৬ ও ২৭ ধারাতে আর ১৮১৩ সালের ৬ আইনের ৫ ধারার ৩ প্রকরণেতে জিলা ও শহরের আদালতের হুকুমদ্বারা অধিকারভূমির সরবরাহকারীর বিষয়ে যেং হুকুম লিখিত আছে তাহা নীচের লিখনক্রমে শুধরা যাইতেছে ইতি।—১৮২৭ সা। ৫ আ। ২ ধা।

নং আইন শুধরণের কথা।

৩১। উপরের লিখিত আইনসকলের হুকুমানুসারে যখন জিলা কি শহরের আদালতের সাহেবেরা কোন অধিকারভূমির সরবরাহকারীর বিষয়ে হুকুম দেওয়া উপযুক্ত বোধ করেন তখন সেই আদালতের সাহেবেরা যে জিলাতে ঐ অধিকারভূমি থাকে সেই জিলার কালেক্টর সাহেবকে ঐ অধিকারভূমি ক্রোক করিতে ও তাহার সরবরাহকারী কর্ম্ম করিবার নিমিত্তে কোন উপযুক্ত জনকে ঐ অধিকারভূমির পরিমাণদৃষ্টে উপযুক্ত জামিন লইয়া নিযুক্ত করিতে চিঠী লিখিবেন কিন্তু এ হুকুমও দেওয়া যাইতেছে যে ঐ ভূমির স্বত্বসম্পর্কীয় কোন জন যদি ঐ কর্ম্ম করিবার নিমিত্তে কালেক্টর সাহেবের নিযুক্ত করা লোকের বিষয়ে অসম্মত হয় কিম্বা তাহার নিযুক্ত হওয়ার পরে কোন সময়ে ঐ সরবরাহকারের কর্ম্মেতে অসম্মত হয় তবে ঐ জন বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের নিকটে আপন অসম্মতির হেতুসকল লিখিয়া জানাইতে পারে এবং ঐ বোর্ডের সাহেবেরা সকল বিষয় বিবেচনা করিয়া যাহা বিহিত বুঝেন হয় ঐ সরবরাহকারকে ঐ কর্ম্মে বহাল রাখিতে কিম্বা অন্য কোন জনকে নিযুক্ত করিতে হুকুম দিবেন ইতি।—১৮২৭ সা। ৫ আ। ৩ ধা।

ভূমি ক্রোককরণ ও তাহাতে সরবরাহকার নিযুক্ত করণের দাঁড়ার কথা।

৩২। জিলা কি শহরের আদালতের সাহেবের হুকুমনামাতে ঐ ক্রোকের মধ্যে যত ভূমি আসিতে পারিবেক তাহা বিশেষরূপে লেখা যাইবেক এবং ঐ আদালতের সাহেবের নিকটহইতে ঐ ক্রোক বরখাস্তের নিমিত্তে অন্য এক হুকুমনামা হওনব্যতিরেকে সে ক্রোক বরখাস্ত হইবেক না ইতি।—১৮২৭ সা। ৫ আ। ৪ ধা।

ঐ ক্রোকের মধ্যগত ভূমি বিশেষরূপে তাহার হুকুমনামাতে লেখা যাইবার কথা।

৬ ধারা।

ভূমিবিষয়ক বিবাদ হইলে দাঙ্গা নিবারণার্থ পোলীসের আমলার যাহা কর্ত্তব্য তাহা।

৩৩। [তর্জমা হয় নাই।]

৩৪। পোলীসের দারোগাদিগের কর্ত্তব্য যে তাহারা এক জন অন্য জনের ক্ষেতের ফসল তসরুফকরণ কি তাহার গরুআদি চতুষ্পদ জন্তুতে তাহা খাওনজন্যে অথবা বিরোধের ভূমি কিম্বা ফসল কি পুষ্করিণী কি নালা কি হওজ অর্থাৎ ডোবাভূমির কাজিয়াতে কি অন্যং হেতুতে লোকেরা হঙ্গামা ও ফসাদকরণের মনস্থে জমা হইয়াছে কিম্বা হঙ্গামা ও ফসাদ উপস্থিত করিবার সলা পরামর্শ করিতে

লোকেরা হঙ্গামা ও ফসাদ উপস্থিত করিবার মনস্থে জমাহওনের খবর পাইলে পোলীসের আমলাদিগের জমীদারদিগকে

উভয় বিবাদিদিগকে অন্তর করিতে ও নহিলে বিরোধের বস্তু সরকারে জব্দ হইবেক ইহা কহিতে হইবার কথা।

ছে এমত সমাচার পাইলে তৎক্ষণাৎ সরেজমীনে যায় কিম্বা আপনং মুহরির কি জমাদারকে পাঠাইয়া দেয় ও পোলীসের দারোগা কি অন্য যে আমলা এ কর্ম্মেতে যায় তাহার কর্ত্তব্য যে যে জমীদার কি তালুকদারের অধিকারে কিম্বা যে ইজারদারের ইজারার অধিকারে বিবাদকরণিয়া লোকেরা জমা হইয়া থাকে প্রথমতঃ সেই জমীদার কি তালুকদার কি ইজারদারের নিকটে গিয়া তাহারদিগকে অতিতাকীদ করিয়া কহে যে তৎক্ষণাৎ কাজিয়াকরণিয়া উভয় পক্ষেরে তফাৎ ও ভিন্নং করিয়া দেয় ও বিবাদকরণিয়া লোকদিগকে জানাইয়া দেয় যে যদি কখন কিছু হঙ্গামা ফসাদ হয় তবে বিরোধের ভূমি কি ফসল সরকারে জব্দ হইবেক ইতি।—১৮১৭ সা। ২০ আ। ১৮ ধা। ২ প্র।

পোলীসের আমলারা কাজিয়া হঙ্গামা না হইতে পাইবার ও তাহা থামাইবার নিমিত্তে যেং তদবীর করিবেক তাহার কথা।

৩৫। যদি উপরের লিখিত তদবীর ও উপায়েতে বিবাদকরণিয়ারা তফাৎ না হয় তবে পোলীসের ঐ আমলার কর্ত্তব্য যে আপনি তাহারদিগকে তাকীদ করিয়া কহে যে তফাৎ ও ভিন্নং হয় ও তাহারদিগকে পরামর্শ দেয় যে সালিসের কি পঞ্চাইতের দ্বারা কাজিয়া রফা করে কিম্বা ঐ মোকদ্দমা বিচার ও নিষ্পত্তি হইবার নিমিত্তে আদালতে দরপেশ করে ও যদি ইহাতে কার্য্য না দর্শে তবে পোলীসের কার্য্যকারকের আবশ্যক যে উচ্চৈঃস্বর ও শব্দ করিয়া সমস্ত লোককে ইহা কহে ও জানাইয়া দেয় যে যদি এই কাজিয়াতে কেহ প্রাণে মরে কিম্বা জখমী ও ঘাইল হয় অথবা শক্ত মারিপীট খায় তবে ঐ সমুদয় লোক দাঙ্গাবাজ ঠাহরা গিয়া গ্রেফ্তারহওনের ও ফৌজদারী আদালতের বিচারের যোগ্য হইবেক ও পোলীসের কার্য্যকারকদিগের ইহাও আবশ্যক যে তৎক্ষণাৎ দাঙ্গাবাজ লোকদিগের সমস্ত সরদার লোককে গ্রেফ্তার করিতে যথোচিত চেষ্টা করে ও যদি তাহারদিগকে গ্রেফ্তার করিতে না পারে তবে তাহারদিগের নাম ও নিবাস জানিয়া লিখে ও সাধ্যমতে যে সকল লোক উভয় পক্ষের সহিত কিছু এলাকা না রাখে ও হঙ্গামার কথা ও তাহা হওনের হেতু ও কোন্ ব্যক্তি তাহার উত্থাপক তাহা জ্ঞাত থাকে তাহারদিগের ইশাদি লেখাইয়া লয় ও এমতং উপায়করণের পর তাহারদিগের আবশ্যক হইবেক যে ঐ সকল লোক ইহার পরে কি করিবেক এ বিষয়ের খবরগিরী করিবার নিমিত্তে কএক জনকে নিযুক্ত রাখে ও শীঘ্র মাজিষ্ট্রেট্ সাহেবের হজুরে সমস্ত বেওরা লিখিয়া পাঠায় পরে মাজিষ্ট্রেট সাহেব অপরাধী কি অপরাধিদিগকে গ্রেফ্তার করিবার ও শাস্তি দিবার নিমিত্তে যে তদবীর ও উপায় করা উপযুক্ত বুঝেন্ তাহা করিবেন ইতি।—১৮১৭ সা। ২০ আ। ১৮ ধা। ৩ প্র।

দারোগারা উভয় পক্ষের কোন পক্ষের দ্রুব্যের নেগা

৩৬। পোলীসের আমলাদিগের কর্ত্তব্য যে উপরের লিখিত হুকুমমতে আপনি সরেজমীনে যাইয়া হঙ্গামা না হইতে পারিবার নিমিত্তে যে উপায় করা উপযুক্ত হয় তাহা করে কিন্তু তাহারদিগকে

কোন প্রকারে অনুমতি নাহি যে আপনি হঙ্গামাকরণিয়াদিগের শামিল হয় কি হঙ্গামাকরণিয়াদিগের উভয় পক্ষের কোন পক্ষের সহকারিতা করে ও তাহারদিগকে অতিনিষেধ করা যাইতেছে যে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের দেওয়া হুকুমব্যতিরেকে আপনার তাবে বরকন্দাজ লোককে কিম্বা কোন মজকুরী পেয়াদাকে উভয় পক্ষের কেহ হঙ্গামা হইবেক এমত দৃঢ় বোধহওনোপযুক্ত সহায়তার নিমিত্তে থানাতে দরখাস্ত দিলে তাহার বস্তুর ও দ্রব্যের হেফাজাৎ অর্থাৎ রক্ষণাবেক্ষণের নিমিত্তে তৈনাৎ না করে ইতি।—১৮১৭ সা। ২০ আ। ১৮ ধা। ৪ প্র।

হবানী করিতে বরকন্দাজ নিযুক্ত করিতে না পারিবার কথা।

৩৭। যদি উভয় বিবাদির বিবাদ ভূমি কি ফসল লইয়া হয় তবে পোলীসের দারোগার আবশ্যক যে যে কৈফিয়ৎ মাজিষ্ট্রেট্ সাহেবের হজুরে পাঠায় তাহাতে বিরোধের জমীনের পরিমাণের কিম্বা ফসলের রকম ও পরিমাণের নিরূপণ লিখিয়া দেয় ও সীমানাসরহদ্দের কাজিয়াতে ঐ দারোগার কর্ত্তব্য যে স্থানের নক্শা যাহা দেখিয়া বিরোধের ভূমি বিলক্ষণরূপে জানিতে পারা যায় তাহা করিয়া আপন রিপোর্টের শামিলে মাজিষ্ট্রেট্ সাহেবের হজুরে পাঠাইয়া দেয় ইতি।—১৮১৭ সা। ২০ আ। ১৮ ধা। ৫ প্র।

ভূমির পরিমাণের কি ফসলের পরিমাণ ও রকমের নিরূপণ কি বিরোধের ভূমির নক্শা তৈয়ার করিয়া মাজিষ্ট্রেট্ সাহেবের হজুরে পাঠাইবার কথা।

৭ ধারা।

ভূমিবিষয়ক বিবাদ তজবীজকরণার্থ ইউরোপীয় ও এতদ্দেশীয় কর্ম্মকারকেরদের প্রেরণকরণ।

৩৮। যে সময়ে জজ সাহেব ভূমি কিম্বা বাটী অথবা তাহার সীমাসরহদ্দের তহকীক সরে জমিনে করণ আবশ্যক জানেন্ সে সময় সে মোকদ্দমায় আমীন পাঠাইবেন এবং সেই আমীনকে এই মতে সুকৃতি করাইবেন যে আমি আদালতহইতে যে বিষয় তহকীক করিবার কারণ নিযুক্ত হইলাম ইহার বেওরাকৈফিয়ৎ প্রকৃত প্রস্তাবে যথার্থ ক্রমে লিখিয়া দিব ও আমার রোজ যাহা আদালতহইতে ধার্য্য হয় তাহাছাড়া কড়াবট রোজ কিম্বা প্রকারান্তরে উভয় বিবাদির কাহারো স্থানে চক্রান্তে লইব না। এবং সেই আমীনকে ত্বরা ও তাকীদ করিবেন যে সেই মোকদ্দমার যাহা তহকীক করে তাহার বেওরাকৈফিয়ৎ লিখিয়া তাহার উপর স্বাক্ষর করিয়া তাহা তাহার সনন্দের লিখিত নির্দ্ধারিত তারিখে আদালতে দাখিল করে তাহাতে সেই মোকদ্দমার যে সকল মর্ম্মের তহকীককারণ আমীন নিযুক্ত হইয়া থাকে তাহার সম্পর্কে সেই কৈফিয়ৎ আদালতে কেবল সাক্ষির ন্যায় জ্ঞান হইবেক। এবং সে আমীনের রোজ জজ সাহেব যাহা উচিত জানেন্ তাহাই নির্দ্ধার্য্য করিবেন ও সেই রোজ আদালতের খরচার শামিলে হিসাব হইয়া তাহা যে ব্যক্তির পরাজয়ে আদালতে ডিক্রী হয় তাহার শিরে পড়িবেক কিন্তু জজ সাহেব এমত বিবেচনা করিবেন যে আমীনের রোজ তাহার বিলম্বকরণে কিম্বা অন্য কারণেই

ভূম্যাদির মোকদ্দমা ভূমিতে গিয়া তহকীক করিতে হইলে আমীন পাঠাইবার ও তাহাকে সুকৃতি করাইবার পাঠের কথা।

আমীন আপন বিবেচিত বেওরাকৈফিয়ৎ নির্দ্ধারিত দিনে আদালতে দাখিল করিবার কথা।

আমীনের বেতনের ধার্য্যের ও তাহা যাহার স্থানহইতে দেওয়ান যাইবেক তাহার কথা। ও ঐ বেতন দেও

নের বিষয়ে সাবধান হইবার কথা।

বা হউক যথাসম্ভবাপেক্ষা অতিরিক্ত না হয় ইতি।—১৭৯৩ সা। ৪ আ। ১৭ ধা।

হেতুবাদ।

৩৯। ইঙ্গরেজী ১৮২১ সালের ২ আইনের ১০ ধারার ২ প্রকরণক্রমে জিলা ও শহরের আদালতের জজ ও রেজিষ্টর সাহেবদিগ্কে এ ক্ষমতার্পণ করা গিয়াছে যে তাঁহারা যে২ আদালতে নিযুক্ত থাকেন ঐ আদালতের হুকুমের তাবে কোন স্থানে খাজানা কি ভূমি কি ফসলহইতে বেদখলহওনের বিষয়ে মোকদ্দমা উপস্থিত হইলে সরেজমীনে যাইয়া সরাসরীমতে মোকদ্দমার বিচার করেন্ কিন্তু সরেজমীনে অনুসন্ধান করিবার নিমিত্তে আপন রেজিষ্টর কি আসিষ্টাণ্ট সাহেবকে পাঠান আবশ্যক বোধ হইলে ঐ সাহেবদিগকে পাঠাইতে পারিবার সামান্য ক্ষমতা জিলা ও শহরের জজ ও মাজিষ্ট্রেট্ সাহেবদিগ্কে অর্পণ করা যায় নাহি এবং ঐ সাহেবদিগ্কে পাঠান যাওনের খরচ বিবাদিরা দিবেক কি সরকারহইতে দেওয়া যাইবেক ইহার কোন নিয়ম চলিত আইনের মধ্যে লেখা যায় নাহি অতএব এই সকলের প্রতিকারের নিমিত্তে নীচের লিখিতব্য হুকুমসকল নির্দিষ্ট হইল এবং ঐ সকল হুকুম ফোর্ট উলিয়ম অর্থাৎ কলিকাতা রাজধানীর তাবে দেশসকলেতে জারী হইবামাত্র প্রবল হইবেক ইতি।—১৮২৪ সা। ১১ আ। ১ ধা।

জজ ও মাজিষ্ট্রেট সাহেবেরা আপন২ সরহদ্দের মধ্যে হওয়া সীমার বিবাদের বিষয়ের অনুসন্ধানের নিমিত্তে আপন২ রেজিষ্টর কি আসিষ্টাণ্টকে পাঠাইবার কথা।

এবং তাঁহারদিগ্কে উপযুক্ত হুকুম ও উপদেশ দিবার কথা।

৪০। ভূমির সীমার কি তাহা দখলকরণের অধিকারের বিষয়ের বিবাদ অতিশীঘ্র ও সুন্দররূপে নিষ্পত্তি পাইবার নিমিত্তে কিম্বা দেওয়ানী কি ফৌজদারী আদালতে উপস্থিতহওয়া কোন মোকদ্দমা সম্পর্কীয় কোন বিষয় অনুসন্ধানের নিমিত্তে এদেশীয় আমীন কি তথাকার মুনসেফ কি পোলীসের কার্য্যকারককে নিযুক্তকরণাপেক্ষা বিষয় বুঝিয়া ইউরোপীয় কোন কার্য্যকারক সাহেবকে নিযুক্তকরা উপযুক্ত বোধ হইলে অনুসন্ধান ও তদন্ত শীঘ্র ও বিনাপক্ষপাতে হইবার নিমিত্তে যদি কোন জিলা কি শহরের জজ কি মাজিষ্ট্রেট্ সাহেব ইহা আবশ্যক বুঝেন্ যে আপন রেজিষ্টর কি আসিষ্টাণ্ট কি কোম্পানি বাহাদুরের সরকারের চিহ্নিত চাকর আপন তাবে অন্য কোন সাহেবকে আপন সরহদ্দের মধ্যে কোন সরেজমীনে অনুসন্ধান করিবার নিমিত্তে পাঠান উপযুক্ত তবে ঐ জিলা কি শহরের জজ কি মাজিষ্ট্রেট্ সাহেবদিগের এ ক্ষমতা থাকিবেক যে ঐ কার্য্যার্থে ঐ কোন সাহেবকে পাঠান্ এবং ঐ সরেজমীনে যে বিষয়ের অনুসন্ধান ও তদন্ত করিবার ভার ঐ সাহেবের প্রতি অর্পণ করা যায় তাহা করণের নিমিত্তে যে২ হুকুম কি উপদেশ উপযুক্ত বোধ হয় তাহা ঐ সাহেবকে দিতে পারেন্ কিন্তু ইহাতে সাবধান থাকিবেন যে ঐ২ হুকুম কি উপদেশ চলিত আইনের বিরুদ্ধ কোনরূপে না হয় ইতি।—১৮২৪ সা। ১১ আ। ২ ধা।

সরেজমীনে অনু

৪১। দেওয়ানী আদালতে উপস্থিতহওয়া কোন মোকদ্দমার

কিম্বা দেওয়ানী কি ফৌজদারী আদালতে দুই জন কি তাহাহইতে অধিক জনের মধ্যে আপন২ স্বত্বের বিষয়ে মোকদ্দমা উপস্থিত হইলে তাহার সম্পর্কীয় কোন বিষয়ের অনুসন্ধান সরেজমীনে করণের নিমিত্তে উভয় পক্ষের এক পক্ষের দরখাস্তমতে উপরের ধারার লিখিত হুকুমমতে কোন ইউরোপীয় কার্য্যকারক সাহেবকে পাঠাইবার হুকুম হইলে যে জজ কি মাজিষ্ট্রেট সাহেব ঐ সাহেবকে সরেজমীনে যাইবার হুকুম দেন্ কিম্বা ঐ মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করেন্ তিনি ইহার নিরূপণ করিতে ক্ষমতা রাখিবেন যে ঐ পাঠান কার্য্যকারকসাহেব ঐ কর্ম্মের নিমিত্তে যাহা পাইবেন তাহা সমুদয় কি তাহার কোন অংশ এবং ঐ সরেজমীনে অনুসন্ধানকরণের বিষয়ে সরকারহইতে হুকুমহওয়া ও আবশ্যক খরচ ঐ মোকদ্দমাতে যে জনের পরাজয় হয় সেই জনের দিতে হইবেক কি সকল বিষয়ে দৃষ্টি ও তাহার বিবেচনাপূর্ব্বক ন্যায়মতে হারহারীক্রমে উভয় পক্ষের দেওয়া উপযুক্ত। আরো হুকুম করা যাইতেছে যে উপস্থিত কোন মোকদ্দমাতে জজ কি মাজিষ্ট্রেট সাহেবের যদি ইহা বোধহয় যে উভয় পক্ষের কি তাহার কোন পক্ষের দরিদ্রতাহেতুক সরেজমীনে পাঠান ঐ ইউরোপীয় কার্য্যকারক সাহেবের প্রাপ্তব্য টাকা সমুদয় কিম্বা তাহার কোন অংশ ঐ লোকদিগের কি লোকের স্থানে লওয়া উপযুক্ত নহে তবে তাঁহার ক্ষমতা আছে যে ঐ টাকা সরকারের খরচের বিবেচনার অধ্যক্ষসাহেবের বিবেচনাক্রমে সরকারের তরফহইতে দেন্ ইতি।—১৮২৪ সা। ১১ আ। ৩ ধা।

সন্ধান করিতে পাঠাইবাতে যে খরচ হয় তাহার যাহা যে ব্যক্তির দিতে হইবেক তাহার কথা।

৪২। এই আইনানুসারে কোন জজ কি মাজিষ্ট্রেট সাহেব কোন রেজিষ্টর কি আসিষ্টাণ্ট কিম্বা ইউরোপীয় অন্য কার্য্যকারক সাহেবকে সরেজমীনে পাঠাইলে এমত সকল প্রেরণের ও তাহার সকল বেওরাসমেত রিপোর্ট সরকারের আদালতের সিরিস্তার সেক্রেটারিসাহেবের নিকটে পাঠান যাইবেক এবং ঐ প্রেরণকরা সাহেব সরেজমীনহইতে আপন মোকামে ফিরিয়া আসিবামাত্র তাহারো সমাচার ঐ সেক্রেটারি সাহেবের নিকটে পাঠাইতে হইবেক ইতি।—১৮২৪ সা। ১১ আ। ৪ ধা।

সরেজমীনে অনুসন্ধানার্থে করা প্রেরণসকলের রিপোর্ট সরকারের আদালতের সিরিস্তার সেক্রেটারি সাহেবের নিকটে পাঠাইবার কথা।

৪৩। এই আইনের হুকুমানুসারে ইউরোপীয় কোন কার্য্যকারক সাহেবকে সরেজমীনে প্রেরণকরা গেলে তাহার রিপোর্ট যে সিরিস্তাহইতে ঐ প্রেরণের হুকুম হয় তদনুসারে ঐ সরেজমীন যে খণ্ডের মধ্যগত হয় সেই খণ্ডের প্রবিন্স্যাল কোর্ট আপীলে কিম্বা দায়েরসায়েরী আদালতে যে জজ কিম্বা মাজিষ্ট্রেট্ সাহেব ঐ প্রেরণের হুকুম দিয়া থাকেন্ তাঁহার ঐ বিষয়ের রুবকারীর নকলের সহিত অবিলম্বে পাঠান যাইবেক এবং ঐ প্রেরণের যে২ হেতু ঐ রুবকারীতে লেখা থাকে তাহা যদি উপযুক্ত বোধ না হয় এবং প্রবিন্স্যাল কোর্টের সাহেবেরা অন্য২ আবশ্যক বেওরা লিখিয়া পাঠাইতে হুকুম করিলে তদৃষ্টে ঐ প্রেরণ অনাবশ্যক কিম্বা অনর্থক বোধ করেন্ তবে

সরেজমীনে পাঠান যাওনের রিপোর্ট জজ কি মাজিষ্ট্রেটের রুবকারী সমেত খণ্ড বুঝিয়া প্রবিন্স্যাল কোর্ট কি দায়েরসায়েরী আদালতে পাঠান যাইবার কথা।

ঐ প্রেরণ অনাবশ্যক কি অনর্থক

ঐ প্রবিন্সাল কোর্ট আপীলের সাহেবেরা কি দায়েরসায়েরী আদালতের সাহেবলোক তাহার নিবারণের হুকুম দিতে পারিবেন এবং ঐ সময়ে আপনারদিগের দেওয়া হুকুমের নকল এবং তাহার সম্পর্কীয় সমস্ত রুবকারী ও কাগজপত্র বিষয় বুঝিয়া সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের কিম্বা নিজামৎ আদালতের সাহেবলোকের জ্ঞাপনার্থে পাঠাইবেন এবং ঐ সাহেবেরা যে চূড়ান্ত হুকুম ঐ বিষয়েতে দেওয়া উপযুক্ত ও ন্যায্য বুঝেন্ তাহা দিবেন ইতি।— ১৮২৪ সা। ১১ আ। ৫ ধা।

বোধ হইলে তথাহইতে বারণের হুকুম হইবার কথা।

তাহা হইলে ঐ আদালতের রুবকারী চূড়ান্ত হুকুমের নিমিত্তে সদর দেওয়ানী কি নিজামৎ আদালতে পাঠাইতে হইবার কথা।

৪৪। জিলা ও শহরের আদালতের জজ সাহেবেরদিগকে হুকুম দেওয়া যাইতেছে যে এই আইনানুসারে তাঁহারদিগের প্রতি যে বিবেচনাকরণের ক্ষমতার্পণ করা গেল তদনুসারে আপন২ রেজিষ্টর সাহেবকে সরেজমীনে প্রেরণকরণের বিষয়ে অতিসাবধান হইবেন যে কোন রেজিষ্টরসাহেব আপন আদালতে অনেক দিন উপস্থিত না থাকনপ্রযুক্ত সরকারের কার্য্যের ব্যাঘাত না হয় অতএব অত্যাবশ্যক এবং অত্যল্প কালের কারণব্যতিরেকে সরেজমীনে রেজিষ্টর সাহেবকে প্রেরণ করা যাইবেক না এবং ঐ রেজিষ্টর সাহেবকে সরেজমীনে যে২ বিষয়ে অনুসন্ধান ও তদন্ত করিবার ভার অর্পণ হয় তাহাতে ঐ রেজিষ্টর সাহেবের আদালতের সিরিস্তার উকীলদিগের সওয়াল জওয়াব করিতে যাইবার হুকুম হইবেক না কিন্তু উভয় পক্ষ নিজে কিম্বা আপন২ তরফহইতে হাজির থাকিবার নিমিত্তে উপযুক্তরূপে আদালতের গ্রাহ্য যে মোখ্তার নিযুক্ত করে সেই মোখ্তার সওয়াল জওয়াব করিবার নিমিত্তে হাজির হইবেক ইতি।— ১৮২৪ সা। ১১ আ। ৬ ধা।

অত্যাবশ্যক হওন ব্যতিরেকে জজ ও মাজিষ্ট্রেট সাহেবেরা আপন২ রেজিষ্টরকে সরেজমীনে না পাঠাইবার কথা।

সরেজমীনে অনুসন্ধানকরণের সময়ে রেজিষ্টর সাহেবের নিকটে উভয় পক্ষ নিজে কি তাহারদিগের নিযুক্ত মোখ্তার হাজির হইবার ও রেজিষ্টর সাহেবের আদালতের উকীল হাজির না হইবার কথা।

২১ অধ্যায়।

নীল চাস ও ইউরোপীয়েরদের ভূমি অধিকারকরণ।

১ ধারা।

বারাণসে ইউরোপীয়েরদের কর্ত্তৃক নীলের চাসকরণবিষয়ক।

হেতুবাদ।
[বারাণস।]

১। অনেক কালাবধি হুকুম ছিল যে সরকারের বিনাঅনুমতিতে কোন বিলায়তী লোকে শস্যোৎপাদনার্থে মফঃসলে ভূমি রাখিবেক না ইহাতে জানা গেল যে এ হুকুম অন্যং স্থানাপেক্ষা এলাকা বারাণসে জারীহওন অত্যাবশ্যক আছে কারণ এই যে যে সকলহেতুক এ হুকুম হইয়াছিল সে সকল হেতু ঐ এলাকাতেই অতিরিক্ত বর্ত্তে অতএব শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলে প্রথম যে কালে সমাচার পাইয়াছিলেন যে যে দুই জন লোক ঐ এলাকায় আদৌ নীলের কারখানা করিয়া অনায়াসে নীল জন্মাইবার জন্যে এক কিম্বা অধিক তালুক ইজারা লইয়াছে সে কালে অবিলম্বে রেসিডেণ্ট সাহেবের নামে হুকুম দিয়াছিলেন যে তাহারদিগের বেদখল করেন্ কিন্তু তাহারা অনেক ব্যয়ব্যসন করিয়াছিল ইহা দেখিয়া এবং সুদাঁড়ায় নীলের চাসের আধিক্য হইলে এদেশের সমস্ত লোকের লাভোদয় পাইবেক ইহা নিশ্চয় বুঝিয়া ইঙ্গরেজী ১৭৯০ সালে এমত অনুমতি দিয়াছিলেন যে তাহারা আপনারদিগের কারখানা বজায় রাখিয়া যে প্রজারা স্বেচ্ছায় দাদনী লইয়া নীল গাছের সরবরাহ দিতে চাহে তাহারদিগের দাদনী দিবেক এবং অন্য প্রজারা যেমতে জমীদার ও ইজারদারদিগের স্থানে পাট্টা লয় সেইমতে নিজে নীলের চাসের কারণ ভূমির পাট্টা লইবেক ও এ অনুমতি যে দুই জন বিলায়তী লোক ঐ হজুরের অনুমতিতে আদৌ নীলের কারখানা করিয়াছিল তাহারদিগের বেওরাকৈফিয়ৎদৃষ্টে তাহারদিগেরেই দেওয়া গিয়াছিল কিন্তু লোকেরা আপনারদিগের অনুমানে বুঝিয়াছিল যে এ অনুমতি ঐ এলাকার মধ্যে যে সকল বিলায়তী লোক নীলের কারবার করিতে চাহে তাহারদিগের সকলের প্রতিই হইয়াছে ও তদনুসারে উপরের লিখিত সনহইতে ইঙ্গরেজী ১৭৯৪ সালপর্য্যন্ত ইঙ্গরেজের বিলায়তী অনেক লোকে ঐ হজুরের বিনাঅনুমতিতে ও বিহিত বিধানব্যতিরেকে নীলের চাসের কারণ বিস্তর ভূমি লইয়াছে পশ্চাৎ তজ্জন্য যে বিরুদ্ধ গতিক দর্শিল তাহার কৈফিয়তে ঐ হজুরের মনোযোগ হইয়া ইঙ্গরেজী ১৭৯৪ সালের ৭ মার্চ্চে হুকুম হইয়াছিল যে কোন বিলায়তী লোকে ঐ এলাকায় বাটী ও এমারতআদি কারখানা বনাইবার উপযুক্ত স্থানাপেক্ষা অতিরিক্ত ভূমি খরীদ

করিতে কিম্বা ইজারা লইতে পারিবেক না এই হুকুমমতে সরকা রের বিনাঅনুমতিতে যাহারা নীলের কারবার করিয়াছিল তাহার দিগের ক্ষতি হয় এ কারণ তাহারা আপনারদিগের কৈফিয়ৎযুক্তে দরখাস্ত লিখিয়া ঐ হুজুরে দিয়াছিল যদ্যপি সরকারের বিনাঅনুম তিতে তাহারদিগের লওয়া ভূমির পাট্টা বাজেয়াপ্তের যোগ্য ছিল কিন্তু ঐ হুজুরে বিবেচনা হইল যে তাহারা ভূমির পাট্টা লইবার কালে নিষেধ ছিল না এ নিমিত্তে তাহারদিগের অনুমান ছিল যে এমতে ভূমির পাট্টা লওনে আইনের অন্যথাচরণ হয় না এইহেতুক এবং এক কালে ভূমিতে বেদখল হইলে তাহারদিগের অপচয় দর্শে এপ্রযুক্ত ইঙ্গরেজী ১৭৯৪ সালের ২৩ মাই তারিখে হুকুম হইয়া ছিল যে তাহারদিগের লওয়া পাট্টা নীচের লিখিত মিয়াদ ভরিয়া বহাল রাখা যাইবেক ভাব এই যে যে সকল ভূমিতে তাহারা নীলের চাস করিয়াছিল তাহার ফলোদয় সম্যক্প্রকারে ও সুন্দররূপে তা হারদিগের সম্পর্কে হইতে পারে। আর যদনুসারে বিলায়তী লোকেরা সুবে বাঙ্গালায় প্রজালোকের সহিত নীলগাছের সরবরাহ লইবার বন্দোবস্ত করে তদনুসারে ঐ এলাকার প্রজাদিগের সহিতও বন্দো বস্ত করিতে পারিবেক অতএব সেই সকল হুকুম এবং অন্য যে যে হুকুম পশ্চাৎ হইয়াছে তাহা নীচের লিখনক্রমে আইন নির্দ্দিষ্ট হইল ইতি।—১৭৯৫ সা। ৩৩ আ। ১ ধা।

উত্তরকাল বিলায়তী লোকদিগেরে ভূমি ইজারাওগয়রহ দিতে নিষেধের কথা।

২। এই আইনের হেতুবাদের লিখিত নিষেধক্রমে ইঙ্গরেজী ১৭৯৪ সালের ২০ মার্চে যাবদীয় আমিলদিগকে এমত নিদর্শনে হুকুম হইয়াছিল যে উত্তরকাল শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদু রের হুজুর কৌন্সেলের বিনাহুকুমে ইঙ্গরেজের বাদশাহের ব্যাপ্য বিলায়তী কি অন্য বিলায়তী কোন লোককে কিছু ভূমি ইজারা কিম্বা বিক্রয়ক্রমে অথবা মতান্তরে না দেওয়া যায় কিন্তু এ দেশীয় লোকেরা এ হুকুমের আশয় বুঝিবার ভ্রান্তিতে অসঙ্গতাচরণ করিতে না পারে এ জন্যে তৎকালে হুকুম হইয়াছিল যে বিলায়তী লোকেরা যে ভূমিতে এইক্ষণে ভোগদখল রাখে তাহারা রেসিডেণ্ট সাহেবের বিনাইশারায় বেদখল হইবেক না আর হুকুম ছিল যে রেসিডেণ্ট সাহেব এমত সকল মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করিবার কারণ তথায় বিলা য়তী লোকেরা যে সকল ভূমি দখলে রাখে তাহার হকীকৎ তৈয়ার করিতে হইবেক ইতি।—১৭৯৫ সা। ৩৩ আ। ২ ধা।

বিলায়তী লোকদিগের মারফতে স্থানবিশেষের মালগুজারী সরকারে লইতে নিষেধের কথা।

৩। ইঙ্গরেজী ১৭৯৫ সালের ২২ মার্চে রেসিডেণ্ট সাহেব সমস্ত আমিলদিগকে এই বার্ত্তা জানাইয়াছিলেন যে সরকারের আশয় এমত ছিল না যে সরকারের পাট্টাদার অর্থাৎ এদেশীয় লোক জমীদার কি ইজারদারছাড়া কোন বিলায়তী লোকের স্থানে আমা নী মহালাতের গ্রামসকল সেওয়ায় অন্যাধিকারের মধ্যের নীল গা ছের অথবা দ্রব্যান্তরের চাস ভূমির মালগুজারী সরকারে লওয়া যায় জমীদার ও ইজারদারদিগের তাহারদিগের অধিকার ও ইজারার

ভূমির মালগুজারী নীলের কারবারী বিলায়তী লোকদিগের স্থানে উভয়তঃ করারদাদমতে লইতে হইবেক ইতি।—১৭৯৫ সা। ৩৩ আ। ৩ ধা।

নীলের কারবারের তদারকের অর্থে হুকুমের কথা।

৪। এই আইনের হেতুবাদের লিখিত সকল হেতুপ্রযুক্ত এবং ইঙ্গরেজের বিলায়তী লোকেরা নীলের চাসকরণের ও তাহা জন্মাইবাতে বিস্তর মোকদ্দমা উপস্থিত হইয়াছে এমত মোকদ্দমা না হইতে পারিবার ও ইহার তদারকের কারণ ইঙ্গরেজী ১৭৯৪ সালের ২৩ মাই এবং ৪ জুলাইতে নীচের লিখিত কএক প্রকরণের হুকুম শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে নির্দ্ধার্য্য হইয়াছে।—১৭৯৫ সা। ৩৩ আ। ৪ ধা। ১ প্র।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৪ সালের ২০ মার্চের পূর্ব্বে পাওয়া নীলের চাসের ভূমির পাট্টা বহাল থাকিবার কথা।

৫। ১ আদি হুকুম। নীলের চাস করিবার ভূমির যে সকল পাট্টা কোন বিলায়তী লোক বাস্তব ইঙ্গরেজী ১৭৯৪ সালের ২০ মার্চের পূর্ব্বে পাইয়া থাকে সে সকল পাট্টার মিয়াদ ১০ দশসনী বন্দোবস্তের মিয়াদের অধিক না হইলে তাহার মিয়াদ আখিরীপর্য্যন্ত বহাল থাকিবেক।—১৭৯৫ সা। ৩৩ আ। ৪ ধা। ২ প্র।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৪ সালের ২০ মার্চের পরের পাট্টা রদ হইবার কথা।

৬। ২ দ্বিতীয় হুকুম। বিলায়তী লোকেরা ইঙ্গরেজী ১৭৯৪ সালের ২০ মার্চের পর স্বনামে কি বিনামে অগোপনে অথবা গোপনে যে সকল পাট্টা লইয়া থাকে তাহা রদ হইবেক ও যাহারা সে সকল পাট্টা রাখে তাহারা তৎক্ষণাৎ তাহাহইতে বেদখল হইবেক।—১৭৯৫ সা। ৩৩ আ। ৪ ধা। ৩ প্র।

বিলায়তী লোকের সমুচিতের কথা।

৭। ৩ তৃতীয় হুকুম। কর্ত্তব্য নহে যে উত্তরকালে কোন বিলায়তী লোক অগোপনে কিম্বা গোপনে নয়া পাট্টা লয় জানিবেন যে এমত পট্টা সমস্তই নামঞ্জুর হইবেক এবং যাহারা সে পাট্টা লয় তাহারা কেবল তাহার ভূমিহইতেই বেদখল হইবেক না বরং কলিকাতায় পাঠাইবার যোগ্য হইবেক।—১৭৯৫ সা। ৩৩ আ। ৪ ধা। ৪ প্র।

পঞ্চাশ বিঘার কম ভূমির প্রতি হুকুমের কথা।

৮। ৪ চতুর্থ হুকুম। দশসনী বন্দোবস্তের আখিরী সনগতে কোন বিলায়তী লোকে স্বনামে কিম্বা বিনামে ভূমি রাখিতে পারিবেক না কিন্তু এ হুকুম পঞ্চাশ বিঘার অধিক না হয় এমত ভূমির সহিত সম্পর্ক রাখিবেক না যদি বিলায়তী লোকে আদৌ রেসিডেণ্টসাহেবের দ্বারা শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলের হুকুম বাটী কিম্বা অন্যং কারখানা করিবার কারণ ঐ সংখ্যাপর্য্যন্তের ভূমি খরীদ অথবা ইজারা করিবার অর্থে পাইয়া থাকে।—১৭৯৫ সা। ৩৩ আ। ৪ ধা। ৫ প্র।

বিলায়তী লোকেরা নিজে কিম্বা তা

৯। ৫ পঞ্চম হুকুম। ইঙ্গরেজের বাদশাহের ব্যাপ্য বিলায়তী কিম্বা অন্য বিলায়তী লোকের চাকর এ দেশীয় কোন ব্যক্তি পথের

হারদিগের চাকরব র্গে ভুসাওগয়রহ জিনিস জোরে লই তে নিষেধের কথা।

মধ্যে কিম্বা স্থানান্তরে কাহারো কিছু ভুসা জিনিস কিম্বা দ্রব্যান্তর বলক্রমে লইলে ও তাহার অধিকারী সে বিষয়ের নালিশ রেসিডেণ্ট সাহেবের নিকটে করিয়া প্রমাণ যোগাইলে সে সাহেব যে কেহ সেই ভুসাওগয়রহ জিনিস লইয়া থাকে তাহাকে দায়ের ও সায়েরী আদালতে সোপর্দ্দকরণ উচিত জানিলে করিবেন তাহাতে সে আদা লতের হুকুমমতে যে শাস্তি হইতে পারে তাহাছাড়া সে ব্যক্তি কখন এলাকা বারাণসে ঐ সকল বিলায়তী লোকদিগের চাকর হইতে পা রিবেক না অতএব যদি কখন ঐ বাদশাহের ব্যাপ্য বিলায়তী লোকের কেহ নিজে কিম্বা তাহার কথাক্রমে তাহার চাকর কোন ব্যক্তি এমত কর্ম্ম করে তবে রেসিডেণ্ট সাহেবের কর্ত্তব্য যে সে বিষ য়ের নালিশ হইলে তাহার বিচার সংক্ষেপে করেন্ ও সেই বিলা য়তী লোকের উচিত যে রেসিডেণ্ট সাহেব সেই ভুসাজিনিস কিম্বা দ্রব্যান্তর ফিরিয়া দিবার কিম্বা তদর্থে দণ্ড দিবার ও খেশারতের নিশা করিবার জন্যে বিহিত বুঝিয়া যে হুকুম করেন্ তাহা মানেন্।— ১৭৯৫ সা। ৩৩ আ। ৪ ধা। ৬ প্র।

বিলায়তী লোকেরা নিজে ও তাহার দিগের চাকরবর্গে জোরে কারীগরপ্র ভৃতিকে ধরিতে নি ষেধের কথা।

১০। ৬ ষষ্ঠ হুকুম যদি ইঙ্গরেজের বাদশাহের ব্যাপ্য বিলায়তী লোকদিগের চাকর কেহ কারীগর ও মজুরপ্রভৃতিকে আপন মনি বের কার্য্যসম্পন্নের জন্যে জোরে লইতে চাহে তবে সে ব্যক্তি তথা কার তৈনাৎ সরকারী আমলার নিকটে ধরা পড়িবার যোগ্য হইবেক ও তাহাতে এদেশের দাঁড়া ও দস্তুরমতে বিচার হইয়া শাস্তি পাই বেক ও তাহার উপর সে অপরাধ সাব্যস্ত হইলে সে ব্যক্তি উপরের লিখনানুসারে বিলায়তী লোকের চাকরী করিতে পারিবেক না।— ১৭৯৫ সা। ৩৩ আ। ৪ ধা। ৭ প্র।

বিলায়তী লোক দিগের বৃক্ষচ্ছেদনের নিষেধের কথা।

১১। ৭ সপ্তম হুকুম। ইঙ্গরেজের বাদশাহের ব্যাপ্য বিলায়তী কোন লোকের কর্ত্তব্য নহে যে তাবৎ কোন গাছ কাটে যাবৎ তা হার অধিকারী স্বেচ্ছাক্রমে সে গাছ বিক্রয় করিয়া তাহার মূল্যাবধা রণের নিদর্শনে বিক্রয়পত্র মতে দুই জন সাক্ষী করাইয়া না দেয়।— ১৭৯৫ সা। ৩৩ আ। ৪ ধা। ৮ প্র।

নীলের কারবারী বিলায়তী লোকেরা আপনারদিগের উকীলগণকে রেসিডেন্সী কাছারীতে রুজু রাখিবার কথা।

১২। ৮ অষ্টম হুকুম। গত মার্চ মাসের ৭ তারিখে হওয়া হুকুম মতে রেসিডেণ্ট সাহেবকে নিষেধ হইয়াছে যে এদেশীয় লোক জজদিগের কিম্বা ফরিয়াদী ও আসামীর কাহারো সহিত পত্রাদি লওয়া ও দেওয়া না করেন্ অতএব সেই সাহেব নীলের চাসের ও তাহা জন্মাইবার সম্পর্কীয় যে সকল মোকদ্দমা উপস্থিত হয় তাহার বিচার ও নিষ্পত্তি অনায়াসে শীঘ্র করিবার কারণ হুকুম হইল যে যাহারা নীলের চাসের ও তাহা জন্মাইবার এলাকা রাখে তাহারা তাহারদিগের যে মুনিব কি চাকরের নামে যে মোকদ্দমার নালিশ এদেশীয় লোকেরা করে তাহার নালিশের সওয়ালের কৈফিয়তের জওয়াব হিন্দী জোবানে দিবার জন্যে আপনারদিগের পক্ষের উকী

লগণকে সমস্ত ভারের এখ্তিয়ার নামা লিখিয়া দেওয়া সর্ব্বদা রেসিডেণ্ট সাহেবের কাছারীতে রুজু রাখে।—১৭৯৫ সা। ৩৩। আ। ৪ ধা। ৯ প্র।

১৩। ৯ নবম হুকুম। কোন বিলায়তী লোকের কর্ত্তব্য নহে যে প্রজা কিম্বা ব্যক্ত্যন্তর কাহাকেও ধরাধর করে কিম্বা কয়েদ রাখে অথবা এই আনের অনুসারে যে কর্ম্ম করিতে তাহারদিগের চাকর এ দেশীয় লোকদিগেরে বারণ আছে তাহা করিতে আসক্ত হয় ইহাতে যদি রেসিডেণ্ট সাহেবের নিকটে প্রমাণ হয় যে ইঙ্গরেজের বাদশাহের ব্যাপ্য বিলায়তী লোকের কোন চাকর তাহার হুকুমে কিম্বা তুচ্ছত্বপরিগ্রহে অথবা জ্ঞাতসারে আইনের ব্যতিক্রম করিয়াছে তবে তাহার মনিব সে বিষয়ের দায়ী হইবেক এবং সে ব্যক্তি আইনের অন্যথাচরণ করিয়াছে এমত জানা যাইবেক।—১৭৯৫ সা। ৩৩ আ। ৪ ধা। ১০ প্র।

বিলায়তী লোকেরা যে গতিকে আপনারদিগের চাকরের কৃত কর্ম্মের দায়ী হইবেক তাহার কথা।

১৪। ১০ দশম হুকুম। যে বিলায়তী লোকেরা নীলের চাস করে তাহারদিগের এমত মুচলকা লিখিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য যে উপরের লিখিত হুকুম এবং পশ্চাৎ যে দাঁড়া ধার্য্য হয় তাহা আমলে আনে ও তাহাতে ক্রটি করিলে প্রথমাপরাধে ৫০০ পাঁচ শত টাকা দণ্ড দিবার ও দ্বিতীয় অপরাধে কলিকাতায় চালানের যোগ্য হয়।—১৭৯৫ সা। ৩৩ আ। ৪ ধা। ১১ প্র।

বিলায়তী লোকেরা মুচলকা দিবার কথা।

১৫। ১১ একাদশ হুকুম। কোন বিলায়তী লোকে শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হুজুর কৌন্সেলের বিনাহুকুমে জমীদারী বারাণসে বসত করিবেক না যদি কেহ এ হুকুমের অন্যথাচরণ করে তবে রেসিডেণ্ট সাহেব তাহাকে কলিকাতায় পাঠাইবেন ইতি।—১৭৯৫ সা। ৩৩ আ। ৪ ধা। ১২ প্র।

হুজুরের বিনাহুকুমে কোন বিলায়তী লোকে জমীদারী বারাণসে বসত না করিবার কথা।

১৬। ঐ সময়ে রেসিডেণ্ট সাহেবকে হুকুম হইয়াছিল যে বিলায়তী লোকদিগের সহিত প্রজাগণ ও আমিলেরা নীল গাছ দিবার সওদার যে করারদাদ ফিবিস্থা কিম্বা ফিবোঝার উপর করে তাহা দেওয়াইতে সর্ব্বতোভাবে সহকার থাকিবেন এবং সাবধান হইবেন যে আমিলেরা আপনারদিগের পদক্রমে যে শক্তি রাখে তদনুসারে প্রজাগণের কিম্বা অন্য কাহারো মারফতে তাহারদিগের অনিচ্ছায় নীলের চাস না করায় এবং আপনারদিগের শক্তির বহির্ভূত কর্ম্মেও আবৃত না হয় ইতি।—১৭৯৫ সা। ৩৩ আ। ৫ ধা।

রেসিডেণ্ট সাহেব করারদাদের অনুসারে নীল গাছ বিলায়তী লোকেরা পাইতে সহকার থাকিবার কথা।

১৭। ইঙ্গরেজী ১৭৯৪ সালের ১ জুলাইতে উপরের লিখিত হুকুমের তরজমা এলাকা বারাণসের আমিলদিগকে ও তথাকার নিবাসিগণকে দিয়া জানান গিয়াছিল যে সরকারে কোনপ্রকারে নীল জন্মানের এলাকা রাখেন না ও উপরের লিখিত হুকুম এমত বিবেচ

সরকারের নীলের কারবারের এলাকা না রাখিবার বার্ত্তা এলাকা বারা

এসমস্ত লোকদিগেরে জানাইবার কথা।

নায় দেওয়া গিয়াছিল যে যদি নীলের কারবার লোকদিগের বিনা অপচয়ে এবং দেশে চলিত দাঁড়ার ব্যতিক্রম না হইয়া হয় তবে এমত বহুমূল্য দ্রব্য জন্মিবাতে চাসি ও ভূম্যধিকারিগণের এবং কারবারী লোকদিগের লাভ দর্শে ইতি।—১৭৯৫ সা। ৩৩ আ। ৬ ধা।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৪ সালের ২০ মার্চের পূর্ব্বে হওয়া যে করারদাদ মঞ্জুর রাখা যাইবেক তাহার কথা।

১৮। ২ দ্বিতীয় ধারার লিখিত ইশ্‌তিহার দিবার কালে বিলায়তী অনেক লোক জাহির করিয়াছিল যে ঐ ধারার লিখিত তারিখের পূর্ব্বে কোন২ জমীদারপ্রভৃতির স্বেচ্ছায় কতক ভূমিতে নীলের চাসের করারদাদ হইয়াছে হুকুম হয় যে সে সকল ভূমি মাপিয়া ৪ চতুর্থ ধারার ২ দ্বিতীয় প্রকরণের লিখিত মিয়াদ ভরিয়া আমারদিগের শিরে বহাল রাখেন্ ও তদনুসারে রেসিডেণ্ট সাহেব ইঙ্গরেজী ১৭৯৪ সালের ৭ জুনে সে দরখাস্ত এই কটের উপর মঞ্জুর রাখিয়াছেন যে যদি বুঝা যায় যে সে সকল ভূমির করারদাদ প্রকৃতপ্রস্তাবে হইয়াছে ও নিষেধ হুকুম হইবার পূর্ব্বে আমলে আসিয়াছে ও নীচের কএক প্রকরণে বিলায়তী লোকদিগের দখলে এমত ভূমি থাকিবার অর্থে যে নিষেধ আছে তাহা সে সকল ভূমির উপর না খাটে তবে সে সকল ভূমি বহাল থাকিবেক ইতি।—১৭৯৫ সা। ৩৩ আ। ৭ ধা। ১ প্র।

কর্ত্তৃত্ব থাকে এমত লোকের করারদাদ বহাল রাখিবার কথা।

১৯। ১ আদি কট। যদি করারদাদ বিলায়তী লোকদিগের ও সরকারের পাট্টাদারের উভয়তঃ হইয়া থাকে ও কেবল পটীদারদিগের সহিত না হইয়া থাকে তবে মঞ্জুর থাকিবেক কারণ এই যে পটীদারেরদের কিম্বা পাট্টাদারদিগের পেটার ক্ষুদ্র অংশিগণ সরকারের পাট্টাদারের বিনাঅনুমতিতে তাহার পাট্টার মোতালক কোন ভূমি প্রজারদিগের কাহাকেও দিতে পারে না অতএব কিরূপে বিলায়তী লোককে দিবেক।—১৭৯৫ সা। ৩৩ আ। ৭ ধা। ২ প্র।

সমুদয় গ্রাম দিবার করারদাদ না হইতে পারিবার কথা।

২০। ২ দ্বিতীয় কট। শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে নিষেধ হইয়াছে যে ইঙ্গরেজের বাদশাহের ব্যাপ্য বিলায়তী লোকে ইজারা রাখিবেক না এই মর্ম্মানুসারে যদি সরকারের কোন পাট্টাদারেও আপন পাট্টার মোতালক সমুদয় ভূমি ঐ বাদশাহের ব্যাপ্য বিলায়তী কোন লোককে দেয় তবে তাহা যে ইজারা রাখিবার নিষেধ আছে তাহার তুল্য জ্ঞান হইবেক এপ্রযুক্ত কোন পাট্টাদারের কর্ত্তব্য নহে যে আপন পাট্টার মোতালক সমুদয় ভূমির মধ্যহইতে রাইয়তী যোতের আওআনঅপেক্ষা অধিক পরিমাণের ভূমি বিলায়তী লোককে দেয়।—১৭৯৫ সা। ৩৩ আ। ৭ ধা। ৩ প্র।

খোদকস্তা রাই

২১। ৩ তৃতীয় কট। সরকারের পাট্টাদারদিগের এমত সাধ্য

নাই যে যে ছপ্পরবন্দ প্রজাকে খোদকস্তা বলা যায় তাহারদিগের ভূমি তাবৎ ইঙ্গরেজের বাদশাহের ব্যাপ্য বিলায়তী লোকদিগেরে নীলের চাসের কারণ দেয় যাবৎ সে প্রজারা তদর্থের রাজীনামা কানুনগোদিগকে সাক্ষী করাইয়া রেসিডেণ্ট সাহেবের দফ্তরে দাখিল না করে।—১৭৯৫ সা। ৩৩ আ। ৭ ধা। ৪ প্র।

য়তী ভূমি তাহারদিগের অনুমতিতে নীলের চাসের কারণ না দিবার কথা।

২২। ৪ চতুর্থ কট। আমানী মহালাৎ অর্থাৎ যে সকল গ্রামাদির বন্দোবস্ত না হইয়া খাসতহসীলে আছে তাহাতে আমিলেরা সরকারের পাট্টাদারদিগের ন্যায় হয় অতএব উপরের সকল প্রকরণের কটের লিখিত পাট্টাদারদিগের সম্পর্কীয় নিষেধ ও বিধিমতে কার্য্য আমিলদিগের কর্ত্তব্য হইবেক ইহাতে কোন আমিলের উচিত নহে যে কানুনগোদিগের বিনাঅনুমতিতে ও অগোচরে কাঁচা গ্রামসকলের মধ্যের কিছু ভূমি নীলের চাসের কারণ দেয় ও কানুনগোদিগের কর্ত্তব্য যে যে সময়ে এপ্রকার ভূমি দেওয়া যায় সে সময়ে উপরের লিখিত হুকুম আমলে আসিবার কারণ সতর্ক হয়।—১৭৯৫ সা। ৩৩ আ। ৭ ধা। ৫ প্র।

উপরের লিখিত হুকুম আমিল ও কানুনগোরা আমানী মহালাতের বিষয়ে মানিবার কথা।

২৩। এই ধারার প্রস্তাবিত ইশ্‌তিহার নামার লিখিত সমস্ত কট ইঙ্গরেজী ১৭০৫ সালের ৪ জুলাইতে শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হুজুর কৌন্সেলে মঞ্জুর হইয়াছে ইতি।—১৭৯৫ সা। ৩৩ আ। ৭ ধা। ৬ প্র।

এই ধারার লিখিত সমস্ত কট হজুরে মঞ্জুর হইবার কথা।

২৪। ইঙ্গরেজী ১৭৯৪ সালের ১২ জুলাইতে রেসিডেণ্ট সাহেব এলাকা বারাণসের সমস্ত লোকের জ্ঞাতসারের কারণ এমত ইশ্‌তিহার দিয়াছিলেন যে শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হুজুর কৌন্সেলের অনভীষ্ট নহে বরং বাঞ্ছা আছে যে বিলায়তী লোকদিগের সহিত প্রজাপ্রভৃতিতে নীলের চাস করিয়া তাহার গাছ জন্মিলে ও কাটিবার যোগ্য হইলে তাহা কাটিয়া কারখানায় দাখিল করিয়া দিবার করারদাদ করিতে পারে যদি সে করারদাদ নীচের লিখিত কটক্রমে আমলে আইসে।—১৭৯৫ সা। ৩৩ আ। ৮ ধা। ১ প্র।

এলাকা বারাণসের নিবাসিরা যে কটে নীল গাছের সরবরাহ দিবার করারদাদ বিলায়তী লোকদিগের সহিত করিতে পারে তাহার কথা।

২৫। ১ প্রথম কট। ছিল যে সরকারের পাট্টাদার ও আমানী মহালাতের আমিলছাড়া লোক অন্য কেহ উপরের লিখিত করারদাদ বিলায়তী লোকদিগের সহিত করিতে পারিবেক না ইদানী ঐ কটের ফেরফার নীচের ধারার লিখনক্রমে হইল।—১৭৯৫ সা। ৩৩ আ। ৮ ধা। ২ প্র।

এলাকা বারাণসের যাহারা বিলায়তী লোকদিগের সহিত করারদাদ করিতে পারে তাহার কথা।

২৬। ২ দ্বিতীয় কট। ছিল যে সরকারের পাট্টাদার ও ছপ্পরবন্দ প্রজাদিগের ভূমিতে নীল গাছ জন্মাইয়া দিবার করারদাদ তা

খোদকস্তা প্রজার সম্পর্কীয় বিশেষ কথা।

হারদিগের বিনাঅনুমতিতে করিতে পারিবেক না ইতি।—১৭৯৫ সা। ৩৩ আ। ৮ ধা। ৩ প্র।

বিলায়তী লোকেরা যে গতিকে খোদকস্তা প্রজাগণ ও পটীদারদিগের সহিত করারদাদ করিতে পারে তাহার কথা।

২৭। নীলের কারবারী কোন২ বিলায়তী লোকে এমত জাহির করিলেক যে ৮ অষ্টম ধারার ২ দ্বিতীয় প্রকরণের লিখিত নিষেধ ক্রমে আমারদিগের বিস্তর ক্ষতি হইবেক কারণ এই যে এতদনুসারে সরকারের পাট্টাদারেরা আমারদিগের স্থানে অসঙ্গত বিধানে টাকা লইবেক। আর এমত কবুল করিলেক যে জমীদারী কিম্বা ইজারার মহালাতের যত ভূমিতে নীলের চাস করা যায় তত ভূমির মালগুজারীর নিশা আপনারদিগের করারদাদমতে ফসলমুখে অর্থাৎ নীল গাছ পাইবার সময়ে করিবেক। ও এমত কবুলে সরকারের পাট্টাদারদিগের খাতিরজমাও তাহারদিগের মালগুজারীর বিষয়ে সর্ব্বতোভাবে হইবেক অতএব নীলের চাসের বাহুল্য হইবার কারণ ইঙ্গরেজী ১৭৯৪ সালের ২২ জুলাইতে ৮ অষ্টম ধারার ২ দ্বিতীয় প্রকরণ রদ হইয়াছে এবং বিলায়তী লোকদিগের এমত শক্তি দেওয়া গিয়াছে যে তাহারা ছপ্পরবন্দ প্রজাদিগের সহিত এবং যে পটীদারদিগের পটী সরকারের পাট্টাদারদিগের অধিকারহইতে খারিজ হইয়াছে তাহারদিগের সঙ্গে আপোসে তাহারদিগের সীমা সরহদ্দের মধ্যের ভূমিতে নীলের বীজ বপন করিয়া তাহার গাছ জন্মাইবার করারদাদ উপরের লিখিত কটক্রমে করিতে পারে যেমতে ঐ অষ্টম ধারার অনুসারে সরকারের পাট্টাদারদিগের সহিত করারদাদ করিবার সাধ্য রাখে।—১৭৯৫ সা। ৩৩ আ। ৯ ধা। ১ প্র।

কানুনগোরা পূর্ব্বে বট্টাইমতে লওয়া গিয়া থাকে এমত ভূমির জমা নগদীমতে ধার্য্য করিবার কথা।

২৮। যদি এই ধারার ১ প্রথম প্রকরণের লিখিত কটের অনুসারে নীল গাছের সরবরাহের করাদাদ কোন বিলায়তী লোক ও পটীদার কিম্বা প্রজার মধ্যে হয় ও যে স্থানের ভূমিতে সে গাছ জন্মেত থাকার মালগুজারী সে ভূমির উৎপন্ন ফসলের অর্দ্ধেক ভাগ কিম্বা প্রকারান্তর বিভাগক্রমে দিবার দাঁড়া থাকে তবে কানুনগোদিগের কর্ত্তব্য যে সে ভূমির সরকারের পাট্টাদারের নিকটে সেই পটীদার অথবা প্রজা যে মালগুজারী সে ভূমির উৎপন্ন ফসলের বিভাগক্রমে দিত তাহার বদলে নগদীমতে দিবার ধার্য্য করে ও সে মালগুজারী যে পটীদার অথবা প্রজা ভূমিতে নীলগাছ জন্মিয়া থাকে তাহার স্থানে সেই নীলের কারবারী লোক আপন করারদাদমতে দেয়।—১৭৯৫ সা। ৩৩ আ। ৯ ধা। ২ প্র।

এই ধারার লিখিত হুকুম কেবল বিবেচনার জন্য ধার্য্য হইবার কথা।

২৯। যে কেহ এমত করারদাদ করিবার দরখাস্ত রেসিডেণ্ট সাহেবের নিকটে করিলে তাহাকে সে সাহেব এমত জানাইতেন যে এই ধারার লিখিত হুকুম কেবল বিবেচিয়া বুঝিবার অর্থে ধার্য্য হইল পশ্চাৎ যাহা বিহিত বুঝা যাইবেক কিম্বা সরকারহইতে হুকুম হই

বেক তদনুসারে-ফেরবদল বরং রদ হইতে পারিবেক ইতি।—১৭৯৫ সা। ৩৩ আ। ৯ ধা। ৩ প্র।

৩০। জানিবেন যে এলাকা বারাণসের রেসিডেণ্ট সাহেবকে যে ক্ষমতার্পণ হইয়াছিল এবং উপরের ধারাসকলের অনুসারে তাঁহার যেমত কর্ত্তব্য ছিল সে ক্ষমতা ঐ এলাকার শহর ও জিলাসকলের জজ সাহেবদিগকে অর্পণ হইল ও সেইমত সেই তারিখহইতে তাঁহারদিগের কর্ত্তব্য হইবেক যে তারিখহইতে তাঁহারা আপনারদিগের কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইবেন ও তদনুসারে তাঁহারদিগের কৃত নিষ্পত্তির যে সকল মোকদ্দমা আইনসকলের মতে আপীলের যোগ্য হয় তাহার আপীলহইতে পারিবেক ইতি।—১৭৯৫ সা। ৩৩ আ। ১০ ধা।

এলাকা বারাণসের রেসিডেণ্ট সাহেবের প্রতি থাকা ক্ষমতা তথাকার শহর ও জিলাসকলের জজ সাহেবদিগের প্রতি অর্পণ করিবার কথা।

২ ধারা।

নীলের বন্দোবস্ত ও করারদাদ বহাল থাকনের নিমিত্ত সরাসরী মোকদ্দমাকরণবিষয়ক বিধি।

৩১। হিন্দুস্থানদেশীয় ইতর লোকেরা বিশেষতঃ যাহারা কৃষিকর্ম্ম করে তাহারা আপনং দরিদ্রতাপ্রযুক্ত বাণিজ্য ব্যবসায়যোগ্য ও খাদ্য ও পরিধেয় বস্তু উৎপন্নকরণের নিমিত্তে টাকা দাদন না লইলে তাহা করিতে পারে না ধনি ব্যক্তিরা নিরূপিত এত ভূমিতে যত দ্রব্য উৎপন্ন হইবে তাহা তৎকালের নির্ণয়করা মূল্যেতে কিম্বা পরে নিরূপিত কোন সময়ে বাজারভাওমত যে মূল্য নির্ণয়করা যাইবেক সেই মূল্যেতে পাইবার কবুলিয়ৎ লেখাইয়া লইয়া টাকা এবং কখনং বীজো কৃষিকারকদিগকে দাদন করে এবং ইহা বোধ হইল যে সুবে বাঙ্গালাতে নীলের কৃষিকার্য্যের বিষয়ে এই রীতি প্রায় সর্ব্বত্র আছে ইহাতে যদি ঐ কবুলিয়ৎ দেওয়া কোন প্রজা তাহার লিখিতমতে ভূমির কৃষিকার্য্য করিতে কসুর করে কিম্বা তাহা করিয়াও অন্য ব্যক্তিকে তাহার উৎপন্ন বিক্রয় করে কি আর কোন মতে ঐ মহাজনকে প্রবঞ্চনা করে এবং ঐ নিরূপিত দ্রব্য দাখিলকরণের দ্বারা আপন করার পুরা করিতে ত্রুটি করে তবে চলিত আইনানুসারে ঐ কবুলিয়তের লিখিত জরীমানা পাইবার নিমিত্তে মহাজনের জাবেতামতে আদালতে নালিশ করণব্যতিরেকে অন্য উপায় নাহি। আদালতে এমতং নালিশ হইলে মহাজনের ঐ দাদনীর টাকা অমনি অর্থাৎ নিষ্কর্ম্মে থাকিলে তাহার যে ক্ষতি সম্ভব হয় সেই ক্ষতিপূরণের উপযুক্ত যত টাকা উচিত বোধ হয় প্রত্যেক নালিশেতে তত পরিমিত টাকা মহাজনের পাইবার হুকুম দেওনের রীতি আছে কিন্তু তাহার সদসৎ বিবেচনাকরণের কোন দাঁড়া ও নিয়ম নির্দ্দিষ্ট না থাকাতে ভিন্নং আদালতের কার্য্যকারক সাহেবদিগের ঐ করার পুরা না করণজন্য যে জরীমানা করিতে হয় তাহার পরিমাণের বিষয়ে ভিন্নং প্রকার বিবেচনা ও বিচারকরণপ্রযুক্ত অনেক

হেতুবাদ।

গোলমাল হইয়াছে। ইষ্টাম্প কাগজের মূল্যের বিষয়ে যে আইন নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহাতে হুকুম আছে যে সমস্ত দস্তাবেজও একরার নামা যে কোন বস্তু হস্তান্তর কি আর কোনরূপ করা যায় তাহার সংখ্যা কি মূল্যের দৃষ্টে নিরূপিত ইষ্টাম্প কাগজে লেখা যায় কিন্তু উপরের উক্ত কবুলিয়ৎ দেওয়া দাদনের কি দাদনীর আসামীর আপন করার পূরাকরণের কসুরকরণপ্রযুক্ত যে জরীমানা হয় তাহার ইহার কোন্ টাকার সংখ্যার দৃষ্টে নিরূপিত ইষ্টাম্প কাগজে লেখা যাইবেক ইহা স্পষ্ট জানা যায় না এবং এ সন্দেহভঞ্জন না হইলে ও ঐ কবুলিয়ৎ ইষ্টাম্প কাগজের মূল্যের অনুপযুক্ততাপ্রযুক্ত বৃথাহওনের শঙ্কা দূর হয় না অতএব ঐ দুই প্রকারের মধ্যে যাহা উপযুক্ত হয় তাহা স্থির করা অত্যাবশ্যক ও ইহাও উপযুক্ত বোধ হইতেছে যে যে ব্যক্তি নিরূপিত কতক ভূমি আবাদকরণের খরচের কারণ দাদনের টাকা বীজসহিত কিম্বা কেবল টাকা দেয় সেই ব্যক্তিতে ও দাদনীর আসামীতে পরস্পর যে কবুলিয়ৎ লেখাপড়া হয় তাহাতে নিরূপণ করিয়া লেখা ভূমিতে যত নীলগাছ হয় তাহাতে ঐ ব্যক্তির স্বত্ব জন্মে বিশেষতঃ যদি ইঙ্গরেজী ১৮১২ সালের ২০ আইনের অনুসারে ঐ কবুলিয়তের রেজিষ্টরী করা যায়। এবং যে কৃষিকারক আপন ভূমির উৎপন্ন এক জনকে দিবার কবুলিয়ৎ দিয়াছে সেই প্রজার ঐ ভূমির উৎপন্ন ছল ও প্রবঞ্চনা করিয়া অন্য জনকে দিয়া ঐ কবুলিয়তের লিখিত নিয়ম লঙ্ঘন করিতে পারিবার ক্ষমতা না থাকে ও পূর্ব্বে যেমত লেখা গিয়াছে সেই মত এক্ষণকার চলিত দাঁড়া অনুসারে ঐ রূপ প্রবঞ্চনাক্রমে ব্যবহারকরণেতে যে লোকদিগের ক্ষতি হয় তাহারদিগের জাবেতামতে আদালতে নালিশকরণব্যতিরেকে অন্য উপায় নাহি ও তাহাকরণদ্বারা প্রতিকার হওয়াতে যে দুষ্করতা ও বিলম্ব হয় তাহাতে দৌরাত্ম্য ও বিবাদবিরোধ উপস্থিত হয় এবং বাঙ্গালার মধ্যে কোনং স্থানেতে নীলের মূল্য অতিশয়হওয়াতে নীলকরেরদিগের পরস্পর যে অতিশয় আগ্রহ ও প্রয়াস এক্ষণে হইয়াছে তাহাতে ঐ বিবাদবিরোধ আরো অধিকহওনের আশঙ্কা আছে অতএব শ্রীযুত নওয়াব গবরনর জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে উপরেতে যেং বিষয় লেখা গেল তাহার নিষ্পত্তি যেং মূলদাঁড়ানুসারে হইবেক তাহা স্পষ্ট করিয়া প্রকাশকরা এবং বিবাদবিরোধের নিষ্পত্তি অধিক অবিলম্বে করা এবং উপরের লিখিতমত কবুলিয়তের নিয়মমত কার্য্য করাইয়া লওয়া আবশ্যক বুঝিয়া নীচের লিখিতব্য দাঁড়াসকল নির্দ্দিষ্ট করিলেন যে ঐং দাঁড়া তাহা জারীহওনের তারিখ অবধি সুবে বাঙ্গালার মধ্যগত জিলাসকলে জারী ও চলন হয় ইতি।—১৮২৩ সা। ৬ আ। ১ ধা।

নিরূপিত কতক ভূমিতে নীলের কৃষি কার্য্যার্থে যাহারা দাদন দেয় তাহারা

৩২। যদি কোন জন কোন প্রজাকে কিম্বা অন্য কোন কৃষিকারককে নিরূপিত কতক ভূমিতে নীলের কৃষিকার্য্য করিবার ও ঐ ভূমির উৎপন্ন নীল অবধারিত কোন নীলের কুঠীতে কিম্বা অন্য স্থানেতে আপনার নিকটে পঁহুছাইয়া দিবার করারে কবুলিয়ৎ লেখাইয়া

লইয়া টাকা দাদন করে তবে সেই ভূমির উৎপন্ন নীলগাছেতে ঐ জন স্বত্বাধিকারী বোধ হইবেক এবং ইহার পরে নালিশের যেং প্রকার লেখা যাইবেক সেই ২ প্রকারে ঐ ভূমির উৎপন্ন রক্ষণের ও ঐ কবুলিয়তের লিখিত করারসকল পূরা করাইবার নিমিত্তে নালিশ করিতে পারিবেক ইতি।—১৮২৩ সা। ৬ আ। ২ ধা।

যেং প্রকারে সেই ভূমির উৎপন্নের অধিকারী হইবেক তাহার কথা।

৩৩। যদি কোন লোক উপরের লিখনমত কবুলিয়ৎ লইয়া টাকা দাদনকরণের পরে ইহা বুঝে যে ঐ কবুলিয়তের আসামী নিরূপিত নিয়মের অন্যমতে ঐ ভূমির উৎপন্ন অন্য কোন জনকে দেওনদ্বারা ঐ কবুলিয়তের লিখিত নিয়মের অন্যথাচরণ করিতে উদ্যত আছে কিম্বা গোপনে কি অগোপনে ঐ ভূমির উৎপন্ন অন্য কোন জনকে দিবার কবুলিয়ৎ লিখিয়া দিয়াছে তবে ঐ দাদনদেওনিয়া লোক তথাকার জিলা কিম্বা শহরের জজ সাহেবের নিকটে কিম্বা জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেটের পদপ্রাপ্ত যে কোন রেজিষ্টর সাহেবের সরহদ্দের মধ্যে ঐ নীলের কৃষিকার্য্যের কবুলিয়তের লিখিত ভূমি থাকে সেই রেজিষ্টর সাহেবের নিকটে নালিশের আরজী দিতে পারে এবং যে আসল কবুলিয়তে ঐ ভূমির উৎপন্ন তাহার কুঠীমোকামে তাহার নিকটে দাখিল করিবার করার লেখা থাকে তাহাও ঐ আরজীর সহিত দাখিল করিবেক এবং সেই আরজীতে ইহা লিখিবেক যে যে আসামীর উপর নালিশ করিতেছে সেই আসামী স্বেচ্ছাপূর্ব্বক এবং যথার্থরূপে ঐ কবুলিয়ৎ লিখিয়া দিয়াছে ইতি।—১৮২৩ সা। ৬ আ। ৩ ধা। ১ প্র।

দাদনীর মহাজন কবুলিয়তের আসামী কবুলিয়তের অন্যমতে ভূমির উৎপন্ন অন্যেরে দিতে উদ্যত আছে বুঝিলে যাহা করি[illegible] তাহার কথা।

৩৪। ঐ আরজী ও আসল কবুলিয়ৎ দাখিল হইবামাত্র এক সমন অর্থাৎ তলবচিঠী দস্তুরমত লিখিয়া নাজিরের নিকটহইতে পাঠান যাইবেক এবং তাহাতে এ হুকুম লেখা যাইবেক যে ঐ আরজীর লিখিত আসামী স্বয়ং কিম্বা তাহার মোখ্তার ঐ তলবচিঠীতে বিষয়বিশেষে উপযুক্ত বোধ হইয়া যে মিয়াদ লেখা যায় তাহার মধ্যে হাজির হইয়া ঐ নালিশের জওয়াব দেয় ও ঐ মিয়াদ কোন প্রকারে ২০ কুড়ি দিনের অধিক হইতে পারিবেক না ইতি।—১৮২৩ সা। ৬ আ। ৩ ধা। ২ প্র।

আসামীর হাজির হইবার কারণ তলবচিঠী পাঠান যাইবার কথা।

৩৫। যে জনের স্থানে ঐ তলবচিঠী জারী করিতে দেওয়া যায় তাহাকে হুকুম দেওয়া যাইবেক যে ঐ আসামী যে গ্রামে থাকে সেই গ্রামের কাছারীতে কিম্বা অনেক লোকের সমাগমের অন্য কোন স্থানেতে ঐ তলবচিঠীর এক নকল লটকাইয়া দেয় এবং যে ভূমির বিষয়েতে নালিশ হয় ফরিয়াদীর কি তাহার মোখ্তারের ঐ ভূমি জানাইয়া দিতে হইবেক পরে ঐ জন সেই ভূমির উপর এক বাঁশগাড়ী করিবেক ইহা করণ দ্বারা ঐ দাওয়ার বিষয় বিলক্ষণরূপে এমত প্রচার ও প্রকাশ করা যাইবেক যে অন্য যে কোন জন ঐ ফরিয়াদীর ঐ ভূমির উৎপন্নের দাওয়ার প্রতিবন্ধকতা করিতে ইচ্ছা করে কিম্বা

তলবচিঠী আসামীকে পঁহুছাইবার মতের কথা।

দাওয়া প্রচার করিবার রূপের কথা।

আপনি ঐ ফরিয়াদীর পূর্ব্বে ঐ ভূমির উৎপন্নের অধিকারী হইয়া থাকনের কথা প্রমাণ করিতে ইচ্ছা করে সেই জন স্বয়ং কিম্বা তাহার মোখ্তার তাহা করণার্থে আদালতে হাজির হয় ও যদি ঐ তৃতীয় ব্যক্তি সরাসরী নিষ্পত্তির পূর্ব্বে হাজির না হয় তবে তাহার সেই হাজির না হওয়া কোন নিদর্শনপত্রদ্বারা ঐ ভূমির উৎপন্নেতে অধিকারী হওয়ার প্রতিবন্ধক বোধ হইবেক যদি জাবেতামতে করা নালিশের দ্বারা অন্য প্রকার নিষ্পত্তি না হয় ইতি।—১৮২৩ সা। ৬ আ। ৩ ধা। ৩ প্র।

আসামী ও অন্যং দাওয়াদার হাজির [illegible]হইলে ফরিয়াদীর সাক্ষিরদের বাক্য শুনিয়া মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করিবার কথা।

৩৬। যে জন তলবচিঠী জারী করিতে যায় সে যদি আসামীর দেখা না পায় তথাপি উপরের লিখনমতে ঐ দাওয়ার বিষয় প্রচার করিবেক এবং যদি সেই তলবচিঠীর নিরূপিত মিয়াদের মধ্যে আসামী ঐ নালিশের জওয়াব দিবার কারণ হাজির না হয় এবং ঐ ফরিয়াদীর দাওয়ার প্রতিবন্ধকতার আর কোন দাওয়া উপস্থিত না হয় তবে আদালতের জজ সাহেব কিম্বা অন্য কার্য্যকারক সাহেব ঐ ফরিয়াদীর দাওয়ার ও অন্যং কথার সত্যতা জানিবার জন্যে সাক্ষিদিগের বাক্য শুনিয়া আসামী হাজির হইলে যেমত করিতেন সেই মত মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করিবেন ইতি।—১৮২৩ সা। ৬ আ। ৩ ধা। ৪ প্র।

যে প্রকারেতে ভূমির উৎপন্নে ফরিয়াদীর অধিকার হওনের নিষ্পত্তি হইবেক তাহার কথা।

৩৭। ঐ মিয়াদের মধ্যে যদি ঐ আসামী কি তাহার মোখ্তার হাজির হয় এবং ফরিয়াদীর দাখিলকরা কবুলিয়ৎ লিখিয়া দেওয়া অস্বীকার করে তবে তাহার প্রমাণ লইতে হইবেক এবং যে আদালতে ঐ মোকদ্দমার বিচার হয় সেই আদালতের জজ কি অন্য সাহেবের গ্রাহ্যমত প্রমাণের দ্বারা ঐ কবুলিয়ৎ স্বেচ্ছাপূর্ব্বক লিখিয়া দেওয়া নিশ্চয় জানা যায় এবং কোন তৃতীয় ব্যক্তি ফরিয়াদীহইতে আপন কোন বলবৎ দাওয়া প্রমাণ করিতে না পারে তবে কবুলিয়তের লিখিত নিয়মানুসারে ফরিয়াদীর সেই ভূমির উৎপন্ন পাওনের হুকুম দিবার অর্থে সরাসরী নিষ্পত্তি হইবেক ও যদি আসামী ঐ কবুলিয়ৎ লিখিয়া দেওয়া স্বীকার করে এবং আপন করা করার পূরা না করণের কোন গ্রাহ্য হেতু জানাইতে না পারে তবে তাহাতেও ঐ রূপ নিষ্পত্তি করা যাইবেক ইতি।—১৮২৩ সা। ৬ আ। ৩ ধা। ৫ প্র।

দাওয়া প্রমাণ না হইলে আদালতের খরচা ও আসামীর ক্লেশের বদল ফরিয়াদীর দিতে হইবার কথা।

৩৮। যদি ইহা প্রমাণ হয় যে আসামী উপযুক্তরূপে ও স্বেচ্ছাপূর্ব্বক ঐ কবুলিয়ৎ লিখিয়া দেয় নাহি কিম্বা যদি বোধ হয় যে ঐ মোকদ্দমা কেবল ঝকড়া ও উপদ্রবের নিমিত্তে উপস্থিত হইয়াছে এবং ঐ দাওয়া অমূলক কিম্বা ফরিয়াদীর আদালতে নালিশকরণের কোন উপযুক্ত কারণ ছিল না তবে ঐ মোকদ্দমা ডিস্‌মিস হইবেক এবং ফরিয়াদীর তাহাতে হওয়া সমস্ত খরচা দিতে ও তদতিরিক্ত জজ সাহেব কিম্বা অন্য যে কার্য্যকারক সাহেব ঐ মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করেন্ তিনি ঐ আসামী ঐ নালিশেতে যে দুঃখ ও ক্লেশ পাইয়া

থাকে তাহার বদলে যত টাকা উপযুক্ত বুঝেন্ তত টাকাও ঐ ফরিয়াদীর দিতে হইবেক ইতি।—১৮২৩ সা। ৬ আ। ৩ ধা। ৬ প্র।

যে প্রকার হইলে তৃতীয় ব্যক্তিকে তলব করিতে হইবেক ও তাহার দাওয়ার বিচার যেমতে করা যাইবেক তাহার কথা।

৩৯। যদি বিচারকরণের সময়ে ইহা জানা যায় যে আসামী কোন তৃতীয় ব্যক্তিকে ঐ ভূমির উৎপন্ন দিবার কবুলিয়ৎ লিখিয়া দিয়াছে তবে সেই তৃতীয় ব্যক্তিকে স্বয়ং কি তাহার উকীল হাজির হইয়া এ বিষয়ের সওয়াল জওয়াব করিবার কারণ তৎক্ষণে তলব করা যাইবেক ও যদি ঐ ব্যক্তি কিম্বা অন্য কোন তৃতীয় ব্যক্তি ঐ ভূমির উৎপন্ন পাইবার নিমিত্তে আর এক তুল্য কবুলিয়ৎ ঐ মোকদ্দমার নিষ্পত্তিহওনের পূর্ব্বে উপস্থিত করে তবে যে জজ সাহেব কি অন্য কোন কার্য্যকারক সাহেব সে মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করেন্ সেই সাহেব তৎকালীন আবশ্যক বিবেচনার পরে ইহা নিশ্চয় করিবেন যে ঐ২ ব্যক্তিদিগের মধ্যে সেই ভূমির উৎপন্নেতে কাহারু অধিকার হয় কি না হয় ও যদি হয় তবে তাহারদের মধ্যে কাহার অধিকার প্রথম ও অন্যহইতে ন্যায্য কিন্তু ইঙ্গরেজী ১৮১২ সালের ২০ আইনের অনুসারে যে কবুলিয়তের রেজিষ্টরী হইয়া থাকে সেই কবুলিয়ৎ অধিক মান্য হইবেক ও ঐ বিবেচনাতে যাহা স্থির হয় তাহা বহীতে লেখা যাইবেক এবং সেই ব্যক্তিরদের মধ্যে যাহারযে উপযুক্ত হয় তাহার পক্ষে তাহার ডিক্রীকরা যাইবেক ইতি।—১৮২৩ সা। ৬ আ। ৩ ধা। ৭ প্র।

আবশ্যকের অধিক কাল আসামীকে হাজির রাখা না যাইবার কথা।

৪০। এই ধারাতে যে মোকদ্দমার কথা বিশেষ করিয়া লেখা গিয়াছে তাহাতে যে কোন আসামী হাজির হয় সে জেলখানাতে কয়েদ হইতে পারিবেক না এবং সেই মোকদ্দমার জওয়াব তাহার স্থানে লইতে এবং সেই জওয়াব সুষ্পষ্ট করিয়া বুঝিবার নিমিত্তে যে২ জিজ্ঞাসার প্রয়োজন হয় তাহারো উত্তর লইতে যে কালের আবশ্যক হয় তাহার অধিক কাল আসামী সেখানে রাখা যাইবেক না ইতি।—১৮২৩ সা। ৬ আ। ৩ ধা। ৮ প্র।

যেপ্রকার হইলে সরাসরী বিচার সমাপ্তির পূর্ব্বে উভয় পক্ষের কোন পক্ষে যে ভূমির উৎপন্ন দেওয়া যাইবেক তাহার কথা।

ভূমির উৎপন্ন কোন জনকে দিতে হইলে তাহার স্থানে যে একরার লওয়া যাইবেক তাহার কথা।

৪১। উপরের লিখনমত সরাসরী বিচারের সময়ে যদি জানা যায় যে সেই ভূমিতে হওয়া নীলগাছ কাটিবার যোগ্য হইয়াছে এবং যদি টাকা না যায় তবে তাহার হানি কিম্বা নাশ হইবেক তবে যে জজ সাহেব কি অন্য কার্য্যকারক সাহেব সে মোকদ্দমার বিচার করেন্ সেই সাহেব যদি উভয় বিবাদির মধ্যে এক জন ইহা স্বীকার ও অঙ্গীকার করে যে সরাসরী বিচারপূর্ব্বক অন্য পক্ষে ডিক্রী হইলে তাহাকে তাহার পরিবর্ত্তে উপযুক্ত টাকা দিবে তবে সেই নীলগাছ তাহাকে দিবার হুকুম দিতে পারেন্ ও যে জজ কিম্বা অন্য কার্য্যকারক সাহেব সে মোকদ্দমার বিচার করেন্ সেই সাহেব ঐ দুই জনের সহিত ঐ বিষয়ের কথাবার্ত্তা হইলে পর এবং সেই ভূমির আন্দাজী উৎপন্ন কত এবং সেই নীলগাছেতে নীল করিলে তাহার আন্দাজী মূল্য কত হইতে পারে তাহা বিবেচনা করিয়া সেই

পরিবর্ত্তের টাকার সংখ্যার স্থির করিবেন এবং এই প্রকারে স্থির হওয়া টাকার সংখ্যা সাবধানপূর্ব্বক রুবকারীতে লেখা যাইবেক ইতি।—১৮২৩ সা। ৬ আ। ৩ ধা। ৯ প্র।

যেপ্রকার হইলে নীলের ক্ষেতের চৌকী দেওয়াইতে ও তাহা ক্ষেতহইতে লইয়া যাইতে উভয়ের কোন পক্ষকে অনুমতি হইবেক তাহার কথা।

৪২। নিরুপিত কোনক্ষেতের উৎপন্ন যাহার পাইবার অর্থে সরাসরী বিচারপূর্ব্বক নিষ্পত্তি হয় সেই ব্যক্তি ঐ ক্ষেতের চৌকী দেওয়াইতে পারে এবং আপন পাওয়া কবুলিয়তের লিখিত নিয়মের অন্যমতে সেই গাছ কাটিবার ও লইয়া যাইবার নিবারণ করিতে পারে এবং অন্য কেহ যদি সেই গাছ কাটিতে কি লইয়া যাইতে উদ্যত হয় তবে আদালতের হুকুমপাওয়া ব্যক্তি নিকটবর্ত্তি পোলীসের দারোগার নিকটে যাইয়া ঐ লইয়া যাওনের নিবারণের বিষয়ে তাহার স্থানে সহায়তা চাহিতে পারে এবং আদালতের হুকুম দেখান গেলে পোলীসের থানার কার্য্যকারক এবং অন্যং কার্য্যকারকদিগের কর্ত্তব্য যে যে লোকের পক্ষে ঐ হুকুম দেওয়া গিয়া থাকে যথাশক্তি সেই লোকের সহায়তা করে ইতি।—১৮২৩ সা। ৬ আ। ৪ ধা ১ প্র।

জমীদারের বাকী টাকা আদায়হওনের বোধ যেরূপে হইবেক তাহার কথা।

৪৩। প্রজাদিগের যে খাজানা প্রকৃত দেয় হয় তাহার নিমিত্তে চলিত আইনের দ্বারা জমীদার ভূমির ফসল ক্রোক্ করিতে পারে অতএব উপরের প্রকরণের লিখিত কথাতে ঐ জমীদারের হানি না হইবার নিমিত্তে এই প্রকরণেতে এ হুকুম করা যাইতেছে যে উপরের উক্ত দাঁড়ানুসারে কোন নীলকর নীল কাটিতে ও লইয়া যাইতে আদালতের হুকুম পাইলে যে ক্ষেতহইতে নীলগাছ কাটিয়া লয় সেই ক্ষেতের যে খাজানা বাকী থাকে তাহার দায়ী ঐ নীলকর এবং ঐ ক্ষেতের প্রজা এই দুই জনেই হইবেক ইতি।—১৮২৩ সা। ৬ আ। ৪ ধা। ২ প্র।

কবুলিয়তের নিয়ম লঙ্ঘনকরণেতে যাহার ক্ষতি হয় সে তাহার নালিস স্বেচ্ছাক্রমে সরাসরীতে কি জাবেতামতে আদালতে করিতে ক্ষমতা রাখিবার কথা।

৪৪। এই আইনের উক্ত প্রকারেতে কোন প্রজা নীলের কৃষিকার্য্যকরণের ও তাহা দাখিলকরণের নিমিত্তে দাদন লইয়া কবুলিয়ৎ লিখিয়া দিয়া থাকিলে যদি সেই প্রজা সেই ভূমির কৃষিকার্য্য করিতে ত্রুটি করিয়া থাকে কিম্বা কৃষিকার্য্য করিয়াও আপনার লিখিয়া দেওয়া কবুলিয়তের লিখিত নিয়ম পূর্ণ করিতে ত্রুটি করিয়া থাকে কি তাহা করিতে অসম্মত হয় কিম্বা সেই ক্ষেতের উৎপন্ন নীল বিক্রয় কিম্বা নষ্ট করিয়া থাকে কিম্বা অন্য কোন জনকে দিয়া থাকে তবে প্রথমে যে ব্যক্তিকে ঐ কবুলিয়ৎ লিখিয়া দিয়া থাকে সেই ব্যক্তি আপন ইচ্ছামতে তাহার নিমিত্তে সরাসরীতে কিম্বা জাবেতামতে আদালতে নালিশ করিতে পারে ইতি।—১৮২৩ সা। ৬ আ। ৫ ধা। ১ প্র।

সরাসরী বিচারেতে আসামীর দেয়

৪৫। ঐ ব্যক্তি যদি সরাসরীতে নালিশ করে এবং আদালতে ঐ ফরিয়াদীর পক্ষে ঐ মোকদ্দমা ডিক্রী হয় তবে আসামী যত টাকা

দাদন লইয়াছিল তাহা ও তাহার সুদও ঐ সরাসরী মোকদ্দমাতে যে খরচা হইয়া থাকে তাহা সমস্ত তাহার দিতে হইবেক ইতি।—১৮২৩ সা। ৬ আ। ৫ ধা। ২ প্র।

যত হইবেক তাহার কথা।

৪৬। যদি ফরিয়াদী আপন ক্ষতিপূরণের নালিশ জাবেতামতে আদালতে করিতে মনস্থ করে তবে চলিত সামান্য আইনানুসারে সে মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি করা যাইবেক কিন্তু ইহাতে দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য যে যদি কোন প্রজা নিরূপিত কতক ভূমিতে নীলের কৃষিকার্য্য করিবার এবং সেই ভূমিতে উৎপন্ন এক ব্যক্তির নিকটে দাখিল করিয়া দিবার নিয়মে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক কবুলিয়ৎ লিখিয়া দিয়াও তাহার পরে ঐ ভূমির উৎপন্ন নীল অন্য কোন জনের স্থানে বিক্রয় করিয়া থাকে ও দাখিল করিয়া দিয়া থাকে তবে তাহাতে যে ব্যক্তির ক্ষতি হইয়া থাকে সেই ব্যক্তি ঐ প্রজার এবং সে যে জনের স্থানে ঐ ক্ষেত্রের উৎপন্ন নীল বিক্রয় করিয়া ও দাখিল করিয়া থাকে তাহার এই উভয়ের নামে নালিশ করিতে পারে ও যদি ইহা প্রমাণ হয় যে ঐ ভূমির উৎপন্ন যে ব্যক্তি লইয়াছে যে ব্যক্তি তাহা লওনের কালে পূর্ব্বে ঐ প্রজার কবুলিয়ৎ লিখিয়া দেওনের কথা জ্ঞাত ছিল তবে সেই ব্যক্তি এবং ঐ প্রজা এই উভয়ের কি ইহার এক জনের ঐ আসল কবুলিয়তের লিখিত দণ্ড সমুদয় এবং সে মোকদ্দমার সমস্ত খরচখরচাও দিতে হইবেক ইতি।—১৮২৩ সা। ৬আ। ৫ ধা। ৩ প্র।

জাবেতামতে আদালতের বিচারেতে আসামীর দেয় যত হইবেক তাহার কথা।

৪৭। যদি কোন প্রবঞ্চনা কি অন্যায় কার্য্যকরা প্রমাণ না হয় এবং কোন প্রজা কিম্বা কবুলিয়ৎ লিখিয়া দেওয়া অন্য ব্যক্তির নিরূপিতমতে নীলগাছ দাখিলকরণের দ্বারা আপন কবুলিয়তের লিখিত নিয়ম পূর্ণকরণের ত্রুটি দৈবঘটনাপ্রযুক্ত কিম্বা প্রবঞ্চনা ও চাতুরী ব্যতিরেকে অন্য কোন কারণপ্রযুক্ত হইয়াছে বোধ হয় তবে কবুলিয়ৎ লিখিয়া দেওয়া কোন ব্যক্তির উপর আদালতের সাহেবের বিবেচনায় যে দণ্ডের হুকুম করা যাইবেক সেই দণ্ডের সংখ্যা ঐ কবুলিয়ৎ লিখিয়া দিয়া যত টাকা দাদন লইয়া থাকে তাহা সুদসুদ্ধা যত হয় তাহার তিনগুণের অধিক হইবেক না ইতি।—১৮২৩ সা। ৬ আ। ৫ ধা। ৪ প্র।

জাবেতামত না হওয়াতে প্রবঞ্চনা থৈ নিয়ম লঙ্ঘনকরা প্রমাণ হওনব্যতিরেকে আসামীর যত দণ্ড দেয় হইবেক তাহার কথা।

৪৮। এই আইনানুসারে উপস্থিতহওয়া যে সকল মোকদ্দমার সরাসরী বিচার করা যায় তাহা মালগুজারীর বাকী আদায়ের নিমিত্তে সরাসরীতে যেং মোকদ্দমা উপস্থিত হয় তাহার নিমিত্তে যেং হুকুম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তদনুসারে করা যাইবেক ও তাহা জজ সাহেব স্বয়ং নিষ্পত্তি করিবেন কিম্বা সেই জিলার কালেক্টর সাহেবের কিম্বা রেজিষ্টর সাহেবের নিকটে সমর্পণ করা যাইবেক যদি কালেক্টর কি রেজিষ্টর সাহেবের নিকটে সমর্পণ করা যায় তবে সেই সাহেব রিপোর্টের সহিত মোকদ্দমা পুনর্ব্বার জজ সাহেবের

সরাসরী বিচার যেমতে ও যাঁহার দ্বারা হইবেক তাহার কথা।

নিকটে না পাঠাইয়া আপনি তাহার নিষ্পত্তি করিবেন এবং এই আইনানুসারে যে কোন মোকদ্দমার নিষ্পত্তি ঐ কালেক্‌টর কি রেজিষ্টর সাহেবের দ্বারা হয় সেই নিষ্পত্তির উপর আপীল হইতে পারিবেক না কিন্তু নীলের ক্ষেত করিবার ও তাহার উৎপন্ন নীল দাখিল করিয়া দিবার কবুলিয়তের দ্বারা যে ব্যক্তি ঐ উৎপন্ন পাওনের দাওয়া করে যদি সরাসরী বিচার ও নিষ্পত্তির দ্বারা তাহার ঐ দাওয়া নিরর্থক করা যায় কিম্বা উপরের ধারানুসারে সরাসরী বিচার দ্বারা যে নিষ্পত্তি করা যায় তাহাতে ঐ ব্যক্তি অন্য কোনপ্রকারে অসম্মত হয় তবে কবুলিয়তের লিখিত দণ্ডের টাকা পাইবার কারণ কিম্বা বিবেচনাদ্বারা আপনার অন্য যে পাওনা ন্যায্য বুঝে তাহাও পাইবার কারণ জাবেতামতে আদালতে নালিশ করিয়া মোকদ্দমা করিতে পারিবেক ইতি।—১৮২৩ সা। ৬ আ। ৬ ধা।

নীলের কৃষি করিয়া তাহা দাখিল করিবার কবুলিয়ৎ যে মুল্যের ইষ্টাম্প কাগজে লেখা যাইবেক তাহার নিরূপণের কথা।

৪৯। নীলের ক্ষেত করিবার ও তাহা দাখিল করিয়া দিবার যে কবুলিয়ৎ লেখা য[illegible] তাহা ঐ কবুলিয়ৎ লিখিয়া দিবার কারণ যে টাকা দেওয়া গি[illegible]কে কিম্বা দিতে কবুল করা গিয়া থাকে তাহার তমঃসুক লি[illegible] নিমিত্তে ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ১ আইনের ১১ ধারাতে যত টাকার ইষ্টাম্পনিরূপণ করা গিয়াছে তত টাকার ইষ্টাম্পকাগজে লেখা গেলে তাহার ইষ্টাম্প উপযুক্ত নহে এমত আপত্তি হইতে পারিবেক না ইতি।—১৮২৩ সা। ৬ আ। ৭ ধা।

এক কবুলিয়তের আসামী ও বিষয় অনেক হওয়াতে তাহা অসিদ্ধ না হইবার কথা।

৫০। নীলের ক্ষেত করিবার ও তাহা দাখিল করিয়া দিবার কারণ যে কবুলিয়ৎ লেখা যায় তাহা একহইতে অধিক জনেতে লিখিয়া দেওয়াতে কিম্বা সেই কবুলিয়তের নিয়মিত কার্য্য একহইতে অধিক হওয়াতেও আপত্তি হইবেক না কিন্তু ইহা কর্ত্তব্য যে প্রত্যেকের কর্ত্তব্যকার্য্য তাহাতে বিশেষ করিয়া লেখা যায় এবং দাদনীর যতং টাকা দেওয়ার কথা তাহাতে লেখা যায় সেই সমুদয় টাকার তমঃসুকের কারণ যত টাকার ইষ্টাম্প কাগজ লাগে তত টাকার ইষ্টাম্প কাগজে তাহা লেখা যায় ইতি।—১৮২৩ সা। ৬ আ। ৮ ধা।

ইং ১৮২৩ সালের ৬ আইন সুবে উড়িষ্যা ও বেহারে ও বারাণসদেশে ও দত্ত ও জয়করা দেশসকলে চলিবার কথা।

৫১। ইঙ্গরেজী ১৮২৩ সালের ৬ আইনের লিখিত হুকুম এই ধারার দ্বারা সুবে উড়িষ্যায় ও বেহারে ও বারাণস দেশে ও জয় করা দেশসকলেতে চলিবেক ইতি।—১৮২৪ সা। ৫ আ। ২ ধা।

৩ ধারা।

নীলের বিষয় করারদাদ বহাল থাকনার্থ পুনশ্চ বিধান।

হেতুবাদ।

৫২। যেহেতুক নীলগাছের ক্ষেতকরণ ও ঐ গাছ কুঠীতে দাখিল করিয়া দেওনবিষয়ে যে তমঃসুক লিখিয়া দেওয়া যায় তাহার মতাচরণ করাইবার বিষয়ে ইঙ্গরেজী ১৮২৩ সালের যে ৬ ষষ্ঠ আইন

ইঙ্গরেজী ১৮২৬ সালের ৫ আইনক্রমে উড়িষ্যা ও বেহার ও বারা নস ও দস্ত ও জয়করা দেশের সহিত সম্পর্ক রাখে তাহা প্রায় নিরর্থক বোধ হইল এবং যেহেতুক ইঙ্গরেজী ১৮১৯ সালের ৭ আইনের ৪ ধারার লিখিত জরীমানার নীলগাছের ক্ষেতকরণবিষয়ক তমঃসু কইত্যাদির সহিত সম্পর্করাখা এবং যে২ লোকের প্রতি নীলগাছ হানিকরণের অপরাধপ্রমাণ হয় তাহারদিগের শাস্তিদেওয়া উপযুক্ত ও ন্যায্য বোধ হইল এবং যেহেতুক যে২ লোক নীলগাছের ক্ষেত করিবার কারণ নূতন তমঃসুক লিখিয়া দিতে অসম্মত হয় তাহারদি গকে বিষয়বিশেষে সরাসরী বিচারমতে তমঃসুকের বন্ধনহইতে মুক্ত করণের উপায়করণ উপযুক্ত বোধ হইল অতএব নীচের লিখিতব্য হুকুম নির্দ্দিষ্ট হইল এবং ঐ সকল হুকুম এ আইন জারী হওনের তারিখঅবধি ফোর্ট উলিয়ম অর্থাৎ কলিকাতা রাজধানীর তাবে সমস্ত দেশে প্রবল হইবেক ইতি।—১৮৩০ সা। ৫ আ। ১ ধা।

তমঃসুকের অন্য মতাচরণ করিতে যে২ লোক রাইয় তকে পরামর্শ দেয় তাহারদের নামে ঐ তমঃসুকের লি খিত জরীমানার টাকার দাওয়ায় নালিশ হইতে পা রিবার কথা।

৫৩। ইঙ্গরেজী ১৮২৩ সালের ৬ আইনের ৫ ধারার ৩ প্রকর ণের লিখিত হুকুমের অতিরিক্ত এই ধারাক্রমে [illegible]ন যাইতেছে য যদি কোন রাইয়ত বিশেষ কোন ভূমিতে ন[illegible]ত করিবার এবং ঐ ভূমির উৎপন্ন নীলগাছ বিশেষ এক জনের [illegible]চটে দাখিল করিয়া দিবার নিমিত্তে ইচ্ছাপূর্ব্বক তমঃসুক লিখিয়া দিয়া অন্য কোন লোকের দ্বারা ঐ তমঃসুকের লিখিত মত কার্য্যের অন্যমত করিতে উপদিষ্ট হইয়া থাকে তবে তাহাতে যে লোকের ক্ষতি হয় সে লোক ঐ কুপরামর্শদেওনিয়া তাহার অনুচিত চর্চাপ্রযুক্ত ও যে রাইয়ত তমঃসুকের লিখিত মত নীলগাছ দাখিল করিয়া না দেয় ঐ দুই জনের নামে নালিশ করিতে পারে যে আদালতে ঐ মোকদ্দমা উপস্থিত হয় ঐ আদালতের সাহেবের উপরের উক্ত ঐ বিষয়ের হৃদ্বোধজনক প্রমাণ হইলে ঐ কুপরামর্শদেওনিয়া ও রাইয়ত উভয়ে ও প্রত্যেকে ঐ তমঃসুকের লিখিত সমুদয় জরীমানা ও ঐ মোকদ্দমার যত খরচা হয় তাহার দায়ী হইবেক ইতি।—১৮৩০ সা। ৫ আ। ২ ধা।

নীলগাছের ক্ষে তকরণের নিমিত্তে তমঃসুক লিখিয়া দেওনিয়া লোকের ঐ তমঃসুকের লিখি ত ভূমিতে ইচ্ছাপূ র্ব্বক চাস দিতে কি বীজ বুনিতে তাচ্ছল্য করিলে কি অসম্মত হইলে অত্যাচারক রণের অপরাধেতে অপরাধী ও শাস্তি

৫৪। এই ধারাক্রমে আরো নির্দ্দিষ্ট হইতেছে যে ইঙ্গরেজী ১৮২৩ সালের ৬ আইনের লিখনমতে নীলগাছের ক্ষেত করিবার নিমিত্তে যে সকল লোক দাদন লইয়া তমঃসুক লিখিয়া দিয়া ন্যায্য ও উপযুক্ত হেতুব্যতিরেকে ঐ তমঃসুকের লিখিত বিশেষ ভূমিতে চাস দিতে ও তাহাতে বীজ বুনিতে ইচ্ছাক্রমে তাচ্ছল্য করে ও অস ম্মত হয় তাহারা অত্যাচারকরণের অপরাধী বোধ করা যাইবেক এবং মাজিষ্ট্রেট কি জাইণ্টমাজিষ্ট্রেট সাহেবের সমক্ষে ঐ অপরাধের প্রমাণ হইলে এক মাসের অধিক না হয় এমত মিয়াদে জেলখানাতে থাকনের যোগ্য হইবেক আরো মাজিষ্ট্রেট অথবা জাইণ্টমাজিষ্ট্রেট সাহেব ঐ লিখিত বিশেষ ভূমিতে চাসদেওয়া ও বীজবোনা উপযুক্ত ও ন্যায্য বোধ করিলে তাহা করিতে ঐ অপরাধি লোককে হুকুম

র যোগ্য বোধ করা যাইবার কথা।

করিতে পারেন্ তাহার পর ঐ অপরাধী ইচ্ছাপূর্ব্বক ঐ হুকুমমতাচরণ করিতে তাচ্ছল্য করিলে কি অসম্মত হইলে তদতিরিক্ত দুই মাসের অধিক না হয় এমত মিয়াদে জেলখানায় থাকনের যোগ্য হইবেক ইতি।—১৮৩০ সা। ৫ আ। ৩ ধা।

যেং লোক নীল গাছের হানি করে তাহারদের নামে নালিশ করা যাইবার ও তাহারদের শাস্তির কথা।

৫৫। যে লোকেরা নীলক্ষেতে গরুপ্রভৃতি ছাড়িয়াদেওন কি অন্য কোন প্রকারেতে নীলগাছের হানি করে কি করায় তাহারদের নামে ঐ নীলক্ষেতের রাইয়ত কি ঐ নীলগাছের ক্ষেতকরণ ও দাখিল করিয়া দেওনের নিমিত্তে যে লোক দাদন দিয়া থাকে সে লোক নালিশ করিলে ঐ অপরাধের প্রমাণ হইলে ঐ মোকদ্দমার প্রকার ও অপরাধিলোকের বিভব বুঝিয়া ইঙ্গরেজী ১৮০৭ সালের ৯ আইনের ১৯* ধারানুসারে মাজিস্ট্রেট্ সাহেব যে জরীমানা ও কয়েদথাকার হুকুম দিতে পারেন্ তাহারা ঐ জরীমানা ও কয়েদথাকনের যোগ্য হইবেক ইতি।—১৮৩০ সা। ৫ আ। ৪ ধা।

শাস্তি দিবার বিষয়ে মাজিস্ট্রেট সাহেবদিগের ক্ষমতা বাক্যের কথা।

* ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৯ আইনের ৭ ও ৯ ধারা ও ১৭৯৫ সালের ১৬ ষোড়শ আইনের ৪ ধারা ও ১৮০৩ সালের ৬ ষষ্ঠ আইনের ৮ ও ৯ ধারায় জিলা ও শহরের মাজিস্ট্রেট্ সাহেবদিগের ক্ষমতাব্যাপ্য শাস্তিনিয়ের বিষয়ে অনেকং দাঁড়া ও নীতি নির্দ্দিষ্ট আছে এক্ষণে পূর্ব্বাপেক্ষা ঐ ক্ষমতার আধিক্য হইতেছে যে যদি কেহ এমত কোন অপরাধ করে যে সে ব্যক্তি মহম্মদী শরার সম্মত ও সরকারী আইনানুসারে শাস্তির উপযুক্ত বুঝা যায় আর ন্যায় বিধানানুসারে সে অপরাধের বিষয়ে এমত সম্ভবে যে অপরাধিকে উপরের ধারাসকলের নির্ণীত শাস্তিঅপেক্ষা গুরুতর শাস্তি দেওয়া যায় ইহাতে যদি চুরীইত্যাদি মোকদ্দমাতে এপ্রকার সম্ভাবনা হয় তবে ঐ সাহেবদিগের ক্ষমতা হইল যে ছয় মাসের অধিক কয়েদ এবং ত্রিশ বেত্রাঘাতের অধিক শারীরিক শাস্তি না হয় ইহার হুকুম দেন আর অপর মোকদ্দমায় দুই শত টাকা দণ্ডসম্বলিত ছয় মাসপর্য্যন্ত কয়েদের হুকুম দেন তাহাতে যদি ঐ দণ্ডের টাকা অপরাধির জায়দাদহইতে আদায় না হয় তবে ক্ষমতা আছে যে ইঙ্গরেজী ১৭৯৭ সালের ৪ আইনের ৩ ধারা ও ১৮০৩ সালের ৬ ষষ্ঠ আইনের ৩১ ধারার অর্থানুসারে দণ্ডের পরিবর্ত্তে আসামীকে আর ছয় মাসপর্য্যন্ত কয়েদ রাখিবার হুকুম দেন অতএব ইহাতে স্পষ্ট বুঝা গেল যে কাহাকেও এক বৎসরের অধিক কয়েদ রাখিবার হুকুম দিতে মাজিস্ট্রেট সাহেবদিগের ক্ষমতা নাই কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৯ নবম আইনের ৭ ও ৯ ধারা ও ১৭৯৫ সালের ১৬ আইনের ৪ ধারা ও ১৮০৩ সালের ৬ আইনের ৮ ও ৯ ধারায় যে সকল ক্ষুদ্র অপরাধের বিবরণ স্পষ্টমতে লেখা আছে তাহাতে এই ধারার হুকুম খাটিবেক না এবং আর যেং অপরাধের মোকদ্দমায় দমন ও শাসন জন্যে ত্রিশ বেত্রাঘাতসমেত অথবা দুই শত তঙ্কা দণ্ডসম্বলিত ছয় মাসের অধিক মিয়াদে কয়েদের হুকুম চলন আইনে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে ও তাহা কেবল দায়েরসায়ের সাহেবদিগের বিচারের যোগ্য তাহাতেও খাটিবেক না ইতি।—১৮০৭ সা। ৯ আ। ১৯ ধা।

তমঃসুকের বন্ধন

৫৬। নীলগাছের ক্ষেত করিবার নিমিত্তে দাদন লইয়া তমঃসুক

লিখিয়া দেওনিয়া যে কোন লোক ঐ তমঃসুকের মিয়াদ পূর্ণ হইলে হিসাবকিতাব করিয়া ঐ তমঃসুকের বন্ধনহইতে মুক্ত হইতে চাহে নীলকুঠীর কর্ত্তা কি তাঁহার স্থলাভিষিক্ত লোক তাহার হিসাব নিষ্পত্তি করিতে অসম্মত হইলে ঐ লোক জিলার আদালতে আরজি দাখিল করিতে পারে এবং ঐ জিলার জজ সাহেব ঐ উভয় পক্ষীয় লোক কি তাহারদের স্থলাভিষিক্ত লোকেরদের সমক্ষে ঐ২ বিষয়ের যাথার্থ্যাযাথার্থ্য বিবেচনা করিয়া ঐ তমঃসুকের মিয়াদ পূর্ণহওনের প্রমাণ হইলে ও ঐ আরজীকরণিয়ার স্থানে কিছু টাকা বাকী না থাকিলে অথবা যাহা বাকী থাকে তাহা ঐ আদালতে দাখিল করিলে তাহাকে ঐ তমঃসুকের বন্ধনহইতে মুক্ত করিতে হুকুম দিতে পারিবেন এবং ঐ নীলকুঠীর কর্ত্তা কি তাঁহার স্থলাভিষিক্ত লোককে দাখিলকরা ঐ টাকা দিবেন ইতি।—১৮৩০ সা। ৫ আ। ৫ ধা। ১ প্র।

হইতে যে২ লোক মুক্ত হইতে চাহে সে লোকেরা বিষয় বিশেষে জজ সাহেবের নিকটে আরজী দিতে পারিবার কথা।

জজ সাহেব সরাসরীরূপে জিজ্ঞাসাবাদ করিবার কথা।

আরজীকরণিয়ার স্থানে কিছু টাকা বাকী না থাকিলে অথবা ঐ বাকী টাকা আদালতে দাখিল হইলে জজ সাহেব খালাসের হুকুম দিবার ও নীলকুঠীর কর্ত্তাকে ঐ বাকী টাকা দিবার কথা।

৫৭। যদি ঐ নীলকুঠীর কর্ত্তা কি তাঁহার স্থলাভিষিক্ত লোক উপরের লিখিত সরাসরী বিচারক্রমে যে টাকা বাকী থাকে তাহা লইতে অসম্মত হন্ তবে জজ সাহেব ঐ আরজীকরণিয়াকে ঐ টাকা ফিরিয়া দিবেন এবং আসামী জাবেতামতে মোকদ্দমা উপস্থিত করিয়া তাহার প্রতিকার পাইতে পারিবেক ইতি।—১৮৩০ সা। ৫ আ। ৫ ধা। ২ প্র।

নীলকুঠীর কর্ত্তা বাকী টাকা লইতে অসম্মত হইলে জজ সাহেব যে প্রকার করিবেন তাহার কথা।

৪ ধারা।

নীলের করারদাদে রেজিষ্টরীকরণ।

৫৮। ইঙ্গরেজী ১৮১৩ সালের জানুআরিমাসের ১ পহিলা তারিখ মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২১৯ সালের ১৯ পৌষ মওয়াফেকে ফসলী ১২২০ সালের ১৪ পৌষ মোতাবেকে বিলায়তী ১২২০ সালের ২০ পৌষ মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৬৯ সালের ১৪ পৌষ মোতাবেকে হিজরী ১২২৭ সালের ২৬ জীহিজ্জার পর রেজিষ্টরী দফ্তরের মহাফেজ সাহেবের ইহাও উচিত যে বিলায়তনিবাসী কিম্বা এদেশীয় যে সকল লোকেরা নীলের কুঠীর কার্য্য করে তাহারদিগের ও প্রজাইত্যাদির সহিত নীলের সরবরাহের নিমিত্তে যে সকল করারদাদ হয় তাহাতে রেজিষ্টরী করেন্ ইতি।—১৮১২ সা। ২০ আ। ৩ ধা। ১ প্র।

নীলের বাবতহওয়া করারদাদ সকলেতে রেজিষ্টরী করিবার কথা।

৫৯। উপরের লিখিত করারদাদের নিমিত্তে স্বতন্ত্র রেজিষ্টরী বহী রাখা যাইবেক ইতি।—১৮১২ সা। ২০ আ। ৩ ধা। ২ প্র।

করারদাদকরণিয়ারা আপন২ করারদাদে রেজিষ্টরী করাইবার এবং না করাইবার ক্ষমতা রাখিবার ও রেজিষ্টরীহওয়া করারদাদ রেজিষ্টরী না হওয়া করারদাদ অপেক্ষা মাতবর হইবার কথা।

৬০। ঐ সকল করারদাদকরণিয়া ব্যক্তিরা তাহার রেজিষ্টরী করাইবার এবং না করাইবার ক্ষমতা রাখে কিন্তু ইঙ্গরেজী ১৮১৩ সালের জানুআরি মাসের ১ পহিলা তারিখের পর নীলের সরবরাহের বাবত যে কোন করারদাদ হইয়া এই আইনের দাঁড়ানুসারে তাহার রেজিষ্টরী হয় ইহাতে যদি সেই ভূমির উৎপন্নহওয়া নীলের সরবরাহের অর্থে আর কোন করারদাদ হইয়া থাকে কিম্বা হয় ও তাহার রেজিষ্টরী না হইয়া থাকে এমতে উপরের উক্ত করার দাদের মাতবরী প্রমাণ হইলে তাহার পূর্ব্বের কি পরের লেখা আর সমস্ত করারদাদ অপেক্ষা ঐ উপরের উক্ত করারদাদের মাতবরী হইবেক ইতি।—১৮১২ সা। ২০ আ। ৩ ধা। ৩ প্র।

নীলের বাবত হওয়া করারদাদে রেজিষ্টরী করিবার দাঁড়ার কথা।

৬১। যদি কোন ব্যক্তি নীলের বাবত কোন করাবদাদে রেজিষ্টরী করাইতে চাহে তবে সে ব্যক্তি আসল দস্তাবেজ ও তাহার বজিনিস নকল উভয়ের দস্তখতে কি তাহার মধ্যে এক জনের দস্তখতে ও ঐ দস্তাবেজের সাক্ষিগণের মধ্যে এক জনের কি ততোধিক জনের দস্তখতে নিজে কিম্বা আপন মোখ্তারকারের দ্বারা রেজিষ্টর-সাহেবের দফ্তরখানাতে লইয়া যাইবেক পরে রেজিষ্টর সাহেব হলফের দ্বারা সে দস্তাবেজের মাতবরী তথ্যতদন্ত করিয়া ও দাখিলকরা নকল আসল দস্তাবেজের সহিত মোকাবিলা করিয়া অবিলম্বে ঐ নকলের পৃষ্ঠে তাহা দাখিলহওনের তারিখ ও বেলা রেজিষ্টরী নিমিত্তে লিখিয়া নম্বর বিলিক্রমে আপন দফ্তরে দাখিল করিবেন ও ঐ প্রকার বিলিমতে রেজিষ্টরী বহীতেও তাহার নকল লিখিবেন ও তাহা লেখা যাইবার ও দৃষ্টিহওনের তারিখ ও বেলাও তাহাতে লিখিবেন ও রেজিষ্টরী করাইবার নিমিত্তে দাখিলকরা নকলের পৃষ্ঠে যখন রেজিষ্টর সাহেবের দস্তখৎ হয় সাধ্যমতে তখনি রেজিষ্টরী বহীতেও তাহার নকল লেখা যাইবেক কিন্তু যদি সে সময়ে না হয় তবে পরদিবসপর্য্যন্ত তাহার বিলম্ব হইবেক না ইতি।—১৮১২ সা। ২০ আ। ৩ ধা। ৪ প্র।

আসল দস্তাবেজে দস্তখৎইত্যাদি করিয়া ফিরিয়া দিবার কথা।

৬২। উপরের নিরূপিত কর্ম্মাদি করা হইলে পর রেজিষ্টর সাহেব আসল দস্তাবেজের পৃষ্ঠে তাহা রেজিষ্টরী হওনের তারিখ ও বেলাও রেজিষ্টরী বহির যে সফাতে তাহার নকল লেখাগিয়া থাকে তাহার পত্রাঙ্ক আপন দস্তখৎসহিতে লিখিয়া সে আসল দস্তাবেজ যাহার হয় তাহাকে ফিরিয়া দিবেন ইতি।— ১৮১২ সা। ২০ আ। ৩ ধা। ৫ প্র।

রেজিষ্টরীহওয়া প্রমাণ হওনেতে রেজিষ্টর সাহেবের দস্তখৎইত্যাদি কার্য্যে আসিবার কথা।

৬৩। আসল দস্তাবেজের পৃষ্ঠে উপরের উক্ত প্রকারেতে রেজিষ্টর সাহেবের দস্তখৎইত্যাদি যাহা২ লেখা থাকে তাহা ঐ দস্তাবেজে রেজিষ্টরী হইয়াছে ইহা প্রমাণহওনেতে আদালতের কাছারীতে কার্য্যে আসিবেক ইতি।—১৮১২ সা। ২০ আ। ৩ ধা। ৬ প্র।

৬৪। যে সে কোন ব্যক্তি রেজিষ্টর সাহেবের নিকটে দরখাস্ত দিয়া দফ্তরে দাখিলকরা নীলের বাবত করারদাদের নকল এবং রেজিষ্টরীবহী দেখিতে পারিবেক ইতি।—১৮১২ সা। ২০ আ। ৩ ধা। ৭ প্র।

রেজিষ্টরী বহীইত্যাদি দেখিতে প্রতিজনকে অনুমতি থাকিবার কথা।

৬৫। রেজিষ্টর সাহেবের ইহাও উচিত যে যে সকল করারদাদের রেজিষ্টরী হইয়া থাকে তাহার নকলের প্রয়োজন যাহার হয় তাহার দরখাস্তক্রমে নকল দেন্ আর যদি করারদাদের আসল নিদর্শন কোন প্রকারে হারায় কিম্বা নষ্ট হয় তবে ঐ আসল নিদর্শনের সাক্ষিরা যদি হলফ করিয়া ইহা কহে যে সত্যং ঐ আসল নিদর্শন লেখা গিয়াছিল তবে অবশ্যই ঐ নকল আসলের ন্যায় আদালতের কাছারীতে গ্রাহ্য হইবেক ইতি।—১৮১২ সা। ২০ আ। ৩ ধা। ৮ প্র।

দস্তাবেজের নকলের প্রয়োজন যাহার হয় তাহার দরখাস্তক্রমে রেজিষ্টর সাহেব নকল দিবার কথা।

৫ ধারা।

ইউরোপীয়েরদের ভূমিদখলকরণবিষয়ক বিধি।

৬৬। বিলায়তের সকল প্রকারের সাহেবলোককে নিষেধ আছে যে শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের বিনাহুকুমে কলিকাতা শহরের সীমাসরহদ্দের বাহিরে কিছু ভূমি তঞ্চকে খরীদ না করেন্ কিম্বা ভাড়া অথবা জমা করিয়া না লন ইহাতে যদি পুনঃপুনঃ নিষেধ হুকুম নামানিয়া কেহ ঐ শহরের বাহিরে কিছু ভূমি খরীদ করেন্ কিম্বা ভাড়া অথবা জমা করিয়া লইয়া থাকেন্ কিম্বা পশ্চাৎ লন্ তবে ঐ শ্রীযুতের হজুরের মতানুসারে তাহাহইতে বেদখল হইবেন এবং সেই ভূমিতে বাটী ঘরওগয়রহ প্রস্তুত থাকিলেও তাহার এওজে কিছু পাইবেন না ইতি।—১৭৯৩ সা। ৩৮ আ। ৩ ধা।

বারাণস ১৭৯৫ সা। ৪৮ আ। ৩ ধা।
দত্ত দেশ ১৮০৩ সা। ১৯ আ। ৩ ধা।

বিলায়তী সকল প্রকারের সাহেব লোকের যে কেহ এইক্ষণে কিম্বা উত্তরকালে শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের বিনাহুকুমে কিছু ভূমি তঞ্চকে খরীদ কিম্বা ভাড়া ও জমা করিয়া লন্ তাহা ঐ শ্রীযুতের হজুরের অভিমতক্রমে অসিদ্ধ হইবার কথা।

৬৭। বিলায়তী যে সকল সাহেবলোকের প্রতি সরকারের মালগুজার কোন ভূম্যধিকারী অথবা ইজারদার কিম্বা শামিলাত তালুকদার অথবা কটকিনাদার কিম্বা প্রজালোককে কর্জ্জ দিতে নিষেধ নাই তাঁহারা ঐ সকল লোকের মধ্যে যাহাকে কিছু কর্জ্জ দেন তাহার বোধ ও খাতিরজমার নিমিত্তে সেই খাতকের কিছু ভূমি কিম্বা ভূমির পাট্টাওগয়রহ কাগজ বন্ধক রাখিলে কোন প্রকারে সে ভূমি দখল করিতে পারিবেন না এবং তাহার রাজস্বাদি উসুল তহসীল ও মালগুজারীর সরবরাহের কিছু এলাকা রাখিতেও শক্ত হইবেন না ইতি।—১৭৯৩ সা। ৩৮ আ। ৪ ধা।

বারাণস ১৭৯৫ সা। ৪৮ আ। ৪ ধা।
দত্ত দেশ ১৮০৩ সা। ১৯ আ। ৪ ধা।

বিলায়তী যে২ সাহেবলোক প্রতি ভূম্যধিকারি প্রভৃতি মালগুজারদিগকে কর্জ্জ দিতে নিষেধ নাই তাঁহারা তাহারদিগের ভূমিবন্ধকে কর্জ্জ দিলে সে ভূমি দখল করিতে কিম্বা তাহার উসুল তহসীলের এলাকা রাখিতে না পারিবার কথা।

৬৮। যে সময়ে বিলায়তী কোন সাহেবলোক শহর কলিকাতার

বিলায়তী যে

কোন সাহেবকে ভূমি লইতে শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হজুরের হুকুম হয় সে ভূমি মাপিয়া দিতে কালেক্টরসাহেব আমীন পাঠাইবার কথা।

ঐ শ্রীযুতের হজুরের বিনাহুকুমে বিলায়তী কোন সাহেবলোক ভূমি লইলে তাহার বেওরা ঐ হজুরের সুগোচরার্থে কালেক্টর সাহেব লিখিবার কথা।

সীমাসরহদ্দের বাহিরে কোন ভূমি খরীদ করেন্ কিম্বা কেরায়া অথবা দখল করিবার হুকুম হজুরহইতে পান্ সে সময় সে ভূমি যে জিলার এলাকার মধ্যের হয় সেই জিলার কালেক্টর সাহেবের তরফ আমীনে সে ভূমি মাপিয়া চিহ্নিত করিয়া দিবেক তাহাতে সেই আমীনের খরচা সেই খরীদার কিম্বা কেরায়াদার অথবা দখলীকার দিবেন কালেক্টর সাহেবের কর্ত্তব্য এই যে যে সময়ে ঐ শ্রীযুতের হজুরের বিনাহুকুমে বিলায়তী কোন সাহেব লোক তঞ্চকক্রমে কিছু ভূমি খরীদ কিম্বা কেরায়া অথবা দখল করেন্ সে সময়ে সে বিষয়ের বেওরা যত জ্ঞাত হইতে পারেন্ তাহা হইয়া ঐ শ্রীযুতের হজুরের এত্তেলা কারণ বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের স্থানে লিখিবেন ইতি।—১৭৯৩ সা। ৩৮ আ। ৫ ধা।

বাণারস ১৭৯৫ সা। ৪৮ আ। ৫ ধা।
দত্ত দেশ ১৮০৩ সা। ১৯ আ। ৫ ধা।

বিলায়তী সাহেব লোক যেং ভূমি লন কালেক্টর সাহেব তাহার ফৈফিয়তের ফর্দ্দ করিয়া প্রতিসন বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের নিকটে পাঠাইবার কথা।

৬৯। কালেক্টর সাহেবেরা এই আইন পাইলে পর তাঁহারদিগের আপনং জিলার মোতালকে বিলায়তী সাহেবলোকে যে ভূমিতে অধিকার অথবা কোন স্থান কেরায়া কিম্বা জমা করিয়া থাকেন্ তাহার বিবরণের একং ফর্দ্দ করিবেন ও সেই সকল ফর্দ্দে ভূমির তায়দাদ ও রকম ও যে হুকুমে অধিকার কিম্বা কেরায়া অথবা জমা করিয়া থাকেন্ তাহা লিখিবেন এবং এইরূপে ফর্দ্দ করিয়া প্রতিবৎসর জানুআরি মাসের ১ পহিলা তারিখে বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের নিকটে পাঠাইবেন ইতি।—১৭৯৩ সা। ৩৮ আ। ৬ ধা।

বারাণস ১৭৯৫ সা। ৪৮ আ। ৬ ধা।
দত্ত দেশ ১৮০৩ সা। ১৯ আ। ৬ ধা।

কালেক্টর সাহেবদিগেরে বিলায়তী কোন লোককে ইজারা দিতে ও জামিন লইতে নিষেধের কথা।

৭০। কালেক্টর সাহেবদিগের কর্ত্তব্য নহে যে ফিরিঙ্গী সাহেব লোক অর্থাৎ বিলায়তী কাহাকেও চক্রান্তে কোন ভূমি ইজারা দেন্ এবং তাঁহারদিগের কোন ইজারদার কিম্বা মফঃসলী তালুকাদার অথবা প্রজার সম্বন্ধে জামিন লন্ ইতি।—১৭৯৩ সা। ২ আ। ১৭ ধা।

বারাণস ১৭৯৫ সা। ৫ আ। ১৭ ধা।
দত্ত দেশ ১৮০৩ সা। ২৫ আ। ১৬ ধা।

২২ অধ্যায়।

টাকার সুদ ও ভূমিবন্ধক দেওন।

১ ধারা।

বাঙ্গাল বেহার উড়িষ্যাতে সুদের হার।

১। কোন আদালতের জজ সাহেবে ইঙ্গরেজী ১৭৮০ সালের ২৮ মার্চের পূর্ব্বের কর্জ্জ হইলে তাহার সুদ নীচের লিখিত নিরিখ হইতে অধিক কিম্বা অল্পক্রমে দিতে ও লইতে ডিক্রী করিবেন না ইতি।—১৭৯৩ সা। ১৫ আ। ২ ধা। ১ প্র।

ইঙ্গরেজী ১৭৮০ সালের ২৮ মার্চের পূর্ব্বের কর্জ্জের সুদের নিরিখ ধার্য্যের কথা।

২। সেই কর্জ্জ সিক্কা ১০০ এক শত টাকার অধিক না হইলে তাহার সুদ শত তঙ্কায় মাসে ৩৵ তিন টাকা দুই আনা বৎসরে ৩৭৷৷০ সাঁইত্রিশ টাকা আট আনা দিতে ও লইতে ডিক্রী করিবেন ইতি।—১৭৯৩ সা। ১৫ আ। ২ ধা। ২ প্র।

সিক্কা ১০০ এ কশতের অনূর্দ্ধ টাকার সুদের নিরিখের কথা।

৩। সেই কর্জ্জ সিক্কা ১০০ একশত টাকার অধিক হইলে তাহার সুদ শত তঙ্কায় মাসে ২ দুই টাকা বৎসরে ২৪ চব্বিশ টাকা দিতে ও লইতে ডিক্রী করিবেন ইতি।—১৭৯৩ সা। ১৫ আ। ২ ধা। ৩ প্র।

সিক্কা একশতের অধিক টাকার সুদের নিরিখের কথা।

৪। কোন আদালতের জজ সাহেব ইঙ্গরেজী ১৭৮০ সালের ২৮ মার্চহইতে তাহার পরের ও ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১ জানুআরির পূর্ব্বের কর্জ্জ হইলে তাহার সুদ নীচের লিখিত নিরিখহইতে অধিক কিম্বা অল্পক্রমে দিতে ও লইতে ডিক্রী করিবেন না ইতি।—১৭৯৩ সা। ১৫ আ। ৩ ধা। ১ প্র।

ইঙ্গরেজী ১৭৮০ সালের ২৮ মার্চ ও ১৭৯৩ সালের ১ জানুআরির মধ্যের কর্জ্জের সুদের নিরিখের কথা।

৫। সেই কর্জ্জ সিক্কা ১০০ একশত টাকার অধিক না হইলে তাহার সুদ শত তঙ্কায় মাসে ২ দুই টাকা বৎসরে ২৪ চব্বিশ টাকা দিতে ও লইতে ডিক্রী করিবেন ইতি।—১৭৯৩ সা। ১৫ আ। ৩ ধা। ২ প্র।

সিক্কা ১০০ টাকার অধিক কর্জ্জ না হইলে পরে সুদ দরমাহা কিশতে ২ টাকা হইবার কথা।

৬। সেই কর্জ্জ সিক্কা ১০০ একশত টাকার অধিক হইলে তাহার

সিক্কা ১০০ ট

কার অধিক কর্জ্জ হইলে তাহার সুদ দরমাহা ফিশতে ১ টাকা হইবার কথা।

সুদ শত তঙ্কায় মাসে ১ এক টাকা বৎসরে ১২ বার টাকা দিতে ও লইতে ডিক্রী করিবেন ইতি।—১৭৯৩ সা। ১৫ আ। ৩ ধা। ৩প্র।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১ জানুআরিহইতে পশ্চাতের কর্জ্জহইলে তাহার সুদ সালিয়ানা ফিশতে ১২ টাকা হইবার কথা।

৭। কোন আদালতের জজ সাহেব ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১ পহিলা জানুআরি কিম্বা তাহার পরের কর্জ্জ হইলে সে কর্জ্জের সুদ শত তঙ্কায় মাসে ১ এক টাকা বৎসরে ১২ বার টাকার অধিক দিতে ও লইতে ডিক্রী করিবেন না ইতি।—১৭৯৩ সা। ১৫ আ। ৪ ধা।

২ ৩ ৪ ধারার লিখিত নিরিখহইতে সাধু ও খাতকের স্বেচ্ছায় অল্প সুদ ধার্য্য হইলে তাহার অধিক ডিক্রী না হইবার কথা।

৮। কোন আদালতের জজ সাহেব ২ দ্বিতীয় কিম্বা ৩ তৃতীয় অথবা ৪ চতুর্থ ধারার লিখিত সুদের নির্দ্ধারিত নিরিখের বহির্ভূতে উত্তমর্ণ এবং অধমর্ণ অর্থাৎ সাধু ও খাতক উভয়ের স্বেচ্ছায় অল্প নিরিখে কর্জ্জের সুদ ধার্য্য হইলে তাহার ব্যতিক্রমে সে কর্জ্জের সুদ অধিক নিরিখে দিতে ও লইতে ডিক্রী করিবেন না ইতি।—১৭৯৩ সা। ১৫ আ। ৫ ধা।

এই আইনের ১২ ধারার লিখিত বিষয়ছাড়া অপর বিষয়ে আসল অপেক্ষা অধিক সুদের ডিক্রী না হইবার কথা।

৯। কোন আদালতের জজ সাহেব এই আইনের মতানুসারে যে কর্জ্জের সুদ আসলহইতে অধিক হয় সে সুদ এই আইনের ১২ দ্বাদশ ধারার লিখিত বিষয়ছাড়া বিষয়ান্তরে দিতে ও লইতে ডিক্রী করিবেন না ইতি।—১৭৯৩ সা। ১৫ আ। ৬ ধা।

সুদের সুদ দিতে ডিক্রী করিবার নিষেধের কথা।

ঐ নিষেধ যে বিষয়ে না চলিবেক তাহার কথা।

১০। কোন আদালতের জজ সাহেব সাধু খাতকী হিসাব নিষ্পত্তি মুখে যে সুদ দেনা ও পাওনা হয় সে সুদের সুদ দিতে ও লইতে ডিক্রী করিবেন না। কিন্তু সাধু ও খাতক উভয়ের স্বেচ্ছায় যে হিসাব নিষ্পত্তিক্রমে সুদের বাকী আসলে চড়িয়া পূর্ব্বের খত ফিরিয়া নয়া খত হইয়া থাকে তাহার প্রতি এ হুকুম চলিবেক না সেই নয়া খতমাফিক সেই আসলে চড়ান সুদের সুদ দেওয়া ও লওয়ায় মঞ্জুর রাখিবেন ইতি।—১৭৯৩ সা। ১৫ আ। ৭ ধা।

ইঙ্গরেজী ১৭৮০ সালের ২৮ মার্চহইতে পশ্চাৎ এই আইনের নির্দ্ধারিত সুদের নিরিখের অতিক্রমে যে খত ও একরার হইয়া থাকে তাহার সুদ দিতে ও লইতে ডিক্রী না হইবার কথা।

১১। কোন আদালতের জজ সাহেব ইঙ্গরেজী ১৭৮০ সালের ২৮ মার্চ কিম্বা তাহার পর যে সাধু খাতকে যে বিষয়ে এই আইনের নির্দ্ধারিত সুদের নিরিখছাড়া অধিক সুদের নিরিখে যে খত অথবা একরার দেওয়া ও লওয়া করিয়া থাকে তাহারদিগের প্রতি সে বিষয়ের সুদ কিছুই দিতে ও লইতে ডিক্রী করিবেন না ইতি।—১৭৯৩ সা। ১৫ আ। ৮ ধা।

১২। ইঙ্গরেজী ১৭৮০ সালের ২৮ মার্চ কিম্বা তাহার পর যে তারিখহইতে যে নিরিখে সুদ দিবার ও লইবার হুকুম এই আইনে লেখা যায় ইহার ব্যতিক্রমে যদি কেহ অধিক সুদ লইয়া থাকে কিম্বা কোন খত অথবা একরার নিরিখছাড়া অধিক সুদে লেখা গিয়া থাকে তবে সেই পাওনার দাওয়ায় মহাজন ফরিয়াদীকে কিছুই সুদ অর্পিতে ডিক্রী করিবেন না আর যদি আসলের মধ্যহইতে ডিসকৌণ্ট অর্থাৎ ধরাট অথবা অন্যোপলক্ষে কিছু কর্ত্তন করিয়া লইয়া থাকে তবে তাহার নালিশ ডিস্‌মিস্‌ করিয়া খাতক আসামীর খরচা সেই ফরিয়াদীর স্থানহইতে দেওয়াইবেন ইতি।—১৭৯৩ সা। ১৫ আ। ৯ ধা।

ইঙ্গরেজী ১৭৮০ সালের ২৮ মার্চহইতে কিশত কেহ এই আইনের ব্যতিক্রমে কিছু অধিক সুদ লইয়া থাকিলে তাহার দাওয়ার নালিশ ডিস্‌মিস্‌ হইবার খরচা তাহারাও দিতে হইবার কথা।

২ ধারা।

বারাণসে সুদের হার।

১৩। ইঙ্গরেজী ১৮০৭ সালের আরম্ভ দিনাবধি মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২১৩ সালের ১৯ পৌষ মওয়াফেকে ফসলী ১২১৪ সালের ৭ পৌষাবধি ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১৫ আইনের সমস্ত ধারার লিখিত দাঁড়া ও হুকুম বারাণসদেশে চলন হইবেক কিন্তু এই আইনের কোন২ কথা নিবর্ত্ত ও পরিবর্ত্ত হইয়া নীচের লিখিত ধারামকল নির্দ্দিষ্ট হইয়া বারাণসে চলন হইবেক ইতি।—১৮০৬ সা। ১৭ আ। ২ ধা।

ই৺ ১৭৯৩ সালের ১৫ আইনের লিখিত দাঁড়া কিঞ্চিৎ২ পরিবর্ত্ত হইয়া ই৺ ১৮০৭ সালের আরম্ভদিনাবধি বারাণসদেশে চলন হইবার কথা।

১৪। ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১৫ আইনের ২ ও ৩ ধারার লিখিত কথা এপ্রকার পরিবর্ত্ত হইয়া বারাণসদেশে চলন হইবেক যে সেখানে উপরের ধারার নির্দ্ধারিত তারিখের পূর্ব্বে যে কর্জ্জার মোকদ্দমা উপস্থিত হইয়া থাকে তথাকার আদালতের সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে তাহাতে খাতক ও মহাজনের উভয় সম্মতি ও স্বেচ্ছাক্রমে সুদের যে হার তমঃসুকে লেখা গিয়া থাকে তাহাই দেওনের হুকুম দেন্‌ আর যদি খতে সুদের নিয়ম কিছু না লেখা গিয়া থাকে তবে ঐ সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে ঐ দেশের চলিত রীতি ও ব্যবহারমতে এবং ইঙ্গরেজী ১৭৯৫ সালের ৭ আইনের ৯ ধারার লিখিত মর্ম্মানুসারে যদনুক্রমে হুণ্ডী ও টীপ ও রসীদের সুদের বিষয় ও মোকদ্দমার নিষ্পত্তি হয় ঐ কর্জ্জা টাকার সুদদেওনের হুকুম দেন্‌ ও এপ্রকার সুদের বিষয়ে মহাজন ও সরাফ অর্থাৎ পোৎদারদিগের মোকদ্দমা উপস্থিত হইলে তাহারদিগের মধ্যে যেমত দাঁড়া ও দস্তুর চলন আছে তদনুসারে তাহারদিগের মোকদ্দমাতে হুকুম দেন্‌ ইতি —১৮০৬ সা। ১৭ আ। ৩ ধা।

উপরের ধারার নিরূপিত তারিখের পূর্ব্বে কর্জ্জা কিম্বা হুণ্ডীইত্যাদির যে২ মোকদ্দমা উপস্থিত হয় আদালতের সাহেবেরা তাহার সুদের বিষয়ে যে মত্যাচরণ করিবেন তাহার কথা।

১৫। এই আইনের ২ ধারার লিখিত তারিখের পূর্ব্বে যে কর্জ্জা মোকদ্দমার বিবাদ আরম্ভ হইয়া থাকে তাহার সুদ বৎসরে শতকরা

যে কর্জ্জা মোকদ্দমার বিবাদআরম্ভ ...

তারিখের পরে হয় তাহাতে বৎসর শত করা ১২ টাকার সুদের হুকুম হইবার কথা।

১২ টাকার অধিক দেওনের ডিক্রী আদালতের সাহেবদিগের কর্ত্তব্য নহে ইতি।—১৮০৬ সা। ১৭ আ। ৪ ধা।

যেখত ২ ধারার লিখিত তারিখের পূর্ব্বে লেখা গিয়া থাকে তাহাতে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১৫ আইনের ৮ও ৯ ধারার কথা না খাটিবার কথা।

১৬। ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১৫ আইনের ৮ ধারাতে এমত নির্দ্ধার্য্য হইয়াছে যে যদি কোন ব্যক্তি কর্জ্জা টাকার খতে কিম্বা একরারনামায় অথবা ঐমত আর কোন প্রকার নিদর্শনপত্রে সরকারের আইনের নির্ণীত সুদের হারহইতে অধিক অঙ্ক লেখাইয়া লয় তবে সে ব্যক্তি সুদ কিছুই পাইবেক না এবং ঐ আইনের ৯ ধারাতে এমত হুকুম লেখা গিয়াছে যে যদি কোন ব্যক্তি আইনের নির্দ্ধারিত দাঁড়াহইতে এড়াইবার নিমিত্তে প্রথমেই যদি সুদের টাকা আসল টাকাহইতে কাটিয়া লইয়া কিম্বা আর কোন ছল কি চক্র করিয়া কর্জ্জ দেয় তবে তাহার মোকদ্দমাতে ডিস্‌মিস্ ব্যতিরিক্ত আর কোন প্রকার হুকুম হইবেক না পরে জানা কর্ত্তব্য যে এই আইনের ২ ধারার নিরূপিত তারিখের পূর্ব্বে সাধুখাতকের উভয়সম্মতিক্রমে প্রকৃতার্থে কর্জ্জ দেওয়া ও লওয়া হইয়া যে খতের লেখাপড়া হইয়া থাকে তাহার প্রতি উপরের লিখিত দাঁড়ার কথা খাটিবেক না ইতি।—১৮০৬ সা। ১৭ আ। ৫ ধা।

৩ ধারা।

দত্তদেশে সুদের হার।

১৭ ইং লাং ২৬। [তর্জমা হয় নাই।]

৪ ধারা।

কটক দেশে সুদের হার।

২৭ ইং লাং ৩১। [তর্জমা হয় নাই।]

৫ ধারা।

বয়বেলওফাক্রমে ভূমিবন্ধক দেওন।

ইঙ্গরেজী ১৭৮০ সালের ২৮ মার্চের তারিখের পূর্ব্বের এবং পরের স্থাবর বন্ধকী কর্জ্জের সুদ যে যে নিরিখে পাইবেক তাহার কথা।

৩২। ইঙ্গরেজী ১৭৮০ সালের ২৮ মার্চের পূর্ব্বে যে মহাজন কোন খাতকের স্থাবর বন্ধক রাখিয়া কর্জ্জ দিয়া উভয়ের সম্মত নিয়মানুসারে সেই স্থাবর স্বহস্তবশ রাখিয়া কিম্বা না রাখিয়া এদেশের পূর্ব্ব দাঁড়ামতে সুদহইতে তাহার উপস্বত্ব ভোগ করিয়া থাকে তাহা সাব্যস্ত থাকিবেক ঐ তারিখ ও ঐ তারিখের পরে স্থাবর বন্ধকী পূর্ব্বের সেই কর্জ্জের এবং তদ্ভিন্ন যে স্থাবর বন্ধকক্রমে কর্জ্জ হইয়া থাকে ও আগামী যাহা হইবেক সে সকল বন্ধকী কর্জ্জের সুদ তারিখওয়ারী নির্দ্ধারিত সুদের নিরিখমতে পাইবেক তাহার অধিক পাই

বেক না এবং জানিবেক যে ঐ ইঙ্গরেজী ১৭৮০ সালের ২৮ মার্চহ
ইতে পশ্চাৎ স্থাবর বন্ধকী কর্জ্জ সুদসমেত যদি সেই স্থাবরের উপ
স্বত্ত্বে কিম্বা প্রকারান্তরে খাতকের দ্বারা শোধ হইয়া থাকে তবে
সেই বন্ধকী খত অকর্ম্মণ্য হইয়া সে কর্জ্জের দায়হইতে খাতক মুক্ত
হইবেক ইতি।—১৭৯৩ সা। ১৫ আ। ১০ ধা।

দত্ত দেশ ১৮০৩ সা। ৩৪ আ। ৯ ধা।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১৫ আইনের ১০ ধারার লিখিত কথা যে সময়াবধি বারাণসে চলন হইবেক তাহার কথা।

৩৩। ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১৫ আইনের ১০ দশম ধারাতে এমত হুকুম লেখা গিয়াছে যে যদি কোন বন্ধকলওনিয়া মহাজন খতের লিখিত আসল ও সুদের টাকা বন্ধকী ভূম্যাদির উপস্বত্বহই তে উসুল করিয়া থাকে তবে তাহার সে বন্ধকী খত বাতিল অর্থাৎ ঝুটা হইবেক পরে জানা কর্ত্তব্য যে এই দাঁড়া ফসলী ১২১৪ সালের প্রথম দিবসাবধি বারাণসদেশে চলন হইবেক কিন্তু এই আইনের ২ ধারাতে যে তারিখ নিরূপণ করিয়া লেখা গিয়াছে সেই তারিখের পূর্ব্বে সাধুখাতকের উভয় সম্মতিতে যে কর্জ্জা খতের লেখাপড়া হই য়া থাকে তাহাতে উপরের লিখিত ঐ দাঁড়া খাটিবেক না ইতি।—১৮০৬ সা। ১৭ আ। ৬ ধা।

মহাজন প্রকৃতপ্র স্তাব জমা ও খরচের হিসাব দিবার কথা।

৩৪। ১০ দশম ধারার লিখনানুসারে স্থাবর বন্ধকী কর্জ্জের হিসাব নিষ্পত্তিকারণ মহাজনে বন্ধকী স্থাবরের উপস্বত্ব যাহা পাইয়া থাকে তাহার আদ্যোপান্তের জমাখরচ মহাজনের স্থানে তলব করিতে হইবেক তদনুসারে মহাজন জমা ও খরচের কাগজ দিয়া তাহা প্রমা ণার্থে মুকুতি করিবেক অথবা সে মহাজনের বিশিষ্টতাজন্যে তাহাকে মুকৃতিকরাণ জজ সাহেব উচিত না জানিলে তাহার স্থানে সর্ব্বতো নিয়মপত্র এমত লেখাইয়া লইবেন যে তাহাতে সেই কাগজ যথার্থ বোধ হয় পরে খাতক সেই কাগজ দৃষ্টে বিবেচনা করিয়া তাহার উপর যে আপত্তি করে তাহা মিটাইবার নিমিত্তে উভয় পক্ষের সাক্ষির কথা শুনিয়া জজ সাহেব হিসাব নিষ্পত্তি করিবেন ইতি।—১৭৯৩ সা। ১৫ আ। ১১ ধা।

দত্ত দেশ ১৮০৩ সা। ৩৪ আ। ১০ ধা।

হেতুবাদ।

৩৫। সুবে বেহারে অনেক কালাবধি পদ্য আছে যে লোকেরা আপনারদিগের ভূমি বন্ধক দিয়া কিম্বা নিরূপিত মিয়াদের মধ্যে সুদ সমেত আসল অথবা কেবল আসল কর্জ্জা টাকা শোধ না পড়ি লে বিক্রয় সিদ্ধ হইবেক এমত কটে বিক্রয় করিয়া কর্জ্জ লয় ও এরূপ বিক্রয়ের সংজ্ঞা বয়বেলওফা কহে। এবং সুবে বাঙ্গালায় এপ্রকার কটে বিক্রয় হইলে তাহার সংজ্ঞা কটকোবালা বলে। ইত্যাদিসংজ্ঞক কটে কিম্বা এতদনুসারের কটান্তরে বিক্রয়ের রীতি সুবে উড়িষ্যায় ও বারাণসেও অবশ্য থাকিতে পারে। ইহাতে সুদের বিষয়ের ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১৫ পঞ্চদশ আইনের হুকুম জারী হইবার সময়হইতে এ পদ্য একা সুবে বেহারে বিস্তর বাড়িয়া খাতকেরা কর্জ্জ শোধিতে উদ্যত থাকিবার কথা প্রতিপন্ন না করিতে

পারিলে তাহারদিগের ভূমি হস্তছাড়া হইবেক এই আশঙ্কায় প্রায় অনেকেই বয়বেলওফার প্রবোধে নিয়ত কর্জ্জ দিয়া এমত বিক্রয় সিদ্ধ করাইয়া ভূমি দখল করিবার বাসনায় খাতকেরা নিরূপিত মিয়াদের মধ্যে কর্জ্জ শোধিতে উদ্যত হইলে তাহা লইতে চাহে নাই অথবা কোন ছল ছুতা করিয়া সে টাকা লয় নাই। বিশেষত ইহার প্রমাণপ্রয়োগ যোগান খাতকদিগের শিরে থাকে ও না যোগাইতে পারিলে তাহারদিগের বন্ধক দেওয়া ভূমি বন্ধকগ্রহীতাগণের হস্তে যায় এই সকল হেতুক এরূপ খাতকদিগের রক্ষার্থে এমত এক দাঁড়া ধার্য্যকরণ আবশ্যক হয় যে তাহাতে খাতকেরা নিরূপিত মিয়াদের মধ্যে কর্জ্জা টাকা শোধিতে উদ্যত ছিল মহাজনেরা তাহা লয় নাই। এবং মহাজনদিগের ও খাতকদিগের উভয়তঃ হওয়া আপোসী একরারমতে কার্য্য না হইবার জন্যে ভূমিবিক্রয় সিদ্ধ পাইয়া তাহা যথার্থক্রমে মহাজনদিগকে অর্শিয়াছে কি না এসকল বিষয়ের প্রমাণ প্রয়োগ অনায়াসে শীঘ্র যোগায় ও ইহাতে মহাজনেরা শঠতা করিতে না চাহিলে এ দাঁড়া ধার্য্যের ফলভাগীও হইতে পারে। অতএব উপরের লিখিত কুগতিক এবং অন্যং ব্যাঘাত না হইতে পারিবার নিমিত্তে শ্রীযুত বৈস প্রেসিডেণ্ট সাহেবের হজুর কৌন্সেলের বিবেচনায় নীচে লিখিত হুকুম নির্দ্দিষ্ট হইল জানিবেন যে এ হুকুম সুবেজাৎ বাঙ্গালা ও বেহার ও উড়িষ্যা ও বারাণসের আদালতসকলে এ আইন পঁহুছিলে পর কার্য্যে আসিবেক ইতি।—১৭৯৮ সা। ১ আ। ১ ধা।

বয়বেলওফার কটে বিক্রীত ভূমি পুনরায় খাতকের হস্তবশ হইবার উপায়ের কথা।

৩৬। যদি কেহ এ আইনের প্রথম ধারার লিখিত নিয়মে অর্থাৎ বয়বেলওফার কটক্রমে কিম্বা সেমত অন্যসংজ্ঞক কটে আপন ভূমি বিক্রয় করিয়া কর্জ্জ লয় ও তদনন্তর সে কর্জ্জ শোধিয়া সেই ভূমি উদ্ধার করিতে চাহে তাহার কর্ত্তব্য যে নিরূপিত মিয়াদ পূরিবার দিনে অথবা তৎপূর্ব্বে সুদ সমেত আসল কর্জ্জা টাকা সেই স্বয়ং মহাজনকে দেয় অথবা সাধ্য রাখে যে সে ভূমি যে দেওয়ানী আদালতের সীমাভুক্ত সেই আদালতে সে টাকা আমানৎ রাখিয়া তথাকার জজ সাহেবের স্থানে তাহার রসীদ সে টাকার সংখ্যা ও তাহা দাখিলের তারিখ ও আমানৎ রাখিবার হেতু নিদর্শনে লয়। ও তাহা মহাজনের স্থানে দিতে গেলে পূর্ব্বে এমত ভাবিয়া উপায় করে যে যদি মহাজন আপনি সে টাকা শোধ না লয় ও তন্নিমিত্তে মোকদ্দমা উপস্থিত হইলে তৎকালে সে টাকা মিয়াদের মধ্যে দিতে খাতক উদ্যত ছিল ইহা না মানে তবে পশ্চাৎ তাহার প্রমাণ যোগাইতে পারে। আর জজ সাহেব আমানতী টাকা পাইলে উচিত যে সে সংবাদ মহাজনকে লিখেন্ ও মহাজন্ বয়বেলওফার কটের কোবালা ফিরিয়া দিলে কিম্বা তাহা ফিরিয়া দিতে না পারিলে যেহেতুক না পারে তাহা বিশিষ্টরূপে জানাইলে তাহার স্থানে নির্দায়পত্র ও দরখাস্ত লেখাইয়া লইয়া আদালতের দফ্তরে দাখিল করিয়া সেই আমানৎ টাকা তাহাকে দেন্। তাহাতে খাতক কর্ত্তৃক টাকা আমানৎ রাখিবেক ইহার সন্দেহভঞ্জনার্থে স্পষ্ট করা যাইতেছে যে যদি এমতে

জজ সাহেব আমানৎ টাকার রসীদ খাতককে এবং সে বার্ত্তা ও টাকা মহাজনকে দিবার মতের কথা।

যে হিসাবে টাকা আমানৎ রাখিতে

বিক্রীত ভূমি মহাজন ভোগ না করিয়া থাকে তবে সুদ দিবার নিয়ম থাকিলে বৎসরে শতকরা ১২ বার টাকার হারে সুদ ধরিয়া আসল সুদ্ধা যত হয় তাহা। আর যদি মহাজন ও খাতকের আপোসে সুদ দিবার কিম্বা না দিবার করার কিছু না রহে তবে বৎসরে শতকরা ঐ ১২ বার টাকার হারেই সুদ ধরিয়া আসল সমেত যে মোট হয় তাহা কিন্তু যদি মহাজন ভূমি ভোগ করিয়া থাকে তবে কেবল আসল টাকা আমানৎ রাখিবেক। ও ইহাতে মহাজন আপন ভোগ করা ভূমির ভোগ কালের উৎপন্নের নিকাশী জমাখরচ দাখিল করিলে তৎকালে তাহা বিবেচিয়া হিসাব নিষ্পত্তি পাইবেক। বুঝিবেন যে খাতক উপরের প্রস্তাবিত দুই গতিকের যে কোন গতিকে টাকা আমানৎ রাখে তাহাতেই ভূমি উদ্ধার করিতে পারিবেক। ইহাতে যদি মহাজন ভূমি না ছাড়ে তবে তৎক্ষণাৎ খাতক সে ভূমি ছাড়াইয়া লইবার দাওয়া করিতে সাধ্য রাখিবেক পশ্চাৎ নীচের লিখনানুসারে তাহার হিসাব নিষ্পত্তি পাইবেক। এতদ্ভিন্ন যদি খাতক করারমতে দেনা টাকার সংখ্যাপেক্ষা কম আমানৎ দাখিল করিয়া এমত জানায় যে মহাজন আপন ভোগের কালে ভূমির উপস্বত্বের দ্বারা কিম্বা প্রকারান্তরে যাহা পাইয়াছে তাহাবাদে তাহার আসল কি সুদের কিছু পাওনা হইবেক না তবে জজ সাহেব সেই কমসংখ্যায় দাখিলকরা টাকাই আমানৎ রাখিবেন ও উপরের উল্লিখিত হুকুমমতে মহাজনকে সে সমাচার লিখিবেন। তাহাতে যদি মহাজন সে সংখ্যাপেক্ষা অধিক টাকা আপন পাওনা না কহে কিম্বা বিচারমুখে সেই কম সংখ্যাহইতে অধিক টাকা মহাজনের পাওনা না ঠাহরে তবে জানিবেন যে তাহাতেই সে ভূমি উদ্ধারিয়া লইবার অধিকার সর্ব্বতোভাবে খাতকের আছে। নচেৎ এ গতিকে মহাজনের বিনাসম্মতিতে অথবা কর্জ্জা টাকা সমুদয় শোধপড়ন ব্যাস্থব্যতিরেকে সে ভূমিতে খাতক দখল পাইবেক না ইতি।—১৭৯৮ সা। ১ আ। ২ ধা।

দত্ত দেশ ১৮০৩ সা। ৩৪ আ। ১২ ধা।

হইবেক তাহার কথা।

টাকা আমানৎ রাখিলে খাতকের স্বত্ব সাব্যস্থ থাকিবার কথা।

করারমতে দেনাপেক্ষা কম টাকা আমানৎ রাখিতে পারিবার বিধানের কথা।

কম সংখ্যায় আমানতী টাকা লইবার সময়ের ও তাহাতে খাতকের স্বত্বলোপ না হইবার কথা।

৩৭। যদি মহাজন বয়বেলওফার কটক্রমে কিম্বা সেমত অন্য সংজ্ঞক কটে বিক্রীত ভূমিভোগ করিয়া থাকে ও তাহাতে উভয়তঃ মহাজন ও খাতকের আপোসে হিসাব নিষ্পত্তি করিবার আবশ্যক হয় তবে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১৫ পঞ্চদশ আইনে বন্ধকী কর্জ্জের বিষয়ে মহাজনদিগের দখলে ভূমি থাকিবার সময়ের উৎপন্নের নিকাশী জমাখরচ যে দাঁড়ায় দিবার ধার্য্য আছে সেই দাঁড়ায় এমত কটে বিক্রীত ভূমির মোকদ্দমাতেও নিকাশ যোগাইতে হইবেক। এতদ্ভিন্ন বন্ধকী ভূমির উপস্বত্বে কিম্বা প্রকারান্তরে খাতকের দ্বারা সমেত সুদ আসল কর্জ্জা টাকা শোধ পড়িলে সে ভূমি উদ্ধার হইবার যে হুকুম ঐ আইনের ১০ দশম ধারায় আছে সে হুকুম এ আইনের লিখিত কটে বিক্রীত ভূমির প্রতি খাটে না ও খাটিবেক না ইতি।—১৭৯৮ সা। ১ আ। ৩ ধা।

দত্ত দেশ ১৮০৩ সা। ৩৪ আ। ১৩ ধা।

মহাজনের ভোগকরা কটে বিক্রীত ভূমির উৎপন্নের নিকাশ ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১৫ আইনের মতে দিতে হইবার কথা।

কর্জ্জশোধার্থে দিবার বরাতী টীপ মহাজনের বিনাম্বীকারে মাতবর না হইবার ও সে মঞ্জুরের মতের কথা।

৩৮। জানিবেন যে এ আইনের লিখিত বয়বেলওফার কটক্রমের কিম্বা সেমত অন্য সংজ্ঞক কটের কর্জ্জা টাকা শোধের কারণ কেহ বরাতী টীপ দিতে চাহিলে তাহা মহাজনের বিনাম্বীকারে বলবৎ হইবেক না ও স্বীকার করিলে তাহার প্রামাণ্যগ্রহ কটে বিক্রীত কোবালা ফিরিয়া দিলে অথবা তদভাবে আপন পাওনা টাকা শোধ পাইবার নিদর্শনে নির্দায়পত্র লিখিয়া দিলে তদ্দৃষ্টে হইতে পারিবেক ইতি।—১৭৯৮ সা। ১ আ। ৪ ধা।

দঙ্গ দেশ ১৮০৩ সা। ৩৪ আ। ১৪ ধা।

অসঙ্গত সুদ না হইলে সাধু ও খাতকী আপোসী করারদাদ না টলিবার ও তদর্থের বিরোধ দেওয়ানী আদালতে নিষ্পত্তি পাইবার কথা।

৩৯। বুঝিবেন যে এ আইনের লিখিত হুকুম অসঙ্গত সুদছাড়া অপর যে একরার উভয়তঃ মহাজন ও খাতকের আপোসে হইয়া থাকে ও হয় তাহাতে চলিবেক না। এবং তদর্থে তাহারদিগের উভয়তঃ বিরোধ জন্মিলে তাহার বিচার ও সমাধা দেওয়ানী এলাকার আদালতসকলে হইবেক ইতি।—১৭৯৮ সা। ১ আ। ৫ ধা।

দঙ্গ দেশ ১৮০৩ সা। ৩৪ আ। ১৫ ধা।

৪০। [তর্জ্জমা হয় নাই।]

যে২ প্রকারে বন্ধকী ভূমি বিক্রয় সিদ্ধ না হইবেক তাহার কথা।

৪১। ভূমিবন্ধকের যে২ তমস্সুক অর্থাৎ খত বয়বেলওফার কট ক্রমে কিম্বা কট কোবালা মতে অথবা তাহার মত অন্য প্রকার কট নিদর্শনে লেখা গিয়া থাকে সেই সকল খত বাতিল অর্থাৎ ঝুটাহওনের বিষয়ে নির্দ্ধারিত অনেক২ দাঁড়া ইঙ্গরেজী ১৭৯৮ সালের ১ আইন ও ১৮০৩ সালের ৪ চতুর্থ আইনানুসারে সরকারের রাজ্যেতে চলন হইয়াছে পরে উপরের লিখিত দাঁড়াভিন্ন একণে অধিকন্তু এ কথারো ধার্য্য করা গেল যে বন্ধকের এ প্রকার খত লিখিয়া দেওনের সময়ে কিম্বা ঐ ভূমিবিক্রয় সিদ্ধহওনের পূর্ব্বে যে কোন সময়াবধি বন্ধকলওনিয়া মহাজন যদি ঐ বন্ধকী ভূমি আপনি দখল করিয়া থাকে তবে যদি সেই বন্ধকদেওনিয়া খাতক সুদছাড়া কেবল আসল কর্জ্জা টাকা সমুদয় ঐ বন্ধকলওনিয়া মহাজনকে শোধ দেয় কিম্বা প্রকৃতার্থে ঐ কর্জ্জা টাকাপরিশোধ নিমিত্তে তাহার নিকটে লইয়া গিয়া থাকে তবে এমতে ঐ ভূমি বন্ধকদেওনিয়া খাতক কিম্বা তাহার উত্তরাধিকারিরা পুনর্ব্বার আপন ভূমিতে দখল পাইতে পারিবেক আর যদি বন্ধকলওনিয়া মহাজন ঐ বন্ধকী ভূমি আপনি ভোগদখল না করিয়া থাকে তথাপি যদি বন্ধকদেওনিয়া খাতক বয়বেলওফাইত্যাদি কটক্রমে লিখিত খতের মিয়াদের মধ্যে যে কোন সময় অর্থাৎ বিক্রয়সিদ্ধহওনের অব্যবহিতপূর্ব্বক্ষণেও যদি কর্জ্জার আসল টাকা সমুদয় মহাজনকে দেয় কিম্বা ওয়াজিবী সুদের টাকাসমেত ঐ কর্জ্জা টাকা দিবার নিমিত্তে প্রকৃতার্থে তাহার নিকটে লইয়া গিয়া থাকে তবে এমতেও ঐ বন্ধকদেওনিয়া খাতক কিম্বা তাহার উত্তরাধিকারিগণ পুনর্ব্বার আপনারা ঐ বন্ধকী ভূমিতে দখল পাইতে পারিবেক আর জানা কর্ত্তব্য যে নীচের ধারার লিখিত নিয়মানুসারে

কার্য্য না করিলে বন্ধকী ভূমি কদাচ বিক্রয়সিদ্ধ হইবেক না ও এই ধারাতে যেখানেং বয়বাৎ শব্দ লেখাগিয়াছে তাহার ভাবার্থ নীচের ধারার নির্ণীত লিখন মতে স্পষ্ট হইবেক পরে এমতে যে ব্যক্তি ভূমি বন্ধক দিয়া থাকে তাহার এ কথা স্পষ্ট প্রমাণ করিতে হইবেক যে বন্ধকলওনিয়া মহাজনকে কিম্বা তাহার তরফ মোখ্তারকার অথবা তাহার উত্তরাধিকারিদিগকে প্রকৃতার্থে ঐ কর্জ্জার আসল টাকা এবং আবশ্যক সময়ে সুদের টাকাও দিয়াছে কিম্বা দিবার নিমিত্তে ঐ টাকা তাহারদিগের নিকটে লইয়া গিয়াছিল অথবা ইহা প্রমাণ করিতে হইবেক যে ঐ ভূমি যে জিলা কিম্বা শহরের ব্যাপ্য অধি কারভুক্ত হয় সেই জিলা কিম্বা শহরের আদালতে ঐ ভূমি বয়বাৎ অর্থাৎ বিক্রয়সিদ্ধহওনের পূর্ব্বে সেই কর্জ্জার টাকা দাখিল করি য়াছে আর ইঙ্গরেজী ১৭৯৮ সালের ১ আইনের ২ ধারা এবং ১৮০৩ সালের ৩৪ আইনের ১২ ধারার লিখিত যেং নিয়ম ভূমি বন্ধকের তমঃসুক বাতিল অর্থাৎ ঝুটাহওনের নির্ণীত মিয়াদের সহিত সম্পর্ক রাখে তাহা এক্ষণে এই আইনের ৮ ধারার নির্ণীত মিয়াদের বিষয়েও খাটিবেক ইতি।—১৮০৬ সা। ১৭ আ। ৭ ধা।

বয়বেলওফাইত্যা দি প্রকারে বন্ধকী ভূমি বয়বাৎ অর্থাৎ বিক্রয়সিদ্ধ হওনের মতের এবং বন্ধকলওনিয়া মহাজনের যেং কর্ত্তব্য তাহার কথা।

৪২। বয়বেলওফাইত্যাদি প্রকারে লিখিত ভূমিবন্ধকের যে খতের বিবরণ ঐ আইনের মধ্যে প্রায় অনেক স্থানে লেখা গিয়াছে তাহা যদি বন্ধকলওনিয়া মহাজনের স্থানে থাকে আর ঐ খতের লিখিত মিয়াদ অতীত হইয়া গেলে পর যদি সেই মহাজন ঐ বন্ধকী ভূমি বয়বাৎ অর্থাৎ বিক্রয়সিদ্ধ করাইয়া আপনি ভোগদখল করিতে ইচ্ছা করে তবে তাহার কর্ত্তব্য যে প্রথমতঃ ঐ ভূমি বন্ধকদেওনিয়া খা তকের স্থানে কিম্বা তাহার উত্তরাধিকারিদিগের স্থানে আপন দেও য়া কর্জ্জের টাকা তলব করে তাহার পর আপনি কিম্বা আদালতের নিয়োজিত উকীলের দ্বারা ঐ বন্ধকী ভূমি যে জিলা কিম্বা শহরের আদালতের অধিকারভুক্ত হয় সেই জিলা কিম্বা শহরের আদাল তের জজ সাহেবের নিকটে ঐ ভূমি বয়বাৎ অর্থাৎ বিক্রয় সিদ্ধহও নের দরখাস্ত দেয় এমতে সে আদালতের জজ সাহেবের কর্ত্তব্য যে এমত দরখাস্ত পাইলে পর তাহার নকল করাইয়া ঐ ভূমি বন্ধকদে ওনিয়া খাতকের কিম্বা তাহার উত্তরাধিকারিগণের নিকটে পাঠাই য়া দেন্ এবং তাহার নামে এই মজমুনে এক পরওয়ানা আদালতের মোহর আর আপন দস্তখৎসহিত লিখিয়া পাঠান্ যে এই পরওয়া নার তারিখঅবধি এক বৎসরের মধ্যে ঐ ভূমি কিম্বা অন্য স্থাবর বস্তু বন্ধক বাবৎ কর্জ্জা টাকা সমুদয় উপরের ধারার নির্ণীত মতে সেই বন্ধকলওনিয়া মহাজনকে যদি না দেয় তবে সে বন্ধকী ভূমি কি অন্য স্থাবর বস্তু বয়বাৎ অর্থাৎ বিক্রয় সিদ্ধ হইয়া ঐ বন্ধকলওনিয়া মহাজন তাহার সম্পূর্ণ স্বত্বাধিকারী হইবেক ও বন্ধকদেওনিয়ার তাহাতে কিছু স্বত্ব ও অধিকার থাকিবেক না ইতি।—১৮০৬ সা। ১৭ আ। ৮ ধা।

২৩ অধ্যায়।

ভূমিপ্রভৃতি বিষয়ে নানাবিধ বিধি।

১ধারা।

চরবিষয়ক বিধান।

হেতুবাদ।

১। ফোর্ট উলিয়ম অর্থাৎ কলিকাতা রাজধানীর হুকুমের তাবে দেশসকলেতে যে২ প্রধান নদ নদী বহে তাহা পুনঃ২ স্থানছাড়াহওয়াতে এবং এই নদ নদীর মধ্যগত বালি ও মাটি স্থানান্তর যাইয়া জমাতে চর কিম্বা ক্ষুদ্র দ্বীপ ঐ নদ নদীর মধ্যস্থানে কিম্বা তাহার কোন কূলের নিকটে উৎপন্ন হয় এবং নদ নদীর এক পারের অনেক ভূমি ভাঙ্গিয়া ভাসিয়া যাইয়া ঐ সময়ে কিম্বা তাহার পর কোন বৎসরে অন্য পারে ভরাট হয় ও কখন২ বাঙ্গলা দেশের দক্ষিণদিগের ও দক্ষিণ পূর্ব্ব কোণের সমুদ্রতীরে ঐ প্রকার চর পড়ে ও ভূমিতে ভাঙ্গন ধরে ও জল সরিয়া যায় ও উপরের উক্ত মত যে২ ভূমি নদ নদী কি সমুদ্রহইতে পাওয়া যায় কখন২ ঐ২ ভূমির নিমিত্তে বিবাদ বিরোধ জন্মে এবং ঐ২ স্থানের দস্তুর ও ব্যবহারানুসারে ঐ২ বিষয়ের সহিত যে২ নিয়ম সম্পর্ক রাখে তাহা স্থির আছে তথাপি ঐ২ নিয়ম সর্ব্বত্র প্রকাশ না হওয়াতে আদালতের সাহেবদিগের উপরের লিখিতমত পাওয়া চর কি অন্য ভূমির দাওয়াদার জনেরদের স্বত্ত্বনিরূপণ করা অতিদুষ্কর হয় ও সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা এই বিষয়েতে মোসলমানের শরার ও হিন্দুলোকের শাস্ত্রের মত জানিবার নিমিত্তে আপনারদিগের আদালতের মৌলবী ও পণ্ডিতদিগের স্থানে ফতওয়া ও ব্যবস্থা তলব করিয়াছিলেন এবং ঐ তলবমতে ঐ মৌলবী ও পণ্ডিতেরা যে ফতওয়া ও ব্যবস্থা দিয়াছেন তাহাও চরপড়াতে কি নদ নদী কি সমুদ্রের জল স্থানান্তর হওয়াতে পাওয়া ভূমির স্বত্ত্বমূলক দাওয়ায় সদর দেওয়ানী আদালতে আপীল হওয়া মোকদ্দমাসকলেতে ঐ আদালতের সাহেবেরা যে২ নিষ্পত্তি করিয়াছেন তাহাও দৃষ্টি ও বিবেচনাকরণক শ্রীযুত নওয়াব গবরনর জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলহইতে সকল লোকদিগকে জানাইবার ও আদালতের সাহেবদিগের কার্য্যোপদেশের নিমিত্তে নীচের লিখিতব্য হুকুমসকল নির্দ্দিষ্ট করিলেন এবং এই আইন জারীহওনের তারিখহইতে ঐ সকল হুকুম ফোর্ট উলিয়ম অর্থাৎ

কলিকাতা রাজধানীর ভাবে সমস্ত দেশে প্রবল হইবেক ইতি।— ১৮২৫ সা। ১১ আ। ১ ধা।

২। কোন নদ কি নদীর তীর ভাঙ্গনে ভাঙ্গাতে কি তাহার জল স্থানান্তরহওয়াতে যে ভূমির বিয়োগ কি সংযোগ হয় তাহার এতাকতা সিকস্ত ও পয়ওস্তের বিষয়ে এমন স্পষ্ট ও নিরূপিত দস্তুর ও ব্যবহার যদি থাকে যে তদনুসারে নিকটবর্ত্তি দুই কি ততোধিক জমীদারীর মধ্যবর্ত্তি কোন নদ কি নদী সময়েং ঐ নদ কি নদীর এক পারের ভূমির বিয়োগ ও অন্যপারে সংযোগহওনদ্বারা যেমন অবস্থা কেন না হউক ঐং নদ কি নদী নিত্য ঐং জমীদারীর সীমা হয় তবে যেং জমীদারের জমীদারীর সহিত ঐ প্রকার দস্তুর সম্পর্ক রাখে ঐং জমীদারদিগের চরপড়াইত্যাদি ভূমির বিষয়ে যে সকল দাওয়া ও বিবাদ উপস্থিত হয় তাহার নিষ্পত্তি ঐ স্থিরথাকা দস্তুরমতে হইবেক ইতি।—১৮২৫ সা। ১১ আ। ২ ধা।

স্মরণাসাধ্য কালের ও নিরূপিত ব্যবহার স্পষ্ট ও স্থির থাকিলে তদনুসারে চরপড়া ভূমির বিষয়ের দাওয়া ও বিবাদের নিষ্পত্তি হইবার কথা।

৩। কোন স্থানেতে উপরের লিখিত ধারার উক্ত দস্তুর না থাকিলে ইহার পরের ধারাতে যেং সামান্য হুকুম লেখা যাইবেক সেইং হুকুম নদ কি নদীতে কি সমুদ্রে চরপড়াতে কি তাহার জল স্থানান্তরহওয়াতে যে ভূমি পাওয়া যায় তাহার বিষয়ে উপস্থিতহওয়া সকল দাওয়া ও বিবাদের নিষ্পত্তিকরণের বিষয়ে সম্পর্ক রাখিবেক ইতি।—১৮২৫ সা। ১১ আ। ৩ ধা।

কোন স্থানে ঐ মত ব্যবহার না থাকিলে ইহার পরের ধারাতে যেমনং লেখা যাইবেক তদনুসারে ঐ বিবাদের নিষ্পত্তি হইবার কথা।

৪। নদ কি নদীর কি সমুদ্রের জল সরিয়া যাওয়াতে যে ভূমি ক্রমেং পাওয়া যায় ঐ ভূমি যে জমীদারের জমীদারীর কি অন্য প্রধান দখীলকারের কি তাহারদিগের পেটাতে যে কোন জনেরা ভূমি দখল করে তাহারদিগের কি কোন প্রকার প্রজাদিগের ভূমির লাগাও হয় সেই জমীদারইত্যাদির জমীদারীর কিম্বা ভূমির শামিলে থাকিয়া ঐ জমীদারীর কি ভূমির ভূমিবর্দ্ধক হইবেক কিন্তু এ প্রকারে যত ভূমি বৃদ্ধি হয় অর্থাৎ পাওয়া যায় তাহা যে জমীদারী কি ভূমিতে সংলগ্ন হয় সেই জমীদারী কি ভূমির দখীলকারের ঐ জমীদারী কি ভূমিতে যে স্বত্বাধিকার পূর্ব্বাবধি আছে তাহার অতিরিক্ত কোন স্বত্বাধিকার ঐ নূতন বৃদ্ধিহওয়া ভূমিতে ঐ দখীলকারের হইবেক না এবং ইঙ্গরেজী ১৮১৯ সালের ২ আইনের কি চলিত আর কোন আইনের হুকুমানুসারে সরকারের রাজস্বের নিমিত্তে যে জমা ঐ বৃদ্ধিহওয়া ভূমির উপরে নিরূপণহওনের যোগ্য হয় সেই জমা দিতে ঐ দখীলকার কোন প্রকারে বর্জ্জিত হইবেক না এবং ঐ বৃদ্ধিহওয়া ভূমি যদি কোন প্রধান দখীলকারের পেটার কোন দখীলকারের দখলের ভূমিতে সংলগ্ন হয় তবে ঐ পেটাও দখীলকার কি বিধা নিরূপিত মালগুজারী দেওয়া মৌরুসী ইস্তমরারীদখলের দখীলকার খোদকস্তা রাইয়ৎ হউক অথবা আপন কর্‍া বন্দোবস্তের দ্বারা কিম্বা আদ্যোপান্তের দখল মতে আপন দখলের ভূমিতে সংলগ্নহওয়া ঐ

নদ নদীর কি সমুদ্রের জল সরিয়া যাওয়াতে ক্রমেং পাওয়া ভূমি যে জনের জমীদারীর লাগাও হয় ঐ ভূমি সেই জনের জমীদারীর ভূমিবর্দ্ধক বোধ হইবার কথা।

বিশেষ হুকুম।

চরইত্যাদি ভূমির নিমিত্তে বেশী জমাদেওনের যোগ্য অন্য কোন পেটাও প্রজাই বা হউক ঐ প্রজা বেশী যত জমাদেওনের যোগ্য হয় তাহা দেওনহইতে কোন প্রকারে বর্জিত হইবেক না ইতি।—১৮২৫ সা। ১১ আ। ৪ ধা। ১ প্র।

কোন নদী আপন বহন স্থান ত্যাগ করিয়া হঠাৎ কোন জমীদারী ভাঙ্গিয়া যাইয়া তাহার ভূমি দুই খণ্ড করিলেও ঐ পৃথকহওয়া খণ্ড স্পষ্ট চিনা যাইতে পারিলে তাহাতে পূর্ব্বাধিকারির স্বত্ব থাকিবার কথা।

৫। কোন নদী যদি আপন বহনের স্থান ত্যাগ করিয়া কোন জমীদারীতে তাহার ভূমি ক্রমেং ভাঙ্গনব্যতিরেকে হঠাৎ ভাঙ্গিয়া প্রবেশ করিয়া ঐ জমীদারীর ভূমি দুই খণ্ড করে কিম্বা তাহার স্রোতের বেগ অতিশয়হওনপ্রযুক্ত স্থানান্তর দিয়া বেগবতী হওনেতে কোন জমীদারীর ভূমির কোন ভারি খণ্ড তদ্ভাবলোপকরণবিনা ও ঐ খণ্ড ঐ জমীদারীর ভূমি ইহা চিনা যাইবার প্রতিবন্ধকতাকরণব্যতিরেকে পৃথক করিয়া অন্য জমীদারীর ভূমিতে সংলগ্ন করে তবে ঐ ভূমি স্পষ্টরূপে চিনা গেলে তাহাতে তাহার আসল অধিকারির স্বত্ব থাকিবেক ইতি।—১৮২৫ সা। ১১ আ। ৪ ধা। ২ প্র।

বড় ও নৌকাগমনাগমনের যোগ্য নদীতে পড়াচর কি দ্বীপ ঐ দ্বীপ এবং তটের মধ্যবর্ত্তি জল হাঁটিয়া পার না হইতে পারিবার যোগ্য হইলে সরকারের কর্তৃত্বতলে থাকিবার কথা।

কিন্তু হাঁটিয়া পার হইবার যোগ্য জল হইলে যাহার হইবেক তাহার কথা।

৬। বড় এবং নৌকাগমনাগমনের যোগ্য যে কোন নদ কি নদীতে কোন ব্যক্তির স্বত্বাধিকার নাহি এমন নদ কি নদীতে কিম্বা সমুদ্রেতে কোন চর কি দ্বীপ উৎপন্ন হইলে ঐ চর কি দ্বীপের ও নদ কি নদীর কি সমুদ্রের তটের মধ্যে মনুষ্য হাঁটিয়া পার না হইতে পারিবার মত গভীর জল যদি থাকে তবে সে চর কি দ্বীপ আবহমান কালের দস্তুরমতে সরকারের কর্তৃত্বতলে থাকিবেক কিন্তু যদি বৎসরের মধ্যে কোন সময়ে ঐ চর কি দ্বীপের এবং তটের মধ্যবর্ত্তি ঐ জল হাঁটিয়া পারহওনের উপযুক্ত হয় তবে যে জনের কি জনেরদের জমীদারীর অতিনিকটে ঐ চর কি দ্বীপ হইয়া থাকে ঐ চর কি দ্বীপ সেই জন কি জনেরদের ঐ জমীদারীর শামিল হইয়া ঐ জমীদারীর ভূমি বর্দ্ধক হইবেক কিন্তু ক্রমেং চরইত্যাদি উৎপন্নহওয়ার বিষয়ে এই ধারার ১ প্রকরণেতে যেং হুকুম লেখা গিয়াছে সেইং হুকুম ঐ চর কি দ্বীপের সহিত সম্পর্ক রাখিবেক ইতি।—১৮২৫ সা। ১১ আ। ৪ ধা। ৩ প্র।

ক্ষুদ্র ও অগভীর নদীতে পড়া চরের দাওয়ার নিষ্পত্তি যেরূপে হইবেক তাহার কথা।

৭। যে ক্ষুদ্র ও অগভীর নদীতে মৎস্য ধরিবার জলকরের স্বত্বসুদ্ধ পূর্ব্বে কোনং জনের স্বত্বাধিকার মঞ্জুর হইয়াছিল ঐ নদীতে যে কোন চরআদি উৎপন্ন হয় ঐ চরআদি এই ধারার ১ প্রকরণের লিখিত হুকুমের অধীন হইয়া পূর্ব্বমত ঐং জনের অধিকারভুক্ত থাকিবেক ইতি।—১৮২৫ সা। ১১ আ। ৪ ধা। ৪ প্র।

কোন নদনদীর কি সমুদ্রের জল সরিয়া যাওয়াতে উৎপন্নহওয়া যেং ভূমির সহিত এই আ

৮। আর কোন প্রকার হইলে অর্থাৎ কোন নদ কি নদী কি সমুদ্রের জল স্থানান্তরহওয়াতে উৎপন্নহওয়া যে কোন চরআদির সহিত এই আইনের লিখিত হুকুম বিশেষরূপে সম্পর্ক না রাখে এমন চরআদির বিষয়ে কোন দাওয়া কি বিবাদের মোকদ্দমা উপস্থিত হইলে আদালতের সাহেবেরা ঐ দাওয়া ও বিবাদের মোকদ্দমার নিষ্পত্তি

করণে ঐ স্থানের আবহমান কালের দস্তুরের বিষয়ে যে উত্তমং প্রমাণ পাওয়া যায় তাঁহা দৃষ্টি করিয়া কি এমত কোন দস্তুর না থাকিলে যাথার্থ্যে ও ন্যায়েতে দৃষ্টি রাখিয়া তাহার নিষ্পত্তি করিবেন ইতি।—১৮২৫ সা। ১১ আ। ৪ ধা। ৫ প্র।

আইনের হুকুম সম্পর্ক না রাখে তাহার বিষয়ে উপস্থিত বিবাদের নিষ্পত্তি যে রূপ করা যাইবেক তাহার কথা।

৯। এই আইনের লিখিত কোন কথার অভিপ্রায় এমত নহে যে কোন ব্যক্তি নৌকাগমনাগমনের যোগ্য কোন নদীর জলের অন্তর্গত ভূমি আক্রমণ করিলে তাহার দোষ হইবেক না কিম্বা জিলা কি শহরের মাজিষ্ট্রেট সাহেবদিগের অথবা নৌকাগমনাগমনের প্রতিবন্ধক ও বাধা দূর করিবার নিমিত্তে সরকারহইতে অন্য যে সাহেবেরা উপযুক্তরূপে নিযুক্ত হন ঐ সাহেবদিগের নদ কি নদী দিয়া নির্ব্বিঘ্নে এবং দস্তুরমতে নৌকাগমনাগমনহওনের বাধা যে বস্তু বোধ হয় তাহা কিম্বা ঐং নদীর তীরস্থ যে কোন দ্রব্য গুণ টানিবার কি অন্য উপায় করিবার প্রতিবন্ধক হইয়া নৌকাগমনাগমনের বাধা জন্মায় তাহাও দূর করিবার আটক হইবেক ইতি।—১৮২৫ সা। ১১ আ। ৫ ধা।

নৌকাগমনাগমনের যোগ্য নদীর অন্তর্গত ভূমি আক্রমণের এবং নির্ব্বিঘ্নে নৌকাগমনাগমনের অন্য বাধা জন্মাইবার নিষেধের কথা।

২ ধারা।

ধর্ম্মার্থ দেওয়া ভূমি।

১০। যেহেতুক মসজিদ ও দেবালয় ও পাঠশালাইত্যাদি ও ধর্ম্ম কর্ম্মের বিষয়ে অনেক ভূমি ঐং দেশের পূর্ব্ববর্ত্তি রাজাইত্যাদিতে দেওয়া গিয়াছে এবং যেহেতুক ঐ ভূমির দানকর্ত্তার অভিপ্রায়ের অন্যথায় ঐ ভূমির উৎপন্ন ঐং স্থানের অধ্যক্ষদিগের নিজ লাভের নিমিত্তে দেওয়া যায় এই বিষয়ে এ প্রকার বোধ করার হেতু হইয়াছে এবং যেহেতুক প্রত্যেক দেশের কর্ত্তৃত্বকারিরদের কর্ত্তব্য যে ঐং প্রকার দত্ত দ্রব্য দানকর্ত্তার অভিপ্রায়সিদ্ধির নিমিত্তে দেওয়া যাইতে উদ্যোগ করা যায় এবং যেহেতুক সরকারের খরচেতে কিম্বা বিশেষ কোনং লোকের ব্যয়েতে সমস্ত লোকের হিতার্থে যেং পুল ও সরাই ও কটরাইত্যাদি ও অন্যং গাঁথনি করা গিয়াছে তাহার রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামতের নিমিত্তে উদ্যোগ করা যায় এবং নজুল অর্থাৎ উত্তরাধিকারী না থাকাতে যে ভূম্যাদি রাজা পান্ তাহার রক্ষণাবেক্ষণার্থে উপযুক্ত নিয়মকরা যায় ইহা উচিত বোধ হইল অতএব নীচের লিখিত হুকুম নির্দ্দিষ্ট হইল এবং ঐং হুকুম এ আইন জারীহওনের তারিখঅবধি ফোর্ট উলিয়ম অর্থাৎ কলিকাতারাজধানীর তাবে সমস্ত দেশে প্রবল হইবেক ইতি।—১৮১০ সা। ১৯ আ ১ ধা।

হেতুবাদ।

১১। মসজিদ ও দেবালয় ও পাঠশালাইত্যাদি ও অন্য ধর্ম্মকর্ম্মের অর্থে দেওয়া সমস্ত ভূমির এবং সরকারী সকল এমারৎ অর্থাৎ পুল ও সরাই ও কটরা ও অন্যং এমারতের রক্ষণাবেক্ষণের ভার

মসজিদইত্যাদির খরচের নিমিত্তে দেওয়া ভূমি ও পুল

সরাইইত্যাদি সরকারী অন্যং এমারতের রক্ষণাবেক্ষণের ভার বোর্ড রেবিনিউ অথবা বোর্ড কমিস্যনর সাহেবেরদের প্রতি অর্পণ করিবার কথা।

এই ধারাক্রমে বোর্ড রেবিনিউ ও বোর্ড কমিস্যনর সাহেবদিগের তাবে দেশেতে ঐং বোর্ডের সাহেবেরদের প্রতি অর্পণ করা যাইতেছে ইতি।—১৮১০ সা। ১৯ আ। ২ ধা।

ঐ প্রকার এমারতইত্যাদির নিমিত্তে যে ভূম্যাদি দেওয়া গিয়াছে তাহা ঐ কর্ম্মেতে দিবার এবং ঐং এমারতের মেরামতী উপযুক্তরূপে করা যাইবার নিমিত্তে ঐং বোর্ডের সাহেবেরা উপযুক্তরূপে যত্ন করিবার কথা।

১২। বোর্ড রেবিনিউর ও বোর্ড কমিস্যনর সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে উপরের লিখিত প্রকার সকল এমারৎইত্যাদির রক্ষণাবেক্ষণার্থে যাহা দেওয়া গিয়াছে তাহা সরকার কিম্বা যে ব্যক্তিতে ঐ দান করা গিয়াছে তাঁহারা যদর্থে ঐ দান করিয়াছেন তদর্থে দেওয়া যায় ঐ প্রকারও ঐং বোর্ডের সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে সরকারের সম্মতিক্রমে তাঁহারা এইক্ষণকার কি পূর্ব্বকার কর্তৃত্বকারি সাহেব অথবা অন্যং কোন ব্যক্তির ব্যয়েতে যেং সকল এমারৎইত্যাদি করা গিয়াছে এবং যাহা এখন লোকেরদের হিতকারী হইয়াছে অথবা অল্পং আয়াসেতে লোকেরদের হিতকারী হইবেক তাহার মেরামৎইত্যাদি উপযুক্তরূপে করান্ ইতি।—১৮১০ সা। ১৯ আ। ৩ ধা।

যে এমারৎইত্যাদি ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে কিম্বা মেরামৎ হইলে কাহার ফল তাহাতে হইবেক না তাহার বিষয়ে যাহা কর্ত্তব্য তাহার কথা।

১৩। কিন্তু উপরের লিখিত কোন এমারৎ এমত ভাঙ্গিয়া কি পড়িয়া গিয়াছে যে তৎপ্রযুক্ত কি অন্য কোনং হেতুপ্রযুক্ত তাহার মেরামৎ অনায়াসে হইতে পারে না অথবা মেরামৎ হইলে তাহাতে লোকেরদের অধিক ফল হইতে পারিবেক না এইমত হইলে বোর্ডের সাহেবেরা ঐং এমারৎইত্যাদি সরকারের নিমিত্তে বিক্রয় করা যাইবার কি অন্য কোন প্রকারে দেওয়া যাইবার অর্থে শ্রীযুতের হুজুরে নিবেদন করিবেন ইতি।—১৮১০ সা। ১৯ সা। ৪ ধা।

ভূমি অথবা সরকারী এমারৎইত্যাদি কোন জনের নিজ লাভার্থে না দেওয়া যাইবার যত্ন বোর্ডের সাহেবেরা করিবার কথা।

১৪। উপরের লিখিত হুকুমানুসারে বোর্ড রেবিনিউর ও বোর্ড কমিস্যনর সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে উপরের লিখিত এমারৎইত্যাদির রক্ষণার্থে দেওয়া ভূমি কোন ব্যক্তির নিজ হিতার্থে না দেওয়া যায় অথবা দানকর্ত্তার অভিপ্রায় ও ইচ্ছার অন্য কোন প্রকারে না দেওয়া যায় এবং সরকারহইতে সকল মেরামৎ বিশেষ কোন ব্যক্তির অধিকারে বলেতে কি ছলেতে না পড়ে এতদর্থে বারণ করেন্ ইতি।—১৮১০ সা। ১৯ আ। ৫ ধা।

আবশ্যক মেরামৎ ইত্যাদির খরচের ফর্দ্দ শ্রীযুতের সমীপে পাঠাইয়া দিবার কথা।

১৫। যদি কোন সময়ে বোর্ড রেবিনিউ ও বোর্ড কমিস্যনর সাহেবেরদের বিবেচনায় উপরের উক্ত কোন এমারৎইত্যাদির মেরামৎ করা কর্ত্তব্য হয় তবে তাঁহারা ঐ কর্ম্ম সিদ্ধির নিমিত্তে যত ব্যয়ের আবশ্যক তাহার এক ফর্দ্দ করাইবেন এবং শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর জেনরল বাহাদুরের হুজুর কৌন্সেলের সম্মতি পাওনের নিমিত্তে তথায় পাঠাইয়া দিবেন ইতি।—১৮১০ সা। ১৯ আ। ৬ ধা।

১৬। সকল নজুল অর্থাৎ উত্তরাধিকারী না থাকাতে যে ধন রাজা পান তাহার রক্ষণাবেক্ষণের ভার এই ধারাক্রমে বোর্ড রেবিনিউ ও বোর্ড কমিস্যনর সাহেবদিগের প্রতি অর্পণ করা যাইতেছে এবং ঐ সাহেবেরা ইহার পরে বক্ষ্যমাণ প্রকারে ঐ২ প্রকার সকল ধনের বিষয় জ্ঞাত হইবেন এবং তাহা সরকারের নিমিত্তে বিক্রয় করা অথবা অন্য কোন প্রকারে তাহা অর্পণ করা কি দেওয়া যাওয়া তাহারদের বিবেচনায় উপযুক্ত বোধ হইলে তাহার বৃত্তান্ত শ্রীযুতের হজুরে লিখিয়া পাঠাইবেন ইতি।—১৮১০ সা। ১৯ আ। ৭ ধা।

নজুলের রক্ষণাবেক্ষণের ভার বোর্ডের সাহেবদিগেরে অর্পণ হইবার কথা।

১৭। এই আইনেতে বোর্ড রেবিনিউর ও বোর্ড কমিস্যনর সাহেবদিগের প্রতি অর্পণ করা ভারের সকল কর্ম্ম সহজে সিদ্ধ হইবার নিমিত্তে ঐ২ বোর্ডের সাহেবদিগের কর্তৃত্ব ও হুকুমের তাবে প্রত্যেক জিলায় তৎস্থানের কর্ম্মকর্ত্তা নিযুক্ত হইবেন ইতি।—১৮১০ সা। ১৯ আ। ৮ ধা।

বোর্ডের সাহেবদিগের ভারের কর্ম্ম করিবার নিমিত্তে ঐ২ স্থানের কর্ম্মকারক লোককে নিযুক্ত করিবার কথা।

১৮। জিলার কালেক্টর সাহেব আপন পদপ্রযুক্ত ঐ কর্ম্মকর্ত্তারদের এক জন হইবেন এবং তাঁহার সহিত রাজকর্ম্মসম্বন্ধীয় কি সৈন্যসম্বন্ধীয় কি চিকিৎসাসম্বন্ধীয় যে সাহেবকে শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে সময়েং নিযুক্ত করা উপযুক্ত বোধ করেন তাহারদিগকে নিযুক্ত করিবেন ইতি।—১৮১০ সা। ১৯ আ। ৯ ধা।

জিলার কালেক্টরসাহেব স্বপদপ্রযুক্ত এবং অন্য যে২ সাহেবদিগকে শ্রীযুক্ত উপযুক্ত বোধ করেন তাহারা ঐ কর্ম্মকারক হইবার কথা।

১৯। এই আইনের হুকুমানুসারে ঐ কর্ম্মকর্ত্তা সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে তাঁহারা সরকারী লেখাপড়াদ্বারা এবং উপরের লিখিত সকল দেওয়া ভূমি কি এমারৎইত্যাদির বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদের দ্বারা এবং সকল নজুল অর্থাৎ উত্তারাধিকারী না থাকাতে রাজগামি ধনের বিষয় পূর্ণরূপে জ্ঞাত হইবেন এবং যে বোর্ডের তাবে ঐ কর্ম্মকর্ত্তারা থাকেন যদি ঐ ভূমি কি এমারৎইত্যাদি উপযুক্তরূপে দানকর্ত্তার অভিপ্রায় সিদ্ধির নিমিত্তে ব্যয় না করা যায় তবে তাহার বিষয়ের বিবরণ ঐ বোর্ডের সাহেবদিগের সমীপে পাঠাইবেন এবং এই কর্ম্ম করাতে সাবধান হইবেন যে কোন লোকের স্বত্বাধিকারের হানি না করেন ও অনাবশ্যক ক্লেশ কাহাকেও না দেন ইতি।—১৮১০ সা। ১৯ আ। ১০ ধা।

ঐ২ কার্য্যকারক সাহেবেরা দত্ত সকল ভূমি ও এমারৎ ও নজুলের বিবরণ নিশ্চয় করিবার এবং বোর্ডের সাহেবদিগের সমীপে তাহার রিপোর্ট দিবার কথা।

২০। পূর্ব্বোক্ত কার্য্যকারক সাহেবেরা ঐ নানাপ্রকার এমারৎইত্যাদির ইদানীন্তন মোৎওয়ারকার কি কর্ম্মকর্ত্তা কি অধ্যক্ষের নাম এবং অন্য বিবরণ নিশ্চয় করিয়া বোর্ডের সাহেবদিগের সমীপে লিখিয়া পাঠাইবেন এবং নিশ্চয় করিবেন কি তাহা মুলতবি কি অন্য কোন নামেতে খ্যাত এবং যাহার দ্বারা ও যে হুকুমেতে তাহারা নিযুক্ত কি অভিমত হইলেন তাহা এবং তাহার স্থাপন কি দানকর্ত্তার মূলদান বিষয়ের বিশেষ হুকুমানুসারে অথবা ঐ২ প্রকার

কার্য্যকারক সাহেবেরা ঐ২ এমারৎইত্যাদির ইদানীন্তন মোৎওয়ারইত্যাদির নাম ও যে হুকুমানুসারে তাহারা নিযুক্ত হইবেন তাহার বিবরণ নি

শচয় করিবার এবং রিপোর্ট করিবার কথা।

এমারৎইত্যাদির সহিত সম্পর্ক রাখণযোগ্য অন্য কোন নিয়মের দ্বারা করা গেল তাহাও লিখিয়া পাঠাইবেন ইতি।— ১৮১০ সা। ১৯ আ। ১১ ধা।

পদ শূন্যহওয়া অথবা মৃত্যুইত্যাদি যাহা ঘটে এবং ঐ কর্ম্ম প্রার্থনাকারির দের অধিকারিত্ব ও অনধিকারিত্বের কথা কার্য্যকারক সাহেবেরা বোর্ডের সাহেবদিগের নিকটে লিখিয়া পাঠাইবার কথা।

২১। যে জন কি জনেরা ঐ২ এমারৎইত্যাদির অধ্যক্ষতা ভারের প্রার্থনা করেন বোর্ডের সাহেবেরদের তাহাতে অধিকারিত্ব কি অনধিকারিত্বের বিচার করিতে পারিবার নিমিত্তে তৎস্থানীয় কর্ম্মকর্ত্তা সাহেবেরা ঐ২ বোর্ডের সাহেবদিগের সমীপে অন্য সকল অধ্যক্ষেরদের পদ শূন্য কি তাহারদের মৃত্যুইত্যাদি হইলে তাহার রিপোর্ট করিবেন বিশেষতঃ পূর্ব্বে ঐ কর্ম্মের অধিকারিত্ব পিতা পুত্রইত্যাদি ক্রমে হইল কি না অথবা অধিকারী অন্যকর্ত্তৃক পসন্দ করা গিয়াছে তাহা হইলে যাহার দ্বারা মনোনীত করা গিয়াছে তাহা অথবা ঐ এমারৎ কি ধর্ম্মার্থে কোন বিষয়ইত্যাদির মূলকর্ত্তা কি তাহার উত্তরাধিকারী কি তৎস্থলাভিষিক্ত কিম্বা ঐ২ এমারৎইত্যাদির কোন অধ্যক্ষেতে অথবা সরকারের কোন কর্ম্মকর্ত্তা কি তৎস্থলাভিষিক্ত অথবা সাক্ষাৎ সরকারের দ্বারা সে অধিকারির নাম লেখা গিয়াছে তাহা বোর্ডের সাহেবদিগের সমীপে লিখিয়া পাঠাইবেন ইতি।—১৮১০ সা। ১৯ আ। ১২ ধা।

ঐ পদস্থ লোকেরদের নাম লেখনের ভার সরকারের প্রতি হইলে কার্য্য কারক সাহেবেরা উপযুক্ত লোকেরদের নাম লিখিয়া পাঠাইবার কথা।

২২। এইক্ষণকার অথবা পূর্ব্বকার সরকারের দ্বারা অথবা সরকারী কর্ম্মকর্ত্তা কোন জনের দ্বারা ঐ নাম লেখা গেলে অথবা ঐ রক্ষণাবেক্ষণার্থের পদ পাওয়া যাইবার নিমিত্তে উপযুক্তরূপ ক্ষমতাপন্ন কোন ব্যক্তি না থাকনপ্রযুক্ত ঐ নাম লেখার ভার সরকারের প্রতি হইলে তৎস্থানের কর্ম্মকর্ত্তা সাহেবেরদের কর্ত্তব্য যে ঐ এমারৎ কি কর্ম্মইত্যাদির রক্ষণাবেক্ষণের নিমিত্তে যে জন পসন্দ করা যায় তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া এবং মূলদানের কি স্থাপনের বিশেষ নিয়মের প্রতি এবং ঐ২ সকল বিষয়ে সেই২ দেশের প্রসিদ্ধ নিয়ম কি ব্যবহারেতে দৃষ্টি করিয়া তাহার অধ্যক্ষকি রক্ষণাবেক্ষণের কর্ত্তৃত্ব পদের নিমিত্তে উপযুক্ত লোক কি লোকদিগের নামে ঐ বোর্ডের সাহেবেরদের সম্মতি এবং সাব্যস্তহওনার্থে লিখিয়া পাঠাইবেন ইতি।— ১৮১০ সা। ১৯ আ। ১৩ ধা।

বোর্ডের সাহেবেরা ঐ দেওয়া ভূমিইত্যাদির নিয়মে দৃষ্টি রাখিয়া তাহার কর্ম্ম সিদ্ধির নিমিত্তে যাহা আবশ্যক বোধ করেন এমত লোক নিযুক্ত করিবার কি অন্য কর্ম্মকরণের হুকুম দিবার কথা।

২৩। উপরের লিখিত ধারাতে যে বিবরণ পত্রইত্যাদি লিখনের আবশ্যক তাহা পাইবামাত্র বোর্ড রেবিনিউ কিম্বা বোর্ড কমিস্যনরের সাহেবেরা আপনারদের সম্মতিপ্রযুক্ত যে২ লোকের নাম লেখা গিয়াছে তাহারদিগকে নিযুক্ত করিবেন অথবা তৎস্থানীয় কর্ম্মকর্ত্তা সাহেবেরদের স্থানে আবশ্যক অন্য কোন সম্বাদ তলব করিয়া ঐ এমারৎ কি ধর্ম্মক্রিয়া স্থাপনের প্রকার ও নিয়মানুসারে তাহার কর্ত্তৃত্ব রক্ষণাবেক্ষণার্থে অন্য কোন উপযুক্ত উপায় করিবেন ইতি।— ১৮১০ সা। ১৯ আ। ১৪ ধা।

২৪। এই আইনের লিখিত কোন কথার অভিপ্রায় এমত নহে যে তদ্ধেতুক উপরের বিবরণ করিয়া লেখা ভূমি কি এমারৎইত্যাদির অধিকারিত্ববিষয়ে উপরের লিখিত সাহেবেরা যে কোন হুকুম করেন তাহার বিষয়ে নালিশের হেতু আছে ইহা বোধ করিলে নালিশ করিতে না পারে এবং আইনের লিখিত প্রকারানুসারে সরকার কি সরকারের কর্ম্মকর্ত্তারা এক পক্ষ হইলে আইনেতে যে প্রকার হুকুমকরা গিয়াছে সেই প্রকার মোকদ্দমা উপস্থিত করিলে অথবা অধিকারমানি কোন লোক কি অন্য কোন ব্যক্তির নামে জাবেতামতে হইলে তাহা পুনর্ব্বার পাইবার নিমিত্তে অথবা তাঁহার ক্ষতি হইয়াছে ইহা বোধ করিলে ক্ষতি পূরণের নিমিত্তে চলিত আইনানুসারে ঐ নালিশ করিতে পারে ইতি।—১৮১০ সা। ১৯ আ। ১৫ ধা।

যে লোক এই আইনানুসারে করা কোন হুকুমের দ্বারা আপনারদিগকে অন্যায়গ্রস্ত বোধ করে তাহারা আইনানুসারে আপনারদের অধিকারার্থে কি ক্ষতিপূরণার্থে নালিশ করিতে নিবারিত না হইবার কথা।

২৫। স্পষ্টরূপে জানা কর্ত্তব্য যে এই আইনের অভিপ্রায় এই পরহিতার্থে দেওয়া ভূমি ইত্যাদির উৎপন্ন দানকর্ত্তার অভিপ্রায়ানুসারে দেওয়া যায় এবং সরকারের নিমিত্তে তাহার কি তাহার উৎপন্নের কিছু বাজেয়াফ্ত না করা যায় ঐ প্রকারেও ইহার স্পষ্ট অভিপ্রায় আছে যে পরের হিতের নিমিত্তে পূর্ব্বকার কি এক্ষণকার সরকারেতে নির্ম্মিত সকল এমারৎ ভাঙ্গিয়া পড়াতে অথবা অন্য কোন হেতুপ্রযুক্ত যাহার মেরামৎ হইতে না পারে অথবা মেরামৎ হইলে আধুনিক অবস্থাপ্রযুক্ত পরের হিতের নিমিত্তে আর হইতে পারিবেক না তাহাব্যতিরেকে যদর্থে করা কি দেওয়া গিয়াছে তদর্থে হয় ইতি।—১৮১০ সা। ১৯ আ। ১৬ ধা।

এই আইনের অভিপ্রায় এই যে দেওয়া ভূমি ও পরের হিতার্থে নির্ম্মিত এমারৎইত্যাদি উপযুক্তরূপ থাকিবার কথা।

৩ ধারা।
পোঁতা ধন।

২৬। যেহেতুক নিধি অর্থাৎ পোঁতা ধন পাওয়া গেলে তাহার বিষয়ে মুসলমানের শরায় যেং হুকুম ও হিন্দুলোকের শাস্ত্রে যেং বিধান আছে তাহাতে অনেক ব্যতিক্রম দেখা যাইতেছে ও পোঁতা ধন পাওনিয়াদিগের বিষয়ে একরূপ দাঁড়া নির্দ্দিষ্ট করা উচিত বোধ হইল একারণ শ্রীযুক্ত নওয়াব গবরনর জেনরল বাহাদুরের হুজুর কৌন্সেলহইতে নীচের লিখিত দাঁড়া নির্দ্দিষ্ট হইল যে এই আইন জারীহওনের তারিখহইতে ঐ সকল দাঁড়া কলিকাতার হুকুমের তাবে সমস্ত দেশে জারী ও চলন হয় ইতি।—১৮১৭ সা। ৫ আ। ১ ধা।

হেতুবাদ।

২৭। যদি সরকারে শাসিত দেশের মধ্যে মৃত্তিকাতে পুঁতিয়া রাখা কি অন্য প্রকারে গোপনে রাখা আশরফী কি টাকাইত্যাদি সোনা কি রূপার মুদ্রা কিম্বা মুদ্রাভিন্ন সোনা কি রূপা অথবা মণি মুক্তা প্রবালাদি রত্ন কিম্বা উত্তমং বস্তু পাওয়া যায় ও ইশ্‌তিহার দিয়া বিলক্ষণ প্রচার ও প্রকাশকরণের পরে তাহার মালিক অর্থাৎ স্বামী

যেমতে ও যে নিয়মে পোঁতা ধন যে পায় তাহারি হইবেক তাহার কথা।

না মিলে তবে সেই নগদের কি বস্তুর মূল্যের সংখ্যা সিক্কা এক লক্ষ টাকাহইতে অধিক না হইলে এবং তাহা পাওনিয়া ব্যক্তি কি ব্যক্তিরা পশ্চাৎ এই আইনেতে যে২ নিয়ম লেখা যাইতেছে তাহার মত কার্য্য করিলে সেই পোঁতা ধন যে ব্যক্তি কি ব্যক্তির পাইয়া থাকে তাহা সেই ব্যক্তির কি ব্যক্তিরদিগের হইবেক ইতি। —১৮১৭ সা। ৫ আ। ২ ধা।

পোঁতা ধন পাইলে পাওনিয়ার যাহা করিতে হইবেক তাহার কথা।

২৮। যদি কোন ব্যক্তি সরকারের শাসিত দেশের মধ্যে কোন স্থানে উপরের ধারার উক্ত কোন প্রকার পোঁতা ধন পায় তবে তাহার কর্ত্তব্য যে তৎক্ষণাৎ তাহার সমাচার সেই স্থান যে জিলার কি শহরের মোতালক হয় সেই জিলা কি শহরের জজ সাহেবের হজুরে দেয় ও সেই ধন তাহার ঠিকৃঠাক্ তফসীলের ফর্দ্দসহিত ঐ জিলা কি শহরের আদালতে আমানৎ রাখে ইতি।—১৮১৭ সা। ৫ আ। ৩ ধা।

জিলা ও শহরের জজ সাহেবদিগের যে কর্ত্তব্য তাহার কথা।

২৯। আদালতে এমত ধন আমানৎ হইলে ও তাহা তাহার তফসীলের ফর্দ্দের সহিত খুব মিলাইয়া দেখা গেলে পর আমানৎকরণিয়া ব্যক্তিকে জিলা কি শহরের জজ সাহেবদিগের হজুরহইতে তাহার রসীদ দেওয়া যাইবেক ও ঐ জজ সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে এক ইশ্‌তিহার নামা দেশের চলন ভাষাতে এই মজমুনে যে যে কেহ ঐ ধনে আপন অধিকার পাইবার দাওয়া রাখে তাহার উচিত যে এই ইশতিহারনামার তারিখহইতে ছয় মাসের মধ্যে স্বয়ং কি আপন উকীল এই আদালতে হাজির হইয়া কি করিয়া আপন দাওয়া সাবুদ করে লেখাইয়া আপন কাছারীতে ও জিলার কালেক্টর সাহেবের কাছারীতে লট্‌কাইয়া দেওয়ান ইতি।—১৮১৭ সা। ৫ আ। ৪ ধা।

ইশ্‌তিহার দিবার ও যে কালের মধ্যে দাওয়াদারদিগের হাজির হইতে হইবেক তাহার নিরূপণের কথা।

কালেক্টরসাহেবেরা এমত ধনেতে সরকারের অধিকার হইবার দাওয়া দরপেশ করিবার কথা।

৩০। যদি এমত ধনে সরকারের হকীয়তের অর্থাৎ অধিকারহওনের দাওয়া করা কর্ত্তব্য বোধ হয় তবে ভূমির মালগুজারী তহসীলের কালেক্টর সাহেবদিগের বোর্ড কমিস্যনর সাহেবদিগের কি সূবে বেহার ও বারাণসদেশের কমিস্যনর সাহেব কি বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের সম্মতিক্রমে কর্ত্তব্য যে উপরের প্রস্তাবিত নিয়ম মতে তাহাতে সরকারের অধিকার হইবার দাওয়া দরপেশ করিয়া দাওয়া সাবুদ করিবার উদ্যোগ ও চেষ্টা করেন ও উপরের ধারার প্রস্তাবিত ইশ্‌তিহারনামার লিখিত নিয়মমতে ঐ ধনের বাবৎ দাওয়া প্রজালোকের তরফহইতে কি সরকারের তরফহইতে দরপেশ হইলে জিলা কি শহরের জজ সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে তাহার সরাসরী তজবীজ করেন ও তাহাতে যদি আমানৎ হওয়া সম্যক কি কতক ধনে সরকারের কি অন্য দাওয়াদারের হক নিঃসন্দেহ সাবুদ হয় তবে সেই ধন যে তাহার হকদার হয় সেই পাইবেক ও সেই ধন যে ব্যক্তি পাইয়া থাকে তাহার যাহা খরচ খরচা হইয়া থাকে তাহা তাহাকে তাহার পাওনজন্য উপযুক্ত ইনামের সহিত দেওয়ান যাইবেক ইতি। —১৮১৭ সা। ৫ আ। ৫ ধা।

জিলা কি শহরের জজ সাহেবেরা সরাসরীতজবীজ করিবার কথা।

জজ সাহেব যেমতে নিষ্পত্তি করিবেন তাহার কথা।

৩১। যদি এই আইনের ৪ ধারার উক্ত ইশ্‌তিহারনামার লিখিত মিয়াদের মধ্যে সরকারের কি অন্য দাওয়াদারের তরফহইতে কোন দাওয়া দরপেশ না হয় কিম্বা দাওয়া কি দাওয়া সকল দরপেশ হইয়া সরাসরী তজবীজে তাহা সাবুদ না হয় ও এক সময়ে ও এক স্থানে পাওয়া সেই পোঁতা নগদের কি বস্তুর মূল্যের সংখ্যা সিক্কা এক লক্ষ টাকার অধিক না হয় তবে জিলা কি শহরের জজ সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে সেই ধন যে ব্যক্তি কি যাহারা পাইয়া আমানৎ রাখিয়া থাকে তাহাকে কি তাহারদিগকে এই আইনের হুকুমমত কার্য্যকরণেতে যে খরচপত্র হইয়া থাকে তাহা কাটিয়া লইয়া এই আইনের ২ ধারার লিখিত কথার দৃষ্টে সমর্পণ করেন্ ইতি।—১৮১৭ সা। ৫ আ। ৬ ধা।

সরকারের কি অন্য কাহারু তরফ হইতে দাওয়া দরপেশ না হইলে ও ধনের সংখ্যা এক লক্ষ টাকার অধিক না হইলে জজ সাহেবদিগের যে কর্ত্তব্য তাহার কথা।

৩২। যদি এক সময়ে ও এক স্থানে পাওয়া পোঁতা নগদের কি জিনিসের মূল্যের সংখ্যা সিক্কা এক লক্ষ টাকার অধিক হয় ও কোন প্রকারে তাহার উপর কাহারু করা দাওয়া সত্য ও সাবুদ না হয় তবে যে ব্যক্তি কিম্বা ব্যক্তিরা তাহা পাইয়া আমানৎ রাখিয়া থাকে তাহাকে কি তাহারদিগকে উপরের ধারার লিখিতমতে সিক্কা এক লক্ষ টাকা দিবার হুকুম হইবেক ও তাহা বাদে যাহা বাকী থাকে তাহা সরকারে থাকিবেক ইতি।—১৮১৭ সা। ৫ আ। ৭ ধা।

পোঁতা নগদের কি বস্তুর মুল্যের সংখ্যা এক লক্ষের অধিক হইলে ও তাহার দাওয়া সাবুদ না হইলে জজ সাহেব যে হুকুম দিবেন তাহার কথা।

৩৩। যদি কোন ব্যক্তি এই আইনের ২ ধারার প্রস্তাবিত ধন পাইয়া এক মাসের মধ্যে এই আইনের ৩ ধারার লিখিত হুকুমমতে তাহার সমাচার জিলা কি শহরের জজ সাহেবের হুজুরে না দেয় ও সেই ধন আদালতে আমানৎ না রাখে তবে সেই ধনেতে সে ব্যক্তির কিছু স্বত্ব ও অধিকার হইবেক না ও তাহাতে তাহার যে খরচপত্র হইয়া থাকে তাহাও এই আইনের লিখিত হুকুমমতে যে ইনাম বখশিশ্ দেওয়াইবার হুকুম আছে তাহা কিছুই কোন প্রকারে পাইবেক না ও এ প্রকারে যত ধন গোপনে রাখিয়া থাকে পরে যদি তাহার উপর দাওয়া দরপেশ হইয়া সরাসরী তজবীজেতে আর অন্য কোন ব্যক্তির হক্ সাবুদ হয় তবে সেই ধন তাহার সুদ ও ইহার মোকদ্দমাতে সে ব্যক্তির যে খরচপত্র হইয়া থাকে তাহাসমেত তাহার মালিককে দেওয়ান যাইবেক ও যদি সেই ধনে কাহারু কোন দাওয়া সাবুদ না হয় তবে বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের কি বোর্ড কমিস্যনর সাহেবদিগের কিম্বা সুকে বেহার ও বারাণসদেশের কমিস্যনর সাহেবের সম্মতিক্রমে সরকারী উকীল দাওয়া দরপেশ করিলে সে ধন ক্রোক হইতে পারিবেক ইতি।—১৮১৭ সা। ৫ আ। ৮ ধা।

পোঁতা ধন পাইয়া ছাপাইয়া রাখিলে তাহা পাওনের অধিকার ও পুরস্কার লোপ হইবার কথা।

৩৪। জিলা কিম্বা শহরের আদালতের কোন আদালতহইতে এই আইনমতে সরাসরী বিচারানুসারে এমত মোকদ্দমাতে নিষ্পত্তি হইলে সে নিষ্পত্তির উপর সামান্য যে সকল দাঁড়া সরাসরী আপীলের নিমিত্তে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে সেই সকল দাঁড়ামতে প্রবিন্সাল

জিলা কি শহরের আদালতের নিষ্পত্তি উপর প্রবিন্সাল কোর্ট আদা

লতে সরাসরী আপীল হইতে পারিবার কথা।

কোর্ট আদালতে সরাসরী আপীল হইতে পারিবেক ইতি।—১৮১৭ সা। ৫ আ। ৯ ধা।

প্রবিন্স্যাল কোর্টের দুই কি ততোধিক জজ সাহেবের নিষ্পত্তি চূড়ান্ত হইবার কথা।

সদর দেওয়ানী আদালতে সরাসরী আপীল মঞ্জুর হইবার নিয়মের কথা।

৩৫। প্রবিন্স্যাল কোর্ট আদালতে এমত২ মোকদ্দমার আপীল হইলে ঐ আদালতের দুই জন কি তাহাহইতে অধিক জজসাহেবের হজুরহইতে যেং নিষ্পত্তি হয় তাহাই সিদ্ধ ও চূড়ান্ত হইবেক কিন্তু যদি সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা কেবল নিষ্পত্তি দেখিয়া কিম্বা মোকদ্দমা মোতালক কাগজপত্র দৃষ্টি করিয়া পুনর্ব্বার সরাসরী আপীলমতে সে মোকদ্দমা সদর দেওয়ানী আদালতে উপস্থিত হইবার নিমিত্তে বিশিষ্ট হেতু পান্ তবে ঐ আদালতে এমত আপীল মঞ্জুর ও গ্রাহ্য হইতে পারিবেক ও এমত মোকদ্দমা উপস্থিত হইলে সরাসরী আপীলের নিমিত্তে সামান্য যে সকল দাঁড়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তদনুসারে তাহার বিচার করিতে হইবেক ইতি।—১৮১৭ সা। ৫ আ। ১০ ধা।

৪ ধারা।

সরকারী কার্য্যের নিমিত্তে ভূমি প্রাপণের রীতি।

ভূমির আবশ্যক হইলে সরকারের কার্য্যকারক সাহেবেরা ভূম্যধিকারিকে যে দরেতে ভূমি দিতে সম্মত হন তাহা কিম্বা ভূমি দিতে সম্মত না হইলে তাহার কথা জানাইতে হুকুম দিবার কথা।

৩৬। রাজপথ কিম্বা এমারৎ অথবা কাটাখাল কি নালা কিম্বা জেলখানা কিম্বা সরকারী আর কোন কর্ম্ম সিদ্ধ করিবার কারণ যখন কোন ব্যক্তির ভূমি কি স্থাবর বস্তু কি আর কোন বস্তু সমুদয় কিম্বা তাহার কোন অংশ গ্রহণকরা আবশ্যক বোধ হয় তখন যদি ঐ ভূম্যাদি বস্তু উভয়সম্মতিপূর্ব্বক ক্রয়করণের কোন বাধা হয় তবে ঐ কর্ম্মনির্ব্বাহকরণের ভারপ্রাপ্ত সাহেব কিম্বা শ্রীযুত নওয়াব গবরনর জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলহইতে অন্য যে কোন সাহেবের প্রতি ঐ কর্ম্মকরণের হুকুম দেন সেই সাহেব সেই স্থানে যাইয়া ঐ ভূমিইত্যাদি বস্তুর উপর এক নিশান খাড়া করাইবেন এবং যদি ভূমি লইতে বাঞ্ছা করেন্ তবে বাঞ্ছিত ভূমির সীমা সুস্পষ্টরূপে চিহ্নিত করিবেন কিন্তু তাহা করণেতে সেই ভূমি ইত্যাদি বস্তুর যত অল্প ক্ষতি করিলে তাহা সিদ্ধ হয় তাহার অধিক করিবেন না পরে যে ভূমিইত্যাদি লইতে বাঞ্ছা এবং যে কারণে তাহা লওনের আবশ্যক হয় তাহার সম্বাদ পত্র সেই ভূমিআদির নিকটবর্ত্তি কোন উপযুক্ত ও সকল লোকের দৃষ্টিগোচর স্থানে লটকাইয়া দেওয়াইবেন এবং সেই স্থানেতে ও তাহার নিকটবর্ত্তি বাজারে কি গঞ্জে কিম্বা গ্রামেতে ঢেঁড়রা দিয়া ইহা প্রচার করিবেন যে যে কোন ব্যক্তি কি ব্যক্তিরা সেই ভূমি কি অন্য বস্তুতে আপন অধিকার আছে এমত কথা কহে তাহারা স্বয়ং কি তাহারদিগের নিযুক্ত মোখ্তার ঐ সম্বাদপত্রের লিখিত কি ঢেঁড়রা দিয়া প্রচারকরা স্থানে নিশান খাড়াকরণের কি ঢেঁড়রাদেওনের পর ১৫ পনর দিনের কম না হয় এমত তারিখ কিম্বা তাহার পূর্ব্বে ঐ ভূমিইত্যাদিতে তাহারদের যে স্বত্বাধিকার থাকে তাহার প্রকার এবং তাহারা যত ভূম্যাদি লইয়া আপনং

সেই স্বত্বাধিকার ত্যাগ করিতে সম্মত হয় তাহা জানাইতে কিম্বা যদি তাহারা সেই স্বত্বাধিকার ত্যাগ করিতে অসম্মত হয় তবে তাহা শ্রীযুত নওয়াব গবরনর জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলের জ্ঞাপনার্থে নিরূপিত সাহেবদিগের দ্বারা বেওরা করিয়া লিখিয়া পাঠাইতে হাজির হইবেক ঐরূপ প্রচার করা যাওনের পরে যাহা২ জানা যায় তাহা এবং সেই বিষয়েতে আপন২ করা বিবেচনার কথাএবং সরকারী কার্য্যের নিমিত্তে যে ভূমিইত্যাদির আবশ্যক হয় তাহার উপযুক্ত মূল্য এবং তাহাতে যত পৃথক২ স্বত্বাধিকার থাকে তাহার বেওরা ঐ নিরূপিত সাহেবদিগের দ্বারা শ্রীযুত নওয়াব গবরনর জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলে জানান যাইবেক ইতি।—১৮২৪ সা। ১ আ। ২ ধা।

ভূম্যধিকারী ভূমি বিক্রয় করিতে অসম্মত হইলে সরকার সালিসী করিবার হুকুম দিতে পারিবার কথা।

৩৭। সরকারী কার্য্যের নিমিত্তে যে ভূমিইত্যাদি কি তাহার কোন অংশ লওনের আবশ্যক হয় সেই ভূমিইত্যাদিতে যে ব্যক্তি কি ব্যক্তিদিগের স্বত্বাধিকার থাকে কিম্বা স্বত্বাধিকার আছে এমত কথা কহে তাহারা যদি সেই ভূমিইত্যাদির স্বত্বত্যাগ করিতে অসম্মত হয় কিম্বা তাহাতে তাহার কি তাহারদিগের যে স্বত্বাধিকার থাকে তাহা ত্যাগকরণার্থে উপযুক্তহইতে অত্যধিক মূল্য চাহে তথাপি যদি শ্রীযুত নওয়াব গবরনর জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে তাহারদিগের ঐ অসম্মতির কথা এবং বাঞ্ছিত মূল্যের সংখ্যা অবগত হইয়া উপযুক্ত বিবেচনার পরে সরকারী কার্য্যের অত্যাবশ্যকতাপ্রযুক্ত সেই ভূমিইত্যাদিলওয়া উপযুক্ত বুঝেন তবে উপরের উক্ত দুই কল্পের মধ্যে কোন কল্পহইলে সরকারী কার্য্যের নিমিত্তে যে ভূমিইত্যাদির আবশ্যক হয় ইহার পরে যে২ দাঁড়া লেখা যাইবেক তদনুসারে তাহাতে যে২ ব্যক্তির স্বত্বাধিকার থাকে তাহারদিগের স্বত্বাধিকার অন্তর্গত করিয়া সেই সমুদয় ভূমির পূরা মূল্য নিশ্চয় করিতে সালিসদিগকে স্থিরকরণের হুকুম দিবেন ইতি।—১৮২৪ সা। ১ আ। ৩ ধা। ১ প্র।

যথা হইলে সরকার সালিসীকরণের ক্ষমতা অর্পণের হুকুম দিতে পারিবেন তাহার কথা।

৩৮। ইহাও জানান যাইতেছে যে শ্রীযুত নওয়াব গবরনর জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলের হুকুমে যদি বহুদূরব্যাপি সরকারী কোন কর্ম্মের আরম্ভ হয় তবে সেই কর্ম্মের নিমিত্তে যে২ ভূমিইত্যাদির প্রয়োজন হয় তাহা পাওনের বিষয়ে যে কোন বাধা উপস্থিত হয় তাহার নিষ্পত্তিকরণের ভার এবং ক্ষমতা শ্রীযুত নওয়াব গবরনর জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলের হুকুমের দ্বারা কোন বোর্ডে কিম্বা কমিটিইত্যাদিতে অর্পণ করিতে পারেন এবং ঐ ভার ও ক্ষমতাপ্রাপ্ত বোর্ড কিম্বা কমিটির সাহেবেরা শ্রীযুত নওয়াব গবরনর জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলে নিবেদন করণব্যতিরেকে ইহার পরে যে২ কথা লেখা যাইবেক তদর্থে এবং তদনুসারে সালিসদিগকে নিযুক্ত করিতে হুকুম দিতে পারেন ইতি।—১৮২৪ সা। ১ আ। ৩ ধা। ২ প্র।

সালিসেরা যেম তে নিযুক্ত করা যাইবেক এবং আপনারদিগের অনুসন্ধান যেরূপ করিবেক তাহার কথা।

৩৯। উপরের লিখিত প্রকরণের উক্ত বিষয়ের নিমিত্তে যখন সালিসদিগের আবশ্যক হয় তখন সালিসদিগের নিরূপণকরণে এবং তাহারদের অনুসন্ধান করণেতে যেং প্রকার করা যাইবেক তাহা নীচে লেখা যাইতেছে ইতি।—১৮২৪ সা। ১ আ। ৪ ধা। ১ প্র।

সরকারের তরফে দুই সালিস যে কর্ম্মকারি সাহেবের দ্বারা স্থির করা যাইবেক তাহার কথা।

৪০। সরকারী কর্ম্মের নিমিত্তে যে ভূমিইত্যাদির আবশ্যক হয় তাহা যে জিলার মধ্যগত হয় সেই জিলার জজ কিম্বা মাজিষ্ট্রেট কি কালেক্টর সাহেব কিম্বা সালিসদিগের করা কার্য্যের অধ্যক্ষতার নিমিত্তে অন্য যে কার্য্যকারক সাহেবকে শ্রীযুত নওয়াব গবরনর জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলহইতে নিযুক্ত করেন সেই সাহেব সরকারের পক্ষে সালিসী কার্য্যকরণের নিমিত্তে দুই জন বিশিষ্ট লোককে স্থির করিবেন ও যে ভূমিইত্যাদি লইবার কথা হইয়া থাকে সেই ভূমিইত্যাদির অধিকারী কি অধিকারিরা পুর্ব্বোক্ত জজ কিম্বা মাজিষ্ট্রেট কি কালেক্টর কিম্বা উপরের উক্ত অন্য কোন কার্য্যকারক সাহেবের দ্বারা আপনারদিগের পক্ষে সালিসী করিবার কারণ দুই জন লোককে ঐ সাহেবদিগের নিরূপণকরা মিয়াদের মধ্যে স্থির করণের হুকুম পাইবেক ও যদি সেই ভূমিইত্যাদির অনেক অধিকারী হয় এবং ঐ মিয়াদের মধ্যে তাহারা আপনারদিগের পক্ষে সালিস পসন্দ করিবার কারণ আপনারা একমনা হইতে না পারে তবে তাহারদিগের প্রত্যেক জন আপন পক্ষে যাহাকে সালিস স্থির করিতে চাহে তাহার কথা দরপেশ করিবেন এবং জজ কি মাজিষ্ট্রেট কিম্বা কালেক্টর কি পুর্ব্বোক্ত অন্য কার্য্যকারক সাহেব ঐ অধিকারিসকলের কিম্বা তাহারদের মধ্যে কোনং জনের দ্বারা সালিসী করিবার নিমিত্তে যাহারদিগের নাম দরপেশ হইয়া থাকে তাহার মধ্যে গুলিবাঁট করিয়া ঐ অধিকারিদিগের পক্ষে সালিসী করিবার কারণ স্থির করিবেন যদি কেবল দুই জনের নাম উপস্থিত করা যায় তবে সেই দুই জনের নামকরাতে সকল অধিকারির সম্মতি হউক বা না হউক তাহারাই ঐ অধিকারিদিগের পক্ষে সালিস স্থির করা যাইবেক যদি কেবল এক জনের নাম উপস্থিত করা যায় তবে সরকারের পক্ষে যে দুই জন সালিস স্থির করা গিয়া থাকে তাহারদিগের মধ্যে কেবল এক জন সেই কর্ম্ম করিতে স্থির হইবেক ও যদি ঐ অধিকারিরা ঐ মিয়াদের মধ্যে সালিসের নাম উপস্থিত করিতে অসম্মত হয় কি তাচ্ছল্য করে তবে জজ কিম্বা মাজিষ্ট্রেট কি কালেক্টর কি অন্য কার্য্যকারক সাহেব যে পরগনাতে ঐ ভূমিইত্যাদি থাকে তথাকার দুই জন অপক্ষপাতি লোককে সরকারের ও ঐ অধিকারিদিগের মধ্যে সালিসী করিবার কারণ স্থির করিবেন ইতি।—১৮২৪ সা। ১ আ। ৪ ধা। ২ প্র।

ভূম্যধিকারিরদের তরফে কার্য্যকরণের নিমিত্তে দুই সালিস পসন্দ করিতে হুকুম দিবার কথা।

দুই ভূম্যধিকারির অধিক ভূম্যধিকারী হইলে তাহারা সালিসের নিমিত্তে যাহারদের নাম উপস্থিত করে তাহারদের মধ্যহইতে সালিসেরা যেরূপে পসন্দ করা যাইবেক তাহার কথা।

কেবল দুই জনের নাম উপস্থিত করা গেলে যেরূপ কার্য্য করা যাইবেক তাহার কথা।

কেবল এক জনের নাম উপস্থিত করা গেলে যেরূপ কার্য্য করা যাইবেক তাহার কথা।

সালিসেরা যে প্রতিজ্ঞা করিবেক তাহার কথা।

৪১। জিলার জজ কিম্বা মাজিষ্ট্রেট কি কালেক্টর কি পুর্ব্বোক্ত অন্য কার্য্যকারক সাহেব উপরের লিখিতমতে স্থিরকরা সালিসদিগ্

কে প্রতিজ্ঞা করাইবেন যে তাহারা বিশ্বস্তমতে এবং বিনাপক্ষপাতে তাহারদিগের প্রতি অর্পিত কার্য্য করিবেক এবং তাহারা তদর্থ বোধক এক পত্রেতে দস্তখৎ করিবেক কিন্তু তাহারদিগকে কোন দিব্য করাণ যাইবেক না ইতি।—১৮২৪ সা। ১ আ। ৪ ধা। ৩ প্র।

তৃতীয় ব্যক্তি পসন্দ করিবার কথা।

৪২। ঐ প্রতিজ্ঞাপত্রে দস্তখৎ হইবামাত্র অন্য কোন কর্ম্ম করিবার পূর্ব্বে জজ কিম্বা মাজিস্ট্রেট্ কি কালেক্টর কিম্বা উপরের উক্ত অন্য কার্য্যকারক সাহেব সেই সালিসদিগকে হুকুম দিবেন যে যে কোন বিষয়েতে তাহারদিগের করা বিবেচনার অনৈক্য হয় এবং দুই পক্ষের বাক্যবাদি ব্যক্তিও সমান হয় সেই বিষয়ের নিষ্পত্তি করিবার নিমিত্তে ব্যক্ত্যন্তরকে নিরূপণ করে ঐ ব্যক্ত্যন্তরকে নিরূপণ করণে যদি সালিসেরদের একবাক্যতা না হয় তবে ঐ জজ কিম্বা মাজিস্ট্রেট কি কালেক্টর কি উপরের উক্ত অন্য কার্য্যকারক সাহেব ঐ ব্যক্ত্যন্তরের কার্য্যকরণার্থে কোন বিশিষ্ট এবং অপক্ষপাতি লোককে স্থির করিতে পারিবেন ইতি।— ১৮২৪ সা। ১ আ। ৪ ধা। ৪ প্র।

তৃতীয় ব্যক্তির কার্য্যের কথা।

৪৩। সালিসেরদিগের বিবেচনার মধ্যে ঐক্য না হইলে উভয় পক্ষের বাক্যবাদি জন যদি সমান হয় তবে তদর্থে নিরূপণহওয়া তৃতীয় ব্যক্তির করা নিষ্পত্তি চূড়ান্ত হইবেক তদ্ভিন্ন অন্যং প্রকার হইলে সালিসদিগের মধ্যে এক বাক্যবাদি অধিক জনের বিবেচনামতে নিষ্পত্তি হইবেক ইতি।—১৮২৪ সা। ১ আ। ৪ ধা। ৫ প্র।

সালিসদিগকে হাজির করাইতে ও কার্য্য সিদ্ধ করাইয়া লইতে ঐ কর্ম্মের অধ্যক্ষ সাহেবের ক্ষমতার কথা।

৪৪। কোন মোকদ্দমাতে হাজির হইয়া সাক্ষ্য দিবার কারণ যাহারদিগের তলব হয় তাহারদিগের প্রতি আদালতের সাহেবদিগের যে ক্ষমতা আছে ঐ সালিসেরদিগের এবং উপরের উক্তমতে স্থির করা তৃতীয় ব্যক্তির প্রতি জজ কিম্বা মাজিস্ট্রেট্ কি কালেক্টর কি পূর্ব্বোক্ত অন্য কার্য্যকারক সাহেব তাহারদিগকে হাজির করাইতে এবং কার্য্য সিদ্ধ করাইতে সেই ক্ষমতা রাখিবেন ও বিচার করিবার নিমিত্তে যে কোন বিষয় সালিসদিগের নিকটে উপস্থিত করা যায় সেই বিষয়ের নিষ্পত্তি করিতে যদি তাহারা অনুচিত বিলম্ব করে তবে জজ কিম্বা মাজিস্ট্রেট্ কি কালেক্টর কিম্বা পূর্ব্বোক্ত অন্য সাহেব তাহারদিগকে হুকুম দিতে পারিবেন যে নিরূপিত কালের মধ্যে তাহারা সে বিষয়ের নিষ্পত্তি করে ও যদি না করে তবে সে বিষয়ের নিষ্পত্তি করিবার ভার ঐ তৃতীয় ব্যক্তির প্রতি অর্পণ করিতে পারিবেন ইতি।—১৮২৪ সা। ১ আ। ৪ ধা। ৬ প্র।

যাহা হইলে তৃতীয় ব্যক্তির প্রতি নিষ্পত্তির ভার অর্পণ করা যাইবেক তাহার কথা।

সালিসেরা জিলার জজ কি কালেক্টর কি মাজিস্ট্রেটে

৪৫। ঐ সালিসেরা ঐ জজ কি মাজিস্ট্রেট্ কিম্বা কালেক্টর কি পূর্ব্বোক্ত অন্য সাহেবের অধ্যক্ষতার ভাবে থাকিয়া আপনারদিগের

র তাবে থাকিয়া কার্য্য করিবার কথা।

প্রতি অর্পণহওয়া কার্য্যের নির্ব্বাহ করিবেক ইতি।—১৮২৪ সা। ১ আ। ৪ ধা। ৭ প্র।

সালিসেরদের নিকটে সাক্ষিরদিগকে যিনি হাজির করাইবেন তাহার কথা।

৪৬। ঐ সালিসেরদিগের প্রতি অর্পণহওয়া কার্য্যনির্ব্বাহকরণের নিমিত্তে জজ কিম্বা মাজিষ্ট্রেট কি কালেক্টর কিম্বা পূর্ব্বোক্ত অন্য সাহেব তাহারদিগের যথোপযুক্ত সহায়তা ও মানাদির রক্ষা করিবেন এবং ঐ সালিসেরা দরখাস্ত করিলে যে কোন লোককে সাক্ষ্য দিতে আনাইতে চাহে এবং দরখাস্ত না করিলে যাহারদিগ্কে আনাইতে পারে না তাহারদিগের তলবের চিঠী পাঠাইতে ঐ জজইত্যাদি সাহেবেরা ক্ষমতা রাখেন এবং তাঁহারা এই প্রকরণের দ্বারা ঐ ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইলেন এবং সালিসেরা যে সাক্ষিরদিগ্কে দিব্য করাইয়া কিম্বা তাহারদিগের স্থানে মুকৃতিপত্র লইয়া জিজ্ঞাসা করিতে চাহে তাহারদিগ্কে ঐ সাহেব উপযুক্ত দিব্য করাইবেন কিম্বা তাহারদিগের স্থানে মুকৃতিপত্র লেখাইয়া লইবেন কিম্বা যদি কোন সাক্ষী জিলার সদর মোকামে অনায়াসে উপস্থিত হইতে না পারে তবে ঐ দিব্য করাইতে কি মুকৃতিপত্র লইতে সালিসদিগ্কে ক্ষমতার্পণ করিতে পারেন্ ও যে কোন জন দিব্য করিয়া কি মুকৃতিপত্র লিখিয়া দিয়া ইচ্ছাপূর্ব্বক কি বিবেচনাপূর্ব্বক সালিসদিগ্কে অর্পণ হওয়া কোন বিষয়ের মুখ্য কথাতে যদি মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় তবে সেই জন মিথ্যা সাক্ষ্যদেওনের অপরাধী বোধ হইবেক এবং আইনেতে সেই অপরাধের নিমিত্তে যে শাস্তির হুকুম করা গিয়াছে সেই শাস্তির যোগ্য হইবেক এবং যে কোন জন উপরের লিখিতমতে অন্য কোন জনকে মিথ্যা সাক্ষ্য দেওনের প্রবৃত্তি লওয়ায় সে জন মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে প্রবৃত্তিদেওন অপরাধের অপরাধী বোধ হইবেক এবং পূর্ব্বোক্ত আইনানুসারে শাস্তির যোগ্য হইবেক ইতি।—১৮২৪ সা। ১ আ। ৪ ধা। ৮ প্র।

ঐ কার্য্যের অধ্যক্ষ সাহেব সালিসদিগকে বেওরা জানাইবার কথা।

৪৭। যখন সালিসেরদিগ্কে নিরূপণ করা যায় তখন এই আইনের ২ ধারানুসারে কার্য্যের ভারপ্রাপ্ত সাহেবের কর্ত্তব্য যে ঐ ধারার লিখনমত যেং দাওয়া উপস্থিত হইয়া থাকে সে সমস্ত দাওয়ার এক ফর্দ্দ ঐ সালিসেরদিগ্কে দেন্ এবং তাহার মধ্যে যেং দাওয়ার নিষ্পত্তি না হইয়া থাকে তাহা তাহারদিগ্কে জ্ঞাত করেন এবং যদি সালিসেরা চাহে তবে যে ভূমিইত্যাদি লইবার কথা হইয়া থাকে তাহার সংখ্যার ও সীমার ও তাহাতে যে সকল দাওয়া হইয়া থাকে তাহার এবং তাহার স্বত্বাধিকারইত্যাদির প্রকারে বেওরা যথাশক্তি তাহারদিগ্কে জানান্ আরো সেই ভূমির সংখ্যা কি সীমা কি বর্ত্তমান স্বত্বাধিকার কি কৃষির প্রকার কিম্বা বর্ত্তমান কালে সেই ভূমির কি তাহার কোন অংশ যেং নিমিত্তে নিরূপণ করা গিয়া থাকে এই সকল বিষয়ের কোন বিষয়েতে যদি বিবাদ উপস্থিত হয় তবে সেই সালিসেরা আপনারদের সাক্ষাৎকারে কি আর যে কোন প্রকারে তাহারা উপযুক্ত বুঝে সেই প্রকারে সেই ভূমি কি অন্য

যাহা হইলে সালিসেরা ভূমি জরীব করিতে পারিবেক তাহার কথা।

বস্তু কিম্বা তাহার কোন অংশ জরীব করাইতে পারে ইতি।—১৮২৪ সা। ১ আ। ৫ ধা।

লাখেরাজ ভূমির পরিবর্ত্ত নিরূপণ করিবার কথা।

৪৮। সরকারী কর্ম্মের নিমিত্তে যে ভূমির প্রয়োজন হয় সেই ভূমি কিম্বা তাহার মধ্যের কতক যদি লাখেরাজ ভূমি হয় তবে সালিসেরদিগের কর্ত্তব্য এই যে সরকারী কর্ম্মের নিমিত্তে যে ভূমি লওনের কি নষ্টকরণের প্রসঙ্গ হয় কিম্বা সরকারী কর্ম্মের নিমিত্তে লওনদ্বারা যে ভূমিইত্যাদি পূর্ব্বাধিকারিদিগের হস্তহইতে ত্যক্ত কি হানিবিশিষ্ট হয় সর্ব্বাগ্রে আপনারদিগের বুদ্ধ্যনুসারে সেই সমুদয় ভূম্যাদির উপযুক্ত যে মূল্য হইতে পারে তাহার নিরূপণ করে ইতি।—১৮২৪ সা। ১ আ। ৬ ধা। ১ প্র।

ঐ ভূমিতে ভিন্ন স্বত্বপ্রাপ্ত ভিন্ন অধিকারিরদের বিবাদ হইলে সালিসেরা যেরূপ করিবেক তাহার কথা।

৪৯। যে কোন লাখেরাজি ভূমিইত্যাদিতে তাহার দাওয়াদার ব্যক্তি কি ব্যক্তিরা কিম্বা তাহার বাস্তব অধিকারী কি অধিকারিরা ও তাহারদিগের তাবে যোত দার কি প্রজারা ঐ ভূম্যাদিতে যেং অধিকার রাখে তাহার পরিবর্ত্তে ঐ ভূম্যাদির সমুদয় মূল্যের টাকা হইতে যাহার যে প্রাপ্য হয় তাহার বিষয়ে যদি তাহারদিগের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হয় তবে ঐ বিবাদের উভয়পক্ষের কি পক্ষসকলের ব্যক্তিরা যদি সালিসদিগের নিকটে ঐ বিবাদের নিষ্পত্তি সেই সময়ে করিবার প্রার্থনা না করে তবে সালিসেরা সে বিষয়ে কোন বিবেচনা করিবেক না ঐ মত যদি ঐ লাখেরাজ ভূম্যাদির দাওয়াদার একহইতে অধিক জন হয় এবং ঐ ভূম্যাদির দাওয়াদারদিগের মধ্যে ঐ ভূম্যাদির মূল্যহইতে যাহাকে যত টাকা দিতে হইবেক তাহার নিরূপণকরণের প্রকারের নিশ্চয়করণের আবশ্যক হয় তবে সেই সকল দাওয়াদারেরা যদি ঐ সালিসেরা তাহারদিগের মধ্যে যাহার যে প্রাপ্য অংশের সংখ্যা নিরূপণ করিবেন তাহাই মান্য করিবার অর্থে এক লিখিত কবুলিয়তে দস্তখৎ না করে তবে তাহার কিছু নিরূপণ করা যাইবেক না ও দাওয়াদার ব্যক্তিরা ঐ কবুলিয়তে দস্তখৎ করিলে পর সালিসেরা যে নিরূপণ করেন তদনুরূপ কার্য্য করা যাইবেক এবং তাহা সর্ব্বপ্রকারে আদালতের হুকুমের ন্যায় মান্য হইবেক কিন্তু ঐ দাওয়াদারেরা সালিসদিগের কৃত নিরূপণ মান্য করিতে সম্মত নাহওনপ্রযুক্ত যদি ঐ নিরূপণ না করা যায় তবে তাহারদের মধ্যে যে ব্যক্তি চাহে সে দস্তুরমতে ঐ বিষয়েতে আদালতে নালিশ করিতে পারে এবং যদি সরকার সেই ভূমি কি বাটী কি অন্য কোন বস্তু সালিসেরদিগের নিরূপিত মূল্যেতে লন্ তবে যে আদালতেতে এ বিষয়ের মোকদ্দমার বিচার হয় সেই আদালতের সাহেব উপযুক্ত দরখাস্ত পাইলে তথায় যে ডিক্রী হইবেক তাহার হুকুমমত কার্য্যহওনের নিমিত্তে যে মূল্য সরকারহইতে দেওয়া গিয়া থাকে তাহার সমুদয় কিম্বা তাহার কোন অংশ আদালতে আমানৎ রাখিবার হুকুম দিতে পারিবেন কিন্তু ইহাও জানান যাইতেছে যে এই প্রকরণের লিখিত কোন কথাক্রমে ইহা

বোধ না হয় যে ঐ আদালতের কোন হুকুম কি ডিক্রীর দ্বারা সরকা রহইতে যে মূল্য দেওয়া যাইবার নিরূপণ সালিসেরা করিয়া থাকে তাহার কিম্বা সরকারের কার্য্যকারক সাহেবেরা সেই ভূম্যাদির অধিকার গ্রহণকরণের বিষয়ে যে কোন হুকুম করিয়া থাকেন তাহার কি ঐ সালিসেরা সালিসীকরণের পদপ্রাপ্তিপূর্ব্বক যেং কার্য্য করিয়া থাকে তাহার অন্যথা কোন প্রকারে হইবেক ইতি।—১৮২৪ সা। ১ আ। ৬ ধা। ২ প্র।

খেরাজী ভূমির নিমিত্তে যেরূপ নিরূপণ করা যাইবেক তাহার কথা।

৫০। পূর্ব্বোক্ত কারণে যে ভূমি লওনের কল্প হইয়া থাকে তাহা যদি সমুদয় কি তাহার মধ্যে কতক ভূমি খেরাজী যদি হয় তবে সদর মালগুজার সেই ভূমির উৎপন্ন যত টাকা পায় সর্ব্বাগ্রে সালিসেরদের যথাশক্তি তাহার নিরূপণ করা কর্ত্তব্য এবং দ্বিতীয়তঃ ঐ মালগুজারের সেই ভূমিসম্পর্কীয় অন্য যে কোন উপস্বত্ব থাকে তাহার মূল্য নিরূপণ কর্ত্তব্য এবং তৃতীয়তঃ সদর মালগুজারব্যতিরেকে অন্য কোন ব্যক্তিরা তাহাতে যে কোন বিষয় কি অধিকার রাখে তাহার মূল্যের নিরূপণ কর্ত্তব্য এবং সদর মালগুজার সেই ভূম্যাদি হইতে উৎপন্ন যত টাকা পায় তাহার সংখ্যা লিখিয়া জানাইবেন এবং ঐ উৎপন্নের হানিহওনের পরিবর্ত্তে মালগুজারী মাফস্বরূপে যত দেওয়া যাইবেক এবং সালিসেরা সেই ভূম্যাদির মূল্য নিরূপণ করণের সময়ে যে বিষয়ের যে মূল্য স্থির করিয়া থাকে তদনুসারে হিসাবেতে যত রোক টাকা পাইবেক তাহার নিরূপণ শ্রীযুত নওয়াব গবরনর জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলেতে হইবেক। কোন সদর মালগুজারের ভূম্যাদির উপর সরকারের যে জমা মোকরর করা গিয়াছে তাহার শুদ্ধ উৎপন্ন টাকার হিসাব খাড়াকরণের কারণ সরকারের জমার অঙ্ক মোট উৎপন্ন টাকাহইতে বাদ পড়িবেক না এবং কার্য্যের নিমিত্তে যে ভূম্যাদি লওয়া যায় সদর মালগুজার তাহার উৎপন্ন ঐ ভূম্যাদিসম্পর্কীয় অন্যং উপস্বত্বের সহিত যত টাকা পায় তাহার মূল্য নিরূপণের নিমিত্তে সালিসেরা বিবেচনাপূর্ব্বক ঐ দুইয়ের মূল্য এপ্রকার অনুমান করিবেক যে ঐ ভূম্যাদি লাখেরাজ হইলে ও তাহার প্রতি কোন দায় ও ভার না থাকিলে তাহার উপযুক্ত মূল্য যত হইত তত্তুল্য হয় এবং সালিসেরা এ প্রকার বিবেচনাযোগ্য প্রত্যেক বিষয়ের রিপোর্টের নীচে ইহা লিখিবেক যে এই মতাচরণ করা গিয়াছে ইতি।—১৮২৪ সা। ১ আ। ৬ ধা। ৩ প্র।

সরকারের দখলকরা ভূমিতে যে লোক স্বত্বের দাওয়া করে তাহারদের স্বত্বের নিরূপণ ও তাহার [illegible] যেরূপ করা যাইবেক তাহার কথা।

৫১। যদি কোন ভূমির জমায় কমী দেওয়ার হুকুম হয় তবে সে ভূমি যে কোন ব্যক্তির হউক সালিসেরা যে মহালের জমায় কমী দেওয়ার বিবেচনা করিয়া থাকে সেই মহালের হিসাবের কাগজে উসূলের প্রস্তে ঐ কমী দেওয়া টাকার সংখ্যা লেখা যাইবেক অন্য কোন মহালের জমীদার যদি ঐ কমী পাওয়ার ভাগীহওনের দাওয়া করে তবে যে মহালের জমীদারের কারণ ঐ কমী দেওয়া গিয়া থাকে তাহার উপর ঐ দাওয়ার নালিশ আদালতে করিতে পারে কিন্তু

সালিসেরা বিবেচনাপূর্ব্বক জমায় যে কমী দেওয়া স্থির করিয়া থাকে সেই কমীর ভাগিহওনের নিমিত্তে ভিন্নং মহালের জমীদারদিগের যে কোন দাওয়া থাকে তাহার সমাধাকরণের আর যদি লাখেরাজ ভূমির নিমিত্তে উপরের লিখনমত সালিসেরদিগকে দেওয়া যায় তবে ঐ সালিসেরা ঐ বিষয়ের যে সমাধা করে তাহা সর্ব্বপ্রকারে আদালতের ডিক্রীর মত দৃঢ় হইবেক ঐ মত সরকারী কর্ম্মের নিমিত্তে খেরাজী ভূমি লইতে হইলে তাহার বদলে সরকারহইতে যাহা দেওয়া যায় তাহা দেওনের প্রকারের বিষয়ে এবং যাহার যে পাওনা উপযুক্ত তাহার বিষয়ে যদি প্রজাদিগের ও তাহারদিগের পেটাও রাইয়তেরদের মধ্যে কিম্বা সরকারের মালগুজারের ও প্রজারদের এবং তাহারদিগের পেটাও রাইয়তেরদের মধ্যে কিম্বা ঐ বদলের ভাগিহওনের দাওয়া তদ্ভিন্ন অন্য যে লোকেরা করে তাহারদিগের মধ্যে ঐ বদলের টাকা যেরূপে বিভাগ করা যাইবেক তাহার বিষয়ে যদি মতভেদ কি বিবাদ উপস্থিত হয় তবে এই ধারার ৩ প্রকরণে সরকারী কর্ম্মের নিমিত্তে লওয়া লাখেরাজ ভূমির বদলে যাহা দেওয়া বিবেচনাপূর্ব্বক স্থির করা যায় যাহার মধ্যে যাহার যে প্রাপ্য হয় তাহার বিষয়ের বিবাদ মিটাইবার কারণ যেমনং লেখা গিয়াছে তদনুসারে ইহাতেও কার্য্য করা যাইবেক ইতি।—১৮২৪ সা। ১ আ। ৬ ধা। ৪ প্র।

ভূমির দখল সন্দিগ্ধ হইলে সালিসেরা যেরূপ কার্য্য করিবেক তাহার কথা।

৫২। ভূমির অধিকারিত্বের বিষয়ে যদি কোন প্রকার সন্দেহ জন্মে কিম্বা সালিসেরদিগের বিবেচনায় অন্য এমত কোন কারণ থাকে যে তৎপ্রযুক্ত ঐ ভূমির পরিবর্ত্তে তাহারদিগের বিবেচনায় যে টাকা দেওয়া স্থির হইয়া থাকে তাহার দাওয়াকারিদিগের মধ্যে কোন জনকে সেই টাকা কি তাহার কোন অংশ তৎক্ষণে দেওয়া অনুচিত বোধ হয় তবে সালিসেরা জজ সাহেবকে কি মাজিষ্ট্রেট সাহেবকে কি কালেক্টর সাহেবকে কিম্বা অন্য যে কোন কার্য্যকারক সাহেবের হুকুমে তাহারা কার্য্য করিতে থাকে তাঁহাকে ঐ বিষয় জানাইবেক ও এমত হইলে ঐ সালিসেরা যত টাকা আটক রাখিতে কহে সেই টাকা দিয়া কোম্পানির কাগজ কিনিয়া যেপর্য্যন্ত দাওয়াকারিরদের মধ্যে এক জন ঐ টাকা পাওনের হুকুম আদালতহইতে না পায় সেইপর্য্যন্ত আমানৎরূপে রাখা যাইবেক কিন্তু সরকারী কর্ম্মের নিমিত্তে যে ভূম্যাদির প্রয়োজন হয় তাহার স্বত্বের কি দখলের বিষয়ে উপস্থিতহওয়া কোন বিবাদপ্রযুক্ত কিম্বা সালিসেরদের বিবেচনামতে ঐ ভূম্যাদি যে ব্যক্তির স্থানহইতে সরকারের হস্তগত হয় সেই ব্যক্তির ঐ ভূম্যাদির অধিকারিত্বের বিষয়ে কোন দোষথাকনপ্রযুক্ত ঐ ভূম্যাদিতে সরকারের হওয়া স্বত্বের ব্যাঘাত কিম্বা হানি হইতে পারিবেক না ও যদি কোন জন কিম্বা জনেরা ঐমত কোন ভূম্যাদি লওনপ্রযুক্ত সরকারহইতে ক্ষতিপূরণ কিম্বা পরিবর্ত্ত পাইবার নিমিত্তে কোন আদালতে নালিশ করে তবে সেই জন কি জনেরদের মোকদ্দমা রানসুট করা যাইবেক ও তাহাতে হওয়া সমস্ত

এই আইনানুসারে সরকারের প্রতি যে ভূমির স্বত্ব অর্পণ করা যায় পূর্ব্ব দখীলকারের স্বত্বের বিষয়ে যে কোন কথা উপস্থিত হয় তৎপ্রযুক্ত সরকার তাহাহইতে বেদখল না হইবার কথা।

খরচ ঐ জন কি জনেরদের দিতে হইবেক। ইহাও হুকুম করা যাইতেছে যে সরকারের কোন কর্ম্মের নিমিত্তে যে কোন ভূম্যাদির প্রয়োজন হয় তাহার অধিকারী যে ব্যক্তি হয় কিম্বা যাহাকে তাহার অধিকারী জ্ঞান হয় সেই ব্যক্তি উভয়পক্ষসম্মত পরিবর্ত্ত পাইয়া সেই ভূম্যাদি সরকারকে দিতে সম্মত হইলে শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুর হুজুর কৌন্সেলের হুকুমক্রমে কিম্বা ঐ কার্য্যার্থে সরকারহইতে ভারপ্রাপ্ত কোন বোর্ড কি কমিটির সাহেবেরা যে কোন লোক সেই ভূম্যাদিতে আপন কোন অধিকার কিম্বা স্বত্ব কি লভ্য থাকনের দাওয়া করে সেই লোক নিরূপিত অমুক তারিখে কি তাহার পূর্ব্বে আপন দাওয়া উপস্থিত করে এ নিমিত্তে এই আইনের ২ ধারার হুকুমমতে ঢেঁড়রা দেওয়াইতে পারিবেন এবং ঐ ঢেঁড়রা দেওয়া যাওনের ও ঐ ভূম্যাদি সরকারের হস্তগতহওনের পরে তাহা ফিরিয়া পাইবার কারণ কি তজ্জন্য হওয়া ক্ষতিপূরণের টাকা সরকারহইতে পাইবার কারণ যে কোন দাওয়া কি নালিশ কোন আদালতে উপস্থিত করা যায় তাহা ঐ ঢেঁড়রা দেওনদ্বারা যেরূপ আবশ্যক জানান গিয়াছে সেইরূপে না করিলে ঐ দাওয়া কি নালিশ ডিস্‌মিস্ করা যাইবেক এবং তাহাতে যে খরচা হয় তাহা সমস্ত ঐ দাওয়া কি নালিশকরণিয়ার দিতে হইবেক কিন্তু যে ভূম্যাদি সরকারের হস্তগত হয় তাহাতে যে কোন ব্যক্তি উপযুক্ত স্বত্ব না রাখিয়াও তাহার মূল্য লইয়া থাকে এই আইনের লিখিত কোন কথাতে সেই ব্যক্তি শাস্তির যোগ্যহওনের ব্যাঘাতহইতে পারিবেক না ইতি।—১৮২৪ সা। ১ আ। ৬ ধা। ৫ প্র।

সালিসেরা যেরূপ নিষ্পত্তি করিবেক তাহার কথা।

৫৩। ঐ বিবেচনাকরা সমাপ্ত হইলে সালিসেরা কি তৃতীয় ব্যক্তি তাহারদিগের প্রতি যে২ বিষয়ের সালিসী করিবার ভার হইয়া থাকে সেই২ বিষয়ের সম্পূর্ণ এবং বিশেষ করিয়া লেখা এক রিপোর্ট ও নিষ্পত্তিপত্র যে সাহেব সালিসদিগের কৃত কার্য্যের ভদ্রাভদ্র বিবেচনার কারণ নিযুক্ত হন্ তাঁহাকে আপন২ দস্তখতে লিখিয়া দিবেক ও তাহার নীচে ইহা লিখিতে হইবেক যে এই নিষ্পত্তি আমারদিগের বুদ্ধ্যনুসারে সত্য এবং পক্ষপাতরহিত এবং আমারদিগের সমক্ষে যে২ সাক্ষ্য লওয়া গিয়াছে তদনুযায়ী ও সেই সময়ে ঐ সালিসেরা আপনারদিগের করা কার্য্যে সমস্ত কাগজপত্র ঐ কার্য্যকারক সাহেবের নিকটে সমর্পণ করিবেক ইতি।—১৮২৪ সা। ১ আ। ৭ ধা। ১ প্র।

যে কর্ম্মকারি সাহেব নিষ্পত্তিপত্র পান্ তিনি যেরূপ কার্য্য করিবেন তাহার কথা।

৫৪। পূর্ব্বোক্ত ঐ কার্য্যকারক সাহেব উপরের উক্তমতে তাঁহার নিকটে সমর্পিত রিপোর্ট ও নিষ্পত্তিপত্র সেই রিপোর্টের মধ্যে যে২ বিষয় ভারি২ থাকে তাহা বেওরা করিয়া লিখিয়া এবং সেই২ বিষয়ে সালিসেরা যে২ জিজ্ঞাসা করিয়া থাকে তাহারদের সেই২ জিজ্ঞাসা যেপর্য্যন্ত উপযুক্তরূপে ও বিনাপক্ষপাতে করা গিয়াছে কি না করা গিয়াছে এ বিষয়ে আপনার কৃত বিবেচনার এক রিপোর্টের

সহিত শ্রীযুত নওয়াব গবরনর জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলে পাঠাইয়া দিবেন ও ঐ নিষ্পত্তি হজুরে মঞ্জুর হইলে পর ঐ কার্য্যকারক সাহেব ঐ নিষ্পত্তিপত্রানুসারে কার্য্যকরণের বিষয়ে শ্রীযুত নওয়াব গবরনর জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলের হুকুমমত আচরণ করিবেন ইতি।—১৮২৪ সা। ১ আ। ৭ ধা। ২ প্র।

যেং কারণব্যতিরেকে নিষ্পত্তি রদ করা না যাইবেক তাহার কথা।

৫৫। এই আইনানুসারে সালিসদিগের করা কোন নিষ্পত্তি রেশ্বৎ লওয়াতে কি স্পষ্ট পক্ষপাতকরণেতে কিম্বা তাহারদিগের প্রতি যেং হুকুম দেওয়া গিয়াছে তাহার কোন হুকুমের ব্যতিক্রমকরণেতে তাহারা বরামদের যোগ্য হওনব্যতিরেকে রদ কি মতান্তর করা যাইবেক না এবং সেই বরামদের হেতু আদালতে তাহার মোকদ্দমার বিচারহওনের দ্বারা নিশ্চয় করা কর্ত্তব্য ইতি।—১৮২৪ সা। ১ আ। ৭ ধা। ৩ প্র।

সরকারের কার্য্যের নিমিত্তে মাজিষ্ট্রেট সাহেব ভূমির স্বত্ত্ব ত্যাগ করাইবার কথা।

৫৬। ঐ সালিসেরা আপনারদিগের করা নিষ্পত্তিপত্র দাখিল করিলে পর এবং শ্রীযুত নওয়াব গবরনর জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে ঐ ভূম্যাদিতে সরকারী কার্য্য করা যাওনের হুকুম হইলে পর যে কার্য্যকারক সাহেবের প্রতি সেই ভূম্যাদি দখল করিবার হুকুম হইয়া থাকে যদি সেই কার্য্যকারক সাহেবের ঐ ভূম্যাদি দখলকরণের প্রতিকূলাচরণ কি ব্যাঘাত হয় তবে সেই কার্য্যকারক সাহেব তথাকার জিলার মাজিষ্ট্রেট্ সাহেবের নিকটে এ বিষয়ের এত্তেলা করিবেন এবং ঐ মাজিষ্ট্রেট্ সাহেব ঐ ভূম্যাদির অধিকারিদিগকে তাহা বলক্রমে ত্যাগ করাইতে ক্ষমতাপন্ন হইবেন ইতি।—১৮২৪ সা। ১ আ। ৭ ধা। ৪ প্র।

উপরের লিখিত হুকুমানুসারে সালিসেরদের প্রতি অর্পিত কার্য্যের খরচ সরকারহইতে দিবার কথা।

৫৭। উপরের কোন প্রকরণানুসারে যে কোন বিষয়ের নিষ্পত্তি করিবার ভার সালিসেরদিগকে দেওয়া যায় সেই বিষয়েতে তাহারদিগের বিবেচনা ও বিচারের কালে যে উপযুক্ত খরচ হয় তাহা সাক্ষিদিগের খোরাকীর কারণ কিম্বা আর কোন কারণেই বা হউক সে খরচ সরকারহইতে দেওয়া যাইবেক ইতি।—১৮২৪ সা। ১ আ। ৭ ধা। ৫ প্র।

উপরের লিখিত হুকুম নদীতে নৌকাইত্যাদি গমনাগমনের বাধা দূরকরণের সহিত সম্পর্ক না রাখিবার কথা।

৫৮। এই আইনের উপরের ধারাসকলে যে সকল হুকুম লেখা গিয়াছে সেইং হুকুম নদীনালাইত্যাদির মধ্যে কি তীরে থাকা বৃক্ষ কিম্বা ভাঙ্গা নৌকা অথবা কাষ্ঠইত্যাদি যে কোন দ্রব্য ঐ নদীনালাইত্যাদি দিয়া নৌকা গমনাগমনের প্রতিবন্ধক হইতে পারে তাহা উঠাইয়া লইয়া যাইবার বিষয়ে সম্পর্ক রাখিবেক না জিলা ও শহরের মাজিষ্ট্রেট সাহেবেরা কিম্বা শ্রীযুত নওয়াব গবরনর জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলের হুকুমের দ্বারা যে অন্য কোন সাহেব কি সাহেবেরা ঐ নদীনালাইত্যাদির কার্য্যের ভদ্রাভদ্রের বিবেচনার অধ্যক্ষতার ভার পান সেই সাহেব কি সাহেবেরা ঐ সকল প্রতিবন্ধক দূর

করণের বিষয়ে এক্ষণে যে সকল হুকুম ও দাঁড়া চলন আছে কি ইহার পরে নির্দ্দিষ্ট করা যাইবেক তদনুসারে আপনং ক্ষমতাক্রমে তাহা দূর করিতে পারিবেন ইতি।—১৮২৪ সা। ১ আ। ৮ ধা।

৫ ধারা।

সৈন্যেরদের আহারীয় দ্রব্য যোগান।

নৌকাযোগে কিম্বা খুশকীপথে ফৌজ যাইতে হইলে কালেক্টর ও মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকটে ঐ ফৌজের সরদারের যেং কথার সমাচার লিখিয়া পাঠান আবশ্যক তাহার কথা।

৫৯। সরকারের রাজ্যের মধ্যে খুশকী কিম্বা নৌকা পথে কোন স্থানে কিছু ফৌজের কুচহওনের অর্থাৎ সেনাগণের যাওনের হুকুম হুজুরহইতে হইলে সেই ফৌজের কি পল্টনের সরদারের কর্ত্তব্য যে যেং জিলার মধ্যে দিয়া তাঁহারদিগের যাইতে হইবেক সেইং জিলার সীমানার মধ্যে কোনং সময়ে ও তারিখে আপনারা পঁহুছিবেন ও কোন স্থানে যে খাদ্যদ্রব্য যত প্রস্তুত রাখিতে হইবেক অতি শীঘ্র ইহার সমাচার সেইং জিলার কালেক্টর সাহেবের নিকটে দেন্ ও তদ্ব্যতিরেকে তাঁহার কর্ত্তব্য যে পথের মধ্যে যেং স্থানে নদী নালা থাকে তাহা জানিয়া কালেক্টর সাহেবকে সমাচার দেন্ যে অমুক তারিখে আমরা তথায় পঁহুছিব অতএব সে নদীইত্যাদিতে পুলবন্দী করাইয়া কিম্বা নৌকা প্রস্তুত করিয়া রাখান্ যে দ্রব্যসামগ্রী সহিত ফৌজ অর্থাৎ সেনাগণের পার হইয়া যাওনের আটক না হয় আর ঐ ফৌজের সরদারের কর্ত্তব্য যে যেং জিলা দিয়া তাঁহারদিগের যাইতে হইবেক সেইং জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবকে এ কথার সমাচার দেন্ যে আন্দাজ অমুক তারিখে তোমার হুকুমের তাবে অধিকারের সীমানায় ফৌজ পঁহুছিবেক ইতি।—১৮০৬ সা। ১১ আ। ২ ধা।

উপরের ধারামতে সম্বাদ পাইলে কালেক্টর সাহেবের কর্ত্তব্যাচরণের কথা।

৬০। উপরের ধারানুসারে কোন কালেক্টর সাহেবের নিকটে সমাচার পঁহুছিলে তাঁহার কর্ত্তব্য যে যে ভূম্যধিকারী ও ইজারদার ও তহসীলদার ও ভূম্যাদির সরবরাহকারদিগের সীমানার পথ দিয়া ফৌজ অর্থাৎ সেনাগণের যাইতে হইবেক সেই ভূম্যধিকারীইত্যাদি লোকদিগের প্রতি শীঘ্র হুকুম দেন্ যে তাহারা খাদ্যসামগ্রীইত্যাদি আবশ্যকী দ্রব্যজাত যথাযোগ্য প্রস্তুত করিয়া রাখে এবং ফৌজ চলিবার পথে যদি নদী নালা থাকে তবে তাহাতেও হয় সাঁকো ও বান্ধ বান্ধিরা কিম্বা যত উপযুক্ত হয় তত খান নৌকা প্রস্তুত করিয়া রাখে যে ফৌজ অর্থাৎ সেনাগণের পার হইয়া যাওনেতে কোন প্রকারে বিলম্ব ও বাধা না হয় এবং কালেক্টর সাহেবের উচিত ও আবশ্যক যে ফৌজের সরদারের নিকট কোন এক জন কার্য্যকারক লোককে নিযুক্ত করিয়া দেন্ যে যে জিলার সীমানা দিয়া যাবৎ ফৌজ চলে তাবৎ সঙ্গে রুজু থাকিয়া খাদ্য সামগ্রীইত্যাদি যত দ্রব্যের আবশ্যক হয় তাহা যোগাইয়া দেওনেতে যথেষ্ট সহায়তা করে এবং সেনাগণের গমনেতে সাধ্যমতে কোনপ্রকারে বিলম্ব ও বাধা না হইতে দেয় অতএব সে কার্য্যকারকের কর্ত্তব্য যে ফৌজ চলনের আটক না হই

বার নিমিত্তে যত কাহার ও মজুর ও দাঁড়ীও মালা ও ছকড়াগাড়ী ও বলদইত্যাদির আবশ্যক ও প্রয়োজন হয় যথাসাধ্যে তাহা সমস্ত প্রস্তুত করিতে থাকে আর এই কর্ম্মকরণের মধ্যে যদি কোন প্রতিবন্ধক হয় তবে সেই কার্য্যকারকের ক্ষমতা আছে যে ঐ কর্ম্মের সহায়তা করণার্থে তথাকার পোলীসের থানার লোকদিগকে হুকুম করে এমতে সেথানাদার দারোগাইত্যাদি লোকের কর্ত্তব্য যে মজুর ও ছকড়াগাড়ীইত্যাদি প্রস্তুতকরণেতে সাধ্য পক্ষে কিছু তাচ্ছল্য ও ত্রুটি না করে ইতি।—১৮০৬ সা। ১১ আ। ৩ ধা। ১ প্র।

৬১। উপরের ধারামতে ফৌজ অর্থাৎ সৈন্যের লোকদিগকে যে স্থানে যত রসদ অর্থাৎ খাদ্যসামগ্রী ও হাঁড়ি ও জ্বালানী কাষ্ঠইত্যাদি দ্রব্য দেওয়া যাইবেক তথাকার বাজারভাওমতে সেই সকল দ্রব্যের মূল্য তাহার বিক্রয়কর্ত্তাকে ক্রয়কর্ত্তার দিতে হইবেক পরে এমত ফৌজ কিম্বা পল্টনের সরদারের অত্যাবশ্যক ও উচিত যে খাদ্যসামগ্রীইত্যাদি দ্রব্যের বিক্রয়কর্ত্তাদিগের মধ্যহইতে কেহ কোন সিপাহীর নামে কিম্বা তাহার সঙ্গীসাথী কোন লোকের নামে কোন বিষয়ে তাঁহার নিকট নালিশ করে তবে সে নালিশের বৃত্তান্ত অবগত হইয়া ন্যায়মতে শীঘ্র তাহার বিচার করিয়া যাহাতে কোন ব্যক্তির কিছু ক্ষতি না হয় এমত হুকুম সে বিষয়ে দেন্ ইতি।—১৮০৬। সা ১১ আ। ৩ ধা। ২ প্র।

ফৌজের লোকদিগের ক্রীত দ্রব্যাদির মূল্য বাজার ভাও মতে দিতে হইবার আর যদি এ বিষয়েতে কোন প্রকার নালিশ হয় তবে ফৌজের সরদারের যে কর্ত্তব্য তাহার কথা।

৬২। যে কোন ভূম্যধিকারী কি ইজারদার কি তহসীলদার কি ভূমির অন্য দখীলকার কি কর্ম্মচারী ইঙ্গরেজী ১৮০৬ সালের ১১ আইনের ৩ ধারানুসারে হিন্দুস্থানের মধ্যগত বৃটনের অধিকৃত কোন দেশে স্থলের কি জলের পথে গমন করিতে উদ্যত সৈন্যসমূহের দ্রব্যজাত প্রস্তুত করিবার এবং ঐ সৈন্যদিগের গমনের পথে থাকা নদী কি নালাতে পার হইবার নিমিত্তে নৌকা কি পুল কি অন্য দ্রব্য প্রস্তুত করিবার হুকুম ভূমির মালগুজারীর কালেক্টর কিম্বা তৎপদপ্রাপ্ত সরকারের অন্য কোন কর্ম্মকারির নিকটহইতে পাইয়া ইচ্ছাপূর্ব্বক তাহা না মানে কি তাচ্ছল্য করে কিম্বা উপযুক্ত হেতু ব্যতিরেকে ঐ হুকুমমত কর্ত্তব্য কর্ম্মনির্ব্বাহের যত্ন করিতে ত্রুটি করে সেই জন যে কালেক্টর সাহেব কি তৎপদপ্রাপ্ত অন্য কর্ম্মকারি সাহেবের নিকটহইতে ঐ হুকুম দেওয়া গিয়া থাকে তাঁহার কিম্বা তাঁহার পরে যে সাহেব ঐ পদে নিযুক্ত হন্ তাঁহার নিকটে ঐ ত্রুটি কি তাচ্ছল্যকরণ কি আজ্ঞা না মানন প্রমাণ হইলে ঐ অপরাধি জনের অবস্থা ও ঐ অপরাধের ভার বিবেচনা করিয়া তদনুরূপ যে জরীমানা কালেক্টর কি অন্য কর্ম্মকারি সাহেব উপযুক্ত বোধ করেন্ সেই জরীমানার যোগ্য হইবেক কিন্তু কোন প্রকারে ঐ জরীমানা সিক্কা ১০০০ এক হাজার টাকার অধিক হইবেক না ইতি।—১৮২৫ সা। ৬ আ। ২ প্র।

কালেক্টর সাহেবের নিকটহইতে হুকুম পাইয়া জমীদারেরদের সৈন্যের নিমিত্তে দ্রব্য আয়োজন করিতে।

কিম্বা নদী নালা পারের নিমিত্তে নৌকাইত্যাদি প্রস্তুত করিতে।

তাচ্ছল্য কি অজ্ঞালঙ্ঘন করা প্রমাণ হইলে তাহারা জরীমানার দ্বারা দণ্ডনীয় হইবার কথা।

ঐ জরীমানা হাজার টাকার অধিক না হইবার কথা।

কালেক্টর সাহেবের ঐ তাচ্ছল্য কি আজ্ঞালঙ্ঘনকরণের অপবাদগ্রস্ত জনের কি তাহার প্রতিনিধির সাক্ষাৎকারে সরাসরী তজবীজ করিবার কথা।

স্বয়ং কি উকীল ইহার এক জন ও হাজির না হইলে তাহারদিগের গর হাজিরীতেও কালেক্টর সাহেব মোকদ্দমার তজবীজ করিয়া রুবকারী লেখাইবার কথা।

৬৩। যে কালেক্টর সাহেব কি কালেক্টরী পদের কর্ম্মকারক অন্য সাহেব এই আইনের দ্বারা তাঁহাকে অর্পণহওয়া ক্ষমতানুসারে কার্য্য করেন্ সেই সাহেব হুকুম পাইয়া তাহা না মাননের কি তাহা তাচ্ছল্যকরণের অপরাধেতে অপবাদগ্রস্ত জন উপযুক্ত তলবমতে নিজে হাজির হইলে তাহার কি সে আপন উকীল হাজির করিলে তাহার সাক্ষাৎকারে ঐ অপরাধের সরাসরী তজবীজ করিবেন ও সেই জন নিজে হাজির হইতে কি উকীল পাঠাইতে ত্রুটি করিলে ঐ সরাসরী তজবীজ তাহারা উপস্থিতহওনব্যতিরেকেও করা যাইবেক এবং যে তাচ্ছল্যকরণ কি হুকুম না মাননপ্রযুক্ত জরীমানার হুকুম হয় সেই তাচ্ছল্যকরণের কি হুকুম না মাননের যে২ প্রমাণ পাওয়া যায় তাহা কালেক্টর সাহেব আপন রুবকারীতে লেখাইবেন ইতি।—১৮২৫ সা। ৬ আ। ৩ ধা।

জরীমানার টাকা উসুল করা যাওনের মতের কথা।

যথায় আপীল হইতে পারিবেক তাহার কথা।

৬৪। যে কালেক্টর কি অন্য কর্ম্মকারি সাহেব এই আইনুসারে জরীমানার হুকুম দেন্ সেই সাহেব যে২ প্রকারে মালগুজারীর বাকী টাকা আদায় করিবার ক্ষমতা রাখেন্ সেই২ প্রকারে ঐ জরীমানার টাকা উসুল করিতে পারেন্ কিন্তু তাঁহার নিষ্পত্তির তারিখের পর ছয় হপ্তার মধ্যে তাঁহার জিলা যে বোর্ড রেবিনিউর সরহদ্দের মধ্যে হয় সেই বোর্ড রেবিনিউতে তাহার উপর যদি আপীল হয় এবং আপীলের দরখাস্তের সহিত ঐ বোর্ডহইতে ঐ আপীলের বিষয়ে যে নিষ্পত্তি হইবেক তাহার মত কার্য্য করিবার নিমিত্তে মাতবর জামিনী দাখিল করে তবে কালেক্টর সাহেব বোর্ডের সাহেবদিগের নিকটহইতে চূড়ান্ত হুকুম না হওনপর্য্যন্ত আপন হুকুমকরা জরীমানার টাকা উসুল করিতে বিলম্ব করিবেন ইতি।—১৮২৫ সা। ৬ আ। ৪ ধা।

আপীলের দরখাস্ত ইষ্টাম্পকাগজে লিখিতে হইবার কথা।

আপীলের মিয়াদের কথা।

৬৫। যে২ কালেক্টর সাহেব কি সরকারী অন্য কর্ম্মকারি সাহেব এই আইনানুসারে জরীমানার হুকুম দেন্ তাঁহারদিগের নিষ্পত্তির উপর যে আপীলের দরখাস্ত করিতে হয় ঐ দরখাস্ত উপযুক্ত বোর্ডে নিজে দাখিল করিতে হইলে কিম্বা কর্ম্মকারি সাহেব ঐ জরীমানার হুকুম দিয়া থাকেন্ তাঁহার দ্বারা ঐ বোর্ডে দাখিল করাইতে হইলে রেবিনিউ বোর্ডে অন্য আপীল হইবার দরখাস্ত যে ইষ্টাম্প কাগজে লেখা যায় সেই ইষ্টাম্পকাগজে লিখিতে হইবেক এবং ঐ আপীল গ্রাহ্য হইলে সে মোকদ্দমাতে যে সকল রুবকারী হয় তাহা ঐ বোর্ডে পাঠাইতে হইবেক কিন্তু নিষ্পত্তির তারিখঅবধি ছয় মাস গত হইলে ঐ বিলম্বহওনের হেতুর যে প্রমাণ তাহার বিচারযোগ্য বোর্ডের সাহেবদিগের প্রত্যয়যোগ্য হয় তাহা দেওনব্যতিরেকে ঐ

আপীলের দরখাস্ত গ্রাহ্য হইবেক ইতি।—১৮২৫ সা। ৬ আ। ৫ ধা।

৬৬। ফৌজের পল্টন ও তাহারদিগের দ্রব্যজাত নদী ও নালা পার হইয়া যাইবার নিমিত্তে জিলার কালেক্টর সাহেবের হুকুমমতে ভূম্যধিকারী কিম্বা ইজারদার অথবা তহসীলদারইত্যাদি লোকেরা ঐ নদী নালাতে নৌকা আনাইয়া কিম্বা সাঁকো ও বান্ধ বান্ধিয়া অথবা তদর্থে আর কোন আয়োজন ও যোগাযোগ প্রস্তুত করিয়া রাখিলে সে ফৌজের কি পল্টনের সরদারের কর্ত্তব্য যে নৌকা ও মজুরলোক দিগের ও সে সকল নৌকা যতং মোন ওজনী তাহার সংখ্যা এবং যত দিবসপর্য্যন্ত ঐ সকল নৌকা ও মজুরলোকেরা কর্ম্মে নিযুক্ত ছিল তাহার সংখ্যা বেওরা করিয়া লিখিয়া তাহাতে আপন দস্ত খৎ করিয়া একখানি দস্তাবেজ অর্থাৎ নিদর্শনপত্র ঐ ভূম্যধিকারিই ত্যাদি লোককে দেন আর সৈন্যইত্যাদি পার হওনের নিমিত্তে যদি পুলবন্দী হইয়া থাকে তবে সে বান্ধ দীর্ঘপ্রস্থে যত বড় এবং যেং দ্রব্য দিয়া বান্ধিয়া প্রস্তুত করিয়াছিল তাহাও যে দস্তাবেজ দিতে হয় তাহাতে লিখিয়া দেন ইতি।—১৮০৬ সা। ১১ আ। ৪ ধা। ১ প্র।

জমীদারইত্যাদি লোকেরা নৌকা কিম্বা সাঁকো ও বান্ধ প্রস্তুত করিয়া রাখিলে ফৌজের সরদার তাহার বৃত্তান্ত লিখিয়া তাহারদিগকে এক নিদর্শনপত্র দিবার কথা।

৬৭। উপরের ধারানুসারে কোন ব্যক্তি ফৌজের সরদারের নিক টহইতে দস্তাবেজ অর্থাৎ নিদর্শনপত্র পাইলে তাহার কর্ত্তব্য যে সেই নিদর্শনপত্র ও ঐ কর্ম্মে যত খরচপত্র হইয়া থাকে বেওরামতে তাহারও হিসাবের ফর্দ্দ লিখিয়া একসহিতে শীঘ্র সে জিলার কালে ক্টর সাহেবের নিকটে পাঠাইয়া দেয় পরে কালেক্টর সাহেবের নিকটে এমত দস্তাবেজ ও হিসাবের ফর্দ্দ পঁহুছিলে তাঁহার কর্ত্তব্য যে যে ফৌজ কি পল্টনের নিমিত্তে ঐ খরচপত্র হইয়াছে তাহার সরদারের নিকটে সে হিসাবের সমস্ত বেওরা লিখিয়া পাঠান এমতে সে ফৌজের সরদারের উচিত যে সুন্দর মনোযোগপূর্ব্বক ঐ হিসা বের কাগজ দেখিয়া তাহার প্রামাণ্যের কথা ও যে যথার্থ বৃত্তান্ত এবং যদি কিছু কমী বেশী অর্থাৎ ন্যূনাতিরেক বুঝা যায় তবে তাহা সমস্ত বেওরামতে লিখিয়া তাহাতে আপন দস্তখৎ করিয়া কালেক্ টর সাহেবের নিকটে পাঠাইয়া দেন ইতি।—১৮০৬ সা। ১১ আ। ৪ ধা। ২ প্র।

কালেক্টর সাহেবের নিকটে খরচের হিসাবের ফর্দ্দের সহিত ঐ নিদর্শন পত্র পঁহুছিলে তাঁহার যে কর্ত্তব্য তাহার কথা।

৬৮। ঐ ফৌজের সরদারের তরফহইতে উপরের প্রস্তাবিত কথা লেখা গিয়া পুনর্ব্বার কালেক্টর সাহেবের নিকটে পঁহুছিলে কালে ক্টর সাহেবের কর্ত্তব্য যে হিসাবের ফর্দ্দের লিখিত দফাওয়ারী সমস্ত বিষয়দৃষ্টি করিয়া সকল দ্রব্য ও সামগ্রীর মূল্য ও মজুরদিগের মজুরীইত্যাদি প্রকৃতার্থে সেই জিলার হার ও ভাও মত বটে কি না তাহা লিখিয়া ঐ হিসাবের ফর্দ্দের সহিত সে দস্তাবেজ ও তাহার সম্প্র কীয় আরং যে কাগজপত্র থাকে এবং সে বিষয়ে আপনি যাহা বুঝিয়া থাকেন তাহা লিখিয়া শ্রীযুত নওয়াব গবরনর জেনরল বা

ঐ নিদর্শনপত্র হজুরে পঁহুছিলে হজুরহইতে তাহাতে যে মত হুকুম হইবেক তাহার কথা।

হাদুরের নিকটে পাঠাইয়া দেন্ পরে ফৌজের খরচপত্রের বিবেচনাকরণের অধ্যক্ষ সাহেব সেই হিসাবের কাগজ পত্র দৃষ্টি করিলে পর তাঁহার নিকটহইতে দস্তুর ও শরওয়ামতে তাহার কৈফিয়তের কাগজ প্রস্তুত হইয়া হুজুরে পঁহুছিলে শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুর সে বিষয়ে যেমত উচিত বুঝেন্ সেই মত হুকুম দিবেন কিন্তু কালেকটর সাহেবের প্রতি অনুমতি আছে যে ইহার মধ্যে ভূম্যধিকারিইত্যাদি লোককে সেই হিসাবের লিখিত সমস্ত কিম্বা যে কতক টাকা উচিত বুঝেন্ তাহা দিয়া খাজানাদফ্তরের জমাখরচের কাগজে খরচ লিখিয়া রাখেন্ কেননা তহবীলের বাকী টাকার হিসাবে সন্দেহ না জন্মে ইতি।—১৮০৬ সা। ১১ আ। ৪ ধা। ৩ প্র।

ফৌজের গমন কি স্থিতিকরণেতে যদি জমীদারইত্যাদি লোকের ভূম্যাদির পক্ষে কিছু ক্ষতিহয় তবে তাহারা আপন২ ক্ষতি পূরিয়া লইতে চাহিলে তদর্থে ফৌজের সরদারের নিকটে আরজী দিতে হইবার এবং ঐ ফৌজের সরদার সে ক্ষতির বৃত্তান্ত সেই আরজীর পৃষ্ঠে লিখিয়া দিবার কথা।

৬৯। ফৌজ কি পল্টনের গমন কিম্বা স্থিতিকরণেতে কোন ভূম্যধিকারি কিম্বা ইজারদার অথবা পাট্টাদার প্রজা কিম্বা সরবরাহকারের ভূম্যাদির পক্ষে কিছু ক্ষতি ও অপচয় হইলে যদি তাহারা সেই ক্ষতির বদল বুঝিয়া লইতে চাহে তবে তাহারদিগের কর্ত্তব্য যে সেই ক্ষতির প্রকৃত বৃত্তান্ত বিবরিয়া লিখিয়া শীঘ্র এক আরজী সেই ফৌজের কি পল্টনের সরদারের নিকটে পাঠাইয়া দেয় পরে ঐ ফৌজের সরদারের উচিত যে আরজীর লিখিত বৃত্তান্ত দৃষ্টি করিয়া ফলে এমত কিছু ক্ষতি হইয়াছে কি না কিম্বা যদি হইয়া থাকে তবে ন্যায়মতে সেই ক্ষতির বদলে সে ব্যক্তি যাহা পাইতে পারে তাহাও সেই আরজীর উপর লিখিয়া দেন্ ইতি।—১৮০৬ সা। ১১ আ। ৫ ধা। ১ প্র।

ফৌজের সরদারের দস্তখৎমতে জমীদারইত্যাদি লোকেরা যদি আপনারদিগের কিছু পাইতে পারিবার বিষয় বুঝে তবে দশ দিবসের মধ্যে সে আরজী কালেকটর সাহেবের নিকটে দিতে হইবার এবং দশ দিবস অতীত হইলে তাহা কদাচ মঞ্জুর না হইবার এবং কালেকটর সাহেবের নিকট সে সকল বৃত্তান্ত মঞ্জুর হইলে

৭০। উপরের প্রকরণানুসারে ফৌজের কি পল্টনের প্রধান ব্যক্তি ঐ সকল কথা আরজীর উপর লিখিয়া দিলে পর যদি সেমতে ভূম্যধিকারীইত্যাদি লোকেরা কিছু বদল পাইতে পারে এমত হয় তবে তাহারদিগের প্রতি অনুমতি আছে যে তাহারদিগের দাওয়ার যে আরজীতে যে তারিখে ঐ ফৌজের প্রধান ব্যক্তি সে বিষয়ে আপন বিবেচনার বৃত্তান্ত লিখিয়া দস্তখৎ করিয়া থাকেন্ সেই তারিখহইতে দশ দিবসের মধ্যে সেই আরজী আপনি কিম্বা আপন উকীলের দ্বারা জিলার কালেকটর সাহেবের নিকটে দেয় পরে দশ দিবসহইতে অধিক কালাতীত হইলে কালেকটর সাহেব কদাচ সে আরজী মঞ্জুর অর্থাৎ গ্রাহ্য করিবেন না কিন্তু যদি ভূম্যধিকারীইত্যাদি লোকেরা দশ দিবসহইতে অধিক কালাতীতহওনের কোন বিশিষ্ট হেতু ও কারণ প্রমাণ করে তবে গ্রাহ্য হইতে পারে। পরে কালেকটর সাহেবের নিকটে যদি সেই আরজী ও তাহার লিখিত কৈফিয়ৎ অর্থাৎ বৃত্তান্ত মঞ্জুর হয় তবে তাঁহার কর্ত্তব্য যে অতি শীঘ্র সে মোকদ্দমার সমস্ত কথাবার্ত্তা বিবেচনাপূর্ব্বক যথার্থ বৃত্তান্ত সুন্দরমতে

নিশ্চয় ও তদন্ত করিয়া কৃষকারীর কাগজ ও আপন বুদ্ধিক্রমে সে দাওয়ার বিষয়ে যাহা বুঝেন্ তাহাও লিখিয়া বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের নিকট পাঠাইয়া দেন্ যে তাঁহারদিগের দ্বারা কাগজপত্র শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হুজুরে দৃষ্টি হইয়া সে বিষয়ে সটীক ও চূড়ান্ত হুকুম হয় পরে জানা কর্ত্তব্য যে যাবৎ এমত ক্ষতি ও অপচয়ের দাওয়ার আরজীর উপর ফৌজের কি পল্টনের প্রধান ব্যক্তি আপন বিবেচনার কথা লিখিয়া দস্তখৎ না করেন্ তাবৎ সে আরজী কালেক্টর সাহেবের নিকট মঞ্জুর হইবেক না কিন্তু এমত দাওয়াকরণিয়া যদি আপন আরজীতে ফৌজের সরদারের দস্তখৎ না করাইতে পারিবার কোন বিশিষ্ট হেতু ও কারণ প্রমাণ করে ও তাহা যদি কালেক্টর সাহেবের প্রত্যয় ও সত্য বোধ হয় তবে তাঁহার ক্ষমতা আছে যে এমত ক্ষতির দাওয়ার আরজী সেই ফৌজের সরদারের নিকটে পাঠাইয়া দেন্ পরে যাবৎ তাঁহার নিকটহইতে কিছু উত্তর না আইসে তাবৎ কালেক্টর সাহেব সে দাওয়ার বিচার ও বিবেচনা করিবেন না ইতি।—১৮০৬ সা। ১১ আ। ৫ ধা। ২ প্র।

যে মতাচরণ হইবেক তাহার কথা।

আরজীতে যাবৎ ফৌজের সরদারের দস্তখৎ না হয় তাবৎ কোন প্রকারে তাহার বিবেচনা ও বিচার না হইবার কথা।

৭১। এই আইনের ২ দ্বিতীয় ধারানুসারে ফৌজের যাওনের সমাচার মাজিস্ট্রেট্ সাহেবের নিকটে পঁহুছিলে তাঁহার কর্ত্তব্য যে পোলীসের যে থানার সীমানার পথ দিয়া সেনাগণের যাইতে হইবেক সেই২ থানার দারোগাইত্যাদি আমলালোকদিগের নামে সৈন্যের সহকারিতা ও সহায়তাকরণার্থে হুকুমনামা লিখিয়া পাঠান্ যে তাহারা কোন প্রকারে সেনাগণের গমনে বিলম্ব ও বাধা না হইতে দেয় এবং খাদ্য সামগ্রীইত্যাদি যোগাইয়া দিবার নিমিত্তে কালেক্টর সাহেবের তরফহইতে যে ব্যক্তি ফৌজের প্রধান ব্যক্তির নিকটে রুজু থাকে তাহার সহিত একবাক্য হইয়া খাদ্য সামগ্রীইত্যাদি আবশ্যকী দ্রব্যজাত আনাইয়া প্রস্তুত করিয়া দেওনে কিছু ত্রুটি না করে আর ক্রয়বিক্রয়ের দ্রব্যসামগ্রীর মূল্যের বিষয়ে যদি বিরোধ ও বাদানুবাদ হয় তবে যথাসাধ্য তাহা মিটাইয়া দিয়া প্রজাইত্যাদি লোকদিগকে অভয় ও ভরসা দেয় ইতি।—১৮০৬ সা। ১১ আ। ৬ ধা।

ফৌজ যাওনের সমাচার মাজিস্ট্রেট্ সাহেবের নিকটে পঁহুছিলে তিনি আপন জিলার পোলীসের থানার দারোগাইত্যাদি আমলাকে যেং হুকুম দিবেন এবং তাহারা সেই হুকুমমতে যে প্রকার কার্য্য করিবেক তাহার কথা।

৭২। ইঙ্গরেজী ১৭৮৮ সালের ফিব্রুআরি মাসের ১ তারিখে ফৌজের বিষয়ে যে আইন নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহাতে এমত হুকুম নির্দ্ধার্য্য হইয়াছে যে সরকারের নিজ রাজ্যের মধ্যে কোন স্থানে কিছু ফৌজের কুচ অর্থাৎ সেনাগণের গমন করিতে হইলে তাহারদিগের সরদার অর্থাৎ প্রধান পক্ষদিগের কর্ত্তব্য যে যেং জিলা দিয়া তাঁহারদিগের যাওনের পথগমনকালীন সেইং জিলাতে সেনাগণের নিমিত্তে খাদ্য সামগ্রীইত্যাদি আবশ্যকী দ্রব্যজাত যথাযোগ্য প্রস্তুত ছিল কি না এ কথার সমাচার আপনারদিগের প্রধান সেনাপতি অর্থাৎ সকল সৈন্যের কর্ত্তা যে সাহেব তাঁহার নিকটে লিখিয়া পাঠান্ তদ্ব্যতিরেকে এক্ষণে সকল জিলার মাজিস্ট্রেট্ ও কালেক্টর সাহেব

সিপাহীহইতে কিম্বা ফৌজের সঙ্গের আর কোন লোকহইতে কোন বিরুদ্ধাচরণ ও অতিদৌরাত্ম্য হইলে তাহার বৃত্তান্ত মাজিস্ট্রেট ও কালেক্টর সাহেবেরা হুজুরে লিখিবার কথা।

দিগের উচিত যে গমনকালীন সেনাগণের নামে কিম্বা তাঁহারদিগের সঙ্গের লাগাড়িয়া লোকদিগের নামে যদি কোন দৌরাত্ম্য ও উৎপাত কিম্বা বিরুদ্ধাচরণকরণ ফলতঃ যাহাতে অত্যন্ত অপরাধ জন্মে তাহা করণের নালিশ উপস্থিত হয় তবে সে অপরাধের বৃত্তান্ত ও বিবরণ লিখিয়া বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের দ্বারা শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুরে পাঠাইয়া দেন্ ইতি।—১৮০৬ সা। ১১ আ। ৭ ধা।

কোন সাহেব কিম্বা অন্য যে কোন ব্যক্তির কোন স্থানে গমনকালে পথে কিছু প্রতিবন্ধক হইলে তাহার নিবারণার্থে দারোগা ইত্যাদি পোলীসের আমলালোকদিগের যে কর্ত্তব্য ও এবিষয়ে তাহারদিগের যেমত২ ক্ষমতা আছে তাহার কথা।

৭৩। কিছু সিপাহী সঙ্গে না থাকিয়া সরকারের ফৌজের সরদার কোন সাহেব কেবল আপনি কিম্বা আইনানুসারে সরকারের নিজ রাজ্যের মধ্যে গতিবিধিকরণের অনুমতি যাঁহার প্রতি আছে এমত অন্য কোন সাহেব অথবা এদেশীয় কোন লোক সরকারের কোন কর্ম্মনিমিত্তে কিম্বা আপন কার্য্যপ্রয়োজন কি চিত্তসুখের কারণ যদি সরকারের নিজ রাজ্যের মধ্যে কোন স্থানে গমন করেন্ ইহাতে যদি পথের মধ্যে কার্য্যক্রমে এমত কোন প্রতিবন্ধক ও বাধা জন্মে যে সে হেতুক অন্যের সহকারিতা ও সহায়তাব্যতিরিক্ত সেখানহইতে অন্যত্র গমন করা ভার ও কঠিন হয় তবে তাহার নিকটে যে পোলীসের থানা থাকে সেই থানার দারোগাইত্যাদি আমলারদিগের স্থানে আপন সহায় ও গমনের সুবিধা নিমিত্তে কাহার কিম্বা মজুর অথবা দাঁড়ী মালা কিম্বা ছকড়াগাড়ী কি বলদ অথবা খাদ্য ও পেয়দ্রব্যসামগ্রী ইহার যাহা প্রয়োজন হয় তাহা চাহিতে পারেন্ এমত অনুমতি আছে পরে পোলীসের থানার দারোগাইত্যাদি আমলালোকদিগের কর্ত্তব্য যে এমতে তাহারদিগের স্থানে প্রয়োজন মত যিনি যত কাহার কি মজুর কিম্বা দাঁড়ী অথবা বলদ কিম্বা গাড়ীইত্যাদি চাহেন্ তাহারদিগের থানার সীমানার মধ্যে থাকিয়া যাহারা পূর্ব্বাবধি কাহার ও মজুর ও দাঁড়ীমালার কর্ম্ম করিয়া আসিতেছে তাহার মধ্যহইতে তত জন কাহারইত্যাদি লোক ও চাস ও কৃষিকর্ম্মের বলদ ও গাড়ীছাড়া অন্য বলদ ও গাড়ী প্রয়োজনমতে যাহা উপযুক্ত হয় তাঁহাকে তাহা আনাইয়া দেয় ও সাধ্যপক্ষে যথোপযুক্ত সহায়তা ও সহকারিতা করে কিন্তু অত্যাবশ্যক জানা কর্ত্তব্য যে যে লোকেরা পূর্ব্বে কখন কাহার ও মজুর ও দাঁড়ীমালার কর্ম্ম করে নাই তাহারা তাহারদিগের আপন ইচ্ছাব্যতিরিক্ত এমত কর্ম্মের নিমিত্তে ধরা যাইবেক না ও যে বলদ ও গাড়ী পূর্ব্বে কখন এ প্রকার ভাড়া বহিয়াছিল এক্ষণে কৃষি কর্ম্মাদিতে নিযুক্ত হইয়াছে সে বলদ ও গাড়ী তাহার স্বামির অনিচ্ছাধীন ধরা যাইবেক না। পরে ইহাতে যদি দারোগাইত্যাদি পোলীসের আমলার মধ্যে কেহ এমত কর্ম্মের অযোগ্য কোন ব্যক্তিকে ধরে তবে ইঙ্গরেজী ১৮০৪ সালের ৫ আইনের দাঁড়ামতে আপন কর্ম্মের ভারহইতে তগীর অর্থাৎ অবসর হইবে আর উপরের হুকুমমতে কাহারইত্যাদি যত লোক কিম্বা গাড়ী ও বলদ এবং বলদীয়া কোন মুসাফের অর্থাৎ পথিকের সহায়তানিমিত্তে পোলীসের দারোগাইত্যাদি আমলার দ্বারা রুজু হইয়া মোট

মোটারী বহিয়া লইয়া যায় তাহারা সেই পথিককে সম্মুখ জিলার প্রথম থানায় পঁহুছাইয়া দিয়া আপন২ স্থানে আসিতে পারিবেক ইহার মধ্যে যে কোনব্যক্তি আপন ইচ্ছামতে পথিকের সঙ্গে যাওনের করারদাদ অর্থাৎ নিয়ম করে তাহাকে আপনকৃত নিয়মমতে পথিকের সঙ্গে যাইতে হইবেক আর দারোগা লোকের অত্যাবশ্যক ও উচিত যে এমত পথিক লোকের স্থানহইতে সমস্ত কাহার ও মজুর ও দাঁড়ী লোক ও গাড়ী ও বলদের বলদীয়ারা আপনারদিগের মেহনতানা অর্থাৎ শ্রমের ও ভাড়ার টাকা সেখানকার রীতিক্রমে যাহা ন্যায্য পাওনা হয় তাহা সমুদয় যাহাতে পায় তাহাতে মনোযোগ করে এবং যে কোন ব্যক্তি পথিক লোকদিগের স্থানে খাদ্য ও পেয় দ্রব্য সামগ্রী বিক্রয় করে সে আপন দ্রব্যের প্রকৃত মূল্য ঐ পথিকদিগের স্থানে পাইল কি না ইহারো তত্ত্বাবধান করে যদি না পাইয়া থাকে তো দেওয়াইয়া দেয় অতএব এমতে দারোগাইত্যাদি লোকের ক্ষমতা আছে যে কাহার ও মজুর ও দাঁড়ীমালার মজুরী এবং বলদের ও গাড়ীর ঠিকা ভাড়া চুক্তি করিয়া আপনারদিগের বিবেচনাক্রমে তাহার সমস্ত কিম্বা কতক টাকা পথিক লোকদিগের স্থানে আগামি চাহিয়া লয় ইহাতে যদি কোন পথিক ব্যক্তি নির্দ্ধারিত ঠিকা মজুরী ও ভাড়া না দিতে চাহেন্ তবে সরকারের কার্য্যকারকেরা এই আইনের হুকুমানুসারে তাহার পক্ষে সহায়তা ও সহকারিতা করিবেক না ইতি।—১৮০৬ সা। ১১ আ। ৮ ধা।

৭৪। যে সময়ে সরকারী ফৌজ চলে কিম্বা কোম্পানি ইঙ্গরেজ বাহাদুরের চিহ্নিত চাকর কলমপেশার কি ফৌজের সাহেবদিগের কি অন্য পথিকদিগের সরকারের কর্ম্মের কি স্বকার্য্যের নিমিত্তে কোন স্থানে যাইতে হয় তখন তাহাতে বিলম্ব ও বিতথা না হইবার নিমিত্তে মজুর ও বেগারলোক আনিয়া প্রস্তুতকরণেতে আপন২ ভারানুসারে সহায়তা করিতে ভূমির মালগুজারীতহসীলের ভারাক্রান্ত সাহেবলোকের ও তাঁহারদিগের এদেশী আমলাদিগের ও জিলা ও শহরের মাজিষ্ট্রেট সাহেবদিগের ও তাঁহারদিগের তাবে পোলীসের কার্য্যকারক লোকের ক্ষমতা থাকনের বিষয়ে ইঙ্গরেজী ১৮০৬ সালের ১১ আইনেতে যে২ হুকুম লেখা যায় সেই২ হুকুম রদ হইল ইতি।—১৮২০ সা। ৩ আ। ২ ধা।

ইঙ্গরেজী ১৮০৬ সালের ১১ আইনের লিখিত কোন২ কথা রদহওনের কথা।

৭৫। এই ধারানুসারে জানান যাইতেছে যে লোকদিগকে তাহারা মজুর ও বেগারইত্যাদি অন্য নামের লোক হওনহেতুক সরকারী কর্ম্মের আবশ্যকতার জন্যে কি বিশেষ২ ব্যক্তিদিগের আসান ও আরামের নিমিত্তে বারবরদারী করিতে তাহারদিগের অসম্মতিতে গ্রেফ্তার করিতে পুনঃ২ নিষেধ করা গেল ও মাজিষ্ট্রেট সাহেবদিগের এবং জাইণ্টমাজিষ্ট্রেট সাহেবদিগের সর্ব্ব প্রকারেতে উচিত যে এমত২ মোকদ্দমার সমস্ত ভাবগতিকের দৃষ্টে ও চলিত আইনের অনুসারে তাঁহারদিগের প্রতি অর্পণহওয়া ক্ষমতামতে উপরের প্রস্তা

লোকদিগকে তাহারদিগের অসম্মতিতে বারবরদারী করণের নিবারণ হওনের কথা।

ঐ নিবারণহওনার্থে মাজিষ্ট্রেট ও জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট

সাহেবদিগের যে তদবীর করিতে হইবেক তাহার কথা।

বিত রীতের সম্যকপ্রকারে নিবারণহওনার্থে এক্ষণকার চলিত আইনের মতে যেং তদবীর ও উপায় এবিষয়েতে যে সকল নালিশ তাঁহারদিগের নিকটে উপস্থিত হয় তাহার যথোপযুক্ত তজবীজকরণ ও যাহারদিগের উপর ঐ কসুর সাবুদ হয় তাহারদিগের প্রতি দণ্ডের হুকুম দেওনদ্বারা করা উপযুক্ত হয় তাহা করেন্ ইতি।—১৮২০ সা। ৩ আ। ৩ ধা।

২৪ অধ্যায়।

সায়ের।

১ ধারা।

বাঙ্গালা ও বেহার উড়িষ্যাতে সায়েরের বিষয়ে বিধি।

ইঙ্গরেজী ১৭৯০ সালের ১১ জুনের নির্দ্ধারিত সায়ের বাজে য়াপ্তী আইনের মধ্যের হুকুম।

সরকারের কার্য্যকারকদিগের দ্বারা হাসিল ও আবওয়াব লইবার কথা।

১। সেই আইনের ১ প্রথম ধারা এই যে উত্তরকাল কোন ভূম্যধিকারী কিম্বা অন্যের ক্ষমতা থাকিবেক না যে সায়েরাতের মোতালক কোন হাসিল ও আবওয়াব লয় ইহাতে কেবল এই কার্য্যের নিমিত্তে কোন২ আমলা নিযুক্ত হইয়া তাহারদিগের কর্ম্মচলনার্থে যে সকল আইন নির্দ্দিষ্ট হয় তদনুসারে তাহারদিগের মারফতে সরকারের তরফে ঐ সমস্ত হাসিল উসুল হইবেক।—১৭৯৩ সা। ২৭ আ। ২ ধা। ১ প্র।

উপরের নিষেধের মধ্যে ভূমির রাজস্বও বাটী আদির কেরায়া গণ্য না হইয়া তাহা পূর্ব্বমতে তাহার অধিকারিকে অর্শিবার কথা।

২। সেই আইনের ২ দ্বিতীয় ধারা এই যে অধিকারের মধ্যের ভূমি পত্তন আবাদের অনুসারে কিম্বা বাটী অথবা দোকান কিম্বা অন্য স্থান নির্ম্মাণের দ্বারা প্রতিমাসে কিম্বা সম্বৎসরে যে লাভ প্রসক্তি আছে কিম্বা পশ্চাৎ হয় সে সমস্তই প্রকৃতার্থে সেই ভূমির রাজস্ব ও বাটীদিগরের কেরায়া হাসিল ও আবওয়াবের ন্যায় নহে অতএব উপরের লিখিত নিষেধের মধ্যে সেই লাভ না জানা গিয়া যে ভূম্যধিকারিরা তাহার স্বত্ত্ববান ও হকদার হয় তাহারদিগেরে তাহা পূর্ব্বমতে অর্শিবেক।—১৭৯৩ সা। ২৭ আ। ২ ধা। ২ প্র।

গঞ্জওগয়রহের বাজেয়াপ্তে উপরের লিখিত প্রভেদ দৃষ্ট রাখিতে কালেক্টর সাহেবদিগেরে হুকুমের কথা।

৩। সেই আইনের ৩ তৃতীয় ধারা এই যে কালেক্টর সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে উপরের লিখিত হুকুমমতে গঞ্জ ও হাট ও বাজারসকলের বাজেয়াপ্তী হাসিলমাসুল ও রাজস্বাদির মধ্যে যে প্রভেদ ১ প্রথম ও ২ দ্বিতীয় প্রকরণে স্পষ্ট করা গেল তাহা সর্ব্বতোভাবে সাবধানে বহাল রাখেন এই রূপে যে ১ প্রথম প্রকরণের লিখিতের ন্যায়ের সমস্ত ওয়াসিলাৎ বিলাতকাতে অর্থাৎ প্রকৃতপ্রস্তাবে বাজেয়াপ্ত করেন

আর ২ দ্বিতীয় প্রকরণের লিখিতের ন্যায়ের ওয়াসিলাৎ বাজেয়াপ্ত না করেন।—১৭৯৩ সা। ২৭ আ। ২ ধা। ৩ প্র।

গঞ্জওগয়রহের এতমামের কারণ যোগ্য লোকদিগেরে নিযুক্ত করিয়া তাহারদিগেরে এই ধারার লিখিত হিসাব রাখিবার অর্থে হুকুম করিতে কালেক্টর সাহেবদিগের প্রতি তাকীদের কথা।

৪। সেই আইনের ৪ চতুর্থ ধারা এই যে কালেক্টর সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে আপনাদিগের মোতালক সীমাসরহদ্দের মধ্যের এক২ গঞ্জ ও হাট ও বাজারের এতমামের কারণ উপযুক্ত লোকদিগেরে নিযুক্ত করিয়া তাহারদিগেরে হুকুমকরেন্ যে আপনারদিগের সনহালের দরুণ ওয়াসিলাতের হিসাব বেওরা করিয়া রাখে আর যে যে রকম জিনিসের হাসিল লওয়া যায় তাহার রকম সেই হাসিলের বেওরা নিদর্শনে পৃথক২ লিখে এবং যে কোন স্থানের গতিক দৃষ্টে যে সকল কুহুম দেওয়া আবশ্যক জানেন্ তাহাছাড়া উপরের লিখিত যে সকল হুকুম সর্ব্ব সাধারণের মতে আছে তাহা সমস্তই সেই সকল লোকের প্রতি দেন্। ইহাতে সেই সকল হুকুমের বেওরা এক এই যে রাহাদারী ও চলন্তাওগয়রহের ন্যায় সরকারের নিষিদ্ধ সমস্ত হাসিল মৌকুফ রাখেন্। দ্বিতীয় এই যে খাস সওদার পদ্য ও দস্তুর এবং খাসের মতে জিনিস তৈয়ার ও বিক্রয়ের ক্ষমতা দূর করিয়া কালেকটর সাহেবের মঞ্জুরীতে ঐ মধ্যস্বরূপ সেই হাসিলের টাকার এওজে এক২ জিনিসের উপর হাসিল ধার্য্য করিয়া সেই টাকা তাহা তৈয়ার কিম্বা বিক্রয়ের কালে লন্। তৃতীয় এই যে এইক্ষণে যে সকল হাসিলমাসুলের চলন ও জারী আছে সে সমস্তই ঐ মর্ম্মদৃষ্টে যত সঙ্গত হয় তাহা এইক্ষণের শরেমাফিক সন হালের আখিরীতক উসুল করেন্।—১৭৯৩ সা। ২৭ আ। ২ ধা। ৪ প্র।

রাহাদারীওগয়রহের ন্যায় হাসিল মৌকুফের কথা।

খাসের মতে জিনিস তৈয়ার ও বিক্রয়ের পদ্য উঠাইবার কথা।

সঙ্গত হাসিল লইবার কথা।

এই ধারার লিখিত মর্ম্মযুক্তে হাসিলের হিসাবের খোলাসা সনহাল গত হইলে পর বোর্ড রেবিনিউতে পাঠাইতে কালেক্টর সাহেবদিগেরে হুকুমের কথা।

৫। সেই আইনের ৫ পঞ্চম ধারা এই যে হাল সাল গেলে পর হাসিল উসুলের কার্য্যে নিযুক্তহওয়া লোকেরা কালেক্টর সাহেবদিগের নিকটে যে হিসাব দেয় তাহাতে সেই সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে তাহার খোলাসাযুক্তে এক২ রকম হাসিলের বন্দোবস্ত কারণ যে সকল দাঁড়া ঠাহরেন্ তদর্থে যে যে বিষয়ের বৃত্তান্ত বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের জ্ঞাতহওনআবশ্যক তাহার বেওরা লিখিয়া ঐ বোর্ডের সাহেবদিগের নিকটে পাঠান্।— ১৭৯৩ সা। ২৭ আ। ২ ধা। ৫ প্র।

কালেক্টর সাহেবেরা হাসিল তহসীলের নিমিত্তে আমলা ঠাহরিবার কথা।

৬। সেই আইনের ৬ ষষ্ঠ ধারা এই যে কালেক্টর সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে আপনারদিগের সীমাসরহদ্দের মোতালকের মধ্যে সন হালের হাসিলমাসুল তহসীলের কারণ যত আমলা ঠাহরকরণ আবশ্যক জানেন্ তাহা করেন্ ও তাহারদিগেরে ঠাহরিতে সর্ব্বতোভাবে কেফাইৎ হইবার প্রতি দৃষ্টি রাখেন এবং তাহা মঞ্জুর ও গর মঞ্জুর করিবার ভার বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের প্রতি আছে ইহার উপরেও দৃষ্টি থাকে।—১৭৯৩ সা। ২৭আ। ২ ধা। ৬ প্র।

নিষ্করভূমির ম

৭। সেই আইনের ৭ সপ্তম ধারা এই যে আবকারীর হাসিল

সেওয়ায় নিষ্কর ভূমির মধ্যের গঞ্জ ও হাট ও বাজারওগয়রহের যে মাসুল কিছুই অদ্যাবধি সরকারে দাখিল না হইয়া থাকে তাহার যাহা সনহালে উমুল হয় তাহার মধ্যে বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের মঞ্জুরী আমলাদিগের আখরাজাতবাদে বাকী সমস্তই যাহারা সায়ের বাজেয়াপ্ত না হইলে তাহার স্বত্ত্ববান ও হকদার হইত তাহারদিগের স্থানে রসীদ লইয়া মাসে২ দেওয়া যাইবেক।—১৭৯৩ সা। ২৭ আ। ২ ধা। ৭ প্র।

ধ্যের গঞ্জওগয়রহের হাসিল যাহা উমুল হয় তাহা তাহার বৃত্তিভোগী অধিকারিদিগেরে দেওয়া যাইবার কথা।

৮। সেই আইনের ৮ অষ্টম ধারা এই যে যে সকল হাসিল বাজেয়াপ্ত হইয়াছে তাহাসেওয়ায় করসম্পর্কীয় ভূমির স্থিত জায়দাদদৃষ্টে ১০ দশসনী বন্দোবস্তের দাঁড়ানুসারে সরকারের জমা ধার্য্য হইবেক। আর আবকারীর মাসুলছাড়া সরকারের জায়দাদের মধ্যের কিম্বা শামিলের করসম্পর্কীয় ভূমির উপর গঞ্জ ও হাট ও বাজারওগয়রহের হাসিল যাহা পূর্ব্বাবধি থাকে ও সন হালে উমুল হয় তাহার মধ্যে মঞ্জুরী আমলার আখরাজাতবাদে যে বাকী থাকিবেক তাহার দশভাগের এক ভাগ সেই সকল ভূমির অধিকারিদিগেরে অর্শিবেক নয় ভাগ সরকার দাখিল হইবেক। পশ্চাৎ যদি সেই টাকার আপত্তি হয় তবে আদৌ কালেক্টর সাহেবের সাক্ষাৎ তাহার বিচার ও নিষ্পত্তি হইবেক তদনন্তর আপীলের দরখাস্ত দিবার জন্যে কালের নিয়ম শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হজুরের আইনের মতে নির্দ্ধারিত আছে সেই কালের মধ্যে যদি তাহার আপীলের দরখাস্ত বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের নিকটে গুজরে তবে তথায় তাহার আপীল হইতে পারিবেক।—১৭৯৩ সা। ২৭ আ। ২ ধা। ৮ প্র।

সায়েরের হাসিলছাড়া করসম্পর্কীয় ভূমির স্থিতের উপর সরকারের জমা ধার্য্য হইবার কথা।

করসম্পর্কীয় ভূমির সায়েরের হাসিলের দশমাংশ সেই ভূমির অধিকারিদিগেরে অর্শিবার কথা।

ঐ দশমাংশের আপত্তির মোকদ্দমার নিষ্পত্তি কালেক্টর সাহেবের সাক্ষাৎ ও তাহার আপীল বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের সমক্ষে হইবার কথা।

৯। সেই আইনের ৯ নবম ধারা এই যে যাহারা অদ্যাবধি আপনারদিগের কি করসম্পর্কীয় কি নিষ্কর ভূমির দরুণ গঞ্জ ও হাটও বাজারওগয়রহের হাসিল উমুল করিয়াছে তাহারদিগেরে সমাচার দেওয়া যাইবেক যে তাহারা কালেক্টর সাহেবের নিযুক্তকরা লোকদিগের সনহালের ওয়াসিলাতের হিসাবের রুজু লিখিবার কারণ আপনারদিগের পক্ষের লোক প্রবৃত্ত করিতে ক্ষমতা রাখিবেক আর রুজুনবীস প্রবৃত্ত হইলে কালেক্টর সাহেব আপন নিযুক্তকরা লোকদিগেরে হুকুম দিবেন যে তাহারা আপনারদিগের ওয়াসিলাতের যে হিসাব পাঠায় তাহাতে রুজুনবীসদিগের দস্তখৎ করায়।—১৭৯৩ সা। ২৭ আ। ২ ধা। ৯ প্র।

যাহারা ইহার পূর্ব্বে সায়েরের হাসিল উমুল করিয়া থাকে তাহারা কালেক্টর সাহেবের নিযুক্তকরা লোকদিগের সঙ্গে রুজুনবীস প্রবৃত্ত করিতে ক্ষমতা রাখিবার কথা।

১০। সেই আইনের ১০ দশম ধারা এই যে সকল গঞ্জ ও হাট ও বাজারওগয়রহের ভোগবানদিগেরে সংবাদ দেওয়া যাইতেছে

গঞ্জওগয়রহের ভোগবান দিগেরে

সায়েরের বাজেয়াপ্তীর এওজে যাহা দেওয়া যাইবেক তাহার কথা।

যে তাহারা শ্রীযুক্ত কোম্পানি বাহাদুরের সরকারের দেওয়ানী হই বার পূর্ব্বে কি কালক্রমের হাকিমের হুকুমমতে কি আদ্যোপান্তের দাঁড়াক্রমে যে হাসিল উসুল করিত তাহার প্রতি সরকারের বাসনা এমত আছে যে তাহারা সেই হাসিলের দ্বারা যে লাভের স্বত্ববান ছিল তাহার এওজ পশ্চাৎ দেওয়া যাইবেক অতএব সেই এওজের সংখ্যা নির্ণয়ের উত্তরসাধকতা সরকারে পাইবার নিমিত্তে সেই সকল গঞ্জওগয়রহের ভোগবানদিগের কর্ত্তব্য যে তাহারা যে নিদর্শনক্রমে গঞ্জওগয়রহের হাসিল লইয়াছে তাহার কৈফিয়ৎ কিম্বা শ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুরের দেওয়ানী হইবার পূর্ব্বে তাহারা গঞ্জওগরহ বসাইয়াছে ইহার প্রমাণ প্রয়োগের বেওরা ঐ কৈফিয়তদিগরের তলবে যে ইশ্‌তিহার নামা দেওয়া যাইবেক তাহার তারিখহইতে তিন মাসের মধ্যে কালেক্টর সাহেবদিগের নিকটে দেয়।—১৭৯৩ সা। ২৭ আ। ২ ধা। ১০ প্র।

ঐ এওজের স্বত্বের ও দাওয়ার প্রমাণ দাখিল হইবার কারণ মিয়াদ ধার্য্যের কথা।

গঞ্জওগয়রহের ভোগবানদিগের দেওয়া কৈফিয়ৎ বিবেচনা করিয়া এই ধারার লিখিত মর্ম্মযুক্তে আপনারদিগের রোয়দাদ বোর্ড রেবিনিউতে পাঠাইতে কালেক্টর সাহেবদিগেরে হুকুমের কথা।

১১। সেই আইনের ১১ একাদশ ধারা এই যে কালেক্টর সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে উপরের ধারার লিখিত কৈফিয়ৎ পাইলে তৎকালে কিম্বা তাহার পর যত ত্বরাতে হইতে পারে তাহার আদ্যোপান্তের ভালমন্দের বিবেচনা ও তহকীককরণে মনোযোগী হইয়া আপনারদিগের বিবেচিত বেওরা রোয়দাদের সারার্থ অর্থাৎ খোলাসা এবং ৫ পঞ্চম প্রকরণের লিখিত হিসাবের খোলাসা সনহাল গত হইলে পর বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের নিকটে পাঠান্ আর গঞ্জওগয়রহের হাসিল লইবার স্বত্বাধিকার কাহারো প্রকৃত আছে কি না এমত সন্দেহ হইলে ঐরূপ একং বিষয়ের প্রতি আপনারদিগের বিবেচনায় যাহা আইসে তাহাও সেই রোয়দাদওগয়রহের শামিলে পাঠান্। ঐ বোর্ডের সাহেবেরা তাহা পাইলে পর উচিত যে তাহার অপর যে সংবাদ জ্ঞাতহওন আবশ্যক হয় তাহা তলব করিয়া লইয়া সেই সকল রোয়দাদওগয়রহ সমেত সেই প্রত্যেক বিষয়ের প্রতি আপনারদিগের বিবেচনায় যে আইসে তাহা লিখিয়া শ্রীযুত গবর্নর জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হজুরে পাঠান্ ঐ শ্রীযুত তাহা পাইলে পর গঞ্জওগয়রহের অধিকারিদিগের সেই এওজ পাইবার অধিকারের ও তাহা দিবার প্রকারের নির্ণয় করিবেন।—১৭৯৩ সা। ২৭ আ। ২ ধা। ১১ প্র।

কালেক্টর সাহেবদিগের পাঠান রোয়দাদওগয়রহ পাইলে পর তাহা সায়েরাতের এওজ দিবার নিষ্পত্ত্যর্থে শ্রীযুতের হজুর কৌন্সেলে পাঠাইতে বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগেরে হুকুমের কথা।

যে কেহ এই আইনের অন্যথায় কিছু হাসিল লয় তাহার নামে সে নালিশ আদালতে হইয়া তাহার ত্রুটি প্রমাণপূর্ব্বকে জজ সাহেব যে মতে ডিক্রী

১২। সেই আইনের ১২ দ্বাদশ ধারা এই যে যে কেহ এই আইনের অন্যথা কিছু হাসিল লয় কিম্বা তাহা লইতে সুমার হয় তাহার নামে তদর্থে দেওয়ানী আদালতে নালিশ হইতে পারে আর দেওয়ানী আদালতের জজ সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে এমত সকল মোকদ্দমা উপস্থিত হইবার তারিখহইতে ১০ দশ দিনের মধ্যে তাহার বিচার ও নিষ্পত্তিতে মনোযোগী হইয়া আসামীর ত্রুটি প্রমাণ হইলে আদালতের খরচাসমেত সেই আসামীর শক্তিঅনুসারে এক ভারী

দণ্ডের ডিক্রী করিয়াদীর প্রাপ্তব্য অর্থাৎ হক্কে করিয়া তাহা নির্দ্ধা রিত উদ্যোগক্রমে উসুল করেন।—১৭৯৩ সা। ২৭ আ। ২ ধা। ১২ প্র।

করিবেন তাহার কথা।

১৩। সেই আইনের ১৩ ত্রয়োদশ ধারা এই যে যে সকল গঞ্জ কিম্বা হাট অথবা বাজারের মামুল বাজেয়াপ্ত হয় তাহার হাসিল হইতে যে সকল স্থানে লোকদিগের মুশাহেরা খয়রাতের মতে কিম্বা পুণ্যক্রিয়ার ব্যয়ার্থে নির্দ্দিষ্ট থাকে সে সকল স্থানের কালেক্টর সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে তাহার ফর্দ্দসমেত সেই সকল মুশাহেরা হই বার কালের ও তাহার সংখ্যার এবং যে খয়রাৎ মৌকুফ হইলে তাহারা ব্যামোহ পায় এমত খয়রাৎ পাইবার যোগ্য সেই মুশাহে রাদারেরা হয় কি না ইহার কৈফিয়ৎ লিখিয়া পাঠান।—১৭৯৩ সা। ২৭ আ। ২ ধা। ১৩ প্র।

সায়েরের মুশাহেরাদারদিগের ফর্দ্দ ও মুশাহেরা হইবার কাল ও তাহার সংখ্যা এবং তাহারা খয়রাৎ পাইবার যোগ্য কি না লিখিয়া পাঠাইতে কালেক্টর সাহেবদিগেরে হুকুমের কথা।

১৪। সেই আইনের ১৪ চতুর্দ্দশ ধারা এই যে শহর কলিকাতার সীমাসরহদ্দের মধ্যের গঞ্জ ও হাট ও বাজারসকলের প্রতি এ সকল দাঁড়া চলিবেক না।—১৭৯৩ সা। ২৭ আ। ২ ধা। ১৪ প্র।

শহর কলিকাতার সীমাসরহদ্দের মধ্যের গঞ্জওগয়রহের প্রতি এসকল দাঁড়া না চলিবার কথা।

১৫। সেই আইনের ১৫ পঞ্চদশ ধারা এই যে কালেক্টর সাহেব দিগের কর্ত্তব্য যে উপরের প্রকরণসকলের লিখিত হুকুম জারী ও চলনকরণে সর্ব্ব প্রকারে মনোযোগ রাখেন আর উচিত যে ঐ সকল হুকুম ও তাহার তরজমা পারসী ও বাঙ্গলা অক্ষর ও ভাষায় ছাপা হইয়া সমস্ত জিলায় সকলের জ্ঞাতসারের জন্যে প্রকাশ ও শোহরৎ হয় ইতি।—১৭৯৩ সা। ২৭ আ। ২ ধা। ১৫ প্র।

এই আইনের সকল হুকুম চালানের জন্যে এবং পারসী ওবাঙ্গলা ভাষায় তরজমাসমেত ইহা প্রচার হইবার প্রতি যথেষ্ট মনোযোগী হইতে কালেক্টর সাহেবদিগেরে হুকুমের কথা।

ইঙ্গরেজী ১৭৯০ সালের ২৩ জুনের নির্দ্ধারিত আইনের মধ্যের হুকুম।

১৬। ইঙ্গরেজী ১৭৯০ সালের ১১ জুনের নির্দ্ধারিত আইনের ৭ সপ্তম ও ৮ অষ্টম ধারানুসারে হুকুম আছে যে করসম্পর্কীয় ও নিষ্কর ভূমির মধ্যের গঞ্জ ও হাট ও বাজার সকলের সনহালের হাসিল উসুলের কারণ সরকারের তরফ যে সকল আমলা নিযুক্ত হয় তাহারদিগের আখরাজাৎ সেই সকল হাসিলহইতে দেওয়া যাইবেক এইক্ষণে এমত হুকুম হইল যে পশ্চাৎ সেই আখরাজাৎ সরকারহইতে দেওয়া যাইবেক অতএব কালেক্টর সাহেবদিগেরে হুকুম আছে যে সেই সকল গঞ্জওগয়রহের ভোগবান দিগেরে তাহার হাসিল আমলাদিগের আখরাজাৎ কর্ত্তন না করিয়া সমস্তই দিতে থাকেন ইতি।—১৭৯৩ সা। ২৭ আ। ৩ প্র।

সায়েরের হাসিল উসুলের কারণ সরকারহইতে যে আমলারা নিযুক্ত হয় তাহারদিগের আখরাজাৎ উত্তরকাল সরকারহইতে দেওয়া যাইবার কথা।

ইঙ্গরেজী ১৭৯০ সালের ২৮ জুলাইর নির্দ্ধারিত সায়েরাতের হাসিল মৌকুফের আইনের মধ্যের হুকুম।

সায়েরাতের তহসীলের সিরিস্তায় বেশীতলবের দৌরাত্ম্য নিবারণাদির এবং যাবৎ নিষ্কর ভূমির মধ্যের ক্ষুদ্র গঞ্জওগয়রহের বৃত্তিভোগী অধিকারিদিগের এওজ মুশাহেরার ধার্য্য না হয় তাবৎ তাহার আনওয়ানে কিঞ্চিৎ২ সরকারহইতে তাহারা পাইবার কথা।

১৭। পূর্ব্বে সায়েরাৎ তহসীলের সিরিস্তার প্রতি বেশী তলবের যে দৌরাত্ম্য হইয়াছিল তাহার নিবারণার্থে এবং তাহার নিবারণের দ্বারা মহাজনী ব্যাপারের প্রতুল এবং এদেশস্থ প্রজাবর্গের বিহিত যাহা জানা আছে তন্নিমিত্তে এমত নির্দ্ধারিত হইয়াছিল যে সেই সকল হাসিল ধার্য্য ও তহসীলের ক্ষমতা ভূম্যধিকারিদিগের হস্তহইতে উঠিয়া সরকারে থাকে কিন্তু ঐ বাঞ্ছা সফলার জন্যে এইক্ষণে শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হজুরে এমত নির্দ্ধারিত হইল যে সরকারী হাসিলছাড়া হিন্দুদিগের তীর্থ ও তপস্যার স্থান গয়াপ্রভৃতির যাত্রিদিগের মাসুলের আর পূর্ব্বের হুকুমসকলের মতে যে আবকারীর হাসিলের তহসীল সরকারের কর্ত্তব্য আছে এবং শহর কলিকাতার সীমাসরহদ্দের মধ্যের গঞ্জ ও হাট ও বাজারসকলের হাসিল এবং ইঙ্গরেজী ১৭৯০ সালের ১১ জুনের নির্দ্ধারিত আইনক্রমে যে সকল মাসুল ভূম্যধিকারী ও গঞ্জওগয়রহের ভোগবানদিগেরে দেওয়া গিয়াছে অর্থাৎ যাহাকে সেই সকল অধিকারের মধ্যের স্থান স্থানের ভূমির রাজস্ব এবং বাটী ও দোকানওগয়রহের কেরায়া ও ফলকর ও জলকর ও বনকর বলা যায় এতদ্ভিন্ন যে যে হাসিল ও আবওয়াবওগয়রহ ওয়াসিলাৎ সায়েরাতের নামে খ্যাত সাহেবলোক কি এদেশের অধিকারিদিগের মারফতে কি তাঁহারদিগের নিজার্থে কি সরকারের তরফে তিন সুবার মধ্যের সকল গঞ্জ ও হাট ও বাজারসকলে উসুল হইত তাহা সমস্তই মৌকুফ হইয়া তাহার এওজের নিমিত্তে ঐ শ্রীযুত এমত নির্দ্ধারণ করিয়াছেন যে সরকারের নিষিদ্ধ হাসিলসেওয়ায় অন্য হাসিল মাসুলের ওয়াসিলাতের ১০ দশ বৎসরের অনূর্দ্ধ যত সনের হিসাব মিলে তাহার মধ্যম অর্থাৎ গড়ে হারহারির আনওয়ানে যাহা আখরাজাৎ বাদে হয় তাহাই সেই এওজের ধার্য্য হইয়া ইঙ্গরেজী ১৭৯০ সালের ১১ জুনের আইনে করসম্পর্কীয় ও নিষ্কর ভূমির সম্পর্কে পৃথক২ যে যে হুকুম লেখা আছে তদনুসারে তাহার বিভাগ করা যায় অতএব কালেক্টর সাহেবদিগের হুকুম হইয়াছে যে আপনারদিগের নিযুক্ত করা আমলাদিগেরে গঞ্জ ও হাট ও বাজারসকলহইতে উঠাইয়া এওজ নির্দ্ধারণের কারণ হিসাবকিতাবের যে কাগজপত্র আবশ্যক হয় তাহা অব্যাজে ঐ বোর্ডের সাহেবদিগের নিকটে পাঠান আর ভূম্যধিকারিওগয়রহের সায়েরাতের হাসিল উসুলের সম্পর্কীয় যে সকল নিদর্শনী লিখনাদির কৈফিয়ৎ লিখিয়া পাঠাইতে পূর্ব্বে কালেক্টর সাহেবদিগেরে হুকুম হইয়াছে তাহাও ঐ হিসাবের সঙ্গে পাঠাইয়া দেন অতএব শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলে বোধ হইল যে নিষ্কর ভূমির মধ্যের ক্ষুদ্র২ গঞ্জ ও হাট ও বাজারের বৃত্তিভোগী যে অধিকারিদিগের দিনপাতের ডৌল সেই গঞ্জওগয়রহের হাসিলের উৎপন্ন ও আমদানীর উপরেই নির্ভর রহিয়াছে

তাহারদিগের প্রতিপালনের তত্ত্ববার্ত্তা যদি এমত সায়েরাতের মৌকুফে তাহার এওজ নির্দ্দিষ্ট হইবার কালপর্য্যন্ত না লওয়া যায় তবে তাহারদিগের ভাগ্যে অনেক ক্লেশ ও দুঃখ হইতে পারে। এপ্রযুক্ত ঐ শ্রীযুত কালেক্টর সাহেবদিগেরে হুকুম করিয়াছেন যে এমত সকল লোকের গতিকের প্রমাণ পূর্ব্বকে যত টাকা মুশাহেরা দেওয়ান উচিত জানেন্ তাহা তাহারদিগেরে দেওয়ান্ ইহাতে সেই টাকা পশ্চাৎ তাহারদিগের নিমিত্তে যে মুশাহেরার ধার্য্য হয় তাহাহইতে কর্ত্তন হইবেক কিন্তু কোন সময়েই কর্ত্তব্য নহে যে সেই মুশাহেরার টাকা ঐ হাসিলের উৎপন্ন আমদানীহইতে যাহা আখরাজাৎবাদে অদ্যাবধি প্রতিমাসে তাহারদিগের অর্শে তাহার অতিরিক্ত হয় ইতি।—১৭৯৩ সা। ২৭ আ। ৪ ধা।

ইঙ্গরেজী ১৭৯০ সালের ৬ আগস্তের নির্দ্ধারিত আইনের মধ্যের হুকুম।

যে ভূমিতে এইক্ষণে হাট ও বাজার আছে তথায় বিক্রয়কারকেরা আপনারদিগের দ্রব্য সামগ্রী বিনাখরচাতে বিক্রয় করিবার কথা।

১৮। যে ভূমিতে হাট ও বাজার আছে তাহার স্বত্বাধিকার ভূম্যধিকারির হস্তে ও সে ভূমি পূর্ব্বমতে প্রজাবর্গের প্রয়োজনার্থে রহিবেক এবং তহবাজারী নামের হাসিল আর যাহারা আপনারদিগের দ্রব্যসামগ্রী গঞ্জ ও হাট ও বাজারসকলে তথাকার ছোট২ ছপ্পরআদির নীচে কিম্বা পথে রাখিয়া বিক্রয় করে সে নামে খ্যাত অপর যে যে মাসুল তাহারদিগের স্থানে ইহার পূর্ব্বে লওয়া যাইত সে হাসিল সমস্তই ইঙ্গরেজী ১৭৯০ সালের ২৮ জুলাইর নির্দ্ধারিত আইনের মতে মৌকুফ হইয়া তাহার এওজক্রমে এক ডৌল ভূম্যধিকারিদিগের অর্শিবেক অতএব তাহারা সেই এওজের টাকা না পাইবাপর্য্যন্ত তাহারদিগের এমতাধিকার থাকিবেক না যে যে ভূমির গঞ্জ ওগয়রহের হাসিল মাসুল তাহার রাজেস্বের ন্যায় ছিল সে ভূমিতে অন্যকার্য্য করে কিম্বা যাহারা আপনারদিগের দ্রব্যসামগ্রী তথায় বিক্রয়ের জন্যে পশ্চাৎ আনে তাহারদিগের স্থানে কিছু হাসিল চাহে এইহেতুক যে ভূমিতে এইক্ষণে হাট ও বাজার আছে তাহা পূর্ব্বমতে দ্রব্যসামগ্রীর বিক্রয়কারকদিগের বিনাখরচাতে তাহারদিগের ক্রয়বিক্রয়ের প্রয়োজনে আসিবেক ইতি।—১৭৯৩ সা। ২৭ আ। ৫ ধা। ১ প্র।

উপরের প্রকরণানুসারে দোকানআদির কেরায়া লইতে ভূম্যধিকারিদিগেরে নিষেধ না থাকিবার কথা।

১৯। উপরের প্রকরণের লিখিত দাঁড়াক্রমে ভূম্যধিকারিদিগের প্রতি এমত নিষেধ না জানা যায় যে তাহারা চিরকালের জন্যে দোকানআদির যে সকল ঘর বান্ধিয়া থাকে তাহার মাসং কিম্বা সালিয়ানা যে কেরায়া ইঙ্গরেজী ১৭৯০ সালের ১১ জুনের নির্দ্ধারিত আইনের অনুসারে তাহারদিগের ন্যায্য প্রাপ্তব্য সে কেরায়া না লয় ইতি।—১৭৯৩ সা। ২৭ আ। ৫ ধা। ২ প্র।

ইঙ্গরেজী ১৭৯১ সালের ৮ আপ্রিলের নির্দ্ধারিত
আইনের মধ্যের হুকুম।

নিষ্করভোগিদিগের সায়েরাৎ মৌকুফের এওজের মত স্থিরের কথা।

২০। ইঙ্গরেজী ১৭৯০ সালের ১১ জুনের নির্দ্ধারিত আইনের লিখনানুসারে সায়েরাৎ মৌকুফের এওজের প্রতি নিষ্করভোগিদিগের স্বত্বাধিকার প্রমাণ হইলে পর সেই এওজের টাকা হয় নগদে না হয় সালিয়ানা ফিশতে ১২ বার টাকার হিসাবে সুদী খতের অনুসারে যেপর্য্যন্ত সেই খতের আসল টাকা দেওয়া সরকারে মঞ্জুর হয় সেইপর্য্যন্ত তিন২ মাসব্যাজে যে কালেকৃটর সাহেবের জিলায় সীমাসরহদ্দে যে গঞ্জওগয়রহ থাকে সেই কালেকৃটর সাহেবের মারফতে দেওয়া যাইবেক আর এরূপ সকল খতের আসল টাকার সংখ্যানিরূপণের অর্থে এমত ধার্য্য হইল যে আসল এত টাকার নিরূপণ করা যায় যে তাহার সুদ সম্বৎসরে নিষ্করভোগিদিগের সায়েরের হাসিলক্রমে যত লাভ হইত তাহার মধ্যে আখরাজাৎবাদে বাকীর সংখ্যার সমান হয়।—১৭৯৩ সা। ২৭ আ। ৬ ধা। ১ প্র।

করসম্পর্কীয় ভূম্যধিকারি দিগেরে সায়েরাৎ মৌকুফের এওজ টাকা দিবার মতের কথা।

২১। ইঙ্গরেজী ১৭৯০ সালের ১১ জুনের নির্দ্ধারিত আইনের অনুসারে সায়েরাৎ মৌকুফের প্রতি করসম্পর্কীয় ভূম্যধিকারিদিগের স্বত্বাধিকার প্রমাণ হইলে পর যে অধিকারিরা নিজে আপনারদিগের অধিকারভূমির বন্দোবস্ত সরকারের সহিত করে তাহারদিগের জমায় তাহারা সায়েরাতের হাসিল যত টাকা উসুল করিত তাহার মধ্যে আখরাজাৎবাদে বাকী মিনাহ হইবেক অতএব সায়েরাতের হাসিলের যে দশমাংশ দেওয়ার মৌকুফের এওজ ধার্য্য হইয়া মিনাহী অঙ্কের তলে গিয়াছে এবং যে সকল ভূম্যধিকারির অধিকারভূমি সংপ্রতি ইজারদারদিগের ইজারায় আছে ও পশ্চাৎ ইজারা হয় তাহার এমত করারদাদ ইজারদারদিগের সহিত হইবেক যে সরকারের জমাছাড়া নির্দ্ধারিত এওজের যত টাকা হয় তাহা সেই ভূম্যধিকারিদিগেরে দেয় আর সেই এওজের টাকা পাইবার অর্থে ভূম্যধিকারিদিগের মনস্থির ও খাতিরজমার নিমিত্তে এক২ সনন্দ তাহারা পূর্ব্বে সায়েরাতের সালিয়ানা হাসিলের যত টাকা আখরাজাৎবাদে পাইত তাহার এবং তাহার দশমাংশের যে টাকা তাহা মৌকুফের এওজক্রমে তাহারদিগের ন্যায্য প্রাপ্তব্য ইহার আর সেই টাকা তাহা মোকুফের এওজক্রমে তাহারদিগের ন্যায্য প্রাপ্তব্য ইহার আর সেই টাকা উপরের লিখনানুসারে তাহারা পাইবেক এই নিদর্শনে বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের মোহর ও দস্তখতে সেই প্রত্যেক ভূম্যধিকারিকে দেওয়া যাইবেক ইতি।— ১৭৯৩ সা। ২৭ আ। ৬ ধা। ২ প্র।

ইঙ্গরেজী ১৭৯১ সালের ১৫ আপ্রিলের নির্দ্ধারিত
আইনের মধ্যের হুকুম।

ইঙ্গরেজী ১৭৯১

২২। সুবেজাৎ বাঙ্গালা ও বেহারের মধ্যে জিলা বর্দ্ধমান ও অন্য২

স্থানে ইহার পূর্ব্বে অনেক ভূমি ১০ দশসনের মুদ্দতে ইজারদারদিগের ইজারায় রাখা গিয়াছে ইহাতে যদি ভূম্যধিকারিদিগের সায়েরাৎ মৌকুফের এওজ টাকা ইজারদারদিগের জমায় কমী না হইয়া সেই ইজারদারদিগের স্থানে তলব হইত তবে নিতান্তই অন্যায় দর্শিত এপ্রযুক্ত এবং যে ভূম্যধিকারিরা আপনারদিগের অধিকার ভূমিতে বেএখ্তিয়ার থাকে তাহারা ইঙ্গরেজী ১৭৯১ সালের ৮ আপ্রিলের নির্দ্ধারিত আইনের লিখিত ডৌলের বহির্ভূতে ঐ এওজের সমস্ত টাকা সরকারহইতে পাইলেও ইহাতে সরকারের ক্ষতি বোধ হয় না এইহেতুক যে যদি ইজারা হইবার কালে ঐ এওজের টাকা দেওয়া ইজারদারদিগের শিরে পড়িত তবে সেই ইজারদারেরা ঐ টাকাকমী বাদে আপনারদিগের ইজারার করারদাদ করিত অতএব ঐ ৮ আপ্রিলের নির্দ্ধারিত আইনের হুকুম নীচের লিখনানুসারে পরিস্কার ও দুরস্ত করা গেল।—১৭৯৩ সা। ২৭ আ। ৭ ধা। ১ প্র।

সালের ৮ আপ্রিলের সরকারের মালগুজারদিগের সায়েরাৎ মৌকুফের এওজ পাইবার অর্থে যে আইন হইয়াছে তাহার হুকুম শুদ্ধ করিবার কথা।

২৩। ইঙ্গরেজী ১৭৯০ সালের ১১ জুনের নির্দ্ধারিত আইনের অনুসারে সায়েরাতের হাসিল মৌকুফের এওজের প্রতি সরকারের করসম্পর্কীয় ভূম্যধিকারিদিগের স্বত্বাধিকার প্রমাণ হইলে পর যে ভূম্যধিকারিরা নিজে আপনারদিগের অধিকারভূমির বন্দোবস্ত সরকারের সহিত করে তাহারদিগের জমায় তাহারা সায়েরাতের হাসিল যত টাকা উসুল করিত তাহার মধ্যে আখরাজাৎবাদে বাকী মিনাহ হইবেক অতএব সায়েরাতের হাসিলের যে দশমাংশ তাহার মৌকুফের এওজে নির্দ্ধারিত হইয়া মিনাহ অঙ্কের তলে গিয়াছে এবং যে সকল ভূম্যধিকারির ভূমি সংপ্রতি ইজারদারদিগের ইজারায় কিম্বা সরকারের খাসতহসীলে আছে অথবা পশ্চাৎ আইসে তাহারদিগেরে সেই এওজের টাকা তিন২ মাসব্যাজে যে জিলার মধ্যে যে গঞ্জওগয়রহ থাকে সেই জিলার কালেক্টর সাহেবের মারফতে সরকারের তরফহইতে দেওয়া যাইবেক। আর সেই এওজী টাকা পাইবার অর্থে ভূম্যধিকারিদিগের খাতিরজমার কারণ এক২ সনন্দ তাহারা পূর্ব্বে সায়েরাতের সালিয়ানা হাসিলের যত টাকা আখরাজাৎবাদে পাইত তাহার এবং তাহার দশমাংশের যে টাকা তাহা মৌকুফের এওজক্রমে তাহারদিগের ন্যায্য প্রাপ্তব্য ইহার আর সেই টাকা উপরের লিখনানুসারে যাবৎ সেই অধিকারিদিগের ভূমির বন্দোবস্ত তাহারদিগের সহিত হইয়া জমায় মিনাহের দ্বারা না পায় ও সেই টাকা উসুল করিবার অধিকার তাহারদিগের না থাকে তাবৎ সেই অধিকারিরা পাইবেক ইহার নিদর্শনে বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের মোহরও দস্তখতে সেই অধিকারিদিগের এক২ জনকে দেওয়া যাইবেক ইতি।—১৭৯৩ সা। ২৭ আ। ৭ ধা। ২ প্র।

উপরের প্রকরণে যে আইনের প্রস্তাব লেখা গেল তাহা দুরস্ত হইবার দেওয়া কথা।

ইঙ্গরেজী ১৭৯১ সালের ২৪ জুনের নির্দ্ধারিত আইনের মধ্যের হুকুম।

২৪। ইঙ্গরেজী ১৭৯১ সালের ১৫ আপ্রিলের নির্দ্দিষ্ট আইনের

অনুপযুক্ত ভূম্য

ধিকারিদিগের সায়েরাৎ মৌকুফের টাকা দিবার মতের কথা।

মন্তাচরণ করণের বিষয়ে এমত সন্দেহ জন্মিয়াছে যে কর্ম্মরণের অযোগ্য ভূম্যধিকারিদিগকে যে দশমাংশ এওজ দেওয়া যাইবেক তাহা তাহারদিগের ভূমির জমায় কমীদেওনদ্বারা দেওয়া যাইবেক কি সরকারহইতে নগদ টাকার দ্বারা দেওয়া যাইবেক কেননা তাহারদিগের ভূমি খাসতহসীলের নামে থাকিলেও বস্তুতঃ ঐ ভূম্যধিকারিদিগের হিতার্থে তাহার সরবরাহ হয় এবং নিরূপিত রাজস্বের অতিরিক্ত যত তহসীল হয় তাহা তাহারদের নামে জমা হয় এপ্রযুক্ত স্পষ্ট করা যাইতেছে যে সেই এওজের টাকা যেরূপে অধিকারভূমির বন্দোবস্ত তাহার অধিকারির সহিত হইবার গতিকে দেওয়া যাইত সেইরূপেই দেওয়া যাইবেক এতাবতা বাজেয়াপ্তী ও মৌকুফী সায়েরাতের হাসিলের মধ্যে দশমাংশ যত টাকা এওজের অর্থে লেখা যায় তত টাকা ভূম্যধিকারিদিগের অধিকারভূমির নূতন জমায় মিনাহ হইবেক কিম্বা যদি তাহারদিগের কোন অধিকারভূমির বন্দোবস্ত হয় তবে সায়েরাতের হাসিলের কারণ কেবল সে ভূমির স্থির ও জায়দাদ দৃষ্টে পুনরায় সেই দশমাংশের অনুসারের টাকা তাহারদিগের জমায় মিনাহ পড়িবেক ইতি।—১৭৯৩ সা। ২৭ আ। ৮ ধা।

ইঙ্গরেজী ১৭৯১ সালের ২৩ দিসেম্বরের নির্দ্ধারিত আইনের মধ্যের হুকুম।

একং নিষ্কর ভোগিকে সায়ের মৌকুফের এওজ টাকা লইবার জন্যে একং সনন্দ দিতে বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগেরে হুকুমের কথা।

২৫। বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে নিষ্কর ভোগিদিগের ভূমির মধ্যের গঞ্জ ও হাট ও বাজারসকলের দরুণ সায়েরাৎ মোকুফের এওজ যত টাকা নিষ্কর ভোগিদিগেরে অর্শে তাহা পূর্ব্বানুসারে তাহারা পাইবার কারণ তাহারদিগের একং জনকে একং সনন্দ আপনারদিগের মোহর ও দস্তখতে দেন্ ইতি।—১৭৯৩ সা। ২৭ আ। ৯ ধা।

ইঙ্গরেজী ১৭৯২ সালের ২০ আপ্রিলের নির্দ্ধারিত আইনের মধ্যের হুকুম।

সায়েরাতের অধিকারিদিগেরে যে সকল সনন্দ দেওয়া যাইবেক তাহার পাঠের কথা।

২৬। করসম্বন্ধীয় ও নিষ্কর ভূমির মধ্যের গঞ্জ ও হাট বাজার সকলের অধিকারিদিগেরে যে সকল সনন্দ দেওয়া যাইবেক তাহার পাঠের বেওরা নীচে লেখা গেল।—১৭৯৩ সা। ২৭ আ। ১০ ধা। ১ প্র।

নিষ্কর ভোগিদিগেরে সনন্দ দিবার পাঠের কথা।

২৭। অমুক জিলার মোতালক অমুক গ্রামের শ্রীঅমুক প্রতি আগে তুমি অমুক জিলার মধ্যের অমুক নামে খ্যাত গঞ্জ কিম্বা হাট অথবা বাজারে সায়েরাতের হাসিল যাহা লইতা তাহা লইতে এইক্ষণে শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হুজুরহইতে নিষেধ হইয়াছে তুমি তাহার এওজ পাইবার হকদারীর প্রমাণ ইঙ্গরেজী ১৭৯০ সালের ১১ জুনের নির্দ্ধারিত আইনের ১০ দশম ধারার লিখিত হুকুমমতে দিলা অতএব তোমাকে ঐ শ্রীযুতের হুজুরের

অমুক২ তারিখের হওয়া হুকুমের অনুসারে অর্শিতেছে যে তুমি এই নির্দ্ধার্য্যক্রমে যে ঐ গঞ্জ ও হাট অথবা বাজারের সালিয়ানা হাসিলের মধ্যে আখরাজাৎবাদে বাকীর তায়দাদের সমান মবলগে এত টাকা হয় ইহা অমুক জিলার কালেকৃটর সাহেবের স্থানে তিন২ মাসের কিস্তিক্রমে পাইবা ইহাতে ইঙ্গরেজী ১৭৯০ সালের ১১ জুনের হওয়া ঐ শ্রীযুতের হজুরের হুকুমমাফিক ঐ গঞ্জ কিম্বা হাট অথবা বাজারের হাসিল যে তারিখহইতে বাজেয়াপ্ত হইয়াছে সেই তারিখের পর যদি তাহার কিছু হাসিল উসুল না হইয়া থাকে তবে এ টাকা দেওয়া যাইবেক কিন্তু জানিবা যে এই এওজের টাকা কেবল যাবৎ ঐ শ্রীযুত অন্য ডৌলে দিবার বিবেচনা না করেন্ তাবৎ উপরের লিখনানুসারে কালেকৃটর সাহেবের মারফতে দেওয়া যাইবেক এতদর্থে সনন্দপত্র দেওয়া গেল।—১৭৯৩ সা। ২৭ আ। ১০ ধা। ২ প্র।

২৮। অমুক জিলা কিম্বা সুবার মধ্যের অমুক স্থানের জমীদার কিম্বা তালুকদার শ্রী অমুক প্রতি আগে তোমার জমীদারী কিম্বা তালুক সরকারের খাসতহসীলে কিম্বা ইজারদারের ইজারায় আছে তুমি অমুক জিলার মধ্যের অমুক নামে খ্যাত গঞ্জ কিম্বা হাট অথবা বাজারে ইহার পূর্ব্বে সায়েরাতের হাসিল যাহা লইতা তাহা লইতে এইক্ষণে শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হজুরহইতে নিষেধ হইয়াছে তুমি তাহার এওজ পাইবার হকদারীর প্রমাণ ইঙ্গরেজী ১৭৯০ সালের ১১ জুনের নির্দ্ধারিত আইনের ১০ দশম ধারার লিখিত হুকুমমতে দিলা অতএব তোমাকে ঐ শ্রীযুতের হজুরের অমুক২ তারিখেরহওয়া হুকুমের অনুসারে অর্শিতেছে যে তুমি এই নির্দ্ধার্য্যক্রমে যে ঐ গঞ্জ কিম্বা হাট অথবা বাজারের সালিয়ানা ওয়াসিলাৎ মবলগে এত টাকার অন্দরে আখরাজাৎবাদে বাকীর দশমাংশ মবলগে এত টাকা হয় ইহা অমুক জিলার কালেক্টর সাহেবের স্থানে তিন২ মাসের কিস্তিক্রমে পাইবা ইহাতে ইঙ্গরেজী ১৭৯০ সালের ১১ জুনের হওয়া ঐ শ্রীযুতের হজুরের হুকুমমাফিক ঐ গঞ্জ কিম্বা হাট অথবা বাজারের হাসিল যে তারিখহইতে বাজেয়াপ্ত হইয়াছে সেই তারিখের পর যদি তাহার কিছু হাসিল উসুল না হইয়া থাকে তবে এটাকা দেওয়া যাইবেক কিন্তু জানিবা যে এই এওজের টাকা কেবল যাবৎ ঐ জমীদারী কিম্বা তালুকের বন্দোবস্ত এই সনন্দপ্রাপ্ত তুমি কিম্বা তোমার উত্তরাধিকারির সঙ্গে হইয়া জমায় মিনাহ পড়িবার দ্বারা নিষ্পত্তি না হইতে পারে তাবৎ উপরের লিখনানুসারে কালেকৃটর সাহেবের মারফতে দেওয়া যাইবেক তদর্থে সনন্দপত্র দেওয়া গেল।—১৭৯৩ সা। ২৭ আ। ১০ ধা। ৩ প্র।

সরকারের যে মালগুজার দিগের জমীদারী কিম্বা তালুক সরকারের খাসতহসীলে অথবা ইজারদারের ইজারায় থাকে তাহার দিগের সনন্দের পাঠের কথা।

২৯। গোবিন্দগঞ্জের অধিকারির বিষয় অন্য ভূম্যধিকারিদিগের বিষয়ের বাহির একারণ তাহাকে নীচের লিখিত পাঠক্রমে এক

গোবিন্দ গঞ্জের অধিকারিকে যে

সনন্দ দেওয়া যাই বেক তাহার পাঠে র কথা।

সনন্দ দেওয়া যাইবেক। শ্রীরাধাগোবিন্দ সিংহ প্রভৃতি আগে তুমি জিলা নদীয়ার মোতালক গোবিন্দগঞ্জ নামেখ্যাত গঞ্জে ইহার পূর্ব্বে সায়েরের হাসিল যাহা লইতা তাহা লইতে এইক্ষণে শ্রীযুত গবর্ নর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হজুরহইতে নিষেধ হইয়াছে তুমি তাহার এওজ পাইবার হকদারী প্রমাণ ইঙ্গরেজী ১৭৯০ সালের ১১ জুনের নির্দ্ধারিত আইনের ১০ দশম ধারার লিখিত হুকুম মতে দিলা অতএব তোমাকে ঐ শ্রীযুতের হজুরের ইঙ্গরেজী ১৭৯২ সালের ৩ ফিব্রুআরির হওয়া হুকুমক্রমে অর্শিতেছে যে তুমি এই নির্দ্ধার্য্যক্রমে যে মবলগে ৩৪৬৭/১৭৫ তিন হাজার চারিশত সাত ষট্টি টাকা এক আনা সতর গণ্ডা তিন কড়া সরকারের রাজস্ব ১০০ একশত টাকা ও আখরাজাৎবাদে ঐ গঞ্জের সালিয়ানা হাসিলের তায়দাদের সমান হয় তাহা ঐ জিলার কালেক্টর সাহেবের স্থানে তিন মাসের কিস্তিক্রমে পাইবা ইহাতে ইঙ্গরেজী ১৭৯০ সালের ১১ জুনের হওয়া ঐ শ্রীযুতের হজুরের হুকুমমাফিক ঐ গঞ্জের হাসিল যে তারিখহইতে বাজেয়াফ্ত হইয়াছে সেই তারিখের পর যদি তাহার কিছু হাসিল উসুল না হইয়া থাকে তবে এ টাকা দেওয়া যাইবেক কিন্তু জানিবা যে এই এওজের টাকা কেবল যাবৎ ঐ শ্রীযুত অন্য ডৌলে দিবার বিবেচনা না করেন্ তাবৎ উপরের লিখনানুসারে কালেক্টর সাহেবের মারফতে দেওয়া যাইবেক এতদর্থে সনন্দপত্র দেওয়া গেল ইতি।—১৭৯৩ সা। ২৭ আ। ১০ ধা। ৪ প্র।

ইঙ্গরেজী ১৭৯২ সালের ২৭ আপ্রিলের নির্দ্ধারিত আইনের মধ্যের হুকুম।

শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হজুরের আইনের অন্যথা যাহারা সায়েরাতের হাসিলওগয়রহ লয় তাহারদিগের প্রতি দণ্ডনিরূপণের কথা।

৩০। ইঙ্গরেজী ১৭৯০ সালের ১১ জুনের নির্দ্ধারিত সায়েরাৎ বাজেয়াফ্তের আইনের ১২ দ্বাদশ ধারায় লেখা আছে যে যে কালে কেহ কোন হাসিল কিম্বা আবওয়াব সেই আইনের অন্যথায় লয় অথবা লইতে সইকার হয় সে কালে তাহার নামে দেওয়ানী আদালতে তাহার নালিশ হইতে পারে অতএব সকল আদালতের জজ সাহেবদিগেরে হুকুম আছে যে এবিষয়ের যে নালিশ তাঁহারদিগের নিকটে উপস্থিত হয় সে নালিশী আরজী দাখিল হইবার তারিখহইতে দশ দিনের মধ্যে কিম্বা বিবেচনাক্রমে যত দিনের মধ্যে তাহার সাক্ষিদিগেরে হাজিরকরাণ আবশ্যক হয় তত দিনের মধ্যে যত ত্বরাতে হইতে পারে তাহার বিচার ও নিষ্পত্তি করিতে মনোযোগী হন ও সেই নালিশ প্রমাণ হইলে এমত ডিক্রী করেন্ যে যত হাসিলওগয়রহ লইয়া থাকে তাহা সেই আসামীর স্থানহইতে ফিরিয়া দেওয়াইয়া তাহার তিনগুণ দণ্ড ফরিয়াদী আপন নালিশ উপস্থিত করিবার কারণ আবশ্যকক্রমে যে খরচান্ত হইয়া থাকে তাহাসমেত সেই ফরিয়াদীকে দেওয়ান যায় এবং সেই অপরাধির শক্ত্যনুসারে ভারি দণ্ডও সরকারে লওয়া যায় ও সেই ডিক্রী অন্য মোকদ্দমার ডিক্রী জারী হইবার যেমত ধার্য্য আছে সেইমতেই জারী হইবেক আর সেই আসামীর যে বস্তু আদৌ ফরিয়াদীর নোকসান ও খরচান্তের

নিশার নিমিত্তে ক্রোক ও বিক্রয়ের হইয়া থাকে সরকারের তাহাকে পাওনা দণ্ড পাইবার নিমিত্তে না কুলায় তবে জজ সাহেবের ক্ষমতা আছে যে সেই দণ্ডের বদলে সেই আসামীকে তাহার অপরাধের অনুসারে মোকদ্দমার গতিক দৃষ্টে যত দিন কয়েদ রাখণ উচিত জানেন্ তত দিন কয়েদ রাখেন্ ইতি।—১৭৯৩ সা। ২৭ আ। ১১ ধা।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১ পহিলা মাই তারিখের নির্দ্ধারিত আইনের মধ্যের হুকুম।

৩১। যদি কোন স্থানের সায়েরাৎ বাজেয়াফ্তীর এওজের কিম্বা মিনাহের মোকদ্দমা অদ্যাবধি নিষ্পত্তি না পাইয়া থাকে তবে তাহার নিষ্পত্তিকরণ বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের এতমাম ও খবরগিরীক্রমে এবং শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হজুরের মঞ্জুরীতে এই আইনের মতে তথাকার কালেক্টর সাহেবের কর্ত্তব্য হইবেক ইহাতে জজ সাহেবদিগের উচিত নহে যে এমত এওজের কিম্বা মিনাহের দাওয়া নিষ্পত্তি হইয়া থাকে কিম্বা হইবারয়ে তাহা শুনেন্ কিন্তু যে যে কালে কি করসম্পর্কীয় কি নিষ্করভূমির সায়েরাৎ মৌকুফের এওজের টাকার নিষ্পত্তি পড়িয়া ঐ শ্রীযুতের হজুরে মঞ্জুর হইয়া সেই এওজের টাকা তাহার হকদারক না দেওয়া যায় এমত যে নালিশ যে কর্ম্মকর্ত্তা তাহা না দিয়াথাকেন্ তাঁহার নামে হয় তাহাতে জজ সাহেবদিগেরে হুকুম আছেয এমত সকল মোকদ্দমা যদি সেই এওজের টাকা ঐ শ্রীযুতের কিম্বাঐ বোর্ডের সাহেবদিগের হুকুমে না দেওয়া গিয়া থাকে তবে তাঁহারদিগের কর্ত্তব্য যে সে মোকদ্দমার বিচারের পূর্ব্বে তাহার নালিশী আরজী যেরূপে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৩ তৃতীয় আইনের ১১ একাদশ ধারার লিখিত গতিকের প্রতি হুকুম আছে সেই রূপে ঐ শ্রীযুতের হজুরে পাঠান্ এইহেতুক যে যদি শ্রীযুত উচিত জানেন্ তবে সে মোকদ্দমা আদালতে উপস্থিত না হইবাতে ফরিয়াদীর নালিশ মিটান্। আর যে সকল মোকদ্দমা এই ধারাক্রমে সরকারের নামে উপস্থিত হইয়া তাহার বিচার আদালতে করণ কর্ত্তব্য হয় তাহার জওয়াব দেওয়া কালেক্টর সাহেবের উচিত হইবেক অতএব কালেক্টর সাহেবকে হুকুম আছে যে সে মোকদ্দমার সওয়াল ও জওয়াবের ভার সরকারের তরফ উকীলকে দেন্ এবং যদি জজ সাহেবের নিষ্পত্তিতে সরকার পরাজিত ও কালেক্টর সাহেব তাহাতে মনাস্ত না হন্ তবে কালেক্টর সাহেবের কর্ত্তব্য যে তাহার বেওরা কৈফিয়ৎ ঐ বোর্ডের সাহেবদিগের গোচর করান্ ইহার কারণ এই যে সে মোকদ্দমা আপীল করণ উচিত জানিলে তাহা করা যায় ইতি।—১৭৯৩ সা। ২৭ আ। ১২ ধা।

সায়েরাৎ মৌকুফের এওজের ও মিনাহের যাহার হকে এমত নিষ্পত্তি পাইয়া থাকে যে সে লোক সায়েরাৎ মৌকুফের এওজ টাকার হক দার বটে ও সে টাকা সে না পায় তবে তাহার দাওয়া আদালতে শুনা যাইতে পারিবার কথা।

উপরের লিখনানুসারের দাওয়ার যে সকল মোকদ্দমা আদালতে উপস্থিত হয় তাহার প্রতি কর্ত্তব্য দাঁড়ার কথা।

হেতুবাদ।

৩২। ইঙ্গরেজী ১৭৯০ সালের জুন মাসের ১১ তারিখের নির্ণীত যেং দাঁড়া ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের মাই মাসের ১ তারিখে আইনের মতে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তদনুসারে এ মত নির্দ্ধার্য্য হইয়াছে যে যে লাখেরাজদার লোকেরা হাট ও বাজার ও গঞ্জ বসাইবার অর্থে সরকারহইতে অনুমতি লইয়া মাসুল লইবার ক্ষমতা রাখিত তাহারা ঐ মাসুল মৌকুফীর বদলেতে কিছু পাইতে পারিবেক এবং যে মালগুজারদার লোকেরা আপনং মালগুজারীর অধিকারের সীমা সরহদ্দেতে গঞ্জ ও হাট ও বাজারসকলের মাসুল ও অন্যং মাসুল লইবার অনুমতি ও হুকুম রাখিত তাহারদিগের ঐ মাসুলেতে যে প্রাপ্তি হইত তাহারা সেই আন্দাজে তাহার বদল পাইতে পারিবেক কিন্তু ঐ সকল লোকেরা সেইঅবধি এপর্য্যন্ত এই দীর্ঘকালের মধ্যে ঐ বদলের দাওয়া উপস্থিত করিবার ও তাহা প্রমাণ করিবার নিমিত্তে অনেক অবকাশ পাইয়াছে অতএব এক্ষণে তাহা শুনিবার ও বিচার করিবার মৌকুফীর কারণ শ্রীযুত বৈস প্রসীডেণ্ট সাহেব বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে নীচের লিখিত হুকুম নির্দ্দিষ্ট হইল ও ঐ হুকুম এই আইন জারীহওনের তারিখঅবধি কটক জিলাভিন্ন সুবেজাৎ বাঙ্গালা ও বেহার ও উড়িষ্যাতে জারী ও চলন হইবেক ইতি।—১৮১১ সা। ৬ আ। ১ ধা।

ইহার পর সায়েরাতের মাসুল মৌকুফীর বদল পাইবার কোন দাওয়া শুনা না যাইবার কথা।

৩৩। সায়েরাতের মাসুল মৌকুফীর বদল পাইবার বিষয়ে কোন দাওয়া যদি এই আইন জারীহওনের পূর্ব্বে যেখানে ঐ দাওয়া শুনা ও বিচার করা যাইত সেখানে উপস্থিত না হইয়া থাকে তবে তাহা শুনিবার যোগ্য হইবেক না ইতি।—১৮১১ সা। ৬ আ। ২ ধা।

২ ধারা।

বারাণসে সায়েরের বিষয়ে বিধি।

হেতুবাদ।

৩৪। শ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুরের সরকারের এখ্তিয়ারে এলাকা বারাণস আসিবার পূর্ব্ব হইতে ইঙ্গরেজী ১৭৮১ সালপর্য্যন্ত নানা প্রকার যে দ্রব্যসামগ্রী ঐ এলাকার মধ্যে একস্থানহইতে দ্বিতীয় স্থানে যাইত ও আসিত এবং ঐ এলাকার বাহির স্থানং হইতে যাহা ঐ এলাকার মধ্যে আসিত ও এলাকার মধ্যহইতে যাহা বাহিরে যাইত সে সকল দ্রব্যসামগ্রীর হাসিল লইবার পদ্য ছিল পরে ঐ এলাকার মধ্যের মোকাম গাজীপুর ও মোকাম বারাণস ও মোকাম মৃজাপুরছাড়া অন্যং স্থানে আমদানী ও রফ্তানী সকল জিনিসের হাসিল লইতে ঐ ইঙ্গরেজী ১৭৮১ সালে নিষেধ হুকুম হইয়া সেই হুকুম বলবৎ থাকিবার কারণ পুনরায় ইঙ্গরেজী ১৭৮৪ সালের হাসিল লইবার কারণ হুকুম জারী হইয়াছে তথাচ ফসলী ১১৯৪ সালের আখিরী মোতাবেকে ইঙ্গরেজী ১৭৮৭ সালের মাহ সেপ্তেম্বর অবধি ঐ এলাকার কারবারী সকল জিনিসের উপর অনেকপ্রকার

সংজ্ঞার হাসিল কিম্বা২ তথাকার পরমিটের কাছারীতে দাখিল হইত এবং আমিলেরা ও জমীদারেরা ও তাহারদিগের তাবে ইজারদারেরা লইত তদনন্তর তথাকার কারবারের ব্যাঘাত দূর করিবার জন্যে নীচের লিখিত যে সকল হুকুম হইয়াছে সেই সকল হুকুম এইক্ষণে আইনক্রমে নির্দ্দিষ্ট হইল ইতি।—১৭৯৫ সা। ৪ আ। ১ ধা।

৩৫। ফসলী ১৭৯৫ সালে এলাকা বারাণসের বন্দোবস্তের কালে তথাকার আমিলদিগের কবুলিয়ৎ এই একরারে দাখিল হইয়াছে যে সেই সময়হইতে তথাকার বারবরদারী এতাবতা চলন্তা গল্লাজাৎ অর্থাৎ সমস্ত খাদ্য সামগ্রী এবং অপর ব্যবসায় ও কারবারের সকল জিনিসের যে হাসিল মালগুজারী তহসীলের শামিলে লইত তাহা লইবেক না যদি লয় তবে যাহা লইবেক তাহার তিনগুণ দণ্ডক্রমে ফিরিয়া দিবেক ইতি।—১৭৯৫ সা। ৪ আ। ২ ধা।

এলাকা বারাণসের মধ্যে রাহাদারী ও সায়ের চলন্তার যে হাসিল আমিলেরা ও জমীদারেরা লইত তাহা মৌকুফের কথা।

৩৬। ইঙ্গরেজী ১৭৮৭ সালের ২৬ দিসেম্বরে শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুরের হুজুর কৌন্সেলে দাঁড়ামাফিক হুকুম জারী হইয়াছে যে কি জমীদারী কি অন্য রকমের হাসিল যাহা ঐ হুজুরের মঞ্জুরী না হয় তাহা কেহ না লয় ইহাতে সেই দাঁড়ার ব্যতিক্রমে কেহ কোন মহাজনের জিনিসের উপর কিছু হাসিল লইলে প্রমাণানন্তর তাহার প্রতি দণ্ডের নিরূপণ হইয়াছে ইতি।—১৭৯৫ সা। ৪ আ। ৩ ধা।

সমস্ত জমীদারী হাসিল মৌকুফের কারণ হজুরের হুকুম হইবার কথা।

৩৭। উপরের লিখিত হুকুমের অনুসারে ইঙ্গরেজী ১৭৮৮ সালের ২৯ মার্চে পরমিটের অর্থে যে আইন নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহার ১৩ ত্রয়োদশ ধারার লিখিত এই হুকুম তৎপশ্চাৎ ১ পহিলা আপ্রিলে আমলে আসিয়াছে যে এলাকা বারাণসের মধ্যের উৎপন্ন ও জন্মান যে সকল জিনিস ঐ এলাকার বাহিরে না গিয়া এলাকার মধ্যে এক স্থানহইতে অন্য স্থানে বিক্রয়কারণ আমদানী ও রফ্তানী হয় সে সকল জিনিসের কোন সংজ্ঞাক্রমের হাসিল বারাণস ও গাজীপুর ও জওয়ানপুর ও মূর্জাপুর এই চারি প্রধান মোকামছাড়া স্থানান্তরে না লয় যদি কেহ সেই হুকুমের অন্যথায় কিছু জিনিসের উপর কোন সংজ্ঞাক্রমের হাসিল কিম্বা জবরদস্তীতে কিছু টাকা কাহারো স্থানে লয় তবে যত লয় তাহার তিনগুণ দণ্ড তাহার উপর হইবেক এবং যাহার প্রতি এমত অত্যাচার হয় তাহার তদর্থে সন্নিকটের আদালতে নালিশ করিবার নিমিত্তে যত্ন হইবার কারণ জজ সাহেবদিগের প্রতি হুকুম আছে যে যেরূপে অব্যাজে তাহার হক্ পুরা পায় তাহাতে মনোযোগী হন্ এবং সেই অত্যাচারির প্রতি যে দণ্ডের নিরূপণ হয় তাহা সমস্তই সেই অত্যাচারান্বিত ব্যক্তিকে দেওয়ান্ ইতি।—১৭৯৫ সা। ৪ আ। ৪ ধা।

এলাকার মধ্যে আমদানী ও রফ্তানীর জমীদারী ও রাহাদারী ও গল্লিয়াতের হাসিল লইতে নিষেধের ও লইলে দণ্ডের কথা।

সায়েরাতের হাসিল না লইবার অর্থে আমিলদিগের সহিত করারদাদ হইবার কথা।

৩৮। ফসলী ১১৯৬ সাল মোতাবেকে ইঙ্গরেজী ১৭৮৮ সালের সেপ্তেম্বর মাস শুরুতে কানুনগোর কাগজদৃষ্টে অজ খাজানা ও আবওয়াব অর্থাৎ মালগুজারী তলবের মতে যে বন্দোবস্ত করা গিয়াছে তাহাতে সায়েরাতের যে হাসিল তাহার পূর্ব্বে আমিলেরা ও ভূম্যধিকারিরা লইত তাহা মৌকুফ হইয়াছে একারণ তাহা দায় ধরা না হইয়া আমিলদিগের কবুলিয়তেতে এক পাঠ এমত লেখা গিয়াছে যে ফসলী ১১৯৫ সালে সরকারহইতে হুকুম হইয়াছে যে কি গল্লাজাৎ কি অন্যং কারবারী যে সকল জিনিস আমদানী ও রফ্তানী হয় তাহার উপর বারবরদারী ও সায়েরাতী হাসিল তাহারা নিজে লইবেক না এবং কাহাকেও লইতে দিবেক না যদি লয় তবে যত লইবেক তাহার তিনগুণ দণ্ডক্রমে দিতে হইবেক। এবং এই নিদর্শনের কবুলিয়তের হদীস নক্লাও আমিলদিগকে দেওয়া গিয়াছে যে তদনুসারে কবুলিয়ৎ আপনারদিগের তাবে কট্‌কিনাদার ও গ্রামের জমীদার ও ইজারদারদিগের স্থানে লয় ইতি।—১৭৯৫ সা। ৪ আ। ৫ ধা।

ফসলী ১১৯৭ সালে জমীদার ও ইজারদারদিগের ঐ মত করারদাদ হইবার কথা।

৩৯। ফসলী ১১৯৭ সালের মোকররী জমার অনুসারে বন্দোবস্ত হইবার কালে তালুক ও গ্রামসকলের জমীদারদিগের ও ইজারদারেরদের কবুলিয়তে তাহারা পূর্ব্ব সালবসাল আমিলদিগের নিকটে যেমতে করারদাদ করিত তদনুসারে লেখা গিয়াছে যে ফসলী ১১৯৫ সালে গল্লাজাৎ ও অন্যং কারবারী সকল জিনিসের উপর রাহাদারী সায়েরাতী হাসিল লইতে নিষেধের হুকুম সরকারহইতে হইয়াছে অতএব তাহা লইবেক না যদি লয় তবে যত লইবেক তাহার তিনগুণ দণ্ডক্রমে দিবেক ইতি।—১৭৯৫ সা। ৪ আ। ৬ ধা।

সন ১১৯৭ সালে আমিলদিগের দুসরা একরার দাখিলের কথা।

৪০। ঐ মত বন্দোবস্ত হইলে পর যে আমিলেরা মাফিক বন্দোবস্ত তহসীলের কার্য্যে নিযুক্ত ছিল তাহারা পুনরায় সরকারে এমত একরার দাখিল করিয়াছে যে ফসলী ১১৯৫ সালে গঞ্জিয়াৎ ও রাহাদারী ও সায়েরাতী হাসিল লইতে বারণের হুকুম হইয়াছে অতএব তাহার কিছুই কাহারো স্থানে নিজে লইবেক না এবং অন্য কাহাকেও লইতে দিবেক না যদি লয় তবে যত লইবেক তাহার তিনগুণ নির্দ্দিষ্ট দণ্ডক্রমে ফিরিয়া দিবেক ইতি।—১৭৯৫ সা। ৪ আ। ৭ ধা।

উপরের লিখিত নিষেধের অন্যথায় হাসিল লইলে তাহা দেওয়ানী আদালতে বিচারের যোগ্য হইবার কথা।

৪১। কর্ত্তব্য যে সর্ব্বতোভাবে উপরের লিখিত সকল হুকুমের মতে কার্য্য চলে তাহাতে যদি কেহ অন্যথাচরণ করে এমত প্রমাণ দেওয়ানী আদালতে হয় তবে সে যাহার স্থানে যত লইয়া থাকে তাহার তিনগুণ নির্দ্দিষ্ট দণ্ডক্রমে তাহার স্থানে লইয়া যাহার প্রতি অত্যাচার হইয়া থাকে তাহাকে দেওয়ান যায় ইতি।—১৭৯৫ সা। ৪ আ। ৮ ধা।

৪২। আবশ্যক যে যে কোন মহাজনাদি লোকের স্থানে কেহ জবরদস্তীতে হাসিল লয় তাহার নালিশ শীঘ্র নিষ্পত্তি পায় অতএব জজ সাহেবদিগের প্রতি হুকুম আছে যে তাঁহারদিগের স্থানে সেমত নালিশ হইলে তাহার বিচার ও নিষ্পত্তি সর্ব্বদাই অন্য২ মোকদ্দমা রাখিয়া অগ্রে করিতে মনোযোগী হন্ এইহেতুক যে যাহার উপর সেমত অত্যাচার হয় তাহার নিবারণ অবিলম্বে করা যায় ইতি।— ১৭৯৫ সা। ৪ আ। ৯ ধা।

এই আইনের সম্পর্কীয় মোকদ্দমাসকলের বিচার অন্য২ মোকদ্দমার অগ্রে করা যাইবার কথা।

৪৩। যদিস্যাৎ এমত হইতেও পারে যে জমীদারপ্রভৃতির কেহ কাহারো স্থানে কিছু হাসিল জবরদস্তীতে লইলেও সে কারণে আদালতে নালিশ হয় না তথাচ দেশের কারবারের খবরদারীর জন্যে অশেষ প্রকারে এমত উদ্যোগ কর্ত্তব্য যে কেহ কোন রূপে কিছু হাসিল নালইতে পারে অতএব পরমিটের দারোগাদিগের সর্ব্বতোভাবে উচিত যে কোন জমীদার কিম্বা অন্য লোকে রাহাদারী কিম্বা গঞ্জিয়াৎ ও সায়েরাতী হাসিল লইবার কারণ বিনাহুকুমে কোন স্থানে চৌকী বসাইলে তাহার সমাচার কালেক্টর সাহেবের নিকটে দেয় তাহাতে যদি সেই অপরাধী জমীদারপ্রভৃতি সেই চৌকী না উঠায় ও যাহার স্থানে যে হাসিল নিজে কিম্বা আপন লোকের মারফতে লইয়া থাকে তাহা তাহাকে ফিরাইয়া দিবার নিমিত্তে কালেক্টর সাহেবের নিকটে দাখিল না করে তবে কালেক্টর সাহেবের কর্ত্তব্য যে সেই চৌকী উঠাইবার কারণ এবং সেই লওয়া হাসিল নির্দ্দিষ্ট দণ্ডসমেত অত্যাচারান্বিত ব্যক্তিকে দেওয়াইবার জন্যে সেই জমীদারপ্রভৃতির নামে দেওয়ানী আদালতে নালিশ করেন্ ইতি।— ১৭৯৫ সা। ৪ আ। ১০ ধা।

হাসিল লইতে বারণের নিমিত্তে কালেক্টর সাহেব ও পরমিটের দারোগাদিগের প্রতি যে ক্ষমতার্পণ হইল তাহার কথা।

৩ ধারা।

দত্ত ও জয়প্রাপ্ত দেশে সায়ের বিষয়ে বিধি।

৪৪। ৪৫। [তর্জ্জমা হয় নাই।]

৪৬। জানিবেন যে কোম্পানি ইঙ্গরেজ বাহাদুরের সরকারকে নওয়াব উজীর যে দেশ দিয়াছেন সে দেশের মধ্যে কোন জিনিস এক স্থানহইতে অন্য স্থানে লইতে এবং সেই দেশহইতে ভিন্নাধিকারে যাইতে এবং ভিন্নাধিকারহইতে সেই দেশে আসিতে সায়েরাতী ও রাহাদারী ও জমীদারীসংজ্ঞক এবং তদিতর যে২ সংজ্ঞক হাসিল লাগে তাহা এ ধারার অনুসারে মৌকুফ হইল। সে সকল জিনিসের উপর এ আইনের মঞ্জুরী কিম্বা অন্য যে কোন আইন ইঙ্গরেজী ১৮০৩ সালের ১ প্রথম আইনের লিখিত দাঁড়ায় পশ্চাৎ

এ আইনের কিম্বা ভবিষ্যৎ কোন আইনের মঞ্জুরী ছাড়া কিছু হাসিল কোন জিনিসে না লাগিবার কথা।

ছাপা ও জারী হয় তাহার মঞ্জুরীছাড়া কিছু হাসিল লাগিবেক না ইতি।—১৮০৪ সা। ১১ আ। ৩ ধা।

এ আইনের এবং ভবিষ্যৎ কোন আইনের বেমঞ্জুরী হাসিল মৌকুফ হইবার কথা।

৪৭। শহর দিল্লীর এবং যমুনানদীর দাহিন পার্শ্বের যে দেশের রাজস্ব শ্রীশ্রীযুত বাদশাহ আলম পনাহের নিমিত্তে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে সে দেশ এবং বুন্দেলখণ্ডের মধ্যের ঐ নদীর দাহিন পার্শ্বীয় যে দেশ কোম্পানি ইঙ্গরেজ বাহাদুরের সরকারকে পেশওয়া দিয়াছেন সে দেশছাড়া দোআবের মধ্যের অর্থাৎ গঙ্গাযমুনার মধ্যস্থলের যে দেশ দৌলৎরাও সিন্ধিয়া ঐ সরকারকে দিয়াছেন সেই দেশের আমদানী ও রফ্তানী জিনিসের উপর সায়েরাতী ও রাহাদারী ও জমীদারীসংজ্ঞক এবং অন্য যে কোন সংজ্ঞক হাসিল এ আইনের কিম্বা অন্য যে কোন আইন ইঙ্গরেজী ১৮০৩ সালের ১ প্রথম আইনের অনুসারে ছাপা ও জারী হয় তাহার অনুসারেও মঞ্জুর না হয় সে হাসিল ফসলী ১২১৩ সাল প্রবর্ত্তহইতে মৌকুফ হইবেক ইতি।—১৮০৪ সা। ১১ আ। ৪ ধা।

৪৮ ইং লাং ৫২ [তর্জমা হয় নাই।]

৪ ধারা।

কটকে সায়েরের বিষয়ে বিধি।

৫৩। [তর্জমা হয় নাই।]

৫ ধারা।

তাবৎ দেশে সেওয়ায়ী রাজস্বআদায়করণবিষয়ক পুনশ্চ বিধি।

যেজমীদারাদির সহিত ইস্তমরারী বন্দোবস্ত হইয়াছে ঐ ভূমির রাজস্বে তাহারদিগের অধিকার হইলে তাহা বর্জ্জিত হইবার কথা।

সায়েরের মাসুল মৌকুফহওনের বিষয়ের হুকুম ও ১৮১০ সালের ৯ আইনের ৩৯ ধারা

৫৪। এই ধারাক্রমে ইহা জানান ও নির্দ্দিষ্ট করা যাইতেছে যে পূর্ব্বের দস্তুরমতে মালগুজারেরদের এবং অন্য লোকদিগের দ্বারা সেওয়ায়ী নামে কি অন্য কোন বাবসববে যেং টাকা তহসীল হয় এবং তাহা কালেক্টর সাহেবদিগের কিম্বা তাঁহারদিগের উপরিস্থ রাজস্বের কার্য্যভারাক্রান্ত সাহেবদিগের সম্মতি হয় ঐং টাকা যদি দ্রব্যজাত কি বাণিজ্যের যোগ্য বস্তু এক স্থানহইতে স্থানান্তরে লইয়া যাওনের উপর কি রফ্তানী কি আমদানীহওনের উপর লওনের মাসুলস্বরূপ কিম্বা বিশেষরূপে নিষিদ্ধ আর কোন মাসুল না হয় তবে তাহার কোন বিষয়ের সহিত সায়েরের মাসুল মৌকুফহওনের বিষয়ে যেং হুকুম চলিত আছে তাহা এবং ইঙ্গরেজী ১৮১০ সালের ৯ আইনের ৩৯ ধারার লিখিত হুকুম সম্পর্ক রাখিবেক না কিন্তু ইঙ্গরেজী ১৮২২ সালের ৭ আইনের ৯ ধারার বিশেষ করিয়া লিখিত

হুকুমমতে কোন গ্রামের কি মহালের বন্দোবস্ত করা যাওনের পরে পূর্ব্বোক্ত হুকুম ও নিয়ম ঐ ধারাক্রমে বিশেষরূপে মঞ্জুর না হওয়া সকল বাবসবের সহিত সম্পর্ক রাখিবেক ইতি।—১৮২৫ সা। ৯ আ। ৯ ধা।

লওজার ইত্যাদির। সেওয়ায়ী নামে কি অন্য বাবসবে যে টাকা তহসীল করে তাহার কোন বিষয়ের সহিত সম্পর্ক না রাখিবার কথা।

কোন মহালের বন্দোবস্ত করা যাওনের পরে উপরের লিখিত হুকুম ১৮২২ সালের ৭ আইনের ৯ ধারার লিখনমত মঞ্জুর না হওয়া সকল বাবসবের সহিত সম্পর্ক রাখিবার কথা।

২৫ অধ্যায়।

নৌকার মাসুল ও গুদারা ও নদীর তত্ত্বাবধারণ কার্য্য।

১ ধারা।

পূর্ব্বদিক্‌স্থ ও অন্যান্য খাল দিয়া গমনীয় নৌকার মাসুল আদায়করণবিষয়ক বিধি।

হেতুবাদ।

১। জানা কর্ত্তব্য যে টালীর খাল নামে যে খালের এক মোহনা সুন্দরবনের নদীতে ও আর এক মোহনা গঙ্গার সহিত মিলিয়াছে তাহা দিয়া যে সকল নৌকা যায় ও আইসে এবং যে সকল নৌকা বাঁকানালা ও কুণ্ডপুরের খাল ও গওয়ার খাল ও নারায়ণপুরের খাল দিয়া আইসে ও যায় কএক বৎসরহইতে সেই সকল নৌকার উপরে মাসুল লওয়া যাইতেছে অতএব এক্ষণে ঐ সকল নৌকার মাসুলের হার ভালমতে নির্ণয় ও নির্দ্ধার্য্য করিয়া ছোট বড় সকল লোকদিগ্‌কে জ্ঞাত করাইবার নিমিত্তে প্রকাশ ও প্রচারকরা বিহিত বুঝা গেল এ কারণ শ্রীযুত নওয়াব গবরনর জেনরল বাহাদুর হুজুর কৌন্সেলে এমত হুকুম করিলেন যে নীচের নির্দ্ধারিত দাঁড়া এই আইনের তারিখহইতে জারী ও চলন হইবেক ইতি।—১৮০৬ সা। ১৮ আ। ১ ধা।

টালীর খাল দিয়া যে সকল নৌকা আইসে ও যায় তাহার মাসুল ধার্য্যের কথা।

২। টালীর খাল দিয়া যে সকল নৌকা আইসে ও যায় নীচের লিখিত বেওরামতে সেই সকল নৌকার উপরে মাসুল লওয়া যাইবেক ইতি।

বজরা ও পিন্নিস ও ডাউলিয়া ও পান্সীতে যত দাঁড় থাকে তাহার দাঁড়প্রতি ।০ চারি আনা।

খালী নৌকা কিম্বা যে নৌকাতে মৃত্তিকার বাসন কিম্বা ইট অথবা বালী কিম্বা মাটী অথবা সুরখী বোঝাই হয় সে নৌকাতে যত বোঝাই ধরে তাহার এক শত মোন ওজনপ্রতি ।০ চারি আনা।

অল্প মূল্যের দ্রব্যাদি যে সকল ডিঙ্গী নৌকাতে বোঝাই করিয়া বাহিরে না গিয়া খালের মধ্যে দিয়া এক স্থানহইতে অন্য স্থানে লইয়া যায় সে সকল ডিঙ্গীর প্রতিক্ষেপে ।০ চারিআনা।

আটলা অর্থাৎ সঙ্গের তজবীইত্যাদি দ্রব্যজাত যে নৌকাতে বো, ঝাই থাকে এবং যে সকল নৌকাতে তণ্ডুল ও ধান্য ও খেঁসারী ও মুগ ও মাসকলায় ও মটর ও বুট ও মুসূরী ও গোম ও যব ও অরহর ও ঝড়াধান্য ও বরবটী ও কাঙ্গনী ও ঢাকাই কুমড়া ও পোয়াল ও জ্বালানী কাষ্ঠ ও গরান ও আদা ও তেঁতুল ও পেঁয়াজ ও রসুন বো ঝাই থাকে সে সকল নৌকার ফিশত মোন বোঝাইর উপর ১ এক তঙ্কা।—১৮০৬। ১৮ আ। ২ ধা। ১ প্র।

৩। উপরের উক্ত দ্রব্যাদিভিন্ন আর২ দ্রব্যসামগ্রী বোঝাই হইয়া যে সকল নৌকা টালীর খাল দিয়া আইসে ও যায় তাহার এক শত মোন বোঝাইর প্রতি ২ তঙ্কা।—১৮০৬ সা। ১৮ আ। ২ ধা। ২ প্র।

উপরের লিখিত দ্রব্যাদিভিন্ন আর২ দ্রব্য যে নৌকায় ভরা থাকে তাহার মাসুল যে হারে লওয়া যাইবেক তাহার কথা।

৪। টালীর খাল দিয়া যে সকল নৌকা আইসে ও যায় তাহার মাসুল চব্বিশপরগনার কালেক্‌টর সাহেব ঐ কর্ম্মে যে সকল লোক নিযুক্ত থাকে তাহারদিগের দ্বারা তহসীল করিবেন ইতি।—১৮০৬ সা। ১৮ আ। ২ ধা। ৩ প্র।

এই ধারার উক্ত মাসুল চব্বিশপরগনার কালেক্‌টর সাহেবের দ্বারা তহসীল হইবার কথা।

৫। লোকদিগের সুগম ও সুবিধা নিমিত্তে কালীঘাট এবং বাঁশদ্রোণী ও গড়িয়া এবং তেঁতুলবাড়ীর নীচে ঐ খালে ক্ষেয়ার নৌকা নিযুক্ত থাকিবেক এবং বর্ষাকালে খড়ী বালীয়ার নীচেও ক্ষেয়ার নৌকা নিযুক্ত থাকিবেক ইতি।—১৮০৬ সা। ১৮ আ। ২ ধা। ৪ প্র।

টালীর খালের কএক ঘাটে ক্ষেয়ার নৌকা থাকিবার কথা।

৬। উপরের উক্ত ক্ষেয়ার নৌকাতে যে সকল লোকেরা ঐ খাল পার হইবেক তাহারদিগের স্থানে নীচের লিখিত বেওরাক্রমে মাসুল লওয়া যাইবেক ইতি।

ক্ষেয়ার নৌকাতে পারহওনিয়া লোকদিগের স্থানে মাসুল লওনের হারের কথা।

রিক্তহস্ত সমস্ত পথিক অর্থাৎ রাহী লোকদিগের স্থানে জনপ্রতি ৫ পাঁচ গণ্ডা কড়ী।

মোটমোটারী লইয়া যে সকল লোক পার হইবেক তাহারদিগের স্থানে জনপ্রতি ✓০ এক পণ কড়ী।

ছালাসুদ্ধা প্রত্যেক গরুতে ✓০ দুই পণ কড়ী।

কাহারসুদ্ধা প্রত্যেক পালকীতে ।০ চারি আনা।

খালী কিম্বা বোঝাই সুদ্ধা প্রত্যেক গাড়ীতে ।৷০ আট আনা।

ভেড়া ও ছাগলইত্যাদির একটাতে ✓০ এক পণ কড়ী।

—১৮০৬ সা। ১৮ আ। ২ ধা। ৫ প্র।

৭। লোকেরা ঐ খাল পার হইয়া যাইতে হইলে উপরের উক্ত ক্ষেয়ার নৌকাতে চড়িয়া অথবা আর যে কোন প্রকারে বাসনা ও সাধ্য হয় আপন২ ইচ্ছাক্রমে পার হইয়া গমনাগমন করিতে পারি

ক্ষেয়ার নৌকাভিন্ন আর কোনমতে যে ব্যক্তি পার

হয় তাহার স্থানে মাসুল না লওয়া যাইবার কথা।

রেক কিন্তু এমত যদি কোন ব্যক্তি ঐ২ ক্ষেয়ার নৌকায় না চড়িয়া আর কোন প্রকারে খাল পার হয় তবে তাহার স্থানে উপরের লিখিত মাসুল লওয়া যাইবেক না ইতি।— ১৮০৬ সা। ১৮ আ। ২ ধা। ৬ প্র।

খালেতে অনায়াসে নৌকা চলনের ও লাগাইবার মত নির্দ্ধার্য্যের কথা।

৮। লোকদিগের সুগম ও সুবিধা নিমিত্তে ও খাল দিয়া অনায়াসে নৌকা চলিয়া যাওন ও আইসনের প্রতিবন্ধক না হইবার কারণ নীচের লিখিত দাঁড়াসকল নির্দ্দিষ্ট হইল ইতি।—১৮০৬ সা। ১৮ আ। ৩ ধা। ১ প্র।

৯। ঐ খাল দিয়া যে সকল নৌকা সুন্দরবনের দিগে যাইবেক সে সকল নৌকা খালের দক্ষিণ ভাগ অর্থাৎ নৈর্ঋত ধার দিয়া চলিবেক এবং সুন্দরবনহইতে যে সকল নৌকা গঙ্গায় আসিয়া পড়িবেক সে সকল নৌকা খালের বাম ভাগ অর্থাৎ ঈশান ধার দিয়া চলিবেক ইতি।—১৮০৬ সা। ১৮ আ। ৩ ধা। ২ প্র।

১০। খাল দিয়া নৌকা লইয়া যাইতে২ কোন নাবিক অর্থাৎ নাইয়া নৌকা লাগাইতে চাহিলে তাহার কর্ত্তব্য যে খালের ধারে বাঁশ কিম্বা খাটা ও গোঁজ অথবা লগী না পুঁতিয়া ও গাড়িয়া খালের খাদের মধ্যে বাঁশ গাড়ে কিম্বা লঙ্গর করে এ কথার তাৎপর্য্য এই যে খালের জলের ধারঅবধি উপরে ছয় হাত পর্য্যন্ত বাঁশইত্যাদি গাড়িতে ও পুঁতিতে বারণ আছে ইতি।—১৮০৬ সা। ১৮ আ। ৩ ধা। ৩। প্র।

১১। ইট প্রস্তুত করিবার নিমিত্তে কোন ব্যক্তি খালের কিনারা অবধি এক শত পাদের মধ্যে মাটি কাটিতে ও খুদিতে পাইবেক না ইতি।—১৮০৬ সা। ১৮ আ। ৩ ধা। ৪ প্র।

১২। খালের মধ্যে নীলম ও কাষ্ঠ কিম্বা আর কোন ভারী দ্রব্য ফেলিতে পারিবেক না ইতি।—১৮০৬ সা। ১৮ আ। ৩ ধা। ৫ প্র।

কেহ উপরের লিখিত হুকুমের অন্যথাচরণ করিলে যে মতাচরণ হইবেক তাহার কথা।

১৩। যদি কোন ব্যক্তি উপরের লিখিত হুকুমের অন্যথাচরণ করে তবে পোলীসের দারোগা ও মাসুলতহসীলের আমলালোকদিগের কর্ত্তব্য যে সেই অপরাধিকে ধরিয়া চব্বিশপরগনার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকটে পাঠাইয়া দেয় এবং মাজিষ্ট্রেট সাহেবের ক্ষমতা আছে যে ফৌজদারী ছোট২ মোকদ্দমার বিষয়ে যেমত২ শাস্তির নিরূপণ আছে ঐ অপরাধিকে সেই মত শাস্তি দেন ইতি।—১৮০৬ সা। ১৮ আ। ৪ ধা।

খালের মধ্যে নৌকা ভাঙ্গিলে কি

১৪। খালের মধ্যে যদি কোন স্থানে কোন নৌকা ভাঙ্গিয়া ডুবিয়া যায় কিম্বা ডুবে২ সেই নৌকার মাইমার কর্ত্তব্য যে সেখানকার

নিকট স্থলে যে পোলীসের থানা থাকে শীঘ্র এ কথার সমাচার সেই থানার দারোগার নিকটে দেয় আর সেই থানার দারোগার উচিত যে এ সমাচার শুনিবামাত্র তৎক্ষণাৎ সেই স্থানে গিয়া এ বিষয়ে মাজিষ্ট্রেট্ সাহেবের যেমত হুকুম হয় সেই হুকুমমতে সেই ডাঙ্গা কি ডুবা নৌকা বাহির করিবার উদ্যোগ করে ইতি।—১৮০৬ সা। ১৮ আ। ৫ ধা।

ডুবিলে যে কর্ত্তব্য তাহার কথা।

১৫। চব্বিশপরগনার মাজিষ্ট্রেট্ সাহেবের উচিত যে খালের পারে যে কোঠা ও এমারৎ কিম্বা পাকা ঘাট বানাইলে অথবা আর কোন প্রকার কিছু করিলে খালের পথ রুদ্ধ ও নৌকা গমনাগমনের ব্যাঘাত ও প্রতিবন্ধক হয় তাহা না বানান্ ও বানাইতে না দেন্ পরে যদি কোন ব্যক্তি এমত কোঠা ও এমারৎ কিম্বা ঘাট বানাইতে চাহে তবে পোলীসের থানার ও মাসুলতহসীলের আমলা লোকদিগের কর্ত্তব্য যে এ কথার সমাচার মাজিষ্ট্রেট্ সাহেবের নিকটে দেয় ইতি।—১৮০৬ সা। ১৮ আ। ৬ ধা।

যাহাতে নৌকাচলনের প্রতিবন্ধক হয় এমত কোন কোঠা কি ঘাট খালের ধারে বানাইতে নিষেধের কথা।

১৬। তমোলুকের মহালাতের মধ্যে বাঁকানালা ও গওয়ার খাল ও নারায়ণপুরের খাল নামে যেং খাল আছে ও হিজলীর মহালাতে কুঞ্জপুরের খাল নামে যে খাল আছে তাহা দিয়া যে সকল নৌকা আইসে ও যায় তাহাহইতে নীচের লিখিত কেওরাক্রমে মাসূল লওয়া যাইবেক ইতি।

তমোলুক ও হিজলীর মধ্যের বাঁকানালাইত্যাদি খাল দিয়া যে সকল নৌকা আইসে ও যায় তাহার মাসুল ধার্য্যের কথা।

বজরা ও পিনিস ও ভাউলিয়া ও পান্সীতে যত দাঁড় থাকে তাহার দাঁড়প্রতি ।০ চারি আনা।

যে সকল নৌকাতে লবণ বোঝাই থাকে তাহার চালান দৃষ্টে এক শত মোন ওজনের উপর ১৵০ এক টাকা এক আনা।

বড়ং যে সকল নৌকা খালী যায় আইসে তাহাতে যত বোঝাই ধরে তাহার প্রত্যেক শত মোন ওজনের উপরে ।০ চারি আনা।

যে সকল নৌকাতে আট্লা অর্থাৎ সঙ্গের তলবীইত্যাদি জিনিস পত্র কিম্বা সকল প্রকার ধান্য ও খন্দ অথবা মাটির বাসন বোঝাই থাকে সে সকল নৌকাতে যত বোঝাই ধরে তাহার এক শত মোন ওজন প্রতি ।।০ আট আনা।

উপরের লিখিত দ্রব্যাদিভিন্ন যে সকল নৌকাতে আরং দ্রব্য বোঝাই থাকে তাহাতে যত বোঝাই ধরে তাহার এক শত মোন ওজনে ১ এক তঙ্কা।

শাল কিম্বা শিশু অথবা অন্য যে কোন প্রকার বাহাদুরী কাষ্ঠের সাড় বান্ধিয়া লইয়া আইসে তাহার একটা বাহাদুরী প্রতি ৵০ দুই আনা।

বাঁশের মাড়ের এক শত খান বাঁশ প্রতি ।০ চারি আনা।

খালের উপর নিকটবর্ত্তি গ্রামে কি গঞ্জে হাটবাজার ও সওদাপা

তিকরণার্থে লোকেরা যে সকল ছোট২ নৌকাতে চড়িয়া খালের বাহিরে লাগিয়া ভিতরে থাকিয়া গমনাগমন করে সে সকল নৌকার প্রতিক্ষেপে ৵০ দুই আনা।—১৮০৬ সা। ১৪ আ। ৭ ধা।

বাঁকানালাইত্যাদি খাল দিয়া যে২ নৌকা যায় ও আইসে তাহার মাসুল তমোলুক ও হিজলীর নিমকমহালের সাহেবদিগের দ্বারা তহসীল হইবার কথা।

১৭। বাঁকানালা ও গওয়ার খাল ও নারায়ণপুরের খাল দিয়া যে সকল নৌকা আইসে ও যায় তাহার মাসুলতহসীলের ভার তমোলুকের নিমকমহালের সাহেবের প্রতি থাকিবেক ও কুঞ্জপুরের খাল দিয়া যে২ নৌকা আইসে ও যায় হিজলীর নিমকমহালের সাহেবের প্রতি তাহার মাসুলতহসীলের ভার থাকিবেক আর এই মাসুলতহসীলের কর্ম্মে যে সকল আমলালোক নিযুক্ত থাকে ঐ সাহেবেরা তাহারদিগের দ্বারা এ কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিবেন ইতি।—১৮০৬ সা। ১৪ আ। ৮ ধা।

মাসুলতহসীলের বিষয়ে বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের যেমত ক্ষমতা আছে তাহার কথা।

১৮। এই ধারানুসারে বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের ক্ষমতা আছে যে এই আইনানুসারে চব্বিশপরগনার কালেক্টর সাহেব ও হিজলী ও তমোলুকের নিমকমহালের সাহেবদিগের প্রতি মাসুল তহসীলের যে ভার দেওয়া গেল তাহাতে যেমত হুকুম দেওয়া উচিত ও আবশ্যক বুঝেন্ ঐ সাহেবদিগের নামে সেই মত হুকুম দেন্ ইতি।—১৮০৬ সা। ১৪ আ। ৯ ধা।

২ ধারা।

বৈঠকখানার রাস্তার ধারে নিকটবর্ত্তি খালে গমনীয় নৌকার মাসুল লওনবিষয়ক বিধি।

হেতুবাদ।

১৯। য়েহেতুক কলিকাতার আশপাশের স্থানাদিতে বাণিজ্যব্যাপারের সুবিধাহওনের নিমিত্তে শ্রীযুত বৈস প্রসিডেণ্ট সাহেব বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলের হুকুমমতে বৈঠকখানার রাস্তার নিকটহইতে বালিয়াঘাটার জলাপর্য্যন্ত এক খাল কাটা গেল ও তাহা কাটাইতে যে খরচপত্র হইল তাহা আদায়ের কারণ ও উত্তরকালে ঐ খালের কোন স্থানে কিছু ভাঙ্গিলে টুটিলে তাহা সারিবার নিমিত্তে ঐ খাল দিয়া যে সকল নৌকা আইসে ও যায় তাহার উপর কিঞ্চিৎ২ মাসুল ধার্য্যকরা উচিত ও বিহিত বুঝা গেল একারণ শ্রীযুত বৈস প্রসিডেণ্ট সাহেব বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে নীচের লিখিত দাঁড়াসকল নির্দ্দিষ্ট হইল ও ঐ সকল দাঁড়া ইঙ্গরেজী ১৮১০ সালের ১ মাই মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২১৭ সালের ২০ বৈশাখ মওয়াফেকে ফসলী ১২১৭ সালের ১২ বৈশাখ মোতাবেকে বিলায়তী ১২১৭ সালের ২১ বৈশাখ মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৬৭ সালের ১৩ বৈশাখ মোতাবেকে হিজরী ১২২৫ সালের ২৬ শহর রবীয়ল আউওল অবধি জারী ও চলন হইবেক ইতি।—১৮১০ সা। ৭ আ। ১ ধা।

খালের মধ্যে যে

২০। জানা কর্ত্তব্য যে ঐ খাল দিয়া যে সকল নৌকা আইসে ও

যায় নীচের বেওরা করা হারমতে সেই সকল নৌকাহইতে মাসুল তহসীলকরণের কর্ম্মের ভার চব্বিশপরগনার কালেক্টর সাহেবের প্রতি থাকিবেক ও ঐ সাহেব সে কর্ম্মেতে যেং আমলা নিযুক্ত করেন্ তাহারদিগের সহকারিতায় ঐ কর্ম্ম নির্ব্বাহ হইবেক ইতি।

সকল নৌকা আই সে তাহার মাসুল তহসীলের কর্ম্মের ভার যাহার প্রতি থাকিবেক তাহার কথা।

মাসুলের হার।

বজরা ও পিনিস্ ও ভাউলিয়া ও পানসীর দাঁড়প্রতি ৵০

যে সকল নৌকাতে ইট ও মাটির বাসন ও বালি ও মাটি ও সুরখী বোঝাই থাকে সে নৌকার এক শত মোন ওজনপ্রতি ৵০.

যে সকল নৌকায় আসবাব অর্থাৎ তলবীইত্যাদি ও পোয়াল ও জ্বালানী কাষ্ঠ ও গরাণকাঠ বোঝাই থাকে তাহার এক শত মোন ওজনপ্রতি ।৷০

যে সকল নৌকাতে ধান্যাদি শস্য ও নানাপ্রকার শাক ও তরকারী থাকে তাহার এক শত মোন ওজনপ্রতি ৶০

—১৮১০ সা। ৭ আ। ২ ধা।

২১। যে সকল নৌকাতে উপরের লিখিত দ্রব্যাদিছাড়া আর কোন বস্তু বোঝাই থাকে তাহা কলিকাতাতে আইসে কি তথাহইতে অন্য কোন স্থানেই বা যায় সে সকল নৌকার এক শত মোন ওজন প্রতি ১ এক টাকা করিয়া মাসুল লওয়া যাইবেক ইতি।—১৮১০ সা। ৭ আ। ৩ ধা।

উপরের লিখিত দ্রব্যভিন্ন আর কিছু যে নৌকাতে থাকে তাহার মাসুলের হারের কথা।

২২। এই ধারানুসারে বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের এমত ক্ষমতা থাকিবেক যে এই আইনানুসারে যে কর্ম্মের ভার চব্বিশপরগনার কালেক্টর সাহেবের প্রতি দেওয়া গেল তাহা নির্ব্বাহহওনের বিষয়ে যেমতং উচিত ও বিহিত বুঝেন্ তাহার হুকুম ঐ সাহেবের প্রতি দেন্ ইতি।—১৮১০ সা। ৭ আ। ৪ ধা।

বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের ক্ষমতার কথা।

২৩। কলিকাতায় আসিবার মনস্থে যে সকল নৌকা ঐ খাল দিয়া আইসে উচিত যে সে সকল নৌকা খালের দক্ষিণ ধার দিয়া আইসে ও তথাহইতে ফিরিয়া যাইবার সময়ে উত্তর ধার হইয়া যায় ইতি।—১৮১০ সা। ৭ আ। ৫ ধা।

খাল দিয়া নৌকা যাওয়া আসার দাঁড়ার কথা।

২৪। ইঙ্গরেজী ১৮০৬ সালের ১৮ আইনের ৭ ধারার ৩। ৪। ৫ প্রকরণের ও ৮। ৯। ১০ ধারার নির্দ্ধারিত দাঁড়াসকল ঐ খালের সহিত সম্পর্ক রাখিবেক ইতি।—১৮১০ সা। ৭ আ। ৬ ধা।

ইং ১৮০৬ সালের ১৮ আইনের কোনং ধারা ও প্রকরণের লিখিত দাড়া ঐ খালের সহিত সম্পর্ক রাখিবার কথা।

৩ ধারা।

ইছামতী মাথাভাঙ্গা চূর্ণী ভাগীরথী ও জলঙ্গী দিয়া গমনীয় নৌকার মাসুল লওনবিষয়ক বিধি।

২৫। যেহেতুক ইঙ্গরেজী ১৮১৩ সালের ৪ আইনেতে ঐ আই

হেতুবাদ।

নের খেওরা করিয়া লিখিত নদীর পথে যে সকল নৌকা চলে তাহার উপর মাসুল তহসীল করিবার বিষয়ে যেং হুকুম নির্দ্দিষ্ট আছে তাহা সম্পূর্ণরূপে তৎকার্য্যনির্ব্বাহের উপযুক্ত নহে এবং যেহেতুক পদ্মানদী অর্থাৎ বড় গঙ্গা এবং যেং নদী ঐ পদ্মাহইতে নির্গত হইয়াছে সেইং নদী বৎসরং স্থানেং স্থান ত্যাগ করিয়া অন্যত্র দিয়া বহে ও তৎপ্রযুক্ত হুগলীর নদী অর্থাৎ ঐ ভাগীরথী দিয়া পদ্মা অর্থাৎ বড় গঙ্গাতে অনায়াসে নৌকাগমনাগমনের পথ মুক্ত রাখিবার কারণ সরকারের হুকুমানুসারে পূর্ব্বে যেং কর্ম্ম ইছামতী ও মাতাভাঙ্গা ও চূর্ণী নদীতে করা গিয়াছে সেইং কর্ম্ম ভাগীরথী ও জলঙ্গীনদীতেও করা এবং ঐ সকল নদী দিয়া নৌকাগমনাগমনের যেং বাধা হয় তাহা দূর করিবার নিমিত্তে অন্যং যত্ন করাও আবশ্যক বোধ হইল এবং যেহেতুক ঐং কার্য্য সিদ্ধ করিবার নিমিত্তে যেং কর্ম্মের আবশ্যক হয় তাহা এবং সামান্যতঃ ঐং উপরের উক্ত নদী দিয়া অনায়াসে নৌকাইত্যাদি গমনাগমনের বাধা দূর করিবার নিমিত্তে যেং কার্য্যের আবশ্যক হয় তাহা বিবেচনা করিয়া করিবার নিমিত্তে বিশেষরূপে এক জন কার্য্যকারক সাহেব নিযুক্ত করা গিয়াছে এবং যেহেতুক ঐ উপরের উক্ত কার্য্যসাধনের নিমিত্তে অবশ্য কর্ত্তব্য কার্য্যেতে অনেক ব্যয় হইতেছে ও বৎসরং হইবেক ও ঐ ব্যয়ের কারণ টাকা সঞ্চয় করিবার নিমিত্তে ঐং নদী দিয়া গমনাগমনকরণের সকল নৌকা ও কাষ্ঠইত্যাদির উপর মধ্যমরূপ মাসুল লওয়া উপযুক্ত ও ন্যায্য বোধ হইতেছে এবং যেহেতুক ঐং নদীর ভাব সময় বিশেষে নানাপ্রকার হওনের দৃষ্টে লোকদিগের হিতার্থে ঐ মাসুল তহসীলকরণের প্রকার সময়েং যেমন বিহিত বোধ হয় সেই প্রকারে তহসীল করা যাওনের নিমিত্তে হুকুম নির্দ্দিষ্টকরা আবশ্যক এবং যেহেতুক যে সকল গাছ ও কাষ্ঠ ও ডুবা নৌকাইত্যাদিতে ঐ পূর্ব্বোক্ত এবং নৌকাগমনাগমনের যোগ্য অন্যং নদী ও জলপ্রবাহেতে নৌকাচলনের ও গমনাগমনের বাধা জন্মে কি জন্মিবার সম্ভাবনা হয় তাহা ঐং নদীর পথে যে লোকেরা গমনাগমন করে তাহারদিগের কার্য্যসাধন ও রক্ষা অনায়াসে হওনার্থে অবিলম্বে দূর করিবার এবং লোকেরা তাহাতে অন্য যেং বাধা জন্মায় তাহা ও দৈবঘটনীয় সকল প্রকার বাধা নিবারণ করিবার নিমিত্তে ঐ উপরের উক্ত কার্য্যকারক সাহেবকে এবং ঐ প্রকার কর্ম্মকারি অন্য সাহেবদিগকে ক্ষমতা ও আবশ্যক বুঝা গেল অতএব নীচের লিখিতব্য হুকুমসকল নির্দ্দিষ্ট হইল ও তাহা এই আইন জারীহওনের তারিখঅবধি প্রবল হইবেক ইতি।—১৮২৪ সা। ৮ আ। ১ ধা।

ইঙ্গরেজী ১৮১৩ সালের ৪ আইন রদের কথা।

২৬। ইঙ্গরেজী ১৮১৩ সালের ৪ আইন এই প্রকরণের দ্বারা রদ হইল ইতি।—১৮২৪ সা। ৮ আ। ২ ধা। ১ প্র।

বোর্ড রেবিনিউর

২৭। এই আইনের শেষেতে ১ প্রথম নম্বরের তফসীলে বিশেষ

করিয়া মাসুলের যেং হার লেখা যাইবেক সেইং হারেতে ঐ আইনের হেতুবাদের উক্ত নদী কি জলপ্রবাহ দিয়া যে সকল নৌকা কি বাহাদুরী কাষ্ঠের কিম্বা বাঁশের কি অন্য দ্রব্যের মাড়ইত্যাদি অন্য বস্তু যায় কি তাহার মধ্যে আইসে তাহার উপর শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর জেনরল বাহাদুর হুজুর কৌন্সেলেতে সময়েং যেং স্থান নির্দ্দিষ্ট করেন্ সেইং স্থানেতে মাসুল লওয়া যাইবেক ও ঐ মাসুল তহসীল করিবার নিমিত্তে যে কার্য্যকারক সাহেব কি সাহেবদিগকে শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হুজুর কৌন্সেলহইতে নিযুক্ত করেন্ সেই সাহেব কি সাহেবেরা ঐ মাসুল তহসীল করিবেন এবং ঐ প্রকারে নিযুক্তহওয়া সাহেব কি সাহেবেরা পূর্ব্বদেশীয় বোর্ড রেবিনিউর সাহেবলোকের নিষেধবিধিক্রমে কার্য্য করিবেন ইতি।—১৮২৪ সা। ৮ আ। ২ ধা। ২ প্র।

সাহেবদিগের অধীনতায় সরকারের কার্য্যকারকের দ্বারা ভাগীরথী ও জলঙ্গী ও ইছামতী ও মাতাভাঙ্গা ও চূর্ণী নদী দিয়া গমনাগমন করণের নৌকা ও কাষ্ঠ ও মাড়ইত্যাদির উপর নিরূপিত হারে মাসুল লওয়া যাইবার কথা।

২৮। সরকারেতে যেমত উপযুক্ত বোধ হয় সেই মত ঐ মাসুল তহসীলের কালেক্টর সাহেবের সহায়তার নিমিত্তে তাঁহার নীচেতে এদেশীয় আমলালোক নিযুক্ত হইবেক এবং ঐ আমলালোকের নির্ব্বাচন ও নিযুক্তকরণ ও তগীরকরণ ও শাস্তিদেওনের বিষয়ে ঐ কালেক্টর সাহেবেরা ঐং বিষয়ে ভূমির মালগুজারী তহসীলের কালেক্টর সাহেবদিগের ক্ষমতানিরূপণের অর্থে চলিত আইনেতে যেং হুকুম লেখা গিয়াছে তদনুসারে কার্য্য করিবেন এবং যে সকল কার্য্যকারকেরদের নিকটে সরকারী টাকা কি কাগজপত্র সমর্পণ করা যায় তাহারদিগের সহিত চলিত আইনের লিখিত যে সকল হুকুম সম্পর্ক রাখে সেই সকল হুকুম ঐ মাসুলের কালেক্টর সাহেবের আমলালোকের মধ্যে যেং কার্য্যকারকের নিকটে ঐ মত সরকারী টাকা কি কাগজপত্র সমর্পণ করা যায় তাহারদিগেরো সহিত সম্পর্ক রাখিবেক ইতি।—১৮২৪ সা। ৮ আ। ৩ ধা।

ঐ মাসুল তহসীলের কালেক্টর সাহেবদিগের নীচে এদেশীয় আমলা নিযুক্ত হইবার এবং ভূমির মালগুজারীর কালেক্টর সাহেবেরা আপনং আমলা নিযুক্তকরণ ও তগীর করণ ও তাহারদিগের শাস্তিদেওনের বিষয়ে যে ক্ষমতা রাখেন সেই ক্ষমতা ঐ কালেক্টর সাহেব রাখিবার কথা।

২৯। ঐ পূর্ব্বোক্ত নদী দিয়া যে সকল নৌকাআদি আইসে কি যায় তাহাতে বোঝাইকরা বস্তু আমদানীর অথবা রপ্তানীর হউক সেই সকল নৌকাআদির উপর ঐং মাসুল লওয়া যাইবেক ইতি।—১৮২৪ সা। ৮ আ। ৪ ধা।

ঐ নদী দিয়া যাওয়াআসায় নৌকায় বোঝাইথাকা বস্তু আমদানী কি রপ্তানীর হউক ঐ সকল নৌকার উপর মাসুল লওয়া যাইবার কথা।

৩০। নানাপ্রকার নৌকাসকলেতে যতং বোঝাই ধরিতে পারে তাহার ওজন সূক্ষ্মরূপে নিশ্চয় করিবার নিমিত্তে ঐ সকল নৌকা আটক হইলে যে বিলম্ব হয় তাহা না হইবার নিমিত্তে নৌকাসকলের যেং বোঝাইয়ের অনুসারে নিরূপিত মাসুল লওয়া যাইবেক তাহার নিশ্চয় করিবার কারণ নীচের লিখিতব্য নিয়ম নির্দ্দিষ্ট হইল এবং ইহার পরে তদনুসারে কার্য্য করিতে হইবেক ইতি।—১৮২৪ সা। ৮ আ। ৫ ধা।

নৌকাইত্যাদির বোঝাইয়ের যেং পরিমাণের উপর নিরূপিত মাসুল লওয়া যাইবেক তাহার নিরূপণের নিয়মের কথা।

পঞ্চাশ মোনের অনূর্দ্ধ ওজনী নৌকা পঁচিশ মোনী গণনা করা যাইবার ও তদনুসারে তাহার মাসুল লওয়া যাইবার কথা।

৩১। ৫০ পঞ্চাশ মোনের অধিক না হয় এমত বোঝাইয়ের ওজন ২৫ পঁচিশ মোন ধরা যাইবেক এবং ২৫ পঁচিশ মোন বোঝাইয়ের নৌকার নিরূপিত মাসুল তাহার উপর লওয়া যাইবেক।—১৮২৪ সা। ৮ আ। ৫ ধা। ১ প্র।

পঁচাত্তর মোনের অনূর্দ্ধ ওজনী নৌকা পঞ্চাশ মোনী গণনা করা যাইবার ও তদনুসারে তাহার মাসুল লওয়া যাইবার কথা।

৩২। ৫০ পঞ্চাশ মোনের উপর ৭৫ পঁচাত্তর মোনের অধিক না হয় এমত বোঝাইয়ের নৌকার বোঝাইয়ের ওজন ৫০ পঞ্চাশ মোন ধরা যাইবেক ও ৫০ পঞ্চাশ মোন বোঝাইয়ের নৌকার নিরূপিত মাসুল তাহার উপর লওয়া যাইবেক।—১৮২৪ সা। ৮ আ। ৫ ধা। ২ প্র।

একশত মোনের অনূর্দ্ধ ওজনী নৌকা পঁচাত্তর মোনী গণনা করা যাইবার ও তদনুসারে তাহার উপর এবং পাঁচ শত মোনপর্য্যন্ত তৎক্রমানুসারে মাসুল লওয়া যাইবার কথা।

৩৩। ৭৫ পঁচাত্তর মোনের উপর ১০০ একশত মোনের অধিক না হয় এমত বোঝাইয়ের নৌকার বোঝাইয়ের ওজন ৭৫ পঁচাত্তর মোন ধরা যাইবেক ও ৭৫ পঁচাত্তর মোন বোঝাইয়ের নৌকার নিরূপিত মাসুল তাহার উপর লওয়া যাইবেক এবং বোঝাইয়ের ওজন ৫০০ পাঁচশত মোনপর্য্যন্ত উপরের ক্রমানুসারে বাদ দেওনের অঙ্ক ২৫ পঁচিশ মোনের অধিক হইবেক না ও বোঝাইয়ের ওজন ৫০০ পাঁচশত মোনের অধিক ১০০০ হাজার মোনপর্য্যন্ত বাদ দেওনের অঙ্ক উপরের ক্রমানুসারে ৫০ পঞ্চাশ মোনের অধিক হইবেক না এবং এক হাজার মোনের অধিক বোঝাইয়ের নৌকা হইলে এই আইনের শেষের ২ নম্বরের তফসীলের লিখনমত বাদ দেওনের অঙ্ক এক শত মোনের অধিক হইবেক না ইতি।—১৮২৪ সা। ৮ আ। ৫ ধা। ৩ প্র।

পাঁচশতের উপর হাজার মোনপর্য্যন্ত বাদদেওনের পরিমাণ পঞ্চাশ মোন এবং হাজার মোনের ঊর্দ্ধ হইলে একশত মোন বাদ পড়িবার কথা।

একের অধিক নৌকা কি মাড়ে কুড়িটার অধিক কাষ্ঠ ঐ নদী দিয়া না চালাইবার কথা।

৩৪। একহইতে অধিক নৌকা কি মাড়েতে কুড়িটা কাষ্ঠের অধিক এক কালে পূর্ব্বোক্ত কোন নদীতে প্রবেশ করিতে ও তাহা দিয়া যাইতে পারিবেক না ইতি।—১৮২৪ সা। ৮ আ। ৬ ধা। ১ প্র।

১ দিসেম্বরঅবধি ১ জুলাইপর্য্যন্ত ছয়টা কাষ্ঠের অধিক বহনীয় নৌকা কি মাড় ঐ ২ নদীতে প্রবেশ করিতে না পারিবার কথা।

৩৫। ১২ বারটা কাষ্ঠের অধিক বহনীয় কোন নৌকা কি মাড় কোন সময়ে পূর্ব্বোক্ত কোন নদীতে প্রবেশ করিতে কি তাহা দিয়া যাইতে পাইবেক না আরো জানান যাইতেছে যে ১ পহিলা দিসেম্বর অবধি ১ পহিলা জুলাইপর্য্যন্ত যে কোন নৌকায় কি মাড়ে ছয়টা কাষ্ঠের অধিক বহে কি ভাসে তাহা ঐ২ নদীতে প্রবেশ করিতে পাইবেক না ইতি।—১৮২৪ সা। ৮ আ। ৬ ধা। ২ প্র।

উপরের লিখিত

৩৬। এই আইনের লিখিত নিষেধ কি বিধির বিরুদ্ধে উপরের

উক্ত ঐ২ নদী দিয়া যে২ কাষ্ঠ ভাসাইয়া কি নৌকাযোগে লইয়া যাওয়া যায় তাহার মালিকের সেই কাষ্ঠের উপর নিরূপিত যে মামুল দিতে হয় তাহার অতিরিক্ত কি কাষ্ঠ দশ২ টাকা জরীমানা সরকারে দিতে হইবেক এবং ঐ মামুলের কালেক্টর সাহেব ঐ মামুল কি জরীমানার টাকা কি ঐ দুইয়ের টাকা যাবৎ আদায় না হয় তাবৎ ঐ মালিকের যত নৌকা কি কাষ্ঠ কি মাড় কিম্বা বাঁশ কি ভাসা অন্য দ্রব্যাদি ঐ মামুল কি জরীমানার টাকা আদায়ের নিমিত্তে উপযুক্ত বুঝেন্ তাহা আটক করিয়া ক্রোক্ রাখিতে পারিবেন ও যে লোকের জিম্মাতে ঐ২ নৌকা কি কাষ্ঠ কি মাড় কি বাঁশ কি ভাসা অন্য দ্রব্যাদি থাকে কালেক্টর সাহেব তাহাকে হুকুম দিবেন যে এই আইনের লিখিত নিষেধবিধির অনুসারে ঐ নৌকাআদি চালাইবার নিমিত্তে যাহা২ করা আবশ্যক তাহা করে এবং ঐ আবশ্যক কার্য্য যাবৎ না হয় তাবৎ তাহার নিমিত্তে ঐ নৌকাআদি আটক রাখিবেন ইতি।—১৮২৪ সা। ৮ আ। ৬ ধা। ৩ প্র।

হুকুম লঙ্ঘনের জরীমানার কথা।

যাহা২ হইলে কালেক্টর সাহেব প্রাপ্তব্য মামুল কি জরীমানার টাকা আদায় না হওন পর্য্যন্ত নৌকা ও মাড়ইত্যাদি আটক করিতে ক্ষমতা রাখেন তাহার কথা।

৩৭। ঐ উপরের উক্ত কোন কারণপ্রযুক্ত কোন নৌকা কি কাষ্ঠ কি মাড় কি বাঁশ কি ভাসা অন্য দ্রব্যাদি আটক থাকিলে কালেক্টর সাহেব অবিলম্বে বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের নিকটে তাহার সমুদয় কথা লিখিয়া রিপোর্ট করিবেন এবং এ বিষয়ের ঘোষণা দেওয়াইবেন যে ঐ ঘোষণাদেওনের তারিখঅবধি ১৫ পনর দিনের কম না হয় এমত কোন দিন ঐ নৌকাআদি যাহা বিক্রয় হয় তাহা নীলামের নিমিত্তে নিরূপণ করিবেন কিন্তু বোর্ড রেবিনিউর সাহেব দিগের অনুমতি ও হুকুম যেপর্য্যন্ত না পাওয়া যায় তাবৎ ঐ দ্রব্য নীলাম করা যাইবেক না ও কোন কারণে নীলামের নিরূপিত দিনের অধিক বিলম্ব করিবার আবশ্যক হইলে কালেক্টর সাহেব তাহা করিতে পারিবেন কিন্তু সর্ব্বদা ইহা অবশ্যকর্ত্তব্য যে নীলামের ১৫ পনর দিন পূর্ব্বে তাহার ঘোষণা দেওয়া যায় ইতি।—১৮২৪ সা। ৮ আ। ৬ ধা। ৪ প্র।

তাহা হইলে কালেক্টর সাহেব বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের নিকটে রিপোর্ট করিবার এবং ঘোষণার দ্বারা তাহা দিবার তারিখহইতে পনর দিনের পর ঐ দ্রব্য নীলাম হইবার কথা জানাইবার কথা।

বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের অনুমতি না হওনপর্য্যন্ত কোন দ্রব্য নীলাম না হইবার কথা।

৩৮। কালেক্টর সাহেবের চৌকীর নৌকা মামুল লইতে নিকটে গেলে পর যদি কোন জন মামুল দেওনব্যতিরেকে কোন নৌকা কি মাড় কি কাষ্ঠ বাঁশ কি ভাসা অন্য দ্রব্যাদি চালাইতে উদ্যত হয় তবে ঐ নৌকা কি মাড় কি কাষ্ঠ কি বাঁশ কি ভাসা অন্য দ্রব্যাদি যাবৎ তাহার দাতব্য মামুলের দশগুণের সমান জরীমানা দাখিল না হয় কিম্বা উপরের প্রকরণের লিখিত সরাসরী দাঁড়ামতে তাহা আদায় না হয় সেইপর্য্যন্ত আটক রাখা যাইবেক ইতি।—১৮২৪ সা। ৮ আ। ৭ ধা।

কালেক্টর সাহেবের চৌকীর নৌকা নিকটে গেলে মামুল না দিয়া নৌকা আদি চালাইতে উদ্যতহওনের জরীমানার কথা।

৪ ধারা।

নদীর তত্ত্বাবধারক অর্থাৎ সুপরবাইজর সাহেবের কার্য্য ও ক্ষমতা।

নদীর সুপরবাইজর সাহেবের কর্ত্তব্য কর্ম্ম ও ক্ষমতা নিরূপণের কথা।

৩৯। এই আইনের হেতুবাদেতে বিশেষ করিয়া যেং নদীর নাম লেখা গিয়াছে তাহা দিয়া নৌকাআদির অবাধে ও নির্ব্বিঘ্নে গমনাগমনহওনের প্রতিবন্ধক যাহাতেং হইয়াছে কি হইতে পারিবে তাহা নিবারণ ও দূর করিবার নিমিত্তে যে কার্য্যের আবশ্যক হয় তাহার অধ্যক্ষতাকরণার্থে সরকারহইতে সুপরবাইজর নামে খ্যাত এক সাহেব নিযুক্ত করা গিয়াছে অতএব ঐ সুপরবাইজর সাহেবের কর্ত্তব্য কর্ম্ম এবং ক্ষমতা নিরূপণের নিমিত্তে নীচের লিখিতব্য দাঁড়াসকল নির্দ্দিষ্ট করা গেল এবং এই রাজধানীর তাবে দেশসকলের মধ্যবর্ত্তী ঐ উপরের উক্ত কোন নদীতে কিম্বা নৌকা গমনাগমনের যোগ্য অন্য কোন নদী কি জলপ্রবাহেতে উপরের উক্তমত কর্ত্তব্য কার্য্য করিবার নিমিত্তে অন্য যে কোন কার্য্যকারক কি কার্য্যকারকেরা নিযুক্ত হইবেন তাঁহার কি তাঁহারদিগের সহিত ঐং হুকুম সম্পর্ক রাখিবেক ও আরো জানান যাইতেছে যে শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের সভাতে বসিয়া কৌন্সেলের হুকুমের দ্বারা যেরূপে উপযুক্ত বোধ হয় সেইরূপে ঐং উপরের উক্ত নদীর কিম্বা তাহার কোন অংশের কার্য্যের অধ্যক্ষতাভার পূর্ব্বোক্ত কোন কালেক্টর সাহেবকে কিম্বা অন্য যে কোন কার্য্যকারক সাহেবকে ঐ কার্য্যে নিযুক্তকরা উপযুক্ত বুঝেন্ তাঁহাকে অর্পণ করিতে পারিবেন ইতি।—১৮২৪ সা। ৮ আ। ৮ ধা। ১ প্র।

ঐ প্রকার ক্ষমতা কালেক্টর সাহেবেরদিগকে অর্পণহওনের বিশেষ হুকুম।

সুপরবাইজর সাহেব সরকারহইতে অন্য প্রকার হুকুম না পাইলে পূর্ব্বদেশের বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের হুকুমানুসারে কার্য্য করিবার কথা।

৪০। সুপরবাইজর সাহেব সামান্যতঃ পূর্ব্বদেশের বোর্ড রেবিনিউর সাহেবলোকের হুকুম এবং উপদেশানুসারে কার্য্য করিবেন কিন্তু শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের বৈঠকে বসিয়া কৌন্সেলের হুকুমের দ্বারা সময়েং উপযুক্ত বোধহওনমতে অন্য কোন বোর্ডের কি কমিটির সাহেবলোককে কি কার্য্যকারক কি কার্য্যকারকদিগকে ঐ সুপরবাইজর সাহেবকে কার্য্যোপদেশ করাইবার ও হুকুম দিবার ভারার্পণ করিতে পারিবেন ইতি।—১৮২৪ সা। ৮ আ। ৮ ধা। ২ প্র।

এবং ঐ নদী দিয়া নৌকা গমনাগমনের বাধাজনক বৃক্ষ ও ডুবা নৌকা কি কাষ্ঠের মাড়ইত্যাদি কাটিয়া কি উঠাইয়া ফেলিতে ক্ষমতা রাখিবার কথা।

৪১। সুপরবাইজর সাহেবের ক্ষমতা আছে যে ইহার পরে যেং হুকুম লেখা যাইবেক তদনুসারে ঐ উপরের উক্ত নদীতে পতিত কি পতনশীল কোনং বৃক্ষ এবং ডুবা নৌকা কি কাষ্ঠের কি বাঁশের মাড় এবং নৌকা গমনাগমনের অন্য যে কোন প্রকার বাধাজনক কি প্রতিবন্ধক দ্রব্য থাকে এবং ঐ নদী দিয়া নৌকা গমনাগমনের বাধাজনক কি প্রতিবন্ধক যে সকল বাঁধ কি মৎস্য ধরিবার নিমিত্তে অন্য যেং বস্তু থাকে ঐ প্রতিবন্ধক থাকনের স্থানেতে যাইয়া জিজ্ঞাসাকরণের পর যদি ঐ সাহেবের হৃদ্বোধ হয় যে ঐং ডুবা নৌকা কি

কাষ্ঠের কি বাঁশের মাড় কি বান্ধ পূর্ব্বোক্ত ঐ২ নদী দিয়া অবাধে ও নির্ব্বিঘ্নে নৌকা গমনাগমনের প্রতিবন্ধক হইয়াছে কি হইবেক তবে সে সমস্ত উঠাইয়া ফেলিতে পারিবেন ইতি।—১৮২৪ সা। ৮ আ। ৮ ধা। ৩ প্র।

৪২। এই আইনের হেতুবাদের উক্ত নদী কি জলপ্রবাহে কি নৌকা গমনাগমনের যোগ্য আর কোন নদীতে যে সকল বৃক্ষ কিম্বা অন্য দ্রব্য এমত পড়িয়া থাকে কি পরে পড়িবেক যে তাহাতে ঐ নদী দিয়া নৌকা গমনাগমনের বাধা ও ব্যাঘাত হইবেক জানা যায় সেই বৃক্ষাদি ঐ সুপরবাইজর সাহেবের কি ঐ কর্ম্ম করিতে সরকারহইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কার্য্যকারক সাহেবের হুকুমে যত শীঘ্র হইতে পারে ততই শীঘ্র দূর করা যাইবেক এবং বোর্ড রেবিনিউর সাহেবেরা কি ঐ সাহেবকে হুকুম দিবার ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য সাহেবেরা যেমত হুকুম দেন সেইমত ঐ সকল বৃক্ষাদি কাটাইতে ও ফাড়াইতে ও ভাঙ্গিয়া ফেলাইতে কি নাশ করিতে কিম্বা অন্য প্রকার করিতে সুপরবাইজর সাহেব কি পূর্ব্বোক্ত অন্য কার্য্যকারক সাহেবকে এই প্রকরণক্রমে ক্ষমতার্পণ করা গেল ইতি।—১৮২৪ সা। ৮ আ। ৮ ধা। ৪ প্র।

ঐ বৃক্ষাদি যে প্রকারে উঠাইয়া ফেলা যাইবেক তাহার কথা।

৪৩। এই ধারার ২ প্রকরণের বিশেষ করিয়া লিখিত কোন বৃক্ষ কি বাধাজনক অন্য দ্রব্য ইহার পরে যাহা লেখা যাইবেক তাহাব্যতিরেকে উঠাইয়া ফেলিবার আবশ্যক হইলে ঐ সুপরবাইজর সাহেবের কি পূর্ব্বোক্ত অন্য কার্য্যকারক সাহেবের আবশ্যক যে পূর্ব্বোক্তমতে যে কোন বৃক্ষ কি অন্য কোন দ্রব্য উঠাইয়া ফেলিবার বাঞ্ছা করেন প্রথমতঃ তাহার মালিকের ঠিকানা করিয়া তাহার নিকটে এক হুকুমনামা এই মজমুনে পাঠাইয়া দিবেন যে ঐ হুকুমনামার লিখিত উপযুক্ত মিয়াদের মধ্যে ঐ বৃক্ষাদি উঠাইয়া লয় ও যদি ঐ মালিক গরহাজীর থাকে কি জানা না যায় তবে তাহার অতিনিকটবর্ত্তি গ্রামের সকল লোকের দৃষ্টিগোচর কোন স্থানে ঐ অর্থে এক ইশতিহারনামা লটকান যাইবেক ইতি।—১৮২৪ সা। ৮ আ। ৮ ধা। ৫ প্র।

যাহা হইলে বৃক্ষাদি উঠাইয়া ফেলিবার পূর্ব্বে সুপরবাইজর সাহেব তাহার মালিককে খবর দিবেন কি তাহা উঠাইয়া লইবার নিমিত্তে ইশতিহারনামা লটকাইবেন তাহার কথা।

৪৪। পূর্ব্বোক্ত মতে সমাচারদেওনের পরে যে কোন বৃক্ষ কি অন্য যে কোন বস্তু উঠাইয়া ফেলনের হুকুম হইয়া থাকে তাহার মালিক যদি ঐ সুপরবাইজর সাহেবের হুকুমকরা মিয়াদের মধ্যে উঠাইয়া না ফেলে তবে ঐ কার্য্যকারক সাহেব তাহা সরকারের খরচেতে উঠাইয়া ফেলিবার হুকুম দিতে পারিবেন কিম্বা নীলামেতে তাহা বিক্রয় করা উপযুক্ত বোধ হইলে খরীদারের তাহা উঠাইয়া লওনাদি অন্য যে২ নিয়ম উপযুক্ত বোধ হয় সেই২ নিয়মযুক্ত করিয়া নীলামে বিক্রয় করিতে পারিবেন ইতি।—১৮২৪ সা। ৮ আ। ৮ ধা। ৬ প্র।

উপযুক্তরূপে খবর দেওনের পর বৃক্ষাদির মালিক তাহা উঠাইয়া লইতে ত্রুটি করিলে সুপরবাইজর সাহেব তাহা উঠাইয়া ফেলিবার কি বিক্রয়াদি করিবার কথা।

অত্যাবশ্যক হইলে সুপরবাইজর সাহেব মালিককে খবরদেওনব্যতিরেকে বৃক্ষাদি উঠাইয়া ফেলিবার হুকুম দিবার কথা।

ঐ২ প্রকার হইলে যাহা করিতে হইবেক তাহার বিশেষ হুকুম।

৪৫। সুপরবাইজর সাহেব কি পূর্ব্বোক্ত অন্য কার্য্যকারক সাহেব যদি বুঝেন যে ঐ বৃক্ষাদি অন্য২ দ্রব্য উঠাইয়া ফেলিতে বিলম্ব হইলে নিতান্ত ক্ষতি কি আপদের বিষয় হয় তবে এপ্রকার আবশ্যক বোধ হইলে ঐ সাহেব উপরের লিখনমতে তাহার মালিককে খবরদেওনব্যতিরেকে তৎক্ষণে তাহা উঠাইয়া ফেলিবার হুকুম দিবেন কিন্তু ইহাও জানান যাইতেছে যে ঐ উঠাইয়া ফেলনের দ্রব্য যদি নদীর স্রোতবহনের স্থানে পতিত বৃক্ষব্যতিরিক্ত অন্য দ্রব্য হয় তবে ঐ সুপরবাইজর কি পূর্ব্বোক্ত অন্য সাহেব যত শীঘ্র হইতে পারে তত শীঘ্র তাহার মালিককে খবর দেওয়াইবেন কিম্বা ঐ মালিক গরহাজির থাকিলে কি তাহাকে জানা না গেলে অতিনিকটবর্ত্তি গ্রামে তাহার জ্ঞাপন পত্র লটকাইয়া দেওয়াইবেন এবং তৎক্ষণে বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের কিম্বা হুকুম দেওনের ক্ষমতাপন্ন অন্য সাহেবের দের নিকটে তাহার সমস্ত বেওরার রিপোর্ট করিবেন ইতি। —১৮২৪ সা। ৮ আ। ৮ ধা। ৭ প্র।

যাহা হইলে নদীর নিকটবর্ত্তি ঘরবাটী কি বৃক্ষাদি সরকারের নিমিত্তে ক্রয় করা যাইতে পারে তাহার কথা।

৪৬। আরো হুকুম দেওয়া যাইতেছে যে লোকদিগের রক্ষা এবং হিতহওনের নিমিত্তে নৌকা গমনাগমনের যোগ্য কোন নদী কি জলপ্রবাহের নিকটবর্ত্তি কোন বাটী কি ঘর কি বৃক্ষ কিম্বা অন্য দ্রব্য স্রোতেতে পতনশীল না হইলে ও তথাহইতে অন্তরকরণ কিম্বা সরকারী কার্য্যে অর্পণকরণ আবশ্যক বোধ হইলে শ্রীযুত নওয়াব গবরনর জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলেতে ইঙ্গরেজী ১৮২৪ সালের ১ আইনের হুকুমানুসারে ঐ দ্রব্য সরকারের নিমিত্তে লওনের এবং ক্রয়করণের হুকুম দিতে পারেন্ ইতি।—১৮২৪ সা। ৮ আ। ৮ ধা। ৮ প্র।

৮ ধারার ৪ প্রকরণানুসারে নীলাম করা নৌকা কি বৃক্ষাদির মুল্য তাহার স্বামিকে দেওয়া যাইবার কথা।

৪৭। এই আইনের হেতুবাদের বিশেষ করিয়া লেখা কোন নদী কি জলপ্রবাহ কি নৌকা গমনাগমনের যোগ্য অন্য নদী কি জলপ্রবাহ দিয়া নৌকাদি গমনাগমনের বাধা করিতেছে কি করিবে এমত কোন বৃক্ষ কি নৌকা কি কাষ্ঠইত্যাদি অন্য কোন দ্রব্য এই আইনের ৮ ধারার ৪ প্রকরণের হুকুমানুসারে খরীদারের তাহা লইয়া যাওনের নিয়মযুক্ত নীলামেতে বিক্রয় হইতে পারিবেক ও খরচবাদে নীলামের মূল্যের অবশিষ্ট টাকা তাহার মালিককে দেওয়া যাইবেক ইতি।—১৮২৪ সা। ৮ আ। ৯ ধা। ১ প্র।

কিম্বা স্বামী বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের নিরূপিত মিয়াদের মধ্যে সুপরবাইজর সাহেবকে সালবেজের টাকা দিলে নৌকা

৪৮। উপরের উক্ত ধারা ও প্রকরণের হুকুমানুসারে সুপরবাইজর সাহেবের কি ঐ কর্ম্মের ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য সাহেবের হুকুমেতে উপরের উক্ত কোন দ্রব্য নদীহইতে অন্তর করিয়া ফেলিলে কি তাহার মধ্যহইতে উঠান গেলে ঐ দ্রব্যের মালিক যদি বোর্ড রেবিনিউর সাহেবেরা কি হুকুম দিবার ক্ষমতাপন্ন অন্য সাহেবলোক যে মিয়াদ নিরূপণ করেন্ তাহার মধ্যে ঐ সুপরবাইজর সাহেবকে কি পূর্ব্বোক্ত অন্য সাহেবকে সেই দ্রব্য দূরকরণের কি উঠাইবার খরচ এবং

বোর্ডের সাহেবলোক কি পূর্ব্বোক্ত অন্য সাহেবেরা সালবেজ অর্থাৎ নষ্ট দুব্য পুনঃপ্রাপ্তির বেতনস্বরূপে বিবেচনাপূর্ব্বক যত টাকা নিরূপণ করেন্ তাহাও দেয় তবে ঐ মালিক কি তাহার মোখ্তারকে ঐ দুব্য দেওয়া যাইবেক আরো জানান যাইতেছে যে বোর্ড রেবিনিউর সাহেবলোকের নিরূপিত মিয়াদ ইশ্তিহার দেওনের পর ঐ ইশ্তিহারের নিরূপিত মিয়াদের মধ্যে ঐ উঠান দুব্য উঠাইবাতে যে খরচ হয় তাহা এবং বোর্ড রেবিনিউর সাহেবলোক সালবেজের নিমিত্তে যত টাকা নিরূপণ করেন্ তাহাও দিবার নিমিত্তে যদি কেহ উপস্থিত না হয় তবে সুপরবাইজর সাহেব ঐ দুব্য নীলামেতে বিক্রয় করিতে এবং তাহা উঠান যাওনের খরচ এবং পূর্ব্বোক্ত মত নিরূপিত সালবেজের টাকা তাহার মূল্যহইতে লইতে পারিবেন ও অবশিষ্ট টাকা বোর্ড রেবিনিউর সাহেবলোক যে খাজানাখানায় রাখিবার হুকুম দেন্ তথায় ঐ দুব্যের মালিকের হিতার্থে জমা রাখা যাইবেক ইতি।—১৮২৪ সা। ৮ আ। ৯ ধা। ২ প্র।

কি বৃক্ষাদি পাইতে পারিবার কথা।

খরচআদি না দিলে সুপরবাইজর সাহেবকে ঐ দুব্যাদি নীলাম করিবার ক্ষমতাৰ্পণের বিশেষ হুকুম।

৪৯। এই আইনের উক্ত যে নদী নালা কিম্বা নৌকা গমনাগমনের যোগ্য অন্য যে নদী নালাইত্যাদির অধ্যক্ষতার নিমিত্তে শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে দাঁড়া নিরূপণ হয় তাহাতে কোন বান্ধ কি মৎস্য ধরিবার কিম্বা অন্য কোন কর্ম্মের নিমিত্তে নৌকা গমনাগমনের বাধাজনক বাড়ইত্যাদি দেওয়া যাইবেক না ও সুপরবাইজর সাহেব বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের কিম্বা তৎকর্ম্মের হুকুম দিবার ক্ষমতাপন্ন অন্য সাহেবেরদের সম্মতিপূর্ব্বক যে কোন বান্ধ কিম্বা মৎস্য ধরিবার নিমিত্তে নৌকা গমনাগমনের প্রতিবন্ধক অন্য যে কোন দুব্য ঐ২ নদীর কোন স্থানেতে থাকে কি জলের মধ্যে মগ্ন থাকে তাহা দূর করাইলে এবং বিশেষ করিয়া হুকুমকরা কোন সীমার মধ্যে ঐ মত কোন ব্যাঘাতজনক বস্তু রাখিতে ও জলের মধ্যে মগ্ন করিতে নিষেধ করিলে যদি কোন জন পূর্ব্বোক্তমতে দূরকরা বান্ধ কিম্বা অন্য দুব্য পুনর্ব্বার দেয় কি স্থাপন করে কিম্বা সুপরবাইজর সাহেবের নিষেধ না মানিয়া ঐ মত ব্যাঘাতজনক কোন বান্ধ কি অন্য কোন দুব্য দেয় কি রাখে কিম্বা মগ্ন করে তবে ঐ প্রকার পুনর্ব্বার কি প্রথমতঃ দেওয়া কি রাখা কি মগ্ন করা বান্ধ কি মৎস্য ধরিবার নিমিত্তে অন্য বস্তু ভাঙ্গা ও দূর করা যাইবেক ও তাহা স্থাপন কি মগ্নকরণিয়া অপরাধী বোধ হইয়া জিলার মাজিস্ট্রেট্ সাহেবের বিবেচনানুসারে ৫০ পঞ্চাশ টাকার অধিক না হয় এমত জরীমানার যোগ্য হইবেক কিম্বা ঐ জরীমানার টাকা না দিলে দেনদারের জেলখানায় বিনাবেড়ীতে এক মাসের অধিক না হয় এমত মিয়াদে কয়েদ থাকিবেক কিন্তু ইহাও জানান যাইতেছে যে ঐ অপরাধী যদি কোন জোর কি হঙ্গামা করিয়া থাকে তবে তাহা প্রমাণ হইলে চলিত আইনানুসারে তাহার যে দণ্ড হইতে পারে তদ্‌তিরিক্ত ফৌজদারী জেলখানাতে পরিশ্রমকরণের সহিত তিন মাসের অধিক না হয় এমত মিয়াদে কয়েদ থাকিবেক এবং মাজিস্ট্রেট

নদীতে অবাধে নৌকা গমনাগমনের প্রতিবন্ধক সকল বান্ধ কি মৎস্যধরিবার নিমিত্তে অন্য বস্তু দেওন ও রাখনের নিষেধের কথা।

বান্ধইত্যাদি দূর করণের কি তাহা দিতে নিষেধকরণের বিষয়ে সুপরবাইজর সাহেব যাহা করিবেন তাহার কথা।

সুপরবাইজর সাহেবের হুকুমলঙ্ঘনের শাস্তির কথা।

অপরাধিজনেরা জোর কি হঙ্গামা করিলে যে অধিক শাস্তি পাইবেক তাহার কথা।

সাহেব উপযুক্ত বুঝিলে হঙ্গামা না করণের নিমিত্তে মাতবর জামিন তাহার দিতে হইবেক ইতি।—১৮২৪ সা। ৮ আ। ১০ ধা।

যে জন কালেক্টর সাহেবের কি সুপরবাইজর সাহেবের কর্ত্তব্য কার্য্য করণেতে তাঁহারদিগের কি তাঁহারদিগের কর্ম্মকারিদিগের বাধা ও ব্যাঘাত করে তাহার যে দণ্ড হইবেক তাহার কথা।

৫০। এই আইনের লিখনক্রমে কালেক্টর সাহেব কি সুপরবাইজর সাহেবের যেং কর্ম্ম কর্ত্তব্য যদি কোন জন বলক্রমে কি তর্জ্জন গর্জ্জনক্রমে ঐ কালেক্টর কি সুপরবাইজর সাহেবের কিম্বা তাঁহারদিগের কর্ম্মকারিরদের তাহা করণের বাধা জন্মায় কিম্বা ঐ কর্ত্তব্য কর্ম্মের ব্যাঘাত বলক্রমে করে কিম্বা ঐ ব্যাঘাতের পরামর্শ কিম্বা প্রবৃত্তি দেয় তবে ঐ জন জিলা কি শহরের ফৌজদারী আদালতে ঐ অপরাধ প্রমাণ হইলে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের হুকুমমত কার্য্যকরণের প্রতিবন্ধকতাকরণ অপরাধেতে যেং দণ্ডের হুকুম হয় ঐ দণ্ডের যোগ্য হইবেক এবং ঐ প্রতিবন্ধকতাকরণেতে কোন ঝকড়া ও হঙ্গামা ইত্যাদি হইয়া থাকিলে ঐ অপরাধি জন উপরের উক্ত দণ্ডের অতিরিক্ত চলিত আইনানুসারে যেং দণ্ড ঐং অপরাধেতে সম্পর্ক রাখে সেইং দণ্ডেতে দণ্ডনীয় হইবেক ইতি।—১৮২৪ সা। ৮ আ। ১১ ধা। ১ প্র।

বলক্রমে প্রতিবন্ধকতা হওনের সম্ভাবনা হইলে কালেক্টর সাহেব কি সুপরবাইজর সাহেব যাহা করিবেন তাহার কথা।

৫১। কালেক্টর কি সুপরবাইজর সাহেবের কিম্বা পূর্ব্বোক্ত অন্য কোন কর্ম্মকারি জনের যদি বোধ হয় যে ঐ কার্য্যেতে বলক্রমে প্রতিবন্ধকতা হইবেক তবে তাঁহারা আপনার কর্ত্তব্য কার্য্যের নির্ব্বাহের নিমিত্তে অতিনিকটবর্ত্তি দারোগার নিকটে সহায়তা করিবার নিমিত্তে সম্বাদ পাঠাইবেন এবং ঐ সম্বাদ পাঠান গেলে কিম্বা অন্য কোন প্রকারে সহায়তাকরণের আবশ্যকতা বোধ হইলে সকল দারোগা কিম্বা থানাতে কি চৌকীতে অন্য যে কার্য্যকারক থাকে সে তৎক্ষণে ঐ আবশ্যক সহায়তা করিবেক ও না করিলে কর্ম্মচ্যুত হইবেক এবং তদতিরিক্ত মাজিষ্ট্রেট সাহেব যেরূপ হুকুম দেন সেই মত ২০০ দুই শত টাকার অধিক না হয় এমত জরীমানা দিবার যোগ্য হইবেক ও ঐ জরীমানার টাকা না দিলে তাহার পরিবর্ত্তে তিন মাসের অধিক না হয় এমত মিয়াদে দেওয়ানী জেলখানাতে কয়েদ থাকিবেক আরো হুকুম দেওয়া যাইতেছে যে যদি কোন জমীদার কি তালুকদার কি ভূমির অন্য অধিকারী কিম্বা ইজারদার কিম্বা নায়েব কি গোমাস্তা কিম্বা সেই স্থানের অন্য মোখ্তারকার আপনার দখলে থাকা গ্রাম কি ভূমির মধ্যে কোন জনকে ইচ্ছাক্রমে ঐ কালেক্টর কি সুপরবাইজর সাহেবের কি পূর্ব্বোক্ত অন্য কর্ম্মকারি জনের প্রতিবন্ধকতা করিতে দেয় তবে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সমক্ষে ঐ অপরাধ প্রমাণ হইলে ঐ জমীদারইত্যাদি ২০০ দুই শত টাকার অধিক না হয় এমত জরীমানার যোগ্য হইবেক ও ঐ জরীমানার টাকা না দিলে তাহার পরিবর্ত্তে উপরের লিখিত মতে কয়েদ থাকিবেক ইতি।—১৮২৪ সা। ৮ আ। ১১ ধা। ২ প্র।

ভূম্যধিকারী কি ইজারদারেরা কালেক্টরইত্যাদি সাহেবের কর্ম্মকরণের প্রতিবন্ধকতা হইতে দেখিয়া কিছু না বলিলে তাহারদিগের যে দণ্ড হইবেক তাহার কথা।

উপরের ধারার

৫২। কালেক্টর কি সুপরবাইজর সাহেব এবং তাঁহার হুকুম

পাইলে তাঁহারদের আমলার ও এই আইনের ইহার পূর্ব্ববর্ত্তি ২ দুই ধারার লিখিত কোন অপরাধের অপরাধি জনকে কি জনের দিগকে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকটে পাঠাইবার কারণ ধরিতে এবং অতিনিকটবর্ত্তি পোলীসের দারোগা কিম্বা ফৌজদারী নালিশ গ্রাহ্য করণের ক্ষমতাপন্ন পোলীসের অন্য কোন কর্ম্মকারি জনকে সমর্পণ করিতে ক্ষমতা রাখেন এবং পূর্ব্বোক্ত পোলীসের সকল কর্ম্মকারি জনেরদিগকে এই ধারাক্রমে হুকুম দেওয়া যাইতেছে যে ইহার পর যাহা২ লেখা যাইবেক তাহাতে দৃষ্টি রাখিয়া ঐ প্রকার সমর্পণকরা সকল অপরাধিদিগকে আপন জিম্মায় লইয়া ৬০ দণ্ডের মধ্যে তথাকার জিলাইত্যাদির মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকটে সাবধানপূর্ব্বক পাঠাইয়া দেয় কিন্তু ইহা হুকুম করা যাইতেছে যে সুপরবাইজর সাহেব কি তাঁহার কর্ম্মকারি জনেরা ঐ সময়ে উপযুক্তরূপে দস্তখৎ ও তারিখযুক্ত এক পত্র তদর্থে লিখিয়া দিবেন ও তাহাতে ঐ অপরাধির নাম ও তাহার অপরাধের প্রকার লিখিতে হইবেক এবং তাহাতে এ প্রতিজ্ঞাও লিখিতে হইবেক যে ঐ অপরাধি কি অপরাধিদিগকে ধরা যাওনের তারিখঅবধি ১০ দশ দিনের মধ্যে ঐ বিষয়ের সম্পূর্ণ রিপোর্ট মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকটে পাঠান যাইবেক এবং তাঁহার মোকদ্দমা করিবার নিমিত্তে অন্য যে২ কর্ম্মকরণের আবশ্যক হয় তাহাও করা যাইবেক আরো হুকুম করা যাইতেছে যে ঐ প্রকার অপরাধ হইলে ঐ অপরাধেতে অপবাদিত জন যদি মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকটে হাজির হইবার নিমিত্তে মাতবর জামিন দিতে চাহে এবং চলিত আইনানুসারে যে২ অপরাধের নিমিত্তে জামিন গ্রাহ্য না হয় এমন অপরাধের অপরাধী না হয় তবে দারোগা কিম্বা পূর্ব্বোক্ত অন্য কর্ম্মকারি জন ঐ জামিন গ্রাহ্য করিয়া আসামীকে ছাড়িয়া দিবেন ইতি।—১৮২৪ সা। ৮ আ। ১২ ধা।

> উক্ত সকল অপরাধিকে ধরিতে ও পোলীসের কর্ম্মকারিদিগের নিকটে সমর্পণ করিতে কালেক্টর কি সুপরবাইজর সাহেবকে ক্ষমতা দিবার কথা।

> মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকটে সুপরবাইজরইত্যাদি সাহেব ঐ অপরাধের ও অপরাধির বেওরা লিখিয়া পাঠাইবার ও মোকদ্দমার সম্পূর্ণ রিপোর্ট করিবার প্রতিজ্ঞা পাঠাইবার কথা।

> যে অপরাধের অপবাদ হয় তাহা জামিনের যোগ্য হইলে অপবাদগ্রস্ত জনের জামিন গ্রাহ্য হইবার কথা।

৫৩। সুপরবাইজর সাহেব ১০ দিনের মধ্যে যদি নালিশ উপস্থিত না করেন এবং হুকুম করা প্রকারেতে মোকদ্দমা করিবার আবশ্যক কর্ম্ম না করেন তবে মাজিষ্ট্রেট সাহেব এই আইনের ১২ ধারানুসারে ধরাপড়া কোন কয়েদী জনকে ১০ দশ দিনের অধিক কাল কয়েদ রাখিতে পারিবেন না ইতি।—১৮২৪ সা। ৮ আ। ১৩ ধা।

> সুপরবাইজর সাহেব নালিশআদি না করিলে মাজিষ্ট্রেট সাহেব দশ দিনের অধিক কয়েদীকে কয়েদ না রাখিবার কথা।

৫৪। বোর্ডের সাহেবদিগের কোন হুকুমের দ্বারা কিম্বা সুপরবাইজর সাহেব কিম্বা তাঁহার কোন আমলা এই আইনের লিখনক্রমে অর্পিত ক্ষমতার কর্ত্তব্য কার্য্যকরণের মধ্যে কোন কর্ম্মকরণের দ্বারা যদি কোন জন আপনাকে ক্লেশযুক্ত কিম্বা অন্যায়গ্রস্ত বোধ করে তবে সেই জন যে শহর কি জিলাতে ঐ বোধ করা অন্যায় হইয়া থাকে সেই শহর কি জিলার দেওয়ানী আদালতে তাঁহারদের এক জনের কি কোন এক জনের কি সকল জনের নামে নালিশ করিতে পারে এবং তাহা হইলে ঐ শহরের কি জিলার জজ সাহেব বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের কিম্বা হুকুমদাতা অন্য সাহেবেরদের

> বোর্ডের কোন হুকুমেতে কি সুপরবাইজর ইত্যাদি সাহেবের করা কোন কর্ম্মেতে কোন জন আপনাকে অন্যায়গ্রস্ত বোধ করিলে দেওয়ানী আদালতে ঐ কার্য্যকারকদিগের এক জন

কি সকলের নামে নালিশ করিতে পারিবার কথা।

তাহা হইলে জজ সাহেব যে কর্ম্ম করিবেন তাহার কথা।

সুপরবাইজর সাহেবইত্যাদি অর্পিত ক্ষমতার অতিক্রম না করিলে তাঁহার নামে নালিশ গ্রাহ্য না হইবার বিশেষ হুকুম।

উপযুক্ত কারণ বিনা বহুমূল্যের বৃক্ষ কাটা গেলে অন্য বিশেষ হুকুম।

কালেক্টর কি সুপরবাইজর সাহেব উপযুক্ত পরিবর্ত্ত দিতে চাহিয়া থাকিলে নালিশকরণিয়ার মোকদ্দমা নান্‌সুট হইবার ও মোকদ্দমার সমস্ত খরচা তাহার দিতে হইবার কথা।

নিকটে ঐ দরখাস্ত কি নালিশী আরজী পাঠাইবেন এবং এই ধারাক্রমে ঐ বোর্ডের কি হুকুমদাতা অন্য সাহেবেরদিগকে ও জিলা ও শহরের জজ সাহেবেরদিগকে হুকুম দেওয়া যাইতেছে যে তাঁহারা ঐ মত সকল মোকদ্দমাতে ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ২ আইনের লিখিত হুকুম ও নিয়মানুসারে কার্য্য করেন্ কিন্তু ইহাও হুকুম করা যাইতেছে যে এই আইনের লিখনক্রমে সুপরবাইজর সাহেব কিম্বা অন্য কর্ম্মকারি জনকে যে ক্ষমতা ও অনুমতি দেওয়া গিয়াছে ঐ সাহেব কি কর্ম্মকারী তাহার অতিক্রম যদি না করিয়া থাকেন্ তবে বহুমূল্যের বৃক্ষ কাটা যাওন এবং ঐ বৃক্ষ কাটা যাওনের তারিখ অবধি এক বৎসরের মধ্যে ঐ বৃক্ষ যে ভূমির উপর ছিল ঐ ভূমি নদীতে ভাঙ্গিয়া পড়িবার কিছু সম্ভাবনা না থাকন প্রমাণহওনব্যতিরেকে এই আইনের ৮ ধারার ৩ প্রকরণের বিশেষ করিয়া লিখিত কোন বৃক্ষ কি নৌকা কি কাষ্ঠ কি ঝাড় কি বাঁশ কি ভাসনীয় অন্য দ্রব্য এই আইনের লিখিত নদী নালা দিয়া অবাধে নৌকা গমনাগমনের নিমিত্তে উঠাইয়া ফেলাইবার আবশ্যক না থাকনের দাওয়ার কোন নালিশ কোন আদালতে গ্রাহ্য হইবেক না আরো হুকুম করা যাইতেছে যে যদি কালেক্টর কি সুপরবাইজর সাহেব কিম্বা পূর্ব্বোক্ত অন্য কোন কর্ম্মকারি জন ঐ নালিশকরণিয়াকে উপযুক্ত পরিবর্ত্ত দিতে চাহিয়া থাকেন্ তবে ঐ পরিবর্ত্তের টাকা নালিশকরণিয়ার নিমিত্তে আদালততে লওয়া যাইবেক এবং ঐ নালিশকরণিয়া ব্যক্তির মোকদ্দমা নান্‌সুট ও মোকদ্দমার সমস্ত খরচা তাহার দিতে হইবেক ইতি।—১৮২৪ সা। ৮ আ। ১৪ ধা।

সুপরবাইজর সাহেব এই আইনের অনুসারে ফৌজদারীতে তাঁহার করা সমস্ত নালিশের এবং তাঁহার নামে হওয়া সমস্ত দেওয়ানী নালিশের কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে সরকারী উকীলকে হুকুম দিবার কথা।

৫৫। সুপরবাইজর সাহেবের ক্ষমতা আছে যে এই আইনের হুকুমানুসারে ফৌজদারী আদালত তাঁহার করা সকল নালিশের কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে এবং দেওয়ানী যে সকল মোকদ্দমাতে তাঁহার নামে নালিশ হয় তাহার জওয়াবদেওনের অর্থে বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের কিম্বা হুকুমদাতা অন্য সাহেবেরদের হজুরহইতে হুকুম হইলে সে সকল মোকদ্দমার সওয়াল জওয়াব করিতে সরকারের উকীলকে হুকুম দেন্ এবং রাজস্বের কালেক্টর সাহেবকে এই ধারাক্রমে ক্ষমতার্পণ হইল যে সুপরবাইজর সাহেবের দরখাস্ত পাইলে তিনি উপরের লিখিত কার্য্যের নিমিত্তে উপযুক্ত ইষ্টাম্পকাগজ সরকারের উকীলকে দেন্ ইতি।

১ প্রথম তফসীল।

উপরের লিখিত আইনে বিশেষ করিয়া লেখা নদী নালাইত্যাদি দিয়া যে সকল নৌকা কি কাষ্ঠ কি বাঁশ কি ঝাড় কি ভাসনীয় অন্য

দ্রব্য আইসে কি যায় তাহার উপর যেং মামুল লইতে হইবেক তাহার তফসীল।

১ দশ দাঁড়ের এবং তাহার কমের প্রত্যেক পিনিসের উপর। ৫ টাকা

দশ দাঁড়ের অধিক দাঁড়ের প্রত্যেক পিনিসের উপর। ৮ টাকা

২ দশ দাঁড়ের ও তাহার কমের প্রত্যেক বজরার উপর। ৩ টাকা

দশ দাঁড়ের অধিক দাঁড়ের প্রত্যেক বজরার উপর। ৬ টাকা

৩ উপরের লিখিত পিনিস ও বজরাব্যতিরেকে সওয়ারীর প্রত্যেক ডাউলিয়া ও কটর ও নৌকা ও পলওয়ার ও পান্‌সী ও দ্রব্যজাত লইয়া যাওনের নৌকার ফি দাঁড়। ।০

৪ খালী নৌকার এবং ইট কিম্বা টাইল কিম্বা কাঁচা কি পোড়া মৃত্তিকার অন্য কোন বস্তু বোঝাইথাকা নৌকার উপর তাহাতে যত বোঝাই ধরণের কুত হয় তাহার ফি শত মোন। ৵০

৫ চূণ কি বিচালি কি জ্বালানি কাষ্ঠ কি গরান কাষ্ঠ কি ঘর ছাই বার খড়ইত্যাদি বোঝাইথাকা নৌকার উপর তাহাতে যত বোঝাই ধরণের কুত হয় তাহার ফি শত মোন। ।।০

৬ শস্য কিম্বা কলাই কি বীজ কি কোন প্রকার তরকারী কিম্বা নীলের বীজ বোঝাই থাকা নৌকার উপর তাহাতে যত বোঝাইধরণের কুত হয় তাহার ফি শত মোন। ৸০

৭ কাষ্ঠ এবং বাঁশ এবং উপরের লিখিত দ্রব্যসকলের কোন দ্রব্য ভিন্ন অন্য দ্রব্যেতে বোঝাইথাকা নৌকার উপর তাহাতে যত বোঝাইধরণের কুত হয় তাহার ফি শত মোন। ১ টাকা

৮ নৌকায় বোঝাইকরণব্যতিরেকে মাড়েতে কিম্বা অন্য কোন প্রকারে ভাসাইয়া লইয়া যাওয়া যায় যে চৌকর কি দোকর কাষ্ঠ তাহার ফি কাষ্ঠ। ।।০

উপরের লিখিত মত ভাসান কোয না করা গোল কাষ্ঠের উপর ফি কাষ্ঠ। ।/০

দুই শত বাঁশ কি তাহার কমের প্রতিমাড়েতে। ।।০

দুই শত বাঁশঅবধি চারি শতপর্য্যন্ত বাঁশের প্রতিমাড়েতে। ৸০

চারি শত বাঁশঅবধি হাজার পর্য্যন্ত বাঁশের প্রতিমাড়েতে। ৫ টাকা

হাজারের অধিক বাঁশের প্রতিমাড়েতে। ১০ টাকা।

২ দ্বিতীয় তফসীল।

নৌকার কুত ও মাসুলের নিরূপণ।

নৌকায় যত মোনের অধিক না ধরে তাহার কুত অর্থাৎ ওজন।	যত মোনের উপর মাসুল লওয়া যাইবেক তাহার ওজন।	মাসুল। ফি শতমোন ১ এক টাকা হইলে।	ফি শতমোন ৸০ বারআনা হইলে।	ফিশত মোন ॥০ আটআনা হইলে।	ফি শতমোন ৵০ আনা হইলে।
৫০	২৫	।০	৶০	৵০	(১০
৭৫	৫০	॥০	।৵০	।০	৴০
১০০	৭৫	৸০	॥৴০	।৵০	৴১০
১২৫	১০০	১৲	৸০	॥০	৵০
১৫০	১২৫	১।০	৸৶০	॥৵০	৵১০
১৭৫	১৫০	১॥০	১৵০	৸০	৶০
২০০	১৭৫	১৸০	১।৴০	৸৵০	৶১০
২২৫	২০০	২৲	১॥০	১৲	।০
২৫০	২২৫	২।০	১॥৶০	১৵০	।১০
২৭৫	২৫০	২॥০	১৸৵০	১।০	।৴০
৩০০	২৭৫	২৸০	২৴০	১।৵০	।৴১০
৩২৫	৩০০	৩৲	২।০	১॥০	।৵০
৩৫০	৩২৫	৩।০	২।৶০	১॥৵০	।৵১০
৩৭৫	৩৫০	৩॥০	২॥৵০	১৸০	।৶০
৪০০	৩৭৫	৩৸০	২৸৴০	১৸৵০	।৶১০
৪২৫	৪০০	৪৲	৩৲	২৲	॥০
৪৫০	৪২৫	৪।০	৩৶০	২৵০	॥১০
৪৭৫	৪৫০	৪॥০	৩।৵০	২।০	॥৴০
৫০০	৪৭৫	৪৸০	৩॥৴০	২।৵০	॥৴১০
৫৫০	৫০০	৫৲	৩৸	২॥০	॥৵০
৬০০	৫৫০	৫॥০	৪৵০	২৸০	॥৶০
৬৫০	৬০০	৬৲	৪॥০	৩৲	৸০
৭০০	৬৫০	৬॥০	৪৸৵০	৩।	৸৴০
৭৫০	৭০০	৭৲	৫।০	৩॥০	৸৵০
৮০০	৭৫০	৭॥০	৫॥৵০	৩৸০	৸৶০
৮৮০	৮০০	৮৲	৬৲	৪৲	১৲
৯০০	৮৫০	৮॥০	৬।৵০	৪।০	১৴০
৯৫০	৯০০	৯৲	৬৸০	৪॥০	১৵০
১০০০	৯৫০	৯॥০	৭৵০	৪৸০	১৶০
১১০০	১০০০	১০৲	৭॥০	৫৲	১।০
১২০০	১১০০	১১৲	৮।০	৫॥০	১।৵০
১৩০০	১২০০	১২৲	৯৲	৬৲	১॥০
১৪০০	১৩০০	১৩৲	৯৸০	৬॥০	১॥৵০
১৫০০	১৪০০	১৪৲	১০॥০	৭৲	১৸০
১৬০০	১৫০০	১৫৲	১১।০	৭॥০	১৸৵০
১৭০০	১৬০০	১৬৲	১২৲	৮৲	২৲
১৮০০	১৭০০	১৭৲	১২৸০	৮॥০	২৵০
১৯০০	১৮০০	১৮৲	১৩॥০	৯৲	২।০
২০০০	১৯০০	১৯৲	১৪।০	৯॥০	২।৵০

—১৮২৪ সা। ৮ আ। ১৫ ধা।

৫ ধারা।

গুদারা নৌকাবিষয়ক বিধি।

ইঙ্গরেজী ১৮১৬ সালের ১৯ আইনের লিখিত কথা রদ হওনের কথা।

৫৬। জানান যাইতেছে যে ইঙ্গরেজী ১৮১৬ সালের ১৯ আইনের লিখিত কথা রদ হইল ও নীচের লিখিতব্য তারিখের পরে কোন প্রকারে তাহা জারী ও চলন থাকিবেক না ইতি।

তফসীল।

যেং জিলাতে বাঙ্গলা সন চলন আছে সেখানে এই আইন জারী হওনের পর।

যেং জিলাতে বিলায়তী সন চলন আছে সেখানে বিলায়তী আগামি সন এতাবতা ১২২৭ সন আরম্ভহওনের পর।

যেং জিলাতে ফসলী সন চলন আছে সে খানে ফসলী আগামি সন এতাবতা ১২২৭ সন আরম্ভহওনের পর।—১৮১৯ সা। ৬ আ। ২ ধা। ১ প্র।

খেয়াঘাটের কর্ম্মনির্ব্বাহের ক্ষমতা মাজিষ্ট্রেট ও জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট সাহেবদিগের হওনের কথা।

৫৭। ভূমির মালগুজারী তহসীলের কালেক্টর সাহেবদিগকে হুকুম হইল যে উপরের লিখিত তারিখের পরে কোন প্রকারে খেয়াঘাটের কর্ম্মেতে হাত না দেন ও ঐ খেয়াঘাটের কর্ম্মকার্য্যের নির্ব্বাহ মাজিষ্ট্রেট ও জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট সাহেবদিগের ক্ষমতার অধীন হইবেক ইতি।—১৮১৯ সা। ৬ আ। ২ ধা। ২ প্র।

যে খেয়াঘাট সরকারী জানা যাইবেক তাহার কথা।

৫৮। এই প্রকরণানুসারে জানান যাইতেছে যে মাজিষ্ট্রেট সাহেবদিগের কি জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট সাহেবদিগের মোকামের কি তাহার আশপাশের কিম্বা যেং সরেরাস্তা দিয়া প্রায় সর্ব্বদা সরকারী সিপাহী ও লস্কর লোকের কি অন্য অনেকং লোকের গমনাগমন হয় তাহার মধ্যের খেয়াঘাট অথবা কোন বিশেষ হেতুপ্রযুক্ত যে খেয়াঘাটের কর্ম্মনির্ব্বাহ কোন মাজিষ্ট্রেট কি জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট সাহেবের ক্ষমতার অধীন হওয়া উচিত বোধ হয় সে খেয়াঘাট সেওয়ায় কোন খেয়াঘাটকে সরকারী খেয়াঘাটের মধ্যে জানা যাইবেক না ইতি।—১৮১৯ সা। ৬ আ। ৩ ধা। ১ প্র।

মাজিষ্ট্রেট ও জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট সাহেবদিগকে শ্রীযুতের অনুমতিবিনা গর বন্দোবস্তী খেয়াঘাট আপনারদিগের ক্ষমতার তলে আনিতে বারণের কথা।

৫৯। শ্রীযুত নওয়াব গবরনর জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলেতে এ বিষয়ের নিরূপণ করিবেন যে উপরের লিখিত হুকুমমতে কোনং খেয়াঘাট সরকারী খেয়াঘাট জানা যাইয়া মাজিষ্ট্রেট কি জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট সাহেবদিগের ক্ষমতার তাবে হইবেক ও কোনপ্রকার কোন মাজিষ্ট্রেট কি জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট সাহেবের ক্ষমতা নাহি যে যে কোন খেয়াঘাট এই আইন নির্দ্দিষ্টহওনের পূর্ব্বে ইজারা দেওয়া যায় নাহি কি সরকারের খাস তহসীলেতে আইসে নাহি কি ইঙ্গরেজী ১৮১৬ সালের ১৯ আইনের লিখিত হুকুমমতে ভূমির

মালগুজারীর কালেক্টর সাহেদিগের তরফহইতে অন্য প্রকারে তাহার বন্দোবস্ত হয় নাহি ঐ শ্রীযুতের বিনাঅনুমতিতে সে খেয়া ঘাট আপনারদিগের ক্ষমতার তলে আনেন ইতি।—১৮১৯ সা। ৬ আ। ৩ ধা। ২ প্র।

মাজিষ্ট্রেট সাহেবেরা সরকারী খেয়াঘাটের তফসীলের ফিরিস্তি তৈয়ার করিয়া শ্রীযুতের দৃষ্টি ও হুকুম হইবার নিমিত্তে পাঠাইবার কথা।

৬০। মাজিষ্ট্রেট ও জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট সাহেবদিগের আবশ্যক যে তাঁহারদিগের বিবেচনায় উপরের লিখিত হুকুমমতে যে খেয়াঘাট সরকারী খেয়াঘাটের মধ্যে হওয়া উচিত বোধ হয় সে খেয়াঘাটের তফসীলসম্বলিত ফিরিস্তি তৈয়ার করিয়া পোলীসের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবদিগের মারফতে শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলের দৃষ্টি ও উপযুক্ত হুকুম হইবার নিমিত্তে তথায় পাঠাইয়া দেন্ ইতি।—১৮১৯ সা। ৬ আ। ৩ ধা। ৩ প্র।

মাজিষ্ট্রেট কি জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট সাহেবদিগের খেয়াঘাটের কর্ম্মনির্ব্বাহার্থে যোগ্য লোক মোকরর্ ও লোকদিগের ও তাহারদিগের দ্রব্যজাত পারকরণের মাসুলের ও নৌকার সংখ্যা নিরূপণাদি এই প্রকরণের লিখিত ক্ষমতা থাকিবার কথা।

৬১। সরকারী খেয়াঘাটের কর্ম্মনির্ব্বাহার্থে যোগ্য লোকদিগকে মোকরর্ করিতে মাজিষ্ট্রেট ও জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট সাহেদিগের ক্ষমতা থাকিবেক এবং ঐ সাহেবদিগের ক্ষমতা থাকিবেক যে খেয়াঘাটেতে লোকদিগের ও তাহারদিগের দ্রব্যজাত পারকরণের যে মাসুল লওয়া যাইবেক তাহার হার নিরূপণকরণের ও খেয়ার নৌকার সংখ্যা ও রকমের বিষয়ে ও খেয়াঘাটের কর্ম্মে নিযুক্ত লোকেরা জেয়াদা তলব না করিতে পারিবার ও সামান্যত ঐ খেয়াঘাটের মোতালক পোলীসের কর্ম্মকার্য্যের সুধারা হইবার ও পথিক লোক ও সমস্ত লোকদিগের রক্ষা ও আসান হইবার নিমিত্তে তাঁহারদিগের বিবেচনায় যে সকল হুকুম উপযুক্ত ও বিহিত হয় তাহা করেন্ ইতি।—১৮১৯ সা। ৬ আ। ৪ ধা। ১ প্র।

সরকারী খেয়াঘাটের কর্ম্মে নিযুক্ত মাঝী কি অন্য ব্যক্তির কসুর সাবুদ হইলে আপন কর্ম্মহইতে তগীর হইবার কথা।

৬২। যদি এমত সাবুদ হয় যে সরকারী কোন খেয়াঘাটের কর্ম্মে নিযুক্ত কোন মাঝী কি অন্য ব্যক্তি ইচ্ছাক্রমে মাজিষ্ট্রেট কি জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট সাহেবদিগের দেওয়া হুকুমের অন্যমতাচরণ কি অন্য বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছে তবে ঐ সাহেবেরা সেই মাঝী কি ব্যক্তিকে তাহাকে দেওয়া কর্ম্মহইতে তগীর করিয়া তাহার স্থানে অন্য ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিতেও এক্ষণকার চলিত আইনমতে সে যে শাস্তির যোগ্য হয় তাহার পক্ষে তাহার হুকুম দিতে পারিবেন ইতি।—১৮১৯ সা। ৬ আ। ৪ ধা। ২ প্র।

খেয়ার নৌকার মাঝীদিগের এই প্রকরণের লিখিত লোকদিগকে কিছু মেহনতানা না লই

৬৩। সরকারী খেয়াঘাটের কর্ম্মে নিযুক্ত মাঝী কি অন্য ব্যক্তিদিগের সরকারী সমস্ত সিপাহী ও লস্করলোককে তাহারদিগের লওয়াজিমা ও সরঞ্জাম ও লড়াইয়ের দ্রব্যজাতসমেত ও পোলীসের সমস্ত আমলা ও সরকারের এ দেশীয় অন্য কার্য্যকারক লোকদিগকে সরকারের কর্ম্ম করিতে থাকনের সময়ে কিছু মেহনতানা লওনব্যতিরেকে

পার করিয়া দিবার করারদাদ করিতে হইবেক ইতি।—১৮১৯ সা। ৬ আ। ৪ ধা। ৩ প্র।

য়া পার করিতে হইবার কথা।

৬৪। জানান যাইতেছে যে মাজিষ্ট্রেট্‌ ও জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট্‌ সাহেবদিগের আবশ্যক যে সরকারী খেয়াঘাটের তফসীলওয়ারী ৩ তিন ফর্দ্দ ফিরিস্তি আপনারদিগের মোহর ও দস্তখৎযুক্তে তৈয়ার করাইয়া তাহার এক ফর্দ্দ আপনারদিগের কাছারীতে লোকদিগের দৃষ্টিপাতের স্থানেও দ্বিতীয় ফর্দ্দ কালেক্‌টরী কাছারীতে ও তৃতীয় ফর্দ্দ ঐ সকল খেয়াঘাট পোলীসের যেং থানার মোতালক হয় সেই থানাতে সর্ব্বদা লটকাইয়া রাখেন্‌ ইতি।—১৮১৯ সা। ৬ আ। ৫ ধা।

সরকারী খেয়াঘাটের তফসীলের ফিরিস্তি মাজিষ্ট্রেট ও জাইন্ট মাজিষ্ট্রেট সাহেবের ও কালেক্‌টর সাহেবের কাছারীতে ও১ পোলীসের থানাতে লটকান যাইবার কথা।

৬৫। জানান যাইতেছে যে উপরের লিখিত খেয়াঘাট কেবল সরকারের সহিত সম্পর্ক রাখিবেক ও কোন ব্যক্তি মাজিষ্ট্রেট কি জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট সাহেবের বিনানুমতিতে ঐ সকল খেয়াঘাটের নিকটে মেহনতানা লইয়া লোকদিগকে ও তাহারদিগের দ্রব্যজাত পার করিবার নিমিত্তে খেয়ার নৌকা রাখিতে পারিবেক না কিন্তু ঐ সাহেবদিগের আবশ্যক যে লোকদিগের তরফহইতে এপর্য্যন্ত তাঁহারদিগের নিজ এখ্তিয়ারে থাকা কোন খেয়াঘাট সরকারের কর্ত্তৃত্বতলে আইসনজন্যে তাহারদিগের যে খেসারত হইয়া থাকে তাহা ধরিয়া পাইতে পারিবার যে সকল দাওয়া দরপেশ হয় তাহা শুনেন্‌ এই নিয়মে যে যদি ঐ খেয়াঘাট এই আইন নির্দ্দিষ্টহওনের পূর্ব্বে কোন ইজারদারকে ইজারা দেওয়া না গিয়া থাকে কি সরকারের খাস তহসীলে না আসিয়া থাকে কিম্বা অন্য প্রকারে তাহার বন্দোবস্ত সরকারের তরফহইতে না হইয়া থাকে ইতি।—১৮১৯ সা। ৬ আ। ৬ ধা। ১ প্র।

উপরের লিখিত খেয়াঘাটসকল সরকারী হইবার ও কোন ব্যক্তি ঐং খেয়াঘাটের নিকটে পারের কড়ি পাইবার নিমিত্তে খেয়ার নৌকা রাখিতে না পারিবার কথা।

মাজিষ্ট্রেট ও জাইন্ট মাজিষ্ট্রেট সাহেবেরা এই প্রকারের লিখিত দাওয়া শুনিবার কথা।

৬৬। মাজিষ্ট্রেট কি জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট সাহেবদিগের আবশ্যক যে উপরের উক্ত প্রত্যেক দাওয়ার তহকীক করিয়া তাহার বিষয়ে আপনারদিগের যেমত তাহার কথা ইঙ্গরেজী চিঠীতে লিখিয়া আপনং এলাকা বুঝিয়া পোলীসের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের মারফতে শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্‌ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলের দৃষ্টি ও হুকুমহওনের নিমিত্তে ঐ শ্রীযুতের হজুরে পাঠাইয়া দেন্‌ ইতি।—১৮১৯ সা। ৬ আ। ৬ ধা। ২ প্র।

মাজিষ্ট্রেট ও জাইন্ট মাজিষ্ট্রেট সাহেবেরা উপরের লিখিত দাওয়ার তহকীক করিবার কথা।

৬৭। যে মাজিষ্ট্রেট কি জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট সাহেবদিগের এই আইনের অনুসারে সরকারী খেয়াঘাটের খবরগিরী ও বন্দোবস্তের ক্ষমতা হয় তাহারদিগের আবশ্যক যে সরকারী খেয়াঘাটের বিষয়ে আপনারদিগের ক্ষমতার কার্য্যকরণের মধ্যে যাহাতে পোলীসের সিরিস্তার সুধারা ও পথিক লোকের আসান ও আরাম ও তেজারতের কারবারের বৃদ্ধি হয় ও সরকারী সিপাহী ও তাহারদিগের

মাজিষ্ট্রেট ও জাইন্ট মাজিষ্ট্রেট সাহেবেরা তাঁহারদিগের প্রতি এই আইনানুসারে অর্পিত ক্ষমতার কার্য্যকরণেতে যেং তাৎপর্য্য সিদ্ধ্যর্থে মনোযোগ

করিবেন তাহার কথা।

লওয়াজিমা অতিশীঘ্র পার হয় তাহাতে বিলক্ষণ মনোযোগ করেন ও উপরের লিখিত তাৎপর্য্য সিদ্ধ্যর্থে এ বিষয়ে অতিসাবধান হন যে উপরের লিখিত প্রতি খেয়াঘাটেতে কর্ম্মোপযুক্ত ও মজবুত নৌকা থাকে ও মাসুলের হার যত অল্প হইতে পারে তাহার নিরূপণ হয় ও ইঙ্গরেজী ১৮১৬ সালের ১৯ আইন জারীহওনের পূর্ব্বে লোকদিগের স্থানে যত করিয়া মাসুল লওয়া যাইত কোনমতে ও কোন প্রকারে অত্যাবশ্যক হওনব্যতিরিক্ত তাহাহইতে অধিক না হয় ও তাহা লওনের প্রকারেতে ঐ সাহেবেরা যথাসাধ্য এমত দৃষ্টি রাখিবেন যে তাহাতে গরীব ও দুঃখি লোকের কিছুমাত্র ক্লেশ না হয় কিন্তু মাতবর ও উপযুক্ত লোকেরা সরকারী খেয়াঘাটের কর্ম্ম নির্ব্বাহের ভার লইতে স্বীকার করিবার নিমিত্তে ঐ সাহেবেরা এবিষয়েতে দৃষ্টি রাখিবেন যে মামুল অর্থাৎ পারের কড়ি এমত পরিমাণে নিরূপণ হয় যে ঐ সকল লোকদিগের যাহা পাওয়া উপযুক্ত হয় তাহা তাহার উৎপন্ন টাকাহইতে পাইতে পারে ইতি।—১৮১৯ সা। ৬ আ। ৭ ধা। ১ প্র।

এই প্রকরণের লিখিত প্রকারব্যতিরিক্ত খেয়াঘাটের উৎপন্ন টাকাহইতে কিছু সরকারে দাখিল না হইবার কথা।

৬৮। এই প্রকরণানুসারে জানান যাইতেছে যে কোন খেয়াঘাটের উৎপন্ন টাকাহইতে কিছু টাকা যাবৎ উপরের লিখিত তাৎপর্য্য সিদ্ধ না হয় তাবৎ সরকারের তহবীলে দাখিল হইবেক না ও যদি ঐ উৎপন্ন টাকাহইতে উপরের লিখিত তাৎপর্য্য সুন্দররূপে সিদ্ধহওনের পর কিছু টাকা বাকী থাকে তবে তাহা কেবল সরেরাস্তা বানান কি মেরামতের কি পুলবন্দীর অথবা নালানরদমা কি মোসাফির লোকের থাকিবার সরাইবানাইবার খরচআদিতে লাগিবেক ও কোন প্রকারে অন্য খরচে লাগিবেক না ইতি।—১৮১৯ সা। ৬ আ। ৭ ধা। ২ প্র।

কোন খেয়াঘাটের ওয়াসীলাতের দৃষ্টি কিছু বাকী থাকিবেক বুঝিলে মাজিষ্ট্রেট সাহেবেরা যে তদবীর করিবেন তাহার কথা।

খেয়াঘাটের কর্ম্মে নিযুক্তহওয়া লোকেরা উপরের লিখিত প্রকারেতে করারদাদ লিখিয়া দিবার কথা।

৬৯। যদি কোন খেয়াঘাটের ওয়াসীলাতের দ্বারা এমত বোধ হয় যে উপরের লিখনমতে কিছু বাকী থাকে তবে মাজিষ্ট্রেট কি জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট সাহেবের শ্রীযুত নওয়াব গবরনর জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলের অনুমতিলওনের পরে ক্ষমতা বরং আবশ্যক হইবেক যে ঐ খেয়াঘাটের কর্ম্মনির্ব্বাহের ভারে নিযুক্তথাকা ব্যক্তির স্থানে কিম্বা যে ব্যক্তি তাহার কর্ম্মনির্ব্বাহের ভার আপনার প্রতি হইবার মনস্থ রাখে তাহার স্থানে উপরের লিখিত বাকী টাকার আন্দাজের হিসাবে মাসমাস কি তিনং মাসান্তর কিস্তিবন্দী মতে যত টাকা করিয়া তলব ওয়াজিবী হয় তত করিয়া এই ধারার ১ প্রকরণের লিখিত তাৎপর্য্য সিদ্ধহওনেতে কিছু হানিহওনের অশিক্ষাকরণবিনা দিবার করারে এক করারদাদ লেখাইয়া লন ও যদি ঐ খেয়াঘাটের কর্ম্মনির্ব্বাহের ভারে নিযুক্তহওয়া কোন ব্যক্তি

কোন ব্যক্তি উপরের লিখিত করারদাদ লিখিয়া দিতে না চাহিলে মাজিষ্ট্রেট কি জাইন্ট মাজিষ্ট্রেট সাহেব যে

এমত করারদাদ লিখিয়া দিতে স্বীকার না করে ও তাহা না করণের মাজিষ্ট্রেট কি জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট সাহেবের হৃদ্বোধজনক বিশিষ্টহেতু কহিতে না পারে তবে ঐ সাহেবদিগের ক্ষমতা আছে যে ঐ খেয়াঘাটের কর্ম্মহইতে তাহাকে ছাড়াইয়া তাহার ভার আর কোন মাতবর ও যোগ্য ব্যক্তির প্রতি দেন ও যদি ঐ ব্যক্তিহইতে উপরের লিখিত অস্বীকারকরণব্যতিরিক্ত তাহার প্রতি অর্পণহওয়া কর্ম্মের নির্ব্বাহকরণেতে আর কোন কসুর হইয়াছে ইহা ঐ সাহেবদিগের বোধ না হয় তবে সে ব্যক্তি জিলার চলিত সনের দৃষ্টে বাঙ্গলা কি ফসলী সাল তামাম না হওনপর্য্যন্ত আপন কর্ম্মহইতে তগীর হইবেক না ইতি।—১৮১৯ সা। ৬ আ। ৭ ধা। ৩ প্র।

জমীর করিবেন তাহার কথা।

৭০। জানান যাইতেছে যে শ্রীযুত নওয়াব গবরনর জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে উপরের উক্ত খেয়াঘাটের উৎপন্ন টাকাহইতে বাকীথাকা টাকা কালেক্টর সাহেবের খাজানাখানায় কি মাজিষ্ট্রেট সাহেবের কিম্বা সরকারের অন্য কার্য্যকারকের তহবীলে দাখিল হইবেক ইহার নিরূপণের হুকুম হইবেক ও এ বিষয়ের বন্দোবস্ত মাজিষ্ট্রেট সাহেব কি জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট সাহেবের তরফহইতে খেয়াঘাটের কর্ম্মনির্ব্বাহের ভারে নিযুক্তহওয়া ব্যক্তি আপন কর্ম্মে দখলপাওনের সময়েতে হইবেক এই নিয়মে যে খাজানা তহসীলের যোগ্য খেয়াঘাটের কর্ম্মনির্ব্বাহের ভারে যে সকল লোক নিযুক্ত হয় তাহারা যখন আপন২ শিরের ওয়াজিবী দেনা কিস্তিবন্দীর টাকা সরকারের কার্য্যকারক সাহেবের তহবীলে দাখিল করিবেক তখন তাহারা ঐ সকল টাকার রসীদ ঐ কার্য্যকারক সাহেবের মোহর ও দস্তখৎযুক্তে চাহিতে ও পাইতে পারিবেক ইতি। ১৮১৯ সা। ৬ আ। ৭ ধা। ৪ প্র।

শ্রীযুত নওয়াব গবরনর জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে এই প্রকরণের লিখিত কোন তহবীলে বাকী টাকা দাখিলহওনের প্রকার নিরূপণ করিবার কথা।

৭১। মাজিষ্ট্রেট ও জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট সাহেবদিগের ক্ষমতা থাকিবেক যে সরকারী খেয়াঘাটের কর্ম্মনির্ব্বাহের ভারে যে২ লোক নিযুক্ত হয় তাহারদিগকে সদাচরণ ও পাওয়া কর্ম্মের নির্ব্বাহ সুন্দর রূপে করণের অর্থে জামিনী দাখিল করিতে হুকুম দেন ও যখন ঐ২ লোক উপরের ধারার লিখিত কথামতে সালিয়ানা খাজানার টাকা দিবার করারদাদ লিখিয়া দেয় তখন তাহারদিগের স্থানে ওয়াজিবী তলবের টাকা সময়শিরে দাখিল করিবার অর্থে মালজামিনীও লন্ ইতি।—১৮১৯ সা। ৬ আ। ৮ ধা।

মাজিষ্ট্রেট ও জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট সাহেবেরা সরকারী খেয়াঘাটের কর্ম্মে নিযুক্ত লোকদিগের স্থানে তাহারদিগের সদাচরণকরণের জামিনী ও সরকারী খাজানা সময়শিরে দাখিল করণের অর্থে মালজামিনী লইবার কথা।

৭২। খাজানা তহসীলের যোগ্য কি অযোগ্য সরকারী খেয়াঘাটের কর্ম্মনির্ব্বাহের ভারে নিযুক্তহওয়া প্রত্যেক ব্যক্তি দশ দিন পূর্ব্বে এত্তেলাদেওনের ও আপন শিরে বাকী থাকিলে বাকী টাকা দাখিলকরণের পরে আপন কর্ম্ম ইস্তাফাকরিতে পারিবেক ও এমত

সরকারী খেয়াঘাটের কর্ম্মে নিযুক্ত লোকেরা দশ দিন পূর্ব্বে এত্তেলা

দেওন ও বাকী টাকা দাখিলকরণের পরে আপন কর্ম ইস্তাফা করিতে পারিবার কথা।

প্রকারেতে মাজিষ্ট্রেট কি জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট সাহেবের আবশ্যক যে যে ব্যক্তি আপন কর্ম্ম ইস্তাফা করে কিম্বা যে আপন কর্ম্মহইতে তগীর হয় তাহাকে এমত হুকুম দেন যে সেই খেয়াঘাটের মোতালক নৌকা তাহার স্থানে যে ব্যক্তি নিযুক্ত হয় তাহাকে ওয়াজিবী মূল্য লইয়া দেয় অথবা সেই খেয়াঘাটের নিমিত্তে নূতন নৌকা তৈয়ার না হওনপর্য্যন্ত তাহাতে সাবেক নৌকারাখণের ও তাহার মালিককে কেরেয়া দেওনের হুকুম করেন্ ইতি।—১৮১৯ সা। ৬ আ। ৯ ধা।

মাজিষ্ট্রেট্ কি জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট সাহেবদিগের সরকারী খেয়াঘাটের বাবৎ বাকী টাকা বাকীদারদিগের কি তাহারদিগের মালজামিনদিগের স্থানে উসুলকরণেতে যে উপায় করিবেন তাহার কথা।

৭৩। যদি খাজানা তহসীলের যোগ্য সরকারী খেয়াঘাটের কর্ম্মে নিযুক্ত হওয়া কোন ব্যক্তি ওয়াজিবী দেনা সালিয়ানা খাজানার টাকার মধ্যে কিছু সময়শিরে দাখিল করিতে কসুর করে তবে তৎক্ষণাৎ আপন কর্ম্মহইতে তগীরহওনের যোগ্য হইবেক ও মাজিষ্ট্রেট্ কি জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট্ সাহেবের আবশ্যক হইবেক যে প্রকৃতার্থে বাকীদারের যত টাকা ওয়াজিবী দেনা তাহা জ্ঞাতহওনের ও তাহার কথা আপন রুবকারীতে লিখনের পরে ইঙ্গরেজী ১৮১৭ সালের ১৮ আইনের ৭ ধারার লিখনমতে সরকারের দেওয়ানী কি ফৌজদারী আদালতসম্পর্কীয় আমলালোকের কারসাজী করিয়া তসরুফ করা টাকা উসুলের নিমিত্তে যে তদবীর করিয়া থাকেন্ এই সকল বাকী টাকা বাকীদারের কি তাহার মালজামিনের স্থানে উসুল করিবার জন্যে ঐ সাহেবেরা সেই তদবীর করিবেন কিন্তু ঐ সাহেবদিগের ঐ বাকীদার বাকী টাকা না দিবার বিষয়ে যে২ ওজর দরপেশ করে তাহাতেও মনোযোগ করিতে হইবেক ইতি।— ১৮১৯ সা। ৬ আ। ১০ ধা।

সরকারী খেয়াঘাটের কর্ম্মে নিযুক্ত লোকদিগকে মাজিষ্ট্রেট কি জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট সাহেবদিগের ঐ খেয়াঘাটের মাসুলের হার কমানআদি এই ধারার লিখিত ক্ষমতা থাকনের কথা জানাইবার কথা।

৭৪। এই ধারানুসারে জানান যাইতেছে যে খাজানাতহসীলের যোগ্য কি অযোগ্য সরকারী খেয়াঘাটের কর্ম্মে নিযুক্তহওয়া সমস্ত লোকদিগকে তাহারা ঐ খেয়াঘাটের কর্ম্মের ভারলওনের সময়ে ইহা জানাইয়া দেওয়া যাইবেক যে মাজিষ্ট্রেট্ কি জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট্ সাহেবেরা খেয়াঘাটে পারহওনের বাবৎ মাসুল যে হারে লওয়া উচিত তাহা কমাইতে কি কোন২ সময়ের ও সর্ব্ব সামান্য হিতের দৃষ্টে কোন২ লোকদিগের পারের কড়ি মাফ করিতে পারিবেন ও যখন উপরের লিখিত তদবীরের কোন তদবীর করা যায় তখন সরকারী খেয়াঘাটের কর্ম্মে নিযুক্তথাকা ব্যক্তি আপন ভারের কর্ম্ম ইস্তাফা করিতে পারিবেক ও এমত প্রকারেতে মাজিষ্ট্রেট্ কি জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট্ সাহেবের আবশ্যক যে খেয়াঘাটের মোতালক সমস্ত নৌকা তাহার আর২ সরঞ্জামসমেত ওয়াজিবী মূল্য দিয়া খরীদ করেন্ কি ঐ ব্যক্তির স্থানে অন্য যে ব্যক্তি নিযুক্ত হয় তাহাকে খরীদ করিবার হুকুম দেন ইতি।—১৮১৯ সা। ৬ আ। ১১ ধা।

নিয়মের কথা।

নিয়মের কথা।

৭৫। যদি কোন মাজিষ্ট্রেট্ কি জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট্ সাহেব খাজানা

হসীলের যোগ্য সরকারী খেয়াঘাটের বিষয়ে উপরের লিখিত ান তদবীর করেন তবে ঐ সাহেবদিগের আবশ্যক যে তাহা কর ার অর্থে হুকুম দিবার সময়ে সেই খেয়াঘাটের কর্ম্মে নিযুক্তথাকা াক্তিকে তাহার ওয়াজিবী দেনা খাজানায় কিছু কমী পাইবার াদ দেওয়ান্ ইতি।—১৮১৯ সা। ৬ আ। ১২ ধা। ১ প্র।

৭৬। যদি উপরের লিখিত সরকারী খেয়াঘাটের কর্ম্মে নিযুক্ত ান ব্যক্তি মাজিষ্ট্রেট্ কি জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট্ সাহেবের মোকরর্ রা খাজানার টাকা দিতে রাজী না হয় কি তাহা দিতে না পারে থাপি ঐ সাহেবদিগের হুকুম অবিলম্বে আমলে আনিয়া ঐ সাহে দিগের হুকুমনামার জওয়াবেতে সে খাজানা যে আন্দাজ দিতে াজী থাকে তাহা লিখিবেক যদি সেই আন্দাজ যে খাজানা দিতে াজি থাকে তাহা মাজিষ্ট্রেট্ কি জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট্ সাহেবের অনু াযুক্ত বোধ হয় তবে ঐ সাহেবের ক্ষমতা থাকিবেক যে নৌকাসকল াহার সরঞ্জামসমেত খরীদকরণের পরে তাহাকে কর্ম্মহইতে তগীর রিয়া অন্য ব্যক্তিকে তাহার স্থানে নিযুক্ত করেন্ কিন্তু ঐ ব্যক্তির ানে সে মাজিষ্ট্রেট্ সাহেবের হুকুমনামার জওয়াব পাঠাইবার ারিখের পরে যে কএক রোজ খেয়াঘাট তাহার জিম্মা থাকে সে এক রোজের খাজানা সে সালিয়ানা মোটে যত খাজানা দিতে াজী থাকে তাহার হিসাবে লওয়া যাইবেক ইতি।—১৮১৯ সা। আ। ১২ ধা। ২ প্র।

যদি খেয়াঘাটের কর্ম্মে নিযুক্ত কোন ব্যক্তি সেই খেয়াঘাটের বাবৎ যে খাজানা মাজিষ্ট্রেট্ সাহেব তলব করেন তাহা দিতে নারাজ হয় তবে তাহার মাজিষ্ট্রেট্ সাহেবের হুকুম আমলে আনিয়া সে যত টাকা দিতে রাজী থাকে তাহার কথা ঐ সাহেবের হুকুমনামার জওয়াবেতে লিখিতে হইবার কথা।

ঐ ব্যক্তি কর্ম্মহইতে তগীর ও বাকী টাকা তলব হইবার কথা।

৭৭। জানান যাইতেছে যে উপরের লিখিত হুকুম যে খেয়াঘাট রকারী খেয়াঘাটসকলের মধ্যে জানা যাইবার স্পষ্ট হুকুম হয় কে ল সেই খেয়াঘাটের সহিত সম্পর্ক রাখিবেক ও মাজিষ্ট্রেট্ ও জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট্ সাহেবেরা উপরের লিখিত খেয়াঘাটসেওয়ায় আর কোন খেয়াঘাটের বিষয়ে পোলীসের সিরিশ্তার সুধারা ও পারহওনিয়াদিগের ও তাহারদিগের দ্রব্যজাতের রক্ষার নিমিত্তে যাহা করণের আবশ্যক হয় তাহা সেওয়ায় কিছুতে হস্তক্ষেপ করি তে পারিবেন না ইতি।—১৮১৯ সা। ৬ আ। ১৩ ধা। ১ প্র।

মাজিষ্ট্রেট্ কি জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট্ সাহেবদিগকে সরকারী খেয়াঘাটসেওয়ায় অন্য খেয়াঘাটের বিষয়ে পোলীসের সিরিশ্তার সুধারা ও পারহওনিয়া লোকের ও তাহারদিগের দ্রব্য জাতের রক্ষার্থে যাহা আবশ্যক হয় তাহা ব্যতিরিক্ত আপনারদিগের ক্ষমতাচরণ করিতে বারণ হওনের কথা।

৭৮। যদি খেয়ার নৌকাতে পারহওনিয়া কোন ব্যক্তি নৌকা ওলটপালটহওয়া কি ডুবিয়া যাওয়াতে ডুবিয়া মরে কি তাহাতে

পারহওনিয়া লো ...করা কি তাহারদি

গের দ্রব্যজাত জলে ডুবিলে ও ইহা মাঝী লোকের গাফিলীতে হইয়াছে সাবুদ হইলে তাহারা যে শাস্তি পাইবেক তাহার কথা।

মরণাশঙ্কাতে পড়ে কি তাহাতে তাহার কোন দ্রব্যজাত ডুবিয়া যায় কি নোক্‌সান হয় ও মাজিষ্ট্রেট সাহেবের কি জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট সাহেবের হজুরে এমত প্রমাণ হয় যে এ দুর্ঘট নৌকাতে অনেক লোক চড়িবাতে কি অধিক দ্রব্যজাত বোঝাইহওয়াতে নৌকা ভারী বোঝাইহওনপ্রযুক্ত কি দাঁড়ী মালার অল্পতা কি খেয়ার নৌকা বেমরামতীহওনহেতুক হইয়াছে তবে ইহা ঘাটমাঝী কি খেয়ার নৌকার মাঝীর জ্ঞাতসারে অর্থাৎ জানাশুনাতে হইয়া থাকিলে সেই মাঝী দুইশত টাকার অধিক না হয় এমত জরীমানা হওন কি ছয় মাসের অধিক না হয় এমত মিয়াদে কয়েদ হওন অনুসারে শাস্তিপাওনের যোগ্য হইবেক ইতি।—১৮১৯ সা। ৬ আ। ১৩ ধা। ২ প্র।

মাজিষ্ট্রেট কি জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট সাহেবেরা খেয়াঘাটের ওয়াজিবী কৈফিয়ৎ তৈয়ার করাইবার কথা।

ঐ সকল কৈফিয়তে যে২ কথা লেখা থাকিবেক তাহার কথা।

৭৯। মাজিষ্ট্রেট ও জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট সাহেবদিগের আবশ্যক যে খেয়াঘাটের তফসীলের বাবৎ কৈফিয়ৎ তৈয়ার করিয়া প্রতিবৎসর জানুআরি মাসের ১ তারিখে এলাকা বুঝিয়া পোলীসের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টসাহেবের হজুরে পাঠাইয়া দেন্ ও ঐ সকল কৈফিয়তে প্রতি জিলার খেয়াঘাটের সংখ্যা ও খাজানা তহসীলের যোগ্য খেয়াঘাটের উৎপন্ন টাকাহইতে বাকী যত টাকা খাজানাখানায় দাখিল হইয়াছে ও এই আইনের ৭ ধারার ২ প্রকরণে লিখিত হুকুমমতে তাহা কোন্ খরচে লাগিয়াছে ইহা লেখা থাকিবেক ও পোলীসের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবদিগের আবশ্যক যে শ্রীযুত নওয়াল গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলে ঐ কৈফিয়তের খোলাসা পাঠাইবার সময়ে এই আইন নির্দ্দিষ্টকরণের যে তাৎপর্য্য তাহা সহজে সিদ্ধ ও খেয়াঘাটের সিরিশ্‌তার সুধারা হয় অন্য যে উপায়েতে তাহার বিষয়ে আপন২ মত লিখিয়া ঐ শ্রীযুতের হজুরে পাঠান্ ইতি।—১৮১৯ সা। ৬ আ। ১৪ ধা।

২৬ অধ্যায়।

পুলবন্দী।

১ ধারা।

যে পুলবন্দী সরকারী কার্য্যসম্পর্কীয় নহে এমত পুলবন্দীর মেরামতের নিমিত্ত সাধারণ ব্যক্তিরদিগকে দাদনি দেওন।

পুলবন্দী ও তাহা মরম্মতকরণের এবং পুষ্করিণী ও খালকাটান ও তাহার পঙ্কোদ্ধারের নিমিত্ত যে যে লোক দাদনী পাইবেক তাহার কথা।

১। ভূম্যধিকারী ও ইজারদারান ও শামিলাৎ তালুকদারান ও কট্‌কিনাদারান ও প্রজাদিগেরে পুরাতন পুল মরম্মত ও অধিক প্রশস্ত করিবার ও নূতন পুল বান্ধিবার কারণ এবং পুরাতনপুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধার ও খালঝালান এবং নূতন পুষ্করিণীখনন ও খাল কাটিবার জন্য নীচের ধারার লিখনানুসারে দাদনী দেওয়া যাইবেক —১৭৯৩ সা। ৩৩ আ। ৮ ধা।

দত্ত দেশ ১৮০৩ সা। ৪৪ আ। ৮ ধা।

দাদনীর দরখাস্ত যাহার স্থানে যে মজমুনে দেওয়া যাইবে তাহার কথা।

ভূম্যধিকারীবিনা অন্যে দাদনী লইতে জামিন দিবার কথা।

ভূম্যধিকারী দাদনী লইতে জামিন না দিবার ও তাহার ভূমি জামিনস্বরূপ হইবার।

২। ঐ সকল লোকের যাহারা ঐ সকল বিষয়ের দাদনী লইবার বাসনা রাখে তাহারা দরখাস্ত লিখিয়া কালেক্‌টর সাহেবদিগের নিকটে দাখিল করিবেক ও সেই সকল দরখাস্তে যে যে কার্য্য ও যত বড় ও যে লাগাইতে তৈয়ার হইবেক ও যত দাদনী চাহে তাহা লিখিবেক। আর যে কেহ যে স্থানের ঐ সকল কার্য্যের অর্থে দরখাস্ত দাখিল করে সে লোক যদি সেই স্থানের অধিকারী না হয় তবে যে দাদনী লইবার দরখাস্ত করে তাহার সুদসমেত নিশা করিবার জামিনদেওয়া তাহার উচিত হইবেক এবং ১০ দশম ধারার লিখনানুসারে দণ্ডের নিশার মাতবরী ও তাহার দেওয়া আবশ্যক জানিয়া যাহাকে সে বিষয়ের জামিন দিবেক তাহার নাম সেই দরখাস্তে লিখিবেক। আর যে কেহ যে স্থানের ঐ সকল কার্য্যের নিমিত্তে দরখাস্ত দাখিল করে সে লোক যদি সেই স্থানের অধিকারী হয় তবে তাহার স্থানে জামিন লইবার আবশ্যক হইবেক না সুদসমেত দাদনীর টাকা ও দণ্ডের নিশা তাহার সেই অধিকারহইতে লওয়া যাইবেক।—১৭৯৩ সা। ৩৩ আ। ৯ ধা।

দত্ত দেশ ১৮০৩ সা। ৪৪ আ। ৯ ধা।

যে লোক দাদনী লয় সে ও তাহার জামিনদার যে এক

৩। যে কেহ দাদনী লইবেক সে যদি ভূম্যধিকারী না হয় তবে সে এবং তাহার জামিনদার একরার লিখিয়া দিবেক যে কালেক্‌টর সাহেবের সহিত সেই কার্য্য প্রস্তুত ও তৈয়ার করিয়া দিবার যে কোন

বার করিবেক তাহার কথা।

নিয়ম অর্থাৎ যে মিয়াদ ধার্য্য করিয়া থাকে সেই মিয়াদের মধ্যে সে কার্য্য তৈয়ার না করে অথবা সেই দাদনীর টাকায় অন্য কার্য্য করে তবে যে দাদনী লয় তাহার উপর বৎসরে শত তঙ্কায় ১২ বার টাকা ব্যাজ ধরিয়া দেয় অধিকন্তু সেই দাদনীর উপর শতকরা ২৫ পঁচিশ টাকার হিসাবে দণ্ড দাখিল করে ইতি।—১৭৯৩ সা। ৩৩ আ। ১০ ধা।

দত্ত দেশ ১৮০৩ সা। ৪৪ আ। ১০ ধা।

দরখাস্ত পাইলে কালেক্টর সাহেবের কর্ত্তব্যের কথা।

দরখাস্ত মঞ্জুর করিতে বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের কর্ত্তৃত্বের কথা।

৪। কালেক্টর সাহেব যে সময় সেই দরখাস্ত পাইবেন সে সময় সেই দরখাস্ত ও আপনি সে বিষয়ের যে বিবরণ লিখিতে চাহেন তাহা লিখিয়া একত্র বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের নিকটে পাঠাইবেন। তদনুসারে বোর্ড রেবিনিউর সাহেবেরা যদি সেই কার্য্যকরণের বিষয়ে কোন আপত্তি না দেখেন এবং উপরের লিখনানুসারে ব্যাজসমেত দাদনী ও দণ্ডের টাকার সরবরাহ সেই লোকের স্থানে হইতে পারে এমত বুঝেন তবে কালেক্টর সাহেবকে হুকুম দিবেন যে যে সময় সেই ব্যক্তি দাদনী চাহে সে সময়েই তাহাকে দাদনী দেন্ তাহাতে যদি সেই ব্যক্তি ভূম্যধিকারী না হয় তবে উপরের লিখনানুসারে তাহার জামিনদার একরার লিখিয়া দিলে পরে তাহাকে দাদনী দেন্ ইতি।—১৭৯৩ সা। ৩৩ আ। ১১ ধা।

দত্ত দেশ ১৮০৩ সা। ৪৪ আ। ১১ ধা।

এই ধারাক্রমে কার্য্য তহকীক করিয়া কালেক্টর সাহেবের নিকটে সমাচার লিখিবার ও মাফিক একরার কার্য্য না হইলে দণ্ড লইবার কথা।

৫। যে সময় নিয়মিত কাল গত এতাবতা নির্দ্ধারিত মিয়াদ আখের হয় সে সময় কালেক্টর সাহেবের কর্ত্তব্য যে সেই কার্য্য যে রূপে হয় তাহার তদন্ত ও তহকীক কারণ সেই গ্রামের তহসীলদার অথবা আপন তরফ অন্য যে আমলা সেই গ্রামের তহসীলের কার্য্যে থাকে তাহাকে হুকুম দেন্ অথবা জনেক আমীন পাঠান ইহার যে উচিত জানেন্ তাহাই করেন্ ও যে লোককে সে কার্য্যের ভার হইবেক সে লোক সরেজমীনে গিয়া তহকীক করিবেক যে মাফিক একরার সে কার্য্য তৈয়ার হইয়াছে কি না তাহাতে যদি নির্দ্ধারিত মিয়াদের মধ্যে মাফিক একরার সে কার্য্য তৈয়ার না হইয়া থাকে তবে কালেক্টর সাহেব উপরের লিখনানুসারে তাহার স্থানে দণ্ডের কাটা লইয়া বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগেরে সমচার দিবেন ইতি।—১৭৯৩ সা। ৩৩ আ। ১২ ধা।

দত্ত দেশ ১৮০৩ সা। ৪৪ আ। ১২ ধা।

কালেক্টর সাহেব যে ডৌলে যে সমাচার যে কালে বোর্ড রেবিনিউতে লিখিয়া পাঠাইবেন তাহার কথা।

৬। এই আইনের অনুসারে যে কার্য্যের কারণ দাদনী করা যায় সে বিষয়ের যে সমাচার যে ডৌলে যে সময় পাঠাইতে বোর্ড রেবিনিউর সাহেবেরা হুকুম দেন্ কালেক্টর সাহেব সে সমাচার সেই ডৌলে সেই সময়ে ঐ বোর্ডের সাহেবদিগের নিকটে লিখিয়া পাঠাইবেন ইতি।—১৭৯৩ সা। ৩৩ আ। ১৩ ধা।

দত্ত দেশ ১৮০৩ সা। ৪৪ আ। ১৩ ধা।

৭। বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের ক্ষমতা আছে যে আপনারা এককালেই দরখাস্ত লইয়া তাহাতে সেই কার্য্য হইবার কোন আপত্তি না দেখিলে যে ব্যক্তি সে দরখাস্ত দিয়া থাকে তাহার স্থানে নিয়মানুসারে জামিন ও একরার লেখাইয়া লইয়া দাদনী দিতে কালেক্টর সাহেবকে হুকুম দেন্ ইতি।—১৭৯৩ সা। ৩৩ আ। ১৪ ধা।

দত্ত দেশ ১৮০৩ সা। ৪৪ আ। ১৪ ধা।

বোর্ড রেবিনিউর সাহেবেরা দাদনীর দরখাস্ত আদৌ লইয়া দাদনী দিতে কালেক্টর সাহেবদিগের হুকুম করিতে পারিবার কথা।

৮। এই আইনের মতে যে কার্য্যের দাদনী হয় সে কার্য্য যদি মোকররী মিয়াদের মধ্যে তৈয়ার না হয় তবে যে লোক দাদনী লয় সে লোক কালেক্টর সাহেবের নিকটে মাফিক মিয়াদ সে কার্য্য তৈয়ার না হইবার বিষয়ে শুনিবার যোগ্য কোন বিশিষ্ট হেতু দর্শাইতে পারিলে কালেক্টর সাহেব সে বৃত্তান্ত বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের নিকটে লিখিবেন তাহাতে ঐ বোর্ডের সাহেবদিগের ক্ষমতা আছে যে তদনুসারে সেই কার্য্য তৈয়ার করিবার কারণ অধিক মেয়াদ ধার্য্য করণের বিষয়ে যাহা ভাল বুঝেন্ তাহাই করিতে হুকুম দেন ইতি।—১৭৯৩ সা। ৩৩ আ। ১৫ ধা।

দত্ত দেশ ১৮০৩ সা। ৪৪ আ। ১৫ ধা।

বোর্ড রেবিনিউর সাহেবেরা যেং বিষয়ে অধিক মেয়াদ দিতে পারিবেন তাহার কথা।

৯। এই আইনের অনুসারে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৩৩ আইন এলাকা বারাণসে চলিবেক তাহাতে তফাওৎ এই হইবেক যে সে আইনের ৯ নবম ধারার লিখনমতে সে কার্য্যের নিমিত্তে দাদনী লইবার দরখাস্ত যে লোক করিবেক সে লোক সে ভূমির অধিকারী না হইয়া ইজারদারওগয়রহের ন্যায় এলাকাদার হইলে তাহার স্থানে যেমতে জামিন লইয়া দাদনী দিবার হুকুম সেই ৯ ধারায় লেখা যায় সেই মতে এলাকা বারাণসের ভূম্যধিকারীপ্রভৃতি এলাকাদারসকলের স্থানেই সেমত দরখাস্ত ক্রমে দাদনী দিতে জামিন লওয়া যাইবেক ইতি।—১৭৯৫ সা। ৪৬ আ। ২ ধা।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৩৩ আইন এলাকা বারাণসে চলিবার কথা।

১০। সরকারী খরচের পুলবন্দীব্যতিরেকে জমীদার ও ইজারদারদিগের খরচহইতে যে সকল পুলবন্দীর মেরামত হয় তাহার তত্ত্বাবধারণ করিবার ও শুধরিবার ভার কমিটির সাহেবদিগের প্রতি ও থাকিবেক কিন্তু পুলবন্দীর মেরামত যেমত কর্ত্তব্য যাবৎ সেমত হয় তাবৎ কমিটির সাহেবলোকদিগের তাহার তত্ত্বাবধারণ করিবার অপেক্ষা নাহি বরং তাঁহারদিগের প্রতি এই অনুমতি ও ক্ষমতা আছে যে যে সময়ে অতিআবশ্যক বুঝেন তখন তথাকার কোন জমীদার ও ইজারদারের নিকটে এই মজমুনে পরওয়ানা লিখিয়া পাঠান্ যে অমুক স্থানের পুলবন্দীর মেরামত করিতে হইবেক অতএব তোমারদিগের উচিত যে তাহার মেরামত যেপ্রকার করিতে হয় তাহা করহ পরে এই পরওয়ানা কমিটির সাহেবেরা আপনারদিগের নিকটহইতে কিম্বা কালেক্টর সাহেবের দ্বারা জারী করেন্

জমীদারাদি লোকের দ্বারা যেং পুলবন্দীর মেরামত হয় তাহাতে কমিটির সাহেবদিগের যে প্রকার ক্ষমতা থাকিবেক তাহার কথা।

ইহাতে যদি কোন জমীদার ও ইজারদার এমত পরওয়ানা পাইলে পর বান্ধের যেমত মেরামত কর্ত্তব্য শীঘ্র তাহা না করে তবে কমিটির সাহেবদিগের উচিত যে ঐ পুলবন্দীর মেরামত করিতে যত টাকা লাগিবেক তাহা বুঝিয়া বরাওর্দ্দের কাগজ প্রস্তুত করিয়া শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুরে পাঠাইয়া দেন্ ও ঐ বান্ধের মেরামত সরকারের চাকরলোকদিগের দ্বারা করাইয়া তাহাতে প্রকৃত যে খরচ হয় তাহার হিসাবের কাগজপত্র লেখাইয়া মোস্তোফী সাহেব অর্থাৎ সরকারের খরচপত্রের বিবেচনাকরণের অধ্যক্ষ সাহেবের দ্বারা শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুরে পাঠাইয়া দেন্ পরে হজুরে ঐ হিসাব মঞ্জুর হইলে যে জমীদার ও ইজারদারদিগের আপনং কৃত নিয়মানুসারে ঐ বান্ধের মেরামত করিতে হইত তাহারদিগের স্থানে মেরামতের খরচের টাকা লওয়া যাইবেক ইতি।—১৮০৬ সা। ৬ আ। ১১ ধা।

২ ধারা।

সরকারী খরচে পুলবন্দীকরণবিষয়ক বিধি।

এই ধারানুসারে ইং ১৭৯৩ ইত্যাদি সালের কএক আইনের কোনং ধারা রদ হইবার কথা।

১১। ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৩৩ ত্রয়স্ত্রিংশ আইনের ২। ৩ ৪। ৫। ৬। ৭ ধারা ও ঐ সকল ধারার মত যেং ধারা ইঙ্গরেজী ১৭৯৫ সালের ৪৬ ষট্চত্বারিংশ আইনে এবং ১৮০৩ সালের ৪ চতুর্থ আইনে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে সে সকল ধারা এই ধারানুসারে রহিত ও রদ হইল ইতি।—১৮০৬ সা। ৬ আ। ২ ধা।

সরকারী পুলবন্দীর তত্ত্বাবধারণের ভার সাহেবদিগের এক কমিটির প্রতি থাকিবার এবং ঐ কমিটিতে যেং সাহেব থাকিবেন তাহার কথা।

১২। যেং জিলায় সরকারের খরচহইতে পুলবন্দী হয় তাহার মেরামতের তত্ত্বাবধারণ করিবার ও শুধরিবার ভার একং কমিটি অর্থাৎ একং সভার সাহেবদিগের প্রতি থাকিবেক এবং ঐ সভার মধ্যে তথাকার জিলার মাজিষ্ট্রেট্ সাহেব ও কালেক্টর সাহেব ও সরকারের বাণিজ্যব্যাপারের কুঠীর সাহেব থাকিবেন ও তদ্ব্যতিরেকে আরং যে সাহেবলোক সেই সকল স্থানে সরকারের তরফ হইতে কর্ম্মকার্য্য করেন্ তাহার মধ্যে শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর যাঁহাকেং নিযুক্ত করা ভাল বুঝেন্ তাঁহারা ঐ কমিটি অর্থাৎ সভার সাহেবদিগের মধ্যে গণনীয় হইবেন ইতি।—১৮০৬ সা। ৬ আ। ৩ ধা।

কমিটির প্রধান যে সাহেব হইবেন ও সে জিলার রেজিষ্টর সাহেবের প্রতি যে ভার থাকিবেক তাহার কথা।

১৩। উপরের লিখিত সাহেবদিগের মধ্যে যে সাহেব বহুকালাবধি সরকারের কর্ম্মে নিযুক্ত আছেন তিনি ঐ সভার প্রেসীডেণ্ট অর্থাৎ সভার প্রধান ও অগ্রগণ্য হইবেন আর যে জিলায় এমত কমিটি অর্থাৎ সভা স্থির হইবেক সেই জিলার দেওয়ানী আদালতের রেজিষ্টর সাহেব আপন ভারানুসারে ঐ কমিটির সেক্রেটারী অর্থাৎ হুকুমনবীস হইবেন ইতি।—১৮০৬ সা। ৬ আ। ৪ ধা।

১৪। প্রতিবৎসর বর্ষাকাল অতীত হইলে পর কমিটি অর্থাৎ ভার সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে আগামি বৎসরে সরকারী পুলবন্দীর মেরামতের কারণ কত টাকা লাগিবেক ইহা অতিশীঘ্র যাচিয়া বুঝিয়া খরচের বরাওর্দ্দের কাগজ প্রস্তুত করিয়া শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুরে পাঠাইয়া দেন্ ইতি।—১৮০৬ সা। ৬ আ। ৫ ধা। ১ প্র।

পুলবন্দী মেরামতের খরচের বরাওর্দ্দ প্রস্তুত করিবার কথা।

১৫। খরচের বরাওর্দ্দের ফর্দ্দ প্রস্তুতকরণেতে তাদৃক্ বিলম্ব ও ব্যামোহ হয় না অতএব যে জিলায় এমত সভাহওনের স্থৈর্য্য হয় তথাকার কালেক্টর সাহেবের প্রথমতঃ এই কর্ত্তব্য যে আগামি বৎসরে পুলবন্দীর মেরামৎ করিতে যত টাকা ব্যয় হইবেক ইহা ঠাহরিয়া ও বুঝিয়া তাহার বরাওর্দ্দের কাগজ প্রস্তুত করিয়া সভার সাহেবদিগের নিকটে পাঠাইয়া দেন্ এবং যাহারা পুলবন্দীর কর্ম্ম করে তাহারদিগের কিম্বা অন্যং লোকদ্বারা বান্ধের কোন স্থানে কিমত ভাঙ্গা টুটা যথাসাধ্যে তাহা সুন্দররূপে জিজ্ঞাসাবাদ ও নিশ্চয় করিয়া সভার সাহেবদিগের নিকটে সমাচার দেন্ যে তাঁহারা বরাওর্দ্দের ফর্দ্দ দেখিয়া তাহার ন্যূনাধিক্য ভালমতে করিতে পারিবেন ইতি।—১৮০৬ সা। ৬ আ। ৫ ধা। ২ প্র।

যে জিলাতে কমিটির বৈঠক হইবেক তথাকার কালেক্টর সাহেবের কর্ত্তব্যাচরণের কথা।

১৬। উপরের ধারানুসারে কালেক্টর সাহেব বরাওর্দ্দের কাগজ প্রস্তুত করিতে প্রবৃত্ত হইলে তাঁহার প্রতি অনুমতি ও ভার আছে যে ইঞ্জনির সাহেবদিগকে কিম্বা অন্যং ছোটি বড় যে কোন ব্যক্তিরা সরকারের তরফহইতে তথাকার পুলবন্দীর মেরামতের কর্ম্মকার্য্য করণার্থে নিযুক্ত আছে তাহারদিগকে হুকুম দেন্ যে এই কর্ম্মে সহকারিতা করে ইতি।—১৮০৬ সা। ৬ আ। ৫ ধা। ৩ প্র।

কালেক্টর সাহেব ইঞ্জিনির সাহেব ইত্যাদি লোকের সহকারিতাক্রমে বরাওর্দ্দের ফর্দ্দ প্রস্তুত করিবার কথা।

১৭। এই মতে বরাওর্দ্দের কাগজ প্রস্তুত হইলে পর কমিটির সেক্রেটারি সাহেবের কর্ত্তব্য যে সভার সমস্ত সাহেবদিগের নিকটে এই পাঠে লিখন লিখিয়া পাঠান্ যে অমুক দিবস মাজিষ্ট্রেট্ সাহেবের ঘরে কিম্বা কালেক্টর সাহেবের বাসস্থানে সকল আসিয়া একযোগে সভা করিয়া বসেন্ যে আগামি বৎসর সরকারী পুলবন্দীর নিমিত্তে যে খরচ লাগিবেক তাঁহারদিগের দ্বারা তাহার বরাওর্দ্দের কাগজ দৃষ্টিপূর্ব্বক বিবেচনা ও তদন্ত করা যায় আর এইমত সভা হইলে পর তাহার মধ্যে যদি কোন সাহেব এমত কোন কথা উপস্থিত করেন্ যে তাহাতে পুলবন্দীর মেরামতের অর্থে ভাল হইতে পারে তবে সে কথা মনোযোগপূর্ব্বক বিবেচনা ও বিচার করিয়া বুঝেন্ এবং কমিটির সাহেবদিগের উচিত যে প্রতিবৎসর দিসেম্বর মাস শেষহওনের পূর্ব্বে সকলে সভাতে একত্র হন্ ইতি।—১৮০৬ সা। ৬ আ। ৫ ধা। ৪ প্র।

বরাওর্দ্দের কাগজ প্রস্তুত হইলে কমিটির সাহেবদিগের বৈঠকহওনের মতের ও বৈঠকের সময়ে যেং কথার জিজ্ঞাসাবাদ ও বিবেচনা কর্ত্তব্য তাহার কথা।

১৮। কমিটির সাহেবদিগের নিকটে বরাওর্দ্দের হিসাব ও কাগজ

কমিটিতে বরা

ওর্দ্দের ফর্দ্দ মঞ্জুর হইলে পর যে কর্ত্ত ব্য তাহার কথা।

মঞ্জুর ও গ্রাহ্য হইলে পর উচিত যে শ্রীযুত নওয়াব গবরনর জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সলে ঐ বরাওর্দ্দের কাগজ পাঠাইয়া দেন্ আর যদি কমিটির সাহেবদিগের চিত্তে পুলবন্দীর মেরামৎকরণের ও বান্ধ দৃঢ়তর ও চিরস্থায়ীহওনের বিষয়ে ভাল উদ্যোগ ও নক্সা ঠাহরে তবে উচিত যে আপনারদিগের পরামর্শের কথা বিস্তারিত ক্রমে লিখিয়া বরাওর্দ্দের কাগজের সহিত শ্রীযুত নওয়াব গবরনর জেনরল বাহাদুরের নিকটে পাঠাইয়া দেন্ ইতি।—১৮০৬ সা। ৬ আ। ৫ ধা। ৫ প্র।

কোন সাহেব কমিটির বৈঠকে না যাইতে পারিলে আপন অনুপস্থিত হওনের হেতু লিখিয়া পাঠাইবার কথা।

১৯। কমিটির সাহেবদিগের কোন সাহেব যদি সভাহওনের সময়ে তথায় উপস্থিত হইতে না পারেন্ তবে উচিত যে আপন অনুপস্থিতহওনের হেতু কমিটির সেক্রেটারি সাহেবের নিকটে লিখিয়া পঠান্ পরে যে সময়ে কমিটির সাহেবদিগের তরফহইতে বরাওর্দ্দের কাগজ পাঠান যায় সে সময়ে ঐ সাহেবের অনুপস্থিতহওনের লিখিত লিখনের নকল করিয়া শ্রীযুত নওয়াব গবরনর জেনরল বাহাদুরের হজুরে পাঠাইয়া দেন্ ইতি।—১৮০৬ সা। ৬ আ। ৫ ধা। ৬ প্র।

যে সাহেবের দ্বারা খরচের হিসাব প্রস্তুত হইবেক তাহার কথা।

২০। কালেক্‌টর সাহেবদিগের উচিত যে বিলায়তী কিম্বা এ দেশীয় যেং লোক পুলবন্দীর কর্ম্মকার্য্য করেন্ তাঁহারদিগের সহকারিতাক্রমে প্রতিবৎসরের যথার্থ খরচের হিসাব ও কাগজ প্রস্তুত করেন্ কিন্তু শ্রীযুত নওয়াব গবরনর জেনরল বাহাদুর যদি কমিটির অন্য কোন সাহেবের দ্বারা ঐ হিসাব প্রস্তুত করাণ ভাল বুঝেন তবে আগামি বৎসরের নিমিত্তে পুলবন্দীর খরচের বরাওর্দ্দের কাগজ প্রস্তুত করিবার ও প্রতিবৎসর যেং খরচ হইয়াছে তাহার হিসাব লিখিয়া প্রস্তুত করিবার হুকুম ঐ মত কোন সাহেবের প্রতি দিবেন ইতি।—১৮০৬ সা। ৬ আ। ৬ ধা।

কমিটির সাহেবেরা অবকাশমতে প্রতিবৎসরের খরচের হিসাব দৃষ্টি করিবার কথা।

২১। কমিটির সাহেবদিগের উচিত যে প্রতিবৎসরে যে সময়ে অবকাশ কাল পান্ পুলবন্দীর যথার্থ খরচের হিসাব সুন্দররূপে সেই সময়ে বিবেচনা করিয়া দেখেন্ এ মতে ঐ সাহেবেরদিগের ক্ষমতা আছে যে উপরের লিখিত বৈঠকের সময়ে কিম্বা এই নিমিত্তে বিশেষ বৈঠক করিয়া অথবা সাহেবেরা প্রত্যেকে স্বতন্ত্রং ঐ হিসাব দেখেন্ ও বিবেচনা করেন্ ইতি।—১৮০৬ সা। ৬ আ। ৭ ধা।

কমিটির সাহেবদিগের নিকটে ঐ হিসাবের ফর্দ্দ মঞ্জুর হইলে পর যে কর্ত্তব্য তাহার কথা।

২২। প্রতিবৎসরের যথার্থ খরচের হিসাব কমিটির সাহেবদিগের নিকটে মঞ্জুর ও গ্রাহ্য হইলে পর উচিত যে ঐ হিসাবের ফর্দ্দ মোস্তোফী সাহেবের অর্থাৎ সরকারের খরচপত্রের বিবেচনাকরণের অধ্যক্ষ সাহেবের দ্বারা শ্রীযুত নওয়াব গবরনর জেনরল বাহাদুরের হজুরে পাঠাইয়া দেন্ ও মোস্তোফী সাহেবের উচিত যে ঐ কাগজ পত্রদৃষ্টে আপন বিবেচনাতে যাহা ভাল বুঝেন তাহাও লিখিয়া হজু

রে পাঠান্ পরে শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুর এ বিষয়ে যেমত ভাল বুঝেন্ সেইমত হুকুম দিবেন ইতি।—১৮০৬ সা। ৬ আ। ৮ ধা।

২৩। কোন২ স্থান এমত আছে যে তথাকার পুলবন্দী যেখানে হয় সেখানহইতে সরকারের কার্য্যভারাক্রান্ত সাহেবদিগের বাসস্থল অতিদূর ও সেখানে কমিটির সভাকরণেতে কিছু গুণ ও ফল দর্শে না যেমত তমোলুক ও হিজ্‌লী অতএব এপ্রকার স্থানে উচিত যে এই আইনের ৫। ৬ ধারার লিখনানুসারে যে২ কর্ম্মের ভার কালেক্টর সাহেবদিগের প্রতি আছে সেই সকল কর্ম্ম নিমকমহালের সাহেবদিগের দ্বারা কিম্বা শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুর এমত কর্ম্মে যাঁহাকে নিযুক্ত করেন্ তাঁহার দ্বারা হইবেক এমতে তথাকার পুলবন্দীর শুধরণ ও তত্ত্বাবধারণকরণের ভার বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের প্রতি থাকিবেক আর ঐ সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে কমিটির বিষয়ে যে সকল কথা উপরে লেখা গিয়াছে তাহা আপনারদিগের কার্য্যোপদেশ জানিয়া তদনুসারে যথাসাধ্য কর্ম্ম করেন্ ইতি।—১৮০৬ সা। ৬ আ। ৯ ধা।

পুলবন্দীর বিষয়ে যে ভার কালেক্টর সাহেবের প্রতি আছে কোন২ স্থানে সে ভার নিমকমহালের সাহেবের প্রতি থাকিবার ও তাহার তত্ত্বাবধারণ বোর্ড রেবিনিউর সাহেবেরা করিবার কথা।

২৪। এই আইনের ৫ পঞ্চম ধারার ৪ চতুর্থ প্রকরণে এমত নির্দ্ধার্য্য হইয়াছে যে প্রতিবৎসরে একবার কমিটির সাহেবদিগের বৈঠক হইবেক অতএব উচিত যে বৈঠকহওনের পূর্ব্বে কমিটির সাহেবদিগের এক জন কিম্বা কএক সাহেব পুলবন্দীর স্থানাদিতে ভ্রমণপূর্ব্বক আপন দৃষ্টিতে সকল বান্ধের যথার্থ ভাব ও গঠন দেখিয়া কমিটির বৈঠক হইলে পর তাহার প্রকার ও বৃত্তান্ত বেওরা করিয়া কহেন্ আর ঐ সাহেবদিগের চিত্তে পুলবন্দীর মেরামত সুন্দররূপে হওনের ও শুধরণের বিষয়ে যে উদ্যোগ ও বিবেচনা স্থির হয় তাহা বৈঠকের সাহেবদিগের নিকটে কহেন এমতে কমিটির সাহেবদিগের উচিত যে পুলবন্দীর ঐ প্রকার উদ্যোগ ও দাঁড়ার বিবরণ লিখিয়া আগামি বৎসরের খরচের বরাওর্দ্দের সহিত শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের নিকটে পাঠাইয়া দেন ইতি।—১৮০৬ সা। ৬ আ। ১০ ধা।

কমিটির এক জন কিম্বা কএক সাহেব বৈঠকের পূর্ব্বে পুলবন্দী দেখিয়া বেড়াইবার ও তাহার পর যে কর্ত্তব্য তাহার কথা।

৩ ধারা।

পুলবন্দীর মধ্যদিয়া খালকাটা ও নালাকরণবিষয়ক বিধি।

২৫। জমীদার ও ইজারদারেরা অসঙ্গত করিয়া বান্ধ ভাঙ্গিয়া কত২বার খাল ও নালা করিয়া থাকে ইহাতে লোকদিগের যথেষ্ট ক্ষতি ও অপচয় হইয়াছে একারণ নীচের লিখিত হুকুম নির্দ্দিষ্ট হইল এই হুকুম মানিয়া সকলে কর্ম্ম করে ইতি।—১৮০৬ সা। ৬ আ। ১২ ধা। ১ প্র।

বান্ধের মধ্যে নালা করিবার উদ্যোগার্থে নীচের লিখিত দাঁড়া নির্দ্দিষ্ট হইবার কথা।

বান্ধের মধ্যে কোন খানে নালা করা আবশ্যক হইলে যে কর্ত্তব্য তাহার কথা।

২৬। এমত কদর্য্যরূপে নালা ও খাল না কাটা যাইবার নিমিত্তে, চাহরা গেল যে জল আনিবার নিমিত্তে বান্ধের যে স্থানে নালা করা অতিআবশ্যক হয় সেখানে কপাটের সহিত পাকা নালা এপ্রকার গাঁথিয়া প্রস্তুতকরা যায় যে যখন ইচ্ছা খুলিয়া দেয় ও ইচ্ছামতে বন্ধ করিয়া রাখে এমতে কমিটির সাহেবদিগের উচিত যে দেশের সুমঙ্গল ও ভূম্যাদির আবাদতরদ্দদ সুন্দররূপে হওনার্থে বান্ধের কোন২ স্থানে অতিআবশ্যক মতে এপ্রকার পাকা নালা প্রস্তুত করিলে পূর্ব্বমত কদর্য্যরূপে খাল কাটনেতে যে ক্ষতি ও অপচয় হইত তাহা না হইতে পায় ইহা সুন্দর মতে বুঝিয়া ও বিবেচনা করিয়া আপনারা যে নক্সা ও উদ্যোগ স্থির করেন্ তাহা লিখিয়া শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুরে পাঠাইয়া দেন্ ইতি। —১৮০৬ সা। ৬ আ। ১২ ধা। ২ প্র।

আবশ্যকমতে পাকা নালার দ্বার যে ব্যক্তি খুলিতে পারিবেক তাহার কথা।

২৭। এইমত পাকা নালা প্রস্তুত হইলে পর তাহার দ্বার দারোগা কিম্বা আর যে কেহ এমত কর্ম্মের ভার রাখে এই দুই জনব্যতিরেকে অন্য কেহ কদাচ খুলিতে পারিবেক না এমতে দারোগাইত্যাদির উচিত যে কমিটির সাহেবদিগের কিম্বা পুলবন্দীর মেরামতের কর্ম্ম কর্ত্তা সাহেবের হুকুমমতে ঐ পাকা নালার দ্বার খুলিয়া দেয় ও বন্ধ করিয়া রাখে ইতি।—১৮০৬ সা ৬ আ। ১২ ধা। ৩ প্র।

কোন স্থানের প্রজাদিরা বান্ধের মধ্যে নুতন নালা করিতে চাহিলে তাহার আজ্ঞালওনের মতের কথা।

২৮। যেখানে এইমত পাকা নালা প্রস্তুত না হইয়া থাকে সেখানকার জমীদার ও প্রজালোক যদি বান্ধের মধ্যে পূর্ব্বমত খাল কাটিতে চাহে তবে পুলবন্দীর কর্ম্মকর্ত্তা সাহেবের নিকটে দারোগার দ্বারা ইহার দরখাস্ত দেয় এমতে যদি উচিত হয় তবে পুলবন্দীর কর্ত্তা সাহেব আপনি তাহার হুকুম দিবেন কিম্বা আবশ্যকমতে কমিটির সাহেবদিগের নিকট গোচর করিয়া তাঁহারদিগের বিবেচনামতে যাহা কর্ত্তব্য হয় সেইমত কার্য্য করিবেন ইতি।—১৮০৬ সা। ৬ আ। ১২ ধা। ৪ প্র।

কমিটি ও পুলবন্দীর কর্ম্মকর্ত্তা সাহেবদিগের নিকট নুতন নালা করিবার দরখাস্ত দিলে তাঁহারদিগের যে কর্ত্তব্য তাহার কথা।

২৯। কমিটির সাহেবলোক ও পুলবন্দীর মেরামৎ করিবার নিমিত্তে যে সাহেব নিযুক্ত হন্ তাঁহারা যখন এমত দরখাস্তের বিবেচনা করেন্ উচিত যে বান্ধের মধ্যে এমত খাল কাটিলে যাহারা দরখাস্ত দিয়াছে তাহারদিগের যে২ গুণ ও ফলোদয় হইবেক কেবল ইহার প্রতি দৃষ্টি না করিয়া এমত খাল কাটিলে অন্য২ লোকদিগের ভূম্যাদির কিছু মন্দ ও ক্ষতি হইতে পারে কি না ইহাও যথোচিত যাচিয়া বুঝিয়া যাহাতে দেশের হিত ও মঙ্গল ও সমস্ত প্রজালোকের সুখ ও ফলোদয় সুন্দররূপে হইতে পারে সেইমত হুকুম দেন ইতি।—১৮০৬ সা। ৬ আ। ১২ ধা। ৫ প্র।

কোন ব্যক্তি উপরের লিখনক্রমের

৩০। উপরের উক্ত দুই প্রকরণের লিখিত নক্সা ও দাঁড়ার বিপরীত আচরণ করিয়া যদি কোন ব্যক্তি বান্ধ ভাঙ্গিয়া খালজোল করে

তবে এমত অপরাধের বিচার ফৌজদারী আদালতে হইবেক ও মা জিষ্ট্রেট সাহেবের ক্ষমতা আছে যে এমত অপরাধের বিচার আপ নি করেন্ কিম্বা উৎকটাপরাধ হইলে ঐ মোকদ্দমা দায়েরসায়ের সাহেবদিগের বিচার ও নিষ্পত্তিকরণার্থে তাঁহারদিগকে অর্পণ ক রেন্ যে ঐ অপরাধী আপন অপরাধের যথোপযুক্ত শাস্তি পায় ইতি।—১৮০৬ সা। ৬ আ। ১২ ধা। ৬ প্র।

বিপরীতাচরণ করিয়া নালা কাটিলে যে শাস্তি পাইবেক তাহার কথা।

৩১। তদ্ব্যতিরেকে এমত অবিহিতরূপে খালজোল কাটাতে যদি কোন ব্যক্তির কিছু ক্ষতি ও অপচয় হয় তবে সে ব্যক্তি ঐ অপরা ধির নামে দেওয়ানী আদালতে নালিশ করিয়া আপন ক্ষতি ও অপ চয়ের বদল বুঝিয়া লইতে পারিবেক ইতি।—১৮০৬ সা। ৬ আ। ১২ ধা। ৭ প্র।

অবিহিতরূপে নালা কাটনেতে যে ব্যক্তির ক্ষতি হয় সে দেওয়ানী আদালতে কাটনিয়ার নামে নালিশ করিতে পারিবার কথা।

৩২। জমীদার ও ইজারদারদিগের প্রতি যে সকল পুলবন্দীর মেরামত করিবার ভার আছে তাহার প্রতিও উপরের উক্ত সকল কথা খাটিবেক কিন্তু তাহাতে বিশেষ এই যে যদি কোন ব্যক্তি বান্ধের মধ্যে কোন খানে নালা ও খাল করিতে চাহে তবে তাহার কর্ত্তব্য যে ইহার দরখাস্ত জমীদার ও ইজারদার কিম্বা তাহারদি গের তরফহইতে যাহারা পুলবন্দীর মেরামতের কার্য্যে নিযুক্ত থাকে তাহারদিগের নিকটে দেয় ও জমীদার ও ইজারদারদিগের কর্ত্তব্য যে উপরের লিখিত মতাবধানপূর্ব্বক সে দরখাস্তের বিবেচনা করি য়া যে উচিত হয় তাহার আজ্ঞা দেন্ এমতে যদি কোন ব্যক্তি জমী দারদিগের কৃত আজ্ঞামতে অসম্মত হয় তবে উচিত যে ইহার দর খাস্ত কমিটির সাহেবদিগের নিকটে দেয় পরে তাঁহারা এ বিষয়ে যেমত উচিত বুঝিবেন সেই মত হুকুম দিবেন আর জানা কর্ত্তব্য যে এই নক্সা ও দাঁড়ার বিপরীতাচরণ করিয়া যদি কেহ বান্ধের মধ্যে পূর্ব্বমত নালা ও খাল কাটে তবে উপরের ধারার ৬ প্রকরণের লি খনানুসারে ফৌজদারী আদালতে তাহার শাস্তি হইতে পারিবেক ও এই মত নালা ও খাল কাটনেতে অন্যং লোকের যে ক্ষতি ও অপ চয় হয় তাহার বদল বুঝিয়া পাইবার নিমিত্তে তাহার নামেও দেও য়ানী আদালতে নালিশ হইতে পারিবেক ইতি।—১৮০৬ সা। ৬ আ। ১৩ ধা।

কিঞ্চিৎ প্রভেদে উপরের লিখিত সমস্ত কথা জমীদারদিগের পুলবন্দীর বিষয়েও খাটিবার কথা।

২৭ অধ্যায়।

আবকারী।

১ ধারা।

ইউরোপীয় ডৌলে প্রস্তুত করা সরাপের উপর মাসুল বিষয়ক বিধান।

চব্বিশপরগনার পোলীসের সাহেব দিগের বিনাপাট্টা য় বিলায়তী ডৌলে মদিরা চুয়াইবার কারখানা না করি বার এবং মূলের লিখিত হুকুম লঙ্ঘি লে দণ্ড হইবার ক থা।

১। এ আইন নির্দ্দিষ্ট হইবার তারিখহইতে এক মাসের পর কা হার কর্ত্তব্য নহে যে বিলায়তী ডৌলে মদিরা চুয়াইবার কারখানা করিয়া সে কারখানা চব্বিশপরগনার ও তাহার পেটার কলিকাতা বেষ্টনকারি মহালাতের সীমানার মধ্যগত হউক কি না হউক তথাচ তাহাতে চব্বিশপরগনার ও তাহার পেটার ঐ মহালাতের পোলী সের বহালী তিন জন সাহেবের বিনাপাট্টায় বিলায়তের ন্যায় মদি রা জন্মায়। এ হুকুমের অন্যথা করিলে তাহার কারখানায় যত মদিরা জন্মিয়া থাকে এবং সে বিষয়ী যে কিছু সরঞ্জাম রহে তাহা জব্দ হইবেক। এবং বিনাপাট্টায় যাবৎ মদিরা জন্মাইয়া থাকে তাবৎকালের দিনপ্রতি সে কারখানার এক২ ভাটীতে মদিরা যত গালন্ জন্মিতে পারে তাহার ফি গালন্ ২ দুই টাকার হিসাবে দণ্ড লাগিবেক। অতএব কর্ত্তব্য যে কেহ উপরের উক্ত মদিরা চুয়াইবার কারখানা করিতে ও মদিরা জন্মাইতে চাহিলে তদর্থে ঐ পোলী সের বহালী সাহেবদিগের স্থানে পাট্টার দরখাস্ত করে ইতি।— ১৮০২ সা। ২ আ। ২ ধা।

জিলাসকলের সা হেবেরা আপন২ জিলার মধ্যের বি লায়তী ডৌলী মদি রার কারখানার বার্ত্তা চব্বিশপরগ নার পোলীসের সা হেবদিগকে জানাই বার কথা।

২। কর্ত্তব্য যে সুবেজাৎ বাঙ্গালার ও বেহারের ও বারাণসের এবং উড়িষ্যার যেপর্য্যন্ত কোম্পানি বাহাদুরের সরকারের অধিকার তন্মধ্যের জিলাসকলের মাজিষ্ট্রেট্ সাহেবেরা ও কালেক্টর সাহে বেরা তাঁহারদিগের জিলাসকলের উপরের লিখনানুসারে বিলায়তী ডৌলে মদিরা চুয়াইবার যে কারখানা থাকে কিম্বা উত্তরকাল হয় তাহার বার্ত্তা চব্বিশপরগনার ও তাহার পেটার কলিকাতাবেষ্টন কারি মহালাতের পোলীসের বহালী সাহেবদিগকে জানান ইতি —১৮০২ সা। ২ আ। ৩ ধা।

মদিরা চুয়াইবা র কারখানার মা লিকেরা যে হকীকৎ

৩। যাহারা বিলায়তী ডৌলে মদিরা চুয়াইবার কারখানা করি বার অর্থে পাট্টা পায় তাহারদিগের কর্ত্তব্য যে সে কারখানার মদি রা রাখিবার গুদামআদি স্থান যথার২ করে তাহার বেওরা হকীকৎ

দশ দিনের মধ্যে চব্বিশপরগনার ও তাহার পেটার কলিকাতাবেষ্টনকারি মহালাতের পোলীসের বহালী সাহেবদিগের সমীপে কিম্বা তাঁহারদিগের যে আমলারা নীচের লিখনানুসারে নিযুক্ত হইয়া সে সকল কারখানায় রুজু থাকিবেক তাহারদিগের সিরিস্তার বহীতে লেখায় নতুবা তাহার দণ্ড সিক্কা এক হাজার টাকা হইবেক ইতি।—১৮০২ সা। ২ আ। ৪ ধা।

লেখাইবেক ও তাহা না লেখাইলে যত দণ্ড হইবেক তাহার কথা।

৪। মদিরাকারদিগের কর্ত্তব্য যে মদিরা চুয়াইবার সরঞ্জামের আয়োজন করিবার পূর্ব্বে পাঁচ দিন থাকিতে ভাটী ও ডেগ্ ও টন্ ও বট ও কুলর্ ও পীপার তালিকা ফিরিস্তি গেজেরেরা অর্থাৎ যাহারা মদিরা চুয়াইবার কারখানায় মদিরার পরিমাণ রাখিবার ও তাহা পাকের বিবেচনা করিবার কারণ চব্বিশপরগনার ও তাহারপেটার কলিকাতাবেষ্টনকারি মহালাতের পোলীসের বহালী সাহেবদিগের পক্ষে নিযুক্ত হইবেক তাহারদিগের সিরিস্তার বহীতে লেখায় এবং এতমামদার সাহেব নিজে কিম্বা সে সাহেব সাক্ষাৎ না থাকিলে তস্য নায়েব অথবা নীচের লিখনানুসারে নিযুক্তহওয়া গেজের সেই সকল পাত্রের উপর এক২ নিশান করিবেন। ইহাতে যদি কেহ অন্যথা করে তবে এমতাপরাধ যতবার করিবেক তাহার একং বারে পাঁচ২ শত টাকার হিসাবে দণ্ড করা যাইবেক অধিকন্তু বহীতে না লেখান ও নিশান না করান উপরের উক্ত যে সকল পাত্র কার্য্যে লাগায় তাহা তন্মধ্যের মদিরা সমেত জব্দ হইবেক ইতি।—১৮০২ সা। ২ আ। ৫ ধা।

মদিরাকারেরা মদিরার কারখানার সরঞ্জাম কার্য্যে লাগাইবার পূর্ব্বে বহীতে লেখাইবার ও না লেখাইলে দণ্ড হইবার কথা।

৫। চব্বিশপরগনার ও তাহার পেটার কলিকাতাবেষ্টনকারি মহালাতের পোলীসের বহালী সাহেবেরা এবং এতমামদার সাহেব ও তাঁহারদিগের তাবে ছোট২ আমলা নীচের লিখনানুসারে নিযুক্ত হয় সে সকলের সাধ্য আছে যে দিবসে কিম্বা রাত্রে যে সময়ে ইচ্ছা মদিরা চুয়াইবার কারখানায় ও তাহার গুদামে অবাধে যান্ এবং হাসিল লইবার অর্থে মদিরার যে তহকীক করিবার আবশ্যক থাকে তাহা করেন্। আর ভাটীসকলের ও চুয়ান মদিরা রাখিবার পাত্রসকলের মাপ যোক এবং মদিরা পাকের বিবেচনাও করিতে পারিবেন। তাহাতে যদি কেহ প্রতিবাদী হয় তবে যতবার হয় ততবার এক হাজার টাকার হিসাবে দণ্ড করা যাইবেক ইতি।—১৮০২ সা। ২ আ। ৬ ধা।

পোলীসের সাহেবেরা ও তাঁহারদিগের আমলারা আপন ইচ্ছায় মদিরা চুয়াইবার কারখানায় ও তাহার গুদামে যাইতে পারিবার কথা।

৬। একং ওয়াশ্ভাটী দুই শত গালন্ মদিরা রাখিবার যোগ্য করিতে হইবেক এবং নরম পাকের মদিরা চুয়াইবার একং ভাটী এক শত গালন্ রাখিবার উপযুক্ত করিতে হইবেক যে কেহ এ হুকুমের অন্যথায় এ ধারার নির্দ্ধারিত ভাটী অপেক্ষা ছোট ভাটী করে তাহার দণ্ড সেমত ভাটী যতবার করিবেক ততবার এক হাজার টাকার হিসাবে করা যাইবেক ইতি।—১৮০২ সা। ২ আ। ৭ ধা।

এ ধারার নির্ণীত ভাটী অপেক্ষা ছোট ভাটী করিলে দণ্ড হইবার কথা।

এতমামদার সাহেব এবং তস্য নায়েব নীচের লিখনানুসারে শপথ করিবার কথা।

শপথের পাঠের কথা।

৭। এতমামদার সাহেব এবং তস্য নায়েব আপন২ ভারের কার্য্যে বসিবার পূর্ব্বে উপরের উক্ত পোলীসের বহালী সাহেবদিগের জনেকের স্থানে নীচের লিখিত পাঠে শপথ করিবেন। সে পাঠ এই যে আমি শ্রীঅমুক মদিরা চুয়াইবার কারখানার এতমামদারী কিম্বা এতমামদারের নায়েবী কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া শপথপূর্ব্বক একরার করিতেছি যে সত্যনিষ্ঠ হইয়া ঐ কারখানার জনিত মদিরার পরিমাণ ও তাহার হাসিলের সংখ্যাযুক্ত হিসাব প্রকৃতপ্রস্তাবে ভয় মিত্রতা ও পক্ষপাত না করিয়া দিব। আর গোপনে কিম্বা অগোপনে এমত কোন কারখানা করিব না এবং নির্দ্ধারিত মাহিয়ানা ও রসুমছাড়া কিছু রসুম কিম্বা ইনামস্বরূপে কাহার স্থানে লইব না ইতি।—১৮০২ সা। ২ আ। ৮ ধা।

এইক্ষণে যে মদিরা প্রস্তুত আছে তাহার হাসিলের হারের এবং সে মদিরার যথার্থ হিসাব মালিকেরদের দিবার কথা।

৮। এ আইন জারী হইলে এক মাসের পর বিলায়তী ডৌলে যে মদিরা জন্মে তাহা লণ্ডন শহরের মদিরার ন্যায় পাক হইলে তাহা চুয়াইবার একং ভাটীতে ফিগালন ।৵০ ছয় আনার হারে হাসিল লওয়া যাইবেক। তাহাতে মদিরার পাক দৃষ্টে ন্যূনাধিক হইতেও পারিবেক। এবং যে কোন স্থানে সেই রূপের যত মদিরা এইক্ষণে প্রস্তুত আছে কিম্বা এ আইন জারীর তারিখহইতে এক মাসের মধ্যে প্রস্তুত হয় তাহার উপরেও ফি গালন ।৵৩ ছয় আনার হারে হাসিল লাগিবেক। আর এইক্ষণে প্রস্তুতথাকা মদিরার হাসিল লইবার অর্থে চব্বিশপরগনার ও তাহার পেটার কলিকাত্তা বেষ্টিনকারি মহালাতের পোলীসের বহালী সাহেবেরা তিন জনে কিম্বা ততোধিক জনে বিষয় বুঝিয়া যথাসম্ভবক্রমে যে কিস্তিবন্দীর ধার্য্য করেন তদনুসারে লইতে হইবেক। অতএব মদিরার মালিকদিগের কর্ত্তব্য যে চুয়ান মদিরা এইক্ষণে যথায় প্রস্তুত থাকে তাহার যথার্থ হিসাবের ফর্দ্দ গালন নিদর্শনে আপন২ দস্তখৎ ও মোহরে সটীক্ করিয়া ঐ পোলীসের তিন জন কিম্বা ততোধিক জন সাহেবের স্থানে অথবা তাঁহারদিগের তিন জনের কিম্বা ততোধিক জনের পক্ষে যে কেহ নিযুক্ত হয় তাহার নিকটে দাখিল করে। যদি এমতে যথার্থ হিসাবে দাখিল না করে তবে যত গালন ছাপাইয়া রাখে তাহার ফি গালন সিক্কা ২ দুই টাকার হিসাবে দণ্ড করা যাইবেক ইতি।—১৮০২ সা। ২ আ। ৯ ধা।

হাসিল লইবার মতের কথা।

৯। এ আইন জারীর তারিখের পর এক মাসগতে চুয়ান মদিরার যে হাসিল এ আইনের ৯ নবম ধারার অনুসারে নির্ণয় হয় তাহা মাসে২ কিম্বা তাহার পূর্ব্বে যে সময়ে লওয়া চব্বিশপরগনার ও তাহার পেটার কলিকাতাবেষ্টনকারি মহালাতের পোলীসের বহালী তিন জন কিম্বা ততোধিক জন সাহেব উচিত জানেন সেই সময়ে লওয়া যাইবেক ইহাতে জানিবেন যে সে সাহেবেরা এবং যে কেহ তাঁহারদিগের দস্তখৎ ও মোহরী সনন্দানুসারে হাসিল লইবার অর্থে নিযুক্ত হয় সে সকলের স্থানে হাসিল দাখিলের কারণ সমস্ত ভাটী ও

ডেগআদিপাত্র বন্ধকের ন্যায় জান হইবেক এবং তাহা হাসিলের বাকী ও এ আইনের নির্দ্ধারিত কোন দণ্ড উসুলের নিমিত্তে বিক্রয় হইতে পারিবেক ইতি।—১৮০২ সা। ২ আ। ১০ ধা।

হাসিল নির্ণয়ের মতের এবং মদিরা চুয়াইবার সরঞ্জামের আয়োজন করিবার পূর্ব্বে তাহার সম্বাদ দিবার কথা।

১০। এ আইন জারীর তারিখের পর এক মাসগতে যে মদিরা চুয়ান যায় তাহার হাসিল নির্ণয়ের কারণ মদিরা চুয়াইবার কারখানার মালিকদিগের কর্ত্তব্য যে মদিরা চুয়াইবার সরঞ্জামের আয়োজন করিবার পূর্ব্বে পাঁচ দিন থাকিতে এমত সমাচার পত্র যে অমুক দিনহইতে মদিরা চুয়াইতে আরম্ভ হইবেক লিখিয়া আপনং দস্তখৎ ও মোহরে সটীক্ করিয়া চব্বিশপরগনার ও তাহার পেটার কলিকাতাবেষ্টনকারি মহালাতের পোলীসের বহালী সাহেবদিগের জনেকের কিম্বা অধিক জনের স্থানে অথবা যে কেহ সে সাহেবদিগের তিন জনের কিম্বা ততোধিক জনের পক্ষে নিযুক্ত হয় তাহার নিকটে দেয় না দিলে সিক্কা এক হাজার টাকা তাহার দণ্ড হইবেক। আর জানিবেন যে এমতে দেওয়া সমাচারপত্র দুই মাসের কম না হয় এমত মিয়াদপর্য্যন্ত সিদ্ধ ও বলবৎ থাকিবেক। ইহাতে নিশ্চয় বুঝিবেন যে একং ওয়াশ্ ভাটীতে সেইং সমাচারপত্রের লিখিত মদিরা চুয়াইবার আরম্ভের দিনহইতে দুই মাসপর্য্যন্ত অবাদে কার্য্য হইবেক এবং কোন ওয়াশ্ ভাটীতে কার্য্যহইতে লাগিলে যদি ঐ নিরূপিত দুই মাস মিয়াদ মধ্যে তাহা ভণ্ডুল হইবার কোন কারণ ঐ পোলীসের বহালী সাহেবদিগের স্থানে বিশিষ্টরূপে প্রতিপন্ন ও মঞ্জুর না হয় তবে সে ভাটীকে কেহ ঐ মিয়াদের মধ্যে ভণ্ডুল ও মৌকুফ করিতে পারিবেক না ইতি।—১৮০২ সা। ২ আ। ১১ ধা।

মদিরাকারকেরা ভাটী মৌকুফ করিবার বার্ত্তা জানাইবার কথা।

১১। যদি উপরের লিখিত দুই মাস মিয়াদের পর মদিরাকারকদিগের কেহ কোন ভাটী মৌকুফ করিতে চাহে তবে কর্ত্তব্য যে সে সমাচার সেই মিয়াদ উত্তীর্ণের পূর্ব্বে চারিদিন থাকিতে চব্বিশপরগনার ও তাহার পেটার কলিকাতাবেষ্টনকারি মহালাতের পোলীসের বহালী সাহেবদিগের জনেকের কিম্বা অধিক জনের স্থানে অথবা তাঁহারদিগের পক্ষে যে কেহ নিযুক্ত হয় তাহার নিকটে দেয় না দিলে সিক্কা এক হাজার টাকা তাহার দণ্ড হইবেক। আর সমাচার দিলে ঐ দুই মাস মিয়াদ গতে এতমামদার সাহেব কিম্বা তস্য নায়েব অথবা অন্য যে কেহ পোলীসের সাহেবদিগের পক্ষে নীচের লিখনানুসারে নিযুক্ত হয় সেই জন ভাটীর উপর মোহর করিবেন। তাহাতে মদিরাকারকের কর্ত্তব্য নহে যে এতমামদার সাহেবের কিম্বা তস্য নায়েবের অথবা পোলীসের সাহেবদিগের জনেকের কি অধিক জনের নিযুক্তকরা কোন লোকের অসাক্ষাৎ সে মোহর ভাঙ্গে। আর যদি মদিরাকারক পুনরায় সে ভাটীতে কার্য্য করিতে চাহে তবে কর্ত্তব্য যে সে সমাচার উপরের ধারার লিখনানুসারে লিখিয়া দেয় নতুবা তাহার দণ্ড সিক্কা এক হাজার টাকা হইবেক ইতি।—১৮০২ সা। ২ আ। ১২ ধা।

ভাটীতে মোহর করিবার এবং তাহা ভাঙ্গিলে দণ্ড হইবার কথা।

পোলীসের সাহেবদিগের পক্ষে জনেক লোক মদিরার হিসাবকিতাব রাখিবার কারণ নিযুক্ত হইবার কথা।

১২। চব্বিশপরগনার ও তাহার পেটার কলিকাতাবেষ্টনকারি মহালাতের পোলীসের সাহেবদিগের পক্ষে জনেক লোক যে কার খানায় যত মদিরা জন্মে ও তাহা গুদামআদি যে যে স্থানে রাখা যায় তাহার হিসাবকিতাব বেওরা করিয়া লিখিবার কারণ এবং সে মদিরা পাকের বিবেচনার নিমিত্তে নীচের লিখনানুসারে নিযুক্ত হইবেক এবং সেই লোক প্রতিহপ্তায় তাহার তালিক ফিরিস্তি পোলীসের সাহেবদিগের স্থানে পঁহুছাইবেক ও যদি কেহ সে হিসাব লইতে প্রতিবন্ধক হয় তবে তাহার দণ্ড সিক্কা এক হাজার টাকা করা যাইবেক ইতি।—১৮০২ সা। ২ আ। ১৩ ধা।

বিনাছাড়চিঠীতে মদিরা নির্দ্দিষ্ট গুদামআদির বাহিরে রাখিলে দণ্ড হইবার কথা।

১৩। মদিরা চুয়াইবারি কারখানার নির্দ্দিষ্ট গুদামআদি কোন স্থানে রাখা কিছু মদিরা উঠাইয়া তালিকার ফর্দ্দে নির্দ্দিষ্ট না থাকা গুদামআদি কোন স্থানে রাখিতে চাহিলে তাহা পোলীসের সাহেবেরদের জনেকের কিম্বা অধিক জনের দস্তখতী ও মোহরী ছাড়চিঠী ব্যতীত রাখিতে পারিবেক না। যদি বিনা ছাড়চিঠীতে স্থানান্তরে রাখিবার কারণ চালাইতে উদ্যত হয় তবে তাহা পীপায় কিম্বা যে পাত্রান্তরে পুরিয়া এবং গাড়ী কিম্বা নৌকা অথবা ঘোড়া কিম্বা গবাদি পশুপ্রভৃতি যে কোন ভারবাহ বস্তুতে করিয়া চালায় তাহাসমেত জব্দ হইবেক। আর জানিবেন যে এ আইনজারীর পূর্ব্বে যে মদিরা জন্মিয়া গুদামআদিতে প্রস্তুত রহিয়া থাকে তাহার প্রতিও এ হুকুম খাটিবেক। ইহাতে যে কেহ নীচের লিখনানুসারে নিযুক্ত হয় তাহার কর্ত্তব্য যে জব্দের যোগ্য মদিরাসকল ক্রোক্ করে ইতি।—১৮০২ সা। ২ আ। ১৪ ধা।

এ আইনের অন্যথাচরণ করিলে দণ্ড হইবার কথা।

১৪। যদি এতমামদার সাহেব কিম্বা অন্য কোন আমলায় তস্য প্রতি এ আইনের অনুসারে অর্পণহওয়া কার্য্য করিতে কেহ প্রতিবন্ধক হয় অথবা অপর কোনরূপে এ আইনের অন্যথাচরণ করে তবে তাহা চব্বিশপরগনার ও তাহার পেটার কলিকাতাবেষ্টনকারি মহালাতের পোলীসের বহালী দুই জন কিম্বা ততোধিক জনের সমক্ষে সাহেবের প্রমাণ হইলে তাহার যত দণ্ড করা কর্ত্তব্য তাহা করা যাইবেক অধিকন্তু তাহার কারখানার পাট্টাও বাজেয়াপ্ত হইবেক ইতি।—১৮০২ সা। ২ আ। ১৫ ধা।

জাহাজে রপ্তানী হওয়া মদিরার হাসিল ফিরিয়া দিবার মতের কথা।

১৫। যদি কেহ আপন পাট্টাই কারখানার চুয়ান মদিরা জাহাজে রপ্তানী করে তবে তাহা চুয়াইবার স্থানে যত হাসিল দিয়া থাকে তাহার অর্দ্ধেক অর্থাৎ ফি গালন্ ৵০ তিন আনার হারে সে মদিরা রপ্তানীর কারণ জাহাজে বোঝাই হইয়াছে এমত নিদর্শনী জাহাজের মালিকের লিখন দর্শাইলে ফিরিয়া দেওয়া যাইবেক। ইহাতে কলিকাতার পঞ্চোত্তরার সাহেবের কর্ত্তব্য যে যত টাকা ফিরিয়া দেন্ তাহার হিসাব এ ধারার হুকুমমতে রাখেন্ এবং সেই ফিরৎ টাকা ঐ পোলীসের সাহেবদিগের নামে খরচ লিখেন আর তিন২

াসব্যাজে তাহার হিসাব সে সাহেবদিগের নিকটে পাঠান্ ইতি। —১৮০২ সা। ২ আ। ১৬ ধা।

ফিরত হাসিলের টাকার হিসাব নিষ্পত্তির মতের কথা।

১৬। যে কেহ নীচের লিখনানুসারে নিযুক্ত হয় সে লোক জাহাজে রফ্তানীর কারণ যে মদিরা কলিকাতার পঞ্চোত্তরার কাছারীতে দাখিল হয় তাহার পরিমাণ রাখিবার ও পাক বিবেচনা করিবার নিমিত্তে পোলীসের সাহেবদিগের পক্ষে ঐ পঞ্চোত্তরার কাছারীতে রুজু থাকিবেক। তাহাতে যদি সে মদিরার পাক লণ্ডন্ শহরের মদিরার ন্যায় কিম্বা তদপেক্ষা ইতর বিশেষ হয় তবে তদ্দৃষ্টে প্রামাণিক করিয়া হাসিল ফিরৎ হইবেক এবং সেই ফিরৎ হাসিল ঐ রুজু থাকিবার কার্য্যে নিযুক্তহওয়া লোকের নিদর্শনী লিখনে পোলীসের সাহেবদিগের জনেকের দস্তখৎ হইলে তদ্দৃষ্টেদেওয়া যাইবেক ইতি।—১৮০২ সা। ২ আ। ১৭ ধা।

এক হাজার গালনের কম মদিরা জাহাজে না যাইবার কথা।

১৭। এক হাজার গালনের কম পরিমাণের মদিরা জাহাজে রফ্তানীর যোগ্য বোধ হইবেক না ইতি।—১৮০২ সা। ২ আ। ১৮ ধা।

যে সময়ে ও যথাহইতে মদিরা জাহাজে বোঝাই হইবেক তাহার ও তাহাতে রসুম লইবার কথা।

১৮। জাহাজে রফ্তানী হইবার মদিরা যাবৎ সে জাহাজে আড়কাটি না চড়ে তাবৎ জাহাজে বোঝাই হইবেক না এবং তাহার হাসল তাবৎ ফিরিয়া দেওয়া যাইবেক না। এবং সে মদিরা পঞ্চোত্তরার কাছারীছাড়া অন্য কোন স্থানহইতেও জাহাজে বোঝাই হইবেক না। আর মদিরা রফ্তানীর বিষয়ে যে আইনমতে যত রসুম পঞ্চোত্তরার সাহেবের ও তাঁহার ডেপুটির পাওনা হয় তাহা এ আইনক্রমে লইতে নিষেধ নাই জানিবেন ইতি।—১৮০২ সা। ২ আ। ১৯ ধা।

রফ্তানীর মদিরা বিনা পরওয়ানগীতে জাহাজহইতে ওলাইলে দণ্ড হইবার কথা।

১৯। রফ্তানীর কারণ মদিরা জাহাজে বোঝাই হইলে পর যদি তাহা পুনরায় পোলীসের সাহেবদিগের জনেকের কিম্বা অধিক জনের দস্তখতী লিখিত পরওয়ানগী ব্যতীত ওলান যায় তবে তাহা পীপায় কিম্বা যে পাত্রান্তরে ভরা থাকে এবং গাড়ী ও নৌকা ও ঘোড়া ও গবাদি পশুপ্রভৃতি যে কোন ভারবাহ বস্তুতে বোঝাই রহে তাহা সমেত জব্দের যোগ্য হইবেক ইতি।—১৮০২ সা। ২ আ। ২০ ধা।

জব্দী মদিরাদির মুল্য বিভাগের মতের কথা।

২০। যদি কখন মদিরা কিম্বা তৎপাত্রাদি অন্য কোন বস্তু এ আইনমতে জব্দ হইয়া নীচের লিখনানুসারে নীলাম হয় তবে তাহার মূল্যের টাকা নীলামী খরচাবাদে নীচের লিখিতমতে বিভাগ হইবেক। আর যদি সে মদিরার হাসিল ফিরিয়া দেওয়া গিয়া থাকে তবে পঞ্চোত্তরার সাহেব পুনরায় সেই ফিরৎ হাসিল লইয়া সরকারে দাখিল করিবেন।

বিভাগ।

পাঁচ ভাগের দুই ভাগ সন্ধানবাদী। এক ভাগ ক্রোক্‌করণিয়া। এক ভাগ এতমামদার সাহেব। এক ভাগ এতমামদারের নায়েব পাইবেন ইতি।—১৮০২ সা। ২ আ। ২১ ধা।

পোলীসের সাহেবেরা শহর কলিকাতার সীমার মধ্যে মদিরা বিক্রয়ের দাঁড়া ধার্য্য করিতে পারিবার কথা।

২১। প্রচণ্ডপ্রতাপ শ্রীযুক্ত ইঙ্গরেজের বাদশাহের তরফ পোলীসের সাহেবেরা শ্রীমৎ তৃতীয় জর্জের আমলী আক্টপার্লিমেণ্ট অর্থাৎ বিলায়তী আইনের হুকুমমতে তাহার ১৫৯ দফার ৫২ বারের আমুলারিক যে ভার পাইয়াছেন তদনুরূপে শহর কলিকাতার সীমানার মধ্যে মদিরা বিক্রয়ের দাঁড়া ধার্য্য করিতে পারিবেন ইতি।—১৮০২ সা। ২ আ। ২৬ ধা।

পোলীসের সাহেবেরা রসুম পাইবার হারের কথা।

২২। চব্বিশ পরগনার ও তাহার পেটার কলিকাতাবেষ্টনকারি মহালাতের পোলীসের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবছাড়া তথাকার অন্য সাহেবেরা এ আইনের অনুসারে বিলায়তী ডৌলী কারখানার জনিত বিলায়তের ন্যায় মদিরার হাসিলের মোটের মধ্যে পঞ্চোত্তরার কালেক্‌টর সাহেবের হিসাবমতে জাহাজে রফ্তানীহওয়া মদিরার হাসিল যাহা ফিরিয়া দেওয়া যায় তাহা বাদের বাকীর উপর শতকরা ১০ টাকার হারে রসুম পাইবেন ইতি।— ১৮০২ সা। ২ আ। ২৭ ধা।

পোলীসের সাহেবেরা আপনারদিগের তাবের আমলা নিযুক্ত করিবার মতের কথা।

২৩। পোলীসের বহালী সাহেবদিগের তিন জনকে কিম্বা ততোধিক জনকেও এ ধারাক্রমে ক্ষমতার্পণ হইতেছে যে জনেক এতমামদার ও তাহার নায়েব ও গজের এবং অন্য যেং আমলা এ আইনের লিখিত দাঁড়ায় কার্য্য সম্পন্ন করিবার অর্থে নিযুক্ত করিবার আবশ্যক হয় সে সকলকে আপনারদিগের দস্তখৎ ও মোহরযুক্ত সনন্দ দিয়া নিযুক্ত করেন্ ইতি।—১৮০২ সা। ২ আ। ২৮ ধা।

মদিরা ও তাহার পাত্র কোন স্থানে লুকাইয়া রাখিয়াছে এমত সন্দেহ হইলে যে কর্ত্তব্য তাহার কথা।

২৪। উপরের লিখনানুসারে যে কোন আমলা নিযুক্ত হয় সে যদি এমত বুঝে যে বিলায়তী ডৌলী কোন কারখানার জনিত বিলায়তের ন্যায় কিছু মদিরা কিম্বা তাহার কোন ভাটী অথবা ডেগ্ কিম্বা টন্ অথবা বট্ কিম্বা কুলর্ অথবা পীপাপ্রভৃতি কোন পাত্র প্রতারণা করিয়া কোন স্থানে কেহ লুকাইয়া রাখিয়াছে তবে তাহার কর্ত্তব্য যে সে কথা চব্বিশপরগনার ও তাহার পেটার কলিকাতা বেষ্টনকারি মহালাতের পোলীসের বহালী সাহেবদিগের জনেকের কিম্বা অধিক জনের নিকটে অথবা যে স্থানে সেই মদিরা কিম্বা ভাটী প্রভৃতি পাত্র লুকাইয়া রাখিয়া থাকে তথাকার ব্যাপক জিলার মাজিষ্ট্রেট্ সাহেবের সমীপে শপথ করিয়া কহে তাহাতে যদি সে সাহেবেরা উচিত বুঝেন্ তবে সে লোকের নামে আপন দস্তখৎ ও মোহরে এমত নিদর্শনে হুকুম লিখিয়া দিবেন যে সে লোক দিবারাত্রির মধ্যে যে সময়ে চাহে সেই সময়েই সেই মদিরা কিম্বা ভাটী

প্রভৃতি পাত্র লুকাইয়া রাখা স্থানে প্রবেশিয়া তাহা সমস্ত ক্রোক্ করিয়া আনে। ইহাতে যদি কেহ প্রতিবন্ধক হয় তবে তাহার দণ্ড সিক্কা এক হাজার টাকা করা যাইবেক ইতি।—১৮০২ সা। ২ আ। ২৯ ধা।

মদিরাদি জব্দের মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি করিবার মতের কথা।

২৫। উপরের লিখনানুসারে কখন কিছু মদিরা কিম্বা ভাটীপ্রভৃতি পাত্র ক্রোক্ হইলে সে মোকদ্দমার বিচার স্থানবিশেষে পোলীসের সাহেবদিগের জনেকে কিম্বা অধিক জনে অথবা জিলার মাজিষ্ট্রেট্ সাহেব সংক্ষেপ বিচারের মতে করিয়া নিষ্পত্তি করিতে পারিবেন। এবং তাহাতে সে সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে যাহারদিগের স্থানহই তে এমত দ্রব্য বাহির হয় তাহারদিগেরে তলব করেন তদনুসারে হা জির হইলে সাক্ষাৎকারে ও হাজির না হইলে অসাক্ষাৎকারে সে মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি করিবেন। আর সে সামগ্রী জব্দ হই লে তাহা নীলাম করিবার অর্থে হুকুম দিবেন সেই হুকুম চূড়ান্ত হই বেক ইতি।—১৮০২ সা। ২ আ। ৩০ ধা।

ক্রোকী মদিরাদির মালিক কিম্বা তাহা যাহারদিগের স্থানে মিলে তাহারা হাজির না হইলে তাহারদিগের অসাক্ষাৎ কারে সে দ্রব্য বেচিবার মতের কথা।

২৬। যদি উপরের লিখনানুসারে কখন কিছু মদিরা কিম্বা ভাটী প্রভৃতি পাত্র জব্দের নিমিত্তে ক্রোক্ হয় তবে সেই ক্রোকের দিনহই তে বিংশতি দিবসের মধ্যে কেহ তাহা ক্রোক্‌করণিয়ার নিকটে উপ স্থিত হইয়া তাহার দাওয়া না করিলে তদনন্তর সেই ক্রোক্‌করণিয়ার কর্ত্তব্য যে তদর্থে কলিকাতার গাজেটে কিম্বা স্থানান্তরে সে ক্রোক্ হইলে তথাকার ব্যাপক জিলার মাজিষ্ট্রেটী কাছারীতে এমত ইশ তিহার দেওয়ায় যে অমুক স্থানে অমুক দিনে অমুক সময়ে পোলী সের সাহেবেরা কিম্বা মাজিষ্ট্রেট্ সাহেব উপরের ধারার লিখনানু সারে সেই ক্রোকের মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি করিবেন। এবং এমত হইলে পর পোলীসের সাহেবেরা কিম্বা মাজিষ্ট্রেট্ সাহেব সেই ক্রোকী মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি করিতে মনোযোগী হই বেন তাহাতে যদি সেই ক্রোকী মদিরা ও ভাটীপ্রভৃতি পাত্র জব্দের যোগ্য ঠাহরে তবে জব্দ করিয়া তাহা নীলামের হুকুম আপন দস্তখৎ ও মোহরে লিখিয়া জারী করিবেন। ইহাতে সে হুকুম সেইরূপে চূড়ান্ত হইবেক যেরূপে সে দ্রব্যের মালিককে কিম্বা তাহা যাহার স্থানহইতে বাহির হইয়া থাকে তাহাকে তলব করিয়া তাহার সাক্ষাৎ হুকুম দিলে হইত ইতি।—১৮০২ সা। ২ আ ৩১ ধা।

সময়শিরে হাসিল না দিলে দণ্ড হইবার মতের কথা।

২৭। যদি কেহ এ আইনের নির্ণীত হাসিল নিরূপিত সময়শিরে না দেয় তবে যত টাকা বাকী পাড়ে তাহার উপর তঙ্কাপ্রতি সিক্কা ১/০ সভর আনা দণ্ড ধরিয়া লওয়া যাইবেক এবং সে দণ্ড উসু লের অর্থে তাহার দ্রব্যসামগ্রী নীচের লিখিত গতিকে বিক্রয় হই বেক ইতি।—১৮০২ সা। ২ আ। ৩২ ধা।

এ আইনের অনু

২৮। এ আইনের আনুসাঙ্গিক জব্দ ও দণ্ডাদির সমস্ত মোকদ্দমার

সারে জব্দ ও দণ্ডাদির মোকদ্দমার বিচার করিবার ও তাহা উসুল করিবার মতের কথা।

বিচার ও নিষ্পত্তি পোলীসের বহালী সাহেবদিগের জনেকের কিম্বা অধিক জনের নিকটে অথবা সেমত মোকদ্দমা কোন জিলার ব্যাপ্য স্থানে উপস্থিত হইলে সেই জিলার মাজিষ্ট্রেট্ সাহেবের সমীপে হইয়া চূড়ান্ত হইবেক। অতএব এ ধারার অনুক্রমে পোলীসের সাহেবদিগকে ও জিলাসকলের মাজিষ্ট্রেট্ সাহেবদিগেরে ক্ষমতার্পণ হইতেছে যে যদি কেহ কখন জব্দ ও দণ্ডাদির দাওয়ার নিদর্শনে আরজী দিয়া নালিশ করে তবে তদনুসারে আসামীকে তলব করেন্ ত হাতে সে আসামী হাজির হইলে তাহার সাক্ষাৎ ও হাজির না হইলে তাহার অসাক্ষাৎ সে মোকদ্দমার বিচার করিতে পারিবেন এবং সে দাওয়া বাদি ও প্রতিবাদির কবুল একরারক্রমে কিম্বা বিশ্বা জনেক বা অধিক জন সাক্ষির শপথপূর্ব্বক সাক্ষ্যদেওনদ্বারা প্রমা হইলে তদৃষ্টে নিষ্পত্তি হইতে পারিবেক এবং সে সাহেবেরা এ আইনের নির্দ্ধারিত জব্দ ও দণ্ডাদির টাকাখরচাসমেত উসুলের কার অপরাধিগণের দ্রব্যসামগ্রী জব্দের হুকুম আপনারদিগের দস্তখৎ মোহরে লিখিয়া জারী করিবেন। তাহাতে যদি ১৪ চৌদ্দ দিনে মধ্যে সে টাকা না দেয় তবে সেই দ্রব্যসামগ্রী নীলাম হইয়া জব্দ দণ্ডাদির টাকা খরচাসুদ্ধা উসুল পড়িয়া যত উদ্বর্ত্ত হয় তাহা সে দ্রব্যাধিকারিগণকে দেওয়া যাইবেক। ইহাতে সেই জব্দ ও দণ্ডাদি টাকার মোটহইতে শতকরা পনর টাকা সন্ধানবাদিকে কিম্বা আইনমতে সে নালিশ যে কেহ করিয়া থাকে তাহাকে দেওয়া যা বেক বাকী সরকারে দাখিল হইবেক ইতি।—১৮০২ সা। ২ আ ৩৩ ধা।

বিলায়তের মত ভাটী নিজের কি অন্যের তরফ রাখিয়া ইঙ্গরেজ সাহেব ইঙ্গরেজী ১৮০২ সালের ২ আইনের লেখা মতে কার্য্য করিবার করার করণবিনা এই প্রকরণের লেখা স্থানে বাস করিতে না পারিবার কথা।

২৯। ইঙ্গরেজী ১৮০২ সালের২ আইনের যে সকল ভাটীখানা বিলায়তের মতে বানান গিয়া তাহাতে বিলায়তের মতে শরাব প্রস্তু করা যায় সে সকল ভাটীখানায় প্রস্তুতহওয়া শরাবের উপর মাসু লওনের দাঁড়াসকল নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে এবং ঐ আইনের অনুসারে তাহার মাসুলতহসীলের ভার কলিকাতাশহরের ও তাহার আশপাশের মহালাতের মাজিষ্ট্রেট্ সাহেবেরদের প্রতি হইয়াছে কিন্তু হেতুক ঐ সাহেবলোকেরা উপরের লিখিত প্রকারের যে সকল ভাটীখানা ঐ সীমাসরহদ্দের বাহিরে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে কিম্বা হয় তাহার মাসুল তহসীল করিতে পারেন না একারণ হুকুম হইল যে কোন ইঙ্গরেজ সাহেব উপরের লিখিত প্রকারেতে বানান ও বাহার করা ভাটীখানা নিজের কি অন্য কাহার তরফহইতে রাখে তাঁহাকে জিলা চব্বিশপরগনার বাহির কি কলিকাতা শহরের মাজিষ্ট্রেটের মহালাতের বাহিরের স্থানেতে বসতি করিতে পারিবার অনুমতি নাহি আর যদি এই মজমুনে একরারনামা লিখিয়া দেন্ যে ইঙ্গরেজী ১৮০২ সালের ২ আইনের নিরূপিত মাসুল যে কার্য্যকারক তাহার বন্দোবস্ত ও তহসীলের নিমিত্তে বোর্ড রেবিনিউ কি বোর্ড কমিস্যনর সাহেবদিগের হুজুরহইতে কিম্বা কালেক্টর সাহেবের তরফহইতে নিযুক্ত হয় তাহার স্থানে দিব এবং সর্ব্ব প্রকারে

আইনের লিখিত হুকুমের মতেও কার্য্য করিব তবে পারিবেন কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে সরকারের ও কানপুরের নিকটে ফৌজের খরচের কারণ শরাব প্রস্তুতকরণার্থে নির্দ্দিষ্টহওয়া ভাটীখানার মালিকের মধ্যে যে কন্ত্রাক্‌ট এক্ষণে বহাল আছে যাবৎ তাহা থাকে তাবৎ এই আইনের লিখিত কোন কথা সে কন্ত্রাক্‌টের সহিত তাহা বাতিলহওনে কি অন্য প্রকারে সম্পর্ক রাখিবেক ইহা বোধ না হয় ইতি।—১৮১৩ সা। ১০ আ। ২০ ধা। ১ প্র।

এই আইনের লিখিত কথা কন্ত্রাক্‌টের সহিত সম্পর্ক না রাখিবার কথা।

৩০। বোর্ড রেবিনিউ কি বোর্ড কমিস্যনর সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে উপরের লিখিত ঐ সহরদের বাহিরের স্থানেতে নির্দ্দিষ্টহওয়া উপরের উক্ত ভাটীখানার উপর সরকারের পাওনামাসুলের বন্দোবস্ত ও তহসীলকরণের কারণ যেং লোককে অত্যুপযুক্ত ও উত্তম বুঝেন তাহারদিগকে নিযুক্ত করেন ও নাতক অর্থাৎ চূড়ান্ত হুকুম হইবার নিমিত্তে এবিষয় শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুরে গোচর করিবেন ইতি।—১৮১৩ সা। ১০ আ। ২০ ধা। ২ প্র।

বোর্ড রেবিনিউ কি বোর্ড কমিস্যনর সাহেব এই প্রকরণের লিখিত মাসুল তহসীলের নিমিত্তে লোকদিগকে নিযুক্ত করিবার কথা।

২ ধারা।

বিদেশহইতে আমদানীহওয়া ওয়াইন ও অন্যান্য প্রকার শরাবের অথবা ইউরোপীয় ডৌলে প্রস্তুত করা শরাবের মোট ও খুজরা বিক্রয় করাতে যে মাসুল লওয়া যাইবেক তাহা।

৩১। এই ধারাক্রমে জানান ও নির্দ্দিষ্ট করা যাইতেছে যে কালেক্‌টর সাহেবের কি আসিষ্টাণ্ট কালেক্‌টর সাহেবের কিম্বা অনুমতিপত্র দিতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোন কার্য্যকারক সাহেবের অনুমতিপত্রব্যতিরেকে সমুদ্রপথে কি খুশ্‌কিপথে আমদানী হওয়া অথবা এদেশেতে কোন প্রকারে প্রস্তুতকরা মদিরা খুজরা বিক্রয় করা আইনবিরুদ্ধ এবং আইনবিরুদ্ধ বোধ করা যাইবেক এবং চলিত যেং আইনেতে আইনের অন্যমতে মদিরা বিক্রয় ও প্রস্তুত করণের নিমিত্তে বিশেষং দণ্ডনিরূপণ হইয়াছে সেইং আইনের হুকুম বিশেষরূপে অন্যপ্রকার হুকুম নির্দ্দিষ্ট না করা গেলে একই মতে সকল প্রকার মদিরার সহিত সম্পর্ক রাখিবেক ও ঐ মত ওয়াইন শরাব অর্থাৎ দ্রাক্ষারস কিম্বা সুরামণ্ডযোগে প্রস্তুতহওয়া অন্য কোন প্রকার শরাব অনুমতিপত্রব্যতিরেকে খুজরা বিক্রয় করা এই ধারাক্রমে নিষেধ করা যাইতেছে ও তাহা কেহ অনুমতিপত্র লওনব্যতিরেকে বিক্রয় করিলে আইনের অন্যমতে প্রস্তুতকরা মদিরা বিক্রয়করণেতে যে দণ্ড হয় সেই দণ্ডেতে দণ্ডনীয় হইবেক ইতি।—১৮২৪ সা। ৭ আ। ২ ধা। ১ প্র।

কালেক্‌টর সাহেবের অনুমতিপত্র না লইয়া মদিরা ও দ্রাক্ষারস ও সুরামণ্ড যোগে প্রস্তুতকরা সকল প্রকার শরাবের খুজরা বিক্রয় আইন বিরুদ্ধহওনের ও করিলে দণ্ড হইবার কথা।

ব্রিটনদেশ জাত প্রজাভিন্ন অন্য জনেরদের অনুমতি পত্রব্যতিরেকে মদ্যের ভাটী করিতে ও তাহাতে মদ্যপ্রস্তুতের কার্য্য করিতে এবং মদ্য ও দ্রাক্ষারসাদি বিক্রয় করিতে নিষেধ হওনের কথা।

৩২। যে সকল লোকেরা ব্রিটনদেশজাত প্রজা নহে সে সকল লোক জিলার কালেক্টর সাহেবের কি আবকারী মহালের কর্ম্মকারি অন্য কোন সাহেবের অনুমতিপত্র লওনব্যতিরেকে উপরের উক্ত দেশসকলেতে মদিরা প্রস্তুতকরণের কোন প্রকার ভাটী করিবেক না ও তাহাতে মদিরা প্রস্তুত করিবার কার্য্য করিবেক না এবং সমুদ্রপথে কি খুশ্‌কিপথে আমদানীহওয়া কিম্বা এ দেশেতে প্রস্তুতকরা কোন প্রকার মদিরা কি দ্রাক্ষারসাদি অন্য প্রকার মদ্য ঐ দেশেতে বিক্রয় করিবেক না ইতি।—১৮২৪ সা। ৭ আ। ২ ধা। ২ প্র।

জিলার কালেক্টরের অনুমতিপত্র ব্যতিরেকে ব্রিটন দেশজাত প্রজাদিগকে কলিকাতাহইতে দশ মাইলের অধিক অন্তরে ভাটী বানাইতে ও তাহাতে তাহার কার্য্য করিতে ও কলিকাতার তাবে কোন দেশেতে মদিরা ও দ্রাক্ষারসাদি বিক্রয় করিতে নিষেধহওনের কথা।

৩৩। ঐ মত ব্রিটনদেশজাত প্রজা হইয়াও কোন জন জিলার কালেক্টর সাহেবের কিম্বা আবকারী মহালের কর্ম্মকারি অন্য কোন সাহেবের অথবা ঐ মতজনেরদের প্রস্তুতকরা শরাবের উপর যে মাসুল লইতে হয় তাহা তহসীলকরণের কার্য্যে বিশেষরূপে সরকার হইতে নিযুক্তহওয়া অন্য কোন কার্য্যকারকের অনুমতিপত্র লওন ব্যতিরেকে কলিকাতা শহরহইতে দশ মাইলের অধিক অন্তর কোন স্থানে মদিরা প্রস্তুতকরণের কোন প্রকার ভাটী বানাইবেক না ও তাহাতে মদিরা প্রস্তুত করিবার কার্য্য করিবেক না ও কলিকাতা রাজধানীর তাবে কোন দেশের কোন স্থানে কোন প্রকার মদিরা কিম্বা দ্রাক্ষারসাদি অন্য প্রকার মদ্য খুজরা বিক্রয় করিবেক না ইতি।—১৮২৪ সা। ৭ আ। ২ ধা। ৩ প্র।

ঐ প্রকার লোকেরা উপরের লিখিত সরহদ্দের মধ্যে ইঙ্গলণ্ডের মত মদিরার ভাটী বানাইলে কি তাহাতে কার্য্য করিলে ইঙ্গরেজী ১৮০২ সালের ১ আইনের হুকুমের তাবে থাকিবার কথা।

বিশেষ হুকুমের কথা।

৩৪। ব্রিটনদেশজাত যে জনেরা ইঙ্গলণ্ডেতে মদ্য প্রস্তুত করিবার ভাটী যে প্রকার নির্ম্মাণ করা যায় ও তাহাতে ঐ কার্য্য করা যায় ঐ প্রকার কলিকাতা শহরহইতে দশ মাইলের মধ্যে কোন স্থানে ভাটী নির্ম্মাণ করে কি তাহাতে কার্য্য করে ঐ জনেরা পূর্ব্বমত ইঙ্গরেজী ১৮২০ সালের ২ আইনের লিখিত হুকুমের তাবে থাকিবেক ইহা এই প্রকরণক্রমে জানান যাইতেছে কিন্তু ঐ আইনানুসারে জিলা চব্বিশপরগনার এবং শহর কলিকাতার লাগাও অন্য২ জিলার জুষ্টিস্ পীস্ সাহেবদিগকে যে ক্ষমতা ও হুকুম‍ৎ অর্পণ করা গিয়াছে শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুর হুজুর কৌন্সেলেতে ঐ ক্ষমতা ও হুকুম‍ৎ যে জন কি জনেরদিগকে দেওয়া উপযুক্ত বুঝেন্ তাঁহাকে কি তাঁহারদিগকে দিতে সর্ব্বদা ক্ষমতা রাখেন্ ইতি।—১৮২৪ সা। ৭ আ। ২ ধা। ৪ প্র।

মদিরা প্রস্তুতকরিয়াদিগের আবকারী মহালের কর্ম্মকারি কালেক্টর ইত্যাদি সাহেবের

৩৫। ব্রিটনদেশজাত প্রজাভিন্ন অন্য যে সকল লোক ঐ রাজধানীর তাবে কোন দেশেতে কোন স্থানে মদিরা প্রস্তুতকরণের ভাটী পূর্ব্বোক্তমতে নির্ম্মাণ করে কি তাহাতে কার্য্য করে তাহারদিগের এবং ব্রিটনদেশজাত যে প্রজালোক শহর কলিকাতাহইতে দশ মাইলের অধিক অন্তর কোন স্থানে ঐ প্রকার ভাটী নির্ম্মাণ করে কি

তাহাতে কার্য্য করে তাহারদিগেরো উপরের প্রকরণের উক্ত আই নের নিরূপিত ষ্টিলহেড ডুটি অর্থাৎ চোওয়াইবার যন্ত্রের মাসুল আ বকারী মহালের কার্য্যকারক কালেক্টর কিম্বা অন্য সাহেবকে কিম্বা বোর্ড রেবিনিউর সাহেবেরা ঐ মাসুল নিরূপণ ও তহসীলকরণের নিমিত্তে যে কার্য্যকারককে হুকুম দেন তাঁহার নিকটে দিতে হইবেক এবং ঐ উপরের উক্ত আইনের দ্বারা যেং ক্ষমতা উপরের উক্ত নিরূপিত সীমার অধিক অন্তরে নির্ম্মাণ করা কি ব্যবহারকরা ভাটীর বিষয়ে পূর্ব্বোক্ত জিলার নিমিত্তে তথাকার জুষ্টিস পীস সাহেবেরদি গকে অর্পণ করা গিয়াছে সেইং ক্ষমতা এই প্রকরণের দ্বারা জিলা সকলের কালেক্টর সাহেব ও আবকারী মহালের কার্য্যকারক সা হেবদিগকে তাঁহারদিগের আপনং জিলার নিমিত্তে অর্পণ করা গেল ইতি।—১৮২৪ সা। ৭ আ। ২ ধা। ৫ প্র।

নিকটে ষ্টিলহেডের মাসুল দাখিল করিতে হইবার কথা।

কালেক্টর ইত্যাদি সাহেবেরা ইঙ্গরেজী ১৮০২ সালের ২ আইনের দ্বারা জুষ্টিস্ পীস সাহেবদিগকে অর্পণহওয়া ক্ষমতা রাখিবার কথা।

৩৬। কিন্তু ইহাও হুকুম করা যাইতেছে যে যখন কোন স্থানের বিশেষ অবস্থা কিম্বা অন্য কোন হেতুপ্রযুক্ত ঐ মদিরা প্রস্তুতকরণিয়া দিগকে অনাবশ্যক চর্চাহইতে রক্ষা করিবার নিমিত্তে ঐ উপরের আ ইনের ৪ ও ৫ ও ৬ ও ৭ ও ৮ ও ১০ ও ১১ ও ১২ ও ১৩ ও ১৪ ধারার লিখিত কোন হুকুমমতকার্য্য করা মৌকুফ রাখা উপযুক্ত বোধ হয় তখন শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হুজুর কৌন্সেলের হুকুমের দ্বারা ঐং ধারার লিখিত হুকুম কি তাহার মধ্যে কোনং কথা সময়েং যে সময়পর্য্যন্ত ঐ শ্রীযুতের উপযুক্ত বোধ হয় সেই সময়পর্য্যন্ত মৌকুফ রাখিতে পারেন এবং তাহার পরিব র্ত্তে ঐং ভাটীতে চোওয়ান মদিরার পাস করণের এবং গুদামে রা খণের এবং তাহা চোওয়াইবার যন্ত্রের ও কড়াইয়ের ও পীপার এবং ঐং ভাটীতে অন্য যেং দ্রব্য কার্য্যে আইসে তাহার যেং মা সুল লইতে হয় তাহা তহসীলকরণের এবং ঐ মদিরা চোওয়ানের কি রাখণের নিমিত্তে যেং ঘর কি গুদাম কিম্বা অন্যং স্থান থাকে তাহা দৃষ্টি ও বিবেচনাকরণের এবং সময়েং যেমন উপযুক্ত বোধ হয় সেইমতে নিরূপিত সময়েতে ঐ পূর্ব্বোক্ত মদিরা ও দ্রব্যসকলের বেওরার ফর্দ্দ দাখিলকরণের বিষয়ে হুকুম দিতে পারেন্ এবং ঐ প্রকার করা কোন হুকুমের উল্লঙ্ঘন কোন প্রকারে করিলে তাহাকর ণিয়া জনের সে নিমিত্তে যেং জরীমানা দিতে হয় সে সকল জরীমা নার অতিরিক্ত ইঙ্গরেজী ১৮০২ সালের ২ আইনের ৪ ধারার লি খিত হুকুম উল্লঙ্ঘন করণের বিষয়ে যত টাকা জরীমানা নিরূপণ করা গিয়াছে তত টাকা সরকারে দিতে হইবেক ইতি।— ১৮২৪ সা। ৭ আ। ২ ধা। ৬ প্র।

বিশেষ কোনং হুকুম মৌকুফ রাখা আবশ্যক বোধ হইলে ঐ বিষয়ে বিশেষ হুকুম হওনের কথা।

তাহার পরিবর্ত্তে সময়েং অন্য যেং হুকুম আবশ্যক বোধ হয় তাহা দিতে শ্রীযুতের ক্ষমতা থাকনের কথা।

৩৭। এই ধারাক্রমে জানান যাইতেছে যে ইঙ্গরেজী ১৮০২ সা লের ২ আইনের ১৬ ও ১৭ ও ১৮ ও ১৯ ও ২০ ও ২১ ধারার লিখিত হুকুম ইঙ্গলণ্ডদেশেতে যে প্রকারে মদিরা প্রস্তুতকরণের ভাটী নির্ম্মাণ করা যায় ও তাহাতে কার্য্য করা যায় এদেশেতে সেই প্রকারে

মদিরা এ দেশহইতে রপ্তানীহওনের সময়ে তাহার মাসুল ফিরিয়া দি

বার বিষয়ে যে২ হুকুম চলন আছে ঐ২ হুকুম যে২ প্রকার মদিরার সহিত সম্পর্ক রাখে তাহার কথা।

নির্ম্মাণ ও ব্যবহারকরা ভাটীতে প্রস্তুতকরা সকল প্রকার মদিরার সহিত সম্পর্ক রাখিবেক ও ঐ২ মদিরা এ দেশহইতে রপ্তানীহওনের সময়ে মাসুলের যাহা ফিরিয়া দিতে হয় তাহা মাসুল তহসীলের কালেক্টর সাহেব ফিরিয়া দিবেন এবং শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হুজুর কৌন্সেলহইতে যেমত হুকুম দেন্ সেই মত তাহার হিসাব শুধরা যাইবেক ইতি।—১৮২৪ সা। ৭ আ। ৩ ধা। ১ প্র।

ভিন্নাধিকারেতে প্রস্তুত করা মদিরার উপর ষ্টিলহেডের মাসুল যাবৎ না দেওয়া যায় তাবৎ ঐ মদিরা তথাহইতে বাহিরে না যাইতে পারিবার কথা।

৩৮। হুগলীর নদী অর্থাৎ গঙ্গাতীরেতে এ সরকারভিন্ন অন্য সরকারের যে২ শহর ও স্থান আছে সেই২ শহর ও স্থানেতে প্রস্তুত করা মদিরা যাবৎ হুগলীর মাসুলের কালেক্টর সাহেবের নিকটে কিম্বা শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হুজুর কৌন্সেলহইতে তাহার মাসুল তহসীলের নিমিত্তে যে কার্য্যকারক সাহেবকে নিযুক্ত করেন্ সেই সাহেবের নিকটে উপরের উক্তমতে প্রস্তুত করা মদিরার উপর ষ্টিলহেড ডুটি অর্থাৎ যন্ত্রের মাসুল যত করিয়া লওয়া যায় তত করিয়া মাসুল দিয়া ঐ সাহেবের পাস না পাওয়া যায় তাবৎ ঐ২ শহর ও স্থানের সীমার বাহিরে যাইতে পারিবেক না ইতি।—১৮২৪ সা। ৭ আ। ৩ ধা। ২ প্র।

ইউরোপীয় ভাটীতে প্রস্তুতকরা মদিরা খুজরা বিক্রয়ের অনুমতিপত্র যাহারা পায় তাহারদিগের সরকারেতে যে হারে মাসুল দিতে হইবেক তাহার কথা।

৩৯। ইউরোপীয় মতে বানান কোন ভাটীতে প্রস্তুতকরা মদিরা খুজরা বিক্রয়করণের নিমিত্তে যে সকল লোকেরা অনুমতি পত্র পায় তাহারা ফি গালন তাহার তীব্রতার ন্যূনাতিরেকের দৃষ্টে এত করিয়া মাসুল সরকারেতে দিবেক যে ষ্টিলহেড ডুটি অর্থাৎ যন্ত্রের মাসুল সুদ্ধা ঐ খুজরা বিক্রয় স্থানে করা যায় তথাকার জিলার সদর ভাটীতে প্রস্তুতকরা মদিরার উপর কি ঐ জিলাতে যদি সদর ভাটী না থাকে তবে তাহার অতিনিকটে যে সদর ভাটী থাকে তাহাতে প্রস্তুত করা মদিরার উপর ফি গালন ইঙ্গরেজী ১৮১৩ সালের ১০ আইনের হুকুমানুসারে যত২ করিয়া মাসুল দিতে হয় তাহার উচ্চতম মাসুলের সমান হইবেক ইতি।—১৮২৪ সা। ৭ আ। ৪ ধা। ১ প্র।

সমুদ্রপথে আমদানীহওয়া সকল মদিরার খুজরা বিক্রয়ের মাসুল দিতে হইবার কথা।

৪০। ইউরোপ কিম্বা আমেরিকাতে প্রস্তুতকরা মদিরা কিম্বা বাতাবিয়া কি সিলন অর্থাৎ সিংহলদ্বীপের আরক কিম্বা সমুদ্রপথে আমদানীহওয়া কোন প্রকার মদিরা খুজরা বিক্রয়ের নিমিত্তে যে সকল লোকেরা অনুমতিপত্র লয় তাহারদিগের ঐ রূপে খুজরা বিক্রয়ের মাসুল ফি গালন তাহার তীব্রতার ন্যূনাতিরেকের দৃষ্টে এত করিয়া দিতে হইবেক যে তাহাতে পরমিটের মাসুল কিম্বা ঐ মদিরা এদেশে আমদানীর সময়ে অন্য যে কোন মাসুল দেওয়া গিয়া থাকে তাহা সুদ্ধা জিলার সদর ভাটীতে কি ঐ জিলাতে সদর ভাটী না থাকিলে তাহার অতিনিকটে যে সদরভাটী থাকে তাহাতে প্রস্তুত করা মদিরার উপর ফি গালন যত২ করিয়া মাসুল দিতে হয় তাহার উচ্চতম মাসুলের সমান হয় ইতি।—১৮২৪ সা। ৭ আ। ৪ ধা। ২ প্র।

৪১। কোন প্রকার ওয়াইন্ শরাব অর্থাৎ দ্রাক্ষারস খুজরা বিক্রয়ের নিমিত্তে যে জনেরা অনুমতিপত্র পায় তাহারা উপরের লিখিত ধারানুসারে পরপ্রসহী মদিরার উপর যে মাসুল দিতে হয় ঐ শরাবের খুজরা বিক্রয়ের নিমিত্তে সেই মাসুলের তুল্য মাসুল দিবেক ইতি।—১৮২৪ সা। ৭ আ। ৪ ধা। ৩ প্র।

ওয়াইন শরাবেরো খুজরা বিক্রয়ের মাসুল দিতে হইবার কথা।

৪২। দ্রাক্ষারস কিম্বা মদিরা খুজরা বিক্রয়ের নিমিত্তে যে লোকেরা অনুমতিপত্র লয় তাহারা যে কার্য্যকারক সাহেব ঐ অনুপতিপত্র দেন্ তিনি কি বোর্ডের সাহেবেরা কি ঐ কার্য্যকারক সাহেব যে ক্ষমতার অধীন থাকেন্ সেই ক্ষমতাপন্ন অন্য সাহেবেরা ঐ খুজরা বিক্রয়ের মাসুল দাখিল করিবার নিমিত্তে যে কবুলিয়ৎ দিবার ও তাহার জামিন দেওনের বিষয়ের সময়েং যেং হুকুম করেন্ সেইং হুকুমমত কবুলিয়ৎ ও জামিনী দাখিল করিবেক এবং যদি কোন জন ঐ কবুলিয়তের লিখিত কোন নিয়মমতাচরণ না করে তবে ঐ জনের তাহার নিমিত্তে হওয়া বিশেষ জরীমানার অতিরিক্ত আইন বিরুদ্ধে মদিরা বিক্রয়করণপ্রযুক্ত যে জরীমানা নিরুপণ আছে তাহাও দিতে হইবেক ইতি।—১৮২৪ সা। ৭ আ। ৪ ধা। ৪ প্র।

ওয়াইন শরাব কি মদিরা খুজরা বিক্রয় করণিয়াদিগের অনুমতিপত্র পাইবার পূর্ব্বে খুজরা বিক্রয়ের মাসুল দিবার নিমিত্তে কবুলিয়ৎ ও জামিন দিতে হইবার কথা।

ঐ কবুলিয়তের নিয়ম লঙ্ঘনের জরীমানার কথা।

৪৩। কালেক্টর সাহেবের কিম্বা আবকারী মহালের কার্য্যকারক অন্য সাহেবের নিকটহইতে অনুমতিপত্র লওনব্যতিরেকে কলিকাতার সীমার বাহিরে কোন স্থানে দ্রাক্ষারস কি মদিরা মোটে বিক্রয় করিতে নিষেধ করা যাইতেছে ও যে লোকেরা ঐ অনুমতিপত্র লয় তাহারা আপনং প্রত্যেক অনুমতিপত্রের নিমিত্তে ষোল টাকা করিয়া ফীস দিবেক ইতি।—১৮২৪ সা। ৭ আ। ৫ ধা। ১ প্র।

অনুমতিপত্র পাওন বিনা কলিকতার সরহদ্দের বাহিরে ওয়াইন শরাব কি মদিরা মোটে বিক্রয় করিতে নিষেধহওনের কথা।

ঐ অনুমতিপত্রের নিমিত্তে ফীস দিতে হইবার কথা।

৪৪। দ্রাক্ষারস কি মদিরা একেবারে দুই গালনের কম বিক্রয় হইলে সে বিক্রয় খুজরা বিক্রয় জ্ঞান্ করা যাইবেক ইতি।—১৮২৪ সা। ৭ আ। ৫ ধা। ২ প্র।

ওয়াইন শরাব কি মদিরা দুই গালনের কম বিক্রয় খুজরা বিক্রয় জানা যাইবার কথা।

৪৫। ব্রিটনদেশজাত কোন প্রজাকে উপযুক্তরূপে অনুমতিপত্র দেওয়া নাগেলে যদি ঐ প্রজা কলিকাতা শহরহইতে দশ মাইলের মধ্যে কোন স্থানে কোন প্রকার মদিরা কি দ্রাক্ষারসাদি খুজরা বিক্রয় করে তবে সেই প্রজা পুরুষ কিম্বা স্ত্রী হইলে সে কিএকের অধিক হইলে তাহারা ঐ অপরাধের মোকদ্দমা ইঙ্গরেজী ১৮০২ সালের ২ আইনের ৩৩ ধারার লিখিত হুকুমানুসারে শুনা যাওন ও বিচার ও নিষ্পত্তিকরণপূর্ব্বক ঐ অপরাধের অপরাধী হইলে তাহার প্রত্যেক বিক্রয়ের নিমিত্তে ৫০০ পাঁচ শত টাকা করিয়া জরীমানা তাহার কি তাহারদিগের দিতে হইবেক ইতি।—১৮২৪ সা। ৭ আ। ১০ ধা। ১ প্র।

কলিকাতা শহরহইতে দশ মাইলের মধ্যে অনুমতিপত্র বিনা মদিরা কি দ্রাক্ষারসাদি খুজরা বিক্রয়করণ নিমিত্তে ব্রিটনদেশজাত প্রজারা যে জরীমানার যোগ্য হইবেক তাহার কথা।

দণ্ডের বিষয়ে চলিত হুকুম ব্রিটন দেশজাত এবং অন্য যে সকল লোক কলিকাতাহইতে দশ মাইলের অধিক অন্তর কোন স্থানে অনুমতিপত্রবিনা মদিরা কি দ্রাক্ষারসাদি খুজরা বিক্রয় করে সে সকল লোকের সহিত সম্পর্ক রাখিবার কথা।

৪৬। এই প্রকরণক্রমে ইহাও জানান যাইতেছে যে ইঙ্গরেজী ১৮১৩ সালের ১০ আইনের ২১ ও ২২ ও ২৩ ও ২৪ ধারার লিখিত হুকুম ব্রিটনদেশজাত আদি অন্য যে সকল লোকেরা অনুমতিপত্রবিনা কলিকাতা শহরহইতে দশ মাইলের অধিক অন্তর এই রাজধানীর তাবে জিলাসকলের মধ্যের কোন স্থানেতে কোন প্রকার মদিরা কি দ্রাক্ষারসাদি খুজরা বিক্রয় করে সে সকল লোকের এবং ব্রিটনদেশজাত ভিন্ন অন্য যে সকল লোকেরা অনুমতিপত্রব্যতিরেকে কলিকাতা শহরের সরহদ্দের বাহিরে কোন স্থানে কোন প্রকার মদিরা খুজরা বিক্রয় করে সে সকল লোকেরো সম্পর্ক রাখিবেক ইতি।—১৮২৪ সা। ৭ আ। ১০ ধা। ২ প্র।

এবং ব্রিটনদেশজাত ভিন্ন অন্য যে সকল লোক কলিকাতার বাহিরে কোন স্থানে কোন মদিরা খুজরা বিক্রয় করে তাহারদিগেরো সহিত সম্পর্ক রাখিবার কথা।

নিরূপিত মাসুল দেওয়া গিয়া থাকনবোধক পাস ব্যতিরেকে নিজখরচের নিমিত্তভিন্ন বিদেশী কি অন্য কোন মদিরা স্থানান্তরকরণিয়ারদের জরীমানার কথা।

বিশেষ হুকুম।

৪৭। ইঙ্গলণ্ডের অধিকারি ভিন্ন অন্য দেশীয় যে মদিরা এবং ইউরোপের মতে এদেশেতে প্রস্তুতকরা যে মদিরা তাহার আমদানীর কিম্বা ষ্টিলহেড ডুটি অর্থাৎ যন্ত্রের মাসুল দেওয়া গিয়াছে এতদ্বোধক উপযুক্ত পাস কি রওয়ানা কিম্বা সর্টিফিকটবিনা এক স্থানহইতে অন্য স্থানে যায় তাহা নিঃসন্দেহরূপে তাহার মালিকের নিজের পানাদির নিমিত্তে না হইলে তাহা সরকারে জব্দ হইবেক এবং ইঙ্গরেজী ১৮১৩ সালের ১০ আইনেতে আইনবিরুদ্ধে মদিরাদি মাদক দ্রব্য প্রস্তুত ও বিক্রয়করণের যে জরীমানার নিরূপণ হইয়াছে সেই জরীমানা ঐ মদিরাইত্যাদির স্বামির কিম্বা তাহা যাহার জিম্মা থাকে সেই লোকের দিতে হইবেক ও মদিরাদি মাদক দ্রব্য আইনবিরুদ্ধ ক্রয় বিক্রয়করণপ্রযুক্ত জরীমানা ও দ্রব্য জব্দকরার বিষয়ের বিচারপূর্ব্বক নিষ্পত্তি ও তদনুসারে কার্য্যকরার বিষয়ে উপরের উক্ত আইনে এবং অন্য চলিত আইনেতে যেং হুকুম আছে তদনুসারে ঐ জরীমানা ও দ্রব্য জব্দ করা যাইবেক এবং অনুমতিপত্রপাওয়া বিক্রয়করণিয়াভিন্ন অন্য যে কোন লোকের স্থানে খুজরা বিক্রয়করণিয়া আইনানুসারে যত বিক্রয় করিতে পারে কিম্বা করিতে অনুমতি রাখে কিম্বা আপন দোকানহইতে অন্যেরে লইয়া যাইতে দিতে পারে তাহার অধিক মদিরাদি মাদক দ্রব্য যদি পাওয়া যায় তবে তাহারো সহিত ঐ জরীমানার ও দ্রব্য জব্দের হুকুম সম্পর্ক রাখিবেক কিন্তু ইহাও জানান যাইতেছে যে কোন ব্যক্তি আপনার নিজের পানাদির খরচের নিমিত্তে আইনানুসারে যে মদিরাদি ক্রয় করিয়া থাকে তাহার এবং কোন জনের অবস্থার দৃষ্টে নিজের পানাদির খরচের নিমিত্তে যে আন্দাজ মদিরাদি রাখা সম্ভব বোধ হয় তাহার অধিক না হইলে উপরের লিখিত হুকুম তাহাতে খাটিবেক না ইতি।—১৮২৪ সা। ৭ আ। ১১ ধা।

৩ ধারা।

আবকারীর রাজস্ব কালেক্টর সাহেবেরদের জিম্মা করা গেল। প্রতি জিলার সদর ভাটিখানাবিষয়ক বিধান।

৪৮। আবকারী মহালের মাসুলের কর্ম্মকার্য্যের ভার প্রায় সর্ব্বদা কালেক্টর সাহেবদিগের প্রতি হইবেক ও তাঁহারা তাঁহারদিগের আপনং আমলে যত টাকা তহসীল হইবেক সেই উৎপন্নহওয়া মোট টাকার উপর শতকরা পাঁচ টাকা করিয়া কমিস্যন পাইতে পারিবেন্ কিন্তু কৌন্সেলের বৈঠকেতে শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের এ বিষয়ের ক্ষমতা আছে যে যদি ঐ শ্রীযুতের বিবেচনায় কোন জিলাতে আবকারীর মাসুল তহসীলকরণের নিমিত্তে অন্য কোন কার্য্যকারককে নিযুক্তকরা কিম্বা বিশেষ ঐ কর্ম্মের নিমিত্তে কোম্পানি বাহাদুরের চাকর সাহেবলোকেরদিগহইতে কোন সাহেবকে নিযুক্তকরা উচিত বোধ হয় তবে তাহা করিবেন ও যে কার্য্যকারকেরা এই মতেতে নিযুক্ত হন তাঁহারা এই আইনানুসারে কালেক্টর সাহেবদিগের নিমিত্তে যে ক্ষমতা ও প্রাপ্তির অধিকার অর্পণ হইয়াছে সেই ক্ষমতা ও প্রাপ্তির অধিকার রাখিবেন ইতি।—১৮১৩ সা। ১০ আ। ৩১ ধা।

আবকারী মহালের কার্য্যের ভার অন্য কাহাকেও দিতে শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের ক্ষমতার কথা।

এই ধারানুসারে মাজিস্ট্রেট্ সাহেবের শরাব প্রস্তুত ও বিক্রয় করিবার দোকান মৌকুফীর ক্ষমতা রহিত ও রদ হইবার কথা।

৪৯। উপরের লিখিত হুকুমের অনুসারে জিলা কিম্বা শহরের মাজিস্ট্রেট্ সাহেবদিগের প্রতি শরাব প্রস্তুত ও বিক্রয় করিবার নিমিত্তে নির্দ্দিষ্টকরা দোকান মৌকুফকরণের কারণ এপর্য্যন্ত যে ক্ষমতা অর্পণ আছে এই ধারানুসারে তাহা রদ ও রহিত হইল কিন্তু সর্ব্বপ্রকারে জানা কর্ত্তব্য যে যে লোকদিগের সহিত এই আইনের হুকুমের সম্পর্ক থাকে তাহার মধ্যে কোন ব্যক্তি যদি অসঙ্গত কর্ম্ম কিম্বা হঙ্গামা অথবা অন্য কোন উৎকট অপরাধ কিম্বা মন্দ ক্রিয়া করে তবে এখনো মাজিস্ট্রেট্ সাহেবদিগের তাহার ধরাধর ও আপত্তিকরণের বিষয়ে ক্ষমতা আছে ও এপ্রকার সমস্ত বিষয়েতে মাজিস্ট্রেট্ সাহেবেরা অপরাধিদিগকে গ্রেফ্তার করিবার ও তাহারদিগকে শাস্তি দিবার নিমিত্তে যে সকল দাঁড়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে কি হয় সেই সমস্ত দাঁড়ামতে কার্য্য করিবেন ইতি।—১৮১৩ সা। ১০ আ। ৩২ ধা।

যাহারদিগের সহিত এ আইনের হুকুমের সম্পর্ক আছে তাহারা অসঙ্গত কর্ম্মাদি করিলে তাহার ধরাধর করিতে মাজিস্ট্রেট সাহেবের ক্ষমতা থাকিবার কথা।

৫০। প্রত্যেক শহরে কি যেং কস্‌বাতে কালেক্টর সাহেব কি চাতরা ও বাঁকুড়ার মত আসিস্টাণ্ট কালেক্টর সাহেব থাকেন্ তাহাতে কিম্বা ঐ সকল শহর ও কস্‌বার নিকটবর্ত্তি আরং স্থানেতে যত খানি উপযুক্ত হয় এমত খানিক স্থান প্রাচীর দিয়া কিম্বা অন্য যে প্রকারে বোর্ড রেবিনিউর কি বোর্ড কমিস্যনরের সাহেবলোক হুকুম দেন্ সেই প্রকারে ঘেরা যাইবেক ও সেই আবৃত স্থান যে জিলাতে নির্দ্দিষ্ট হয় সেই জিলার সদর ভাটীখানানামেতে খ্যাত হইবেক ইতি।—১৮১৩ সা। ১০ আ। ৩ ধা। ১ প্র।

যেং মোকামে কালেক্টর সাহে[illegible] কি আসিস্টাণ্ট কলেক্টর সাহেব থ[illegible]কেন সেখানে উ[illegible]যুক্ত মত খানিক স্থা[illegible]ন ঘেরা দিয়া তাহার নাম জিলার স[illegible]র ভাটীখানা হইবার কথা।

যত দূরের মধ্যে কোন ভাটীখানা হইবেক না তাহার নিরূপণের কথা।

৫১। উপরের লিখিত ভাটীখানাসকলহইতে কি যে সকল শহর কি কস্‌বাতে কিম্বা তাহার নিকটে ভাটীখানা মোকরর্ হয় তাহার সরহদ্দহইতে চারি ক্রোশের মধ্যে কোন স্থানে কোন ভাটী প্রস্তুত হইবেক না ও রাখা ও ব্যবহার করা যাইবেক না কেবল ঐ২ ভাটী খানার আবরণের মধ্যে হইবেক ও অন্য স্থানে প্রস্তুতহওয়া শরাব উপরের নিরূপিত চারি ক্রোশের মধ্যে কোন ব্যক্তি আনিতে পারিবেক না ইতি।—১৮১৩ সা। ১০ আ। ৩ ধা। ২ ধা।

সদর ভাটীতে কি তাহার সরহদ্দের বাহিরে প্রস্তুতকরা মদিরা খুজরা বিক্রয়ের অনুমতিপত্র পূর্ব্বমতে দেওয়া যাইবার কথা।
বিশেষ হুকুম।

৫২। সদর ভাটীতে প্রস্তুতকরা মদিরা খুজরা বিক্রয়করণের নিমিত্তে এবং সদর ভাটীর নিমিত্তে নিরূপণকরা সীমার বাহিরে এদেশীয় মতে প্রস্তুত করিতে ও সেই মতে প্রস্তুতকরা মদিরা বিক্রয় করিতে যে অনুমতিপত্র লোকদিগকে দিতে হয় তাহা ইহার পরেও ইঙ্গরেজী ১৮১৩ সালের ১০ আইনের হুকুমানুসারে দেওয়া যাইবেক কিন্তু ইহাও হুকুম করা যাইতেছে যে কোন জিলার সদর ভাটী যে স্থানে থাকে তাহার আশপাশ চারি ক্রোশের মধ্যে অন্য কোন স্থানে প্রস্তুতকরা মদিরা আনিতে ঐ আইনেতে যে নিষেধ আছে তাহা কেবল সরকারহইতে ঐ বিষয়ে অনুমতিপত্র দিতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন সাহেবের দেওয়া অনুমতিপত্র কি পাসব্যতিরেকে ঐ সীমার মধ্যে মদিরা আননিয়ার সহিত সম্পর্ক রাখিবেক এবং তাহার অভিপ্রায় এমত নহে যে রাজস্ব তহসীলের ভারাক্রান্ত সাহেবদিগের ঐ বিষয়ে অনুমতিপত্র কি পাস দিবার বাধা তাহাতে হয় কি দিলে তাহা প্রবল হইবার প্রতিবন্ধকতা জন্মে ইতি।—১৮২৪ সা। ৭ আ। ৬ ধা।

৫৩। ইঙ্গরেজী ১৮১৩ সালের ১০ আইনের ৩ ধারার লিখিত হুকুম শুধরণের নিমিত্তে নীচে যে হুকুম লেখা যাইতেছে ইতি।—১৮২৪ সা। ৭ আ। ৯ ধা। ২ প্র।

বোর্ড রেবিনিউর সাহেবেরা চলিত হুকুমেতে দৃষ্টি রাখিয়া আপনারদিগের তাবে কোন জিলাতে পচুই ও অন্য মদিরাদির কারখানা করিবার হুকুম দিতে পারিবার কথা।
আবশ্যক হইলে ঐ২ হুকুম শুধরিতে ও মতান্তর করিতে পারিবার কথা।

৫৪। বোর্ড রেবিনিউর সাহেবলোক কিম্বা ঐ বোর্ডের ক্ষমতাপন্ন অন্য সাহেবেরা ইঙ্গরেজী ১৮১৩ সালের ১০ আইনেতে সদর ভাটী বানান ও তাহাতে কার্য্যকরণের বিষয়ে যে হুকুম ও নিয়ম লেখা গিয়াছে সেই২ হুকুম ও নিয়ম পচুইনামক কি অন্য যে কোন মদিরা অথবা মাদক দ্রব্যের কারখানার সহিত যেপর্য্যন্ত সম্পর্ক রাখিতে পারে তাহাতে দৃষ্টি রাখিয়া সরকারের অনুমতি লইয়া ঐ পচুই কি অন্য মদিরা কি মাদক দ্রব্যের কারখানা আপনারদিগের তাবে সকল কি কোন জিলাতে করাইবার হুকুম দিতে ক্ষমতা রাখিবেন এবং ঐ কারখানার কর্ম্মনির্ব্বাহের নিমিত্তে যে২ হুকুম ও নিয়ম চলন আছে সময়ে২ যেমন উপযুক্ত বোধ হয় সেইমত তাহার নিমিত্তে শ্রীযুতের অনুমতি লইয়া ঐ২ হুকুম ও নিয়মের মতান্তর ও তাহাতে আর যাহা উপযুক্ত তাহা সংযোগ করিতে পারিবেন ইতি।—১৮২৪ সা। ৭ আ। ৯ ধা। ৩ প্র।

৫৫। বোর্ড রেবিনিউর সাহেবলোক কি ঐ বোর্ডের ক্ষমতাপন্ন অন্য সাহেবেরা উপরের উক্ত আইনানুসারে যে কি যে২ সদর ভাটী তাঁহারদিগের তাবে কোন জিলাতে হইয়া থাকে তাহার যে২ ভাটী যখন এবং যে সময়পর্য্যন্ত মৌকুফরাখা উপযুক্ত বুঝেন তখন এবং সেই সময়পর্য্যন্ত তাহা মৌকুফ রাখিবার হুকুম দিতে পারিবেন এবং তাহা হইলে ঐ কি ঐ২ ভাটী যে সময়পর্য্যন্ত মৌকুফ থাকে সেইপর্য্যন্ত সামান্য যে সকল হুকুম সদর ভাটীর নিমিত্তে নিরূপিত সীমার বাহিরের স্থানেতে খাটে সেই সকল হুকুম কালেক্টর সাহেবের কি ডেপুটী কি আসিষ্টাণ্ট কালেক্টর সাহেবের সদর মোকাম এবং তাহার নিকটবর্ত্তি স্থানেতে খাটিবেক এবং যে২ বিশেষ হুকুম সদর ভাটীতে ও তাহার নিরূপিত সীমার মধ্যগত স্থানেতে সম্পর্ক রাখে সেই২ বিশেষ হুকুম সীমা ও সময়পর্য্যন্ত মৌকুফ থাকিবেক ইতি।—১৮২৪ সা। ৭ আ। ৯ ধা। ৪ প্র।

বোর্ড রেবিনিউর সাহেবেরা আবশ্যক বুঝিলে স্থাপিত কোন সদর ভাটী মৌকুফ রাখিবার হুকুম দিতে পারিবার কথা। তাহা হইলে সামান্য হুকুম যে২ বিষয়েতে খাটিবেক তাহার কথা।

৫৬। আরো হুকুম করা যাইতেছে যে ঐ বোর্ডের সাহেবলোক কি পূর্ব্বোক্ত তৎক্ষমতাপন্ন অন্য সাহেবেরা ঐ সদর ভাটীতে চোওয়ান মদিরাভিন্ন অন্য মদিরা যে সীমারমধ্যে বিক্রয় হইতে পারিবেক না সেই সীমানিরূপণ করিতে পারিবেন এবং ঐ ভাটীর বিষয়ে যে২ বিশেষ হুকুম সময়ে২ দেওয়া উপযুক্ত বুঝেন তাহা দিতে পারিবেন এবং ঐ২ বিশেষ হুকুম মৌকুফ করা গেলে ঐ সীমার মধ্যে মদিরা প্রস্তুত ও বিক্রয়করণের বিষয়ে ঐ সীমার বাহিরের স্থানসকলেতে সামান্য যে সকল হুকুম খাটে সুতরাং সেই সকল হুকুম সম্পর্ক রাখিবেক ইতি।—১৮২৪ সা। ৭ আ। ৯ ধা। ৫ প্র।

বোর্ড রেবিনিউর সাহেবেরা সদর ভাটীতে প্রস্তুত হওয়া মদিরা যে সীমার মধ্যে বিক্রয় হইবেক সেই সীমানিরূপণ করিতে পারিবার কথা।

৫৭। উপরের লিখিত ভাটীখানার উৎপন্ন শরাবের উপর যে মাসুল লওয়া যাইবেক তাহার নিরিখের নিরূপণ বোর্ড রেবিনিউ কিম্বা বোর্ড কমিসানর ইহার যে বোর্ডের হুকুমের তাবে জিলাসকলের মধ্যে যে২ ভাটীখানা হয় সেখানে সেই বোর্ডের সাহেবলোকের হজুরহইতে সেই জিলার চলনমতে ফসলী কি বিলায়তী কি বাঙ্গালা সনের শুরুতে কিম্বা তাহার পূর্ব্বে হইবেক ইতি।—১৮১৩ সা। ১০ আ। ৩ ধা। ৩ প্র।

প্রত্যেক ভাটীখানার উৎপন্ন শরাবের উপর মাসুলের হার নিরূপণ হওনের মতের কথা।

৫৮। প্রতি জিলাতে উপরের লিখিত মাসুল প্রতিগালনেতে মাসুলের যে নিরিখ মোকরর হয় সেই নিরিখমতে বিক্রয় করণিয়ার কিম্বা অন্য যে কোন ব্যক্তি ভাটীখানাহইতে শরাব বাহিরে লইয়া যায় তাহার স্থানে লওয়া যাইবেক ও ঐ গালনের ওজন সিক্কা তিন শত চারি টাকা করিয়া হইবেক ইতি।—১৮১৩ সা। ১০ আ। ৩ ধা। ৪ প্র।

যাহার স্থানে মাসুল লওয়া যাইবেক তাহার ও গালনের ওজনের কথা।

৫৯। কালেক্টর সাহেব কিম্বা আসিষ্টাণ্ট কালেক্টর সাহেবের হজুরহইতে পাস করিয়া লওন বিনা কিছুমাত্র শরাব ঐ সকল ভা

কালেক্টর সাহেব কি আসিষ্টা

কালেক্টর সাহেবের পাসবিনা কিছুমাত্র শরাব ভাটীখানা হইতে বাহির না হইবার কথা।

টীখানার কোন ভাটীখানাহইতে বাহিরে যাইবেক না ইতি।—১৮১৩ সা। ১০ আ। ৩ ধা। ৫ প্র।

যাহারদিগের সদর ভাটীখানার কর্ম্ম দেওয়া যাইবেক তাহারদিগের নামরাখণের ও তাহারা যে বৃত্তান্ত লিখিয়া রাখিবেক তাহার কথা।

৬০। প্রত্যেক সদর ভাটীখানার কার্য্যকর্ম্ম চালাইবার নিমিত্তে এদেশীয় এক২ জন লোকের প্রতি ভারার্পণ হইবেক ও যে জিলায় যে ভাটীখানা হয় সেই জিলার সদর ভাটীখানার দারোগানামে সেই২ লোকের নাম হইবেক ও ভাটীখানাতে কত শরাব কত উগ্র ও তীব্র প্রস্তুত হইয়াছে ইহার কৈফিয়ৎ সেই২ লিখিয়া রাখিবেক ও দাঁড়ামত পাসবিনা কিছু শরাব ভাটীখানাহইতে বাহির হইলে কালেকটর সাহেব কিম্বা আসিষ্টাণ্ট কালেকটর সাহেবের হজুরে ইহার জওয়াব সেই২ ব্যক্তির দিতে হইবেক ইতি।—১৮১৩ সা। ১০ আ। ৪ ধা।

কালেক্টর সাহেব কি আসিষ্টাণ্ট কালেক্টর সাহেব প্রত্যেক বিক্রয় করণিয়ার স্থানে তাহারা দররোজা যত গালন শরাব লইবেক তাহার ও মাসুলের টাকার করার করিয়া লইবার কথা।

৬১। কালেকটর সাহেবেরা কি আসিষ্টাণ্ট কালেকটর সাহেবেরা কোন সদর ভাটীখানার প্রস্তুতহওয়া শরাব বিক্রয়করণার্থে এই আইনের শেষের লিখিত ১ প্রথম নম্বরের শরওয়ামতে পাট্টাদেওনের সময়ের বিক্রয়করণিয়াদিগের প্রতিজনের স্থানে তাহারা প্রতিদিন যত গালন শরাব ভাটীখানাহইতে লইবেক তাহার সংখ্যা ও এই আইনের ৩ ধারার ৩ প্রকরণের অনুসারে বোর্ড রেবিনিউ কি বোর্ড কমিস্যনরের সাহেবলোক প্রতি গালনেতে মাসুলের যে নিরিখ নিরূপণ করেন সেই নিরিখমতে ঐ সকল গালনের মাসুলের টাকা দিবেক এ কথাসম্বলিত কৌলকরার করিয়া লইবেন ও সেইমতে এক মাস মুদ্দতে বিক্রয়করণিয়াদিগকে পাস দেওয়া যাইবেক ইতি।—১৮১৩ সা। ১০ আ। ৫ ধা।

১ প্রথম নম্বর।

সদর ভাটীখানার নিমিত্তে নিরূপণহওয়া সীমাসরহদ্দের মধ্যেতে বিক্রয়করণার্থে যাহারা নির্দ্দিষ্ট হয় তাহারদিগকে যে পাট্টা দেওয়া যাইবেক তাহার নকশা।

বাঙ্গলা কি ফসলী অমুক সালে অমুক স্থানেতে শরাব বিক্রয় করিবার পাট্টা নম্বর অমুক।

পাট্টার নকশা।

আমি অমুক সাহেব অমুক জিলার কালেকটর।

শ্রীঅমুক প্রতি আগে তোমাকে অমুক স্থানে খুজরা শরাব বিক্রয় করিবার অর্থে দোকান নির্দ্দিষ্টকরণের কারণ নীচের বেওরা করিয়া লেখা শরৎ অর্থাৎ নিয়মক্রমে অনুমতি দিতেছি।

১ প্রথম নিয়ম এই যে।—ঐ দোকানেতে যত শরাব বিক্রয় হই বেক তাহা অমুক মোকামের সদর ভাটীখানাতে প্রস্তুত হইবেক ইতি।

২ দ্বিতীয় নিয়ম এই যে।—তুমি সরকারেতে প্রতিদিন এত টাকা টাক্স অর্থাৎ মাসুল দিবা ও বাঙ্গলা কিম্বা ফসলী অমুক সালেতে প্রতিদিন এত গালন শরাব সদর ভাটীখানাহইতে বাহির করিয়া লইতে পারিবা ইতি।

৩ তৃতীয় নিয়ম এই যে।—যদি তুমি এত টাকা হারে মাসুল দেও তবে তুমি আপন দোকানের খরচের কারণ কিছু বেশী লইবার দর খাস্ত করিলে তাহা বাহির করিয়া লইতে পারিবা ইতি।

৪ চতুর্থ নিয়ম এই যে।—তোমাকে পরিমাণনিরূপণকরা শরাব সদর ভাটীখানাহইতে বাহির করিয়া লইতে পারিবার নিমিত্তে প্রতিমাসের ১ পহিলা তারিখে কালেক্টর সাহেবের নিকটহইতে এক পাস দেওয়া যাইবেক ইতি।

৫ পঞ্চম নিয়ম এই যে।—মাসুল দিলে পর তোমাকে তোমার দরখাস্তমতে বেশী শরাবের এক পাস কালেক্টর সাহেবের নিকট হইতে দেওয়া যাইবেক ইতি।

৬ ষষ্ঠ নিয়ম এই যে।—যদি তুমি উপরের লিখিত সদর ভাটীখা নাভিন্ন অন্যস্থানেতে প্রস্তুতহওয়া শরাব বিক্রয় করিতে কিম্বা পাস লওনবিনা কি নিরূপিত মাসুলদেওনবিনা ভাটীখানাহইতে শরাব বাহির করিতে উদ্যত হও তবে এমতে তোমার এ পাট্টা ফিরিয়া লওনের যোগ্য হইবেক ও তুমি বিনাঅনুমতিতে বিক্রয়করণিয়াদি গের বিষয়ে যে সকল শাস্তি নির্ণয় হইয়াছে ও ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১০ আইনে যেং শাস্তি নিরূপিত আছে তাহার যোগ্য হইবা ইতি তারিখ অমুক মাস অমুক সন অমুক।

অমুক নম্বরইত্যাদিতে দাখিল হইল। — কালেক্টর সাহেবের দস্তখতের স্থান এই

পাট্টাদারদিগকে প্রতি মাসে যে প্রকার পাস দেওয়া যাই বেক তাহার কথা।

৬২। পাট্টাদার প্রত্যেক বিক্রয়করণিয়াকে এই আইনের শেষের লিখিত দ্বিতীয় নম্বরের শরওয়ামতে প্রতিমাসে পাস দেওয়া যাই বেক ও সেই পাসেতে বিক্রয়করণিয়ার নাম ও দোকানের নম্বর ও যে স্থানে তাহার দোকান হয় সে স্থানের নাম ও পাসের দ্বারা যত শরাব বাহির করিয়া লইতে পারে তাহার পরিমাণের নিরূপণ লে খা থাকিবেক ও ভাটীখানার দারোগা প্রত্যেকপাসের পৃষ্ঠে ভাটীখা নাহইতে প্রতিদিন তত শরাব যে সময়ে বাহির করিয়াছে তাহা লি খিবেক ইতি।—১৮১৩ সা। ১০ আ। ৬ ধা।

২ নম্বর। পাসের নক্শা।
ভবানীপুরের দোকান। মুকুন্দ সৌ।

অমুক সনের অমুক মাসের প্রথম দিবসঅবধি করিয়া শেষ দিবস পর্য্যন্ত প্রতিদিন এত গালন শরাব ছাড়িয়া দিবা।

পাস নম্বর অমুক। দোকান নম্বর অমুক।

এই স্থানে সিরিশ্তাদার কিম্বা আবকারী মহালের কোন প্রধান আমলা দস্তখৎ করিবেক এই পাসের পৃষ্ঠে সদর ভাটীখানার দারোগা প্রতিদিন বাহিরহওনের পরিমাণ ও তাহার সময়ের নিরূপণ লিখিয়া রাখিবেক ইতি।

কিছু বেশী শরাবের নিমিত্তে বেশীর পাস দেওয়া যাইবার কথা।

৬৩। যে কোন ব্যক্তি সদর ভাটীখানার উৎপন্ন শরাব বিক্রয়করণের পাট্টা রাখে সে যদি ঐ ভাটীখানাহইতে পাসের নিরূপিত গালনের সংখ্যাহইতে অধিক কিছু শরাব মাসং লইতে চাহে তবে সে ব্যক্তি মামুলের যে নিরিখ মোকরর হইয়া থাকে সেই হারে যত বেশী শরাব লইবেক তাহার মামুল দিলে পর কালেক্টর সাহেব কিম্বা আসিষ্টাণ্ট কালেক্টর সাহেবের হজুরহইতে এই আইনের শেষের লিখিত ৩ নম্বরের শরওয়ামতে লেখা আর এক পাস অর্থাৎ বেশী সরাবের পাস পাইবেক ইতি।—১৮১৩ সা। ১০ আ। ৭ ধা।

৩ নম্বর। বেশী শরাবের পাসের নকশা।
নম্বর অমুক।
ভবানীপুরেতে দোকান। মুকুন্দ সৌ।
নম্বর অমুক।

সিক্কা এত টাকা দাখিল করিয়াছে অদ্য অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখ এক গালন শরাব ছাড়িয়া দিবা ইতি।

এই স্থানে আবকারী মহালের সরদার আমলা আপন দস্তখৎ ও মোহর করিবেক।

৬৪। জানা কর্ত্তব্য যে যে শরাবের তেজ অর্থাৎ তীব্রতা নিরূপিত পরিমাণহইতে অধিক হয় ঐ নিরূপিত পরিমাণ এই যে লণ্ডন শহরের শরাবের চলন তেজ যাহাকে লণ্ডন প্রুফ কহে তাহার সহিত গণনায় বার আনা অর্থাৎ ঐ তেজের সহিত এক শত অংশের গণনায় পঁচিশ অংশ কম হয় এই পরিমাণহইতে যে শরাবের তেজ অর্থাৎ তীব্রতা অধিক হয় সে শরাব সদর ভাটীখানাহইতে বাহির হইবেক না ও শরাব প্রস্তুতকরণের যে প্রকার রীতি আছে সেই প্রকারে প্রস্তুতকরণেতে যদি তাহার তেজ নিরূপিত পরিমাণহইতে অধিক হয় তবে কর্ত্তব্য যে সদর ভাটীখানাহইতে বাহিরহওনের পূর্ব্বে সে শরাবের তেজ এপ্রকার কম করা যায় যে নিরূপিত পরিমাণের সমান হয় ইতি।—১৮১৩ সা। ১০ আ। ৮ ধা।

এই ধারার লিখিত আন্দাজহইতে অধিক তেজ যে শরাবের তাহা বাহির করা না যাইবার কথা।

৬৫। যদি কোন ব্যক্তি এই আইনের যেং হুকুম সদর ভাটীখানা নির্দ্দিষ্টহওনের ও তাহার কর্ম্মকার্য্য নির্ব্বাহহওনের বিষয়ে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহার অন্যমত করিয়া নিষেধ করা সীমাসরহদ্দের মধ্যে ভাটীখানারাখণের কিম্বা অন্য স্থানের প্রস্তুতহওয়া শরাব ঐ সীমার মধ্যে আননের কিম্বা কালেকটর সাহেব কি আসিষ্টাণ্ট কালেকটর সাহেবের হুজুরহইতে পাস অর্থাৎ চলিত রওয়ানা না লইয়া কি আবকারী মহালের সরবরাহকারের নিশানী বিনা সদর ভাটীখানা হইতে শরাব বাহিরকরণের কিম্বা পাসের লেখা পরিমাণহইতে অধিক শরাব বাহিরকরণের মনস্থ করে তবে সে ব্যক্তি ঐ অপরাধ প্রমাণ হইলে পর এই আইনের ২২ ধারার নিরূপিত শাস্তির যোগ্য হইবেক ইতি।—১৮১৩ সা। ১০ আ। ৯ ধা।

যাহারা এই আইনের দাঁড়ার মত আচরণ না করিতে চাহে তাহারা যে শাস্তির যোগ্য হইবেক তাহার কথা।

পাসের নকল লিখিবার বহী রাখিবার ও বিক্রয়করণিয়ারা তাহা ফিরিয়া দেওনের সময়ের কথা।

৬৬। যেং পাস দেওয়া যাইবেক কালেক্টর সাহেব কিম্বা আসিষ্টাণ্ট কালেক্টর সাহেব তাহার নকল লিখিবার নিমিত্তে বহী রাখিবেন ও বিক্রয়করণিয়ারা পাসের মিয়াদ গত হইলে পর ও তাহা জারী না থাকনের পর ঐ পাস ফিরিয়া দিবেক ইতি। ১৮১৩ সা। ১০ আ। ১০ ধা।

বোর্ড রেবিনিউ ও বোর্ড কমিস্যনর সাহেব লোক কালেক্টর সাহেবকে ভাটীখানার কার্য্য কর্ম্মের খবরগিরী ও নির্ব্বাহার্থে হুকুম দিবার কথা।

৬৭। বোর্ড রেবিনিউ ও বোর্ড কমিস্যনর সাহেবলোকের কর্ত্তব্য যে তাঁহারা আপনং বোর্ডের হুকুমের তাবে কালেক্টর সাহেবদিগর ও আসিষ্টাণ্ট কালেক্টর সাহেবেরদিগকে ভাটীখানার ভিন্নং সকল কর্ম্মের খবরগিরী ও নির্ব্বাহ ও শেষকরণের কারণ যে হুকুমদেওয়া ভাল ও উচিত বুঝেন তাহা দেন বিশেষতঃ শরাবেতে অপকারী ও বিষতুল্য দ্রব্য মিশাইতে নিষেধের নিমিত্তে এবং পুর্ব্বাপেক্ষা উত্তম হয় এমত নূতনং নানা প্রকার শরাব জন্মাইবার প্রকরণের সৃষ্টি করিতে প্রবৃত্তি লওয়াইবার ও তাহাতে অতিগুণকারি দ্রব্য যোগ করিবার নিমিত্তে এবং নিষিদ্ধমতে শরাব বাহিরকরণের নিবারণের অর্থে যে হুকুম উচিত হয় তাহা দেন ইতি।—১৮১৩ সা। ১০ আ। ১২ ধা।

কপটক্রমে বিশ্বাসঘাতকতাকরণ প্রমাণ হইলে সদর ভাটীর কার্য্যভারাক্রান্ত জনেরদের যে জরীমানা হইবেক তাহার কথা।

৬৮। সদর ভাটীর কার্য্যের ভারপ্রাপ্ত কোন জনের কিম্বা আবকারীর মাসুল তহসীলকারি কালেক্টর সাহেবের কোনরূপে নিযুক্ত করা যে কোন জনের প্রতি ইঙ্গরেজী ১৮১৩ সালের ১০ আইনের ২২ ধারার লিখিতমতে আপন কার্য্যকরণেতে কপটক্রমে বিশ্বাসঘাতকতারূপ অপরাধকরা প্রমাণ হইলে সেই জনের ঐ আইনের ২১ ধারার লিখিত জরীমানা দিতে হইবেক ইতি।—১৮২৪ সা। ৭ আ। ১৩ ধা। ১ প্র।

৪ ধারা।

বড়ং শহরে ও কলিকাতার নিকটে ভাটিখানাবিষয়ক বিধান।

বোর্ড রেবিনিউ কি বোর্ড কমিস্যনর সাহেবলোকের বড়ং শহর ও কসবাতে এক কিম্বা দুই ভাটীকরণের অনুমতি দিতে ক্ষমতা থাকিবার ও ইহার অধিকের না থাকিবার কথা।

ঐং বোর্ডের সাহেবদিগের কোন জিলার মফঃসলে

৬৯। বোর্ড রেবিনিউ ও বোর্ড কমিস্যনর সাহেবলোকের প্রতি এমত ক্ষমতা অর্পণ হইতেছে যে বড়ং শহর ও বড়ং কস্‌বার বসিয়া শরাব বিক্রয়করণিয়া লোকদিগের আসান ও সুগমের নিমিত্তে ঐং শহর ও কস্‌বার লোকদিগের কারণ শরাব প্রস্তুতকরণার্থে দুই ভাটী করিতে অনুমতি দেন কিন্তু দুই ভাটীহইতে অধিক করিবার অনুমতি দিবেন না ও যদি ঐ সাহেবদিগের এমত বোধ হয় যে কোন জিলার মফঃসলের মধ্যে আর কোন বড় কসবাতে সদর ভাটীখানার মত ভাটীখানা প্রস্তুত করিলে ফলোদয় ও সুবিধা হইবেক তবে তাঁহারদিগের এ ক্ষমতাও আছে যে সেখানে ভাটীখানা করিতে হুকুম দেন কিন্তু ঐ সাহেবলোকেরা এবিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন যে যদি এ প্রকার ভাটীখানার যথোপযুক্ত খবরগিরী ও কার্য্যকর্ম্মের নির্ব্বাহ কালেক্টর সাহেবদিগের কি আসিষ্টাণ্ট কালেক্টর সাহেব

দিগের দ্বারা হইতে পারে তবে তাহা করিতে অনুমতি দেন নতুবা কোন প্রকারে এপ্রকার ভাটীখানা করিতে অনুমতি না দেন্ ইতি।—১৮১৩ সা। ১০ আ। ১১ ধা।

তে সদর ভাটীখানার মতে ভাটীখানা করিবার অনুমতি দিতে ও ক্ষমতা থাকিবার কথা।

৭০। কলিকাতা শহরবাসি লোকদিগের কিম্বা কলিকাতা শহর হইতে চারি ক্রোশের মধ্যের গ্রাম কি স্থানের লোকদিগের খরচের কারণ শরাব অর্থাৎ মদিরা প্রস্তুতকরণের নিমিত্তে যে ভাটীখানা কি যে২ ভাটীখানা জিলা চব্বিশ পরগনার কালেক্টর সাহেবের হুকুমের তাবে মোকরর্ হয় তাহাভিন্ন আর এক ভাটীখানা কলিকাতা শহরের নিকটে ঐ শহরের লোকদিগের খরচের কারণ শরাব প্রস্তুতকরণের জন্যে মোকরর্ হইবেক ও সদর ভাটীখানার কর্ম্ম চালাইবার অর্থে নিরূপণ হওয়া যে সকল হুকুম কলিকাতা শহরের ভিতরে শরাববিক্রয়হওনের বিষয়ে ইঙ্গরেজী শরার যেং হুকুম চলন আছে তাহার মতানুযায়ী হয় সেই সকল হুকুমমতে ঐ ভাটীখানার কর্ম্মকার্য্যের নির্ব্বাহ করিতে হইবেক ইতি।—১৮১৩ সা। ১০ আ। ১৩ ধা। ১ প্র।

জিলা চব্বিশপরগনার কালেক্টর সাহেবের হুকুমের তাবে যে কিম্বা যেং ভাটীখানা নির্দ্দিষ্ট হয় তাহাভিন্ন আর এক ভাটীখানা কলিকাতা শহরের নিকটে ঐ শহরের লোকদিগের খরচের কারণ নির্দ্দিষ্ট হইবার কথা।

৭১। উপরের লিখিত ভাটীখানার প্রস্তুতহওয়া শরাব কলিকাতা শহরভিন্ন ও তাহা বিক্রয়করণার্থে ঐ শহরের পোলীসের সাহেবদিগের নিকটহইতে পাওয়া পাট্টার দ্বারাব্যতিরিক্ত অন্য স্থানে বিক্রয় ও খরচ হইবেক না ও যদি কোন ব্যক্তি এ দাঁড়ার অন্যথা করে কি করিতে চাহে তবে সে ব্যক্তি এই আইনের ২২ ধারার হুকুমের অন্যথা মতে শরাব বিক্রয়করণেতে যে শাস্তি নিরূপণ হইয়াছে সেই শাস্তি পাইবার যোগ্য হইবেক ইতি।—১৮১৩ সা। ১০ আ। ১৩ ধা। ২ প্র।

কলিকাতা শহরের নিকটে নির্দ্দিষ্টহওয়া ভাটীখানার প্রস্তুতহওয়া শরাব অন্য স্থানে বিক্রয় ও খরচ না হইবার কথা।

এই দাঁড়ার ব্যতিক্রম করিলে শাস্তিহওনের কথা।

৭২। জিলা চব্বিশপরগনার কালেক্টর সাহেবের কর্ত্তব্য যে কলিকাতা শহরের মাজিস্ট্রেট সাহেবলোকের সহিত এবিষয়ের পরামর্শ করেন্ যে কলিকাতা শহরের লোকদিগের খরচের কারণ মোকররকরা ভাটীখানাতে যে শরাব প্রস্তুত হয় তাহা ঐ শহরের বাহিরের অন্যং স্থানে অসঙ্গতরূপে বিক্রয় না হইতে পাইবার নিমিত্তে যে প্রকার করা উত্তম ও বিহিত ইতি।—১৮১৩ সা। ১০ আ। ১৩ ধা। ৩ প্র।

জিলা চব্বিশপরগনার কালেক্টর সাহেব কলিকাতা শহরের মাজিস্ট্রেট সাহেবদিগের সহিত ঐ শহরের লোকদিগের খরচের নিমিত্তে প্রস্তুত হওয়া শরাব অন্য স্থানে বিক্রয় না হইতে পাইবার উপযুক্ত পরামর্শ করিবার কথা।

৫ ধারা।

জিলার মফঃসলে শরাব প্রস্তুত ও বিক্রয়করণবিষয়ক বিধি।

৭৩। সদর ভাটীখানাহইতে কিম্বা সদর ভাটীখানার নিয়ম ও দাঁড়ার দৃষ্টে কোন জিলার মফঃসলে যেং ভাটীখানা মোকরর্ হয়

সদর ভাটীখানা ইত্যাদিহইতে চারি

ক্রোশের অধিক অন্তর স্থানে শরাব প্রস্তুত ও বিক্রয় করণের বিষয়ে যে দাঁড়ামতে কার্য্যকরা যাইবেক তাহার কথা।

তাহাহইতে চারি ক্রোশের অধিক অন্তর স্থানেতে শরাব প্রস্তুত ও বিক্রয়করণের বিষয়ে নীচের লিখিত দাঁড়ার মতে কার্য্য করা যাইবেক ইতি।—১৮১৩ সা। ১০ আ। ১৪ ধা। ১ প্র।

মাসুলের নিরিখ নির্দ্দিষ্টহও নের মতের কথা।

৭৪। জিলার সমস্ত পরগনাতে কিম্বা বিখ্যাত২ কিসমতসকলেতে বাঙ্গলা কি ফসলী কি বিলায়তী সনের প্রথমে কালেক্টর সাহেবদিগের দ্বারা বিষয় বুঝিয়া বোর্ড রেবিনিউ কি বোর্ড কমিস্যনর সাহেব লোকের সম্মতিক্রমে মাসুলের হার নিরূপণ হইবেক ইতি।—১৮১৩ সা। ১০ আ। ১৪ ধা। ২ প্র।

বোর্ড রেবিনিউ ও বোর্ড কমিস্যনর সাহেবলোক মাসুলের নিরিখ যত চড়া হইতে পারে তাহা নির্দ্দিষ্ট করিবার কথা।

৭৫। বোর্ড রেবিনিউ ও বোর্ড কমিস্যনর সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে মাসুলের নিরিখের পরিমাণ চড়াইয়া নিরূপণ করেন্ কিন্তু ইহার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া যে অসঙ্গতরূপে শরাব প্রস্তুত ও বিক্রয় করিবার হেতু না হইতে পারে ইতি।—১৮১৩ সা। ১০ আ। ১৪ ধা ৩ প্র।

শরাব প্রস্তুত ও বিক্রয় একই স্থানেতে কি ভিন্ন২ স্থানে হইবেক এ কথা পাট্টা লইবার দরখাস্তে লিখিতে হইবার কথা।

৭৬। এই আইনানুসারে যে ব্যক্তিরা পাট্টা লইতে উদ্যত হয় তাহারা পাট্টা লইবার নিমিত্তে সর্ব্বদা আপন২ দরখাস্তে এ কথা লিখিবেক যে যে স্থানে শরাব প্রস্তুত হইবেক সেই স্থানে বিক্রয় হইবেক কি এক স্থানে প্রস্তুত হইবেক অন্য স্থানে বিক্রয় হইবেক ও তদনুসারে এই আইনের শেষের লিখিত ৪ চতুর্থ ও ৫ পঞ্চম নম্বরের নক্শামতে পাট্টাসকল দেওয়া যাইবেক।—১৮১৩ সা। ১০ আ। ১৪ ধা। ৪ প্র।

৪ নম্বর।

যে ব্যক্তিরা সদর ভাটীখানার সরহদ্দের যে এক স্থানেতে শরাব প্রস্তুত করিতে ও সেই স্থানেতেই তাহা বিক্রয় করিতে অনুমতি রাখিবেক তাহারদিগ্কে যে পাট্টা দেওয়া যাইবেক তাহার নক্শা।

বাঙ্গালা কি ফসলী অমুক সালে অমুক মোকামে শরাব প্রস্তুত ও বিক্রয় করিবার পাট্টা নম্বর অমুক।

শ্রী অমুক প্রতি আগে।

অমুক জিলার কালেক্টরী ভার আমার প্রতি থাকনহেতুক শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের হজুরহইতে আমার প্রতি যে ক্ষমতার্পণ হইয়াছে তদনুসারে তোমাকে অনুমতি দিতেছি যে তুমি অমুক পরগনার অমুক মোকামে অমুক সনে অমুক সনের মুদ্দত ভরিয়া ভাটী করিয়া শরাব প্রস্তুত করিবা এবং নীচের লিখিত শরৎ অর্থাৎ নিয়ম এই পাট্টা বহাল থাকিবার কারণ জানিয়া তদনুসারে অতিসাবধানে কার্য্য করিবা ইতি।

১ প্রথম নিয়ম এইযে।—তুমি দর্‌রোজা এত টাকা করিয়া টাক্স অর্থাৎ মাসুল সরকারেতে দিবা।

২ দ্বিতীয় নিয়ম এই যে।—সিক্কা আশী টাকার ওজনী সেরের পঞ্চাশ সের ধরে এমত কেবল এক ভাটীতে শরাব প্রস্তুত করিবা।

৩ তৃতীয় নিয়ম এই যে।—তোমার ভাটীতে যত শরাব প্রস্তুত হই বেক তাহা যে ঘরেতে ভাটী থাকে সেই ঘরের সহিত লাগাওথাকা কেবল এই দোকানভিন্ন অন্য স্থানে বিক্রয় করিবা না।

৪ চতুর্থ নিয়ম এই যে।—তোমার দোকানহইতে একসের ওজনের বেশী কিছু শরাব বাহির করিতে দিবা না।

৫ পঞ্চম নিয়ম এই যে।—তোমার দোকানে চোর কিম্বা অন্য দুষ্ট ও হঙ্গামী লোকদিগের কাহাকেও স্থান দিবা না বরং যদি মন্দ প্রক রণের লোক কেহ তোমার দোকানে যাতায়াত করে তবে তাহার সমাচার আদালতের সাহেব কিম্বা পোলীসের যে কার্য্যকারক নিক টে থাকেন তাঁহার নিকটে দিবা।

৬ ষষ্ঠ নিয়ম এই যে।—শরাবের বদলে পোশাকী কাপড়ইত্যাদি কোন জিনিস লইবা না।

৭ সপ্তম নিয়ম এই যে।—তুমি আপন দোকান সূর্য্য উদয়হওনের পূর্ব্বে খুলিবা না ও সূর্য্য অস্তহওনের পর খোলা রাখিবা না ও রা ত্রিতে কাহাকেও আপন দোকানে স্থান দিবা না।

৮ অষ্টম নিয়ম এই যে।—সর্ব্বদা আপন দোকানের সদর দরওয়া জার উপর সেখানকার চলিত ভাষাতে এই কথা লিখিয়া এক নি শানী অর্থাৎ চিহ্ন দিয়া রাখিবা।

হুকুমমতে শরাব বিক্রয়কার।

জানা কর্ত্তব্য যে যদি এই সকল নিয়মের কোন নিয়মের ব্যতি ক্রমে কার্য্য করহ তবে এই পাট্টা বাতিল হইবেক ও সরকারের সমস্ত কার্য্যকারকেরদিগকে নিষেধ আছে যে ঐ মুদ্দতের মধ্যে ঐ ভা টীর বাবৎ আইনানুসারে যে মাসুল ইহার স্থানে লওয়া উপযুক্ত হয় তাহাভিন্ন আর কোন প্রকার মাল কিম্বা আবওয়াব কোন প্রকা রে নিরূপণ কি তলব না করেন্ এবং যাবৎ এ ব্যক্তি উপরের লি খিত নিয়মের মত ও যে সকল আইন ইহার সহিত সম্পর্ক রাখে সেই সকল আইনমতে কার্য্যকরে তাবৎ ইহার ব্যবসায়ের কার্য্য করিতে বারণ ও প্রতিবন্ধকতা না করেন্ ইতি তারিখ অমুক মাস অমুক সন অমুক।

অমুক নম্বরইত্যাদিতে
দাখিল হইল।

৫ নম্বর।

যাহারা সদর ভাটীখানার সরহদ্দের বাহিরের এক স্থানেতে শরাব প্রস্তুত করিতে ও অন্য স্থানেতে তাহা খুজরা বিক্রয় করিতে অনুমতি রাখিবেক তাহারদিগকে যে পাট্টা দেওয়া যাইবেক তাহার নকশা।

বাঙ্গলা কি ফসলী অমুক সালে অমুক মোকামে শরাব প্রস্তুত করিবার নিমিত্তে এবং ঐ মিয়াদের মধ্যে অমুক মোকামেতে তাহা বিক্রয় করিবার পাট্টা নম্বর অমুক।

শ্রীঅমুক প্রতি আগে আমার অমুক জিলার কালেক্টরী ভার থাকনহেতুক শ্রীযুত নওয়াব গবরনর জেনরল বাহাদুরের হজুরহইতে আমার প্রতি যে ক্ষমতার্পণ হইয়াছে সেই ক্ষমতাক্রমে আমি তোমাকে অনুমতি দিতেছি যে তুমি অমুক পরগনার অমুক মোকামে অমুক সনে অমুক সনের মুদ্দৎ ভরিয়া ভাটী করিয়া শরাব প্রস্তুত করিবা এবং অনুমতি দিতেছি যে তুমি ঐ ভাটীতে প্রস্তুতহওয়া শরাব বাঙ্গলা কি ফসলী অমুক সালপর্য্যন্ত খুজরা বিক্রয়করণের কারণ অমুক মোকামেতে দোকান করিবা ও কর্ত্তব্য যে নীচের লিখিত শরৎ অর্থাৎ নিয়ম এই পাট্টা বহাল থাকনের কারণ জানিয়া তদনুসারে অতিসাবধানে কার্য্য করিবা।

১ প্রথম নিয়ম এই যে।— তুমি দর্‌রোজা এত টাকা করিয়া টাক্স অর্থাৎ মাসুল সরকারেতে দিবা।

২ দ্বিতীয় নিয়ম এই যে।— তুমি কেবল অমুক মোকামেতে সিক্কা আশী টাকার ওজনী সেরের পঞ্চাশ সেরহইতে অধিক না ধরে এমত এক ভাটীতে শরাব প্রস্তুত করিবা।

৩ তৃতীয় নিয়ম এই যে।—তোমার ভাটীতে যত শরাব প্রস্তুত হইবেক তাহা অমুক কস্‌বার কিম্বা অমুক গ্রামের এক দোকানব্যতিরেকে বিক্রয় করিবা না ও সে দোকানের স্থাননিরূপণ করিবা ও যে শরাব তুমি প্রস্তুত কর তাহা অন্য স্থানে বিনাপাট্টাতে বিক্রয় করিতে দিবা না।

৪ চতুর্থ নিয়ম এই যে।— তোমার দোকানহইতে এক সেরের বেশী কিছু শরাব কোন প্রকারে বাহির করিতে দিবা না।

৫ পঞ্চম নিয়ম এই যে।— তোমার দোকানে চোর কিম্বা অন্য দুষ্ট ও হঙ্গামী লোকদিগের কাহাকেও স্থান দিবা না বরং যদি মন্দ প্রকরণের লোক কেহ তোমার দোকানে যাতায়াত করে তবে তাহার সমাচার আদালতের সাহেব কিম্বা পোলীসের কার্য্যকারক যিনি নিকটে থাকেন্ তাঁহার নিকটে দিবা।

৬ ষষ্ঠ নিয়ম এই যে।—শরাবের বদলে পোশাকী কাপড়ইত্যাদি কোন জিনিস লইবা না।

৭ সপ্তম নিয়ম এই যে।—তুমি আপন দোকান সূর্য্য উদয়হওনের পূর্ব্বে খুলিবা না ও সূর্য্য অস্তহওনের পর খোলা রাখিবা না ও রাত্রে কাহাকেও আপন দোকানেতে স্থান দিবা না।

৮ অষ্টম নিয়ম এই যে।—সর্ব্বদা আপন দোকানের সদর দরওয়াজার উপর সেখানকার চলিত ভাষাতে এই কথা লিখিয়া এক নিশানী অর্থাৎ চিহ্ন দিয়া রাখিবা।

হুকুমমতে শরাব বিক্রয়কার।

জানা কর্ত্তব্য যে যদি এই সকল নিয়মের ব্যতিক্রমে কার্য্য করহ

তবে এ পাট্টা বাতিল হইবেক সরকারের সমস্ত কার্য্যকারকদিগকে নিষেধ আছে যে ঐ মুদ্দতের মধ্যে ঐ ভাটীর বাবৎ আইনানুসারে যে মাসুল ইহার স্থানে লওয়া উপযুক্ত হয় তাহাছাড়া আর কোন প্রকার মাসুল কি আবওয়াব কোনহপ্রকারে নিরূপণ কি তলব না করেন্ এবং যাবৎ এ ব্যক্তি উপরের লিখিত নিয়মমতে ও যে সকল আইন ইহার সহিত সম্পর্ক রাখে তাহার মতে কার্য্য করে তাবৎ ইহার পেশা অর্থাৎ ব্যবসায়ের কার্য্য করিতে বারণ ও প্রতিবন্ধকতা না করেন্ ইতি তারিখ অমুক মাস অমুক সন অমুক।

অমুক নম্বরইত্যাদিতে
দাখিল হইল।

৭৭। যে সকল লোকেরা এই ধারানুসারে শরাব প্রস্তুত ও বিক্রয় করিতে পাট্টা পাইবেক তাহারা পাট্টার লিখনানুযায়ী কবুলিয়ৎ লিখিয়া দাখিল করিবেক ইতি।—১৮১৩ সা। ১০ আ। ১৪ ধা। ৫ প্র।

পাট্টালওনিয়াদিগের স্থানে কবুলিয়ৎ লওনের কথা।

৭৮। ২ প্রকরণানুসারে মাসুলের হারের ধার্য্য হইলে ও কালেক্টর সাহেব লোকের ও শরাব প্রস্তুতকরণিয়াদিগের মধ্যে পাট্টা ও কবুলিয়ৎ দেওয়া লওয়া হইলে পর দশ২ দিন কি বিশ২ দিন গত হইলে কিম্বা প্রতিমাসের শেষেতে ইহার যে মতে কালেক্টর সাহেব উচিত বুঝেন্ সেই মতে মাসুলতহসীল হইবেক কিন্তু এ বিষয়েতে বোর্ড রেবিনিউ কি বোর্ড কমিস্যনর সাহেবলোক যে হুকুম দিবেন সেই মতেই কালেক্টর সাহেব লোকেরা কার্য্য করিবেন্ ইহাতে কিছু সন্দেহ না থাকে ইতি।— ১৮১৩ সা। ১০ আ। ১৪ ধা। ৬ প্র।

দশ২ কি বিশ২ দিন গতে কিম্বা মাসের শেষেতে মাসুল লইবার কথা।

৭৯। এই আইনের দাঁড়ার মতে যে২ পাট্টা দেওয়া যাইবেক সে কেবল এক ভাটী করিবার অনুমতির কারণ ও যদি শরাব প্রস্তুতকরণিয়ারা এক ভাটীহইতে অধিক রাখিতে ও ব্যবহার করিতে চাহে তবে ভাটী যত হয় তত পাট্টা স্বতন্ত্র২ লইবেক এবং সেই মতে মাসুল অধিক দিবেক ইতি।—১৮১৩ সা। ১০ আ। ১৪ ধা। ৭ প্র।

শরাব প্রস্তুতকরণিয়ারা একহইতে অধিক ভাটী রাখিতে চাহিলে তাহারদিগকে তাহার স্বতন্ত্র পাট্টা দেওয়া যাইবার ও তাহার উপর মাসুল নিরূপণহওনের কথা।

৮০। কালেক্টর সাহেবেরদের কর্ত্তব্য যে এই ধারানুসারে যে শরাব প্রস্তুত হয় তাহা সদর ভাটীখানাহইতে কি যে শহর কি কস্বার নিকটে ভাটীখানা স্থাপিত হয় সেই শহর কি কসবাহইতে চারি ক্রোশের মধ্যের স্থানে কিম্বা কোন জিলার মফঃসলেতে সদর ভাটীখানার সম্পর্কীয় দাঁড়া ও নিয়মের দৃষ্টে যে ভাটীখানা মোকরর হয় তাহাহইতে চারি ক্রোশের মধ্যগত স্থানে লইয়া যাওনের বার

এই ধারানুসারে প্রস্তুতকরা শরাব সদর ভাটীখানাহইতে চারি ক্রোশের কমঅন্তর স্থানে আনিতে কালেক্ট

র সাহেবেরা নিষেধ করিবার কথা।

গের বিষয়ে যেমত২ উপায় ও উদ্যোগ করা উপযুক্ত হয় তাহা করেন্ ইতি।—১৮১৩ সা। ১০ আ। ১৪ ধা। ৮ প্র।

৬ ধারা।

তাড়ী ও পচুই ও চরস ও মাদক দ্রব্য বিক্রয়করণবিষয়।

কালেক্টর সাহেব কি আসিষ্টাণ্ট কালেক্টর সাহেবের কি অন্য কার্য্যকারকের বিনাপাট্টায় তাড়ী বিক্রয় না হইবার ও তাহার মাসুল সরকারেতে দিতে হইবার কথা।

৮১। কাঁচা অথবা পাকা তাড়ী কালেক্টর সাহেবের কি আসিষ্টাণ্ট কালেটর সাহেবের নিকটহইতে কিম্বা অন্য যে কোন কার্য্যকারকের প্রতি আবকারী মহালের কার্য্যের ভার থাকে তাহার স্থানে পাট্টালওনবিনা বিক্রয় হইবেক না ও দিনে২ তাহার টাক্স অর্থাৎ মামুল সরকারেতে দিতে হইবেক ইতি।—১৮১৩ সা। ১০ আ। ১৫ ধা। ১ প্র।

বোর্ড রেবিনিউ কি বোর্ড কমিস্যনর সাহেবেরা তাড়ীর মাসুল নির্দ্দিষ্ট করিবার কথা।

৮২। বোর্ড রেবিনিউ কি বোর্ড কমিস্যনর সাহেবেরদের কর্ত্তব্য যে তাঁহারদিগের আপন২ বোর্ডের হুকুমের তাবে প্রত্যেক জিলার মোতালক কসবা কিম্বা গ্রামেতে তাড়ী বিক্রয়করণের নিমিত্তে যে মাসুল নিরূপিত হইবেক ফসলী কিম্বা বাঙ্গলা কি বিলায়তী সনের শুরুতে কি শুরুহওনের পূর্ব্বে ঐ মামুলের হারনিরূপণ করেন্ ইতি।—১৮১৩ সা। ১০ আ। ১৫ ধা। ২ প্র।

কালেক্টর সাহেবইত্যাদির স্থানে পাট্টা না লইয়া পচুই বিক্রয় করা না যাইবার কথা।

৮৩। কালেক্টর সাহেব কিম্বা আসিষ্টাণ্ট কালেক্টর সাহেবের নিকটহইতে কিম্বা অন্য যে কোন কার্য্যকারকের প্রতি আবকারী মহালের কার্য্যের ভার থাকে তাহার স্থানে পাট্টালওনবিনা পচুই বিক্রয় হইবেক না ও দিনে২ তাহার টাক্স অর্থাৎ মামুল সরকারেতে দিতে হইবেক ইতি।—১৮১৩ সা। ১০ আ। ১৬ ধা। ১ প্র।

বোর্ড রেবিনিউ কি বোর্ড কমিস্যনর সাহেবেরা পচুইর মাসুল নির্দ্দিষ্ট করিবার কথা।

৮৪। বোর্ড রেবিনিউ কিম্বা বোর্ড কমিস্যনর সাহেবেরদের কর্ত্তব্য যে তাঁহারদিগের আপন২ বোর্ডের হুকুমের তাবে প্রত্যেক জিলার মোতালক কসবা কিম্বা গ্রামেতে পচুই বিক্রয়করণের নিমিত্তে যে মাসুল নির্দ্দিষ্ট হইবেক ফসলী কি বাঙ্গলা কিম্বা বিলায়তী সনের শুরুতে কি শুরুহওনের পূর্ব্বে ঐ মামুলের হারনিরূপণ করেন্ ইতি।—১৮১৩ সা। ১০ আ। ১৬ ধা। ২ প্র।

মাদক দ্রব্যইত্যাদি কালেক্টর সাহেবের ও আসিষ্টাণ্ট কালেক্টর সাহেবআদির স্থানে পাট্টা না লইয়া বিক্রয় না করা যাইবার কথা।

৮৫। শুষ্ক অথবা তরল অর্থাৎ জল মিশ্রিত আফীনইত্যাদি মাদক দ্রব্য কিম্বা অন্য কোন আরক কালেক্টর সাহেবের কি আসিষ্টাণ্ট কালেক্টর সাহেবের নিকটহইতে কিম্বা অন্য যে কোন কার্য্যকারকের প্রতি আবকারী মহালের কার্য্যের ভার থাকে তাহার স্থানে পাট্টালওনবিনা বিক্রয় হইবেক না ও দিনে২ তাহার টাক্স অর্থাৎ মাসুল সরকারে দিতে হইবেক ইতি।—১৮১৩ সা। ১০ আ। ১৭ ধা। ১ প্র।

৮৬। বোর্ড রেবিনিউ কি বোর্ড কমিস্যনর সাহেবেরদের কর্ত্তব্য যে তাঁহারদিগের আপনং বোর্ডের তাবে জিলার মোতালক প্রত্যেক কসবা কি গ্রামে মাদক সামগ্রীবিক্রয়করণের বিষয়ে যে মামুল নির্দ্দিষ্ট হইবেক ফসলী কি বাঙ্গলা কি বিলায়তী সনের শুরুতে কিম্বা শুরুহওনের পূর্ব্বে ঐ মামুলের নিরিখ নিরূপণ করেন্ কিন্তু জানান যাইতেছে যে এই ধারার লিখিত কোন কথানুসারে এমত কেহ না বুঝে যে চরস ও মদত ও কাঁপাদি যেং দ্রব্যেতে অত্যন্ত অপকার ও ধাতু নষ্ট করে তাহা বিক্রয় করিতে অনুমতি আছে ইতি।—১৮১৩ সা। ১০ আ। ১৭ ধা। ২ প্র।

বোর্ড রেবিনিউ কি বোর্ড কমিস্যনর সাহেবেরা মাদক সামগ্রীর মামুলের নিরিখ নিরূপণ করিবার কথা।

চরস ও মদত ও কাঁপা ব্যতিরেকের কথা।

৮৭। ইঙ্গরেজী ১৮১৩ সালের ১০ আইনের ১৫ ধারার ২ প্রকরণেতে চরস বিক্রয় করিতে নিষেধ আছে কিন্তু ঐ দ্রব্যের পরীক্ষার দ্বারা জানা গেল যে তাহা পূর্ব্বে যেমন রোগজনক বোধ হইয়াছিল তেমন নহে এবং গাঁজাদি যেং মাদক দ্রব্যের বিক্রয়ের নিষেধ নাহি তাহাহইতে অধিক রোগজনক নহে অতএব এই ধারাক্রমে জানান যাইতেছে যে গাঁজাদি অন্য মাদক দ্রব্য যেরূপে এবং যে নিষেধ বিধিক্রমে বিক্রয় হইতে পারে সেইরূপে ও নিষেধবিধিক্রমে চরসও খুজরা বিক্রয়হইতে পারিবেক ইতি।—১৮২৪ সা। ৭ আ। ১৫ ধা।

যে নিষেধবিধিক্রমে গাঁজাইত্যাদি বিক্রয় হয় সেই নিষেধবিধিক্রমে চরসও খুজরা বিক্রয় করা যাইতে পারিবার কথা।

৭ ধারা।

আবকারী দারোগার কার্য্য ও ক্ষমতা।

৮৮। সদর ভাটী খানার সরহদ্দের বাহিরের যে সকল স্থানেতে তাহার সম্পর্কীয় হুকুম জারী আছে সেই সকল স্থানে শরাব ও আরং মাদক দ্রব্যইত্যাদির মামুল তহসীলহওনেতে অতিসুগম হইবার নিমিত্তে হুকুম হইল যে সেই সকল স্থানে ঐ মামুল তহসীলকরণের কারণ কালেক্টর সাহেবেরদের তরফহইতে লোকেরা নিযুক্ত হইবেক ও তাহারা আবকারী মহালের দারোগানামেতে খ্যাত হইবেক ইতি।—১৮১৩ সা। ১০ আ। ১৮ ধা। ১ প্র।

সদর ভাটীখানার সরহদ্দের বাহিরের যে সকল স্থানে তৎসম্পর্কীয় হুকুম জারী আছে তথাতে কালেক্টর সাহেবেরা মামুল তহসীলের নিমিত্তে দারোগা নিযুক্ত করিবার কথা।

৮৯। ঐ দারোগারা যে সরহদ্দের মোখ্তারকার হইবেক বোর্ড রেবিনিউ কি বোর্ড কমিস্যনর সাহেব সেই সরহদ্দনিরূপণ করিবেন ও দারোগারদের কারণ যে মাহিয়ানা উপযুক্ত হয় তাহার সংখ্যার বিষয়ে ঐ সাহেবেরা শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হুজুরে নিবেদন করিবেন ইতি।—১৮১৩ সা। ১০ আ। ১৮ ধা। ২ প্র।

৯০। বোর্ড রেবিনিউর কিম্বা বোর্ড কমিস্যনর সাহেবলোকের বিবেচনায় যাহা উচিত ও অতিভাল বোধ হয় আবকারী মহালের দারোগী কর্ম্ম যে সকল জিলাতে তহসীলদারী কর্ম্ম থাকে সেখানেঐ তহসীলদারী কর্ম্মের শামিল হইবেক অথবা অন্য লোকদিগকে

বোর্ডের সাহেবলোকেরা বিবেচনামতে আবকারী মহালের দারোগী

কর্ম্ম তহসীলদারদিগের কর্ম্মের শামিল হইবার কি স্বতন্ত্র থাকিবার কথা।

স্বতন্ত্র করিয়া দেওয়া যাইবেক ইতি।—১৮১৩ সা। ১০ আ। ১৮ ধা। ৩ প্র।

যাহারা অনুমতি বিনা ভাটী রাখে কিম্বা অসঙ্গতমতে শরাবইত্যাদি বিক্রয় করিতে থাকে তাহারদিগকে ধরিয়া পাঠাইতে আবকারীর দারোগাদিগের ক্ষমতা থাকিবার কথা।

২১। যে কোন ব্যক্তি বিনাঅনুমতিতে ভাটী রাখে কিম্বা শরাব কি তাড়ী অথবা পচুই কিম্বা অন্যং মাদক সামগ্রী অসঙ্গত প্রকারে বিক্রয় করিতে থাকে তাহাতে আবকারী মহালের দারোগী কর্ম্মের ভার যাহারদিগের প্রতি হইয়া থাকে তাহারদিগের ক্ষমতা আছে যে সে ব্যক্তিকে ধরিয়া কালেক্টর সাহেবের হজুরে পাঠাইয়া দেয় ইতি।—১৮১৩ সা। ১০ আ। ১৮ ধা। ৪ প্র।

এই আইনের ২২ ধারার নিরূপিত শাস্তি দিবার কথা।

২২। অসঙ্গত প্রকারেতে অন্য বিক্রয়করণিয়াদিগের বিষয়ে এই আইনের ২২ ধারাতে যে শাস্তিনিরূপণ হইবেক উপরের প্রকরণের লিখিত প্রকারেতে কালেক্টর সাহেবেরা দাঁড়ামতে সেই শাস্তি দিবেন ইতি।—১৮১৩ সা। ১০ আ। ১৮ ধা। ৫ প্র।

বোর্ডের সাহেবেরা কালেক্টর সাহেবদিগকে আবকারীর দারোগাকে হুকুমদেওনের বিষয়ে বিহিত হুকুম দিবার কথা।

২৩। বোর্ড রেবিনিউ কি বোর্ড কমিস্যনর সাহেবলোকেরদের কর্ত্তব্য যে দারোগাদিগের প্রতি যে সকল কর্ম্মের ভার হয় বিলক্ষণ রূপে ও অতিসাবধানে তাহার নির্ব্বাহহওনের নিমিত্তে যে সকল হুকুম তাঁহারদিগের বিবেচনায় বিহিত বোধ হয় তাহা কালেক্টর সাহেবদিগের প্রতি দেন্ যে ঐ কালেক্টর সাহেবেরা দারোগাকে সেই মত হুকুম করেন্ ইতি।—১৮১৩ সা। ১০ আ। ১৮ ধা। ৬ প্র।

৮ ধারা।

শরাবের মামুলের ইজারা দেওন।

বোর্ডের সাহেবলোকের সম্মতিক্রমে কালেক্টর সাহেবদিগের কোন পরগনা কি বিখ্যাত কোন কিসমতে শরাবের উপর সরকারের পাওনা মাসুল ইজারা দিতে ক্ষমতা থাকিবার কথা।

২৪। যেং সময়ে উচিত ও বিহিত বোধ হয় তখন কালেক্টর সাহেবলোকের বোর্ড রেবিনিউ কি বোর্ড কমিস্যনর ইহার যেখানকার সম্বন্ধে সেই বোর্ডের সাহেবলোকের সম্মতিক্রমে এ বিষয়ের ক্ষমতা আছে যে জিলার কোন পরগনাতে কি মশহুর অর্থাৎ খ্যাত কোন কিসমতে শরাব প্রস্তুত ও বিক্রয়করণের উপর যে মাসুল সরকারের পাওনা হয় তাহা কোন ব্যক্তিকে এক সনের অধিক না হয় এমত মিয়াদে ইজারা দেন্ ইতি।—১৮১৩ সা। ১০ আ। ১৯ ধা। ১ প্র।

বোর্ডের সাহেবেরা উচিত বুঝিলে শরাবের বাবত

২৫। উপরের লিখিত কোন বোর্ডের সাহেবলোকের বিবেচনায় যখন ঐ প্রকার ইজারা দেওয়া ভাল বোধ হয় তখন এই মজমুনে ইশতিহারনামা জারী করেন যে শরাব প্রস্তুত ও বিক্রয়হওনের

উপর সরকারের পাওনা মাসুল যে কেহ ইজারা করিতে চাহে অমুক মিয়াদের মধ্যে তাহার দরখাস্ত লওয়া যাইবেক ও যে ব্যক্তি ইজারার টাকা অন্য অপেক্ষা বেশী দিবার করার করে মাতবর জামিন দিলে তাহার দরখাস্ত মঞ্জুর হইবেক ইতি।—১৮১৩ সা। ১০ আ। ১৯ ধা। ২ প্র।

মাসুল ইজারা দেওনের ইশ্‌তিহারনামা জারী করিবার ও যে কেহ বেশী কবুল করে তাহাকে দেওয়া যাইবার কথা।

১৬। উপরের প্রকরণের অনুসারে কোন জিলার কোন পরগনা কি মশহুর অর্থাৎ খ্যাত অন্য কোন কিসমতে শরাবের বাবৎ মাসুল ইজারা দেওয়াগেলে সে ইজারদারের ক্ষমতা আছে যে আপন ইজারার সরহদ্দের মধ্যে শরাব প্রস্তুত ও বিক্রয়করণিয়াদিগের সহিত যে প্রকার ইচ্ছা সেই প্রকার বন্দোবস্ত করে ও যে ব্যক্তিরা ইজারদারের তরফহইতে দাঁড়ামতে অনুমতি পাইয়া থাকে তাহারা ভিন্ন অন্য কোন ব্যক্তি যদি ঐ সরহদ্দের মধ্যে শরাব প্রস্তুত ও বিক্রয় করে তবে সে ব্যক্তি এই আইনের ২২ ধারার নির্ণীত শাস্তি পাইবার যোগ্য হইবেক ইতি।—১৮১৩ সা। ১০ আ। ১৯ ধা। ৩ প্র।

মাসুলের ইজারদার আপন ইজারার সরহদ্দের মধ্যে শরাব প্রস্তুত ও বিক্রয়করণিয়াদিগের সহিত স্বেচ্ছামত বন্দোবস্ত করিতে পারিবার ও তাহারা ভিন্ন ঐ সরহদ্দের মধ্যে আর কাহাকেও অনুমতি না থাকিবার কথা।

১৭। জানান যাইতেছে যে এই ধারার উপরের কোন প্রকরণের দ্বারা এমত বোধ না হয় যে সদর ভাটী খানার নিমিত্তে নিরূপণহওয়া সীমাসরহদ্দের ভিতরের কোন স্থানে শরাবের উপর যে মাসুল সরকারের পাওনা হয় তাহা ইজারা দিতে কালেক্টর সাহেবলোকেরদের কিম্বা ঐ বোর্ড রেবিনিউ কি বোর্ড কমিস্যনর সাহেবদিগের ক্ষমতা আছে ইতি।—১৮১৩ সা। ১০ আ। ১৯ ধা। ৪ প্র।

সদর ভাটী খানার সরহদ্দের ভিতরের কোন স্থানের শরাবের মাসুল ইজারা দিতে ঐ২ বোর্ডের সাহেবদিগের ক্ষমতা আছে ইহা উপরের ধারার প্রকরণের লিখনক্রমে বুঝা না যাইবার কথা।

১৮। বোর্ড রেবিনিউ কি বোর্ড কমিস্যনর সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে এ বিষয়েতে অতিসাবধান হন যে দূরের যে সকল পরগনায় কি অন্য স্থানে শরাব প্রস্তুত ও বিক্রয়হওনেতে কালেক্টর সাহেবের বিশেষ অনুমতিক্রমে নির্দ্দিষ্টহওয়া ভাটীর উৎপন্ন মালগুজারীতে ব্যাঘাত হইতে না পারে সে সকল পরগনা কি স্থানভিন্ন অন্য স্থানে ঐ মত ইজারা দেওয়া না যায় ইতি।—১৮১৩ সা। ১০ আ। ১৯ ধা। ৫ প্র।

দূরের পরগনা ইত্যাদি ব্যতিরেকে এমত উপায় না করা যাইবার কথা।

১৯। এই প্রকরণক্রমে জানান যাইতেছে যে বোর্ড রেবিনিউর সাহেব লোক এবং ঐ বোর্ডের ক্ষমতাপন্ন অন্য সাহেবেরা ইহার পরে যে বিষয় বর্জ্জনকরণের কথা লেখা যাইবেক তাহাতে দৃষ্টি রাখিয়া আপনারদিগের বিবেচনামত উপযুক্ত মিয়াদের নিমিত্তে মদিরা কি সুরামণ্ডযোগে প্রস্তুতহওয়া শরাব ও তাড়ী ও পচুইইত্যাদি

বোর্ড রেবিনিউর সাহেবেরা যে২ মিয়াদ উপযুক্ত বুঝেন সেই২ মিয়াদের নিমিত্তে মদি

রাদি প্রস্তুত ও বিক্রয়ের উপর যে মাসুল লওয়া যায় তাহা পাট্টার দ্বারা ইজারা দিবার হুকুম দিতে পারিবার কথা।

মাদক দ্রব্য প্রস্তুতকরণের ও বিক্রয়করণের উপর যে মাসুল লওয়া উপযুক্ত তাহা পাট্টার দ্বারা ইজারা দিবার হুকুম দিতে পারিবেন ও ঐ পাট্টা ঐ বোর্ডের সাহেবলোকের কি তুল্যক্ষমতাপন্ন অন্য সাহেবদিগের অথবা শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের হুজুর কৌন্সেলের হুকুমের দ্বারা ফিরিয়া লওয়া যাইতে পারিবেক ও পূর্ব্বোক্ত অনুমতিপত্র ফিরিয়া লওয়াতে যে পরিবর্ত্ত দেওয়া যাইবার হুকুম উপরেতে লেখা গিয়াছে ঐ মত ঐ ইজারার পাট্টা ফিরিয়া লইতে হইলে পাট্টাদারকে পরিবর্ত্ত দিতে হইবেক ইতি।—১৮২৪ সা। ৭ আ। ৮ ধা। ১ প্র।

মদিরাইত্যাদি বিক্রয় কি প্রস্তুতকরণিয়াদিগের স্থানে বাকীপড়া টাকা উসুল করিবার বিষয়ে যেং হুকুম চলন আছে সেইং হুকুম মাসুলের ইজারদারদিগের ও তাহারদিগের জামিনদিগের সহিত সেই মতে সম্পর্ক রাখিবার কথা।

মামুলের ইজারদারদিগের প্রাপ্তব্য বাকী উসুলের নিমিত্তে তাহারদিগেকে ক্ষমতার্পণহওনের বিশেষ হুকুম।

১০০। ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ১৭ আইনেতে মদিরা ও তাড়ী ও পচুইইত্যাদি মাদক দ্রব্য প্রস্তুত কি বিক্রয়করণিয়াদিগের নিকটে তাহার বাবৎ মামুলের বাকী পড়া টাকা উসুলের নিমিত্তে যেং হুকুম লেখা গিয়াছে সেইং হুকুম ঐ মতে ঐং মাদক দ্রব্যের কি তাহার মধ্যে কোন দ্রব্যের মামুলের ইজারার পাট্টাদারদিগের ও তাহারদিগের জামিনেরদের প্রতিও খাটিবেক ও ইহাও জানান যাইতেছে যে যে জমীদারেরা কি অন্য সদর মালগুজারেরা আপনং জমীদারী কি মহালের প্রজারদিগের শিরে মালগুজারীর যে টাকা বাকী পড়ে তাহা আদায়ের নিমিত্তে আইনের অনুসারে তাহারা যেমতং উপায় করিতে কি করাইতে পারে ঐ বিষয়ে ঐ জমীদারদিগের ও সদর মালগুজারেরদের পক্ষে যেং নিষেধবিধি লেখা গিয়াছে তাহা রক্ষা করিয়া উপরের উক্ত মামুলের ইজারদারেরা পূর্ব্বোক্ত মাদক দ্রব্য প্রস্তুত কি বিক্রয়করণিয়াদিগের শিরে তাহার মামুলের যে বাকী পড়ে তাহা আদায়ের নিমিত্তে সেইং মত উপায় করিতে কি করাইতে পারে ইতি।—১৮২৪ সা। ৭ আ। ৮ ধা। ২ প্র।

শ্রীযুতের হজুর কৌন্সেলের অনুমতিবিনা পাঁচ বৎসরের অধিক মিয়াদে দেওয়া অনুমতিপত্র কি পাট্টা অসিদ্ধ হইবার কথা।

১০১। শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের হুজুর কৌন্সেলের বিনাঅনুমতিতে ঐ বিষয়ের যে অনুমতিপত্র কি ইজারার পাট্টা পাঁচ বৎসরের অধিক মিয়াদের নিমিত্তে দেওয়া যায় তাহা প্রবলহওয়া সরকারেতে গ্রাহ্য হইবেক না ইতি।—১৮২৪ সা। ৭ আ। ৯ ধা। ১ প্র।

৯ ধারা।

বিনাপাট্টায় মদিরাদি প্রস্তুত ও বিক্রয়করণবিষয়ের তজবীজ এবং তদ্বিষয়ে যে দণ্ড তাহা।

অনুমতি বিনা যেং শরাবইত্যাদি প্রস্তুত ও বিক্রয় করিতে নিষেধ আছে তাহাকরণের

১০২। যেহেতুক এই আইনে বিনাঅনুমতিতে শরাব ও তাড়ী ও পচুই ও আফীনসহিত আরং মাদক সামগ্রী প্রস্তুত ও বিক্রয় করিতে সম্পূর্ণ নিষেধের হুকুম হইয়াছে অতএব যে ব্যক্তির প্রতি হুকুমের অন্যথামতে তাহা প্রস্তুত ও বিক্রয়করণের অপরাধ ইহার পরে যে প্রকার বিবরণ করিয়া লেখা যাইবেক সেই প্রকারে প্রমাণ হয় সে

ব্যক্তি পাঁচ শত টাকার অধিক না হয় এমত জরীমানাদেওনের যোগ্য হইবেক ও তাহা দিলে যে জিলায় তাহার এ অপরাধ প্রমাণ হয় সেই জিলার দেওয়ানী জেহলখানাতে ছয় মাসের অধিক না হয় এমত মিয়াদে কয়েদ হইবেক ইতি।—১৮১৩ সা। ১০ আ। ২১ ধা।

অপরাধ কাহার প্রতি প্রমাণ হইলে এই ধারার লিখিত জরীমানা দিতে হইবার কথা।

১০৩। কালেক্টর সাহেবেরা কিম্বা আর যেং কার্য্যকারকের প্রতি আবকারী মহালের কর্ম্মের ভার থাকে তাঁহারা নিষিদ্ধমতে শরার ও তাড়ী ও পচুই ও অন্যং মাদক সামগ্রী প্রস্তুত ও বিক্রয়হওনের বিষয়ে যে সকল তহকীক করা আবশ্যক বুঝেন্ তাহা সমস্ত করিবেন ইতি।—১৮১৩ সা। ১০ আ। ২২ ধা। ১ প্র।

নিষিদ্ধমতে শরা বইত্যাদি প্রস্তুত ও বিক্রয়করণের বিষয়ের তহকীক করিতে হইবার কথা।

১০৪। যদি কেহ হলফ করিয়া এ বিষয়ের নালিশ উপস্থিত করে কিম্বা সম্বাদ জানায় যে অমুক জন উপরের ধারাতে যে সকল কর্ম্ম করিতে নিষেধ হইয়াছে তাহা করিয়াছে কিম্বা অন্য যে মোকদ্দমা কালেক্টর সাহেবের হজুরে উপস্থিত হয় তাহার রোয়দাদের মজমুনের দ্বারা যদি কখন কাহার প্রতি বিশিষ্টরূপে সন্দেহ হয় তবে কালেক্টর সাহেবদিগের কিম্বা অন্য যে কার্য্যকারকদিগের প্রতি আবকারী মহালের কর্ম্মের ভার হইয়া থাকে তাঁহারদিগের ক্ষমতা আছে যে যে ব্যক্তির প্রতি নালিশ কি সন্দেহ হয় তাহাকে গ্রেফ্তার করান যে দাঁড়ামতে এ বিষয়ের তহকীক ও তজবীজ করা যায় ইতি।—১৮১৩ সা। ১০ আ। ২২ ধা। ২ প্র।

উপরের ধারার নিরূপিত নিষিদ্ধ কর্ম্ম হইলে কালেক্টর সাহেবদিগের যে কর্ত্তব্য তাহার কথা।

১০৫। হুকুম আছে যে যে ব্যক্তির প্রতি নালিশ কিম্বা সন্দেহ হয় সে লোক কালেক্টরী কাছারীতে পঁহুছিবামাত্র এই ধারার নিরূপিত তহকীক করিতে আরম্ভ হইবেক ও ঐ তহকীক তজবীজ যত সংক্ষেপকালে হইতে পারে তাহার মধ্যে করা যাইবেক এবং বোর্ড রেবিনিউ ও বোর্ড কমিস্যনর সাহেবদিগেরও কর্ত্তব্য যে আপনারদিগের বিবেচনাক্রমে কালেক্টর সাহেবদিগের স্থানে ঐ তহকীক করিতে কবে হাতদেওয়া গেল ও কবে শেষ হইল এ কথাসম্বলিত এপ্রকার কৈফিয়ৎ ও রিপোর্ট নিরূপণ করা কোন মিয়াদের মধ্যে তলব করেন্ যে তাহা দেখিয়া ঐ বোর্ডের সাহেবেরা সুন্দররূপে ইহা জ্ঞাত হন্ যে প্রকৃতার্থে ঐং তহকীক অতিশীঘ্র হয় কি না ও উভয় পক্ষের ব্যক্তিরা মোকদ্দমার তজবীজহওনের মধ্যে অনর্থক কিছু ক্লেশ পায় কি না ইতি।— ১৮১৩ সা। ১০ আ। ২২ ধা। ৩ প্র।

বোর্ড রেবিনিউ কি বোর্ড কমিস্যনর সাহেব কালেক্টর সাহেবেরদের স্থানে মিয়াদের মধ্যে নিরূপিত কৈফিয়ৎ তলব করিবার কথা।

১০৬। যদি কালেক্টর সাহেবের হজুরে এই ধারার ১ প্রকরণের লিখিত দ্রব্য প্রস্তুত কিম্বা বিক্রয়করণের বিষয়ে কোন ব্যক্তির অপরাধপ্রমাণ হয় তবে ঐ সাহেব মোকদ্দমার ভাব বুঝিয়া ঐ অপরাধির প্রতি যে জরীমানার হুকুম দেওয়া উচিত জানেন তাহা দেন্

কালেক্টর সাহেবদিগের হজুরে যাহারদিগের অপরাধ প্রমাণ হয় তা

হারদিগের স্থানে জরীমানা লওনের মতের কথা।

কিন্তু সে জরীমানা এই ধারার নিরূপিত সংখ্যার অধিক হইবেক না ও তাহা না দিলে সে ব্যক্তি এই ধারার নিরূপিত মিয়াদহইতে অধিককাল কয়েদ থাকিবে না ইতি।—১৮১৩ সা। ১০ আ। ২২ ধা। ৪ প্র।

যাহার প্রতি জরীমানার কি কয়েদের হুকুম হয় তাহাকে জিলা কি শহরের জজ সাহেবের নিকটে পাঠাইবার ও জজ সাহেব উচিত হুকুম দিবার কথা।

১০৭। কোন ব্যক্তির প্রতি নিষিদ্ধমতে শরাব কিম্বা অন্য২ মাদক দ্রব্য প্রস্তুত কি বিক্রয়করণপ্রযুক্ত জরীমানা কিম্বা কয়েদের হুকুম হইলে তৎক্ষণাৎ তাহাকে তাহার উপর যে হুকুম হইয়াছে তাহার মজমুনসম্বলিত এক সর্টিফিকট সহিত জিলা কিম্বা শহরের জজ সাহেবের হুজুরে পাঠান যাইবেক ও জজ সাহেবের কর্ত্তব্য যে ঐ সর্টিফিকটের লিখনানুসারে ঐ হুকুমমতে আচরণকরণের নিমিত্তে যে সকল হুকুম দেওয়া উচিত বুঝেন্ তাহা দেন্ ইতি।—১৮১৩ সা। ১০ আ। ২২ ধা। ৫ প্র।

যাহারদিগের প্রতি নালিশ হইয়া অপরাধ প্রমাণ না হয় তাহারদিগের বিষয়ে যে সকল দাঁড়ার মতাচরণ হইবে তাহার কথা।

১০৮। যদি কাহার প্রতি নালিশ কিম্বা সন্দেহ হইয়া এই সকল দাঁড়ার অনুসারে নিরূপণহওয়া তহকীক করাতে তাহার অপরাধ প্রমাণ না হয় তবে সে ব্যক্তি তৎক্ষণাৎ খালাস পাইবেক ও এই তহকীক করাতে তাহার প্রকৃত যে খরচপত্র হইয়া থাকে তাহা সরকারের তরফহইতে কালেক্টর সাহেব তাহাকে দিবেন আর যদি তহকীক করাতে এমত বুঝা যায় যে কেবল শত্রুতার্থে ও দুঃখ দিবার নিমিত্তে নালিশ হইয়াছে এমতে কালেক্টর সাহেবের ক্ষমতা আছে যে গোয়েন্দার উপর ২০ কুড়ি টাকার অধিক না হয় এমত অল্প যে জরীমানা তাঁহার বিবেচনায় উচিত বোধ হয় তাহা যে ব্যক্তিকে এমত দুঃখ দিয়াছে তাহাকে দিবার হুকুম দেন ও তাহা না দিলে পনর দিনের অধিক না হয় এমত মিয়াদে কয়েদের হুকুম দিবেন ও এই দাঁড়ানুসারে যে২ হুকুম হয় তাহা এই ধারার ৫ প্রকরণের নিরূপিত নিষেধকরা দ্রব্য প্রস্তুত ও বিক্রয়করণের বাবৎ জরীমানা ও কয়েদের হুকুমের মতে জারী হইবেক ইতি।—১৮১৩ সা। ১০ আ। ২২ ধা। ৬ প্র।

যাহারা তহকীক হওয়াতে কি কালেক্টর সাহেবের দেওয়া হুকুমেতে আপনাকে দৌরাত্ম্যগ্রস্ত জানে তাহারদিগের যে কর্ত্তব্য তাহার কথা।

১০৯। এই আইনানুসারে কোন তহকীক ও তদন্তকরণেতে কিম্বা কালেক্টর সাহেবের তরফহইতে হওয়া কোন হুকুমেতে অথবা অন্য কোন প্রকারে যে ব্যক্তি আপনাকে দৌরাত্ম্যগ্রস্ত বোধ করে তাহার ক্ষমতা আছে যে বোর্ড রেবিনিউ কিম্বা বোর্ড কমিস্যনর সাহেবদিগের হুজুরে কালেক্টর সাহেবের দ্বারা কিম্বা আপন কোন মোখ্তারকারের দ্বারা এবিষয়ের নালিশ করে ও ঐ২ বোর্ডের সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে যে কৈফিয়ৎ অর্থাৎ বৃত্তান্ত আবশ্যক বুঝেন্ তাহা তলব করিলে কালেক্টর সাহেবের তরফহইতে যে হুকুম হইয়া থাকে তাহা বহাল রাখা কি শুধরা কিম্বা পরিবর্ত্ত করা অথবা বিচার্য্যমতে এবিষয়েতে যে হুকুম করা তাঁহারদিগের বিবেচনায় উচিত বোধহয় তাহা করেন্ ইতি।—১৮১৩ সা। ১০ আ। ২২ ধা। ৭ প্র।

১১০। যে ব্যক্তি কিম্বা ব্যক্তিদিগের দ্বারা নিষিদ্ধমতে শরাবই ত্যাদি প্রস্তুত ও বিক্রয়হওনের কথা ব্যক্ত ও স্পষ্ট হয় তাহাকে কিম্বা তাহারদিগকে এই ধারার লিখিত দাঁড়ানুসারে যে জরীমানার টাকা লওয়া যায় তাহার অর্দ্ধেক দেওয়া যাইবেক ইতি।—১৮১৩ সা। ১০ আ। ২২ ধা। ৮ প্র।

যাহারদিগের দ্বারা নিষিদ্ধমতে শরাব প্রস্তুত ও বিক্রয় হওনের কথা প্রকাশ পায় তাহারদিগকে জরীমানার অর্দ্ধেক দেওয়া যাইবার কথা।

১১১। যদি কোন অপরাধিকে কয়েদ করা আবশ্যক বোধ হয় এতাবতা যদি তাহার স্থানে জরীমানার টাকা লওয়া অনুচিত কিম্বা অসম্ভব হয় তবে উপরের লিখিত জরীমানার অর্দ্ধেকের বদলে গোয়েন্দাকে কি গোয়েন্দাদিগকে সরকারের তরফহইতে ১০ দশ টাকা ইনামরূপে দেওয়া যাইবেক ইতি।—১৮১৩ সা। ১০ আ। ২২ ধা। ৯ প্র।

জরীমানা লওয়া অসম্ভব হইলে গোয়েন্দাকে ১০ টাকা ইনাম দেওয়া যাইবার কথা।

১০ ধারা।

বেআইনী ভাটী অথবা ভাটীজাত দ্রব্যের অনুসন্ধান করণার্থ পরওয়ানা।

১১২। নিষিদ্ধমতে শরাব প্রস্তুত ও বিক্রয়হওয়া মৌকুফ ও বন্দ হইবার নিমিত্তে কালেক্টর সাহেবদিগের কি আর যে কার্য্যকারকদিগের প্রতি আবকারী মহালের কর্ম্মের ভার যে সময়েতে থাকে তাঁহারদিগের ক্ষমতা আছে যে বিনানুমতিতে হওয়া ভাটী ও তাহাতে প্রস্তুতহওয়া শরাব প্রকাশ পাইবার নিমিত্তে খানাতালাশীর পরওয়ানাসকল জারী করেন ইতি।—১৮১৩ সা। ১০ আ। ২৩ ধা।

খানা তালাশীর নিমিত্তে পরওয়ানা জারী করিতে কালেক্টর সাহেবদিগের ক্ষমতা থাকিবার কথা।

১১৩। যদি কাহার হলফ করিয়া নালিশ করণানুসারে কিম্বা আপন নিকটে উপরি কোন ব্যক্তির দেওয়া সমাচারানুসারে অথবা অন্য মোকদ্দমা উপস্থিত হওয়াতে কার্য্যক্রমে জানা যাওনমতে বিশিষ্টরূপে এমত বোধ হয় যে যে বাটী তালাশীকরণের মনস্থ হইয়াছে তাহাতে নির্দ্দিষ্টমতে শরাব প্রস্তুত কি বিক্রয় হয় কি তাহা থাকে তবে উপরের ধারার উক্ত মত খানাতালাশীর পরওয়ানা হইবেক নতুবা হইবেক না ইতি।—১৮১৩ সা। ১০ আ। ২৪ ধা। ১ প্র।

যে২ মতেতে খানাতালাশীর পরওয়ানা হইবেক তাহার কথা।

১১৪। খানাতালাশীর পরওয়ানার হুকুমমত আচরণ কেবল দিবসে এতাবতা সূর্য্য উদয়হওনকালাবধি অস্তপর্য্যন্ত ইহার মধ্যেও যদি হইতে পারে তবে যে ঘর কি বাটী তালাশীর মনস্থ থাকে তাহা যে গ্রামেতে হয় সেই গ্রামস্থ মাতবর দুই জন কি অধিক জনের সাক্ষাৎ হইবেক ইতি।—১৮১৩ সা। ১০ আ। ২৪ ধা। ২ প্র।

যে সময়ে খানাতালাশীর পরওয়ানার হুকুমমতে কার্য্য করা যাইবেক তাহার কথা।

১১৫। এই ধারানুসারে খানাতালাশীর যেং পরওয়ানা হই

যাহারদিগের না

যে পরওয়ানা লেখা যাইবেক তাহার কথা।

বেক তাহা নাজিরের কি আবকারীর দারোগার কিম্বা কালেক্টরী সিরিশ্‌তার নিযুক্ত অন্য কার্য্যকারকের নামে লেখা যাইবেক ইতি।—১৮১৩ সা। ১০ আ। ২৪ ধা। ৩ প্র।

মাজিস্ট্রেট্ সাহেব ও পোলীসের অন্য কার্য্যকারকেরা কালেক্টর সাহেবের কার্য্যকারকদিগের সহায়তা করিবার কথা।

১১৬। মাজিস্ট্রেট্ সাহেবদিগের ও দারোগাদিগের ও পোলীসের আর২ কার্য্যকারকদিগের কর্ত্তব্য যে কালেক্টর সাহেবের কার্য্যকারকদিগের প্রতি যে কর্ম্মের ভার হইয়াছে তাহা নির্ব্বাহকরণেতে তাহারদিগের সহায়তা করেন কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে সম্ভ্রান্ত লোকের জনানা ঘরে অর্থাৎ যে২ ঘরে তাহারদিগের স্ত্রীলোকেরা থাকে তাহার ভিতরে কিম্বা যে লোকদিগের স্ত্রীলোকেরা প্রায় সর্ব্বদা বাহির হয় না তাহারদিগের অন্তঃপুরের ভিতরে যাইতে কালেক্টর সাহেবের কার্য্যকারকদিগের ক্ষমতা আছে ইহা এই সকল দাঁড়ার লিখিত কোন কথানুসারে বোধ না হয় ইতি।—১৮১৩ সা। ১০ আ। ২৪ ধা। ৪ প্র।

যাহারদিগের প্রতি শরাব প্রস্তুত কি বিক্রয় করণের কি তাহা ছাপাইয়া রাখণের অপরাধ প্রমাণ হয় তাহারা যে শাস্তির যোগ্য হইবেক তাহার কথা।

১১৭। যাহার প্রতি নিষিদ্ধমতে শরাব প্রস্তুতকরণের কি তাহা বিক্রয়করণের কি ছাপাইয়া রাখণের অপরাধ উপরের লিখিত প্রকারেতে বোধ হয় সে ব্যক্তি এই আইনের ২২ ধারার নিরূপিত শাস্তির যোগ্য হইবেক ও কালেক্টর সাহেবের তরফহইতে দাঁড়ামতে তাহার উপর হুকুম হইলে ঐ ধারার ৫ প্রকরণের নিরূপিত মতেতে সে হুকুমমতাচরণ হইবেক ইতি।—১৮১৩ সা। ১০ আ। ২৪ ধা। ৫ প্র।

১১ ধারা।

সৈন্যের শিবিরে শরাব বিক্রয়করণবিষয়ক বিধি।

কালেক্টর সাহেবের পাট্টালওন বিনা লশ্করের ছাউনীর মধ্যে কিছু শরাব প্রস্তুত ও বিক্রয় না হইবার কথা।

১১৮। লশ্করের ছাউনীর মধ্যে কালেক্টর সাহেবের পাট্টাবিনা কিছু মাত্র শরাব প্রস্তুত ও বিক্রয় হইবেক না কালেক্টর সাহেব ছাউনীর মোখ্তার লশ্করী সাহেবের অগোচরে ও সম্মতিবিনা ঐ পাট্টাও দিবেন না।—১৮১৩ সা। ১০ আ। ২৫ ধা। ১ প্র।

যে সকল হুকুম অন্য২ স্থানের শরাব প্রস্তুত ও বিক্রয় করণিয়াদিগের সহিত সম্পর্ক রাখে ছাউনীর মধ্যের শরাব প্রস্তুত ও বিক্রয় করণিয়াদিগের সহিতেও সেই সকল হুকুম সম্পর্ক রাখিবার কথা।

১১৯। যদি লশ্করের কোন ছাউনীর মধ্যে শরাব প্রস্তুত কি বিক্রয় করণের কারণ উপরের প্রকরণের অনুসারে কোন পাট্টা দেওয়া যায় তবে অন্য২ স্থানেতে যাহারা শরাব প্রস্তুত কি বিক্রয় করিতে নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে তাহারদিগের অর্থে তাহারদিগের স্থানে পাওনা মামুলের বিষয়ে এবং শরাব প্রস্তুত ও বিক্রয়করণের সম্পর্কীয় অন্য২ যুক্তিপরামর্শের বিষয়ে যে সকল হুকুম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে সেই সকল হুকুম অপ্রভেদে ছাউনীতে যাহারা শরাব প্রস্তুত ও বিক্রয় করে তাহারদিগের স্থানে মামুল লওনের অর্থে ও সম্পর্ক রাখিবেক ইতি।—১৮১৩ সা। ১০ আ। ২৫ ধা। ২ প্র।

১২০। যদি ছাউনীর মোখ্তার লশ্করী সাহেবের বিবেচনাতে এমত বোধ হয় যে ছাউনীর মধ্যে ভাটী কি দোকান নির্দ্দিষ্টহওয়াতে হানি হইতেছে তবে ঐ সাহেব কালেক্টর সাহেবকে এ বিষয়ের সমাচার দিবেন ও ঐ কালেক্টর সাহেব এ সমাচার পাইবামাত্র তাহা মৌকুফহওনের হুকুম দিবেন ইতি।—১৮১৩ সা। ১০ আ। ২৫ ধা। ৩ প্র।

যে মতে ছাউনীর মধ্যের ভাটী কি দোকান মৌকুফ হইবেক তাহার কথা।

১২১। যদি ছাউনীর মোখ্তার লশ্করী সাহেবের বিবেচনায় এমত বোধ হয় যে ছাউনীর নিকটে ভাটী কিম্বা দোকান নির্দ্দিষ্টহওয়াতে হানি হইতেছে তবে ঐ সাহেব এ বিষয়ের সমাচার কালেক্টর সাহেবকে দিবেন ও ঐ কালেক্টর সাহেব তাহা মৌকুফহওনের হুকুম দিবেন কিম্বা এ বিষয়ে বোর্ড রেবিনিউ কি বোর্ড কমিস্যনর সাহেব দিগের হজুরে উপস্থিত করিবেন ও ঐ২ বোর্ডের সাহেবেরা সমস্ত বিষয়ের তহকীক ও তদনুকরণের পর যাহা উচিত বুঝেন ঐ সকল দোকান মৌকুফ হওনের কিম্বা বহালথাকনের অথবা ঐ সাহেবের ছাউনীহইতে অধিক অন্তরে যাওনের হুকুম দিবেন ইতি।—১৮১৩ সা। ১০ আ। ২৫ ধা। ৪ প্র।

যেমতে ছাউনীর নিকটের ভাটী কি দোকান মৌকুফহইতে পারিবেক তাহার কথা।

১২২। যেহেতুক এই আইনের ২২ ও ২৩ ধারাতে কালেক্টর সাহেবদিগকে এ বিষয়ে ক্ষমতার্পণ হইয়াছে যে যাহার উপর নিষিদ্ধমতে শরাব প্রস্তুত ও বিক্রয়করণের বাবৎ নালিশ হয় তাহাকে গ্রেপ্তার করেন ও এ ক্ষমতাও অর্পণ হইয়াছে যে ঐ মতে তাহা প্রস্তুত ও বিক্রয় হওনের নিবারণার্থে খানাতালাশীর পরওয়ানা জারী করেন অতএব প্রত্যেক ছাউনীর মোখ্তার লশ্করী সাহেবের কর্ত্তব্য যে তাঁহারা এ বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখেন যে তাঁহার হুকুমের তাবে লোকেরা কালেক্টর সাহেবের কার্য্যকারকদিগের ঐ২ কর্ম্মকরণেতে প্রতিবন্ধকতা ও বাধা না জন্মায় কিন্তু আবশ্যক যে কালেক্টর সাহেব ছাউনীর মোখ্তার লশ্করী সাহেবের স্থানে এমত২ সময়ে ঐ২ কর্ম্মের অর্থে সহায়তা চাহিবেন যে তাহা করণেতে অকস্মাৎ সরকারের কিছু হানি ও ক্ষতি বোধ না হয় এবং ঐ লশ্করী সাহেবকে সর্ব্বদা খানা তালাশীর বৃত্তান্ত জ্ঞাত করাইবেন ইতি।—১৮১৩ সা। ১০ আ। ২৫ ধা। ৫ প্র।

ছাউনীর মোখ্তার লশ্করী সাহেব তাহার তাবে লোকদিগের দ্বারা কালেক্টর সাহেবের কার্য্যকারকদিগের প্রতিবন্ধকতা না হয় ইহার খবরগিরী করিবার কথা।

কালেক্টর সাহেব ছাউনীর মোখ্তার লশ্করী সাহেবের স্থানে সহায়তা চাহিবার কথা।

১২ ধারা।

পাট্টা ও সর্টিফিকট।

১২৩। যে কোন ব্যক্তি শরাব ও আফীন ও অন্য মাদক সামগ্রী ও তাড়ী ও পচুই প্রস্তুত ও বিক্রয়করণের কারণ পাট্টা লইবার মনস্থ রাখে তাহার কর্ত্তব্য যে আপন করা কৌলকরার অর্থাৎ নিয়মমতে কার্য্য করিবার নিমিত্তে দুই জন মাতবর লোকের জামিনী দাখিল করে কিন্তু জানান যাইতেছে যে যদি শরাব প্রস্তুত কি বিক্রয়করণিয়া

শরাবইত্যাদি প্রস্তুত ও বিক্রয় করণিয়ারা দুই জন মাতবর লোকের জামিনী দাখিল করিবার কথা। জামিনী

র বদলে টাকা আমানৎ করিবার কথা।

কোন ব্যক্তি কুড়ি দিনেতে তাহার স্থানে মাসুলের যত টাকা পাওনা হয় তত টাকা নগদ কিম্বা তাহার বাঙ্ক নোট আমানৎ অর্থাৎ গচ্ছিত করিয়া রাখে তবে সেই আমানৎকরা টাকা আমানৎ না রাখণমতে যে জামিনী দিতে হয় তাহার বদলে লওয়া যাইবেক ইতি।—১৮১৩ সা। ১০ আ। ২৬ ধা।

যে মিয়াদে পাট্টা দেওয়া যাইবেক তাহার কথা।

১২৪। উপরের ধারার লিখিত দ্রব্যসকল প্রস্তুত ও বিক্রয়করণের জন্যের পাট্টা কেবল এক বৎসরের নিমিত্তে দেওয়া যাইবেক আর যদি বৎসরের প্রথমে না লয় তবে বাঙ্গলা কিম্বা ফসলী অথবা বিলায়তী সনের এতাবতা সম্বৎসরের যে কাল বাকী থাকে সেই কালের নিমিত্তে দেওয়া যাইবেক কেননা প্রত্যেক ভিন্ন২ জিলার সমস্ত পাট্টা ঐ সকল সালের রেওয়াজমতে এক তারিখে বাতিল হয় ইতি।—১৮১৩ সা। ১০ আ। ২৭ ধা।

যেমতেতে পাট্টা বাতিল হইবেক তাহার কথা।

যেমতেতে পাট্টা বাতিল হওয়া মৌকুফ থাকিবেক তাহার কথা।

১২৫। যদি শরাব কি আফীন ও অন্য মাদক সামগ্রী ও তাড়ী ও পচুই প্রস্তুতকরণিয়া কোন ব্যক্তি সে যে মাসুলদেওনের কৌলকরার করিয়া থাকে তাহা পনর দিনের মধ্যে না দেয় তবে এমত২ ব্যক্তিরা পাট্টা কালেক্টর সাহেবের কিম্বা অন্য যে কার্য্যকারকদিগের প্রতি আবকারী মহালের কার্য্যের ভার হইয়া থাকে তাহারদিগের ক্ষমতাক্রমে বাতিলহওনের যোগ্য হইবেক কিন্তু যদি ঐ কালেক্টর সাহেবের কি অন্য কার্য্যকারদিগের এমত বোধ হয় যে এ ত্রুটি কেবল দৈববিপাকেতে হইয়াছে প্রবঞ্চনাক্রমে সরকারের জায়দাদের হানি করিবার মনস্থে নহে তবে তাঁহারদিগের ক্ষমতা আছে যে আর পনর দিবস মিয়াদপর্য্যন্ত পাট্টা বাতিল করা মৌকুফ রাখেন্ ইতি।—১৮১৩ সা। ১০ আ। ২৮ ধা।

প্রস্তুত ও বিক্রয় করণিয়া যে লোকেরা পাট্টা রাখে তাহারা এই ধারার লিখিত টাকা দিলে পাট্টা ফিরিয়া দিতে পারিবার কথা।

১২৬। যে ব্যক্তিরা শরাব ও অন্য২ মাদক সামগ্রী ও তাড়ী ও পচুই প্রস্তুত ও বিক্রয় করিবার পাট্টা রাখে তাহারা পনর দিবস পূর্ব্বে কালেক্টর সাহেবকে ইহা জ্ঞাত করাইয়া পাট্টা ফিরিয়া না দেওনমতে কালেক্টর সাহেবেতে ও তাহাতে হওয়া লেখা পড়া মতে যত টাকা তাহার ওয়াজিবী দেনা হয় তাহাভিন্ন উপরের লিখিত ঐ পনর দিবস মিয়াদের মাসুলের সমান সংখ্যায় আর টাকা যদি দেয় তবে তাহারদিগের আপন২ পাট্টা ফিরিয়া দিবার ক্ষমতা থাকিবেক ইতি।—১৮১৩ সা। ১০ আ। ২৯ ধা।

চলিত আইনের যে২ কথাতে রাজস্ব তহসীলের ভারাক্রান্ত সাহেবদিগের মদিরাদি মাদক দ্রব্য প্রস্তুত ও বিক্র

১২৭। ইঙ্গরেজী ১৮১৩ সালের ১০ আইনের ১৯ এবং ২৭ ধারার কিম্বা চলিত আর যে কোন হুকুমের কি আইনের যে২ কথাক্রমে রাজস্ব তহসীলকরণের ভারাক্রান্ত সাহেবদিগের আপনারদিগের বিবেচনামত মিয়াদে মদিরা কিম্বা তাড়ী কি পচুই অথবা অন্য মাদক দ্রব্য প্রস্তুত কি বিক্রয়করণের নিমিত্তে অনুমতিপত্র দিবার বাধা

জন্মে সেই২ কথা এই প্রকরণের দ্বারা রদ হইল ইতি।—১৮২৪ সা। ৭ আ। ৭ ধা। ১ প্র।

প্রকরণের অনুমতি পত্রের মিয়াদ নিরূপণ করণের বাধা জন্মে সেই২ কথা রদ হইবার কথা।

১২৮। এই আইনের কি অন্য কোন আইনের হুকুমানুসারে মদিরা কি তাড়ী কি পচুই কি অন্য মাদক দ্রব্য খুজরা বিক্রয়ের নিমিত্তে যেং অনুমতিপত্র দেওয়া যায় সেইং অনুমতিপত্র সরকারের কিম্বা বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের কি ঐ বোর্ডের ক্ষমতাপন্ন অন্য সাহেবদিগের বিশেষ হুকুমহওনব্যতিরেকে ঐং অনুমতিপত্র দেওনের তারিখঅবধি কেবল এক বৎসরপর্য্যন্ত প্রবল থাকিবেক এবং এই প্রকরণক্রমে জানান যাইতেছে যে ইহার পরে যে নিষেধ লেখা যাইবেক তাহাতে দৃষ্টি রাখিয়া ঐ বোর্ডের ক্ষমতাপন্ন সাহেবেরা বিষয়বিশেষে যেং মিয়াদ উপযুক্ত বোধ হয় সেইং মিয়াদের নিমিত্তে ঐ মদিরাদি প্রস্তুত কি বিক্রয় করিবার নিমিত্তে অনুমতিপত্র দিবার হুকুম দিতে ক্ষমতা রাখেন ইতি।—১৮২৪ সা। ৭ আ। ৭ ধা। ২ প্র।

সরকারের কি বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের অন্য প্রকার বিশেষ হুকুম হওনব্যতিরেকে মদিরাদি খুজরা বিক্রয়ের অনুমতিপত্র এক বৎসর মিয়াদের নিমিত্তে দেওয়া যাইবার কথা।

১২৯। বোর্ড রেবিনিউর সাহেবলোকের কি ঐ বোর্ডের ক্ষমতাপন্ন অন্য সাহেবদিগের এমত ক্ষমতা আছে যে সরকারহইতে অনুমতি লইয়া চলিত আইনেতে অন্যমত কোন কথা লেখা থাকিলেও মদিরা কি সুরামণ্ডযোগে প্রস্তুতকরা মদিরা কি তাড়ী কি পচুই কি অন্য মাদক দ্রব্য প্রস্তুত কি বিক্রয়করণিয়ারা যে অনুমতিপত্র পায় এবং যে কবুলিয়ৎ লিখিয়া দেয় সময়েং যেমন উপযুক্ত বোধ হয়সেই মত তাহার লিখিত নিয়ম মতান্তর করিতে ও শুধরিতে পারেন এবং ঐ প্রকার কোন বিক্রয় কি প্রস্তুতকরণিয়া আপনার লিখিয়া দেওয়া নিয়ম কি কবুলিয়তের অন্যমত করিলে আইনবিরুদ্ধে তাহা বিক্রয় করিলে যে জরীমানা দিতে হয় সেই জরীমানা দিবেক ইতি।—১৮২৪ সা। ৭ আ। ৭ ধা। ৩ প্র।

সময়েং যেমন উপযুক্ত বোধ হয় সেই মত অনুমতি পত্র ও কবুলিয়তের নিয়ম মতান্তর করিতে ও শুধরিতে বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগকে ক্ষমতার্পণ হওনের কথা।

১৩০। পূর্ব্বোক্ত মতে দেওয়া সকল অনুমতিপত্র যে কার্য্যকারক সাহেবের নিকটহইতে দেওয়া গিয়া থাকে সেই সাহেব কিম্বা যে স্থান কিযেং স্থানের সহিত ঐ সকল অনুমতিপত্র সম্পর্ক রাখে সেইং স্থানের আবকারীমহালের কর্ম্মের ভার ঐ কার্য্যকারক সাহেবের ক্ষমতার তুল্য কি অতিরিক্ত ক্ষমতাপন্ন অন্য যে সাহেবের প্রতি থাকে সে সাহেব ফিরিয়া লইতে পারেন কিন্তু এ হুকুমও করা যাইতেছে যে যদি জিলার কালেক্টর অথবা আবকারীমহালের কার্য্যকারক সাহেব অনুমতিপত্র ফিরিয়া লন কি তাহা দিতে সম্মত না হন তবে যে কোন জনের বিষয়ে কালেক্টর সাহেব যে কোন হুকুম দেন সেই জন ঐ হুকুমেতে যদি আপনাকে অন্যায়গ্রস্ত জ্ঞান করে তবে সেই জন ঐ কালেক্টর সাহেবের দেওয়া হুকুমের উপর বোর্ড

সকল অনুমতিপত্র ফিরিয়া লওয়া যাইতে পারিবার কথা।

তাহা হইলে বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের নিকটে আপীল করিবার অনুমতি দেওনের বিশেষ হুকুম।

রেবিনিউর সাহেবলোকের কি ঐ বোর্ডের ক্ষমতাপন্ন অন্য সাহেব দিগের নিকটে আপীল করিতে পারে ও ঐ বোর্ডের কি তৎক্ষমতা পন্ন অন্য সাহেবেরা ঐ বিষয়ের বেওরা অবগত হইয়া যেমন উপ যুক্ত হয় সেই মত ঐ কালেক্‌টর সাহেবের দেওয়া হুকুম বহাল রাখিবেন কি মতান্তর কি রদ করিবেন আরো হুকুম করা যাইতেছে কালেক্‌টর সাহেব কি আবকারীমহালের কর্ম্মকারি অন্য সাহেব হঙ্গামা কি সরকারের কোন আইন কি হুকুমবিরুদ্ধ কর্ম্মকরণব্যতি রেকে অন্য কোন কারণেতে এক মাসপূর্ব্বে খবর না দিয়া মদিরাদি মাদক দ্রব্য খুজরা বিক্রয়করণিয়া কোন জনের পাওয়া অনুমতিপত্র বাতিল অর্থাৎ অকর্ম্মণ্য করেন্ তবে যে জনের পাওয়া অনুমতিপত্র ঐ প্রকারে অকর্ম্মণ্য করা যায় সেই জনের তাহাতে যে ক্ষতি হয় তাহার পরিবর্ত্তে বোর্ড রেবিনিউর সাহেবলোক কি পূর্ব্বোক্ত তৎক্ষ মতাপন্ন অন্য সাহেবেরা ঐ বিষয়ের সকল বেওরা বিবেচনা করিয়া যাহা উপযুক্ত চাইরেন্ সেই জন তাহা পাইবেক কিন্তু কালেক্‌টর সাহেব কি আবকারী মহালের কর্ম্মকারি অন্য সাহেব কোন জনের অনুমতিপত্র ফিরিয়া লওনেতে ঐ জন আপনার যত ক্ষতি হইয়া থাকনের কথা কহে তাহার নিমিত্তে কোন আদালতে নালিশ গ্রাহ্য হইবেক না আরো হুকুম দেওয়া যাইতেছে যে ইঙ্গরেজী ১৮১৩ সালের ১০ আইনের ও ১৮১৬ সালের ১৩ আইনের হুকুমানুসারে মদিরা ও মাদক দ্রব্য বিক্রয়করণিয়াদিগকে যে২ অনুমতিপত্র এক বৎসর মিয়াদে দেওয়া যায় এবং তাহারা তদনুসারে যে২ কবুলিয়ৎ দাখিল করে তাহা বৎসর২ নূতন করিয়া লইতে ও দিতে হইবেক কিন্তু ঐ প্রকার অনুমতিপত্ররাখণিয়া কোন জন কি জনেরা যদি আ পন অনুমতিপত্রের লিখিত স্থানের জিলার চলনমত বৎসরের শেষ হওনের ১৫ পনর দিবস পূর্ব্বে কালেক্‌টর সাহেবের কি আব কারী মহালের কর্ম্মকারি অন্য সাহেবের নিকটে আপন অনুমতিপত্র ত্যাগ করিবার সম্বাদ না দেয় এবং ঐ অনুমতিপত্র কালেক্‌টর কি পূর্ব্বোক্ত কর্ম্মকারি অন্যসাহেব ফিরিয়া না লন্ তবে ঐ অনুমতিপত্র ও তাহার কবুলিয়ৎ উপযুক্ত রূপে নূতন করা গেলে যেমত হইত সেইমত ঐ অনুমতিপত্র ও কবুলিয়ৎ বহাল থাকিবেক ইতি।— ১৮২৪ সা। ৭ আ। ৭ ধা। ৪ প্র।

ক্ষতিগ্রস্ত জন হঙ্গামা কি কোন আইনের বিরুদ্ধ কর্ম্ম না করিয়া থাকিলে ঐ সাহেবেরা তাহার ক্ষতিপূরণ পাইবার হুকুক দিতে পারিবার কথা।

আদালতের সাহেবদিগকে ঐ বিষয়ে হাত দিতে নিষেধহওনের কথা।

কোন২ অবস্থা হইলে বৎসরের শেষহওনের দিন পূর্ব্বে সমাচার দিবার এবং তাহা না দিলে অনুমতিপত্র ও কবুলিয়ৎ বহাল থাকিবার কথা।

১৩১। শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলের বিনাঅনুমতিতে ঐ বিষয়ের যে অনুমতিপত্র কি ইজারার পাট্টা পাঁচ বৎসরের অধিক মিয়াদের নিমিত্তে দেওয়া যায় তাহা প্রবলহওয়া সরকারেতে গ্রাহ্য হইবেক না ইতি।—১৮২৪ সা। ৭ আ। ৯ ধা। ১ প্র।

শ্রীযুতের হজুর কৌন্সেলের অনুমতি বিনা পাঁচ বৎসরের অধিক মিয়াদে দেওয়া অনুমতিপত্র কি পাট্টা অসিদ্ধ হইবার কথা।

১৩২। অনুমতিক্রমে হওয়া ভাটীহইতে যে সকল লোকেরা মদিরা স্থানান্তরে লইয়া যায় তাহারদিগকে ঐ মদিরার ষ্টিলহেড ডুটি অর্থাৎ যন্ত্রের মাসুল দেওয়াগিয়া থাকনবোধক সর্টিফিকট ঐ

ষ্টিলহেড ডুটি দেওয়াগিয়া থাকন বোধক সর্টিফিকট

মাসুল তহসীলের কার্য্যকারক কি কার্য্যকারকদিগের কি সে কিম্বা তাহারা যাহাকে কি যাহারদিগকে তদর্থে নিযুক্ত করিয়া রাখে তাহার কি তাহারদিগের দিতে হইবেক ও ঐ সর্টিফিকট দেওয়া যাওনের তারিখঅবধি কেবল এক বৎসরপর্য্যন্ত তাহা প্রবল থাকিবেক কিন্তু কোন সর্টিফিকটের দ্বারা রাখা কোন মদিরার মালিক আবকারী মহালের কার্য্যকারক সাহেবের নিকটে আরজী করিয়া ঐ সর্টিফিকটের লিখিত মদিরাই অমনি আছে ইহা হৃদ্বোধহওনের উপযুক্ত প্রমাণ দিতে পারিলে ঐ সর্টিফিকটের বদলে আর এক বৎসরের নিমিত্তে নূতন সর্টিফিকট পাইবেক এবং ঐ প্রকার সর্টিফিকট বৎসরং নূতন করা যাইতে পারিবেক ও ঐ সর্টিফিকট নূতন করণের সময়ে তাহার লিখিত মাসুলের মোটের উপর শতকরাং দুই টাকা করিয়া ফীস্ ঐ কার্য্যকারক সাহেবের নিকটে দিতে হইবেক ইতি।—১৮২৪ সা। ৭ আ। ১২ ধা। ১ প্র।

কালেকটর সাহেব কেবল এক বৎসরের কারণ দিবার কথা।

দরখাস্ত করিলে তাহার পরিবর্ত্তে আর এক বৎসর মিয়াদের নিমিত্তে অন্য সর্টিফিকট দেওয়া যাইবার কথা।

নূতন সর্টিফিকট লওনের নিমিত্তে ফীস দিতে হইবার কথা।

১৩৩। যদি মদিরা ক্রয়বিক্রয়ে বেপারি কোন জন এক সর্টিফিকটের লিখিত মদিরা ভিন্নং অংশ করিয়া চালাইতে চাহে তবে আবকারী মহালের কার্য্যকারকের নিকটে আসল সর্টিফিকট ফিরিয়া দিয়া ঐ সর্টিফিকটে লিখিত মদিরাই অমনি আছে ইহা হৃদ্বোধহওন যোগ্য প্রমাণ দিতে পারিলে তাহার যত অংশের নিমিত্তে ভিন্নং সর্টিফিকট চাহে তাহা পাইতে পারিবেক ও যে কার্য্যকারক ঐ সর্টিফিকট দেন তাঁহার নিকটে ঐ অংশের সর্টিফিকটের লিখিত মাসুলের মোটের উপর শতকরা ২ দুই টাকার হিসাবে ফীস দিতে হইবেক ইতি।—১৮২৪ সা। ৭ আ। ১২ ধা। ২ প্র।

মদিরার বেপারিরা এক সর্টিফিকটের লিখিত মদিরা অংশক্রমে চালান করিতে মনস্থ করিয়া আসল সর্টিফিকট ফিরিয়া দিলেও হৃদ্বোধজনক প্রমাণ দিলে যত অংশের নিমিত্তে চাহে তত অংশের নিমিত্ত সর্টিফিকট পাইবার কথা।

তাহা লওনের সময়ে ফীস দিতে হইবার কথা।

১৩ ধারা।

এইং বিধির উল্লঙ্ঘন বিষয়ে জানিয়া শুনিয়া সম্বাদ না দেওন বিষয়ক দণ্ড।

১৩৪। যেং কোতওয়াল ও পোলীসের দারোগা ও সৈন্যসম্বন্ধীয় বাজারের কোতওয়াল এবং ঐং স্থানের খবরগিরীকরণের পদ প্রাপ্ত এদেশীয় অন্য যেং কার্য্যকারক আপনং তাবে কোন স্থানে কি অন্য যে স্থানের লোকেরা তাহারদিগহইতে ভয় কি প্রত্যাশা রাখে তথায় অনুমতিপত্র বিনা কোন কি কোনং দোকান করিবার হুকুম দেয় কিম্বা করিবার সহায়তা করে কি করিলে তাহাতে অনুকূল থাকে কিম্বা কিছু না কহে তাহারা আপনং কর্ম্মচ্যুত হইবার যোগ্যহওনের অতিরিক্ত জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকটে ঐ অপরাধ প্রমাণ হইলে ৫০০ পাঁচং শত টাকার অধিক না হয় এমত জরীমানাদেওনের যোগ্য হইবেক ও ঐ জরীমানা না দিলে তাহার পরিবর্ত্তে ছয় মাসের অধিক না হয় এমত মিয়াদে কয়েদ থাকিবেক ইতি।—১৮২৪ সা। ৭ আ। ১৩ ধা। ২ প্র।

অনুমতিপত্র পাওনবিনা দোকানকরার সহায়তাকরণ এদেশীয় কোন কার্য্যকারকের প্রভৃতি প্রমাণ হইলে তাহারদিগের যে দণ্ড হইবেক তাহার কথা।

সম্বাদদেওনিয়ারা এদেশীয় কার্য্যকারকের অপরাধ প্রমাণ হইলে তাহার জরীমানার অর্দ্ধেক পাইবার কথা।

দ্বেষপ্রযুক্ত ঐ সম্বাদ দিয়া থাকিলে যে জরীমানা হইবেক তাহার কথা।

১৩৫। এদেশীয় কোন কার্য্যকারকের অপরাধ প্রমাণ যাহাতে হয় এমত সম্বাদ কোন জন দিলে ঐ অপরাধের অপরাধির স্থানে জরীমানার যত টাকা পাওয়া যায় তাহার অর্দ্ধেক ঐ সম্বাদদেওনিয়া পাইবেক কিন্তু অনুসন্ধানের দ্বারা যদি ইহা জানা যায় যে ঐ সম্বাদ কেবল দ্বেষ করিয়া কিম্বা ব্যামোহ দিবার নিমিত্তে অথবা অন্য কোন অসঙ্গত কারণপ্রযুক্ত দিয়াছে তবে যে কার্য্যকারক সাহেব ঐ মোকদ্দমার বিচার করেন্‌ তিনি আপন বিবেচনাপুর্ব্বক যাহা উপযুক্ত বোধ হয় ও কোন প্রকারে ৫০ পঞ্চাশ টাকার অধিক না হয় এমত জরীমানার কিম্বা ১৫ পনর দিনের অধিক না হয় এমত মিয়াদে ঐ অপরাধি জনকে কয়েদ রাখিবার হুকুম দিতে পারিবেন ইতি।—১৮২৪ সা। ৭ আ। ১৪ ধা।

ভূমির অধিকারী কি ইজারদারই ত্যাদিরা আপন ভূমির সীমার মধ্যে আইনবিরুদ্ধে মদিরাদি মাদক দ্রব্য প্রস্তুত কি বিক্রয় হইতে দেখিয়া শুনিয়া কিছু না কহন প্রমাণ হইলে যে জরীমানার যোগ্য হইবেক তাহার কথা।

১৩৬। যদি কোন ভূম্যধিকারী কি ইজারদার কিম্বা সাজাওল কি তহসীলদার কিম্বা ভূমির অন্য কর্ম্মকারী আপন ভূমির কি ইজারাদির ভূমির সীমার মধ্যে মদিরা কিম্বা তাড়ী কিম্বা অন্য মাদক দ্রব্য শুষ্ক হউক কি জলেতে কিম্বা অন্য দ্রবদ্রব্যেতে দ্রব করা হউক তাহা আইনবিরুদ্ধে প্রস্তুত কি বিক্রয়করণের হুকুম দেয় কি তাহা হইতেছে জানিয়া শুনিয়া কিছু না বলে তবে ভূমির মালগুজারীর কালেক্টর সাহেবের কি আবকারী মহালের কার্য্যকারক অন্য সাহেবের নিকটে তাহা প্রমাণ হইলে সেই জন ৫০০ পাঁচ শত টাকার অধিক না হয় এমত জরীমানা দিবার কি তাহা না দিলে তাহার পরিবর্ত্তে ছয় মাসের অধিক না হয় এমত মিয়াদে কয়েদখানের যোগ্য হইবেক ইতি।—১৮২৪ সা। ৭ আ। ১৬ ধা। ২ প্র।

উপরের প্রকরণের উক্ত বিষয়ের মোকদ্দমা কালেক্টর সাহেবের বিচার্য্য হইবার এবং চলিত আইনের হুকুমানুসারে তাহার বিচার করা যাইবার কথা।

তাহাতে গ্রেফ্তারীর পরওয়ানা না দিবার বিশেষ হুকুম।

১৩৭। এই প্রকরণক্রমে জানান যাইতেছে যে চলিত আইনেতে বিপরীত কোন কথা থাকিলেও উপরের প্রকরণের লিখিতমত মোকদ্দমাসকল কেবল ভূমির মালগুজারীর কালেক্টর কি আবকারী মহালের কার্য্যকারক অন্য সাহেবের বিচার্য্য হইবেক এবং ইঙ্গরেজী ১৮১৩ সালের ১০ আইনের ২২ ধারানুসারে তাহার বিচার করা যাইবেক ও আরো হুকুম করা যাইতেছে যে কালেক্টর সাহেব কি পূর্ব্বোক্ত অন্য কার্য্যকারক সাহেব ঐ অপরাধের অপবাদগ্রস্ত লোককে গ্রেফ্তার করিবার পরওয়ানা দিবেন না কিন্তু ইঙ্গরেজী ১৮১৬ সালের ১৩ আইনের ৮৪ ধারাতে ঐ ধারার হুকুমের ব্যতিক্রমে কার্য্যকরণের অপবাদগ্রস্ত লোকদিগের বিষয়ে যেমত লেখা গিয়াছে সেই মতে কার্য্য করিবেন ইতি।—১৮২৪ সা। ৭ আ। ১৬ ধা। ৩ প্র।

ঐ বিষয়েতে যে২ প্রকার করিতে হইবেক তাহার অন্য বিশেষ হুকুম।

১৩৮। আরো হুকুম করা যাইতেছে যে ইঙ্গরেজী ১৮১৬ সালের ১৩ আইনের ৮১ ও ৮২ ও ৮৫ ও ৮৬ ও ৮৭ ও ৮৮ ও ৮৯ ও ৯০ ধারার লিখিত হুকুম ও নিয়ম কালেক্টর সাহেবের কি আবকারী মহালের কার্য্যকারক অন্য সাহেবের নিকটে যাহারদিগের

উপর এই আইনের কিম্বা ইঙ্গরেজী ১৮১৩ সালের ১০ আইনের লিখিত জরীমানারযোগ্য কোন কর্ম্মকরণের অপবাদ হয় তাহারদিগেরপ্রতি খাটিবেক ইতি।—১৮২৪ সা। ৭ আ। ১৬ ধা। ৪ প্র।

১৪ ধারা।

চোরা শরাব আটককরণবিষয়ক বিধান।

কোন২ সরহদ্দের মধ্যে আইনবিরুদ্ধে রাখা মদিরা ও আফীনইত্যাদি ধরিতে সরকারের কার্য্যকারকদিগকে এবং অন্য কোন জনেরদিগকে হুকুমদিতে শ্রীযুতের হজুর কৌন্সেলেতে ক্ষমতা থাকিবার কথা।

১৩৯। ইঙ্গরেজী ১৮১৬ সালের ১৩ আইনের ৪১ ধারার লিখিত হুকুম শুধরণের নিমিত্তে এই প্রকরণেতে ইহা নির্দ্দিষ্ট করা যাইতেছে যে শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে যেং সরহদ্দের মধ্যে সময়েং যেমন আবশ্যক কি উপযুক্ত বুঝেন সেইমত ঐং সরহদ্দের মধ্যে আইনবিরুদ্ধে রাখা মদিরা ও আফীন ও অন্য মাদক দ্রব্য ধরিতে ও আটক করিতে সরকারের ঐ কার্য্যকারকদিগকে কিম্বা অন্য কোন জনেরদিগকে হুকুম দিতে পারিবেন ইতি।—১৮২৪ সা। ৭ আ। ১৭ ধা। ১ প্র।

তাহা হইলে যে প্রকার কার্য্য করিতে হইবে তাহার কথা।

১৪০। সামান্য আইনানুসারে দ্রব্য আটক করিবার ক্ষমতা না পাওয়া কোন জন উপরের লিখিত হুকুমানুসারে বিশেষরূপে দ্রব্য আটক করিবার ক্ষমতা পাইলে ঐ কর্ম্মে তাহার নিযুক্তহওনের কথা আবকারী মহালের কার্য্যকারকের এবং যে সরহদ্দের মধ্যে ঐ দেওয়া ক্ষমতার কার্য্য করিতে হইবেক তথাকার শহর কি জিলার আদালতের কাছারীতে ইশতিহার দিয়া প্রচার করা যাইবেক ইতি ১৮২৪ সা। ৭ আ। ১৭ ধা। ২ প্র।

১৫ ধারা।

শরাবের বাকী মামুলের আদায়করণের রীতি।

শরাব ও তাড়ী আদি প্রস্তুত কি বিক্রয়করণিয়াদিগের স্থানে বাকী টাকা উসুলকরণের কারণ কালেক্টর সাহেবদিগের যেমত আচরণ করা আবশ্যক তাহার কথা।

১৪১। সংপ্রতি কালেক্টর সাহেবদিগের প্রতি ইঙ্গরেজী ১৮১৩ সালের ১০ আইনের লিখিত দাঁড়ার অতিরিক্ত এমত হুকুম হইল যে শরাব ও তাড়ী ও পচুই কিম্বা অন্যং মাদকসামগ্রী প্রস্তুত কি বিক্রয়করণিয়া কোন ব্যক্তির স্থানে যদি মামুলের টাকা বাকী পড়ে তবে ঐ সাহেবেরা বোর্ড রেবিনিউ ও বোর্ড কমিস্যনরের হুকুমের তাবে সুবেজাতের মধ্যে মালগুজারীর বাকী টাকা উসুলকরণের অর্থে ভূমির ইজারদারদিগের ও তাহারদিগের মালজামিনদিগের বিষয়ে যেমত উপায় ও আচরণ করিয়া থাকেন কি উত্তরকালে করিবেন উপরের লিখিত বাকীদারদিগের ও তাহারদিগের মালজামিনদিগের বিষয়ে বাকী টাকা উসুলকরণের কারণ সেইমত আচরণ করিবেন ইতি।—১৮১৪ সা। ১৭ আ। ২ ধা।

১৬ ধারা।

আবকারীর টাকা বাকি পড়িলে তাহার নিমিত্তে মাল ক্রোককর ণেতে পোলীসের আমলা যে সাহায্য করিবে তাহা।

দারোগারা শরাবআদি কি অন্যং মাদক দুব্য বিক্রয় কি প্রস্তুতকরণিয়ারা সরকারের বাকি পাড়িলে তাহারদিগের মালআমওয়াল ক্রোককরণেতে কালেক্টর সাহেবের কার্য্যকারকের সহায়তা করিবার কথা।

১৪২। যদি তাড়ী ও পচুই ইত্যাদি পেয় মাদক দুব্য কিম্বা আফীন ইত্যাদি অন্যং মাদক দুব্য প্রস্তুত ও বিক্রয়কর ণিয়া কোন ব্যক্তি সরকারের বাকীদার হয় ও কালেক্টর সাহেবের তাবে যে কোন কার্য্যকারক বাকী উমুল করিবার নিমিত্তে মাল আমওয়াল ক্রোককরণের ক্ষমতা রাখে তাহার সহিত কালেক্টর সাহেবের হুকুমনামা জারী করণের সময়ে বরাবরী করে তবে ইহা পোলীসের দারোগার নিকটে হলফের দ্বারা প্রমাণ হইলে পোলীসের দারোগার তরফহইতে ক্রোকীর বিষয়ে কালেক্টর সাহেবের ঐ কার্য্য কারকের সহায়তা হইবেক ও ভূমির মালগুজারীর বাকীদার লোকের বাটীর ভিতর যাওনের ও মাল আমওয়াল তালাশকরণের ও তাহা ক্রোককরণের বিষয়ে এই আইনেতে নির্দ্দিষ্ট হওয়া যেং হুকুম এপ্রকারে খাটিতে পারে তাহা সম্পর্ক রাখিবেক ইতি।—১৮১৭ সা। ২০ আ। ২৮ ধা। ১ প্র।

দারোগারা মতনের লিখিত বিষয়েতে আবকারীর কার্য্যকারক দিগের সহায়তা করিবার কথা।

১৪৩। পোলীসের দারোগাদিগের আবশ্যক যে অসঙ্গতরূপে বানান ভাটী কি শরাব ব্যক্ত হইবার নিমিত্তে কালেক্টর সাহেবের মোহর ও দস্তখতে খানাতালাশীর বাবৎ যে সকল পরওয়ানা হয় তাহা জারীকরণের বিষয়ে ইঙ্গরেজী ১৮১৩ সালের ১০ আইনের ২৪ ধারামতে আবকারী মহালের কার্য্যকারকদিগের সহায়তা করে ইতি।—১৮১৭ সা। ২০ আ। ২৮ ধা। ২ প্র।

যেং প্রকারেতে কালেক্টর সাহেবের কার্য্যকারক দিগের কি পোলীসের আমলাদিগের বিশিষ্ট লোকের অন্দরের মধ্যে যাইতে ক্ষমতা থাকিবেক না তাহার কথা।

১৪৪। উপরের প্রকরণের উক্ত আইনের অনুসারে এমত হুকুম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে যে খানাতালাশী কেবল দিবসে এতাবতা সূর্য্য উদয় ও অস্ত হওনের মধ্যে ও যে ঘরবাটী তালাশী করিতে হয় তাহা যে গ্রামে থাকে সেই গ্রামের দুই তিন জন মাতবর লোকের সাক্ষাৎ করা যাইবেক এই প্রকরণের অনুসারে অন্য হুকুম নির্দ্দিষ্ট হইল যে কালেক্টর সাহেবের কার্য্যকারক লোকেরা কি পোলীসের আমলা লোক ঐ সকল পরওয়ানা লিখিত হুকুম জারী করিবার নিমিত্তে বিশিষ্ট ও সম্ভ্রান্ত লোকদিগের কাহারু অন্দরের মধ্যে কিম্বা যাহারা ঐ সকল লোকের ন্যায় হয় ও তাহারদিগের স্ত্রীলোকেরা প্রায় আবশ্যকব্যতিরেকে বাহির হয় না তাহারদিগের অন্দরের ভিতরে যাইতে পারিবেক না ইতি।—১৮১৭ সা। ২০ আ। ২৮ ধা। ৩ প্র।

শরাবআদি বিক্রয়করণিয়ারা যেং হুকুমমত কার্য্য করিবেক তাহার কথা।

১৪৫। যাহারা শরাব কি অন্যং মাদক দুব্য বিক্রয় করিবার পাট্টা পাইয়া থাকে পাট্টার লিখিত নিয়মের মতে তাহারদিগের আবশ্যক যে ডাকাইত কি চোর কিম্বা অন্য দুষ্ট লোকদিগকে আপনারদিগের নিকটে থাকিতে না দেয় এবং শরাবইত্যাদি মাদকদুব্যের বদলে

পোশাকী কাপড় কি অন্য কোন দ্রব্য না লয় ও আপনারদিগের দোকান সূর্য্য উদয় হওনের পূর্ব্বে না খোলে ও অস্তহওনের পরে খোলা না রাখে ও রাত্রিতে কোন জনকে আপনারদিগের দোকানে থাকিতে না দেয় বরং সর্ব্ব প্রকারে তাহারদিগের আবশ্যক যে যদি মন্দপ্রকরণের কোন লোক তাহারদিগের দোকানে যাতায়াত করিতে থাকে তবে তৎক্ষণাৎ তাহার সমাচার মাজিষ্ট্রেট্ সাহেবের হুজুরে কি অতি নিকটে পোলীসের যে দারোগা থাকে তাহার নিকটে দেয় ইতি।—১৮১৭ সা। ২০ আ। ২৮ ধা। ৪ প্র।

১৪৬। পোলীসের দারোগাদিগের আবশ্যক যে যদি শরাব কি অন্যং মাদক দ্রব্য বিক্রয়করণিয়া কোন ব্যক্তি উপরের প্রস্তাবিত নিয়মের অন্য মত করে তবে তাহার সমাচার মাজিষ্ট্রেট্ সাহেবের হুজুরে দিতে থাকে এবং তাহারদিগের কর্ত্তব্য যে যদি কোন পাট্টা দার শরাবআদি বিক্রয়করণিয়া ব্যক্তি তাহারদিগের তজবীজ করিতে পারিবার মত কোন অপরাধের কর্ম্ম করে তবে চলিত যে সকল হুকুম সেই অপরাধের সহিত সম্পর্ক রাখে সেই সকল হুকুমমতে তাহার প্রতি আচরণ করে ইতি।— ১৮১৭ সা। ২০ আ। ২৮ ধা। ৫ প্র।

শরাবআদি বিক্রয়করণিয়া কোন ব্যক্তি ঐ সকল নিয়মের অন্য মত করিলে দারোগা তাহার প্রতি যাহা করিবেক তাহার কথা।

২৮ অধ্যায়।

ষ্টাম্প।

১ ধারা।

কলিকাতা শহরে ইষ্টাম্প মামুল স্থাপন করণার্থ বিধি।

হেতুবাদ।

১। যেহেতুক এই রাজধানীর তাবে দেশসকলেতে অনেক কাল বধি ইষ্টাম্পকাগজদ্বারা মামুল উৎপন্ন হইতেছে এবং পৃথক২ ইষ্টাম্পকাগজের বিশেষ২ মূল্যনিরূপণ করা গিয়াছে ও ঐ মূল্য লোকদিগের নিকটহইতে লওয়া যাইতেছে এবং যেহেতুক ঐ মাসুলের দ্বারা রাজস্ববৃদ্ধির নিমিত্তে ও অন্য২ হেতুপ্রযুক্ত ঐ মত মামুল কলিকাতা শহরেতে লওয়া যাইবার নিমিত্তে নিরূপণ করা উপযুক্ত বোধ হইল অতএব শ্রীযুত বৈস প্রসীডেণ্ট সাহেব বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে মহারাজাধিরাজ শ্রীল শ্রী তৃতীয় জর্জের অধিকারের ৫৩ সালের আকৃটপার্লিমেণ্টের ১৫৫ বাবের ৯৮ ও ৯৯ ধারার লিখিত হুকুম দ্বারা এবং হিন্দুস্থানে বাণিজ্যব্যবসায়কারি ইঙ্গরেজ কোম্পানি বাহাদুরের কর্ম্মকর্ত্তা সাহেবদিগের সভার অনুমতিক্রমে এবং হিন্দুস্থানের কর্ম্মনির্ব্বাহার্থে নিযুক্ত বোর্ড কমিস্যনর সাহেবদিগের সম্মতিতে আপনাতে অর্পণহওয়া ক্ষমতাক্রমে নীচের লিখিতব্য হুকুম সকল নির্দ্দিষ্ট করিলেন এবং আগামি মাই মাসের ১ পহিলা তারিখহইতে ঐ সকল হুকুম কলিকাতা শহরেতে প্রবল হইবেক ইতি —১৮২৬ সা। ১২ আ। ১ ধা।

কলিকাতা শহরেতে ইষ্টাম্পকাগজ চালাইবার কথা।

২। কলিকাতা শহরেতে যে সকল প্রতিজ্ঞাপত্র ও নিদর্শনপত্র ও লেখাপড়া হইবেক তাহার বিষয়ে নীচের লিখিতব্য তফসীলের উক্ত হারে এই আইনের হেতুবাদের লিখিত তারিখঅবধি ইষ্টাম্পকাগজ দ্বারা নিরূপিত মামুল লওয়া যাইবেক এবং ঐ তফসীলেতে যাহা বর্জ্জনের কথা লেখা যায় তাহাব্যতিরিক্ত তাহাতে বিশেষ করিয়া লেখা কোন প্রকার প্রতিজ্ঞাপত্র কি নিদর্শনপত্র কি লেখাপড়া এই আইনের হুকুমানুসারে উপযুক্ত ইষ্টাম্পছাপা না করা কোন বেলম কি পার্চমেণ্ট কি কাগজ কি তালপত্র কি অন্য কোন বস্তুর উপর লেখা কি ছাপা করা যাইবেক না ইতি।—১৮২৬ সা। ১২ আ। ২ ধা।

ইষ্টাম্পের মাসুল তহসীলের কার্য্য

৩। এই আইনের লিখনক্রমে কলিকাতা শহরেতে যে মাসুলের নিরূপণ ও উৎপাদন ও গ্রহণকরণার্থে হুকুম আছে তৎসম্পর্কীয় কার্য্য

নির্ব্বাহের কর্ত্তৃত্বভার কলিকাতা রাজধানী স্থিত বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের কিম্বা শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুর হুজুর কৌন্সেলহইতে সময়েং তদর্থে অন্য যে কমিস্যনর সাহেব কি সাহেবদিগকে নিযুক্ত করেন্ তাঁহারদিগের প্রতি অর্পণ হইবেক এবং গবর্ণমেণ্ট গাজেটে ঐ কমিস্যনর সাহেব কি সাহেবদিগের নিয়োগের সমাচার দেওয়া গেলে এই আইনের কি ইহার পরে এ বিষয়ে যে কোন আইন নির্দ্দিষ্ট হইবেক তাহার লিখনদ্বারা ইষ্টাম্পকাগজের বিষয়ে বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগকে যে সকল ক্ষমতা অর্পণ হইয়াছে কি হইবেক ঐ কমিস্যনর সাহেব কি সাহেবেরা সেই ক্ষমতা বিশিষ্ট হইবেন ইতি।—১৮২৬ সা। ১২ আ। ৩ ধা।

বোর্ড রেবিনিউ কি সরকারহইতে নিযুক্তহওয়া কমিস্যনর সাহেব কি সাহেবদিগের অধীন হইবার কথা।

৪। এই আইনের লিখিত সকল প্রকার ইষ্টাম্পকাগজআদি প্রস্তুত করা ও রাখা যাইবার নিমিত্তে কলিকাতা শহরের মধ্যে শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুর যে স্থান উপযুক্ত বোধ করেন্ সেই স্থানে ইষ্টাম্পআফিস করা যাইবেক এবং তাহার কর্ম্মনির্ব্বাহ কলিকাতার ইষ্টাম্পের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট নামেতে খ্যাত এক সাহেবের অধীন হইবেক এবং এই আইনের সম্পর্কীয় সকল কর্ম্মনির্ব্বাহের বিষয়ে ঐ সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের তাবে হইবেন ও যে সকল ইষ্টাম্পকাগজআদি সরকারী কার্য্যকারকদিগের দ্বারা ছাপা ও প্রস্তুত করা যায় এবং তাহার মধ্যহইতে যে সকল ইষ্টাম্পকাগআদি বাহিরে যায় এবং প্রত্যেক প্রকারের যত ইষ্টাম্পযুক্তকাগজ কি বেলম কি পার্চমেণ্ট ঐ আফিসে মৌজুদ থাকে তাহার প্রকৃত হিসাব ঐ সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টসাহেব রাখিবেন এবং বোর্ড রেবিনিউর সাহেবেরা যে সকল রিপোর্ট ও বেওরা তলব করেন্ তাহা ঐ সাহেব প্রস্তুত করিয়া ঐ বোর্ডের সাহেবদিগের নিকট পাঠাইবেন ইতি।—১৮২৬ সা। ১২ আ। ৪ ধা।

ইষ্টাম্পের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের অধীন ইষ্টাম্প আফিস করা যাইবার কথা।

সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের কর্ত্তব্য কর্ম্মের কথা।

৫। যে কোন বেলম কি পার্চমেণ্ট কি কাগজ কি অন্য দ্রব্যেতে ইষ্টাম্পের মামুল নামে যত মূল্য লওয়া যাইবেক কি উক্ত হইয়াছে ঐ প্রত্যেক কাগজআদির উপর ইঙ্গরেজী ও ফারসী ও বাঙ্গলা অক্ষরে ঐ মূল্যের সংখ্যাযুক্ত দুই ইষ্টাম্প ছাপা করা যাইবেক ও তাহার এক ইষ্টাম্প ইষ্টাম্পআফিসেতে ছাপা যাইবেক ও ঐ ইষ্টাম্পেতে তাহার মূল্যবোধক শব্দের অতিরিক্ত ইষ্টাম্প আফিস এই কথা ইঙ্গরেজী অক্ষরেতে এবং বোর্ড রেবিনিউর সাহেবেরা অন্য যে কোন চিহ্নাদি ছাপাকরণের হুকুম দেওয়া উপযুক্ত বুঝেন্ তাহাও যুক্ত থাকিবেক ও দ্বিতীয় ইষ্টাম্প তদনুরূপ হইবেক ও ঐ দ্বিতীয় ইষ্টাম্প জেনরল ত্রেজরিতে ছাপা করা যাইবেক ও সে দ্বিতীয় ইষ্টাম্পে মূল্যের সংখ্যাবোধক শব্দের অতিরিক্ত জেনরল ত্রেজরি এই কথা যুক্ত থাকিবেক ও এই আইনানুসারে যেং কার্য্যের নিমিত্তে ইষ্টাম্পযুক্ত কাগজআদির আবশ্যক হয় তাহাতে উপরের লিখিত দুই ইষ্টাম্পযুক্ত এবং ইহার পরের লিখানানুসারে বিক্রয়াদিকারক কি

যে প্রকারে ও যে খানে ইষ্টাম্পছাপা করা যাইবেক তাহার কথা।

অনুমতিপ্রাপ্ত অন্য কোন লোকের দস্তখৎযুক্তব্যতিরেকে তদর্থে কোন্ ইষ্টাম্পযুক্ত কাগজআদি কার্য্যে আসিবেক না ইতি।—১৮২৬ সা। ১২ আ। ৫ ধা। ১ প্র।

বোর্ড রেবিনিউর সাহেবেরা ইষ্টাম্পের মুদ্রা প্রস্তুত করাইবার কথা।

৬। বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের কিম্বা ঐ সাহেবদিগের ক্ষমতাপন্ন অন্য সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে এই আইনের নীচের তফসীলে বিশেষ করিয়া লিখিত নানা মূল্যবোধক অঙ্কেতে অঙ্কিত মুদ্রা প্রস্তুত করান্ এবং বোর্ড রেবিনিউর সাহেবলোকের কিম্বা তৎক্ষমতাপন্ন অন্য সাহেবদিগের ক্ষমতা আছে যে কোন এক ফর্দ্দ বেলম কি পার্চমেণ্ট কি কাগজ কি অন্য দ্রব্যের উপর তাহার মূল্যজ্ঞাপনার্থে দুই কি ততোধিক ইষ্টাম্প ছাপাকরা উপযুক্ত বুঝিলে তাহা করাই তে পারিবেন কিন্তু আবশ্যক যে ইষ্টাম্পের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের আফিসে কিম্বা তৎকর্ম্মার্থে নিরূপিত অন্য স্থানে ছাপা করা ইষ্টাম্প জেনরল ত্রেজরিতে ছাপাকরা তাহার প্রতিরূপ ইষ্টাম্পের সহিত নম্বরে ও মূল্যেতে মিলে এবং ইষ্টাম্পের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টসাহেবের আফিসে কিম্বা পূর্ব্বোক্ত অন্য স্থানে ব্যবহার্য্য সকল ইষ্টাম্পের মুদ্রাতে মূল্যবোধক কথার অতিরিক্ত ইষ্টাম্প আফিস এইবাক্য ও জেনরল ত্রেজরিতে থাকিবার তাহার প্রতিরূপ মুদ্রাতে জেনরল ত্রেজরি এই কথা খোদা যাইবেক ইতি।—১৮২৬ সা। ১২ আ। ৫ ধা। ২ প্র।

বোর্ড রেবিনিউর সাহেবেরা সময়েং ইষ্টাম্পের মুদ্রার প্রকারান্তর করাইবার কথা।

৭। বোর্ড রেবিনিউর সাহেবলোকের কি তৎক্ষমতাপন্ন অন্য সাহেবদিগের ক্ষমতা আছে যে কোন সময়ে ঐ ইষ্টাম্পের মুদ্রার প্রকারান্তর করেন্ এবং তাহার পরিমাণ ও আকৃতি ও প্রকার ও তাহাতে অঙ্কিত করিবার বাক্য আপনারদিগের বিবেচনানুসারে নিরূপণ করেন্ কিন্তু আবশ্যক যে ইষ্টাম্প আফিসে ব্যবহার করা যাইবার মুদ্রাসকলেতে স্পষ্ট ও সুপঠনীয় অক্ষরেতে তদর্থে পূর্ব্বোক্ত প্রকরণের লিখিত কথা খোদা যায় এবং জেনরল ত্রেজরিতে ব্যবহার্য্য প্রতিমুদ্রাসকলেতেও তদর্থে নিরূপণ করা বাক্য ঐ রূপ অক্ষরেতে খোদা যায় ও ইহাও আবশ্যক যে বোর্ড রেবিনিউর সাহেবলোক কিম্বা পূর্ব্বোক্ত তৎক্ষমতাপন্ন অন্য সাহেবেরা এই আইনের লিখনক্রমে আপনারদিগেতে অর্পণহওয়া ক্ষমতাচরণেতে শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর সময়েং যেং হুকুম করেন্ তদনুসারে রাজস্বের বিষয়ে পূর্ব্বে পূর্ব্বে হওয়া হুকুমমতাচরণের মতে কার্য্য করেন্ ইতি।—১৮২৬ সা। ১২ আ। ৫ ধা। ৩ প্র।

কলিকাতার মধ্যে ইষ্টাম্পের মাসুলের কালেক্টর নিযুক্ত করণের প্রকারের কথা।

৮। শ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুরের সরকারের চিহ্নিত চাকর সাহেবদিগের মধ্যহইতে এক সাহেবকে শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলহইতে কলিকাতা শহরের ইষ্টাম্পের মাসুলের কালেক্টরী কার্য্যেতে নিযুক্ত করিবেন ও ঐ কর্ম্মকারি সাহেব ইষ্টাম্পকাগজইত্যাদি বিক্রয়াদি করিবেন ও ঐ সাহেব ইষ্টাম্পযুক্ত যত বেলম কি পার্চমেণ্ট কি কাগজআদি বিক্রয়াদির নিমিত্তে পান্

সরকারেতে তাহার মূল্যের দায়ী হইবেন ও কলিকাতার ইষ্টাম্পের মামুলের কালেক্টর ঐ সাহেব শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হুজুর কৌন্সেলেতে যত বেতন কি অন্য পরিবর্ত্ত নিরূপণ করেন্ তাহাই পাইবেন ও ঐ সাহেব ঐ মামুল তহসীলের সম্পর্কীয় সকল বিষয়েতে বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের হুকুমের অধীন হইবেন এবং ঐ বোর্ডের সাহেবেরা যে প্রকার হিসাব যেরূপে প্রস্তুত করিতে হুকুম করেন সেই প্রকার হিসাব সেই রূপে প্রস্তুত করিবেন ইতি।—১৮২৬ সা ১২ আ। ৬ ধা। ১ প্র।

ঐ কালেক্টর সাহেব বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের হুকুমের অধীন হইবার কথা।

৯। কলিকাতার ইষ্টাম্পের মামুলের কালেক্টর সাহেব ইষ্টাম্প আফিসের বাটীর মধ্যে কিম্বা তাহার যত নিকটে হইতে পারে এমত অন্য কোন বাটীতে আপন আফিস করিবেন ও ঐ সাহেব ইষ্টাম্পের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের নিকটে যত ইষ্টাম্পকাগজআদির নিমিত্তে লিখেন সর্ব্বদা ততই পাইবেন ও তাহার দোহার রসীদ ঐ সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবকে দিবেন ইতি।—১৮২৬ সা। ১২ আ। ৬ ধা। ২ প্র।

ঐ কালেক্টর সাহেবের আফিস যে খানে করা যাইবেক তাহার কথা।

১০। ইষ্টাম্পের মামুলের কালেক্টর সাহেবের বিশেষরূপে ইহা কর্ত্তব্য যে কলিকাতা শহরের মধ্যগত নানা স্থাননিবাসি লোকদিগকে সরকারের তরফহইতে ইষ্টাম্পকাগজআদি বিক্রয়াদি করিবার কার্য্যের নিমিত্তে ঠাহরাইবেন ও সামান্যতঃ ঐ বিক্রয়কারিরা ঐ কালেক্টর সাহেবের লিখনমতে বোর্ড রেবিনিউর সাহেবলোকের হুকুমে নিযুক্ত ও কর্ম্মচ্যুত হইবেক কিন্তু উপরের লিখিত কোন কথার তাৎপর্য্য এমত নহে যে তাহাতে বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের কিম্বা শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে রাজস্বের কর্ম্মসম্পর্কীয় অধীন কার্য্যকারক সাহেবদিগের প্রতি সামান্য যে মত ক্ষমতাচরণ তাঁহারা করেন্ তদনুরূপে ঐ কালেক্টর সাহেবের লিখনব্যতিরেকে বিক্রয়াদির অনুমতিপত্র দিবার হুকুম দেওয়া উপযুক্ত বোধ করিলে তাহা দেওনের বাধা হইবেক ইতি।—১৮২৬ সা। ১২ আ। ৬ ধা। ৩ প্র।

ইষ্টাম্পকাগজআদি বিক্রয়াদিকারকদিগের নিযুক্তের মতের কথা।

১১। প্রত্যেক বিক্রয়াদিকারক কালেক্টর সাহেবের মোহর ও দস্তখতে এক২ অনুমতিপত্র পাইবেক এবং যে বিক্রয়াদিকারক যখন নিযুক্ত হয় কিম্বা তাহার ঐ অনুমতিপত্র ফিরিয়া লওয়া যায় কি তাহার কর্ম্মত্যাগকরণ কি মরণাদির দ্বারা তাহার ঐ কার্য্যের ক্ষমতানিবৃত্তি হয় তখন তাহার কথা সকল লোককে জানাইবার কারণ গবর্ণমেণ্ট গাজেটে ছাপান যাইবেক ইতি।—১৮২৬ সা। ১২ আ। ৬ ধা। ৪ প্র।

বিক্রয়াদি কারকদিগের অনুমতিপত্র পাইবার কথা।

১২। উপরের প্রকরণের লিখনানুসারে অনুমতিপত্র পাওনব্যতিরেকে কোন জন বোর্ড রেবিনিউর সাহেবেরদের দ্বারা বিশেষ কোন হুকুম না পাইলে ইষ্টাম্পযুক্ত কোন বেলম কি পার্চমেণ্ট কি কাগজ

অনুমতিপত্র পাওন বিনা কিম্বা বোর্ড রেবিনিউর সা

হেবদিগের বিশেষ হুকুম পাওনব্যতিরেকে ইষ্টাম্পকাগজআদি বিক্রয় করিতে না পারিবার কথা।

এই হুকুমের অন্যমত করণের দণ্ডের কথা।

ইষ্টাম্পকাগজআদি ক্রয়কারি জন তাহা হস্তান্তর করিতে পারিবার কথা।

যেং নিয়মে পারিবেক তাহার কথা।

ইষ্টাম্পে ছাপা মূল্যের কমে বিক্রয় কি ক্রয় করণের দণ্ডের কথা।

কি অন্য বস্তু বিক্রয়াদি করিবার ক্ষমতা রাখিবেক না ও যদি কোন জন তাহা করণের অপরাধ করে তবে তাহার প্রথমাপরাধপ্রযুক্ত ৫০০৲ পাঁচ শত টাকা এবং দ্বিতীয়বার কি তাহার পরে যতবার এমত অপরাধ করে তাহার প্রত্যেক বারেতে একং হাজার টাকা করিয়া দণ্ডেতে দণ্ডনীয় হইবেক কিন্তু এই প্রকরণের লিখিত কোন কথার তাৎপর্য্য এমত নহে যে তাহাতে কোন জন সরকারের অনুমতিপত্রপ্রাপ্ত কোন বিক্রয়াদিকারকের স্থানে উপযুক্তরূপে তাহা ক্রয় করিয়া কিম্বা ইহার পরের লিখিত মত অন্য কোন প্রকারে ইষ্টাম্প আফিসহইতে পাইয়া তাহার ইষ্টাম্পের অঙ্কিত মূল্যের তুল্য মূল্যে অন্য লোককে দিতে পারিবার বাধা জন্মিবেক ও আবশ্যক যে যে জন ইষ্টাম্পকাগজআদি এই রূপে অন্য জনকে দেয় তাহার কর্ত্তব্য যে এক কি ততোধিক মাতবর লোকের সমক্ষে তাহাতে আপন দস্তখৎ করিয়া দেয় এবং যে জন ইষ্টাম্পকাগজআদি এইরূপে অন্যেরে দেয় ঐ ইষ্টাম্পকাগজআদি পূর্ব্বোক্তমতে ক্রয়করা যাওনের প্রমাণ দিবার দায় সেই জনের প্রতি থাকিবেক ও ইহাও নির্দ্দিষ্ট হইল যে যদি কোন জন সরকারের ইষ্টাম্পযুক্ত কিম্বা সরকারের ইষ্টাম্পবোধক ইষ্টাম্পযুক্ত কোন কাগজ কি অন্য দ্রব্য তাহার ইষ্টাম্পে অঙ্কিত মূল্যের কম মূল্যেতে ক্রয় কি বিক্রয় করে তবে ঐ ক্রয় কি বিক্রয় করা প্রতিফর্দ্দের নিমিত্তে ৫০ পঞ্চাশ টাকা করিয়া দণ্ড সেই জনের দিতে হইবেক ইতি।—১৮২৬ সা। ১২ আ। ৬ ধা। ৫ প্র।

উত্তর কালের কার্য্যের নিমিত্তে যে লোকেরদের ইষ্টাম্পকাগজ আদির আবশ্যক হয় তাহারা তাহা পাইবার মতের কথা।

১৩। যে মহাজনেরা এবং অন্য জনেরা আপনারদিগের যেং বিষয়ের নিদর্শনপত্রাদি সরকারী ইষ্টাম্পযুক্ত কাগজইত্যাদিতে লেখা যাইবার আবশ্যক হয় তাহার নিমিত্তে আপনারদিগের নিকটে নানা প্রকার ইষ্টাম্প ছাপাহওয়া কাগজ কি পার্চমেণ্টইত্যাদি সর্ব্বদা রাখিতে চাহে তাহারদিগের কর্ম্ম নির্ব্বিঘ্নে চলিবার নিমিত্তে এই প্রকরণেতে হুকুম করা যাইতেছে যে যে কোন জন যত ইষ্টাম্পযুক্ত কাগজ কি অন্য বস্তু লইতে ইচ্ছা করে সেই জন ইষ্টাম্পের কালেক্টর সাহেবের নিকটে দরখাস্ত করিলে ও যেং ইষ্টাম্পকাগজআদি লইতে চাহে তাহার মূল্য ঐ সাহেবের খাজানাদফ্তরে দাখিল হইলে ঐ দাখিলকরা টাকার সংখ্যা ও বাঞ্ছিত ইষ্টাম্পকাগজআদির সংখ্যা ও তাহার জ্ঞাপক এক সর্টিফিকট্ পূর্ব্বোক্ত ঐ কালেক্টর সাহেবের নিকটহইতে পাইবেক ও ঐ সর্টিফিকট্ ও যত আবশ্যক তত সাদা কাগজ কি পার্চমেণ্ট কি অন্য বস্তু ইষ্টাম্পের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টসাহেবের নিকটে দিলে ঐ সাহেব তৎক্ষণে ঐ কাগজআদির উপর ঐ সর্টিফিকটে লিখিত মূল্যজ্ঞাপক ইষ্টাম্প ছাপা করিবার হুকুম দিবেন এবং জেনরল ত্রেজরিতে তাহার উপযুক্ত প্রতিমুদ্রা ছাপা করা যাইবার নিমিত্তে ঐ কাগজ কি পার্চমেণ্ট কি অন্য দ্রব্য পাঠাইবেন কিন্তু ইহাও জানান যাইতেছে যে যে কোন জন যেং ইষ্টাম্পের নিমিত্তে টাকা দিতে উদ্যত হয় ঐং ইষ্টাম্পের মূল্য যদি মোটে এক শত টাকার কম হয় এবং যে কাগজ কি বেলম কি অন্য দ্রব্যের উপর

ইষ্টাম্প ছাপা করাইতে ইচ্ছা করে তাহা যদি ২০ কুড়িখানের কম হয় তবে তাহার নিমিত্তে কোন জন কালেক্টর সাহেবের নিকটে সর্টিফিকট পাইবার দরখাস্ত করিতে পারিবেক না ইতি।—১৮২৬ সা। ১২ আ। ৭ ধা। ১ প্র।

কালেক্টরের নিকটে মূল্য দাখিল হওনের রসীদ না পাইলে সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট সাহেব ইষ্টাম্প ছাপা করিবার হুকুম না দিবার কথা।

১৪। কোন ব্যক্তির কারণ ইষ্টাম্প ছাপা করাইবার নিমিত্তে যে কোন কাগজ কি বেলম কি পার্চমেণ্ট উপস্থিত হয় তাহাতে যে যে ইষ্টাম্প ছাপা করাইতে হইবেক তাহার মূল্য সমুদয় ঐ কালেক্টর সাহেবের নিকটে দাখিলহওনের রসীদ ঐ কালেক্টর সাহেবের দস্তখৎযুক্ত সঙ্গে থাকনব্যতিরেকে কিম্বা এই আইনানুসারে বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগকে অর্পণকরা ক্ষমতানুসারে ঐ ঐ সাহেবদিগের নিকটহইতে ইষ্টাম্প ছাপা করাইবার নিমিত্তে পাঠান যাওন ব্যতিরেকে ঐ কাগজআদি ইষ্টাম্পের সুপরিন্টেণ্ডেণ্টসাহেব কোন প্রকারে লইবেন না ও ঐ কালেক্টরসাহেবের দেওয়া রসীদেতে দাখিলহওয়া টাকার মোট সংখ্যা ও বাঞ্ছিত ইষ্টাম্পের সংখ্যা ও প্রকার এবং তাহা যত ফর্দ্দ কি খণ্ডের উপর ছাপা করিতে হইবেক তাহার ঠিক সংখ্যা লেখা থাকিবেক এবং ঐ সকল রসীদ যাহা করিতে হয় সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট সাহেব তাহা বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের হুকুমানুসারে করিবেন ইতি।—১৮২৬ সা। ১২ আ। ৭ ধা। ২ প্র।

উপরের প্রকরণের লিখিত হুকুমানুসারে কাগজআদিতে ইষ্টাম্প ছাপাইয়া দেওয়া যাইবার প্রকারের কথা।

১৫। ইষ্টাম্পের সুপরিন্টেণ্ডেণ্টসাহেব আপনার এক কি ততোধিক আমলাকে উপরের উক্তমত ইষ্টাম্প ছাপা করাইবার নিমিত্তে উপস্থিতকরা সমস্ত কাগজআদি দ্রব্য লইতে এবং কালেক্টর সাহেবের রসীদের সহিত তাহা মিলাইতে নিযুক্ত করিবেন এবং ঐ কাগজইত্যাদির উপর ইষ্টাম্প ছাপা করা গেলে পর ঐ আমলা পুনর্ব্বার তাহা গণনা করিবেক ও ঐ কাগজ কি অন্য দ্রব্যের প্রত্যেক ফর্দ্দ কি খণ্ডের পৃষ্ঠে আপন নাম দস্তখৎ করিবেক এবং ঐ কাগজআদি ফিরিয়া দিবার নিমিত্তে যে তারিখে প্রস্তুত হয় ঐ তারিখ তাহার প্রত্যেক ফর্দ্দের পৃষ্ঠে লিখিবেক এবং তদ্ব্যতিরিক্তও ঐ কর্ম্মের কারণ আপনার নিকটে রাখা এক বহীতে ঐ সকল করা যাওনবোধক কথা এবং যতং কাগজইত্যাদিতে যেং ইষ্টাম্প ছাপা হইয়াছে তাহারো কথা তাহাতে লিখিবেক ও ঐ কাগজ কিম্বা অন্য বস্তু উপরের উক্তমতে প্রস্তুত হইলে পর তাহার এক পুলিন্দা করা গিয়া সেই পুলিন্দার উপর ইষ্টাম্পের সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের মোহর করা যাইবেক এবং যে জন ঐ কাগজআদি তাহার উপর ইষ্টাম্প ছাপা হইবার নিমিত্তে পাঠাইয়া থাকে ঐ প্রকারে তাহার নিকটে তৎক্ষণে পাঠাইতে হইবেক কিম্বা সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের ইচ্ছা হইলে এমত খবর দেওয়া যাইবেক যে ঐ কাগজআদি প্রস্তুত হইয়াছে তাহা লইবার নিমিত্তে যখন কোন লোক আসিবেক তখনি দেওয়া যাইবেক ইতি।—১৮২৬ সা। ১২ আ। ৭ ধা। ৩ প্র।

কালেক্টর সাহেবের যাহা হইলে ছুট দিতে হইবেক তাহার কথা।

তাহার হারের কথা।

১৬। কোন জন কি জনেরা ইষ্টাম্প ছাপা করাইবার নিমিত্তে কোন কাগজআদি ইষ্টাম্প আফিসে পাঠাইতে চাহিলে এবং সুতরাং পূর্ব্বে তাহার পূরা মূল্য উপরের উক্ত মতে দাখিল করিয়া থাকিলে ইষ্টাম্পের কালেক্টর সাহেব তাহার এক সময়ে দাখিল করা মূল্যের টাকা যদি ৫০০ পাঁচ শতের অধিক হয় তবে তাহার দেওয়া মূল্যের মোটের উপর শতকরা ৪৲ চারি টাকার হিসাবে কিম্বা সময়েং শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলহইতে গবর্ণমেণ্ট গাজেটে খবর দেওনদ্বারা অন্য যে হার নিরূপণ করেন সেই হারে শতকরা ছুট ঐ টাকা দাখিলকরণিয়াকে ফিরিয়া দিবেন এবং ঐ ছুটের মোট টাকা কালেক্টর সাহেবের হিসাবের খাতাতে খরচ লেখা যাইবেক ইতি।—১৮২৬ সা। ১২ আ। ৭ ধা। ৪ প্র।

তাহার খরচ লেখা যাইবার প্রকারের কথা।

অনুমতিপত্রপ্রাপ্ত বিক্রয় করণিয়ারা যেং নিয়মে ইষ্টাম্পকাগজআদি ক্রয় করিতে পারে তাহার কথা।

১৭। বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের এ ক্ষমতা থাকিবেক যে অনুমতি পত্রপ্রাপ্ত যে বিক্রয়াদিকরণিয়ারা ইষ্টাম্পকাগজআদি ক্রয় করিতে চাহে এই ধারার লিখিত হুকুমানুসারে তাহারদিগকে ইষ্টাম্পকাগজআদি দিবার হুকুম দিতে পারেন ওতাহা দেওয়াইতে পারেন কিন্তু ঐ সকল লোকেরা আপনারদিগের ঐ মতে পাওয়া ইষ্টাম্পকাগজআদি সরকারের তরফহইতে বিক্রয়করণার্থে সামান্যতঃ দেওয়া ইষ্টাম্পকাগজ বিক্রয়ের বিষয়েয়েং হুকুম করা গিয়াছে সেইং হুকুমের অনুসারে বিক্রয় করিবেক ও আরো হুকুম দেওয়া যাইতেছে যে যদি ঐ বিক্রয়করণিয়া কর্ম্মত্যাগ করে কি কর্ম্মচ্যুত হয় কি আর কোন প্রকারে তাহার অনুমতিপত্র রদ হয় তবে সেই বিক্রয়করণিয়া কি তাহার প্রতিনিধি কি তাহার মোখ্তারকার ইষ্টাম্পের কালেক্টর সাহেবের নিকটে কিম্বা ঐ সাহেবের নিযুক্তকরা অন্য জনের নিকটে এই ধারার হুকুমানুসারে যত ইষ্টাম্পকাগজ কি বেলমইত্যাদি তাহাকে দেওয়া গিয়া থাকে তাহা কিম্বা তাহার মধ্যে যাহা বিক্রয় না হইয়া থাকে তাহা ফিরিয়া দিবেক এবং ঐ কাগজআদির নিমিত্তে ঐবিক্রয়করণিয়া যত টাকাপূর্ব্বে দিয়া থাকে অর্থাৎ ঐ ইষ্টাম্পকাগজ কি পূর্ব্বোক্ত অন্য বস্তুর মূল্য তাহার মোটের উপর যত টাকা ছুট তাহাকে দেওয়া গিয়া থাকে তাহা বাদে ঐ বিক্রয়করণিয়া কি তাহার প্রতিনিধি কি মোখ্তারকার ফিরিয়া পাইতে পারিবেক ইতি।—১৮২৬ সা। ১২ আ। ৭ ধা। ৫ প্র।

কালেক্টরের উপযুক্ত সর্টিফিকট পাওনব্যতিরেকে কোন জনের উপস্থিত করা কাগজে ইষ্টাম্প ছাপা করাইলে সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের যে জরীমা

১৮। যদি ইষ্টাম্পের কোন সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট কি অন্য কোন কর্ম্মকারি সাহেব ইষ্টাম্প ছাপা কি অঙ্কিত হইবার নিমিত্তে ইষ্টাম্প আফিসেতে উপস্থিতকরা কোন বেলম কি পার্চমেণ্ট কি কাগজ কি অন্য দ্রব্যেতে সমপূর্ণ মূল্য পাওয়া যাওনের অর্থে কালেক্টর সাহেবের দেওয়া উপযুক্ত সর্টিফিকট কিম্বা বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের পাঠান বিশেষ হুকুমনামাব্যতিরেকে ইষ্টাম্প ছাপাকরান তবে ঐ প্রকার প্রত্যেক অপরাধের নিমিত্তে ঐ সাহেবের ১০০০ এক

হাজার টাকা করিয়া জরীমানা দিতে হইবেক এবং ঐ মত কোন কালেক্টর সাহেব কি ইষ্টাম্পকাগজআদির মূল্য লইবার নিমিত্তে নিযুক্ত অন্য কোন সাহেব উপযুক্ত মূল্যহইতে হুকুমকরা ছুটবাদে বাকী টাকা না পাইয়া যদি উপরের উক্ত সর্টিফিকট্ দেন্ তবে এমন প্রত্যেক অপরাধের নিমিত্তে ১০০০ এক হাজার টাকা করিয়া তাঁহার জরীমানা দিতে হইবেক এবং তদতিরিক্ত ঐ সাহেব ঐ ইষ্টাম্পের মূল্য যত টাকা না পাওয়া গিয়া থাকে তাহাও দেওনের যোগ্য হইবেন ইতি।—১৮২৬ সা। ১২ আ। ৮ ধা। ১ প্র।

না হইবেক তাহার কথা।

কি অন্য বিশেষ হুকুম পাওনব্যতিরেকে পূরা মূল্য না পাইয়া সর্টিফিকট দিলে কালেক্টর সাহেবের জরীমানা হইবার কথা।

১৯। এতদ্দেশজাত কোন কার্য্যকারক কিম্বা অন্য কোন জন পূর্ব্বোক্ত মত হুকুমের অন্যথা কোন ইষ্টাম্প ছাপা কি অঙ্কিত করা ইলে কিম্বা দিতে হইবার কোন সর্টিফিকট্ দেওয়াইলে কিম্বা যে কর্ম্মকারী ঐ ইষ্টাম্প ঐ প্রকারে ছাপা কি অঙ্কিত করান্ কি ঐ সর্টিফিকট্ দেন্ তাঁহার সহিত একবাক্য হইলে ঐ প্রকার প্রত্যেক অপরাধের নিমিত্তে ১০০০ এক হাজার টাকা করিয়া জরীমানা তাহার দিতে হইবেক এবং তদতিরিক্ত ঐ সর্টিফিকটে লিখিত মূল্যের মোট টাকা দেওনের যোগ্য হইবেক ইতি।—১৮২৬ সা। ১২ আ। ৮ ধা। ২ প্র।

হুকুমের অন্যথা ইষ্টাম্প ছাপা করা ইলে কি সর্টিফিকট দেওয়াইলে এতদ্দেশীয় আমলা কি অন্য লোকের যে জরীমানা হইবেক তাহার কথা।

২০। এই আইনের ৬ ধারানুসারে নিযুক্ত হইবার যোগ্য ইষ্টাম্পকাগজআদি বিক্রয়াদিকারকদিগের কর্ম্মনির্ব্বাহের নিমিত্তে নীচের লিখিতব্য হুকুমসকল নির্দ্দিষ্ট হইল ইতি।—১৮২৬ সা। ১২ আ। ৯ ধা। ১ প্র।

বিক্রয়াদিকারকদিগের নিমিত্তে করা হুকুমের কথা।

২১। সরকারের তরফহইতে ইষ্টাম্পকাগজআদি বিক্রয়াদিকরণার্থে যেং জন নিযুক্ত হইবেক তাহারা স্বয়ং বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের হুজুরে এক কি ততোধিক মাতবর জামিনসুদ্ধা হাজির হইয়া এই আইনে কি ইহার পরে যে কোন আইন নির্দ্দিষ্ট হইবেক তাহাতে ইষ্টাম্পকাগজআদি বিক্রয়াদিকারকদিগের কর্ত্তব্য যেং কর্ম্ম লেখা যায় তাহা বিশ্বস্তরূপে নির্ব্বাহকরণার্থে এবং তাহাতে ত্রুটি করিলে ঐ বোর্ডহইতে নিরূপণহওয়া দণ্ডের টাকা আদায় করিবার অর্থে ঐ বোর্ডের সাহেবেরা যেপ্রকার হুকুম করেন্ সেই প্রকারে এক জামিনীনামা লেখাইয়া দাখিল করিবেক এবং ঐ জামিনীনামার লিখিত কোন নিয়মের কার্য্যকরণে ত্রুটি হইলে ঐ ত্রুটিকারক ঐ দণ্ডের অতিরিক্ত বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের হুকুমে ইষ্টাম্পকাগজআদি বিক্রয়াদির কর্ম্মহইতে তৎক্ষণে ছাড়া হইবেক ইতি।—১৮২৬ সা। ১২ আ। ৯ ধা। ২ প্র।

বিক্রয়াদিকারকেরা আপনারদিগের কর্ত্তব্য কর্ম্ম উপযুক্তরূপে করিবার নিয়মে জামিনী দাখিল করিবার কথা।

২২। ইষ্টাম্পকাগজআদি বিক্রয়াদিকারকদিগের নীচের লিখিতব্য হুকুমমতাচরণ করিতে হইবেক এবং তাহারদিগের নিযুক্ত হইবার সময়েতে তাহারা যে জামিনীনামা লেখাইয়া দাখিল করি

তাহারদিগের আচরণীয় নিয়মের কথা।

বেক তাহাতে এমত কথা লেখা যাইবেক যে তাহারা ঐ জামিনীনামার লিখনানুসারে কার্য্য বিনাত্রুটিতে করিতে ও তাহাতে ত্রুটি হইলে নীচের লিখিতবা দণ্ড দিতে বদ্ধ থাকে ও ইহাও নির্দ্দিষ্ট হইল যে বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের এ ক্ষমতা আছে যে ঐ বিক্রয়াদি কারিকদিগের স্থানে অন্য যে কোন কবুলিয়ৎ লওয়া আবশ্যক বোধ হয় কি আইনানুসারে লওয়া যাইতে পারে তাহাও লন্ ইতি।— ১৮২৬ সা। ১২ আ। ৯ ধা। ৩ প্র।

বোর্ডের সাহেবেরা অন্য কবুলিয়ৎও লইতে পারিবার কথা।

২৩। ইষ্টাম্পকাগজআদি বিক্রয়করণার্থে অনুমতি পত্রপ্রাপ্ত সকল লোক ইষ্টাম্পের কালেক্টর সাহেবের দস্তখতী আপনারদিগের অনুমতিপত্র এবং এই আইনের শেষের লিখিত তফসীলের নকল সর্ব্বদা ঐ ইষ্টাম্পকাগজআদি বিক্রয়করণের দোকান কি অন্য স্থানে লটকাইয়া রাখিবেক এবং বোর্ড রেবিনিউর সাহেবেরা যে প্রকার আজ্ঞা করেন্ তদনুসারে আপনারদিগের ঐ অনুমতিপত্র পাইবার কথার ইশ্তিহারনামা ঐ দোকান কি অন্য স্থানের বাহির দরওয়াজাতে লট্‌কাইয়া রাখিবেক ও এই হুকুমমতাচরণ করিতে গাফিলী কি ত্রুটিকারকের ঐ অপরাধের নিমিত্তে ৫০ পঞ্চাশ টাকা দণ্ড দিতে হইবেক ইতি।—১৮২৬ সা। ১২ আ। ৯ ধা। ৪ প্র।

অনুমতিপত্র এবং মাসুলের তফসীলের নকল ইষ্টাম্পকাগজআদি বিক্রয় কারকের দোকানে লট্‌কান যাইবার কথা।

২৪। যে সকল লোক ইষ্টাম্পকাগজ বিক্রয়াদি করিবার নিমিত্তে অনুমতিপত্র পায় তাহারা বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের হুকুমমত আপনারদিগের পাওয়া ও বিক্রয়াদিকরা ইষ্টাম্পকাগজআদির হিসাব রাখিবেক এবং কালেক্টর সাহেবের সময়ে২ তলব করানুসারে ঐ হিসাবের কোন আবশ্যক অংশের কি সমুদয়ের নকল ঐ সাহেবের নিকটে পাঠাইবেক ও ঐ পূর্ব্বোক্ত জনেরা সরকারের তরফহইতে বিক্রয়ের নিমিত্তে তাহারদিগ্‌কে সমর্পণকরা ইষ্টাম্পকাগজ আদি বিক্রয়করণেতে যত টাকা পায় তাহা কালেক্টর সাহেবের হুকুমমতে নিরূপিত সময়ে বিনাকসুরে ঐ সাহেবের নিকটে দাখিল করিবেক এবং যখন হুকুম হয় তখনি কালেক্টর সাহেবকে কিম্বা তাহারদিগের রাখা হিসাব দৃষ্টি করিবার নিমিত্তে ঐ সাহেবের নিযুক্তকরা অন্য কোন জনকে ঐ হিসাব দৃষ্টি করিতে দিবেক এবং যে সে কোন সময়ে তাহারদিগের নিকটে মৌজুদথাকা ইষ্টাম্পকাগজআদি দেখিতে ও তজবীজ করিতে দিবেক ইতি।—১৮২৬ সা। ১২ আ। ৯ ধা। ৫ প্র।

বিক্রয়করণিয়াদিগের হিসাব রাখিতে ও কালেক্টরের হুকুম হইলে তাহা উপস্থিত করিতে হইবার কথা।

বিক্রয় করণিয়ারা আপনারদিগের ইষ্টাম্পকাগজ আদি বিক্রয়করাতে পাওয়া টাকা বিনাকসুরে দাখিল করিবার কথা।

হুকুম হইলে ইষ্টাম্পকাগজ আদি ও তাহার হিসাব দৃষ্টি করাইবার কথা।

২৫। ইষ্টাম্পকাগজবিক্রয়াদিকরণিয়া যে কোন জন ইষ্টাম্পের মাসুলের কালেক্টর সাহেবের নিকটহইতে হুকুমনামা কি অনুমতিপত্র পাইয়া তাহার লিখিত সময়ে বোর্ড রেবিনিউর হুকুমহওয়া কোন হিসাব দাখিল করিতে ত্রুটি করে এবং বোর্ড রেবিনিউর কি তৎক্ষমতাপন্ন অন্য সাহেবদিগের নিকটে ঐ হিসাব দাখিল করিতে ত্রুটিকরণের প্রত্যয়জনক হেতু না জানায় সেই জনের ৫০ পঞ্চাশ

উপরের লিখিত মত কর্ম্ম না করণের জরীমানার কথা।

টাকা জরীমানা দিতে হইবেক এবং তাহার অতিরিক্ত ঐ হিসাব দাখিল করিবার নিমিত্তে কালেক্টর সাহেবের হুকুমনামাতে যে তারিখ নিরূপণ করা গিয়া থাকে সেই তারিখঅবধি ঐ হিসাব দাখিলকরণের তারিখপর্য্যন্ত বোর্ড রেবিনিউর সাহেবলোক যেমন হুকুম করেন্ সেই মত প্রতিদিন জরীমানা দেওনের যোগ্য হইবেক ও যদি কোন বিক্রয়াদিকরণিয়া হুকুম পাইবামাত্র কালেক্টর সাহেবকে কিম্বা তাঁহার মোহর ও দস্তখৎযুক্ত হুকুমনামার দ্বারা ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য জনকে ঐ হিসাব দৃষ্টি করিতে এবং ঐ সময়ে তাহার নিকটে মৌজুদ থাকা ইষ্টাম্পকাগজআদি দেখিতে ও যাচিতে দিতে অসম্মত হয় তবে ঐ বিক্রয়াদিকরণিয়া অসম্মতিসূচকবাক্য যতবার কহে তাহার প্রত্যেক বারের নিমিত্তে সিক্কা ১০০ এক শত টাকা করিয়া জরীমানা ঐ বিক্রয়করণিয়ার দিতে হইবেক এবং তদতিরিক্ত ঐ বিষয়েতে তাহার সম্মতি না হওনপর্য্যন্ত বোর্ড রেবিনিউর সাহেবেরা যেমন হুকুম করেন্ সেই মত প্রতিদিন জরীমানা দেওনের যোগ্য হইবেক ইতি।—১৮২৬ সা। ১২ আ। ৯ ধা। ৬ প্র।

বিক্রয়াদিকরণিয়া মূল্য না পাইয়া ইষ্টাম্প কাগজআদি না দিবার কথা।

২৬। ইষ্টাম্পকাগজবিক্রয়াদিকরণিয়া কোন জন কালেক্টর সাহেবের কি বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের বিশেষ হুকুম কি অনুমতি পাওনব্যতিরেকে কোন ইষ্টাম্পকাগজইত্যাদি তাহার ইষ্টাম্পদ্বারা জানান মূল্য সমুদয় না পাইলে কোন জনকে দিবেক না ও সমর্পণ করিবেক না ইতি।—১৮২৬ সা। ১২ আ। ৯ ধা। ৭ প্র।

পূর্ণ মূল্য না পাইয়া ইষ্টাম্পকাগজ দিলে যে জরীমানা হইবেক তাহার কথা।

২৭। যে কোন বিক্রয়াদিকরণিয়া কালেক্টর সাহেবের কি বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের নিকটহইতে বিশেষরূপে লিখিত হুকুম কি অনুমতিপাওনব্যতিরেকে কোন ইষ্টাম্পযুক্ত কাগজ কি বেলম কি পার্চমেণ্টইত্যাদি ঐ কাগজআদিতে ছাপাহওয়া ইষ্টাম্পের দ্বারা জানান মূল্য সমুদয় না পাইয়া যদি দেয় কি অর্পণ করে তবে সেই জন আপনার ঐ দেওয়া কি অর্পণকরা প্রত্যেক ফর্দ্দের কি খণ্ডের নিমিত্তে ৫০ পঞ্চাশ টাকা করিয়া জরীমানা দিবেক এবং তদতিরিক্ত ঐ কাগজের মূল্য সমুদয় না পাওয়া গেলে যত বাকী থাকে তাহাও ঐ জনের দিতে হইবেক ও যে কোন জন পূর্ব্বোক্ত সমুদয় মূল্য না দিয়া কোন ইষ্টাম্পকাগজইত্যাদি লয় কি গ্রহণ করে সেই জনের ঐ মত লওয়া কি গ্রহণকরা প্রত্যেক ফর্দ্দ কি খণ্ড কাগজআদির নিমিত্তে ৫০ পঞ্চাশ টাকা জরীমানা দিতে হইবেক ইতি।—১৮২৬ সা। ১২ আ। ৯ ধা। ৮ প্র।

অনুপযুক্ত মূল্য দিয়া ক্রয় করিলে গ্রাহকের যে জরীমানা হইবেক তাহার কথা।

বিক্রয়াদিকরণিয়ারা আপন২ বিক্রয়করা কাগজাদির পৃষ্ঠে বিক্রয়ের তারিখ লিখিবার কথা।

২৮। ইষ্টাম্পকাগজআদি বিক্রয়াদিকারক সকল লোক আপনারদিগের বিক্রয়করা প্রত্যেক ফর্দ্দ ইষ্টাম্পকাগজ কি অন্য বস্তুর পৃষ্ঠে তাহা বিক্রয় করা যাওনের ও দেওয়া যাওনের তারিখ ও সন লিখিবেক ও তাহার নীচে আপন সামান্য দস্তখতের মত দস্তখৎ করিবেক ইতি।—১৮২৬ সা। ১২ আ। ৯ ধা। ৯ প্র।

তাহা না করিলে যে জরীমানা হইবেক তাহার কথা।

২৯। ইষ্টাম্পকাগজ বিক্রয়াদিকরণিয়া কোন ব্যক্তি পূর্ব্বোক্তমত আপননাম ও বিক্রয়াদিকরণের তারিখ ঐ কাগজের প্রত্যেক ফর্দের কি খণ্ডের পৃষ্ঠে না লিখিয়া বিক্রয়াদি করিলে যদি সেই বিক্রয়াদি করা কাগজের মূল্য ১৬ ষোল টাকার অধিক না হয় তবে তাহার প্রত্যেক অপরাধের নিমিত্তে ঐ ব্যক্তির ৫০ পঞ্চাশ টাকা করিয়া জরীমানা দিতে হইবেক কিন্তু যদি ঐ প্রকার দস্তখৎ বিনা ঐ মত বিক্রয়াদিকরা কাগজের মূল্য ১৬ ষোল টাকার অধিক হয় তবে ঐ বিক্রয়করণিয়া আইনের বিরুদ্ধে যেং ইষ্টাম্পকাগজ বিক্রয় করে সেইং কাগজ আইনের অন্যথা বিক্রয়জন্য প্রত্যেক অপরাধের নিমিত্তে ঐং কাগজের মূল্যের তিনগুণ করিয়া জরীমানা তাহার দিতে হইবেক ইতি।—১৮২৬ সা ১২ আ। ৯ ধা। ১০ প্র।

তারিখ মিথ্যা লিখিলে যে জরীমানা হইবেক তাহার কথা।

৩০। ঐ কাগজের কোন বিক্রয়াদিকরণিয়া আপনার বিক্রয়াদি করা কাগজ কি বেলম কি পার্চমেণ্টের পৃষ্ঠে মিথ্যা তারিখ লিখিয়া দিলে ঐ প্রকার প্রত্যেক অপরাধের নিমিত্তে তাহার ১০০ এক শত টাকা করিয়া জরীমানা দিতে হইবেক ও যদি ঐ বিক্রয়করা ইষ্টাম্প কাগজের মূল্য ১৬ ষোল টাকার অধিক হয় তবে সেই ইষ্টাম্পকাগজের মূল্যের ছয় গুণ জরীমানা দিতে হইবেক এবং তদতিরিক্ত যে আপন কবুলিয়তের লিখিত নিয়মের অন্যথাকরণপ্রযুক্ত যে জরীমানা দিবার কথা লিখিয়া দিয়াছে তাহাও দেওনের যোগ্য হইবেক ইতি।—১৮২৬ সা। ১২ আ। ৯ ধা। ১১ প্র।

ইষ্টাম্পকাগজাদি দিতে অসম্মত হইলে কি বিলম্ব করিলে যে জরীমানা হইবেক তাহার কথা।

৩১। ইষ্টাম্পকাগজবিক্রয়াদিকরণিয়া জনেরা তাহারদিগের স্থানে যেং লোক যেং মূল্যের ইষ্টাম্পকাগজআদি ক্রয় করিতে চাহে তাহা সেইং লোককে অনাবশ্যকবিলম্বকরণবিনা দিবেক এবং কোন জন ইষ্টাম্পকাগজআদি বিক্রয়াদিকরণিয়া কোন জনের স্থানে কোন প্রকার ইষ্টাম্পকাগজআদি চাহিলে যদি সেই বিক্রয়াদিকরণিয়া তাহার নিকটে তাহা থাকিতে ঐ চাহনিয়া রোক টাকার কি সরকারের রাজস্ব আদায়করণেতে যে নোট চলে সেই নোটের দ্বারা তাহার মূল্য দিতে উদ্যত হইলেও তাহাকে সেই কাগজআদি দিতে অসম্মত হয় কি ইচ্ছাপূর্ব্বক বিলম্ব করে তবে সেই জন এমত প্রত্যেক অপরাধের নিমিত্তে ৫০ পঞ্চাশ টাকা করিয়া জরীমানা দিবেক ইতি।—১৮২৬ সা। ১২ আ। ৯ ধা। ১২ প্র।

কোন জনের দ্বারা অতিরিক্ত মূল্য লওনের জরীমানার কথা।

৩২। ইষ্টাম্পকাগজআদি বিক্রয়াদিকরণিয়া কোন জন আপন বিক্রয়াদিকরা ইষ্টাম্পকাগজ কি পার্চমেণ্টইত্যাদির উপর ছাপাকরা ইষ্টাম্পের দ্বারা যে মূল্য জানান গিয়াছে তাহাহইতে অধিক মূল্য কাহারু স্থানে কোন কারণ বলিয়া কি ছল করিয়া লইবেক না ও গ্রহণ করিবেক না ও চাহিবেক না এবং যে লোক ঐ ইষ্টাম্প কাগজআদি ক্রয় করিতে আইসে তাহারদিগের স্থানে কোন রসুম কি ইনাম কি পরিবর্ত্ত লইবেক না ও যে কোন বিক্রয়াদিকরণিয়া

কোন কর্ম্মের নিমিত্তে কোন জনের স্থানে ———— কোন কাগজ কি বেলম কি পার্চমেণ্ট কি অন্য কোন দ্রব্য বিক্রয়াদি করিতে কোন ছলেতে সেই কাগজ কি বেলম কি পার্চমেণ্ট কি অন্য দ্রব্যের উপর ছাপাকরা ইষ্টাম্পের দ্বারা যে মূল্য জানান গিয়াছে তাহার অতিরিক্ত টাকা লয় কি তলব করে সেই বিক্রয়াদিকরণিয়ার এমত প্রত্যেক অপরাধের নিমিত্তে সিক্কা ১০০ এক শত টাকা করিয়া জরীমানা দিতে হইবেক ইতি।—১৮২৬ সা। ১২ আ। ৯ ধা। ১৩ প্র।

কালেক্টর সাহেব বিক্রয়াদিকারকদিগের স্থানে আমানৎ তলব করিতে পারিবার কথা।

৩৩। ইষ্টাম্পের মাসুলের কালেক্টর সাহেবের ক্ষমতা আছে যে আপন খাতিরজমার কারণ উপরের লিখিত জামিনীনামার অতিরিক্ত বিক্রয়াদিকারকদিগের স্থানে দেওয়া ইষ্টাম্পকাগজআদি অকার্য্য ব্যবহার করিবার কিম্বা তাহার মূল্যের টাকা তসরুফকরণের নিবারণার্থে জামিনস্বরূপ যত টাকা আমানৎ রাখা উপযুক্ত বোধ করেন তাহা তাহারদিগের স্থানে তলব করিতে পারেন এবং যে সময়ে আবশ্যক বুঝেন তখন নূতন আমানৎ কি জামিনস্বরূপ অন্য কোন বস্তু রাখিতে হুকুম দিতে পারেন এবং যে কোন লোক এমত হুকুম পাইয়া ঐ২ জামিন দিতে না পারে কি অসম্মত হয় সে লোক নিযুক্ত হইবেক না কিম্বা নিযুক্ত হইয়া এমত না পারিলে ও অসম্মত হইলে তাহার অনুমতিপত্র তৎক্ষণে ফিরিয়া লওয়া যাইবেক ইতি।—১৮২৬ সা। ১২ আ। ৯ ধা। ১৪ প্র।

বিক্রয়াদিকারকদিগের কর্ম্ম ত্যাগ করিলে কি কর্ম্মচ্যুত হইলে ইষ্টাম্প কাগজআদি ও হিসাব কালেক্টর সাহেবের নিকটে দাখিল করিতে হইবার কথা।

৩৪। কোন বিক্রয়াদিকরণিয়ার অনুমতিপত্র যখন ফিরিয়া লওয়া যায় কি সে যখন কর্ম্ম ত্যাগ করে সেই সময়ে তাহার নিকটে মৌজুদথাকা সকল ইষ্টাম্প কাগজআদি এবং যে সময়ে যত ইষ্টাম্পকাগজআদি তাহাকে সমর্পণ করা গিয়া থাকে তাহা বিক্রয়াদিকরণের সমস্ত হিসাব এবং তাহার অনুমতিপত্র ফিরিয়া লওনের কি তাহার কর্ম্মত্যাগকরণের তারিখপর্য্যন্ত ঐ কাগজবিক্রয়াদিকরণের দ্বারা পাওয়া টাকার মধ্যে যত টাকা ইষ্টাম্পের কালেক্টর সাহেবের নিকটে দাখিল না করিয়াছে কি তাহার হিসাব না দিয়াছে সে সমস্ত টাকা ও হিসাব এবং ঐ বিক্রয়াদিকরণিয়া ঐ ইষ্টাম্পের কালেক্টর সাহেবের নিকটহইতে যে২ অনুমতি ও পরওয়ানা কিম্বা অন্য২ লেখাপড়া পাইয়া থাকে তাহাও সমস্ত ঐ কালেক্টর সাহেবের নিকটে কি তাঁহার মোহর ও দস্তখৎ যুক্ত হুকুমনামার দ্বারা তাহা লইবার ক্ষমতাপন্ন অন্য জন কি জনেরদিগকে তৎক্ষণে দিবেক এবং এই আইনের ৭ ধারার লিখনানুসারে ঐ বিক্রয়াদিকরণিয়া ঐ ধারার হুকুমমতে তাহাকে দেওয়া ইষ্টাম্পকাগজআদির মূল্য যত টাকা দিয়া থাকে ঐ টাকা তাহাকে ফিরিয়া দেওয়া যাইবেক ও এই প্রকার কর্ম্মচ্যুত কি কর্ম্মত্যাগকরা কোন বিক্রয়াদিকরণিয়া লোক আপনার নিকটে থাকা উপরের উক্ত হিসাব ও কাগজআদি ও ঐ হিসাবের বাকী রোক টাকা কি তাহার কোন অংশ দাখিল করিতে অসম্মত হয় কি ত্রুটি করে তবে ঐ লোকের ঐ প্রত্যেক ত্রুটি কি

অসম্মতিহওনযুক্ত কালেক্টর সাহেবের সিরিশ্তাতে থাকা হিসাবানুসারে তাহার নিকটে মৌজুদথাকা ইষ্টাম্পকাগজআদির মূল্যের ও রোক টাকার তিনগুণ পরিমাণে জরীমানা দিতে হইবেক এবং তদতিরিক্ত ঐ হিসাবাদি দাখিল করিতে যত দিন বিলম্ব করে বোর্ড রেবিনিউর কি পূর্ব্বোক্ত তৎক্ষমতাপন্ন অন্য সাহেবেরা যেমন হুকুম করেন্ সেইমত ঐ বিলম্বের দিন২ জরীমানা দিতে হইবেক ইতি।—১৮২৬ সা। ১২ আ। ৯ ধা। ১৫ প্র।

বিক্রয়করণিয়ার মৃত্যু হইলে যাহা করিতে হইবেক তাহার কথা।

৩৫। কোন বিক্রয়াদিকরণিয়ার মৃত্যু হইলে কালেক্টর সাহেব এমত ক্ষমতা রাখেন্ যে তাহার উত্তরাধিকারিকে কি তাহার ধনাধ্যক্ষ জনকে কিম্বা মৃত ব্যক্তির কি তাহার ধনাধ্যক্ষব্যক্তির স্থলাভিষিক্ত জনকে হুকুম্ দেন্ যে ঐ বিক্রয়াদিকরণিয়ার মরণকালে তাহার নিকটে যে সকল ইষ্টাম্পকাগজ কি বেলম কি পার্চমেণ্টইত্যাদি মৌজুদ ছিল এবং ঐ কাগজআদির বিক্রয়াদিকরণসম্পর্কীয় সকল হিসাব ও পূর্ব্বোক্ত যে সকল অনুমতিপত্র ও পরওয়ানা ও অন্য লেখাপড়া ঐ মৃত ব্যক্তির দ্রব্যজাতের মধ্যে পাওয়া যায় সে সমস্ত তাঁহার নিকটে দাখিল করে এবং ঐ উত্তরাধিকারী কি ধনাধ্যক্ষ কিম্বা অন্য যে কোন জন মৃত ব্যক্তির ধনের রক্ষণাবেক্ষণ করে সে জন যদি ঐ হিসাবাদি দাখিল করিতে না চাহে কিম্বা কালেক্টর সাহেবের হুকুম হইলে ঐ হিসাব ও কাগজআদি তালাশ করিতে দিতে না চাহে তবে ঐ উত্তরাধিকারির কি ধনাধ্যক্ষের কি ধনের রক্ষণাবেক্ষণকারির এমন প্রত্যেক অপরাধের নিমিত্তে ৫০ পঞ্চাশ টাকা করিয়া জরীমানা দিতে হইবেক এবং তদতিরিক্ত তলবকরা ইষ্টাম্পকাগজইত্যাদি ও হিসাব ও অন্য লেখাপড়া দাখিল করিতে যত দিন বিলম্ব করে তত দিন বোর্ড রেবিনিউর সাহেবেরা যেমন হুকুম করেন্ সেই মত দিন২ জরীমানা দিতে হইবেক ইতি।—১৮২৬ সা। ১২ আ। ৯ ধা। ১৬ প্র।

যাহা হইলে জামিনের স্থানে টাকা তলব হইবেক তাহার কথা।

৩৬। আরো হুকুম করা যাইতেছে যে কালেক্টর সাহেবের এ ক্ষমতা থাকিবেক যে এই প্রকরণের পূর্ব্বের দুই প্রকরণের উক্ত প্রকার হইলে এবং বিক্রয়াদিকরণিয়া কোন ব্যক্তি সরকারহইতে বিক্রয়াদিকরণের নিমিত্তে তাহার স্থানে দেওয়া কোন ইষ্টাম্পকাগজআদির হিসাব এবং তাহার মূল্যের টাকা দাখিলকরণে কোন প্রকারে ত্রুটি কি বিলম্ব করিলে তৎক্ষণে ঐ বিক্রয়াদিকরণিয়ার জামিন কি জামিনদিগকে ঐ মৌজুদথাকা কাগজআদি কি তাহার মূল্যের বাকী টাকা দাখিল করিতে হুকুম দেন্ ও ঐ জামিন কি জামিনেরা ইহাতে ত্রুটি করিলে তাহার কি তাহারদিগের নামে ঐ টাকা বুঝিয়া পাইবার কারণ আদালতে নালিশ করেন্ ইতি।—১৮২৬ সা। ১২ আ। ৯ ধা। ১৭ প্র।

বিক্রয়কারকেরা।

৩৭। ইষ্টাম্পকাগজআদি বিক্রয়াদিকরণের কার্য্যে নিযুক্ত সকল

লোকেরা বোর্ড রেবিনিউর সাহেবলোকের হুকুম হইলে আপনং হিসাবের সত্যতার্থে দিব্য করিবেক কি সুকৃতিপত্র লিখিয়া দিবেক ও ঐ বোর্ডের সাহেবদিগের কি তাহার মধ্যের কোন সাহিবের হুকুম হইলে ইষ্টাম্পকাগজআদির কোন বিক্রয়াদিকারক আপন হিসাবের সত্যতাবোধক দিব্য করিতে কি সুকৃতিপত্র লিখিয়া দিতে অস্বীকার কি তাচ্ছল্য করে তবে সে যতবার তাহাতে অস্বীকার কি তাচ্ছল্য করে তাহার প্রতিবারের নিমিত্তে ৫০০ পাঁচশত টাকা করিয়া তাহার জরীমানা দিতে হইবেক ইতি।—১৮২৬ সা। ১২ আ। ৯ ধা। ১৮ প্র।

দিব্য কি সুকৃতিপত্র দ্বারা আপনারদিগের হিসাব সত্য বোধ করাইবার কথা।

৩৮। অনুমতিপত্রপ্রাপ্ত ইষ্টাম্পকাগজআদি বিক্রয়াদিকরণিয়া কোন জনের নিকটহইতে কিম্বা ইষ্টাম্প আফিসহইতে এই আইনের ৭ ধারার লিখিত হুকুমানুসারে পাওয়া ইষ্টাম্পযুক্ত কাগজ কি পার্চমেণ্ট কি বেলমইত্যাদির গাদী কি তাড়া কি এক ফর্দ্দ অগ্নিতে কি অন্য কোন দুর্ঘটনাতে নষ্ট হইলে বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের কি তৎক্ষমতাপন্ন অন্য সাহেবলোকের ক্ষমতা আছে যে ঐ কাগজইত্যাদি উপযুক্ত মতে পাওয়া যাওনের পরে কথিতমত দুর্ঘটনাতে নষ্টহওনের প্রমাণ ঐ বোর্ডের সাহেবদিগের হৃদ্বোধার্থে তাহা রাখণিয়া জন দিতে পারিলে আপনারদিগের সেক্রেটারি সাহেবকে হুকুম দেন্ যে ঐ কাগজইত্যাদির স্বামিকে বোর্ডের মোহর ও আপন দস্তখৎযুক্ত ঐ প্রকারে নষ্টহওয়া কাগজআদির মূল্য ও সংখ্যাবোধক এক সর্টিফিকট্ দেন্ এবং ঐ কাগজআদির স্বামী ঐ সর্টিফিকট্ এবং যত ইষ্টাম্পকাগজআদি নষ্ট হইয়া থাকে তত ফর্দ্দ সাদা কাগজআদি ইষ্টাম্প আফিসে লইয়া গেলে কোন ফীস কি মামুল কি অন্য কোন খরচ দেওনবিনা ঐ লইয়া যাওয়া কাগজআদিতে সর্টিফিকটের লিখিত মূল্যবোধক অঙ্কেতে অঙ্কিত ইষ্টাম্প ছাপা করাইয়া পাইবেক এবং এই প্রকরণের দ্বারা ইষ্টাম্পের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবকে হুকুম দেওয়া যাইতেছে যে ইষ্টাম্পের মামুলের কালেক্টর সাহেবের মোহর ও দস্তখৎযুক্ত ঐ কাগজআদির মূল্য পূর্ব্বে পাওনের সর্টিফিকট্ ঐ সাদা কাগজআদির সহিত দাখিল করিলে যেমন করাইতেন সেইমত ঐ সাদা কাগজআদিতে ইষ্টাম্পছাপা করাইয়া তাহার স্বামিকে দেন্ কিন্তু ঐ প্রকার সর্টিফিকট দৃষ্টে যত কাগজআদিতে ইষ্টাম্পছাপা করা যায় তাহার ভিন্ন হিসাব রাখা যাইবেক ইতি।—১৮২৬ সা। ১২ আ। ১০ ধা। ১ প্র।

দুর্ঘটনাতে নষ্টহওয়া ইষ্টাম্পকাগজআদি পুনর্ব্বার দেওয়া যাওনের কথা।

৩৯। ঐ মত কোন ইষ্টাম্পকাগজ কি বেলম কি পার্চমেণ্টইত্যাদি উপযুক্তমতে পাওয়া যাওনের পরে ময়লা হইলে কি নষ্ট হইলে কি দৈবঘটনাপ্রযুক্ত কিম্বা ঐ কাগজআদিতে যে বিষয়ে লেখা কি নকল করা যায় তাহাতে দস্তখৎহওন ও তাহা দেওয়া যাওনের পূর্ব্বে ঐ লেখা পড়াতে ঐ কাগজ ব্যর্থ হইবার মত কোন ভ্রান্তি প্রকাশ হওনপ্রযুক্ত অকর্ম্মণ্য হইলে কিম্বা ঐ লেখাপড়া সাব্যস্থহওনের

ময়লাহওয়াতে কি অন্যরূপে নষ্টহওয়া ইষ্টাম্পকাগজাদিও পুনর্ব্বার পাওয়া যাইবার কথা।

নিমিত্তে তাহাতে যাহারদিগের দস্তখতের আবশ্যক তাহারদের মধ্যে কোন জনের কি জনেরদের মরণ কি দস্তখৎ করিতে অসম্মতহওনপ্রযুক্ত ঐ লেখাপড়া অপূর্ণ কি অকর্ম্মণ্য হইলে কিম্বা ঐ লেখাপড়ার দ্বারা অর্পিত কোন পদ কি ভার স্বীকার করিতে কোন জনের অসম্মতিহওনপ্রযুক্ত ঐ ইষ্টাম্পকাগজইত্যাদি ঐ অভিপ্রেত কর্ম্মের নিমিত্তে অকর্ম্মণ্য হইলে কিম্বা যেং করারী তমঃসুক কিম্বা হুণ্ডীইত্যাদি তাহার লিখিত টাকা যাহার স্থানে পাওয়া যাইবেক তাহার কি তাহার মোখ্তারকারের নিকটে ঐ টাকা পাওনিয়া জন উপস্থিত না করণপ্রযুক্ত কিম্বা আর কোন প্রকরণপ্রযুক্ত কখন কার্য্যে না আইলে বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের কি পূর্ব্বোক্ত তৎক্ষমতাপন্ন অন্য সাহেবদিগের ক্ষমতা আছে যে ঐ ময়লা কি নষ্ট কি অকর্ম্মণ্যহওয়া ইষ্টাম্পকাগজ কি পার্চমেণ্ট কি বেলমইত্যাদি তাহার মালিকের তরফহইতে দাখিল করা গেলে ও দুই টাকা ফীস্ দেওয়া গেলে তাহাকে কি তাহার মোখ্তারকারকে তত্তুল্য ইষ্টাম্পযুক্ত কাগজইত্যাদি দেন্ কিন্তু যে হুণ্ডী দোকর তেকর পাঠান যায় তাহার মধ্যে কোন হুণ্ডী টাকাদেওনিয়ার নিকট পঁহুছিলে সে হুণ্ডীর সহিত ঐ হুকুম সম্পর্ক রাখিবেক না ইতি।—১৮২৬ সা। ১২ আ। ১০ ধা। ২ প্র।

উপরের লিখিত হুকুম কেবল ১০ দশ টাকা কি ততোধিক মূল্যের যে ইষ্টাম্প কাগজআদি নষ্ট হয় তাহার সহিত সম্পর্ক রাখিবার কথা।

দরখাস্ত করিবার সময় নিরূপণের কথা।

৪০। ইহাও জানান যাইতেছে যে যে ইষ্টাম্পকাগজআদি দৈবাৎ নষ্ট কি ময়লা হওয়া প্রমাণ হয় সে সমুদয়ের মোট মূল্য কিম্বা লিখনের ভ্রান্তিতে অকর্ম্মণ্য হওয়া কাগজআদির প্রত্যেক ফর্দ্দের মূল্য দশ টাকা কি তাহার অধিক না হইলে বোর্ড রেবিনিউর কি তৎক্ষমতাপন্ন অন্য সাহেবেরা উপরের উক্তমত অনুগ্রহ কাহার প্রতি করিবেন না ও ইহাও নির্দ্দিষ্ট হইল যে ঐ ইষ্টাম্পকাগজআদি যে দুর্ঘটনাতে কি কার্য্যেতে ময়লা কি নষ্ট কি অকর্ম্মণ্য হইয়া থাকে তাহা হওনের তারিখহইতে সর্টিফিকট্ পাইবার দরখাস্তদেওনের তারিখপর্য্যন্ত তিন মাস অতীত নাহওন প্রমাণকরণব্যতিরেকে ঐ মত কোন সর্টিফিকট কোন জনকে দেওয়া যাইবেক না ও কোন প্রতিজ্ঞাপত্র কি নিদর্শনপত্রাদি তদর্থে নিরূপিত ইষ্টাম্পের মূল্যের তুল্য কি অধিক মূল্যের ইষ্টাম্পযুক্ত কাগজআদিতে লেখা যাওনহেতুক তাহার প্রতি কোন আপত্তি হইবেক না ইতি।—১৮২৬ সা। ১২ আ। ১০ ধা। ৩ প্র।

উপযুক্ত ইষ্টাম্প ছাপা না হওয়া কাগজআদি কোন বিষয়ে ব্যবহার করিলে যে দণ্ড হইবেক তাহার কথা।

৪১। এই আইনের হেতুবাদের লিখিত তারিখের পরে যদি কোন জন কি জনেরা যে কোন বেলম কি পার্চমেণ্ট কি কাগজ কি অন্য বস্তুর উপর উপযুক্তরূপে ইষ্টাম্পছাপা না হইয়া থাকে তাহাতে এই আইনের কি চলিত আর কোন আইনের অনুসারে যে কোন কথ কি বিষয়ের কথা ইষ্টাম্পকাগজে লেখা আবশ্যক এমন কোন কথ কি বিষয়ের কথা লেখে কি নকল করে কিম্বা লেখায় কি নকল করায় কিম্বা ঐ তারিখের পরে যদি কোন জন ইষ্টাম্পকাগজে লিখিত হইবার কোন প্রতিজ্ঞাপত্র কি নিদর্শনপত্র কি লেখাপড়

ইষ্টাম্পযুক্তভিন্ন অন্য কাগজইত্যাদি বস্তুর উপর লেখে কি লেখায় কি দস্তখৎ করে কি তাহা সিদ্ধহওনার্থে অন্য আবশ্যক কার্য্য করে কিম্বা জ্ঞানপূর্ব্বক স্বীকার করে কি ব্যবহার করে ঐ জন কি জনেরা ঐ প্রত্যেক অপরাধের নিমিত্তে ঐ লিখনের উপযুক্ত ইষ্টাম্পকাগজের মূল্যের বিংশতিগুণ টাকা জরীমানা দিবেক ইতি।—১৮২৬ সা। ১২ আ। ১১ ধা। ১ প্র।

যাহারা ইষ্টাম্পযুক্তভিন্ন অন্য কাগজে লেখা প্রতিজ্ঞাপত্রাদি রাখে তাহারা তাহার উপর ইষ্টাম্পছাপা করাইবার নিয়মের কথা।

ত্রিশ দিনের মধ্যে হইলে যাহা হইবেক তাহার কথা।

ত্রিশ দিনের মধ্যে না হইলে যাহা হইবেক তাহার কথা

৪২। কিন্তু হুকুম করা যাইতেছে যে যদি কোন জন কি জনেরা ইষ্টাম্পকাগজআদিতে লিখিতে হইবার কোন কথা কি বিষয় ইষ্টাম্প ছাপা না হওয়াকোন কাগজ কি বেলম কি পার্চমেণ্টইত্যাদি দ্রব্যের উপর লেখে কি নকল করে কিম্বা লেখায় কি নকল করায় কিম্বা ইষ্টাম্প ছাপা না হওয়া কাগজআদিতে লেখা কোন প্রতিজ্ঞাপত্র কি নিদর্শনপত্র লইয়া তাহা চালাইবার কি তাহার দ্বারা লভ্য করিবার ইচ্ছা করে ও ঐ জন কি জনেরা ইচ্ছাপূর্ব্বক কালেক্টর সাহেবের নিকটে ঐ প্রতিজ্ঞাপত্রইত্যাদি লইয়া যাইয়া তাঁহার নিকটে ঐ প্রতিজ্ঞাপত্রইত্যাদি যে মূল্যের ইষ্টাম্পকাগজআদিতে লেখা উপযুক্ত সেই মূল্য সমুদয় এবং ইহার পরে যত টাকা লেখা যাইবেক তাহা ঐ কালেক্টর সাহেবকে দেয় তবে সেই কালেক্টর সাহেব ঐ প্রতিজ্ঞাপত্র কি নিদর্শনপত্র কি লেখাপড়া তাহার উপর ইষ্টাম্প ছাপা হইবার নিমিত্তে ইষ্টাম্পের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের নিকটে পাঠাইয়া দিবেন ও ইহা করিলে ঐ জন কি জনেরা উপরের প্রকরণের উক্ত জরীমানা দিবার যোগ্য হইবেক না অর্থাৎ ইষ্টাম্পছাপা না হওয়াযে কাগজআদিতে প্রতিজ্ঞাপত্র কি নিদর্শনপত্রাদি প্রথমতঃ লেখা গিয়া থাকে সেই প্রতিজ্ঞাপত্রইত্যাদিতে লেখা থাকা টাকা কি তাহার কোন অংশ দেওয়া যাওনের কি তাহার লিখিত কর্ম্ম করাযাওনের পূর্ব্বে কিন্তু সেই প্রতিজ্ঞাপত্রইত্যাদিতে দস্তখৎহওনের তারিখহইতে ৩০ ত্রিশ দিনের অধিক না হয় এমত মিয়াদেতে ঐ প্রতিজ্ঞাপত্রইত্যাদি উপরের উক্তমত কালেক্টর সাহেবের নিকটে দাখিল করিলে ও নিরূপিত মিয়াদের মধ্যে টাকা দিতে কি বিশেষ কোন কর্ম্ম করিতে হইবার নিয়ম না থাকা প্রতিজ্ঞাপত্র কি নিদর্শন পত্রাদি হইলে তাহা ও তাহাতে দস্তখৎহওনের পর ৩০ ত্রিশ দিনের মধ্যে কালেক্টরের নিকটে দাখিল করিলে ঐ প্রতিজ্ঞাপত্রইত্যাদি যে মূল্যের ইষ্টাম্পযুক্ত কাগজে লেখা উপযুক্ত সেই মূল্যের পাঁচগুণ টাকা দিতে হইবেক ও যদি পূর্ব্বোক্ত ঐ প্রতিজ্ঞাপত্র কি নিদর্শনপত্রাদি উপরের উক্ত মিয়াদের মধ্যে উপরের উক্তমতে উপস্থিত না করা যায় তবে যে জন তাহা ঐ মিয়াদের পরে কালেক্টর সাহেবের নিকটে উপস্থিত করে সেই জনের ঐ কাগজের উপযুক্ত ইষ্টাম্পের মূল্যের দশগুণ টাকা দিতে হইবেক ইতি।—১৮২৬ সা। ১২ আ। ১১ ধা। ২ প্র।

উপযুক্ত মূল্যের

৪৩। ইষ্টাম্পকাগজে লিখিতে হইবার কোন প্রতিজ্ঞাপত্র কি নিদ

কম মূল্যের ইষ্টাম্পকাগজ আদিতে ইষ্টাম্পকাগজে লিখিতে হইবার কোন লেখাপড়া করিলে যে জরীমানা দিতে হইবেক তাহার কথা।

র্শনপত্র তাহা যে মূল্যের ইষ্টাম্পযুক্ত কাগজআদিতে লেখা উপযুক্ত তাহাহইতে কম মূল্যের ইষ্টাম্পযুক্ত কাগজ কি বেলম কি পার্চমেণ্ট কি অন্য কোন দ্রব্যেতে লেখাগেলে এই ধারাতে পূর্ব্বে যেং প্রকরণ লেখা গেল সেইং প্রকরণের উক্ত জরীমানা দিতে হইবেক অর্থাৎ ঐ প্রতিজ্ঞাপত্রইত্যাদি যে মূল্যের ইষ্টাম্পযুক্ত কাগজআদিতে লেখা উপযুক্ত সেই মূল্যহইতে যত টাকা কম মূল্যের কাগজআদিতে তাহা লেখা গিয়া থাকে তত টাকার বিংশতিগুণ টাকা জরীমানা যদি ঐ প্রতিজ্ঞাপত্র কি নিদর্শনপত্র কিম্বা লেখাপড়া উপস্থিতকরণের যোগ্য ব্যক্তি উপরের উক্তমতে ও মিয়াদের মধ্যে আসিয়া তাহা উপস্থিতকরণদ্বারাব্যতিরেকে ঐ কম মূল্যের কাগজআদিতে তাহা লেখা যাওনের ভ্রান্তি আর কোন প্রকারে জানা যায় তবে দিতে হইবেক এবং ঐ জন যদি উপরের উক্ত মতে ও মিয়াদের মধ্যে ঐ প্রতিজ্ঞাপত্রাদির কাগজেতে উপযুক্ত ইষ্টাম্পছাপা করাইবার নিমিত্তে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক আসিয়া তাহা দাখিল করে তবে উপযুক্ত মূল্যহইতে যত কম হইয়া থাকে তাহার পাঁচগুণ দাখিল করিতে হইবেক ও মিয়াদ গত হইলে দশগুণ দিতে হইবেক ইতি।—১৮২৬ সা। ১২ আ। ১১ ধা। ৩ প্র।

দৈবঘটনায় কি অনবধানতায় ভ্রান্তি হইলে তাহার বিষয়ের বিশেষ হুকুম।

৪৪। কিন্তু ইহাও জানান ও নির্দ্দিষ্ট করা যাইতেছে যে যে কোন প্রতিজ্ঞাপত্র ও নিদর্শনপত্রাদি ইষ্টাম্পকাগজে লিখিতে হয় তাহা যদি ইষ্টাম্পছাপা না হওয়া কাগজ কি অন্য বস্তুতে কিম্বা উপযুক্তহইতে কম মূল্যের ইষ্টাম্পকাগজআদিতে লেখা যায় ও ঐ প্রতিজ্ঞাপত্রইত্যাদি লিখিয়া দেওনিয়া কি তৎসম্পর্কীয় অন্য ব্যক্তি বোর্ড রেবিনিউর সাহেবলোকের কি তৎক্ষমতাপন্ন অন্য সাহেবদিগের প্রত্যয়যোগ্য প্রমাণের দ্বারা ইহা নিশ্চয় জানায় যে ঐ প্রতিজ্ঞাপত্র কি নিদর্শনপত্র নিয়মের ব্যতিক্রম ভ্রান্তিতে কি অনবধানতায় কি অনিবার্য্য অন্য কারণেতে লেখা গিয়াছে তবে উপরের উক্ত কার্য্যকারক সাহেবদিগের ক্ষমতা আছে যে তাঁহারা উপযুক্ত বুঝিলে উপরে নিরূপিত জরীমানারকোন অংশ কি তাহার সমুদয় মাফ করেন এবং ঐ ব্যক্তি ঐ প্রতিজ্ঞাপত্রইত্যাদি লিখিবার উপযুক্ত ইষ্টাম্পযুক্ত কাগজআদির মূল্য দিলে ইষ্টাম্প ছাপা না হওয়া কি কম মূল্যের ইষ্টাম্প কাগজআদিতে লেখা যাওয়া ঐ প্রতিজ্ঞাপত্রইত্যাদির উপর উপযুক্ত ইষ্টাম্প ছাপা হইবার হুকুম দেন ইতি।—১৮২৬ সা। ১২ আ। ১১ ধা। ৪ প্র।

কৃত্রিম ইষ্টাম্প ছাপা হওয়া কাগজআদিতে কোন পত্র লেখা গেলে যাহা করা যাইবেক তাহার কথা।

৪৫। ইহাও নির্দ্দিষ্ট করা গেল যে কোন প্রতিজ্ঞাপত্র কি নিদর্শনপত্রাদি কৃত্রিম ইষ্টাম্পযুক্ত কাগজআদিতে লেখা হইয়াছে জানা গেলে ঐ প্রতিজ্ঞাপত্রাদির উপর সরকারের প্রকৃত ইষ্টাম্প ছাপাইবার পূর্ব্বে যত মাসুল দেওয়া উচিত ছিল তদতিরিক্ত ঐ পত্রাদি যে কাগজআদিতে লেখা গিয়া থাকে তাহার পৃষ্ঠে এই আইনের ৭ কি ৯ ধারার উক্ত দস্তখৎথাকনব্যতিরেকে এবং ঐ পত্রে দস্তখৎকর

নিয়া কি তাহা রাখিয়া জন ঐ কৃত্রিম ইষ্টাম্পযুক্ত কাগজআদি তাহার পৃষ্ঠের লিখিত তারিখে তাহার নীচের দস্তখৎকারির স্থানে ক্রয় করা কি পাওয়া গিয়াছে ইহার প্রমাণ বোর্ড রেবিনিউ সাহেব দিগের কি ঐ সাহেবলোকের ক্ষমতাপন্ন অন্য সাহেবদিগের হুজো পার্শ্বে দেওনব্যতিরেকে ঐ পত্রাদি যে মূল্যের ইষ্টাম্পযুক্ত কাগজআ দিতে লেখা উপযুক্ত ছিল তাহার মূল্যের পুরা বিংশতিগুণ টাকা জরীমানা সর্ব্বপ্রকারে লওয়া যাইবেক যদি ঐ কৃত্রিম ইষ্টাম্প ছাপা করা কাগজআদির পৃষ্ঠে নিরূপিত বাক্য উপযুক্তমতে লেখা থাকে ও ঐ কাগজআদির ক্রয়ের এবং তাহার ক্রয়ের তারিখের প্রত্যয় যোগ্য প্রমাণ বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের নিকটে দেওয়া যায় তবে ঐ প্রতিজ্ঞাপত্র কি নিদর্শনপত্রাদি যে ইষ্টাম্পযুক্ত কাগজআ দিতে লেখা কর্ত্তব্য তাহার অর্দ্ধেক মূল্য দিলে আইনানুসারে প্রকৃত ইষ্টাম্প তাহার উপর ছাপান যাইবেক এবং বোর্ড রেবিনিউর সাহেবেরা তদর্থে এক সর্টিফিকট্ দিবেন ইতি।—১৮২৬ সা। ১২ আ। ১১ ধা। ৫ প্র।

উপযুক্ত ইষ্টাম্প ছাপা না হওয়া কাগজআদিতে লেখা কোন পত্র দাখিল কি উপস্থিত কি রিকার্ডকরণের কি করাইবার জরীমানার কথা।

৪৬। যদি কোন জন কি জনেরা কোন আদালতে কি সরকারী অন্য কোন কাছারীতে প্রমাণের কি জ্ঞাপনের কি রেজিষ্টরী করাই বার অর্থে কি অন্য কোন কারণে নিরূপিত ইষ্টাম্পযুক্তকাগজআদিতে লিখিতে হইবার অথচ নিরূপিত ইষ্টাম্পযুক্ত কাগজআদিতে না লেখা কোন প্রতিজ্ঞাপত্র কি নিদর্শনপত্র কি কিম্বা অন্য লেখাপড়া দাখিল কি উপস্থিত করে কি রিকার্ড করায় কিম্বা অন্যের দ্বারা দাখিল কি উপস্থিত কি রিকার্ড করায় তবে সেই জন কি জনেরা ঐ দাখিল কি উপস্থিত কি রিকার্ড করা প্রতিজ্ঞাপত্র কি নিদর্শনপত্র কি অন্য লেখাপড়ার বিষয়সম্পর্কীয় ব্যক্তি হউক কি তাহার আটর্নি কি মোখ্তার হউক তাহার কি তাহারদিগের ঐ প্রতিজ্ঞাপত্র কি নিদ র্শনপত্র কি দরখাস্ত কি সওয়াল জওয়াব কি অন্য কোন লেখাপড়া যে মূল্যের ইষ্টাম্পকাগজে লেখা উচিত তাহার মূল্যের বিংশতিগুণ টাকা জরীমানা সরকারে দিতে হইবেক ইতি।—১৮২৬ সা। ১২ আ। ১২ ধা। ১ প্র।

উপযুক্তরূপে পৃষ্ঠে দস্তখৎ না থাকা কাগজ দাখিল করিলে কি বহীতে লেখাইলে যে জরীমানা হইবেক তাহার কথা।

৪৭। যদি ইষ্টাম্পকাগজে লিখিতে হইবার কোন প্রতিজ্ঞাপত্র কি নিদর্শনপত্র কি অন্য লেখাপড়া ইষ্টাম্পকাগজআদি বিক্রয়করণের অনুমতিপত্রপ্রাপ্ত কিম্বা ইষ্টাম্পকাগজআদি বিক্রয়াদি করিতে উপ যুক্তরূপে নিযুক্তহওয়া অন্য কোন লোকের দস্তখৎ পৃষ্ঠেতে থাকন বিনা হুকুমানুসারে নিরূপণহওয়া ইষ্টাম্পকাগজআদিতে লেখা গি য়াও কোন আদালতে কি সরকারের অন্য কোন কাছারীতে উপ স্থিত কি দাখিল করা কি বহীতে লেখান যায় তবে যে জন কি জনে রা ঐ প্রতিজ্ঞাপত্র কি নিদর্শনপত্র কি অন্য লেখাপড়া দাখিল কি উপস্থিত করিয়া কি বহীতে লেখাইয়া থাকে কি অন্যের দ্বারা উপ স্থিত কি দাখিল করাইয়া কি বহীতে লেখাইয়া থাকে সেই জনের

কি জনেরদের ইষ্টাম্পযুক্ত ঐ কাগজ কি অন্য বস্তুর মূল্যের পাঁচ গুণ টাকা জরীমানা দিতে হইবেক ইতি।—১৮২৬ সা। ১২ আ। ১২ ধা। ২ প্র।

কৃত্রিম ইষ্টাম্পযুক্ত কাগজআদিতে লিখিত নিদর্শনপত্রাদি দাখিলাদিকরণের জরীমানার কথা।

৪৮। কৃত্রিম ইষ্টাম্প কি দস্তখৎযুক্ত কাগজে লেখা কোন প্রতিজ্ঞাপত্র কি নিদর্শনপত্র কি দরখাস্ত কি অন্য পত্র যদি দাখিল কি উপস্থিত করা কি রিকার্ড করাণ যায় তবে ঐ প্রতিজ্ঞাপত্র কি নিদর্শনপত্র কি অন্য পত্র যে জন দাখিল কি উপস্থিত করে কি রিকার্ড করায় কি অন্যের দ্বারা দাখিল কি উপস্থিত কি রিকার্ড করায় সে জনের এই আইনের ৭ কি ৯ ধারার লিখিত হুকুমানুসারে দস্তখৎ ঐ পত্রাদির কাগজআদির পৃষ্ঠে থাকনের এবং ঐ কৃত্রিম ইষ্টাম্পযুক্ত কাগজআদি তাহার পৃষ্ঠের লিখিত তারিখে তাহার নীচে দস্তখৎকরণিয়ার স্থানে ক্রয়করণের প্রমাণ দিতে পারণব্যতিরেকে ঐ পত্রাদি যে মূল্যের ইষ্টাম্পকাগজআদিতে লেখা কর্ত্তব্য ছিল তাহার বিংশতিগুণ টাকা জরীমানা সরকারে দিতে হইবেক ও ঐ কৃত্রিম ইষ্টাম্পযুক্ত কাগজআদির পৃষ্ঠে হুকুমানুসারে দস্তখৎ ও তারিখ লেখা থাকে এবং ঐ পত্রাদি যে কার্য্যকারক সাহেবের সিরিশ্তায় দাখিল কি উপস্থিত কি রিকার্ড করা কি করাণ যায় তাঁহার নিকটে ঐ পত্রাদির কাগজআদি উপরের উক্তমতে ক্রয়করণের এবং তাহার পৃষ্ঠে উপযুক্তরূপে তারিখ লেখা থাকনের প্রত্যয়যোগ্যপ্রমাণ পাওয়া যায় তবে সেই কার্য্যকারক সাহেব ঐ পত্রাদি এবং ঐ বিষয়ে আপন কৃত বিবেচনার কথা লিখিয়া ইষ্টাম্পের মাসুলের কালেক্টর সাহেবের নিকটে পাঠাইবেন এমত হইলে ঐ পত্রাদি রাখণিয়া জন নিদর্শনপত্রাদি যে মূল্যের ইষ্টাম্পযুক্ত কাগজে লেখা উপযুক্ত ছিল তাহার অর্দ্ধেক দিলে কালেক্টর সাহেব তাহার প্রতি প্রকৃত ইষ্টাম্প ছাপা হইবার নিমিত্তে ইষ্টাম্পের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের নিকটে পাঠাইবেন ইতি।—১৮২৬ সা। ১২ আ। ১২ ধা। ৩ প্র।

পৃষ্ঠে দস্তখৎ ও তারিখ লেখা না থাকিলে।

কৃত্রিম ইষ্টাম্প ছাপাহওয়া কাগজের পৃষ্ঠে উপযুক্ত দস্তখৎ ও তারিখ লেখা থাকিলে যাহা হইবেক তাহার কথা।

যে লোকেরা জানিতে পায় যে আপনারদিগের নিকটে কৃত্রিম ইষ্টাম্প কাগজে লেখা পত্রাদি আছে তাহারদিগের যাহা করিতে হইবেক তাহার কথা।

৪৯। কোন ব্যক্তি যদি ইহা জানিতে পায় যে এই আইনের ৭ ও ৯ ধারার উক্ত মত দস্তখৎ ও তারিখযুক্ত কৃত্রিম ইষ্টাম্পছাপাহওয়া কাগজ কি অন্য বস্তুতে লেখা কোন প্রতিজ্ঞাপত্র কি নিদর্শনপত্র কি অন্য লেখাপড়া আপনার স্থানে আছে এবং বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের কি তৎক্ষমতাপন্ন অন্য সাহেবলোকের নিকটে তাহা এত্তেলা করে তবে ঐ জন সেই কাগজ কি অন্য বস্তুর পৃষ্ঠে যাহার নাম দস্তখৎ হইয়া থাকে তাহারি নিকটে তাহা ঐ কাগজআদির পৃষ্ঠের লিখিত তারিখে ক্রয়করণ কি পাওয়া যাওনের প্রত্যয়যোগ্য প্রমাণ ঐ বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের কি তৎক্ষমতাপন্ন অন্য সাহেবলোকের নিকটে দিতে পারিলে সেই প্রতিজ্ঞাপত্র কি নিদর্শনপত্র কি অন্য লেখাপড়ার উপর কোন ফীস্ কি খরচা লওনব্যতিরেকে প্রকৃত ইষ্টাম্প ছাপাহওনের হুকুম হইবেক ইতি।—১৮২৬ সা। ১২ আ। ১৩ ধা।

৫০। এই আইনের লিখনানুসারে যেং কার্য্যের নিমিত্তে যেং মূল্যের ইষ্টাম্পকাগজআদি নিরূপণ হইয়াছে কোন প্রতিজ্ঞাপত্র কি নিদর্শনপত্র কি অন্য পত্র তত্তুল্য কি ততোধিক মূল্যের ইষ্টাম্পযুক্ত কাগজআদিতে লেখা গেলে সেই পত্রাদি গ্রাহ্যহওনের বিষয়ে কোন আপত্তি হইবেক না ইতি।—১৮২৬ সা। ১২ আ। ১৪ ধা।

অধিক মূল্যের ইষ্টাম্প কাগজআদিতে লেখা পত্রাদি গ্রাহ্যে আপত্তি না হইবার কথা।

৫১। বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের এবং ইষ্টাম্পের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টসাহেবের এবং কালেক্টর সাহেবের কিম্বা ইষ্টাম্পকাগজআদি বিক্রয়করণের নিমিত্তে করা আফিসের কর্ত্তৃত্বকারি অন্য সাহেবের ক্ষমতা আছে যে ইষ্টাম্পকাগজআদির মাসুলের বিষয়ে কি তৎসম্পর্কীয় অন্য কোন বিষয়ে কোন বিবেচনা কি অনুসন্ধানার্থে সাক্ষিরদিগকে দিব্য করাইবার কি তাহারদিগের স্থানে মুকৃতিপত্র লইবার কি তাহারদিগের দ্বারা যথার্থ কথা কহাইবার প্রয়োজন হইলে সাক্ষিদিগকে তলব করিতে ও তাহারদিগকে দিব্য করাইতে কি তাহারদিগের স্থানে মুকৃতিপত্র লেখাইয়া লইতে কি তাহারদিগকে দিয়া যথার্থ কথা কহাইতে পারিবেন ইতি।—১৮২৬ সা। ১২ আ। ১৫ ধা।

বোর্ড রেবিনিউর সাহেবেরা ও ইষ্টাম্পের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব ও কালেক্টর সাহেব সাক্ষী তলব করিতে ও দিব্যাদি করাইতে পারিবার কথা।

তফসীল।

হস্তান্তরকরণ পত্র কি চুক্তিপত্র কি তমঃসুক কিম্বা জামিনীনামা এবং সামান্যতঃ সকল প্রকার প্রতিজ্ঞাপত্র যেং মূল্যের ইষ্টাম্পকাগজআদিতে লেখা যাইবেক তাহার বিষয়ে এই আইনেতে যে তফসীলের প্রস্তাব করা গিয়াছে সেই তফসীল নীচে লেখা যাইতেছে—

আগ্রীমেণ্ট অর্থাৎ একরারনামা এতাবতা ৫০০ পাঁচ শত কি ততোধিক টাকা নগদের কি মূল্যের বস্তুর বিষয়ে কোন পত্র কিম্বা একরারনামাতে লেখা যাইবার নিমিত্তে স্মরণার্থে যেং পত্র কিম্বা কাগজ লেখা যায় তাহার কাগজের মূল্য এই তফসীলেতে স্পষ্টরূপে অন্যপ্রকার লেখা না গেলে কিম্বা তাহা ইষ্টাম্পের নিমিত্তে নিরূপিত সকল মূল্যহইতে বহির্ভূত না হইলে তাহা চুক্তিহওনের প্রমাণ মাত্র কি কোন বিষয়েতে একরারকরণিয়ার বদ্ধহওনের নিমিত্তেই বা হউক যে ইষ্টাম্পকাগজে লেখা যাইবেক তাহার মূল্য। ....

বর্জনীয়।

কর্ম্মের বেতনের নিমিত্তে একরারনামা।

৫০০ পাঁচশত টাকার কম মূল্যের দ্রব্য বিক্রয়ের নিমিত্তে যে একরারনামা এবং চল্লিশ মাইল অন্তরনিবাসি মহাজন এবং অন্য লোকদিগের পরস্পর পত্রের দ্বারা যে সকল কৌলকরার হয় তাহা।

আসাইনমেণ্ট অর্থাৎ অর্পণপত্র হস্তান্তরকরণপত্রের ও নিরূপণপ ত্রের স্বরূপ না হইলে এবং বিশেষরূপে ইষ্টাম্পহইতে বর্জিত না হইলে তাহা যে ইষ্টাম্পকাগজে লেখা যাইবেক তাহার মূল্য।

হুণ্ডী অর্থাৎ এক কি তাহাহইতে অধিক সাক্ষির দস্তখৎযুক্ত প্রতিজ্ঞাপত্র কি নিদর্শনপত্র কি লেখাপড়াব্যতিরেকে দৃষ্টিমাত্র দিতে হইবার কি লেখা যাওনের তারিখহইতে তিনমাসের অধিক না হয় এমত মিয়াদী কিম্বা দর্শনানন্তর নব্বই দিন মিয়াদীবরাৎচিঠী কি করারী তমঃসুক কি হুণ্ডী কি টীপ্ কি বরাৎ কি টাকা দিবার অনুজ্ঞাপত্র কি অঙ্গীকারপত্র যাহার টাকা এই রাজধানীর তাবে কোন দেশেতে পাওয়া যাইবেক তাহা এবং ঐ সকল দেশের বাহিরে দিতে হইবার টাকার হুণ্ডী তাহার মিয়াদ যাহা হউক ২৫ পঁচিশ টাকার অধিকের না হইলে যে ইষ্টাম্পকাগজে লেখা যাইবেক তাহার মূল্য। ৴০

অধিকের হইলে।

যাহার উপর	যেপর্য্যন্ত	মূল্য।
২৫৲	৫০৲	৵০
৫০৲	১০০৲	।০
১০০৲	২০০৲	।।০
২০০৲	৪০০৲	৸০
৪০০৲	৮০০৲	১৲
৮০০৲	১৬০০৲	১।।০
১৬০০৲	৩০০০৲	২৲
৩০০০৲	৫০০০৲	২।।০
৫০০০৲	১০০০০৲	৪৲
১০০০০৲	২০০০০৲	৬৲
২০০০০৲	৩০০০০৲	৮৲
৩০০০০৲	৫০০০০৲	১২৲
৫০০০০৲	১০০০০০৲	১৬৲
১০০০০০৲ এক লক্ষের উপর যত হয়		২০৲

প্রেমিসোরিনোট অর্থাৎ উপরের নিরূপিত মূল্যের ইষ্টাম্পকাগজে যে করারী তমঃসুক লেখা যায় তাহার লিখিত টাকা দেওয়া গেলে পর সে করারী তমঃসুক আর চলিবেক না।

যে যে করারী তমঃসুক পরস্পর চলিবার নিমিত্তে প্রকাশ করা যায় তাহা নীচের লিখিতব্য মূল্যের ইষ্টাম্পকাগজে লেখা যাইবেক।

যাহার উপর	যেপর্য্যন্ত	মূল্য।
১৲	২৫৲	৵০
২৫৲	৫০৲	।০

যাহার উপর	যেপর্য্যন্ত	মূল্য।
৫০৲	১০০৲	।।০
১০০৲	২০০৲	৸০
২০০৲	৪০০৲	১৲
৪০০৲	৮০০৲	১।।০
৮০০৲	১৬০০৲	২৲
১৬০০৲	৩০০০৲	২।।০
৩০০০৲	৫০০০৲	৪৲
৫০০০৲	১০০০০৲	৬৲
১০০০০৲	২০০০০৲	৮৲
২০০০০৲	৩০০০০৲	১২৲
৩০০০০৲	৫০০০০৲	১৬৲
৫০০০০৲	১০০০০০৲	২০৲
১০০০০০৲	এক লক্ষের উপর যেপর্য্যন্ত হউক।	৩২৲

মন্তব্য—কোন বাঙ্ক কি সমাজহইতে যে সকল নোট প্রকাশ করা যাইবেক সে সমস্ত নোটের কারণ যে যে মূল্যের ইষ্টাম্পকাগজের আবশ্যক হয় তাহার নিমিত্তে মোটে কতক টাকা লইবার নিয়ম করিতে শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলেতে ক্ষমতা থাকিবেক ও এমত নিয়মের সমাচার গবর্ণমেণ্ট গাজেটে ছাপা যাইবেক।

বিদেশি হুণ্ডী অর্থাৎ ভিন্নাধিকারের উপরের যে টাকার নিমিত্তে দোকর তেকর একরূপ হুণ্ডী পাঠান যায় তাহার লিখিত দাতব্য টাকার সংখ্যা ৪০০ চারি শতের অধিক না হইলে তাহার প্রত্যেক হুণ্ডী যে ইষ্টাম্পকাগজে লেখা যাইবেক তাহার মূল্য। .... ।।০

অধিক হইলে।

যাহার উপর	যেপর্য্যন্ত	মূল্য।
৪০০৲	৮০০৲	৸০
৮০০৲	১৬০০৲	১৲
১৬০০৲	৩০০০৲	১।।০
৩০০০৲	৫০০০৲	২৲
৫০০০৲	১০০০০৲	২।।০
১০০০০৲	২০০০০৲	৪৲
২০০০০৲	৩০০০০৲	৬৲
৩০০০০৲	৫০০০০৲	৮৲
৫০০০০৲	পঞ্চাশ হাজারের উপর যেপর্য্যন্ত হউক।	১২৲

বর্জ্জনীয়।

হুণ্ডী ও করারী তমঃসুক অর্থাৎ সরকারী কার্য্যের নিমিত্তে সরকারের স্থেং কার্য্যকারক সাহেবেরা সরকারের খাজানাদপ্তরের

উপর হুণ্ডী দিবার ও তথাহইতে টাকা দেওয়া যাইবার অর্থে করারী তমঃসুকইত্যাদি লিখিয়া দিবার ক্ষমতা রাখেন্ তাঁহারদের দেওয়া হুণ্ডী ও করারী তমঃসুক লিখনের স্থানহইতে কুড়ি মাইলের মধ্যগত কোন বাঙ্কের কি বাঙ্কের কোন মালিকের কি মোখ্তারের নামে চাহিবামাত্রলইয়া যাওনিয়াকে টাকা দিবার নিমিত্তে লিখনের স্থানের নামযুক্ত যে সকল বরাৎ কি অনুজ্ঞা পত্র লেখা যায় তাহা।

বিললেডিং অর্থাৎ রসীদ এতাবতা জাহাজে রফ্তানী হইবার কোন জিনিসের যে রসীদ জাহাজের কাপ্তান ঐ দ্রব্যের স্বামিকে দেয় তাহা যে ইষ্টাকাগজে লেখা যাইবেক তাহার মূল্য। .... ১৲

বিক্রয়পত্র অর্থাৎ নিতান্ত বিক্রয়পত্রের ইষ্টাকাগজের মূল্য।——
বন্ধকপত্র দেখ।

কোন টাকার জামিনবোধক কোন বস্তুর বিক্রয়পত্র যদি ঐ বিক্রয় পত্র মুখ্য হয় কিম্বা তাহার লিখিত বস্তুর অন্য বিক্রয়পত্র না থাকে তাহার ইষ্টাকাগজের মূল্য। ——————
হস্তান্তরকরণপত্রের প্রকরণ দেখ।

বিক্রয়পত্র অর্থাৎ হস্তান্তরকরণপত্রের নিমিত্তে নিরূপণকরা মূল্যের ইষ্টাকাগজে লেখা আসল প্রতিজ্ঞাপত্রের কি নিদর্শনপত্রের পুষ্টিপোষক যে পত্র জামিনস্বরূপে রাখা যায় তাহা লিখিবার ইষ্টাকাগজের মূল্য। .... ৮৲

বণ্ড অর্থাৎ তমঃসুক এতাবতা টাকা আদায়ের কারণ এক কি ততোধিক সাক্ষির দস্তখৎযুক্ত তমঃসুক কি প্রতিজ্ঞাপত্র কি নিদর্শন পত্র কি অন্য লেখাপড়া এবং পূর্ব্বোক্ত অন্য যে করারী তমঃসুক ইত্যাদিতে তাহার তারিখের পর তিন মাসের অধিক কি নিদর্শনের পর নব্বই দিনের অধিক মিয়াদ থাকে তাহা ২৫ পঁচিশ টাকার অধিকের না হইলে যে ইষ্টাকাগজে লেখা যাইবেক তাহার মূল্য। ৵০

অধিকের হইলে।

যাহার উপর	যেপর্য্যন্ত	মূল্য।
২৫৲	৫০৲	।৵
৫০৲	১০০৲	৸০
১০০৲	২০০৲	১৲
২০০৲	৩০০৲	২৲
৩০০৲	৫০০৲	৪৲
৫০০৲	১০০০৲	[illegible]
১০০০৲	২০০০৲	১৬৲
২০০০৲	৩০০০৲	১[illegible]

যাহার উপর	যেপর্য্যন্ত	মূল্য।
৩০০০৲	৫০০০৲	২০৲
৫০০০৲	১০০০০৲	৩২৲
১০০০০৲	২০০০০৲	৪০৲
২০০০০৲	৩০০০৲	৫০৲
৩০০০০৲	৫০০০০৲	৬৪৲
৫০০০০৲	৭৫০০০৲	৭০৲
৭৫০০০৲	১০০০০০৲	৮০৲
১০০০০০৲	১৫০০০০৲	১০০৲
১৫০০০০৲	২০০০০০৲	১২০৲
২০০০০০৲ দুই লক্ষের উপর যেপর্য্যন্ত হউক।		১৫০৲

তমঃসুক অর্থাৎ জাহাজে বোঝাইকরা জিনিসের উপর লওয়া টাকার নিমিত্তে রেস্পাণ্ডেন্সিয়া বণ্ড নামে যে তমঃসুক দেওয়া যায় এবং জাহাজের উপর লওয়া টাকার নিমিত্তে বটম্রীবণ্ড নামে যে তমঃসুক দেওয়া যায় তাহা লেখা যাইবার ইষ্টাম্পকাগজের মূল্য। ——————————

দ্রব্যের মূল্যানুসারে উপরের লিখনমত।

তমঃসুক অর্থাৎ কোম্পানির কাগজ হস্তান্তরকরণের কিম্বা নিরূপিত সময়পর্য্যন্ত সালিয়ানা সংখ্যানিরূপিত টাকা দিবার অথবা মূল্য নিরূপণকরণযোগ্য কোন বিষয় কি বস্তু অর্পণের কি তাহার হিসাব দেওনের নিমিত্তে জামিনস্বরূপ যে তমঃসুক দেওয়া যায় তাহা। ——————————

যে টাকা দিবার কি তাহার হিসাব দিবার কিম্বা যে দ্রব্য অর্পণকরণের কি হস্তান্তরকরণের কথা ঐ তমঃসুকে লেখা যায় সেই টাকার সংখ্যার কি দ্রব্যের মূল্যানুসারে নিরূপিত ইষ্টাম্পকাগজে লেখা যাইবেক।

তমঃসুক অর্থাৎ যাবজ্জীবনইত্যাদির ন্যায় অনিরূপিত সময়পর্য্যন্ত সালিয়ানা টাকা দিবার তমঃসুক।

সনং যত টাকা দিতে হইবেক তাহার দশগুণ সংখ্যার নিমিত্তে নিরূপিত মূল্যের ইষ্টাম্পকাগজে লেখা যাইবেক।

তমঃসুক অর্থাৎ যে টাকা রক্ষাপাওনের কি অবশেষে ফিরিয়া পাওয়া যাওনের নিমিত্তে যে তমঃসুক লেখা যায় সেই টাকার সংখ্যা অনিশ্চিত ও অনিরূপিত হইলে ঐ তমঃসুক যে ইষ্টাম্পকাগজে লেখা যাইবেক তাহার মূল্য। .... ১৫০৲

সংখ্যার নিশ্চয় ও নিরূপণ থাকিলে।

তত টাকার তমঃসুকের ইষ্টাম্পকাগজের মূল্যের তুল্য মূল্য

তমঃসুক অর্থাৎ হস্তান্তরকরণপত্রের কিম্বা টাকার তমঃসুকের নিমিত্তে তাহাতে লেখা যাওয়া টাকার সংখ্যানুসারে নিরূপণহওয়া মূল্যের ইষ্টাম্পকাগজে লেখা কোন প্রতিজ্ঞাপত্র কি নিদর্শনপত্রের প্রতিপোষকহওনের নিমিত্তে আমানৎরূপে লওয়া তমঃসুক কিম্বা কোন টাকা পরিশোধ করিবার কি কোন বস্তু হস্তান্তরকরণের কি দাতব্য কোন টাকা দিতে হইবার অর্থে লিখিত পত্রব্যতিরেকে অন্য কোন চুক্তির কি নিয়মের কি একরারের কর্ম্ম করিবার নিমিত্তে জামিনস্বরূপ দেওয়া তমঃসুক। ....

তমঃসুক অর্থাৎ ক্ষতিপূরণের তমঃসুক। ... ...

তমঃসুক অর্থাৎ কোন পদের কর্ম্ম কিম্বা অন্য কার্য্য উপযুক্তরূপে করিবার নিমিত্তে যে তমঃসুক লেখা যায় তাহা এবং নিরূপিত অন্য মূল্যের ইষ্টাম্পকাগজে লিখিতে হইবার কি ইষ্টাম্পকাগজে না লিখিতে হইবার তমঃসুকব্যতিরেকে আর সকল তমঃসুক। ..

বর্জ্জনীয়।

তমঃসুক অর্থাৎ সালিসনামা।

তমঃসুক অর্থাৎ পরস্পর রাজ্যের নীতিবিষয়ক পদসম্পর্কীয় কিম্বা নিজ রাজ্যশাসন কর্তৃত্ব পদসম্পর্কীয় সরকারী কোন কার্য্যের কি বস্তুর নিমিত্তে সরকারের কর্ম্মকারি সাহেবদিগের নিকটে দেওয়া কি তাঁহারদিগের নিকটহইতে দেওয়া তমঃসুক।

সিকুরিটিবণ্ড অর্থাৎ জামিনীনামা এতাবতা কোন আদালতের সাহেব কি কালেক্টর সাহেব কি আদালত কি রাজস্বসম্পর্কীয় কোন কার্য্যকারক সাহেবের লওয়া কি তাঁহারদিগের হুকুমের দ্বারা লওয়া জামিনীপত্র এবং কোন আদালতে উপস্থিত হওয়া কোন মোকদ্দমাতে দাখিলহওয়া রাজীনামা ও সোলেনামা ও রফানামা তাহার নিমিত্তে এক্ষণকার চলিত আইনে কি ইহার পরে নির্দ্দিষ্টহওয়াআইনেতে যে মূল্যের নিরূপণ হইয়াছে কি হইবেক সেই মূল্যের ইষ্টাম্পকাগজে লেখা যাইবেক।

চার্ত্তরপার্ট্তি অর্থাৎ কোন জাহাজ কি নৌকার ভাড়ার নিমিত্তে কোন একরারনামা কি চুক্তিপত্র কিম্বা জাহাজ কি নৌকার কাপ্তানের কি কর্ত্তার কি স্বামির অন্য কাহার সহিত ঐ জাহাজ কি নৌকাযোগে কোন মুদ্রা কি দ্রব্য কি মাল বোঝাই করিবার ও অন্য স্থানে লইয়া যাইবার বিষয়ে যে কোন লেখাপড়া ও পত্রাদি হয় তাহা লিখিবার ইষ্টাম্পকাগজের মূল্য। ....

বর্জ্জনীয়।

চার্টরপাতি অর্থাৎ সিপাহীদিগকে কি সৈন্যসম্বন্ধীয় দ্রব্যজাত লইয়া যাইবার কিম্বা পরস্পর রাজ্যসম্পর্কীয় অন্য কোন কার্য্যের নিমিত্তে সরকারেতে ভাড়ালওয়া জাহাজ কি নৌকার বিষয়ে উভয়ের মধ্যে যে একরারনামা কি চুক্তিপত্র লেখা যায়।

কন্ট্রাক্ট অর্থাৎ চুক্তিপত্র কি প্রতিজ্ঞাপত্র তাহার কাগজের অন্য প্রকার মূল্যের নিরূপণ না হইয়া থাকিলে কিম্বা তাহা ইষ্টাম্পহই তে বর্জ্জিত না হইলে। ....

কোপার্টনরসিপ্‌ডীড অর্থাৎ প্রতিজ্ঞাপত্র এতাবতা যৌথা কারবারের লেখাপড়া অর্থাৎ সংসৃষ্টিপত্র। ....

কম্পোসিসনডীড অর্থাৎ সাধু খাতকী প্রতিজ্ঞাপত্র কিম্বা অশক্ত খাতক কি খাতকদিগের ও তাহার কি তাহারদের মহাজনেরদের মধ্যেতে রফাসুরতে দেনা পরিশোধার্থে অন্য যে কোন লেখাপড়া হয় তাহা যে ইষ্টকাগজে লেখা যাইবেক তাহার মূল্য।

কনবেয়ন্স অর্থাৎ হস্তান্তরকরণপত্র এতাবতা তাহা দানপত্র হউক কি বিষয়বিশেষে অর্থ ব্যয়ের নিয়মপত্র হউক কি নিরূপণপত্র কি হস্তান্তরকরণপত্র কি ত্যাগপত্রইবা হউক কিম্বা কোন ভূমি কি ঘরবাটী কি খাজানা কি সালিয়ানা প্রাপ্তি কি পৈতৃক কি স্বোপা র্জ্জিত স্থাবর কি জঙ্গম অন্য কোন বস্তু বিক্রয়ের বিষয়ে কিম্বা কোন ভূমি কি ঘরবাটী কি খাজানা কি সালিয়ানা লাভ কি অন্য কোন বস্তুতে থাকা কোন স্বত্ব কি অধিকারিত্ব কি প্রাপ্য কিম্বা অন্য কোন প্রকার দাওয়ার বিষয় বিক্রয়ের বিষয়ে যে কোন প্রকার লেখাপড়া হয় অর্থাৎ যে মুখ্য কি অদ্বিতীয়পত্র কি নিদর্শনপত্র কি লেখাপড়ার দ্বারা বিক্রয়করা বস্তু ক্রয়কর্ত্তা কি ক্রয় কর্ত্তাদিগের কি তাহার কি তাহারদিগের অনুমতিক্রমে অন্য কোন জনের হস্তগত হয় কি অর্পণ করা যায় ঐ২ বিষয়ের পত্র তাহার মধ্যে লেখা ক্রয়ের মূল্য কি তদ্ভিন্ন অন্য বিষয়ের টাকা ৫০ পঞ্চাশের অধিক না হইলে যে ইষ্টাম্পকাগজে লেখা যাই বেক তাহার মূল্য। .... ॥০

পঞ্চাশের অধিক হইলে ৮

যাহার উপর	যেপর্য্যন্ত	মূল্য।
৫০৲	১০০৲	১৲
১০০৲	২০০৲	২৲
২০০৲	৫০০৲	৪৲

যাহার উপর	যেপর্য্যন্ত।	মূল্য।
৫০০ৎ	১০০০ৎ	৮ৎ
১০০০ৎ	২০০০ৎ	১২ৎ
২০০০ৎ	৩০০০ৎ	১৬ৎ
৩০০০ৎ	৫০০০ৎ	২০ৎ
৫০০০ৎ	৮০০০ৎ	৩২ৎ
৮০০০ৎ	১২০০০ৎ	৪০ৎ
১২০০০ৎ	২০০০০ৎ	৫০ৎ
২০০০০ৎ	৩০০০০ৎ	৬৪ৎ
৩০০০০ৎ	৫০০০০ৎ	৮০ৎ
৫০০০০ৎ	১০০০০০ৎ	১০০ৎ
১০০০০০ৎ	২০০০০০ৎ	১৫০ৎ
২০০০০০ৎ দুই লক্ষের অধিক প্রত্যেক লক্ষের নিমিত্তে।		একং শত।

মন্তব্য—অনেক প্রতিজ্ঞাপত্রের কি নিদর্শনপত্রের কি লেখাপড়ার মধ্যে কোন পত্র মুখ্য ইহাতে সন্দেহ হইলে ঐ পত্রাদির কর্ত্তারা তাহার মধ্যে যে পত্র মুখ্য হয় তাহার স্থির করিতে এবং ঐ পত্রেতে লিখিত টাকার সংখ্যার দৃষ্টে উপযুক্ত মূল্যের ইষ্টাম্প যুক্ত কাগজে কি পার্চমেণ্টে কি বেলমে তাহার নকল করাইতে পারে কিন্তু এই হুকুম মানিতে হইবেক যে একহইতে অধিক পত্রাদি থাকিলে ঐ মুখ্য পত্রভিন্ন অন্য অন্য সকল পত্র আট আট টাকা মূল্যের ইষ্টাম্পকাগজআদিতে লেখা যাইবেক এবং ঐ সকল পত্রেতে বস্তু হস্তান্তরহওনের মুখ্য পত্রের নিরূপণ এবং ঐ মুখ্য পত্র উপযুক্ত মূল্যের ইষ্টাম্পকাগজে লেখা গিয়া থাকনের কথা লেখা যাইবেক।

বর্জ্জনীয়।

যে সকল দান পত্র কি পাট্টা কি বিক্রয়পত্রাদিতে সরকার পরস্পর রাজ্যের নীতিবিষয়ক পদের কি স্বীয় রাজ্যশাসনকর্তৃত্ব পদের কর্ত্তাভাবে এক পক্ষ হন্ তাহা।

মন্তব্য—মালগুজারী কি খাজানার বাকী উসুল করিবার কিম্বা আদালতের ডিক্রীর লিখনমত কার্য্যকরণের নিমিত্তে যে ভূমি নীলামে বিক্রয় করা যায় তাহার বিক্রয় পত্রেতে ঐ বর্জ্জনের কথা সম্পর্ক রাখিবেক না ও এমত নীলাম হইলে তাহার খরীদারের খরীদের টাকার সহিত ইষ্টাম্পকাগজের মূল্য দিতে হইবেক এবং যে কার্য্যকারক সাহেব ঐ নীলাম করেন্ তাঁহার নিকটহইতে ঐ খরীদার সেই মূল্যের ইষ্টাম্পকাগজেতে লিখিত বিক্রয়পত্র পাইবেক।

সরকারের লওয়া কর্জ্জের খত কি সরকারের লিখিয়া দেওয়া অন্য প্রকার খত এবং বাঙ্কের অংশ হস্তান্তরকরণের পত্র।

নকল কোন প্রকার প্রমাণযুক্ত কিম্বা ঠিক নকলবোধক দস্তখৎযুক্ত কোন তমঃসুকের কি প্রতিজ্ঞাপত্রের কি একরারনামার কি চুক্তিপত্রের কি হস্তান্তরকরণ পত্রের কিম্বা ইষ্টাম্পকাগজে লিখিতে হইবার আর কোন প্রতিজ্ঞাপত্রের কি নিদর্শনপত্রের যে কোন নকল প্রমাণস্বরূপে দাখিল করিবার নিমিত্তে প্রকৃতরূপে করা যায়

ঐ একরারনামা কি চুক্তিপত্র কি তমঃসুক কি প্রতিজ্ঞাপত্র কি অন্য কোন নিদর্শনপত্রের যে নকল উভয়পক্ষের কোন পক্ষের হিতের নিমিত্তে করা যায় তাহার ইষ্টাম্পকাগজের মূল্য।—————

আসল পত্রের কাগজের মূল্যের তুল্য।

ঐ একরারনামা কি চুক্তিপত্র কি তমঃসুক কি প্রতিজ্ঞাপত্র কি অন্য কোন নিদর্শনপত্রের যে নকল উভয় পক্ষব্যতিরেকে অন্য জনের হিতের কি কার্য্যসাধনের নিমিত্তে করা যায় তাহার ইষ্টাম্পকাগজের মূল্য। .... ৮৲

এবং পূর্ব্বোক্ত কোন একরারনামা কি চুক্তিপত্র কি তমঃসুক কি প্রতিজ্ঞাপত্র কি অন্য নিদর্শনপত্রের পৃষ্ঠের লেখা কি তাহার সঙ্গে গাঁথা কোন তফসীলের ফর্দ্দের কি রসীদের কি অন্য কোন লিখনের কোন প্রকার প্রমাণযুক্ত কি ঠিক নকলবোধক দস্তখৎযুক্ত কোন নকল লেখা যাইবার ইষ্টাম্পকাগজের মূল্য। .... ৮৲

মন্তব্য— কলিকাতার মধ্যস্থিত সরকারের কোন কাছারীহইতে কোন জনকে কোন রিকার্ডপত্র কি হিসাব কিম্বা বেওরাপত্র কি রিপোর্ট কি অন্য কোন লেখাপড়ার নকল দস্তখৎযুক্ত দিতে হইলে তাহা যে ইষ্টাম্পকাগজে লেখা যাইবেক তাহার প্রত্যেক ফর্দ্দের মূল্য। .... ||০

বর্জ্জনীয়।

আসল পত্রাদি যাহার স্থানে থাকে তাহার কিম্বা তাহার উকীলের কি সলিসিটরের নিজ কর্ম্মের নিমিত্তে করা নকল।

কোন আইনের দ্বারা সরকারী কার্য্যকারক সাহেবদিগকে যে কোন কাগজের নকল করিতে কি চাহিতে কি অন্যেরে দিতে হুকুম আছে সেই নকল ইষ্টাম্পকাগজে লিখিবার নিমিত্তে বিশেষরূপে হুকুম না থাকিলে তাহা।

সদর দেওয়ানী আদালতের রুবকারী ও ডিক্রীর যেং নকল ইঙ্গ রেজী ১৮১৪ সালের ১ আইনের এবং তাহার পরে নির্দ্দিষ্টহ ওয়া অন্য আইনের হুকুমানুসারে দিতে লইতে হয় তাহা।

ডীড অর্থাৎ প্রতিজ্ঞাপত্র এতাবতা এই তফসীলেতে বিশেষরূপে যেং প্রতিজ্ঞাপত্রের প্রসঙ্গ না হইয়া থাকে সে সকল প্রতিজ্ঞাপ ত্রের ইষ্টাম্পকাগজের মূল্য। .... ৮৲

একুশ্চেঞ্জ অর্থাৎ এওজনামা এতাবতা অন্য কোন প্রকার বস্তুর পরি বর্ত্তে স্থাবর কোনবস্তু যে প্রতিজ্ঞাপত্রের দ্বারা হস্তান্তর কি ত্যাগ হয়।

যদি ঐ এওজ সমান করিবার নিমিত্তে কিছু টাকা না দেওয়া যায় কি দিবার নিয়ম না হয় তবে যে ইষ্টাম্পকাগজে লেখা যাইবেক তাহার মূল্য। .... ৮৲

যদি ঐ এওজ সমান করিবার নিমিত্তে কিছু টাকা দেওয়া যায় কি দিবার নিয়ম হয় তবে যে ইষ্টাম্পকাগজে লেখা যাইবেক তাহার মূল্য। ————————————

তত টাকার বস্তু হস্তান্তরকরণপত্রের কাগজের মূল্যের তুল্য

এঙ্গেজমেণ্ট অর্থাৎ প্রতিজ্ঞাপত্র এতাবতা দেওয়া দাদনপ্রযুক্ত নীল গাছের কৃষিকার্য্যকরণের কি তাহা যোগাইবার কি দাখিলকর ণের কিম্বা বাণিজ্যব্যাপারের অন্য কোন বস্তু জন্মাইবার কি বানা ইবার কি যোগাইবার কি দাখিল করিবার অর্থে যে কবুলিয়ৎ লিখিয়া দেওয়া যায় তাহা।

পত্রের তারিখহইতে তিন মাসের অধিক মিয়াদে দাতব্য টাক পরিশোধনার্থে লিখিত তমঃসুক কি অন্য খতের ইষ্টাম্পকাগ জের মূল্যানুক্রমে দাদনের টাকার সংখ্যানুসারে নিরূপিত মূ ল্যের কাগজে লেখা যাইবেক।

লীস অর্থাৎ পাট্টা এতাবতা কতক টাকা আগাম পাইয়া ইস্তমরারী পাট্টা কিম্বা এক জনের কি ততোধিক জনের পরমায়ুর সংখ্যা পর্য্যন্ত মিয়াদের কি অনিরূপিত অন্য কতক কাল মিয়াদের নিমি ত্তে যে পাট্টা দেওয়া যায় যদি খাজানা দিতে না হয় তবে তাহার ইষ্টাম্পকাগজের মূল্য। ————————

ঐ আগাম দেওয়া টাকার তুল্য মূল্যের বস্তু হস্তান্তর কি বিক্রয়করণের পত্রের কাগজের মূল্যের তুল্য।

আগাম কিছু টাকা পাওনব্যতিরেকে সনং খাজানা পাওনের কারণ

ভূমি কি বাটীঘর কি অন্য স্থাবর বস্তুর যে পাট্টা লেখা যায় তাহার ইষ্টাম্পকাগজের মূল্য সালিয়ানা খাজানা ১২ বার টাকার উপর ২৪ টাকাপর্য্যন্ত হইলে। .... ॥০

তাহার অধিক হইলে।

যাহার উপর	যেপর্য্যন্ত	মূল্য।
২৪৲	৫০৲	৸০
৫০৲	১০০৲	১৲
১০০৲	২৫০৲	২৲
২৫০৲	৫০০৲	৪৲
৫০০৲	১০০০৲	৮৲
১০০০৲	২০০০৲	১২৲
২০০০৲	৪০০০৲	১৬৲
৪০০০৲	৬০০০৲	২০৲
৬০০০৲	১০০০০৲	৩২৲
১০০০০৲	৫০০০০৲	৬৪৲
৫০০০০৲ পঞ্চাশ হাজার টাকার উপর যত হয়।		৮০৲

বৎসর বৎসরের খাজানার নিয়ম করিয়া কতক টাকা আগাম পাওন প্রযুক্ত দেওয়া ভূমি কি বাটী কি অন্য কোন স্থাবর বস্তুর পাট্টা।

পূর্ব্বোক্ত দুই সংখ্যা একুন করিয়া যত হয় তত সংখ্যার নিমিত্তে নিরূপিত মূল্যের ইষ্টাম্পকাগজআদিতে লেখা যাইবেক।

আট টাকার অধিক মূল্যের কাগজআদিতে লিখিত পাট্টার প্রতিরূপ কবুলিয়ৎ।

চারি টাকা মূল্যের ইষ্টাম্পকাগজ কি বেলম কি পার্চমেণ্টে লেখা যাইবেক।

বর্জ্জনীয়।

সালিয়ানা খাজানা ১২ বার টাকার অধিক না হয় এমন ভূম্যাদির পাট্টা।

সরকারের কি বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের দেওয়া সকল পাট্টা।

ওকালৎনামা অর্থাৎ ওকালৎনামা কি তদ্রূপ মোখ্তারনামা কি তেজারতের কুঠীর কর্ম্মকারিদিগের কর্ম্মের সনদ অর্থাৎ কোন মোক

দ্দমা কি বিষয় কি কার্য্যসম্পর্কীয় বিশেষ কোন এক কর্ম্ম কি ঐ পত্রেতে বিশেষিয়া লিখিত করিতে হইবার অনেক কর্ম্ম করিবার ক্ষমতার্পণের পত্র যে ইষ্টাম্পকাগজে লেখা যাইবেক তাহার মূল্য। ২৲

সামান্য ওকালৎনামাইত্যাদির নিমিত্তে কাগজআদির মূল্য। .... ৪৲

বর্জ্জনীয়।

সদর দেওয়ানী আদালতের কি তাহার তাবে কোন আদালতের সিরিশ্‌তার উকীলদিগকে ঐ২ আদালতে উপস্থিতহওয়া কোন মোকদ্দমার সওয়াল জওয়াব করিবার নিমিত্তে কিম্বা ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ১ আইনানুসারে ইষ্টাম্পকাগজে লিখিতে হইবার মুৎফররকা কোন আরজী কি দরখাস্তইত্যাদি আদালতে দাখিল করিবার নিমিত্তে ক্ষমতার্পণের ওকালৎনামা।

বোধক লাইসেন্স লেটর অর্থাৎ অভয়পত্র এতাবতা খাতকদিগকে মহাজনদিগের দেওয়া অভয়পত্র যে ইষ্টাম্পকাগজে লেখা যাইবেক তাহার মূল্য। .... ৮৲

মর্টগেজ অর্থাৎ বন্ধকপত্র এতাবতা পূর্ব্বের করা কর্জ্জের টাকা কি যে টাকা কর্জ্জ করিতে হইবেক তাহা আদায় করিবার মাতবরীর নিমিত্তে দখলদেওনের সহিত কি তাহাব্যতিরেকে কোন ভূমি কি জমীদারী কি অন্য স্থাবর কিম্বা অস্থাবর বস্তুর বন্ধকপত্র কি সনিয়ম বিক্রয়পত্র। এবং পূর্ব্বের করা কর্জ্জের টাকা কি যে টাকা কর্জ করিতে হইবেক তাহা আদায় হইবার মাতবরীর নিমিত্তে কোন বস্তুর স্বত্বজ্ঞাপক প্রতিজ্ঞাপত্রের সহিত দেওয়া বন্ধকইত্যাদি পত্রের ইষ্টাম্পকাগজের মূল্য।

বন্ধক না দিয়া কর্জ্জলওয়া টাকার তমঃসুক লেখা যাইবার কাগজের নিরূপিত মূল্যের তুল্য।

বন্ধকপত্র অর্থাৎ কোম্পানির কাগজ হস্তান্তরকরণের কিম্বা নিরূপিত সময়পর্য্যন্ত সালিয়ানা টাকা দিবার কিম্বা মূল্য নিরূপণহওনযোগ্য কোন বস্তু উত্তরকালে কোন সময়ে অন্যের হস্তগতকরণের মাতবরীর নিমিত্তে দেওয়া বন্ধকপত্রইত্যাদি।

ঐ বস্তুর পূর্ণ ও যথার্থ মূল্যানুসারে নিরূপিত ইষ্টাম্পকাগজআদিতে লেখা যাইবেক।

বন্ধকপত্র অর্থাৎ যাবজ্জীবনের ন্যায় অনিরূপিত সময়পর্য্যন্ত সালি

য়ানা টাকা আদায় করিবার মাতবরীর নিমিত্তে যে বন্ধকপত্র দে
ওয়া যায় তাহার ইষ্টাম্পকাগজের মূল্য।
সনং দিতে হইবার টাকার দশগুণ টাকার
খতের নিরূপিত কাগজের মূল্যের তুল্য।

যে বন্ধকপত্রের দ্বারা যে টাকা আদায়হওনের মাতবরী হয় সেই
টাকার সংখ্যার নিরূপণ না থাকিলে ঐ বন্ধকপত্র লেখা যাইবার
ইষ্টাম্পকাগজের মূল্য .... ১৫০৲

যে বন্ধকপত্রের দ্বারা যে টাকা আদায় হইবার মাতবরী হয় সেই
টাকা নিরূপিত কোন সংখ্যার অধিক না হইবার নিয়ম তাহাতে
লেখা থাকিলে ঐ বন্ধকপত্র যে ইষ্টাম্পকাগজে লেখা যাইবেক
তাহার মূল্য।
ঐ নিরূপিত টাকার নিদর্শনপত্র যে মূল্যের
ইষ্টাম্পকাগজে লেখা যায় তাহার তুল্য।

মন্তব্য—সমুদয় টাকা পাওয়া যাইবার নিমিত্তে পূর্ব্বে কোন তমঃসুক
লওয়া গিয়া থাকিলে তাহার কিম্বা অন্য কোন কারণপ্রযুক্ত উপ
যুক্ত ইষ্টাম্পকাগজে লেখা অন্য পত্রের সহিত কেবল প্রতিপোষ
কের নিমিত্তে বন্ধকপত্র দেওয়া যাইতে হইলে ও ঐ কথা ঐ বন্ধ
কপত্রে লেখা গেলে ঐ বন্ধকপত্র লেখা যাওনের ইষ্টাম্পকাগজের
মূল্য।

উভয় পক্ষের ইচ্ছামত বন্ধকপত্র পাকা করিবার নিমিত্তে একহইতে
অধিক প্রতিজ্ঞাপত্রের আবশ্যক হইলে কেবল মুখ্য প্রতিজ্ঞাপত্র
তাহার লিখিত টাকার সংখ্যার দৃষ্টে নিরূপিত মূল্যের ইষ্টাম্পকা
গজে লেখা যাইবে এবং ঐ কার্য্যসম্বন্ধীয় অন্যং প্রতিজ্ঞাপত্রের
ইষ্টাম্পকাগজের মূল্য। ....

রসীদ কি করারী তমঃসুক অর্থাৎ বাঙ্গালি বাঙ্কের নিমিত্তে তথাকার
খাজাঞ্চী সাহেবকে কিম্বা অন্য কর্ম্মকারিকে কিম্বা ঐ বাঙ্কব্যতি
রেকে অন্য কোন বাঙ্কের মালিককে কি কর্ম্মকর্ত্তাকে কোম্পানির
কাগজ কি ধাতুদ্রব্য কি রূপাইত্যাদির বাসন কি জওয়াহর কি
অন্য দ্রব্য বন্ধক রাখিয়া তারিখহইতে তিন মাসের মধ্যে পরি
শোধ করিবার নিয়মে লওয়া কর্জ্জ কি আগাম লওয়া টাকার
নিমিত্তে দেওয়া রসীদ কি করারী তমঃসুক করারী তমঃসুকের কা
গজের মত মূল্যের কাগজে লেখা যাইবেক ও যদি ঐ টাকা তিন
মাসের অধিক মিয়াদে পরিশোধকরণের নিয়ম হয় তবে বন্ধকপ
ত্রের মত মূল্যের ইষ্টাম্পকাগজেতে লেখা যাইবেক।

পার্টিসান অর্থাৎ বিভাগপত্র এতাবতা সাধারণ বিষয়ের অধিকারি

কি অংশিদিগের পরস্পর একবাক্যতাক্রমে স্থাবর কি অস্থাবর কোন বস্তুর ভাগ নিরূপণহওনের পত্রের ইষ্টাম্পকাগজের মূল্য। ৮৲

ভাগ সমান হইবার নিমিত্তে যদি কিছু টাকা দেওয়া যায় কি দিবার নিয়ম হয় তবে।—

ঐ টাকা দিবার বিষয়ে যে মুখ্য প্রতিজ্ঞাপত্র হয় তাহা তত্তুল্য টাকার বস্তু হস্তান্তরকরণ কি বিক্রয় পত্রের নিমিত্তে নিরূপিত মূল্যের কাগজে লেখা যাইবেক।

বোধক ইন্সুরান্স পলিসি অর্থাৎ বিমাপত্র এতাবতা বিমাপত্র কি অন্য যে কোন নামেতে খ্যাত অন্য যে কোন পত্রদ্বারা কোন জনের কি জনেরদের আয়ুর উপর বিমা কিম্বা কোন জন কি জনেরদের আয়ুতে আর যে কোন বিষয়ের ঘটনা হইতে পারে তাহার উপর বিমা করা যায় তাহা বিমার নিরূপিত টাকা ৫০০০ পাঁচ হাজারের অধিক না হইলে যে ইষ্টাম্পকাগজে লেখা যাইবেক তাহার মূল্য .... ৪৲

অধিক হইলে।

যাহার উপর	যেপর্য্যন্ত	মূল্য।
৫০০০৲	১০০০০৲	৮৲
১০০০০৲	২০০০০৲	১২৲
২০০০০৲	৫০০০০৲	১৬৲
পঞ্চাশ হাজারের উপর যত হয়।		২০৲

বিমাপত্র অর্থাৎ কোন জাহাজ কি সুলুপ কি ভড় কি নৌকাইত্যাদির উপর কিম্বা কোন জাহাজ কি সুলুপ কি ভড় কি নৌকাইত্যাদিতে বোঝাইকরা মালের উপর কিম্বা ঐ জাহাজইত্যাদির ভাড়ার উপর কি তৎসম্পর্কীয় অন্য কোন বিষয়ের কিম্বা ঐ জাহাজইত্যাদি কি তাহাতে বোঝাইহওয়া মাল স্থানান্তরে পঁহুছনসম্পর্কীয় কোন বিষয়ের উপর যে বিমাপত্র হয় সেই পত্র বিমার টাকার উপর শতকরা যাহা দেওয়া যায় তাহা দুই টাকার অধিক না হইলে ও বিমার সমুদয় টাকা ১০০০ এক হাজারের অধিক না হইলে যে ইষ্টাম্পকাগজে লেখা যাইবেক তাহার মূল্য। ৷৷০

এক হাজার টাকার অধিক হইলে যত অধিক হয় তাহার প্রতিহাজারেতে এবং হাজারের উপর হাজারের ন্যূন যত টাকা থাকে তাহার নিমিত্তেও। ৷৷০

বিমার নিমিত্তে শতকরা যাহা দিতে হয় তাহা ২ দুই টাকার অধিক হইলে ও বিমার সমুদয় টাকা ১০০০ এক হাজারের অধিক না হইলে তাহার পত্রের ইষ্টাম্পকাগজের মূল্য। .... ১৲

এক হাজারের অধিক হইলে যত অধিক হয় তাহার প্রতি হাজারেতে ও হাজারের উপর হাজারের ন্যূন যত থাকে তাহার নিমিত্তেও। ....

প্রমিসোরি নোট অর্থাৎ করারী তমঃসুক এতাবতা চাহিবামাত্র কি দেখাইবামাত্র কি তমঃসুকের তারিখের পর তিন মাসের অথবা দেখাইবার পর নব্বই দিনের অধিক না হয় এমত নিরূপিত মিয়াদের মধ্যে তাহা আননিয়াকে টাকা দিতে হইবার করারী তমঃসুক।

হুণ্ডীর কাগজের মত নিরূপিত মূল্য।

করারী তমঃসুক অর্থাৎ তারিখের পর তিন মাসের কি দেখাইবার পর নব্বই দিনের অধিক মিয়াদে টাকা দিতে হইবার করারী তমঃসুক।

তমঃসুকের কাগজের মত নিরূপিত মূল্য।

করারী তমঃসুক অর্থাৎ মোটের সংখ্যা নিরূপণহওয়া টাকা কিস্তিবন্দীমতে কি তারিখ বিশেষে বিশেষ সংখ্যায় আদায় করিবার করারে যে করারী তমঃসুক হয় তাহার ইষ্টাম্পকাগজের মূল্য।

ঐ মোট টাকার তমঃসুক যে মূল্যের ইষ্টাম্প কাগজে লেখা যায় সেই মূল্যের তুল্য।

রসীদ অর্থাৎ কোন বাঙ্কের কি কোন বাঙ্কের মালিকের কি মোগ্তারকারের নিকটে রাখা টাকার সকল রসীদ তাহাতে যদি ঐ রাখা টাকার সুদ দিবার করার থাকে তবে ঐ রসীদ করারী তমঃসুকের ন্যায় বোধ করা যাইবেক।

রসীদ অর্থাৎ কোন টাকাপাওনের যে রসীদ ও ফারখতী দেওয়া যায় তাহা ঐ টাকা ৩২ বত্রিশ টাকার অধিক না হইলে যে ইষ্টাম্পকাগজে লেখা যাইবেক তাহার মূল্য। ....

অধিক হইলে।

যাহার উপর	যেপর্য্যন্ত	মূল্য।
৩২৲	১০০৲	৵০
১০০৲	২০০৲	।০
২০০০৲	৫০০৲	॥০
৫০০৲	১০০০৲	৸০
১০০০৲	২০০০৲	১৲
২০০০৲	৩০০০৲	১॥০
৩০০০৲	৫০০০৲	২৲
৫০০০৲	৮০০০৲	২॥০
৮০০০৲ আট হাজারের অধিক যত হয়।		৪৲

পাওনা বেবাক টাকার রসীদের ইষ্টাম্পকাগজের মূল্য। .... ৪৲

এবং টাকা দিবার সময়ে দাতব্য সমুদয় টাকা কি তাহার কোন অংশ আদায়হওন কি পাওয়া যাওনের অন্য উপায় করা যাওন কি অন্য প্রকারে পরিশোধহওন বোধক কথাযুক্ত যে নিদর্শনপত্র কি মুক্তিজনক পত্র কি অন্য লেখাপড়া দেওয়া যায় তাহা তাহার লিখিত টাকার রসীদস্বরূপ বোধ করা যাইবেক।

যদি ঐ নিদর্শনপত্র কি অন্য লেখাপড়াতে ঋণের টাকা কি হিসাবী টাকা কি আর কোন দেনার টাকার সংখ্যা লেখা না গিয়া ঐ দেনা কি হিসাবী টাকা পাওনের কি পাওনের উপায়ান্তরহওনের সামান্য অঙ্গীকার থাকে তবে ঐ নিদর্শনপত্র কি লেখাপড়া বেবাক টাকা পাওনের রসীদের ন্যায় বোধ করা যাইবেক ও তাহারি মত নিরূপিত মূল্যের ইষ্টাম্পকাগজে লেখা যাইবেক।

এবং যদি হুণ্ডী কি বরাৎ কি করারী তমঃসুকইত্যাদি টাকা দিতে হইবার করারী অন্য কোন খতপত্র দেওনদ্বারা দেনা শোধ করা যায় তবে সেই পত্রাদি এই তফসীলের লিখিত রসীদ শব্দের অন্তর্গত বোধ করা যাইবেক।

বর্জ্জনীয়।

সরকারী কার্য্যের নিমিত্তে সরকারের কোন কার্য্যকারক সাহেবের দেওয়া কি লওয়া টাকার রসীদ।

কোম্পানির কোন কাগজ কি বাঙ্গাল বাঙ্কের কোন অংশক্রয়ের টাকা পাওনের রসীদ কি অঙ্গীকারপত্র।

কোন বাঙ্কে কি সওদাগরী কুঠীতে যে টাকা চাহিবামাত্র পুনর্ব্বার পাইবার নিমিত্তে রাখা যায় তাহার সুদ দিবার নিয়ম না থাকিলে ঐ টাকা পাওনের রসীদ কি অঙ্গীকার পত্র।

যদি সুদ দিবার নিয়ম থাকে তবে ঐ রসীদ করারী তমঃসুকের নিমিত্তে নিরূপিত মূল্যের ইষ্টাম্পকাগজে লেখা যাইবেক।

উপযুক্ত ইষ্টাম্পকাগজে লেখা করারী তমঃসুক কি হুণ্ডী কি বরাৎ কি টাকা দিবার অন্য কোন অনুমতিপত্রের কোন স্থানে লিখিত রসীদ কি অঙ্গীকার।

কোন করারী তমঃসুক কি হুণ্ডী কি টাকা রক্ষাহওনার্থে অন্য কোন পত্র পাইবার অঙ্গীকারযুক্ত যেং পত্র তাকে পাঠান যায় তাহা।

উপযুক্ত ইষ্টাম্পকাগজে লেখা কোন তমঃসুক কি বন্ধকপত্র কি অন্য রক্ষাপত্র কি হস্তান্তরকরণের কোন পত্র কি অন্য প্রতিজ্ঞাপত্রের মধ্যে কি উপরে তাহার লিখিত টাকা কিম্বা কোন আসল কি সুদের টাকা কি সালিয়ানা টাকা পাইবার লিখিত রসীদ কি অঙ্গীকার।

সেটলমেণ্ট অর্থাৎ নিরূপণপত্র এতাবতা যে কোন প্রতিজ্ঞাপত্র কি নিদর্শনপত্রেতে সংখ্যা নিরূপিত কোন টাকা কিম্বা কোম্পানির কাগজ কি স্থাবর কি অস্থাবর কোন বস্তু কোন প্রকারেঅন্য কোন জন কি জনেরদের হিতের নিমিত্তে সেই জন কি জনেরদিগকে দেওয়া যাওনের কি দিতে হইবার নিরূপণ থাকে তাহা।

তাহাতে টাকার কি বস্তুর মূল্যের যে সংখ্যা লেখা থাকে তত টাকার তমঃসুক যত মূল্যের ইষ্টাম্পকাগজে লেখা যায় তত টাকার কাগজে লিখিতে হইবেক কিম্বা টাকার কি মূল্যের নিরূপণ না থাকিলে এক শত টাকা মূল্যের ইষ্টাম্পকাগজে লেখা যাইবেক।

দানপত্র কি কাবীননামা তাহা তৎক্ষণেই কি উত্তর কালে নিরূপিত কি অনিরূপিত কোন সময়ে সফল হইবার নিয়মযুক্ত হইলে নিরূপণপত্রের নিমিত্তে নিরূপিত মূল্যের ইষ্টাম্পকাগজে লেখা যাইবেক।

বর্জ্জনীয়।

উইল অর্থাৎ ওসীয়ৎনামাইত্যাদি এবং পূর্ব্বের করা কোন নিরূপণ পত্রের কি প্রতিজ্ঞাপত্রের কি ওসীয়ৎনামার অনুসারে তাহার লিখিত কার্য্যনির্ব্বাহহওনরোধক পত্র।

সাধারণ বর্জ্জনীয়।

যে সকল প্রকার প্রতিজ্ঞাপত্র এবং নিদর্শনপত্র এবং লেখাপড়াতে সরকার কি কোন বোর্ড কি কমিস্যন কি আদালত কিম্বা সরকারী কার্য্যকারক কোন জন সরকারের কর্ম্মের নিমিত্তে এক পক্ষ হন তেজারতের সিরিশ্তাসম্পর্কীয় কোন প্রতিজ্ঞাপত্র নিদর্শনপত্র কি লেখাপড়াব্যতিরেকে ঐ প্রতিজ্ঞাপত্রাদি লেখা যাইবার ইষ্টাম্প কাগজের মূল্য লাগিবেক না।

২ ধারা।

ফোর্ট উলিয়ম রাজধানীর অন্তঃপাতি নানা প্রদেশের মধ্যে ষ্টাম্প মাসুল বিষয়ে বিধি।

হেতুবাদ।

৫২। যেহেতুক ফোর্ট উলিয়ম অর্থাৎ কলিকাতা রাজধানীর অধীন দেশে ইষ্টাম্পকাগজবিক্রয়েতে যে মাসুল উৎপন্ন হয় এবং তলব ও আদায় করা যায় তাহার বিষয়ি চলন আইন কোনং বিষয়ে কার্য্যনির্ব্বাহের অনুপযোগী বোধ হইল এবং ঐং ইষ্টাম্পকাগজবিক্রয়েতে জাত মাসুলের শুধরণ আবশ্যক বোধ হইল সেইহেতুক চলিত আইনের পুনর্দৃষ্টি ও পুনর্ব্বার নির্দ্দিষ্টকরণ এবং প্রজারদের প্রতি অধিক ভার না দিয়া ঐং আইনের যাহাং নিবর্ত্ত ও পরিবর্ত্তকরণের দ্বারা সরকারী রাজস্বপ্রাপ্তি সিদ্ধ হয় ঐং নিবর্ত্ত ও পরিবর্ত্তকরণপূর্ব্বক ঐ সকল আইন একত্র করিয়া এক আইনে সংগ্রহ করা উপযুক্ত বোধ হইল অতএব নীচের লিখিতব্য হুকুমসকল নির্দ্দিষ্ট হইল এবং ঐ সকল হুকুম এ আইন জারীহওনের তারিখ অবধি ফোর্ট উলিয়ম অর্থাৎ কলিকাতা রাজধানীর তাবে সমস্ত দেশে প্রবল হইবেক ইতি।—১৮২৯ সা। ১০ আ। ১ ধা।

পূর্ব্বের আইনের কথা রদ হইবার কথা।

৫৩। ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ১ আইন ও ১৮২৪ সালের ১৬ আইন ও ঐং আইনের দ্বারা যেং আইন রদ হইয়াছে তাহা এবং অন্যাং চলিত আইনের মধ্যে ফোর্ট উলিয়ম অর্থাৎ কলিকাতা রাজধানীর অধীন দেশে ইষ্টাম্পকাগজবিক্রয়েতে জাত মাসুল নির্দ্দিষ্ট করণ ও সংগ্রহকরণবিষয়ে যেং কথা আছে তাহাও এই ধারার দ্বারা রদ হইল ইতি।—১৮২৯ সা। ১০ আ। ২ ধা।

A চিহ্নিত তফসীলের মতে ইষ্টাম্প কাগজ বিক্রয় করণের দ্বারা মাসুল লওয়া যাইবার কথা।

৫৪। এ আইন জারীহওনের তারিখঅবধি এ আইনের শেষের লিখিতব্য A চিহ্নিতে চিহ্নিত তফসীলের বিশেষ করিয়া লিখিত মূল্যানুসারে প্রতিজ্ঞাপত্র ও নিদর্শনপত্র ও লেখাপড়ার উপর পূর্ব্ব মতে ইষ্টাম্পকাগজ বিক্রয়করণের দ্বারা মাসুল তলব করা ও লওয়া যাইবেক এবং টাকা শোধকরণ কি লওনবিষয়ের কি এ আইন যে সকল দেশে কি স্থানে চলে ঐং দেশে কি স্থানে থাকা কোন স্থাবর কি অস্থাবর বস্তুর বিক্রয় কি হস্তান্তরকরণ কি অর্পণকরণবিষয়ের অথবা ঐং বস্তুতে কোন অধিকারিত্ববিষয়ের কোন একরারনামা কি চুক্তিপত্র কি টাকাইত্যাদি দিবার অনুজ্ঞাপত্র কি কবুলিয়ৎ কি নিরূপণপত্র পূর্ব্বোক্ত কোন দেশ কি স্থানে সফল হইবার নিমিত্তে ঐং একরারনামাইত্যাদি এ আইন কি চলিত অন্য কোন আইনানুসারের ইষ্টাম্পকাগজে না লেখা গেলে কোন আদালতে সাক্ষ্য কি অন্য কোন কার্য্যের নিমিত্তে গ্রাহ্য হইবেক না এবং হিন্দুস্থানের মধ্যবর্ত্তি কোন স্থানে করা সামান্য প্রতিজ্ঞাপত্র কি নিদর্শনপত্র কি লেখাপড়া ঐ উপরের উক্ততফসীলেতে ঐ প্রকার প্রতিজ্ঞাপত্র কি

এতদ্দেশীয় লোকেরদের হিন্দুস্থানের মধ্যবর্ত্তি কোন স্থানে করা প্রতিজ্ঞা পত্রাদি নিরূপিত ইষ্টাম্পকাগজে

নিদর্শনপত্র কি লেখাপড়া করিবার নিমিত্তে নিরূপিত ইষ্টাম্পযুক্ত কাগজ কি বেলম কি পার্চমেণ্ট কি অন্য কোন বস্তুতে লিখিত না হইলে ফোর্ট উলিয়ম অর্থাৎ কলিকাতা রাজধানীর অধীন কোন জিলা কি আদালতে কি সরকারী অন্য কোন কাছারীতে দাখিলকরণের যোগ্য কি গ্রাহ্য হইবেক না এবং উপরের উক্ত তফসীল সর্ব্ব প্রকারে ও সর্ব্বতোভাবে এই আইনের এক অংশ বোধ করা যাইবেক ইতি।—১৮২৯ সা। ১০ আ। ৩ ধা। ১ প্র।

লিখিত না হইলে কোন আদালতে গ্রাহ্য না হইবার কথা।

৫৫। কিন্তু ইহা নির্দ্দিষ্ট হইল যে এ আইনের শেষের লিখিতব্য তফসীলের নিরূপিত ইষ্টাম্পকাগজে না লেখা কোন প্রতিজ্ঞাপত্র কি নিদর্শনপত্র কি লেখাপড়া যদি তাহার নিরূপিত ইষ্টাম্পকাগজের অধিক মূল্যের ইষ্টাম্পকাগজে লেখা যায় অথবা এই আইন নির্দ্দিষ্ট ও জারী করিবার পূর্ব্বে ঐ প্রতিজ্ঞাপত্র কি নিদর্শনপত্র কি লেখাপড়া যে কাগজইত্যাদিতে লেখা গিয়াছে তাহাতে যে ইষ্টাম্প ছাপা হইয়াছে তাহা যদি ঐ প্রতিজ্ঞাপত্রইত্যাদিকরণসময়ে তাহার ইষ্টাম্প কাগজের যে মূল্য উপযুক্ত তাহার সহিত মিলে তবে তাহা গ্রাহ্য হওনে কোন আপত্তি হইবেক না ইতি।—১৮২৯ সা। ১০ আ। ৩ ধা। ২ প্র।

অধিক মূল্যের ইষ্টাম্পকাগজে লিখিতহওয়াতে আপত্তি না হইবার কথা।

এ আইন জারী হওনের পূর্ব্বের লিখিত প্রতিজ্ঞাপত্রাদি তাহার দস্তখতাদি হওনের তারিখে যে মূল্যের ইষ্টাম্পকাগজের হুকুম হইয়াছে এমত কাগজে লিখিত হইলে আপত্তি না হইবার কথা।

৫৬। কলিকাতা শহর এবং দেশের অন্যং স্থানের নিমিত্তে ভিন্নং ইষ্টাম্প ব্যবহার করা গেলে ঐ প্রতিজ্ঞাপত্রইত্যাদি এবং তাহাতে ছাপা ইষ্টাম্প অন্যং প্রকারে শুদ্ধ হইলে এবং ঐ ইষ্টাম্পেতে জানান মূল্য এই আইনের নিরূপিত ইষ্টাম্পের মূল্যের সহিত মিলিলে কলিকাতা শহরের মুদ্রাতে ছাপাকরা ইষ্টাম্পকাগজ দেশের মধ্যবর্ত্তি অন্য কোন স্থানে সফল হইবার অভিপ্রায়ে ব্যবহৃত হইলে ঐ ইষ্টাম্প অনুপযুক্ত বলিয়া কোন প্রতিজ্ঞাপত্র কি নিদর্শনপত্র কি লেখাপড়াতে কোন আপত্তি হইতে পারিবেক না ইতি।—১৮২৯ সা। ১০ আ। ৩ধা। ৩প্র।

এবং মফঃসলের নিমিত্তে লিখিত প্রতিজ্ঞাপত্রাদিতে কলিকাতার নিমিত্তে করা ইষ্টাম্প ছাপা হওয়াপ্রযুক্ত আপত্তি না হইবার কথা।

৫৭। ইষ্টাম্পকাগজের নিশ্চয়করণার্থে উপযুক্তরূপে নিযুক্তহওয়া আসিষ্টাণ্ট সাহেবেরদের দ্বারা তাহা হইলে ঐ আসিষ্টাণ্টসাহেবদিগের বিষয়ি চলিত আইন শুধরণার্থে এই ধারাক্রমে জানান ও নির্দ্দিষ্ট করা যাইতেছে যে শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে যেং প্রকার কাগজের বিষয়ের হুকুম দেন তাহা ব্যতিরেকে অন্য কোন কাগজের উপর সরকারী ছাপাকরা ইষ্টাম্পের অতিরিক্ত ইষ্টাম্পের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের আসিষ্টাণ্টসাহেবদিগের দস্তখৎস্বরূপ নিশ্চয়হওনের আবশ্যক নাহি। ইষ্টাম্পকাগজ

ইষ্টাম্পকাগজের নিশ্চয় করা শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের হুকুমমতে হইবার কথা।

কালেক্টর ও ইষ্টাম্পকাগজবিক্রয়কারকের নিকটে

এই বিষয়ের হুকুমের নকল রাখিবার এবং কাগজের নিশ্চয়করার হুকুম হইতে নিশ্চয় না করা কাগজবিক্রয় করণপ্রযুক্ত তাহারদিগের ১০০৲ টাকা জরীমানা দিতে হইবার কথা।

বিক্রয়েতে জাত মাসুলের প্রত্যেক কালেক্টর এবং ইষ্টাম্পকাগজ বিক্রয়কারকেরা আপনং নিকটে ঐ নিশ্চয় করণবিষয়ে শেষে যে হুকুম নির্দিষ্ট হইল তাহার এক নকল ও তাহার তরজমা ক্রয়কারকেরদিগকে ও সকল লোককে দেখাইবার কারণ রাখিবেন এবং কোন কাগজ কি পার্চমেণ্ট কি অন্য কোন দ্রব্য তাহার নিরূপিত মতানুসারে না হইলে কোন দোকান কি বিক্রয়স্থানইত্যাদিহইতে বিক্রয় করা ও দেওয়া যাইবেক না এই হুকুমের ব্যতিক্রমে কোন বিক্রয়করণিয়া নিশ্চয় না করা কাগজ বিক্রয় করিলে তাহার প্রমাণ হইলে প্রত্যেক অপরাধের নিমিত্তে ১০০৲ এক শত টাকা করিয়া জরীমানা দিবেক ইতি।—১৮২৯ সা। ১০ আ। ৪ ধা।

সামান্য অধ্যক্ষতা শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের হজুরের হুকুমানুসারে কোন বোর্ড কি কমিস্যনরেতে অর্পিত হইবার কথা।

এবং ঐ শ্রীযুত অধ্যক্ষের কর্ত্তব্য কর্ম্ম অনেক লোককে অর্পণ করিতে পারিবার কথা।

৫৮। ইষ্টাম্পকাগজ বিক্রয়করাতে উৎপন্ন রাজস্বের সরবরাহকরণের সামান্য অধ্যক্ষতা শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে সময়েং যে বোর্ড অথবা কমিস্যনর অথবা কর্তৃত্বকারি সাহেবদিগকে অর্পণ করেন্ তাঁহারদের ঐ অধ্যক্ষতা থাকিবেক এবং শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলে কর্তৃত্ব আছে যে ঐং অধ্যক্ষতার সমুদয় ভার আপন বিবেচনামতে এক জনকে কিম্বা নীচের লিখিতব্য কর্ত্তব্য যে কার্য্য কোন বোর্ড কি অন্য উপরিস্থ কর্তৃত্বকারি সাহেবদিগের দ্বারা করিতে হুকুম দেওয়া যায় তাহা অনেক কার্য্যকারক এক ক্ষমতাপন্ন সাহেবদিগকে অর্পণ করেন্ কিন্তু এই বিষয়ে কোন মতান্তর হইলে গবর্ণমেণ্ট গেজেটের দ্বারা তাহা ছাপা করাইয়া জানাইতে হইবেক ইতি —১৮২৯ সা। ১০ আ। ৫ ধা। ১ প্র।

ইষ্টাম্পের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের কর্তৃত্বাধীন ইষ্টাম্পআফিস রাখা যাইবার কথা।

ঐ সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টসাহেব কোন বোর্ড কি কর্তৃত্বকারি সাহেবদিগের অধীন থাকিবার কথা।

৫৯। এই আইনের দ্বারা হুকুমকরা যে সকল প্রকার ইষ্টাম্পকাগজ প্রস্তুত করা ও রাখা যাইবেক এমত এক ইষ্টাম্প আফিস পূর্ব্বকালের মত শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে রাজধানী কি তাহার নিকটে যে কোন ঘর কি স্থান উপযুক্ত বোধ করেন্ সেই ঘর কি স্থান স্থির করা যাইবেক এবং তাহা ইষ্টাম্পের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট নামে খ্যাত এক কার্য্যকারক সাহেবের অধীন রাখা যাইবেক এবং এই আইনের সকল হুকুমমতাচরণ করিবার ও করাইবার সম্বন্ধে যে সকল বিষয় উপস্থিত হয় তদ্বিষয় শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে রাজস্বের এই অংশের কর্তৃত্বইত্যাদির অর্থে যে বোর্ড কিম্বা অন্য কর্তৃত্বকারিদিগকে নিযুক্ত করেন্ তাঁহারদিগের অধীন থাকিবেক ঐ সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব সরকারী কার্য্যকারকেরদের দ্বারা ছাপা কি প্রস্তুতকরা সকল প্রকার ইষ্টাম্পকাগজের এবং ঐ আফিসহইতে যত ইষ্টাম্পকাগজইত্যাদি বিক্রয়করা কি অন্য কোন প্রকারে বাহিরে যায় তাহার ও যে প্রত্যেক প্রকার ইষ্টাম্পকাগজ কি বেলম কি পার্চমেণ্ট মৌজুদ থাকে তাহারো প্রকৃত হিসাব রাখিবেন ও ইষ্টাম্প ছাপা না হওয়া জলীয় চিহ্নবিশিষ্ট কাগজ ও তাহার আর [illegible] অন্য এক হিসাবও রাখি

বেন এবং উপরের উক্ত বোর্ড কিম্বা কর্তৃত্বকারি সাহেবেরা সময়েং যে রিপোর্ট ও বিবরণপত্রইত্যাদির হুকুম করেন্ তাহা প্রস্তুত করিয়া রাখিবেন ও ঐ২ বোর্ডইত্যাদির সাহেবদিগের নিকটে পাঠাইবেন ইতি।—১৮২৯ সা। ১০ আ। ৫ ধা। ২ প্র।

ইষ্টাম্প কাগজ যে প্রকারে ও যে খানে ছাপা করা যাইবেক তাহার কথা।

৬০। যে কোন বেলম কি পার্চমেণ্ট কি কাগজ কি অন্য কোন বস্তু বিক্রয় করা যায় কি বিক্রয় করিবার নিমিত্তে দেওয়া যায় তাহার উপর ইষ্টাম্পের মাসুল নামে যত মূল্য লেখা যায় তাহার নিমিত্তে দুই মুদ্রা ছাপা করা যাইবেক তাহার প্রত্যেকের উপর ইঙ্গরেজী ও পারসী ও বাঙ্গলা অক্ষরে মূল্যের সংখ্যাবোধক শব্দ লেখা যাইবেক ঐ উপরের উক্ত মুদ্রার মধ্যে এক মুদ্রা ইষ্টাম্প আফিসে ছাপা করা যাইবেক ও তাহাতে উপরের লিখিত মূল্যের সংখ্যাবোধক শব্দের অতিরিক্ত ইঙ্গরেজী অক্ষরে ইষ্টাম্প আফিস এই কথা এবং উপরের উক্ত বোর্ড কি কর্তৃত্বকারি অন্য সাহেবেরা অন্য যে কোন লেখা কি চিহ্ন ছাপাকরণের হুকুম দেওয়া উপযুক্ত বোধ করেন্ তাহাও থাকিবেক অন্য মুদ্রা তাহার প্রতিরূপ মুদ্রা হইবেক এবং শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুর হুজুর কৌন্সেলে যে স্থানে ও যে আফিসে তাহা ছাপা করাইতে হুকুম করেন্ সেই স্থানে সেই আফিসে তাহা ছাপা করা যাইবেক এবং তাহাতে ঐ কাগজের মূল্যের বেওরার অতিরিক্ত যে আফিসে তাহা ছাপান যায় ইঙ্গরেজী অক্ষরে তাহার নাম থাকিবেক অথবা তাহার প্রকার জানাইবার কারণ কৌণ্টর ইষ্টাম্প এই শব্দ ছাপা করা যাইবেক ইতি।—১৮২৯ সা। ১০ আ। ৬ ধা। ১ প্র।

প্রতিরূপ মুদ্রার কথা।

বোর্ডের সাহেবেরা উপযুক্ত মুদ্রা প্রস্তুত করাইবার কথা।

৬১। পূর্ব্বোক্ত মতে নিযুক্ত বোর্ড কি কর্তৃত্বকারি সাহেবেরদের কর্ত্তব্য যে এই আইনের নীচের লিখিতব্য তফসীলে ইষ্টাম্পকাগজের যেং বিশেষ মূল্যইত্যাদি লেখা যায় তাহা জ্ঞাপনার্থে উপযুক্ত মুদ্রা প্রস্তুত করেন্ কি করান্ এবং উপরের উক্ত কর্তৃত্বকারি সাহেবদিগের এই ক্ষমতা আছে যে উপযুক্ত বোধ হইলে বেলম কি পার্চমেণ্ট কি কাগজ কি অন্য কোন দ্রব্যের একং ফর্দ্দের যে মূল্য হয় তাহা জ্ঞাপনার্থে দুই কি ততোধিক ইষ্টাম্প ছাপা করাইতে হুকুম দেন কিন্তু ইহার আবশ্যক যে ইষ্টাম্প আফিস এই কথাযুক্ত ছাপা করা ইষ্টাম্প তাহার প্রতিরূপ যে মুদ্রা ছাপান যাইবেক তাহার নম্বর ও মূল্যবোধক কথার সহিত ঠিক মিলে ইতি।—১৮২৯ সা। ১০ আ। ৬ ধা। ২ প্র।

বোর্ডের সাহেবেরা সময়ে২ মুদ্রা মতান্তর করাইবার কথা।

৬২। উপরের উক্ত ঐ বোর্ড কি কর্তৃত্বকারি অন্য সাহেবদিগের কর্তৃত্ব থাকিবেক যে যে কোন সময়ে ঐ মুদ্রার বদল কি মতান্তর করিতে উপযুক্ত বোধ হইলে তাহা করেন্ কিম্বা আপন বিবেচনানুসারে তাহার আয়তন কি প্রকার কিম্বা ছাপানকথা মতান্তর করেন্ কেবল ইহার আবশ্যক যে ইষ্টাম্প আফিসে যে মুদ্রা ছাপান যায় তাহাতে

স্পষ্ট ও সুপঠনীয় অক্ষরে এই ধারার ১৬ প্রকরণের হুকুম করা বাক্য ইত্যাদি থাকে এবং প্রতিরূপ মুদ্রাতে তদনুরূপও তাহাই থাকে কিন্তু পূর্ব্বোক্ত ঐ বোর্ড কি কর্ত্তৃত্বকারি অন্য সাহেবেরা এই আইন ক্রমে তাঁহারদিগের প্রতি অর্পিত কর্ত্তৃত্ব ও কার্য্যকারিত্বভার নির্ব্বাহকরণে সরকারী রাজস্বের এই অংশসম্পর্কীয় সকল বিষয়েতে ইহার পূর্ব্বে শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে যেমন যে বিশেষ হুকুম পাইয়াছেন তেমন ঐ বিশেষ হুকুমমতে কার্য্য করেন্ ইতি।—১৮২৯ সা। ১০ আ। ৬ ধা। ৩ প্র।

কিন্তু সকল বিষয় শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলের তাবে থাকিবার কথা।

ইষ্টাম্পকাগজ বিক্রয়েতে উৎপন্ন মাসুলের সংগ্রহকরণের ভার ভূমির মালগুজারীর কালেক্টর সাহেব অথবা সরকারহইতে নিযুক্ত অন্য কোন কর্ম্মকারি সাহেবের প্রতি থাকিবার কথা।

৬৩। ফোর্ট উলিয়ম অর্থাৎ কলিকাতা রাজধানীর অধীন সকল জিলাতে ইষ্টাম্পকাগজ বিক্রয়েতে উৎপন্ন রাজস্বসংগ্রহ ও সরবরাহকরণের ভার শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলে কোন সময়ে অন্য কোন চিহ্নিত চাকরসাহেবের প্রতি অর্পণকরণ অথবা ঐ ভার ঐ প্রকার অন্য কোন কার্য্যকারক সাহেবের প্রতি অর্পণকরণ উপযুক্ত বোধকরণব্যতিরেকে ভূমির রাজস্বের কালেক্টর সাহেবের প্রতি অর্পণকরা যাইবেক অন্য কর্ম্মকারি সাহেবের প্রতি ঐ ভারার্পণ হইলে ঐ প্রকার নিযুক্তকরা কার্য্যকারক সাহেব ঐ নিয়োগপত্রেতে অন্য প্রকার বিশেষ হুকুম না থাকিলে এই আইনের দ্বারা ভূমির মালগুজারীর কালেক্টর সাহেবের প্রতি যে ক্ষমতা ও কর্ত্তৃত্ব অর্পণ হইল সেই ক্ষমতা ও কর্ত্তৃত্ব তাঁহার প্রতি থাকিবেক ইতি।—১৮২৯ সা। ১০ আ। ৭ ধা।

ইষ্টাম্প কাগজ পাওয়া যাওনের মতের কথা।

৬৪। ইষ্টাম্পকাগজ বিক্রয়করণের নিমিত্তে যে কালেক্টর সাহেব কি অন্য চিহ্নিত চাকরসাহেব অনুমতি পাইয়াছেন তাঁহারা ইষ্টাম্পের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের নিকটে যে প্রকার ও যত ইষ্টাম্পকাগজের প্রয়োজন হয় তাহার এক ফর্দ্দ পাঠাইলে ঐ প্রকার তত ইষ্টাম্পকাগজ পাইবেন এবং তাঁহাকে দুই রসীদ দিবেন ইতি।—১৮২৯ সা। ১০ আ। ৮ ধা। ১ প্র।

কালেক্টর সাহেবেরা আপনারদের নিকটে রাখা সকল ইষ্টাম্পকাগজের মূল্যের দায়ী হইবার কথা।

৬৫। ইষ্টাম্পকাগজ বিক্রয়করণার্থে নিযুক্ত কালেক্টর কি অন্য চিহ্নিত চাকর সাহেবেরা ইষ্টাম্পের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবকে কি আপনং পূর্ব্বপদস্থ সাহেবকে যত ইষ্টাম্পকাগজের রসীদ উপরের লিখিতমতে দিয়াছেন তাহার মূল্য টাকার দায়ী সরকারে ঐং সাহেবেরা হইবেন ইতি।—১৮২৯ সা। ১০ আ। ৮ ধা। ২ প্র।

ইষ্টাম্প কাগজ বিক্রয়করণিয়ারদের নিরূপণের প্রকারের কথা।

৬৬। সদর কাছারীর ইষ্টাম্পকাগজের কর্ম্ম করিবার নিমিত্তে কালেক্টর সাহেব যেং লোককে নিযুক্ত করিতে উপযুক্ত বোধ করেন্ আপনার বিবেচনায় যে জামিনীইত্যাদি লওয়া আবশ্যক ও উপযুক্ত বোধ হয় তাহা তাহারদিগের স্থানে লইয়া কর্ম্মে নিযুক্ত করিবেন কিন্তু ইহাও হুকুম করা যাইতেছে যে ইষ্টাম্পকাগজবিক্রয়

করণের নিমিত্তে যত লোক নিযুক্ত হয় তাহারা অনুমতিপত্রপাওয়া ইষ্টাম্পকাগজ বিক্রয়কারকেরদের বিষয়ি হুকুমের অধীন থাকিবেক ইতি।—১৮২৯ সা। ১০ সা। ৯ ধা। ১ প্র।

৬৭। ইহার পরে যেপ্রকার লেখা যাইবেক ঐ প্রকার অনুমতি পত্র নাপাইয়া কেহ বিক্রয়ের নিমিত্তে ইষ্টাম্পকাগজ কি পার্চমেণ্ট কি অন্য কোন প্রকার বস্তু দেখাইতে কি প্রকাশ করিতে ক্ষমতাপন্ন হইবেক না এবং এই বিষয়ে যে কেহ অপরাধ করে তাহার প্রমাণ হইলে প্রথম অপরাধহেতুক সরকারে সিক্কা ৫০০ পাঁচ শত টাকা জরীমানা দিবেক এবং দ্বিতীয় কি ততোধিক অপরাধহেতুক সিক্কা ১০০০ এক হাজার টাকা জরীমানা দিবেক কিন্তু ইহাতে লিখিত কোন কথার এমত অভিপ্রায় নহে যে সরকারী অনুমতিপত্রপ্রাপ্ত বিক্রয়কারকের স্থানে উপযুক্ত মতে যেং লোক কোন ইষ্টাম্পযুক্ত কাগজ কি অন্য বস্তু ক্রয় করিয়া থাকে কিম্বা নীচে যে প্রকার লেখা যাইবেক সে প্রকারে ইষ্টাম্পআফিসহইতে পাইয়া থাকে তাহা হস্তান্তর করিতে নিষেধ আছে ইতি।—১৮২৯ সা। ১০ আ। ৯ ধা। ২ প্র।

বোর্ডের সাহেবেরদের বিশেষ অনুমতিপত্র পাওনব্যতিরেকে কোন কেহ প্রকাশমতে ইষ্টাম্পকাগজ বিক্রয় না করিবার কথা।

ঐং হুকুমের অন্যথাচরণ করিলে যে জরীমানা হইবেক তাহার কথা।

কিন্তু ইষ্টাম্পকাগজক্রেতারা তাহা হস্তান্তর করিতে পারিবার কথা।

৬৮। সরকারের তরফহইতে ইষ্টাম্পকাগজ বিক্রয়করণের নিমিত্তে যেং লোক কোন কালেক্টর কি অন্য চিহ্নিত সাহেবের দ্বারা নিযুক্ত হয় সে প্রত্যেক ব্যক্তি এই আইন কি ইহার পরের লিখিতব্য অন্য কোন আইনেতে বিক্রয়কারকেরদের কর্ত্তব্য কার্য্যের নিমিত্তে বোর্ডের সাহেবেরা কি কর্তৃত্বকারি অন্য সাহেবেরা যেং প্রকার হুকুম দেন সেই প্রকারে এক কি ততোধিক মাতবর জামিনীর সহিত এক একরারনামা লিখিয়াদিবেক ও যত টাকা জরীমানাকরণের হুকুম দেন তাহা তাহাতে লেখা থাকিবেক এবং ঐ একরারনামার লিখিত সকল কথা পূর্ণকরণের ত্রুটি হইলে তাহাতে লিখিত জরীমানার অতিরিক্ত ঐ অপরাধি ব্যক্তি তৎক্ষণাৎ ইষ্টাম্পকাগজবিক্রয়করণের পদহইতে চ্যুতহওনের যোগ্য হইবেক ইতি।—১৮২৯ সা। ১০ আ। ১০ ধা। ১ প্র।

ইষ্টাম্পকাগজবিক্রয়করণিয়ারা আপনারদের কর্ত্তব্য কর্ম্ম উপযুক্ত মত করিবার নিমিত্তে মাতবর জামিন দিবার কথা।

৬৯। ইষ্টাম্পকাগজ বিক্রয় করিতে অনুমতিপত্রপাওয়া সকল লোক আপনং অনুমতিপত্র এবং এ আইনের শেষের লিখিতব্য তফসীলের নকল কিম্বা ইষ্টাম্পের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের পদবিশিষ্ট দস্তখতী ঐ নকলের সংক্ষেপ লিখন ও এই আইনের ৪ ধারার লিখিত ইষ্টাম্পকাগজ নিশ্চয়করণ বিষয়ে ঐ ধারার শেষে যেং হুকুম লেখা গিয়াছে তাহার এক নকল যে দোকান কি অন্য যে কোন স্থানে বিক্রয় করে সেই স্থানে সকলের দৃষ্টিগোচর স্থানে সর্ব্বদা লটকাইয়া রাখিবেক এবং তাহারা অনুমতিপত্র পাইলে যেং লিখনইত্যাদির হুকুম ঐ বোর্ড কি কর্তৃত্বকারি অন্য সাহেবেরা করেন তাহাও ঐ দোকান কি অন্য ঘরের বাহির দ্বারে লটকাইয়া

অনুমতিপত্র এবং ইষ্টাম্পকাগজের তফসীল বিক্রয়করণিয়াদিগের দোকানে লটকাইয়া রাখা যাইবার কথা।

রাখিবেক উপরের লিখিত হুকুম জানিতে কি তাহার মতাচরণ করিতে তাচ্ছল্য কি ত্রুটি করিলে জিলার কালেক্টর সাহেবের সাক্ষাৎ তাহার প্রমাণ হইলে প্রত্যেক অপরাধহেতুক ৫০৲ পঞ্চাশ টাকা করিয়া জরীমানা দিবেক ইতি।—১৮২৯ সা। ১০ আ। ১০ ধা। ২ প্র।

ইষ্টাম্প কাগজ বিক্রয় করণিয়ারা হিসাব রাখিবার এবং হুকুম পাইলে কালেক্টর সাহেবের নিকটে পাঠাইবার কথা।

বিক্রয়করণিয়ারা যে টাকা পায় তাহার হিসাবদেওনের কথা।

হুকুম মতে হিসাব ও ইষ্টাম্পকাগজ দেখাইবার নিমিত্তে উপস্থিত করিবার কথা।

৭০। উপরের উক্ত অনুমতিপত্রপ্রাপ্ত লোকেরা বোর্ড কি কর্তৃত্বকারি অন্য সাহেবেরা যেমত হুকুম করেন তদনুসারে তাঁহারদের দ্বারা দেওয়া ও পাওয়া ইষ্টাম্পকাগজের হিসাব রাখিবেক এবং যে কালেক্টর কি কর্তৃত্বকারি অন্য সাহেবের অধীন তাহারা কর্ম্ম করে তিনি নিরূপিত কালের যেং সময়ে তাহারদের হিসাবের নকল কি বিবরণপত্র কি সংক্ষেপ পত্র দিতে হুকুম করেন ঐং সময়ে তাহা দিবেক ঐং লোকেরা সরকারহইতে তাহারদের প্রতি অর্পিত ইষ্টাম্পকাগজবিক্রয়েতে যত টাকা পায় তাহা দিতে ঐ কালেক্টর কি কর্তৃত্বকারি অন্য সাহেব যেং সময়ে হুকুম করেন ঐং সময়ে ত্রুটি কি বিলম্বইত্যাদি না করিয়া তাহা দিবেক এবং হুকুম পাইলে সর্ব্বদা ঐ সাহেবকে কি ঐ সাহেবের অনুমতিপত্রপাওয়া অন্য জনকে তাহার করা হিসাবের বিবেচনা করিতে ও যত ইষ্টাম্পকাগজ কি ঐ ইষ্টাম্পযুক্ত অন্য যে বস্তু বিক্রয়ের নিমিত্তে মৌজুদ থাকে তাহাও দেখিতে দিবেক ইতি।—১৮২৯ সা। ১০ আ। ১০ ধা। ৩ প্র।

বিক্রয়করণিয়ারা উপরের লিখিত আজ্ঞার অতিক্রম করিলে যে জরীমানা হইবেক তাহার কথা।

৭১। ইষ্টাম্পকাগজ বিক্রয়কারক কোন জন জিলার কালেক্টর কি ইষ্টাম্পকাগজের মূল্যের বিষয়ে কালেক্টর সাহেবের ক্ষমতাপন্ন অন্য কোন সাহেবের নিকটে উপরের লিখিত মতে তাহার কর্ত্তব্য হিসাব ঐ কর্ম্মকর্ত্তা সাহেবের লিখিত হুকুম পাইয়া উপস্থিত না করিলে এবং ঐ ত্রুটির বিষয়ে ঐ কালেক্টর কি অন্য চিহ্নিত চাকর সাহেব কি বোর্ডের কি কর্তৃত্বকারি অন্য সাহেবদিগের হৃদ্বোধজনক প্রমাণ দিতে না পারিলে প্রত্যেক অপরাধের কারণ ৫০৲ পঞ্চাশ টাকা করিয়া জরীমানা দিবে এবং তদতিরিক্ত ঐ হুকুমনামাতে ঐ কাগজইত্যাদি দিবার নিমিত্তে যে মিয়াদ লেখা গিয়াছে ঐ মিয়াদের তারিখঅবধি ঐ হিসাব উপস্থিতকরণ দিনপর্য্যন্ত প্রতিদিন উপরের উক্ত জরীমানা দিবেক কোন বিক্রয়কারক কালেক্টর সাহেবকে কি তাঁহার ক্ষমতাপন্ন অন্য কোন সাহেবকে কিম্বা ঐ কর্ম্মকারি সাহেবের মোহর ও দস্তখতী অনুমতিপত্র পাওয়া অন্য জনকে ঐ উপরের উক্ত হিসাব দেখাইতে ও ঐ সময়ে ঐ বিক্রয়করণিয়ার নিকটে মৌজুদ থাকা ইষ্টাম্পকাগজ দেখাইবার হুকুম পাইবামাত্র বিবেচনা করিবার অর্থে দিতে অসম্মত হইলে ঐ অপরাধের প্রমাণ হইলে সে জন ঐ প্রকার প্রত্যেক অস্বীকারহেতুক ক্রিয়া ১০০৲ এক শত টাকা করিয়া জরীমানা দিবেক এবং কালেক্টর সাহেবের হুকুমমত কার্য্য যেপর্য্যন্ত না করে সেপর্য্যন্ত প্রতিদিন তাহার অতিরিক্ত ৫০৲

পঞ্চাশ টাকা করিয়া জরীমানাদেওনের যোগ্য হইবেক ইতি।—১৮২৯ সা। ১০ আ। ১০ ধা। ৪ প্র।

৭২। ইষ্টাম্পকাগজের কোন বিক্রয়কারক কাগজের উপর ছাপা ইষ্টাম্পের দ্বারা জ্ঞাপিত সম্পূর্ণ মূল্য না পাইয়া ঐ কালেক্টর সাহেব কি কালেক্টর সাহেবের ক্ষমতাপন্ন অন্য সাহেবের পরওয়ানা কি হুকুমনামাক্তে বিশেষরূপে অনুমতি কি হুকুম না থাকিলে কোন ইষ্টাম্পকাগজ কি বেলম কি পার্চমেণ্ট কি অন্য কোন বস্তু কাহাকেও দিবেক না এবং ইষ্টাম্পকাগজের যে কোন বিক্রয়কারক কালেক্টর সাহেব কি পূর্ব্বোক্ত কর্ম্মকর্ত্তা অন্য সাহেবের লিখিত অনুমতি পত্র কি হুকুমপাওনব্যতিরেকে কাগজে ছাপা ইষ্টাম্পের দ্বারা জ্ঞাপিত মূল্যের সমস্ত টাকা না পাইয়া কোন ইষ্টাম্পকাগজ কি বেলম কি পার্চমেণ্ট কি ইষ্টাম্প ছাপাকরা অন্য কোন বস্তু দিলে কি বিক্রয় করিলে তাহার প্রমাণ হইলে ঐ প্রকার দেওয়া কি বিক্রয়করা প্রত্যেক ফর্দ্দ কাগজ কি অন্য দ্রব্যপ্রযুক্ত ৫০৲ পঞ্চাশ টাকা করিয়া জরীমানা ও তদতিরিক্ত প্রথমবার কাগজের মূল্যদেওনের যোগ্য হইবেক ইতি।—১৮২৯ সা। ১০ আ। ১০ ধা। ৫ প্র।

বিক্রয়করণিয়ারা ইষ্টাম্পকাগজ অন্যকে দিবার পূর্ব্বে মূল্য লইবার কথা।

পূর্ণ মূল্য লওন ব্যতিরেকে ইষ্টাম্প কাগজবিক্রয় কি দেওয়াপ্রযুক্ত যে জরীমানা হইবেক তাহার কথা।

৭৩। ইষ্টাম্পকাগজ বিক্রয়কারকেরা সরকারের মুদ্রাঙ্কে ছাপা প্রত্যেক ফর্দ্দ কাগজ কি বেলম কি পার্চমেণ্ট কি অন্য দ্রব্যের পৃষ্ঠে তাহা বিক্রয় কি দেওন সময়ে সেই বিক্রয় কি দেওনের তারিখ ও যে জনকে তাহা দেওয়া যায় তাহার নাম স্পষ্টরূপে লিখিবেক ও তাহারদের সামান্য দস্তখৎমতে ঐ কাগজের পৃষ্ঠে দস্তখৎ করিবেক এবং ইষ্টাম্পকাগজবিক্রয়করণিয়া কোন জন ইষ্টাম্পকাগজ কি বেলম কি পার্চমেণ্ট কি অন্য কোন দ্রব্যের প্রত্যেক ফর্দ্দের পৃষ্ঠে আপন নাম ও পূর্ব্বোক্তমতে বিক্রয় ও দেওনের তারিখ না লিখিলে তাহার প্রমাণ হইলে আপনার দ্বারা এই প্রকার অনুচিতরূপে দেওয়া কি অর্পণকরা প্রত্যেক ফর্দ্দ ইষ্টাম্পকাগজ কি বেলম কি পার্চমেণ্ট কি অন্য কোন বস্তুহেতুক ঐ বিক্রীত ইষ্টাম্পকাগজ কি অন্য বস্তুইত্যাদির মূল্য ১৬৲ ষোল টাকার অধিক না হইলে ৫০৲ পঞ্চাশ টাকা জরীমানা দিবেক এবং পৃষ্ঠে উপযুক্তরূপে দস্তখৎকরণব্যতিরেকে বিক্রেতার দেওয়া কি বিক্রয়করা ইষ্টাম্পকাগজ কি অন্য বস্তুর মূল্য ১৬৲ ষোল টাকার অধিক হইলে তাহার প্রমাণ হইলে ঐ বিক্রেতা ঐ প্রকার করা প্রত্যেক অপরাধ প্রযুক্ত আপনার দ্বারা এই মত অনুপযুক্তরূপে বিক্রয়করা ইষ্টাম্পকাগজের মূল্যের তিনগুণ করিয়া জরীমানা দিবেক ইতি।—১৮২৯ সা। ১০ আ। ১০ সা। ৬ প্র।

বিক্রয়করণিয়ারা আপনারদিগের দ্বারা বিক্রয় করা ইষ্টাম্পকাগজ বিক্রয় ও দেওয়ার তারিখ এবং ক্রয়কর্ত্তার নাম লিখিয়া রাখিবার কথা।

দস্তখৎ না করিলে যে জরীমানা হইবেক তাহার কথা।

৭৪। ইষ্টাম্পকাগজবিক্রয়কারক কোন জন আপনার দ্বারা বিক্রয় করা কি দেওয়া কোন ইষ্টাম্পকাগজ কি বেলম কি পার্চমেণ্ট কি অন্য বস্তুর পৃষ্ঠে মিথ্যা তারিখ লিখিলে কি দস্তখৎ করিলে তাহার প্রমাণ হইলে ঐ প্রকার প্রত্যেক অপরাধপ্রযুক্ত ১০০৲ এক শত

মিথ্যা তারিখ লিখনপ্রযুক্ত জরীমানার কথা।

টাকা করিয়া জরীমানা দিবেক এবং যদি ঐ বিক্রয়করা ইষ্টাম্পকাগজের মূল্য ১৬৲ ষোল টাকার অধিক হয় তবে তাহার প্রমাণ হইলে ঐ ইষ্টাম্পকাগজের মূল্যের ছয়গুণ জরীমানা দিবেক ও তদতিরিক্ত উপরের লিখিত ঐ দুই অপরাধ হইলে তাহার একরারনামার নিয়মত্রুটিকরণের যে জরীমানা লেখা গিয়াছে তাহা দিবার যোগ্যও হইবেক ইতি।—১৮২৯ সা। ১০ আ। ১০ ধা। ৭ প্র।

ইষ্টাম্প কাগজ দিতে ইচ্ছাপূর্ব্বক বিলম্ব করাহেতুক জরীমানার কথা।

৭৫। কোন জন ইষ্টাম্পকাগজইত্যাদি ক্রয় করিতে ইচ্ছা করিয়া তাহার সমপূর্ণ মূল্য চলন টাকা ইত্যাদিতে দিতে উদ্যত হইলে যদি কোন ইষ্টাম্পকাগজ বিক্রয়কারক তাহার নিকটে বিক্রয়ের নিমিত্তে ঐ প্রকার ইষ্টাম্পকাগজ কি বেলম কি পার্চমেণ্ট থাকিলে তাহা দিতে অসম্মত হয় কি দিতে অনুপযুক্ত মতে বিলম্ব করে তবে তাহার নিকটহইতে অনুমতিপত্র ফিরিয়া লওনের অতিরিক্ত সে ব্যক্তি ১০০৲ এক শত টাকা জরীমানাদেওনের যোগ্য হইবেক ইতি।—১৮২৯ সা। ১০ আ। ১০ ধা। ৮ প্র।

অতিরিক্ত মূল্য ঠগামিপূর্ব্বক লওন হেতুক জরীমানার কথা।

৭৬। ইষ্টাম্পকাগজের কোন বিক্রয়করণিয়ার বিক্রীত কাগজ কি বেলম কি পার্চমেণ্ট কি অন্য কোন বস্তুতে ছাপাহওয়া ইষ্টাম্পের দ্বারা জানান মূল্যের অতিরিক্ত মূল্য কোন গ্রাহকের নিকটহইতে লওয়া প্রমাণ হইলে সে জন ঠগের অপরাধেতে অপরাধী বোধ করা যাইবেক এবং কালেক্টর সাহেবের কি ঐ অপরাধের বিষয়ের বিচার করিবার যোগ্য অন্য কোন চিহ্নিত চাকরসাহেবের সমক্ষে তাহার প্রমাণ হইলে ছয়মাস কয়েদথাকনের হুকুম হইবেক এবং তদতিরিক্ত ঐ কাগজের উপযুক্ত মূল্যের অধিক যত টাকা লওয়া প্রমা হয় তত টাকা ফিরিয়া দেওনের যোগ্য হইবেক ইতি।—১৮২৯ সা। ১০ আ। ১০ ধা। ৯ প্র।

কালেক্টর সাহেবেরা বিক্রয়কর্ত্তাদিগের স্থানে প্রতিপোষক জামিনী পত্র লইতে পারিবার কথা।

৭৭। কালেক্টর সাহেবেরদের ও তৎক্ষমতাপন্ন কার্য্যকারক অন্য সাহেবদিগের কর্তৃত্ব আছে যে তাঁহারা উপরের লিখিত একরারনামার অতিরিক্ত ইষ্টাম্পকাগজ বিক্রয়কর্ত্তার নিকটে দেওয়া কাগজের কুব্যবহারকরণেতে যে নোক্সান হয় তাহার নিমিত্তে কি তাহারা যে টাকা আদায় করে তাহা চুরীকরণের নিবারণার্থে যে আমানৎ রাখা উপযুক্ত বোধ করেন তাহাও তাহার নিকটহইতে লন এবং যদি ঐ সাহেবেরা কোন সময়ে ঐ আমানৎ তাহাকে ফিরিয়া দেওয়া কিম্বা তাহার স্থানে অন্য জামিনী পত্রইত্যাদি লওয়া উপযুক্ত বোধ করেন তবে তাহার হুকুম করেন এবং কোন বিক্রয়কর্ত্তা ঐ প্রকার জামিনীপত্রইত্যাদি দিতে অসমর্থ কি অসম্মত হইলে ঐ কর্ম্মেতে নিযুক্ত হইবেক না কিম্বা নিযুক্ত হইলে তৎক্ষণেই তাহার অনুমতিপত্র ফিরিয়া লওয়া যাইতে পারিবেক ইতি।—১৮২৯ সা। ১০ আ। ১০ ধা। ১০ প্র।

৭৮। ইষ্টাম্পকাগজের কোন বিক্রয়কারকের অনুমতিপত্র ফিরিয়া লওয়া গেলে অথবা ঐ বিক্রেয়কর্ত্তা তাহার পদ ত্যাগ করিলে পদচ্যুতহওন কি কর্ম্মত্যাগ করণসময়ে তাহার স্থানে মৌজুদথাকা ইষ্টাম্পকাগজের এবং তাহার নিকটে কোন সময়ে দেওয়া ইষ্টাম্পকাগজইত্যাদিদেওনের হিসাবকিতাব এবং তাহার পদচ্যুতি কি ত্যাগকরণের তারিখ পর্য্যন্ত তাহার দ্বারা বিক্রয়ইত্যাদিতে যত টাকা পাওয়া গিয়াছে পূর্ব্বে ঐ কালেক্টর কি তৎক্ষমতাপন্ন অন্য কর্ম্মকারি সাহেবের নিকটে তাহা কি তাহার হিসাব না দিয়া থাকে ঐ২ টাকার বাকী টাকা এবং ঐ কর্ম্মকারি সাহেবের নিকটহইতে ইষ্টাম্পকাগজ বিক্রয়কারক যে সকল অনুমতিপত্র কি হুকুমনামা কি অন্য লেখাপড়া পাইয়া থাকে তাহা তৎক্ষণে ঐ কালেক্টর সাহেবকে কি তাঁহার দস্তখৎ ও মোহরযুক্ত পত্রের দ্বারা তৎক্ষমতাপ্রাপ্ত নিযুক্ত কোন জন কি জনেরদিগকে ঐ বিক্রয়কারকের দিতে হইবেক এবং এই আইন কি অন্য কোন আইনের হুকুমানুসারে নগদ টাকার নিমিত্তে যে ইষ্টাম্পকাগজ তাহাকে দেওয়া গিয়া থাকে তাহার কোন অংশের নিমিত্তে এই আইনের হুকুমকরা প্রকারে ঐ টাকা লওয়া যাইবেক পদচ্যুত কি পদত্যাগকরণিয়া কোন বিক্রয়কর্ত্তা ঐ হিসাব ও ইষ্টাম্পকাগজইত্যাদি ও হিসাবের বাকী টাকা কি তাহার কোন অংশ দিতে অসম্মত হইলে কি ত্রুটি করিলে তাহার প্রমাণ হইলে কালেক্টর সাহেবের আফিসেতে রাখা হিসাবানুসারে ঐ বিক্রয়কর্ত্তার নিকটে যত ইষ্টাম্পকাগজ কি নগদ টাকা মৌজুদথাকন বোধ হয় তাহার তিনগুণ টাকা জরীমানা দিবেক ও ঐ ইষ্টাম্পকাগজ ও হিসাব ও অন্য লেখাপড়া যেপর্য্যন্ত উপস্থিত না করা যায় সেপর্য্যন্ত প্রতিদিন ৫০৲ পঞ্চাশ টাকার অনূর্দ্ধ টাকা তাহার জরীমানা দিতে হইবেক ইতি।—১৮২৯ সা। ১০ আ। ১০ ধা। ১১ প্র।

ইষ্টাম্প কাগজই ত্যাদি বিক্রয়করণিয়া পদচ্যুত হইলে কি কর্ম্ম ত্যাগ করিলে তাহার নিকটে মৌজুদথাকা ইষ্টাম্পকাগজ ও টাকাইত্যাদি কালেক্টর সাহেবকে দেওয়া যাইবার কথা।

অসম্মতিহেতুক জরীমানার কথা।

৭৯। ইষ্টাম্পকাগজের কোন বিক্রয়কর্ত্তার মৃত্যু হইলে কালেক্টর সাহেব অথবা কালেক্টরের ক্ষমতাপন্ন কার্য্যকারক অন্য সাহেব ঐ মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকারির কিম্বা তাহার দ্রব্যজাতের বিষয়ে যে ব্যক্তি আডমিনিষ্টর করে তাহার কি যাহার নিকটে ঐ দ্রব্যজাত থাকে সে জনের স্থানে ঐ বিক্রয়করণিয়ারদের নিকটে মৌজুদ থাকা ইষ্টাম্পকাগজ কি বেলম কি পার্চমেণ্ট কি অন্য কোন বস্তু এবং তাহার মৃত্যু সময়ে সরকারে তাহার যত দেনা হইল এবং ঐ কাগজবিক্রয়করণের সকল হিসাবকিতাব ও অনুমতিপত্র কি হুকুমনামা কি পূর্ব্বোক্ত অন্য যে২ লেখাপড়া ঐ মৃত ব্যক্তির দ্রব্যজাতের মধ্যে থাকে সেই সকল তলব করিবেন এবং ঐ দ্রব্যের উপযুক্ত রসীদ দিতে উদ্যত হইলে ঐ উত্তরাধিকারী কি আডমিনিষ্টরকরণিয়া কি মৃত ব্যক্তির দ্রব্যজাত যে জনের জিম্মায় থাকে সে জন ঐ২ দ্রব্য দিতে অসম্মত হইলে কি কালেক্টর সাহেব কি কালেক্টরের ক্ষমতাপন্ন অন্য সাহেবকে উপরের উক্ত ঐ দ্রব্যজাত কি লেখাপড়া ঐ মৃত ব্যক্তির দ্রব্যের মধ্যে তালাশী করিতে না দিলে কি নিষেধ

বিক্রয়করণিয়ার মৃত্যু হইলে তাহার স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তির নিকটে মৌজুদ থাকা দ্রব্যাদির তলবকরণের প্রকারের কথা।

স্থলাভিষিক্ত লোক তালাশী করিতে না দিলে তাহার জরীমানার কথা।

করিলে ঐ উত্তরাধিকারী অথবা আডমিনিষ্টকরণিয়া কি ঐ দ্রব্যজাত যাহার জিম্মায় থাকে এমত কোন লোক ঐ অপরাধের প্রমাণ হইলে প্রত্যেক অপরাধপ্রযুক্ত ১০০৲ এক শত টাকা করিয়া জরীমানা দিবেক ও তদতিরিক্ত ঐ কাগজপত্র ও হিসাবকিতাব ও লেখাপড়াইত্যাদি যেপর্য্যন্ত উপস্থিত না করে কি তাহার তালাশী করিতে না দেয় সেপর্য্যন্ত প্রতিদিন ৫০৲ পঞ্চাশ টাকার অনূর্দ্ধ জরীমানা দিবেক ইতি।—১৮২৯ সা। ১০ আ। ১০ ধা। ১২ প্র।

যাহা হইলে জামিনের স্থানে টাকা ইত্যাদি তলব করা যাইবেক তাহার কথা।

৮০। আরো নির্দ্দিষ্ট করা যাইতেছে যে কোন ইষ্টাকাগজ বিক্রয়করণিয়া যে ইষ্টাম্পকাগজ কি বেলম কি পার্চমেণ্ট কি অন্য কোন বস্তু সরকারের তরফহইতে বিক্রয়করণের নিমিত্তে পাইয়া থাকে তাহার হিসাব এবং তাহার মূল্য টাকা দাখিল করিতে বিলম্ব কি ক্রটি করিলে কালেক্টর সাহেব তৎক্ষণাৎ ঐ বিক্রয়করণিয়ার জামিন কি জামিনদিগকে ঐ বিক্রয়করণিয়ার বাকী যে টাকা কি কাগজইত্যাদি দাখিল করিতে হয় তাহা দাখিল করিতে হুকুম দিবেন এবং সে জন কি জনেরা তাহা দাখিল করিতে ক্রটি করিলে সদর ইজারদারের মালগুজারীর বাকী টাকা আদায় করিবার নিমিত্তে যেং প্রকার করা যায় সে সকল জনের কি তাহার কোন এক জনের নামে নালিশ করিয়া ঐং প্রকার করিবেন ইতি।—১৮২৯ সা। ১০ আ। ১০ ধা। ১৩ প্র।

আপনং কার্য্য সাধনের নিমিত্তে বিশেষ ব্যক্তির দিগকে যে প্রকারে ইষ্টাম্পকাগজ দেওয়া যাইবেক তাহার কথা।

৮১। মহাজনেরা ও নীলকুঠীর কর্ত্তারা ও টর্ণিরা এবং অন্য যেং লোক নানাপ্রকার ইষ্টাম্পযুক্ত কাগজ কি পার্চমেণ্টইত্যাদি প্রয়োজনানুসারে লেখাপড়া করণার্থে আপনং নিকটে রাখিতে চাহে তাহারদিগের উপকারের কি কার্য্য সহজে হইবার অর্থে এই প্রকরণেতে নির্দ্দিষ্ট হইতেছে যে ইষ্টাম্পকাগজ কি অন্য বস্তুর সমূহ পাইবার ইচ্ছুক ঐং লোক ঐ জিলার কালেক্টর সাহেব অথবা ঐ কালেক্টর সাহেবের ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য যে চিহ্নিত চাকরসাহেবকে শ্রীযুতনওয়াব গবরনর জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে সময়েং নিযুক্ত করেন তাঁহার নিকটে দরখাস্ত করিলে এবং ঐ ইষ্টাম্পকাগজইত্যাদির মূল্য দিলে ঐ কালেক্টর সাহেব কি পূর্ব্বোক্ত কর্ম্মকারি অন্য সাহেবের নিকটহইতে এক সর্টিফিকট অথবা রসীদ পাইবেক এবং তাহাতে যত টাকা দেওয়াগিয়াছে তাহা এবং যেং মূল্যের যত ইষ্টাম্পকাগজইত্যাদি চাহে তাহাও লেখা যাইবেক এবং ঐ সর্টিফিকট উপস্থিত করিলে ও যত সাদা কাগজ কি পার্চমেণ্ট কি অন্য দ্রব্যের আবশ্যক হয় তাহাও ইষ্টাম্পের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবকে অথবা ইষ্টাম্প আফিসের কার্য্যভারাক্রান্ত অন্য সাহেবকে দিলে ঐ সাহেব তৎক্ষণে লিখিত ঐং ইষ্টাম্প তাহাতে ছাপান্ এবং প্রতিরূপ মুদ্রা করাইতে হুকুম দেন্ ইতি।—১৮২৯ সা। ১০ আ। ১১ ধা। ১ প্র।

সাদা কাগজের উপর ইষ্টাম্প ছাপা করাইতে ইচ্ছুক লোকেরা ইষ্টাম্পের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবকে যে রসীদ দিবেক তাহার কথা।

৮২। কালেক্টর কি পূর্ব্বোক্ত কর্ম্মকারি অন্য সাহেবের দস্তখতী সর্টিফিকট অথবা ঐ কাগজইত্যাদির উপর যে ইষ্টাম্প ছাপা করাইতে দরখাস্ত করে তাহার সমুদয় মূল্য পাওয়া গিয়াছে এতদ্বোধক রসীদ সঙ্গে না থাকিলে অথবা এ আইনক্রমে বোর্ড রেবিনিউ কিম্বা কর্ত্তৃত্বকারি অন্য সাহেবেরদের দ্বারা যে হুকুম হয় ঐ বোর্ড ইত্যাদির সাহেবদিগের সেই হুকুমেতে তাহা ছাপা করাইতে না পাঠান গেলে কোন কাগজ কি বেলম কি পার্চমেণ্ট কি অন্য কোন বস্তু কোন ব্যক্তির নিমিত্তে ইষ্টাম্প ছাপাইবার জন্যে ইষ্টাম্পের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের দ্বারা কোন প্রকারে লওয়া যাইবেক না কালেক্টর সাহেবের কি পূর্ব্বোক্ত কর্ম্মকারক অন্য সাহেবের সর্টিফিকট কি রসীদ রাখণ বিষয়ে বোর্ডের সাহেবেরা কি কর্ত্তৃত্বকারি অন্য সাহেবেরা যাহা করিতে হুকুম করেন তাহার মত ইষ্টাম্পের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টসাহেব করিবেন ইতি।—১৮২৯ সা। ১০ আ। ১১ ধা। ২ প্র।

বিশেষ ব্যক্তিকে ইষ্টাম্পের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের দেওয়া কাগজের বিবেচনা ও নিশ্চয় করার প্রকারের কথা।

৮৩। উপরের লিখিত মত যত সাদা কাগজ কি অন্য দ্রব্য ইষ্টাম্প ছাপা করাইবার কারণ আনান কি পাঠান যাইবেক সেই সকল লইতে এবং কালেক্টর কি পূর্ব্বোক্ত কর্ম্মকারি অন্য সাহেবের রসীদের সহিত বিবেচনাপূর্ব্বক মিলাইতে ইষ্টাম্পের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব ঐ ইষ্টাম্প আফিসের এক কি ততোধিক কর্ম্মকারি জনকে নিযুক্ত করিবেন এবং ইষ্টাম্প ছাপা গেলে পর তদ্রূপ নিযুক্ত কর্ম্মকারি অন্য এক জন পুনর্ব্বার সে সকল গণনা করিবেন এবং কাগজ কি অন্য দ্রব্যের প্রত্যেক ফর্দ্দের পৃষ্ঠে আপনার নাম দস্তখৎ করিবেন এবং যে তারিখে ঐ কাগজ ফিরিয়া দিবার নিমিত্তে প্রস্তুত হয় ঐ তারিখও লিখিবেন কি লেখাইবেন এবং আপনার নিকটে তদর্থে রাখা বহীতে ঐ কাগজ কিম্বা অন্য দ্রব্য যত ছাপান গিয়াছে ঐ সকল এবং প্রত্যেক ইষ্টাম্পের বেওরা বিশেষ করিয়া লিখিবেন উপরের উক্তমতে ঐ কাগজ কি অন্য দ্রব্য প্রস্তুত হইলে তাহার এক পুলিন্দা করা গিয়া ঐ পুলিন্দার উপর ইষ্টাম্পের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের মোহর করা যাইবেক ও যে জন তাহার উপর ইষ্টাম্প ছাপা করাইবার কারণ পাঠাইয়াছে ঐ প্রকারে তৎক্ষণাৎ তাহার নিকটে পাঠান যাইবেক অথবা সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের মনস্থ হইলে এমত খবর পাঠান যাইবেক যে তাহার নিমিত্তে লোক পাঠাইলে তৎক্ষণে তাহা পাইতে পারিবেক ইতি।—১৮২৯ সা। ১০ আ। ১১ ধা। ৩ প্র।

যাহা হইলে যত ছুট দেওয়া যাইবেক তাহার কথা।

৮৪। কোন জন ইষ্টাম্প ছাপাইবার কারণ উপরের লিখিত মতে ঐ২ দ্রব্য উপস্থিত করিলে ঐ সমুদয় কাগজইত্যাদির মূল্য ৫০০৲ পাঁচ শত টাকার অধিক হইলে শতকরা ৪ চারি টাকার হারে ছুট পাইবেক এবং ঐ ছুটের মোট টাকা ঐ কালেক্টর সাহেবের কি কর্ম্মকারি অন্য যে সাহেবের দ্বারা ঐ কাগজইত্যাদি ক্রয় করা গিয়া

ছে তাঁহার হিসাবের কাগজে দিসবর্সমেণ্ট নামে খাতায় খরচ লেখা যাইবেক ইতি।—১৮২৯ সা। ১০ আ। ১১ ধা। ৪ প্র।

উপরের লিখিত নিয়মানুসারে বোর্ডের সাহেবেরা অনুমতিপত্রপ্রাপ্ত বিক্রয়করণিয়া দিগকে ইষ্টাম্পকাগজ আদি দিতে হুকুম করিতে পারিবার কথা।

আপদস্থ হইলে কি মরিলে মৌজুদ থাকা ইষ্টাম্পকাগজইত্যাদি ফিরিয়া দিবার কথা।

৮৫। বোর্ডের সাহেব কি পূর্ব্বোক্ত কর্ত্তৃত্বকারি অন্য সাহেবের দের কর্ত্তৃত্ব থাকিবেক যে তাঁহারা এই ধারার বেওরা করিয়া লিখিত মত ইষ্টাম্পকাগজ কিনিতে ইচ্ছুক অনুমতিপত্রপ্রাপ্ত বিক্রয়করণিয়া দিগকে ইষ্টাম্পকাগজইত্যাদি দিতে হুকুম করেন কিন্তু ঐ প্রকার বিক্রয়করণিয়ারা তাহারদিগকে ঐ মত দেওয়া ইষ্টাম্পকাগজবিক্রয়করণেরবিষয়ে সরকারের তরফহইতে তাহারদিগের প্রতি বিক্রয়করণার্থে যেং হুকুম দেওয়া গিয়াছে ঐং হুকুমের অনুসারে বিক্রয় করিবেক কিন্তু ইহা নির্দ্দিষ্ট হইতেছে যে উপরের লিখিত প্রকারে অনুমতিপত্রপ্রাপ্ত ইষ্টাম্পকাগজবিক্রেতা যদি মরে কি কর্ম্মত্যাগ করে অথবা কর্ম্মচ্যুত হয় কি তাহার অনুমতিপত্র অন্য কোন প্রকারে নিরর্থক হয় তবে সেই জন জীবৎ থাকিলে কালেক্টর সাহেব তাহার স্থানে এবং সেই জন মরিলে তাহার জামিন অথবা তৎস্থলাভিষিক্ত লোকদিগের স্থানে এই ধারার হুকুমানুসারে যত ইষ্টাম্পকাগজ কি বেলমইত্যাদি ঐ বিক্রয়কর্ত্তাকে দেওয়া গিয়া থাকে তাহা অথবা তাহার যে অংশবিক্রয়ইত্যাদি না করা গিয়া থাকে সে সকল তলব করিবেন ও লইবেন এবং সেই জন ঐ কাগজইত্যাদির নিমিত্তে যত টাকা দিয়াছে তাহা অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত ইষ্টাম্পকাগজ কি অন্য বস্তুর উপর লেখা মোট টাকা তাহার উপর যত ছুট তাহাকে দেওয়া গিয়া থাকে তাহা বাদে সেই জন কি তাহার স্থলাভিষিক্তজন ফিরিয়া পাইবেক ইতি।—১৮২৯ সা। ১০ আ। ১১ ধা। ৫ প্র।

অনুপযুক্ত প্রকারে ইষ্টাম্প ছাপান অথবা সর্টিফিকট দেওনপ্রযুক্ত জরীমানার কথা।

৮৬। কালেক্টর কি তদ্রূপ কর্ম্মকারি অন্য সাহেবের পরওয়ানা অথবা হুকুমনামাব্যতিরেকে এদেশীয় কোন কর্ম্মকারি কি অন্য লোক ইচ্ছাপূর্ব্বক কোন ইষ্টাম্প ছাপা করিলে কি অন্যের দ্বারা করাইলে অথবা কোন সর্টিফিকট দেওয়াইলে কিম্বা ঐ প্রকার ইষ্টাম্পছাপাকরণিয়া কি সর্টিফিকটদেওনিয়া অন্য লোকের সহিত যোগ করিলে ঐং লোক প্রত্যেক অপরাধপ্রযুক্ত ১০০০৲ এক হাজার টাকা করিয়া জরীমানা দেওনের অথবা জরীমানার বদলে এক বৎসর মিয়াদে জেলখানায় কয়েদথাকনের যোগ্য হইবেক তদতিরিক্ত ঐ জন ঐ প্রকার ছাপাহওয়া ইষ্টাম্প অথবা ঐ সর্টিফিকটে লিখিত কাগজের মূল্যের দায়ী হইবেক ইতি।—১৮২৯ সা। ১০ আ। ১১ ধা। ৬ প্র।

ময়লা কি নষ্টহওয়া ইষ্টাম্পকাগজ পুনর্ব্বার দেওয়া যাইবার মত্নের কথা।

৮৭। কোন ইষ্টাম্পকাগজ কি বেলম কি পার্চমেণ্টইত্যাদি উপযুক্তমতে পাওয়া গেলে পর কোন দৈবঘটনাতে ময়লা কি নষ্ট হইলে অথবা ঐ কাগজআদিতে যে বিষয় লেখা যায় কি নকল করা যায় তাহাতে দস্তখৎহওনের পূর্ব্বে ঐ লেখাপড়াতে ঐ কাগজ ব্যর্থ হইবার মত কোন ভ্রান্তি প্রকাশহওনপ্রযুক্ত অকর্ম্মণ্য হইলে অথবা

ঐ লেখাপড়া সাব্যস্তহওনের নিমিত্তে যে জন কি জনেরদের দস্তখ তের আবশ্যক তাহারদের মৃত্যুপ্রযুক্ত কি দস্তখৎ করিতে অসম্মত হওয়াপ্রযুক্ত ঐ লেখাপড়া অসম্পূর্ণ এবং নিরর্থক হইলে কিম্বা যে কোন পণ্য কিম্বা কর্ম্ম কোন লেখাপড়ার দ্বারা অর্পিত হয় ঐ পণ্য কি কর্ম্মের স্বীকার না করণপ্রযুক্ত ঐ লিখনের অভিপ্রায় সিদ্ধ না হইলে কিম্বা করারী তমঃসুক কি হুণ্ডীইত্যাদি তাহা শোধকরণিয়ার অথবা ঐ শোধকরণিয়ার স্থলাভিষিক্ত কোন জনের নিকটে না দে ওন কি আর কোন কারণপ্রযুক্ত তাহা কখন ব্যবহারে না আসিলে বোর্ডের সাহেবদিগের কি উপরের লিখিত মত নিযুক্তহওয়া কর্তৃত্ব কারি অন্য সাহেবদিগের ক্ষমতা আছে যে সেই প্রকারে ময়লা কি নষ্ট কি ব্যর্থহওয়া ইষ্টাম্পকাগজ কি পার্চমেণ্ট কি বেলমইত্যাদি তাঁ হারদিগের নিকটে দাখিল হইলে তত্তুল্য মূল্যের ইষ্টাম্পকাগজ উপরের লিখিত মত ঐ ময়লা কি নষ্টহওয়া ইষ্টাম্পকাগজইত্যাদির স্বামী অথবা তাহার স্থলাভিষিক্ত জনকে দিতে হুকুম করেন কিন্তু যে হুণ্ডী দোকর তেকর পাঠান যায় তাহার মধ্যে কোন হুণ্ডী টাকা দেওনিয়ার নিকটে পঁহুছিলে সেই হুণ্ডীর সহিত ঐ হুকুম সম্পর্ক রা খিবেক না ইতি।—১৮২৯ সা। ১০ আ। ১২ ধা। ১ প্র।

ইষ্টাম্পকাগজের স্বামির দরখাস্তক রণের প্রকারের কথা।

৮৮। পূর্ব্বোক্ত মত নষ্ট কি ময়লা হওয়া ইষ্টাম্পকাগজের স্বামি রা যেং জিলাতে ঐ কাগজ কিনিয়াছে ঐ জিলার কালেক্টর সাহে বের নিকটে দরখাস্ত করিবেক যদি ঐ কালেক্টর সাহেবের বিবেচ নায় ঐ দরখাস্ত মঞ্জুর করা উপযুক্ত বোধ হয় তবে তিনি যে বোর্ড কি কর্তৃত্বকারি অন্য সাহেবদিগের অধীন থাকেন ঐ সাহেবেরদের নিকটে ঐ বিষয়ের সম্বাদ পাঠাইবেন এবং বোর্ডইত্যাদির সাহেব দিগের এই প্রকরণের দ্বারা কর্তৃত্ব হইয়াছে যে তাঁহারা যত ইষ্টাম্প কাগজ নষ্ট কি ময়লা হইয়াছিল তাহা ঐ দরখাস্তকরণিয়া কি তা হার স্থলাভিষিক্ত জনকে সামান্য ব্যক্তিরদিগকে ইষ্টাম্পকাগজ দি বার নিমিত্তে যেং প্রকার ও নিয়ম আছে ঐং প্রকার ও নিয়মে দৃষ্টি রাখিয়া তত্তুল্য ইষ্টাম্পকাগজ দেন কিন্তু ইহাও নির্দ্দিষ্ট হই তেছে যে ঐ ময়লা ইষ্টাম্পকাগজের মূল্য ১০৲ দশ টাকার অধিক না হইলে ঐ কাগজআদি ময়লা হওয়ার কি অন্য কোন প্রকারে নষ্ট কি নিরর্থকহওয়ার সময়াবধি ৬ ছয় সপ্তাহের মধ্যে দরখাস্ত না করিলে এমত অনুগ্রহ করা যাইবেক না ইতি।—১৮২৯ সা। ১০ আ। ১২ ধা। ২ প্র।

কুব্যবহারের নি ষেধ অর্থাৎ ১০৲ দশ টাকার অধি ক মূল্যের না হই লে ও ৬ সপ্তাহের মধ্যে দরখাস্ত না করিলে ঐ অনুগ্রহ না করা যাইবার কথা।

৮৯। যে কোন প্রতিজ্ঞাপত্র কি নিদর্শনপত্র কি দরখাস্ত কি সও য়াল জওয়াব কি অন্য লেখাপড়া ইষ্টাম্পকাগজে লিখিবার হুকুম হইয়াছে এবং ঐ হুকুম করা ইষ্টাম্পকাগজের উপর লিখিত হই য়াছে যদি তাহা কোন আদালত কি সরকারী কোন কাছারী কিম্বা কোন জজ সাহেব কি কালেক্টর কি রেজিষ্টর কি সরকারী কর্ম্ম কারি কোন সাহেবের নিকটে নতীতে গাঁথান কি দাখিল করা কি

উপযুক্তরূপে পৃ ষ্ঠে দস্তখৎ না করা কাগজ নতীতে গাঁ থাইবার কি রিকা র্ড করাইবার জরী মানার কথা।

কৃত্রিম ইষ্টাম্পযুক্ত কাগজ নতীতে গাঁথিলে যে প্রকার করিতে হইবেক তাহার কথা।

রিকার্ড করা যায় এবং ঐ ইষ্টাম্পকাগজের পৃষ্ঠে অনুমতিপত্রপ্রাপ্ত ইষ্টাম্পকাগজবিক্রয়করণিয়ার দস্তখৎ না থাকে অথবা ঐ কাগজ এই আইনের নিরূপিত মত না পাওয়া গিয়া থাকে এবং অনুমতি পত্রপ্রাপ্তবিক্রেতার নিকটে পাওয়া গেলেও উপযুক্তরূপে ঐ মত দস্তখৎআদি তাহাতে না থাকে তবে ঐ প্রতিজ্ঞাপত্র কি নিদর্শনপত্র কি দরখাস্ত কি সওয়াল জওয়াবের কাগজ কি অন্য লেখাপড়া যে জন কি জনেরা নতীতে গাঁথিয়াছে কি দাখিল করিয়াছে কি রিকার্ড করিয়াছে কি অন্যের দ্বারা ঐ সকল করাইয়াছে সে জন কি জনেরা ঐ ইষ্টাম্পযুক্ত কাগজের মূল্যের পাঁচগুণ টাকা জরীমানা দিবেক এবং পূর্ব্বোক্ত প্রকারে কোন প্রতিজ্ঞাপত্র কি নিদর্শনপত্র কি দরখাস্ত কি সওয়ালজওয়াবের কাগজ কি অন্য কোন লেখাপড়া যদি নতীতে গাঁথান কি দাখিল করা কি রিকার্ড করা যায় ও তাহাতে কৃত্রিম ইষ্টাম্প ছাপা কি দস্তখৎইত্যাদি থাকে তবে ঐ২ প্রতিজ্ঞাপত্র কি নিদর্শনপত্র কি লেখাপড়াইত্যাদি নতীতে গাঁথনিয়া কি দাখিলকরণিয়া কি রিকার্ডকরণিয়া জন অর্থাৎ যে জন নতীতে গাঁথান কি দাখিলকরণ কি রিকার্ড করণের নিমিত্তে তাহা আনিয়াছে সেই জন কি তাহার কর্ম্মকর্ত্তা জন এই আইনেতে যে প্রকার দস্তখৎ ও তাহার পৃষ্ঠে লেখা থাকনব্যতিরেকে অথবা ঐ জন কি জনেরা জিলার জজ সাহেব কি কালেক্টর সাহেব কি ইহার পক্ষে অনুসন্ধান করিতে কর্ম্মকারি অন্য যেং সরকারহইতে অনুমতি পান ঐ কৃত্রিম ইষ্টাম্পকাগজইত্যাদির পৃষ্ঠেতে লেখা তারিখ এ প্রকারে পাওয়া গিয়াছে অথবা এই আইনেতে হুকুমকরা কি অনিষিদ্ধ অন্য কোন প্রকারে পাওয়া গিয়াছে এ বিষয়ে তাঁহার হৃদ্বোধজনক প্রমাণ দিতে না পারিলে ঐ কাগজে যে ইষ্টাম্প ছাপা উপযুক্ত ঐ ইষ্টাম্পকাগজের মূল্যের ২০ বিংশতিগুণ জরীমানা সরকারে দিবেক উপরের লিখিত মতে কৃত্রিম ইষ্টাম্প ছাপা কাগজইত্যাদির পৃষ্ঠে ঐ দস্তখৎ ও ক্রয়করণের তারিখইত্যাদি লেখা থাকিলে এবং ঐ ক্রয়করণের তারিখের প্রমাণ যদি জজ সাহেব কি অন্য কর্ম্মকর্ত্তা সাহেবের কাছারীতে ঐ প্রতিজ্ঞাপত্র কি নিদর্শনপত্র কি অন্য লেখা নতীতে গাঁথান কি দাখিল কি রিকার্ড করা গিয়াছে ঐ২ সাহেবের হৃদ্বোধজনক হয় তবে ঐ কর্ম্মকারি জন আপনি কালেক্টর সাহেব না হইলে ঐ বিক্রয়কর্ত্তার নামে নালিশ করিবার নিমিত্তে তদ্বিষয়ে আপনার করা বিবেচনার কথার সহিত কালেক্টর সাহেবের নিকটে ঐ প্রতিজ্ঞাপত্রইত্যাদি পাঠাইবেন এবং কালেক্টর সাহেব ঐ প্রতিজ্ঞাপত্র কি নিদর্শনপত্রইত্যাদি যত মূল্যের ইষ্টাম্পকাগজে লেখা উপযুক্ত তত টাকা ঐ জনের স্থানে পাইয়া উপযুক্ত মতে তাহাতে ইষ্টাম্প ছাপা করাইবার নিমিত্তে ইষ্টাম্পের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের নিকটে পাঠাইবেন এবং ঐ প্রকারে দেওয়া মূল্যের টাকা ঐ ইষ্টাম্প কাগজবিক্রয়করণিয়ার স্থানে অথবা ঐ কর্ম্মহেতুক তাহার উপর করা কোন জরীমানার টাকাহইতে আদায় করা যাইবেক ইতি।—

* ১৮২৯ সা। ১০ আ। ১৩ ধা। ১প্র।

১০। কোন জন যদি জানিতে পায় যে আপনার নিকটে রাখা কোন প্রতিজ্ঞাপত্র কি নিদর্শপত্র কি অন্য লেখাপড়া কৃত্রিম ইষ্টাম্প যুক্ত কাগজ কি অন্য দ্রব্যেতে লেখা গিয়াছে এবং ঐ কাগজ কি অন্য বস্তুর উপর এই আইনেতে যে দস্তখৎ ও পৃষ্ঠে লেখার হুকুম হইল তাহাতে তাহা থাকে ও আপনি যদি ঐ জিলার ইষ্টাম্পকাগজ বিক্রয়েতে জাত রাজস্বের কার্য্যকারক কালেক্টর অথবা অন্য সাহেবকে ঐ বিষয় জানায় তবে ঐ কাগজ অথবা অন্য বস্তুর পৃষ্ঠে যে তারিখ লেখা গিয়াছে ঐ তারিখে কোন ইষ্টাম্পকাগজবিক্রয়করণিয়ার স্থানে পাওয়া গিয়াছে কি কেনা গিয়াছে অথবা পূর্ব্বোক্ত মত হুকুম কি অনুমতি কি অন্য কোনক্রমে পাওয়া গিয়াছে কর্ম্মকর্ত্তা সাহেবের এমত হৃদ্বোধজনক প্রমাণ ঐ জন দিলে কোন ফীস কি অন্য কোন খরচাব্যতিরেকে ঐ কাগজ কি অন্য বস্তুর উপর উপযুক্তরূপে ইষ্টাম্প ছাপান যাইবেক ইতি।— ১৮২৯ সা। ১০ আ। ১৩ ধা। ২ প্র।

আপনার নিকটে রাখা কৃত্রিম ইষ্টাম্পকাগজজানানিয়া লোকের কর্ত্তব্যের কথা।

১১। দুর্ঘটনা কি অজ্ঞান কি অনবধানতা কি ভ্রান্তি কিম্বা অনিবার্য্য অন্য কোন কারণেতে যে প্রতিজ্ঞাপত্র কি নিদর্শনপত্র কি অন্য লেখাপড়া ইষ্টাম্প না ছাপা কাগজে কোন ব্যক্তির দ্বারা করা গিয়াছে অথবা দস্তখৎইত্যাদি করণানন্তর যে নিদর্শনপত্রইত্যাদি অন্য কাহার স্থানে পাওয়া গিয়াছে ঐ প্রতিজ্ঞাপত্রইত্যাদির উপর হুকুম করা ইষ্টাম্পছাপা না থাকিলে রাজস্বের এই অংশের কর্ম্মকারি কালেক্টর কি কর্ম্মকারি অন্য সাহেবের নিকটে দরখাস্ত করিলে নীচের লিখিতব্য জরীমানা অথবা তাহার বদলে বোর্ডের সাহেবেরা কি কর্ত্তৃত্বকারি অন্য সাহেবেরা যে কম জরীমানার হুকুম দেন তাহা দিলে ঐ কাগজইত্যাদির উপর উপযুক্ত ইষ্টাম্প ছাপা করা যাইবেক ইতি।—১৮২৯ সা। ১০ আ। ১৪ ধা। ১ প্র।

দৈবঘটনা কি অনবধানতাতে যে দোষ হয় তাহার প্রতিকারের কথা। ইষ্টাম্পছাপা না করা কাগজে লিখিত নিদর্শনপত্রাদি রাখণিয়া লোক যে নিয়মেতে তাহার উপর ইষ্টাম্প ছাপাইতে পারিবেক তাহার কথা।

১২। ঐ হুকুম করা মূল্য না দিবার উদ্যোগের বিষয়ি অপরাধ কি অপরাধের সংশয়রহিতকারি অজ্ঞান অথবা অনবধানতা কিম্বা অন্য কোন প্রকারে ঐ প্রতিজ্ঞাপত্রইত্যাদিতে যদি দস্তখৎ করা গিয়া থাকে তবে ঐ দস্তখৎআদিহওনের তারিখের পর ৩০ ত্রিশ দিনের মধ্যে তাহা উপস্থিত করিলে ও তাহার মূল্য উপযুক্ত কাগজের তিনগুণ দিলে অথবা তাহা কম মূল্যের ইষ্টাম্পকাগজে লেখা গেলে ঐ কাগজ উপযুক্ত ইষ্টাম্পকাগজের মূল্যের যত টাকা কমে কিনিয়া থাকে তাহার তিনগুণ দিলে ঐ কাগজের উপর উপযুক্ত ইষ্টাম্প ছাপান যাইবেক ইতি।—১৮২৯ সা। ১০ আ। ১৪ ধা। ২ প্র।

মূল্য না দেওনের উদ্যোগ না থাকিলে ও ঐ কাগজের উপর ইষ্টাম্প ছাপাইবার কারণ আনা গেলে যে নিয়মেতে তাহার উপর ইষ্টাম্প ছাপা ইতে পারিবেক তাহার কথা। ৩০ ত্রিশ দিনের মধ্যে আনিলে ও তিনগুণ টাকা দিলে যে নিয়মেতে তাহার উপর ইষ্টাম্প ছাপাইতে পারিবেক তাহার কথা।

৩০ ত্রিশ দিনের পরে আনিলে ও পাঁচগুণ মূল্য দিলে যে নিয়মে তাহার উপর ইষ্টাম্প ছাপাইতে পারিবেক তাহার কথা।

১৩। যদি দস্তখৎইত্যাদিকরণের তারিখের পর ৩০ ত্রিশ দিনের মধ্যে ইষ্টাম্প ছাপাইবার নিমিত্তে ঐ প্রতিজ্ঞাপত্রইত্যাদি না আনা যায় এবং ঐ ব্যক্তির প্রতি যদি ইষ্টাম্পকাগজের মূল্য না দিবার উদ্যোগবিষয়ে কিছু সন্দেহ না থাকে তবে ঐ প্রতিজ্ঞাপত্রেতে দস্তখৎ করণের তারিখঅবধি ৩ তিন মাস গত না হইলে অথবা এই আইন জারীকরণের তারিখঅবধি ছয় মাসের মধ্যে উপস্থিত করা গেলে উপযুক্ত ইষ্টাম্পকাগজের মূল্যের পাঁচগুণ টাকা দিলে অথবা কম মূল্যের ইষ্টাম্পকাগজে লেখা গেলে তাহার যত টাকা কমে কেনা গিয়া থাকে তাহার পাঁচগুণ টাকা দিলে তাহার উপর উপযুক্ত ইষ্টাম্প ছাপান যাইবেক ইতি।—১৮২৯ সা। ১০ আ। ১৪ ধা। ৩ প্র।

মূল্য না দিবার অভিপ্রায় বিষয়ে সন্দেহ হইলে যে নিয়মেতে তাহার উপর ইষ্টাম্প ছাপাইতে পারিবেক তাহার কথা।

এবং মূল্যের দশগুণ জরীমানা দিলে পুনর্ব্বার তাহার উপর ইষ্টাম্প ছাপাইতে পারিবার কথা।

১৪। ইষ্টাম্পরহিত কাগজের উপর লিখিত প্রতিজ্ঞাপত্রাদিতে দস্তখৎ ইত্যাদি দৈবঘটনা অথবা অজ্ঞান কি অনবধানতা কি ভ্রান্তিক্রমে অথবা মূল্য না দিবার অভিপ্রায়রহিত অন্য কোন কারণেতে না হইলে ঐ২ বিষয়ে যদি দরখাস্তকরণিয়া ব্যক্তি পূর্ব্বোক্ত কালেক্টর কি বোর্ডের সাহেবেরদের কি কর্তৃত্বকারি অন্য সাহেবেরদের হৃদ্বোধজনক প্রমাণ দিতে না পারে তবে ঐ ব্যক্তি এই আইন জারীকরণের তারিখহইতে ৬ ছয় মাসের মধ্যে ঐ প্রতিজ্ঞাপত্রইত্যাদি স্বেচ্ছাপূর্ব্বক অথবা ঐ দস্তখৎইত্যাদিকরণের তারিখঅবধি ৩ তিন মাসের মধ্যে দরখাস্তকরণপূর্ব্বক উপস্থিত করিলে ও ঐ প্রতিজ্ঞাপত্রইত্যাদি উপযুক্ত ইষ্টাম্পকাগজের মূল্যের দশগুণ জরীমানা দিলে ঐ হুকুম করা ইষ্টাম্প ছাপান যাইবেক এবং বোর্ডের সাহেবেরদের কি পূর্ব্বোক্ত কর্তৃত্ব কারি অন্য সাহেবদিগের করা নিষ্পত্তি ঐ প্রতিজ্ঞাপত্রইত্যাদি যে কাগজে লেখা গিয়াছে ঐ কাগজ মূল্য না দেওয়ার উদ্যোগবিষয়ে সন্দেহ্য বটে কি না এতদ্বিষয়ে চূড়ান্ত হইবেক ইতি।—১৮২৯ সা। ১০ আ। ১৪ ধা। ৪ প্র।

প্রতিজ্ঞাপত্রইত্যাদিদস্তখৎহওনানন্তর তিন মাসের অনধিক অথবা এই আইন জারীহওনাবধি ছয়মাসের মধ্যে উপস্থিত করা গেলে যে নিয়মেতে তাহার উপর ইষ্টাম্প ছাপাইতে পারিবেক তাহার কথা।

বোর্ডের সাহেবেরদের বিবেচনানু

১৫। যদি ইষ্টাম্পরহিত কাগজে লেখা ও দস্তখৎইত্যাদি করা প্রতিজ্ঞাপত্র কি নিদর্শনপত্রইত্যাদি এই আইন জারীকরণের তারিখঅবধি ৬ ছয় মাস অথবা ঐ দস্তখৎইত্যাদিকরণের তিন মাসের মধ্যে ইষ্টাম্প ছাপাইবার নিমিত্তে উপস্থিত না করা যায় তবে উপযুক্ত ইষ্টাম্প ছাপা করাইতে অসম্মতিপ্রযুক্ত তাহা রাখণিয়া ব্যক্তি অনুচিত ক্লেশ ও অন্যায়প্রাপ্ত হইবেক এই বিষয়ের প্রমাণ বোর্ডের সাহেব কি পূর্ব্বোক্ত কর্তৃত্বকারি অন্য সাহেবদিগের হৃদ্বোধজনক হওয়াব্যতিরেকে ঐ কাগজইত্যাদির উপর ইষ্টাম্প ছাপান যাইবেক না ঐ২ কাগজে ইষ্টাম্প ছাপা করাইতে স্থির করা গেলে যে জরীমানা লওয়া যাইবেক তাহা সর্ব্বপ্রকারে ঐ সাহেবেরদের বিবেচনামত

হইবেক কিন্তু ঐ ইষ্টাম্পকাগজের মূল্য টাকার দশগুণের কম হই বেক না ইতি।—১৮২৯ সা। ১০ আ। ১৪ ধা। ৫ প্র।

সারে তাহার উপর ইষ্টাম্প ছাপা করা যাইবার কথা।

জরীমানা ইষ্টাম্পকাগজের মূল্যের দশগুণের কম না হইবার কথা।

১৬। সকল জিলায় ভূমির মালগুজারীর কালেক্টর সাহেবেরা প্রথমতঃ এই আইনের হুকুমের অন্যথাচরণহেতুক যেং জরীমানা উপযুক্ত বোধ করেন তাহার অনুসন্ধান ও নিষ্পত্তি করিবেন এবং আবশ্যক হইলে ঐ অনুসন্ধানকরণসময়ে ঐ প্রতিজ্ঞাপত্রইত্যাদি ক্রোক্ করিবেন অনুসন্ধান সম্পূর্ণ হইলে তাঁহারা বোর্ডের সাহেবদিগের কি শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের হজুরহইতে নিযুক্ত অন্য সাহেবের নিকটে আপনারদের হেতুযুক্ত রোয়দাদ পাঠাইবেন ঐ কর্তৃত্বকারি সাহেবেরা ঐ কালেক্টর সাহেবের করা নিষ্পত্তি সাব্যস্ত রাখণ অথবা খণ্ডণ কি অন্য প্রকারকরণযোগ্য বটে কি না ইহার নিশ্চয় করিবেন এবং ঐ বিষয়ে তাঁহারদিগের নিষ্পত্তি চূড়ান্ত হইবেক ইতি।—১৮২৯ সা। ১০ আ। ১৫ ধা। ১ প্র।

প্রথমানুসন্ধান কালেক্টর সাহেবদিগের দ্বারা করা যাইবার কথা।

খণ্ডণ কি স্থির করণ কি অন্যথাকরণের ক্ষমতা কর্তৃত্বকারি সাহেবদিগকে অর্পণ হইবার ও তাঁহারদের নিষ্পত্তি চূড়ান্ত হইবার কথা।

১৭। এই আইনানুসারে যে সকল জরীমানা লওয়া উচিত ও পূর্ব্বোক্ত রাজস্বের কার্য্যভারাক্রান্ত সাহেবের দ্বারা যাহা লইতে হুকুম দেওয়া গিয়াছে তাহা এবং ইষ্টাম্পকাগজ বিক্রয়করণিয়ারদের স্থানে অথবা তাহারদিগের ভূমিইত্যাদি ধনেতে বাকীর যত টাকা আদায় হয় তাহাও তৎশোধকরণিয়া ব্যক্তি অথবা জামিনদিগের স্থানে ভূমির রাজস্বের কালেক্টর সাহেবদিগের দ্বারা ভূমির কোন ইজারদার কি তাহার জামিনের ভূমির মালগুজারীর বাকী আদায়করণার্থে যে প্রকার করণ উপযুক্ত ঐ প্রকার করিলে আদায় করা যাইবেক ইতি।—১৮২৯ সা। ১০ আ। ১৫ ধা। ২ প্র।

এই আইনানুসারে যে জরীমানার হুকুম হয় তাহা সদর ইজারদারের স্থানে মালগুজারীর বাকী আদায়করণে যাহা করিতে হয় তাহার দ্বারা আদায় করা যাইবার কথা।

১৮। বোর্ডের সাহেবদিগের অথবা উপরের লিখিত মত নিযুক্ত কর্তৃত্বকারি সাহেবদিগের ও শ্রীযুক্ত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলে কর্তৃত্ব আছে যে তাঁহারা এই আইনের হুকুমানুসারে দাতব্য কোন জরীমানাইত্যাদি কি তাহার কোন অংশ মাফ করেন কিন্তু ইহা নির্দ্দিষ্ট হইতেছে যে ইহার লিখিত কোন কথার অভিপ্রায় এমত নহে যে কৃত্রিম ইষ্টাম্পকাগজ প্রস্তুতকরণের বিষয়ে অথবা কৃত্রিম ইষ্টাম্প ছাপাকরা কাগজ ইচ্ছাপূর্ব্বক ব্যবহার করা কি অন্য কাহাকেও দেওয়ার বিষয়ে যেং আইন ও হুকুম চলিত আছে তাহার হানি হয় ইতি।—১৮২৯ সা। ১০ আ। ১৬

জরীমানা মাফকরণের ক্ষমতা বোর্ড কি কর্তৃত্বকারি অন্য সাহেবদিগকে অর্পণ হইবার কথা।

কৃত্রিম ইষ্টাম্পকাগজ ব্যবহার করা কি অন্য কাহাকেও দেওয়া যাইবার বিষয়ে বিশেষ হুকুমের কথা।

১৯। ক চিহ্নিত তফসীলের লিখিত প্রতিজ্ঞাপত্র ও নিদর্শনপত্রও অন্য লেখাপড়া যে মূল্যের ইষ্টাম্পকাগজে লেখা উপযুক্ত তাহার অতিরিক্ত পূর্ব্বমতে কোর্ট উলিয়ম অর্থাৎ কলিকাতা রাজধানীর

আদালতের কাগজ অর্থাৎ নালিশের দরখাস্তইত্যা

অধীনদেশে আদালতের কাগজ অর্থাৎ নালিশের দরখাস্ত ও সওয়ালজওয়াবইত্যাদি লিখিবার কাগজের উপর B চিহ্নিত তফসীলের লিখিত মূল্য ও প্রকারে মাসুল লওয়া যাইবেক এবং ঐ B চিহ্নিত তফসীল ও তাহার মধ্যের লিখিত হুকুম কি আজ্ঞা এই আইনের এক অংশস্বরূপ বোধ করা যাইবেক এবং ঐ তফসীলের লিখিত ইষ্টাম্প উপযুক্তরূপে কোন কাগজইত্যাদিতে না ছাপান গেলে কোন আদালতে কোন কাগজ নতীতে গাঁথান ও দাখিল করা ও গ্রাহ্য করা যাইবেক না ইতি।—১৮২৯ সা। ১০ আ। ১৭ ধা।

দি যে মূল্যের ইষ্টাম্প কাগজে লেখা যাইবেক তাহার কথা।

১০০। যদি কোন আদালতে নিযুক্তথাকা প্রত্যেক উকীল কি অনুমতিপত্রপ্রাপ্ত সওয়ালজওয়াবকারক কি মোখ্তারকার কোন আদালত কি কাছারীতে নতীতে গাথাইবার কি রিকার্ড করাইবার নিমিত্তে এই আইনের হুকুমক্রমে ইষ্টাম্পকাগজে লিখিবার যোগ্য কোন প্রতিজ্ঞাপত্র কি নিদর্শনপত্র কি লেখাপড়া ইষ্টাম্পরহিত অথবা অনুচিত ইষ্টাম্পকাগজে আর উপযুক্তমত পৃষ্ঠে দস্তখৎ না হওয়া অথবা কৃত্রিম ইষ্টাম্পযুক্ত কাগজে লিখিয়া উপস্থিত করে এবং ঐ ইষ্টাম্পকাগজের পৃষ্ঠে উপরের উক্ত উপযুক্ত মত ইষ্টাম্পকাগজবিক্রয়কারকের দস্তখৎ না থাকে তবে ঐ প্রতিজ্ঞাপত্রইত্যাদি যে ইষ্টাম্প কাগজে লেখা উপযুক্ত তাহার মূল্য টাকার পাঁচগুণ জরীমানা দিবেক অথবা কম মূল্যের ইষ্টাম্পকাগজে লিখিত হইলে তাহার যত কমে কেনা গিয়া থাকে এই আইনের ১৩ ধারার লিখিত মত তাহার পাঁচগুণ জরীমানা দিবেক ঐ উকীল কি মোখ্তারকার যে আদালতে কার্য্য করে ঐ আদালতের প্রধান সাহেব ঐ জরীমানার হুকুম দিবেন ও তাহা আদায় করিবেন এবং ঐ জরীমানার টাকা ঐ জরীমানার বিষয়ি রোয়দাদ কি হুকুমনামার সহিত কালেক্টর সাহেবের নিকটে পাঠান যাইবেক ইতি।—১৮২৯ সা। ১০ আ। ১৮ ধা। ১ প্র।

ইষ্টাম্পযুক্ত কাগজে লিখিবার যোগ্য দরখাস্তইত্যাদি ইষ্টাম্পরহিত কাগজে লিখিত হইলে যে উকীল ঐ কাগজ উপস্থিত করে তাহার জরীমানার কথা।

আদালতের সাহেবেরা ঐ জরীমানা আদায় ও হুকুম করিবার কথা।

১০১। কালেক্টর সাহেব অথবা কালেক্টর সাহেবের তুল্য ক্ষমতাপন্ন কর্ম্মকারি অন্য সাহেবের ইহার অতিরিক্ত ক্ষমতা আছে যে ঐ আদালতের রোয়দাদে না লেখা কোন প্রকার কার্য্যের ত্রুটিইত্যাদি জ্ঞাত হইলে যে জিলার আদালতে ঐ উকীল কিম্বা অন্য অপরাধি জন কর্ম্ম করে ঐ জিলার জজ সাহেবের নিকটে পত্র লিখিয়া পাঠান যে ঐ জিলা কি শহরের এলাকার মধ্যবর্ত্তি কোন আদালতে ঐ জরীমানা দেওয়া উপযুক্ত বোধ হইলে ঐ উকীলইত্যাদির স্থানে ঐ উপরের লিখিত জরীমানা লওয়া যায় কিম্বা যদি ঐ প্রকার অপরাধি উকীল প্রবিন্স্যাল কোর্টের কি সদর দেওয়ানী আদালতের কর্ম্মকারি এক জন হন্ তবে ঐ২ আদালতে সরকারের যে উকীল থাকেন্ তাঁহারদিগের দ্বারা ঐ কালেক্টর সাহেব ঐ২ আদালতে দরখাস্ত করিবেন এবং ঐ জরীমানা দেওয়া ও না দেওয়ার বিষয়ের মোকদ্দমার নিষ্পত্তি জিলার জজ সাহেব অথবা ঐ উপরিউক্ত আদাল

উত্তর কালে অপরাধ জানা গেলে কালেক্টর সাহেবের লিখিত পত্রানুসারে ঐ জরীমানা যেরূপে আদায় করা যাইবেক তাহার কথা।

তের জজ সাহেবেরা বিবেচনাপূর্ব্বক করিবেন ও তাঁহারদিগের করা নিষ্পত্তিই চূড়ান্ত হইবেক ইতি।—১৮২৯ সা। ১০ আ। ১৮ ধা। ২ প্র।

১০২। বোর্ডের সাহেবদিগের কি কর্ত্তৃত্বকারি অন্য সাহেবেরদের এবং ভূমির মালগুজারীর কালেক্টর অথবা ভূমির রাজস্বের কার্য্য ভারাক্রান্ত অন্য সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে তাঁহারা সাক্ষিরদের তলব করেন্ ও তাহারদিগকে দিব্য করান্ কি তাহারদিগের স্থানে সুকৃতি পত্র লেখাইয়া লন্ এবং জিলা ও শহরের জজ সাহেবদিগের পা চান হুকুমনামার অন্যথাকরণ কি মতাচরণ না করণ কি অবজ্ঞাকর ণের বিষয়ে যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আছেন্ তদ্রূপ ক্ষমতা ও কর্ত্তৃত্বের দ্বারা ঐ২ সাহেবেরা সাক্ষিরদের তলব করিতে ও তাহারদিগকে দিব্য করাইতে ও তাহারদের স্থানে সুকৃতিপত্রাদি লেখাইয়া লইতে পা রেন্ এবং যে কোন জন দিব্য করিয়া কি সুকৃতিপত্র লিখিয়া দিয়া পূর্ব্বোক্ত কর্ত্তৃত্বকারি কোন সাহেবের দ্বারা জিজ্ঞাসিত হইয়া ইচ্ছা ও বিবেচনাপূর্ব্বক মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় সে জন মিথ্যা সাক্ষ্য দেওনাপরা ধের অপরাধী বোধ করা যাইবেক এবং ঐ হেতুক সরকারী উকী লের দ্বারা ফৌজদারী আদালতে তাহার মোকদ্দমা উপস্থিত করা যাইবেক এবং দায়েরসায়েরী আদালতে তাহার দোষ প্রমাণ হই লে ঐ অপরাধপ্রযুক্ত যে২ জরীমানার হুকুম করা গিয়াছে কি করা যাইবেক তাহা দেওনের যোগ্য হইবেক ইতি।—১৮২৯ সা। ১০ আ। ১৯ ধা।

কর্ত্তৃত্বকারি সা হেব ও কালেক্টর সাহেবদিগকে দিব্য করাইবার ক্ষমতা র্পণ হইবার কথা।

১০৩। বোর্ডের সাহেবেরা কিম্বা কর্ত্তৃত্বকারি অন্য সাহেবেরা অথ বা যে কর্ত্তৃত্বেতে কালেক্টর সাহেবেরা এই আইনক্রমে কর্ত্তৃত্ব পাই লেন ঐ কর্ত্তৃত্বানুসারে কর্ম্মকারি কালেক্টর সাহেবেরা যে২ হুকুম দেন্ ঐ২ হুকুমেতে যে লোকেরদের প্রতি অপরাধ প্রমাণহওয়াতে জরীমানা দিতে হুকুম হইয়াছে তাহারদিগের এবং যে লোকেরা দিব্য করিতে কি সাক্ষ্য দিতে উপযুক্ত মত হুকুম পাইয়া অসম্মত হয় কিম্বা আদালতের অবজ্ঞাকরণের অপরাধেতে অপরাধী হয় তাহারদের দেওয়ানী জেলখানায় কয়েদ করার হুকুম উচিত হই লে জিলা ও শহরের জজ সাহেব ঐ সকল হুকুমের মতাচরণ করিবেন এবং এই আইনের ১০ ধারার ৯ প্রকরণানুসারে ইষ্টাম্পকাগজবি ক্রয়কারিয়ারদের ঠগিয়া লওনের দ্বারা টাকালওন অপরাধ প্রমাণ হইলে তাহারদিগকে ঐ জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকটে ফৌজ দারী জেলখানায় কয়েদথাকনের নিমিত্তে পাঠান যাইবেক ইতি।— ১৮২৯ সা। ১০ আ। ২০ ধা।

লোকেরদিগকে কয়েদ করণার্থে কা লেক্টর সাহেবই ত্যাদির হুকুম জিলা র জজ সাহেবেরা সফল করিবার ক থা।

ঠগামী হইলে মা জিষ্ট্রেট সাহেব অ পরাধিকে ফৌজদা রী জেল খানায় ক য়েদ করিবার কথা।

১০৪। ইষ্টাম্পের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব কিম্বা তাঁহার আসিষ্টাণ্ট সাহেব কিম্বা উপযুক্তরূপে ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোন সাহেব বো র্ডের সাহেবেরদের কি কর্ত্তৃত্বকারি অন্য সাহেবেরদের কি শ্রীযুত

সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সা হেব কর্ম্মার্থে ভ্রমণ সময়ে শ্রীযুত নওয়া

ব গবর্‌নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে তাঁহার প্রতি অর্পিত ক্ষমতাতিরিক্ত কালেক্টর্ সাহেবের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইবার কথা।

নওয়াব গবর্‌নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুরের দেওয়া হুকুমক্রমে ইষ্টাম্পকাগজবিক্রয়েতে জাত রাজস্বযুক্ত কোন বিষয় অথবা অন্য কোন কর্ম্মহেতুক যখন মফঃসলে যান্ তখন যে জিলা কি স্থানে যান্ শ্রীযুত নওয়াব গবর্‌নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলহইতে তাঁহার প্রতি অর্পিত অন্য ক্ষমতা ও কর্তৃত্বাতিরিক্ত ঐ জিলা কি স্থানের ভূমির মালগুজারীর কালেক্টর সাহেবের ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব করিতে পারেন্ ইতি।—১৮২৯ সা। ১০ আ। ২১ ধা।

এ আইনের ৩ ধারার উক্ত A চিহ্নেতে চিহ্নিত তফসীলের লিখিত হস্তান্তর করণপত্র ওচুক্তিপত্র ও তমঃসুক ও জামিনীপত্র এবং সামান্যতঃ সকল প্রকার প্রতিজ্ঞাপত্র ইত্যাদি যেং মূল্যের ইষ্টাম্পকাগজে লেখা যাইবেক তাহার বিশেষ নীচে লেখা যাইতেছে।

১ প্রথম।—আগ্রিমেণ্ট অর্থাৎ একরারনামা অথবা একরারনামার বিষয় স্মরণার্থে যে কোন লেখাপড়া এই তফসীলেতে অন্য প্রকার মূল্যের ইষ্টাম্পকাগজে লিখিবার হুকুম না হইল কিম্বা ইষ্টাম্প রহিত কাগজে লিখিতে নিষেধ না হইল চুক্তির প্রমাণের নিমিত্তে হউক কিম্বা ঐ একরারকরণিয়ার বদ্ধহওনের নিমিত্তেই বা হউক অবধার্য্য মূল্য বস্তুর বিষয়ে হইলে এবং সেই মূল্যের কথা তাহাতে লেখা গেলে।——

যত টাকার তমঃসুক যে মূল্যের ইষ্টাম্পকাগজে লিখিবার হুকুম হইল তত টাকা মূল্যের ইষ্টাম্পকাগজে লিখিতে হইবেক।

২ দ্বিতীয়।—মাসমাসে কি বৎসরেং টাকা দিবার একরারনামা।—

যত টাকা দশ বৎসরে দিতে হইবেক তাহার তুল্য টাকারঅথবা সমুদয় টাকা ঐ দশ বৎসরের টাকার কম হইলে তাহার তুল্য টাকার তমঃসুক যে মূল্যের ইষ্টাম্পকাগজে লেখা উচিত ঐ মূল্যের ইষ্টাম্পকাগজে লিখিতে হইবেক।

৩ তৃতীয়।—আইনানুসারে কোন কর্ম্ম করিতে অথবা যে কোন কর্ম্ম টাকার সহিত সম্পর্ক না রাখে কি যাহাতে টাকা বিশেষরূপে না লেখা যায় এমত কোন বিশেষ একরারনামা।——

উভয় পক্ষীয় লোক যে মূল্যের ইষ্টাম্পকাগজ নিরূপণ করে সেই মত কাগজে লিখিতে হইবে কিন্তু এই তফসীলেতে তমঃসুকের নিমিত্তে যেং ইষ্টাম্পকাগজের মূল্য লেখা যায় ঐ একরারনামা তাহার মধ্যের যে ইষ্টাম্পকাগজে লেখা গিয়াছে তাহার অধিক টাকা ঐ একরারনামাপ্রযুক্ত কোন আদালতে পাওয়া যাইবেক না।

বর্জ্জনীয়।

কর্ম্মের বেতনের নিমিত্তে একরারনামা।

মহাজন এবং অন্যং লোকেরদের যেং পত্র সরকারী ডাকে পাঠান যায় ঐ পত্রেতে যে একরার লেখা যায় তাহা।

	দৃষ্টিমাত্র কি চাহিবামাত্র কি তিন মাসের অনধিক মিয়াদী হইলে।	তিন মাসের অধিক কিন্তু এক বৎসরের অনধিক মিয়াদী হইলে।
৪ চতুর্থ।— হুণ্ডী অর্থাৎ এক কি তাহাহইতে অধিক সাক্ষির দস্তখৎযুক্ত প্রতিজ্ঞাপত্র কি নিদর্শনপত্র কি লেখাপড়াব্যক্তিরেকে দৃষ্টিমাত্র দিতে হইবার কিম্বা লেখা যাওনের তারিখহইতে নীচের বিশেষ লিখিতব্য মিয়াদী বরাৎ চিঠী কি করারী তমঃসুক কি হুণ্ডী কি টীপ কি বরাৎ কি টাকা দিবার অনুজ্ঞাপত্র কি অঙ্গীকারপত্র যাহার টাকা এ রাজধানীর তাবে কোন দেশেতে পাওয়া যাইবেক তাহা এবং এ সকল দেশের বাহিরে দিতে হইবার টাকার হুণ্ডী তাহার মিয়াদ যাহা হউক ২৫৲ পঁচিশ টাকার অধিকের না হইলে যে ইষ্টাম্পকাগজে লেখা যাইবেক তাহার মূল্য।	।০	৵০

অধিকের হইলে।

যাহার উপর।	যেপর্য্যন্ত।		
২৫৲	৫০৲	৵০	।০
৫০৲	১০০৲	।০	||০
১০০৲	২০০৲	||০	৸০
২০০৲	৪০০৲	৸০	১৲
৪০০৲	৮০০৲	১৲	১||০
৮০০৲	১৬০০৲	১||০	২৲
১৬০০৲	৩০০০৲	২৲	২||০
৩০০০৲	৫০০০৲	২||০	৪৲
৫০০০৲	১০০০০৲	৪৲	৬৲
১০০০০৲	২০০০০৲	৬৲	৮৲
২০০০০৲	৩০০০০৲	৮৲	১২৲
৩০০০০৲	৫০০০০৲	১২৲	১৬৲
৫০০০০৲	১০০০০০৲	১৬৲	২০৲
১০০০০০৲ এক লক্ষের উপর যত হউক।		২০৲	২৫৲

৫ পঞ্চম।— যে সকল হুণ্ডী কি অনুজ্ঞাপত্রইত্যাদি পুনর্ব্বার চালান হয়। —

তাহা তিন মাসের অনূর্দ্ধ মিয়াদে যে অনুজ্ঞাপত্র বোধ করিতে হইবেক ঐ পত্র যে মূল্যের ইষ্টাম্পকাগজে লিখিতে হয় তত্তুল্য মূল্যের ইষ্টাম্পকাগজে লিখিতে হইবেক।

৬ ষষ্ঠ।—যে হুণ্ডী কি অনুজ্ঞাপত্রইত্যাদির এক বৎসরের অধিক মিয়াদ নাহি। —

তাহার তমঃসুক যে মূল্যের ইষ্টাম্পকাগজে লেখা যায় ঐ ইষ্টাম্পকাগজে লেখা যাইবেক।

মন্তব্য।—শ্রীযুত নওয়াব গবরনর জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলে এমত কর্ত্তৃত্ব থাকিবেক যে কোন বাঙ্ক কি সম্প্রদায় যেং অনুজ্ঞাপত্র চালান করেন ঐ পত্র যে মূল্যের ইষ্টাম্পকাগজে লিখিতে হইবেক তদ্বিষেয় ঐ বাঙ্ক কি সম্প্রদায়ের সহিত চুক্তি করেন এবং ঐং চুক্তির সমাচার সরকারী গাজেটেতে ছাপা করা যাইবেক।

বর্জ্জনীয়।

যেং হুণ্ডীর টাকা যেং স্থানে পাওয়া যাইবেক ঐং স্থানহইতে এক শত মাইলের অধিক দূর কোন স্থানেতে যেং হুণ্ডী কোন সংখ্যার টাকার নিমিত্তে লেখা যায় এবং গ্রাহ্যকরণানন্তর চালান না হয় তাহা এবং দোকর তেকর একরূপ যে হুণ্ডী ভিন্নাধিকারের কোন দেশহইতে আইসে তাহা।

কিন্তু নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে যে যদি হিন্দুস্থানের মধ্যবর্ত্তি কোন স্থানে যে কোন হুণ্ডী লেখা যায় এবং এই রাজধানীর তাবে কোন দেশে তাহার টাকা প্রাপ্তব্য হয় তাহা স্বাক্ষরকরণের পরে যদি অন্যকে দেওয়া যায় কিম্বা স্বাক্ষরহওনানন্তর ঐ স্বাক্ষরকারক এবং টাকা দেওনিয়াব্যতিরেকে তৃতীয় জনকে কোনপ্রকারে দেওয়া যায় তবে ঐ হুণ্ডীইত্যাদি চালাইবার পূর্ব্বে তাহার উপর ইষ্টাম্প ছাপাইবার নিমিত্তে তাহা ইষ্টাম্প আফিসে না লইয়া গেলে অথবা প্রত্যেক হুণ্ডীর সহিত এই তফসীলেতে যে মূল্যের ইষ্টাম্পকাগজ ঐ প্রকার হুণ্ডীতে উপযুক্তরূপে লেখা গিয়াছে ঐ প্রকার ইষ্টাম্প কাগজের উপর লিখিত ঐ হুণ্ডীর নকল গাঁথা না গেলে ঐ প্রকার চালানকরা হুণ্ডীইত্যাদির সহিত এই রাজধানীর কথা সম্পর্ক রাখিবেক না।

অন্য বর্জ্জনীয়।

হুণ্ডী ও করারী তমঃসুক অর্থাৎ সরকারী কার্য্যের নিমিত্তে সরকারের যেং কার্য্যকারক সাহেবেরা সরকারের খাজানাদফ্তরের উপর হুণ্ডী দিবার ও তথাহইতে টাকা দেওয়া যাইবার অর্থে করারী তমঃসুকইত্যাদি লিখিয়া দিবার ক্ষমতা রাখেন তাঁহারদিগের দেওয়া হুণ্ডী ও করারী তমঃসুক।

লিখনের স্থানহইতে কুড়ি মাইলের মধ্যগত কোন ব্যাঙ্কের কি ব্যাঙ্কের কোন মালিকের কি মোখ্তারের নামে চাহিবামাত্র লইয়া যাওনিয়াকে টাকা দিবার নিমিত্তে লিখনের নাম যুক্ত যে সকল বরাৎ কি অনুজ্ঞাপত্র লেখা যায় তাহা।

বিক্রয়পত্র।————————————

হস্তান্তরকরণপত্র ও বন্ধকীপত্রের প্রকরণ দেখ।

৭ সপ্তম।—বণ্ড অর্থাৎ তমঃসুক এতাবতা টাকা আদায়ের কারণ এক কি তত্তোধিক সাক্ষির দস্তখৎযুক্ত করারী তমঃসুক ও হুণ্ডী ও টীপ ও বরাৎইত্যাদি এক বৎসরের অধিক মিয়াদে হইলে ২৫৲ পঁচিশ টাকার অধিক হইলে যে ইষ্টাম্পকাগজে লেখা যাইবেক তাহার মূল্য। ৵০

অধিকের হইলে।

যাহার উপর।	যেপর্য্যন্ত।	মূল্য।
২৫৲	৫০৲	।০
৫০৲	১০০৲	॥০
১০০৲	২০০৲	১৲
২০০৲	৩০০৲	২৲
৩০০৲	৫০০৲	৪৲
৫০০৲	১০০০৲	৬৲
১০০০৲	২০০০৲	১০৲
২০০০৲	৩০০০৲	১৬৲
৩০০০৲	৫০০০৲	২০৲
৫০০০৲	১০০০০৲	৩২৲
১০০০০৲	২০০০০৲	৪০৲
২০০০০৲	৫০০০০৲	৬৪৲
৫০০০০৲	৭৫০০০৲	৭০৲
৭৫০০০৲	১০০০০০৲	৮০৲
১০০০০০৲	১৫০০০০৲	১০০৲
১৫০০০০৲	২০০০০০৲	১২০৲
২০০০০০৲		১৫০৲

২০০০০০৲ দুই লক্ষের ঊর্দ্ধ যত হয় তাহার প্রত্যেক লক্ষের উপর ইহার অতিরিক্ত এক২ শত।

৮ অষ্টম।—তমঃসুক অর্থাৎ কোম্পানির কাগজ হস্তান্তরকরণের কিম্বা নিরূপিত সময়পর্য্যন্ত সালিয়ানা বৃত্ত্যাদিনিরূপিত টাকা দিবার অথবা মূল্য নিরূপণকরণযোগ্য কোন বিষয় কি বস্তু অর্পণের

কি তাহার হিসাব দেওনের নিমিত্তে জামিনস্বরূপে যে তমঃসুক দেওয়া যায় তাহা।

উপরের লিখিত মত যে টাকা দিবার কি তাহার হিসাব দিবার কিম্বা যে দ্রব্য অর্পণকরণের কি হস্তান্তরকরণের কথা ঐ তমঃসুকে লেখা যায় সেই টাকার সংখ্যার কি দ্রব্যের মূল্যানুসারে নিরূপিত ইষ্টাম্পকাগজে লেখা যাইবেক।

৯ নবম।—তমঃসুক অর্থাৎ যাবজ্জীবনইত্যাদির ন্যায় অনিরূপিত সময়পর্য্যন্ত সালিয়ানা টাকা দিবার তমঃসুক।

সনং যত টাকা দিতে হইবেক তাহার দশগুণ সংখ্যার নিরূপিত মূল্যের ইষ্টাম্পকাগজে লেখা যাইবেক।

১০ দশম।— তমঃসুক অর্থাৎ যে টাকা রক্ষা পাওনের কি অবশেষে ফিরিয়া পাওয়া যাওনের নিমিত্তে যে তমঃসুক লেখা যায় সেই টাকার সংখ্যা অলিখিত ও অনিরূপিত হইলে ঐ তমঃসুক।

তাহা লেখনিয়া লোক যে মূল্যের ইষ্টাম্পকাগজে লিখিতে ইচ্ছা করে তাহা লিখিতে পারে কিন্তু ঐ ইষ্টাম্পকাগজ যত টাকার নিমিত্তে উপযুক্ত হয় তাহার অধিক টাকা ঐ তমঃসুকের দ্বারা কোন আদালতে পাইতে পারিবেক না।

১১ একাদশ।—তমঃসুক অর্থাৎ কোন পদের কর্ম্ম কিম্বা অন্য কোন কার্য্য উপযুক্তরূপে করিবার নিমিত্তে যে তমঃসুক অথবা মুচলকা ইত্যাদি লওয়া যায় তাহা এবং অন্য মূল্যের ইষ্টাম্পকাগজে যাহা লিখিবার হুকুম নাহি কিম্বা ইষ্টাম্পরহিত কাগজে যাহা লিখিবার নিষেধ নাহি তদ্ব্যতিরেকে অন্য সকল প্রকার তমঃসুক।

উপরের লিখিত মতে এবং নিয়মে যদৃচ্ছা মূল্যের ইষ্টাম্পকাগজে লেখা যাইতে পারিবেক।

১২ দ্বাদশ।— টাকার সংখ্যা নির্দ্ধারিত হইলে।

এমত নির্দ্ধারিত টাকার তমঃসুক যে মূল্যের ইষ্টাম্পকাগজে লেখা যায় তত্তুল্য মূল্যের ইষ্টাম্পকাগজে লেখা যাইবেক।

বর্জ্জনীয়।

তমঃসুক অর্থাৎ সালিয়ানা।

তমঃসুক অর্থাৎ পরস্পর রাজ্যের নীতিবিষয়ক পদসম্বন্ধীয় কিম্বা নিজ রাজ্য শাসন কর্তৃত্বপদসম্বন্ধীয় সরকারী কোন কার্য্যের কি বস্তুর নিমিত্তে সরকারের কর্ম্মকারি সাহেবদিগের নিকটে দেওয়া কি তাঁহারদিগের নিকটহইতে দেওয়া তমঃসুক।

১৩ ত্রয়োদশ।—সিকুরিটিবণ্ড অর্থাৎ জামিনীপত্র এতাবতা কোন আদালতের সাহেব কি কালেক্টর সাহেব কি আদালত কি রাজ সম্পর্কীয় কোন কার্য্যকারক সাহেবের লওয়া কি তাঁহারদিগের হুকুমদ্বারা লওয়া জামিনীপত্র এবং কোন আদালতে উপস্থিত হওয়া কোন মোকদ্দমাতে দাখিল হওয়া রাজীনামা ও সোলেনামা ও রফানামা। ——

B চিহ্নিত তফসীলেতে আদালতের কাগজের নিমিত্তে যে মূল্যের ইষ্টাম্পকাগজের হুকুম হইল ঐ মূল্যের ইষ্টাম্পকাগজে লেখা যাইবেক।

১৪। চতুর্দ্দশ।—চার্তরপাতি অর্থাৎ কোন জাহাজ কি নৌকার ভাড়ার নিমিত্তে কোন একরারনামা কি চুক্তিপত্র কিম্বা জাহাজ কি নৌকার কাপ্তিনের কি কর্ত্তার কি স্বামির অন্য কাহারু সহিত ঐ জাহাজ কি নৌকাযোগে কোন মুদ্রা কি দ্রব্য কি মাল বোঝাই করিবার ও অন্য স্থানে লইয়া যাইবার বিষয়ে যে কোন লেখাপড়া ও পত্রাদি হয় তাহা লিখিবার ইষ্টাম্পকাগজের মূল্য। ——

যদি ঐ তমঃসুকের দ্বারা এক হাজার টাকার অধিক পাওয়া যায় তবে ৮৲ আট টাকা মূল্যের ইষ্টাম্পকাগজে ও ১০০০৲ এক হাজার টাকার কম হইলে ঐ তমঃসুকের নিমিত্তে যে মূল্যের ইষ্টাম্পকাগজের হুকুম হইল সেই মূল্যের ইষ্টাম্পকাগজে লেখা যাইবেক।

বর্জ্জনীয়।

চার্তরপাতি অর্থাৎ সিপাহীদিগকে কি সৈন্যসম্বন্ধীয় দ্রব্যজাত লইয়া যাইবার কিম্বা পরস্পর রাজসম্পর্কীয় অন্য কোন কার্য্যের নিমিত্তে সরকারেতে ভাড়া লওয়া জাহাজ কি নৌকার বিষয়ে উভয়ের মধ্যে যে একরারনামা কি চুক্তিপত্র লেখা যায়।

১৫ পঞ্চদশ।—কন্ত্রাক্টর অর্থাৎ চুক্তিপত্র কি প্রতিজ্ঞাপত্র তাহার কাগজের অন্য প্রকার মূল্যের নিরূপণ না হইয়া থাকিলে কিম্বা তাহা ইষ্টাম্পকাগজ হইতে বর্জিত না হইলে। ——

চুক্তিপত্রানুসারে।

১৬ ষোড়শ।—কোপার্টনরসিপ ডীড অর্থাৎ প্রতিজ্ঞাপত্র এতাবতা যৌতা কারবারের লেখাপড়া অর্থাৎ সংসৃষ্টিপত্র। ......

১৭ সপ্তদশ।—কম্পোসিসান ডীড অর্থাৎ সাধুখাতকী প্রতিজ্ঞাপত্র

কিম্বা অশক্ত খাতক কি খাতকদিগের তাহার কি তাহারদিগের মহাজনের মধ্যেতে রফাসূত্রে দেনা পরিশোধকরণার্থে অন্য যে কোন লেখাপড়া হয় তাহা যে ইষ্টাম্পকাগজে লেখা যাইবেক তাহার মূল্য।.... .... ।

১৮ অষ্টাদশ।—কনবেয়ন্স অর্থাৎ হস্তান্তরকরণপত্র এতাবতা কওয়ালা কি বয়নামা কি হেবানামা কিম্বা কোন ভূমি কি ঘরবাটী কি খাজানা কি সালিয়ানা প্রাপ্তি পৈতৃক কি স্বোপার্জ্জিত স্থাবর জঙ্গম অন্য কোন বস্তু বিক্রয়ের বিষয়ে কিম্বা কোন ভূমি কি ঘর বাটী কি খাজানা কি সালিয়ানা লাভ কি অন্য কোন বস্তুতে থাকা কোন স্বত্ব কি অধিকারিত্ব কি প্রাপ্য কিম্বা অন্য কোন প্রকার দাওয়ার বিষয় বিক্রয়ের বিষয়ে যে কোন প্রকার লেখাপড়া হয় অর্থাৎ যে মুখ্য কি অদ্বিতীয়পত্র কি নিদর্শনপত্র কি লেখাপড়ার দ্বারা বিক্রয়করা বস্তুক্রয়কর্ত্তা কি ক্রয়কর্ত্তাদিগের কি তাহার কি তাহারদিগের অনুমতিক্রমে অন্য কোন জনের হস্তগত হয় কি অর্পণ করা যায় ঐ২ বিষয়ের পত্র তাহার মধ্যে লেখা ক্রয়ের মূল্য কি তদ্ভিন্ন অন্য বিষয়ের টাকা ৫০৲ পঞ্চাশের অধিক না হইলে যে ইষ্টাম্পকাগজে লেখা যাইবেক তাহার মূল্য। .... ৷৹

পঞ্চাশের অধিক হইলে।

যাহার উপর।	যেপর্য্যন্ত।	মূল্য।
৫০৲	১০০৲	১৲
১০০৲	২০০৲	২৲
২০০৲	৫০০৲	৪৲
৫০০৲	১০০০৲	৮৲
১০০০৲	২০০০৲	১২৲
২০০০৲	৩০০০৲	১৬৲
৩০০০৲	৫০০০৲	২০৲
৫০০০৲	৮০০০৲	৩২৲
৮০০০৲	১২০০০৲	৪০৲
১২০০০৲	২০০০০৲	৫০৲
২০০০০৲	৩০০০০৲	৬৪৲
৩০০০০৲	৫০০০০৲	৮০৲
৫০০০০৲	১০০০০০৲	১০০৲
১০০০০০৲	২০০০০০৲	১৫০৲
২০০০০০৲ দুই লক্ষের অধিক প্রত্যেক লক্ষের নিমিত্তে।		একং শত

মন্তব্য।—অর্থাৎ প্রতিজ্ঞাপত্রের কি নিদর্শনপত্রের কি লেখাপড়ার মধ্যে কোন্‌পত্র মুখ্য ইহাতে সন্দেহ হইলে ঐ পত্রাদির কর্ত্তারা আপনারা মধ্যে যে পত্র মুখ্য হয় তাহা স্থির করিতে এবং ঐ পত্রেতে লিখিত টাকার সংখ্যানুযায়ী উপযুক্ত মূল্যের ইষ্টাম্পযুক্ত কাগজে কি পার্চমেণ্টে কি বেলমে তাহার নকল করাইতে পারে।

১৯ ঊনবিংশ।—কিন্তু ইহাও নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে যে একহইতে অধিক পত্রাদি থাকিলে ঐ মুখ্যপত্রভিন্ন অন্যং সকল পত্র আট আট টাকা মূল্যের ইষ্টাম্পকাগজআদিতে লেখা যাইবে এবং ঐ প্রতিপোষক পত্র আট টাকার অধিক মূল্যের ইষ্টাম্পকাগজে লিখিবার আবশ্যক নাই এবং ঐ সকল পত্রেতে বস্তু হস্তান্তরহওনের মুখ্যপত্রের নিরূপণ এবং ঐ মুখ্যপত্র উপযুক্ত মূল্যের ইষ্টাম্পযুক্ত কাগজে লেখা গিয়া থাকনের কথা ঐ প্রতিপোষক পত্রেতে লেখা যাইবেক।

বর্জ্জনীয়।

যে সকল দানপত্র কি পাট্টা কি বিক্রয়পত্রাদিতে সরকার পরস্পর রাজ্যের নীতিবিষয়ক পদের কি স্বীয় রাজ্যশাসনকর্তৃত্ব পদের এক পক্ষ হন্ তাহা।

মন্তব্য।—মালগুজারী কি খাজানার বাকী উসুল করিবার কি আদালতের ডিক্রীর লিখনমতে কার্য্যকরণের নিমিত্তে যে ভূমি নীলামে বিক্রয় করা যায় তাহার বিক্রয়পত্রেতে ঐ বর্জ্জনের কথা সম্পর্ক রাখিবেক না ও এমতে নীলাম হইলে তাহার খরীদারের খরীদের টাকার সহিত ইষ্টাম্পকাগজের মূল্য দিতে হইবেক এবং যে কার্য্যকারক সাহেব ঐ নীলাম করেন্ তাঁহার নিকটহইতে ঐ খরীদার সেই মূল্যের ইষ্টাম্পকাগজে লিখিত বয়নামা অর্থাৎ বিক্রয়পত্র পাইবেক।

অন্য বর্জ্জনীয়।

সরকারের লওয়া কর্জের খত কি সরকারের লিখিয়া দেওয়া অন্য প্রকার খত এবং বাঙ্কের অংশ হস্তান্তরকরণের পত্র।

---

২০ বিংশ।—নকল প্রকার প্রমাণযুক্ত কিম্বা ঠিক নকলবোধক দস্তখৎযুক্ত কোন তমঃসুকের কি প্রতিজ্ঞাপত্রের যে কোন নকল প্রমাণস্বরূপে দাখিল করিবার নিমিত্তে প্রকৃতরূপে করা যায় তাহা উভয় পক্ষের কোন পক্ষের কোন হিতের নিমিত্তে করা গেলে তাহার ইষ্টাম্পকাগজের মূল্য। ————————
এই আইনানুসারে আসল পত্রের কাগজের মূল্যের তুল্য।

২১ একবিংশ।—ঐ একরারনামা কি নিদর্শনপত্রাদির যে নকল উভয়পক্ষব্যতিরেকে অন্য জনের হিতের কি কার্য্যসাধনের নিমিত্তে করা যায় তাহার ইষ্টাম্পকাগজের মূল্য। ....

২২ দ্বাবিংশ।—পূর্ব্বোক্ত কোন একরারনামা কি চুক্তিপত্র কি তমঃসুক কি প্রতিজ্ঞাপত্র কি অন্য নিদর্শনপত্রের পৃষ্ঠের লেখা কি তাহার সঙ্গে গাঁথা কোন তফসীলের ফর্দ্দের কি রসীদের কি অন্য কোন লিখনের কোন প্রকার প্রমাণযুক্ত কোন নকল লেখা যাইবার ইষ্টাম্পকাগজের মূল্য। ....

২৩ ত্রয়োবিংশ।—কোন রিকার্ড কি পত্র কি হিসাব কি বেওরা পত্র কি রিপোর্ট কিম্বা অন্য কোন লেখাপড়ার দস্তখৎকরা যে নকল সরকারের কোন কাছারীহইতে কোন ব্যক্তিকে দেওয়া যায় তাহা ইষ্টাম্পআফিসে কাপিকাগজ নামেতে খ্যাত যে প্রকারকাগজে এখন লেখা যায় এমত কাগজে লিখিতে হইবেক এবং তাহার প্রত্যেক ফর্দ্দের মূল্য। ....

আদালতসম্পর্কীয় যে লেখাপড়ার নকল আদালতহইতে অথবা মালগুজারীর কাছারীহইতে কোন ব্যক্তিকে দেওয়া যায় তাহার বিষয়ে B চিহ্নিত তফসীল দেখ।

বর্জ্জনীয়।

ঐ আসল পত্রাদি যাহার স্থানে থাকে তাহার কিম্বা তাহার উকীলের কি সালিসিটরের নিজ কর্ম্মের নিমিত্তে করা নকল এবং ফিরিয়া দেওনসময়ে সরকারী কাছারীতে রাখা প্রতিজ্ঞাপত্রইত্যাদির নকল।

কোন আইনের দ্বারা সরকারী কর্ম্মকারক সাহেবদিগকে যে কোন কাগজের নকল করিতে কি চাহিতে কি অন্যেরে দিতে হুকুম আছে সেই নকল ইষ্টাম্পকাগজে লিখিবার নিমিত্তে বিশেষরূপে হুকুম না থাকিলে তাহা।

---

২৪ চতুর্বিংশ।—ডীড অর্থাৎ প্রতিজ্ঞাপত্র এতাবতা এই তফসীলেতে বিশেষরূপে যেং প্রতিজ্ঞাপত্রের প্রসঙ্গ অন্য প্রকার না হইয়া থাকে সে সকল প্রতিজ্ঞাপত্রের ইষ্টাম্পকাজের মূল্য। .-
একরারনামার ইষ্টাম্পকাগজের তুল্য।

২৫ পঞ্চবিংশ।—এক্সচেঞ্জ অর্থাৎ এওজনামা এতাবতা অন্য কোন প্রকার বস্তুর পরিবর্ত্তে স্থাবর কোন বস্তু যে প্রতিজ্ঞাপত্রের দ্বারা হস্তান্তর কি ত্যাগ হয় তাহা।

যদি ঐ এওজ সমানকরিবার নিমিত্তে কিছু টাকা না দেওয়া যায় কি দিবার নিয়ম না হয় তবে যে ইষ্টাম্পকাগজে লেখা যাইবেক তাহার মূল্য। ....

২৬ ষড়বিংশ।—যদি ঐ এওজ সমান করিবার নিমিত্তে কিছু টাকা দেওয়া যায় কি দিবার নিয়ম হয় তবে যে ইষ্টাম্পকাগজে লেখা যাইবেক তাহার মূল্য।——

তত টাকার বস্তু হস্তান্তরকরণপত্রের ইষ্টাম্পকাগজের মূল্যের তুল্য।

২৭ সপ্তবিংশ।— এঙ্গেজমেণ্ট অর্থাৎ প্রতিজ্ঞাপত্র এতাবতা দেওয়া দাদনপ্রযুক্ত নীলগাছের কৃষিকার্য্যকরণের কি তাহা যোগাইবার কি দাখিলকরণের কিম্বা বাণিজ্যব্যাপারের অন্য কোন বস্তু জন্মাইবার কি বানাইবার কি যোগাইবার কি দাখিল করিবার অর্থে যে কবুলিয়ৎ লিখিয়া দেওয়া যায় তাহা।——

তমঃসুক কি অন্য খতের ইষ্টাম্পকাগজের মূল্যানুক্রমে দাদনের টাকার সংখ্যানুসারে নিরূপিত মূল্যের ইষ্টাম্পকাগজে লেখা যাইবেক।

২৮ অষ্টাবিংশ।—লীস অর্থাৎ পাট্টা এতাবতা কতক টাকা আগাম পাইয়া ইস্তমরারী পাট্টা কিম্বা এক জনের কি ততোধিক জনের পরমায়ুর সংখ্যাপর্য্যন্ত মিয়াদের কি অনিরূপিত অন্য কতক কাল মিয়াদের নিমিত্তে যে পাট্টা দেওয়া যায় যদি খাজানা দিতে না হয় তবে তাহার ইষ্টাম্পকাগজের মূল্য।——

ঐ আগাম দেওয়া টাকার তুল্য মূল্যের বস্তু হস্তান্তর কি বিক্রয়করণের কাগজের মূল্যের তুল্য।

		এক বৎসরের নিমিত্তে হইলে।	এক বৎসরের অধিক হইলে।
২৯ ঊনত্রিংশ।—আগাম কিছু টাকা পাওনব্যতিরেকে মাসং কি সনং খাজানা পাওনের কারণ ভূমি কি বাটীঘর কি অন্য স্থাবর বস্তুর যে পাট্টা লেখা যায় তাহার ইষ্টাম্পকাগজের মূল্য সালিয়ানা খাজানা ১২৲ বার টাকার উপর ২৪ চব্বিশ টাকাপর্য্যন্ত হইলে।....		৷০	৷৷০
অধিকের হইলে যাহার উপর।	যেপর্য্যন্ত।	মূল্য।	
২৪৲	৫০৲	৷৷০	৸০
৫০৲	১০০৲	৸০	১৲
১০০৲	২৫০৲	১৲	২৲
২৫০৲	৫০০৲	২৲	৪৲
৫০০৲	১০০০৲	৪৲	৮৲
১০০০৲	২০০০৲	৮৲	১২৲
২০০০৲	৪০০০৲	১২৲	১৬৲
৪০০০৲	৬০০০৲	১৬৲	২০৲
৬০০০৲	১০০০০৲	২০৲	৩২৲
১০০০০৲	৫০০০০৲	৩২৲	৬৪৲
৫০০০০৲ পঞ্চাশ হাজার টাকার অধিক যত হয়।		৬৪৲	৮০৲

৩০ ত্রিংশ।— আগামি টাকা পাওনপ্রযুক্ত বৎসরং খাজানা পাই বার কারণ দেওয়া ভূমি কি বাটী কি অন্য কোন স্থাবর বস্তুর পাট্টা।—

উপরের উক্ত দুই প্রকার মূল্য একুন করিয়া যত হয় তত মূল্যের ইষ্টাম্পকাগজআদিতে লেখা যাইবেক।

৩১ একত্রিংশ।— পাট্টার প্রতিরূপ কবুলিয়ৎইত্যাদি।—

আসল পাট্টার মূল্যের ইষ্টাম্পকাগজ কি বেলম কি পার্চমেণ্টে লেখা যাইবেক।

বর্জ্জনীয়।

সালিয়ানা খাজানা ১২৲ বার টাকার অধিক না হয় এমত ভূম্যা দির পাট্টা।

সরকারের কি বোর্ড রেবিনিউর সাহেবলোকের দেওয়া পাট্টা ও তাহার প্রতিরূপ কবুলিয়ৎ এবং ঐ কার্য্যের অংশস্বরূপে করা সকল জামিনী তমঃসুক এবং রাইয়ৎ ও অন্যং কৃষিকার কেরদিগকে যে পাট্টা দেওয়া যায় তাহা ও তাহার প্রতিরূপ কবুলিয়ৎ।

মন্তব্য।—জমীদারেরদের কি তালুকদারদিগের কি ভূমির অন্য দখী লকার কি স্বত্বাধিকারিদিগের তাহারদিগের ভূমি সকর হউক কি নিষ্কর হউক এবং ইজারদার কি কট্‌কিনাদার কি ভূমির অন্য দখীলকারদিগের ও সদর মালগুজার কি লাখেরাজদারেরদের ও প্রজাদিগের মধ্যবর্ত্তি অন্য কোন তালুকদার কি কট্‌কিনাদার কি ইজারদার কি অন্য পাট্টাদারেরদের মধ্যে দেওয়ালওয়ার সকল পাট্টা ও কবুলিয়ৎ কি তদ্রূপ অন্য লেখাপড়া।—

পাট্টার নিমিত্তে উপরের নিরূপিত ইষ্টাম্পকাগজ আদিতে লেখা যাইবেক।

ওকালৎনামা অর্থাৎ ওকালৎনামা ও মোখ্তারনামাইত্যাদি।

৩২ দ্বাত্রিংশ।— কোন মোকদ্দমা কি বিষয় কি কার্য্যসম্পর্কীয় বি শেষ কোন এক কর্ম্মকরণার্থের পত্র হইলে। .... ‖০

৩৩ ত্রয়স্ত্রিংশ।— সামান্য অর্থাৎ অনেক কর্ম্ম করিবার ক্ষমতার্প ণের পত্র হইলে। .... ৪৲

বর্জ্জনীয়।

এতদ্দেশীয় আদালত অথবা ভূমির মালগুজারীর ভারাক্রান্ত সাহেবদিগের সমক্ষে যেং মোকদ্দমা উপস্থিত হয় তাহার সমাধা করণের নিমিত্তে যে ওকালৎনামা কি মোখ্তারনামা কি অন্য পত্রাপণ করিতে হয় B চিহ্নিতে চিহ্নিত তফসীলেতে তদ্বিষয়ে যেং নিয়ম আছে তাহা আদালতের কাগজ শব্দ দেখ।

৩৪ চতুস্ত্রিংশ।— বোধক লাইসেন্স লেটর অর্থাৎ অভয়পত্র এতাবতা খাতকদিগকে মহাজনদিগের দেওয়া অভয়পত্র যে ইষ্টাম্পকাগজে লেখা যাইবেক তাহার মূল্য। ....

৩৫ পঞ্চত্রিংশ।— মর্টগেজ অর্থাৎ বন্ধকপত্র এতাবতা পূর্ব্বের করা কর্জ্জের টাকা কি যে টাকা কর্জ্জ করিতে হইবেক তাহা আদায় করিবার মাতবরীর নিমিত্তে দখলদেওনের সহিত কি তাহাব্যতিরেকে কোন ভূমি কি জমীদারী কি অন্য স্থাবর কিম্বা অস্থাবর বস্তুর বন্ধকপত্র কি সনিয়ম বিক্রয়পত্র কি কটকওয়ালা কি বয়বেলওফা কি সম্ভোগবন্ধকপত্র কি পূর্ব্বের করা কর্জ্জের টাকা কি যে টাকা কর্জ্জ করিতে হইবেক তাহা আদায় হইবার মাতবরীর নিমিত্তে কোন বস্তুর স্বত্বজ্ঞাপক প্রতিজ্ঞাপত্রের সহিত দেওয়া বন্ধকইত্যাদিপত্রের ইষ্টাম্পকাগজের মূল্য। ———

বন্ধক না দিয়া কর্জ্জ লওয়া টাকার তমঃসুক লেখা যাইবার নিরূপিত মূল্যের ইষ্টাম্পকাগজের মূল্য।

৩৬ ষট্‌ত্রিংশ।— বন্ধকপত্র অর্থাৎ কোম্পানির কাগজ হস্তান্তরকরণের কিম্বা নিরূপিত সময়পর্য্যন্ত সালিয়ানা টাকা দিবার কিম্বা মূল্য নিরূপণ হওনযোগ্য কোন বস্তু উত্তর কালে কোন সময়ে অন্যের হস্তগতকরণের মাতবরীর নিমিত্তে দেওয়া বন্ধকপত্রইত্যাদি। ———

ঐ বস্তুর পূর্ণ ও যথার্থ মূল্যানুসারের নিরূপিত ইষ্টাম্প কাগজআদিতে লেখা যাইবেক।

৩৭ সপ্তত্রিংশ।—বন্ধকপত্র অর্থাৎ যাবজ্জীবনের ন্যায় অনিরূপিত সময়পর্য্যন্ত সালিয়ানা টাকা আদায় করিবার মাতবরীর নিমিত্তে যে বন্ধকপত্র দেওয়া যায় তাহার ইষ্টাম্পকাগজের মূল্য।———

সনং দিতে হইবার টাকার দশগুণ টাকা খতের নিরূপিত ইষ্টাম্পকাগজের মূল্যের তুল্য।

৩৮ অষ্টাত্রিংশ।—যে বন্ধকপত্রের দ্বারা যে টাকা আদায়হওনের মাতবরী হয় সেই টাকার সংখ্যার নিরূপণ না থাকিলে।——

ঐ বন্ধকপত্রলেখনিয়া যে মূল্যের ইষ্টাম্পকাগজে লিখিতে ইচ্ছা করে ঐ মূল্যের ইষ্টাম্পকাগজে লিখিতে পারে কিন্তু ঐ মূল্যের ইষ্টাম্পকাগজের নিমিত্তে যত টাকা উপযুক্ত হয় তাহার অধিক টাকা কোন আদালতে পাওয়া যাইবেক না।

৩৯ ঊনচত্বারিংশ।—যে বন্ধকপত্রের দ্বারা যে টাকা আদায় হই বার মাতবরী হয় সেই টাকা নিরূপিত কোন সংখ্যার অধিক না হইবার নিয়ম তাহাতে লেখা থাকিলে।——

ঐ নিয়মানুসারে ইষ্টাম্পকাগজে ঐ বন্ধকপত্র লেখা যাইবেক।

মন্তব্য।—সমুদয় টাকা পাওয়া যাইবার নিমিত্তে পূর্ব্বে কোন তমঃসুক লওয়া গিয়া থাকিলে তাহার কিম্বা অন্য কোন কারণপ্রযুক্ত ইষ্টাম্পকাগজে লেখা অন্য পত্রের সহিত কেবল প্রতিপোষকের নিমিত্তে বন্ধকপত্র দেওয়া যাইতে হইলে ঐ কথা ঐ বন্ধকপত্রে লেখা গেলে ঐ বন্ধকপত্র লেখা যাওনের ইষ্টাম্পকাগজের মূল্য।

প্রতিপোষকপত্র যে মূল্যের ইষ্টাম্পকাগজে লেখা উপযুক্ত ঐ মূল্যের ইষ্টাম্পকাগজে লেখা যাইবেক।

ও উভয় পক্ষের ইচ্ছামত বন্ধকপত্র পাকা করিবার নিমিত্তে একহ ইতে অধিক প্রতিজ্ঞাপত্রের আবশ্যক হইলে কেবল মুখ্য প্রতিজ্ঞা পত্র তাহার লিখিত টাকার সংখ্যার দৃষ্টে নিরূপিত মূল্যের ইষ্টাম্পকাগজে লেখা যাইবেক এবং ঐ কার্য্যসম্বন্ধীয় অন্যং প্রতি জ্ঞাপত্রের ইষ্টাম্পকাগজের মূল্য।

১৮ নম্বর কনবেয়নস নামেতে প্রতিপোষক পত্রের নিমিত্তে যে ইষ্টাম্পকাজের হুকুম হইয়াছে তত্তুল্য ইষ্টাম্পকাগজে লেখা যাইবেক।

৪০ চত্বারিংশ।—রসীদ কি করারী তমঃসুক অর্থাৎ বাঙ্গাল বাঙ্কের নিমিত্তে তথাকার খাজাঞ্চীসাহেবকে কিম্বা অন্য কর্ম্মকারির কিম্বা ঐ বাঙ্কব্যতিরেকে অন্য কোন বাঙ্কের মালিকের কি কর্ম্মকারির নিকটে বন্ধকস্বরূপ রাখা কোম্পানির কাগজ কি ধাতুদ্রব্য কি রূপা ইত্যাদির বাসন কি জওয়াহের কি অন্য কোন দ্রব্যেতে লওয়া কর্জ্জ কি আগাম টাকা লওয়ার নিমিত্তে দেওয়া রসীদ কি করারী তমঃসুক।——

করারী তমঃসুকের ইষ্টাম্পকাগজের মত মূল্যের কাগজে লেখা যা ইবেক।

৪১ একচত্বারিংশ।—পার্টিসান অর্থাৎ বিভাগপত্র এতাবতা সাধার ণবিষয়ের অধিকারি কি অংশিদিগের পরস্পর একবাক্যতাক্রমে

অথবা জমীদারী এতাবতা স্থাবর কি অস্থাবর বস্তুর বিষয়ে সরকারের কার্য্যকারক কোন সাহেবের হুকুমক্রমে কিম্বা হিন্দুর ব্যবহার মতে সাধারণ বস্তুর বিভাগ হইলে একং অংশির অংশ ৮০০৲ আট শত টাকার অধিক না হইলে প্রত্যেক অংশির ঐ বিভাগপত্রের নকল যে ইষ্টাম্পকাগজে লেখা যাইবেক তাহার মূল্য। .. .. ৮৲

যদি প্রত্যেক ভাগির ভাগ আট শত টাকার অধিকের না হয় তবে এক শত টাকার অনধিক হইলে বিভাগপত্র যে ইষ্টাম্পকাগজে লেখা যাইবেক তাহার মূল্য। .. .. ॥০

এক শত টাকার অধিকের হইলে।

যাহার উপর।	যে পর্য্যন্ত।	
১০০৲	২০০৲	১৲
২০০৲	৪০০৲	২৲
৪০০৲	৬০০৲	৪৲
৬০০৲	৮০০৲	৬৲

ভাগ সমান হইবার নিমিত্তে যদি কিছু টাকা দেওয়া যায় কি দিবার নিয়ম হয় তবে।

ঐ টাকা দিবার বিষয়ে যে মুখ্য প্রতিজ্ঞাপত্র হয় তাহা উপরের লিখিত মূল্যের অতিরিক্ত হইলে তত্তুল্য টাকার বস্তু হস্তান্তরকরণ কি বিক্রয়পত্রের নিমিত্তে নিরূপিত মূল্যের ইষ্টাম্পকাগজে লেখা যাইবেক।

৪২ দ্বাচত্বারিংশ।— আসুরান্স কি ইনসুরান্স বোধক পলিসি অর্থাৎ বিমাপত্র এতাবতা বিমাপত্র কি অন্য যে কোন নামেতে খ্যাত অন্য যে কোন পত্রের দ্বারা কোন জনের কি জনেরদের আয়ুর উপর বিমা কিম্বা কোন জন কি জনেরদের আয়ুতে আর যে কোন বিষয়ের ঘটনা হইতে পারে তাহার উপর বিমা করা যায় তাহার বিমার নিরূপিত টাকা পাঁচ হাজারের অধিক না হইলে যে ইষ্টাম্পকাগজে লেখা যাইবেক তাহার মূল্য। .... ৪৲

অধিকের হইলে।

যাহার উপর।	যেপর্য্যন্ত।	
৫০০০৲	১০০০০৲	৮৲
১০০০০৲	২০০০০৲	১২৲
২০০০০৲	৫০০০০৲	১৬৲
৫০০০০৲ পঞ্চাশ হাজারের উপর যত হয়।		২০৲

৪৩ ত্রয়শ্চত্বারিংশ।—বিমাপত্র অর্থাৎ কোন জাহাজ কি স্লুপ কি ভড় কি নৌকাইত্যাদির উপর কি কোন জাহাজ কি স্লুপ কি ভড় কি নৌকাইত্যাদিতে বোঝাইকরা মালের উপর কি ঐ জাহাজই ত্যাদির ভাড়ার উপর কি তৎসম্পর্কীয় অন্য কোন বিষয়ের কিম্বা ঐ জাহাজইত্যাদি কি তাহাতে বোঝাইকরা মাল স্থানান্তরে পঁহুছনসম্পর্কীয় কোন বিষয়ের উপর যে বিমাপত্র হয় সেই পত্র বিমার টাকার উপর শতকরা যাহা দেওয়া যায় তাহা দুই টাকার অধিক না হইলে ও বিমার সমুদয় টাকা ১০০০৲ এক হাজারের অধিক না হইলে যে ইষ্টাম্পকাগজে লেখা যাইবেক তাহার মূল্য। ।।০

এক হাজার টাকার অধিক হইলে যত অধিক হয় তাহার প্রতিহাজারেতে এবং হাজারের উপর হাজারের ন্যূন যত টাকা থাকে তাহার নিমিত্তেও। .... ।।০

বিমার নিমিত্তে শতকরা যাহা দিতে হয় তাহা দুই টাকার অধিক হইলে ও বিমার সমুদয় টাকা এক হাজারের অধিক না হইলে তাহার পত্রের ইষ্টাম্পকাগজের মূল্য। .... ১৲

এক হাজারের অধিক হইলে যত অধিক হয় তাহার প্রতিহাজারেতে ও হাজারের উপর হাজারের ন্যূন যত থাকে তাহার নিমিত্তেও। .... ১৲

প্রমিসোরি নোট।— অর্থাৎ করারী তমঃসুক।————
হুণ্ডীর কাগজের মত নিরূপিত মূল্য।

করারী তমঃসুক অর্থাৎ তারিখের পর এক বৎসরের অধিক মিয়াদে টাকা দিতে হইবার করারী তমঃসুক।————
তমঃসুকের ইষ্টাম্পকাগজের নিরূপিত মূল্য।

৪৪ চতুশ্চত্বারিংশ।—করারী তমঃসুক অর্থাৎ নোটের সংখ্যা নিরূপণহওয়া টাকা কিস্তিবন্দীতে কি তারিখবিশেষে বিশেষ সংখ্যার আদায় করিবার করারে যে করারী তমঃসুক হয় তাহার ইষ্টাম্পকাগজের মূল্য।————
ঐ মোট টাকার তমঃসুক যে মূল্যের ইষ্টাম্পকাগজে লেখা যায় সেই মূল্যের তুল্য।

রসীদ অর্থাৎ কোন বাঙ্ক কি বাঙ্কের মালিকের কি মোখ্তারকারের নিকটে রাখা টাকার সকল রসীদ তাহাতে যদি ঐ রাখা টাকার সুদ দিবার করার থাকে তবে ঐ রসীদ করারী তমঃসুকের ন্যায় বোধ করা যাইবেক।

৪৫ পঞ্চচত্বারিংশ।—রসীদ অর্থাৎ কোন টাকা পাওনের যে রসীদ ও ফারখতী দেওয়া যায় তাহা যে ইষ্টাম্পকাগজে লেখা যাইবেক তাহার মূল্য।

যাহার উপর	যেপর্য্যন্ত।	
৫০৲	১০০৲	৵০
১০০৲	২০০৲	।০
২০০৲	৫০০৲	॥০
৫০০৲	১০০০৲	৸০
১০০০৲	২০০০৲	১৲
২০০০৲	৩০০০৲	১॥০
৩০০০৲	৫০০০৲	২৲
৫০০০৲	৮০০০৲	২॥০
৮০০০৲ আট হাজারের অধিক যত হয়।		৪৲

পাওনা বেবাক টাকার রসীদের ইষ্টাম্পকাগজের মূল্য। ...... ৪৲

এবং টাকা দিবার সময়ে দাতব্য সমুদয় টাকা কি তাহার কোন অংশ আদায়হওন কি পাওয়া যাওনের অন্য উপায় করা যাওন কি অন্য প্রকারে পরিশোধহওনবোধক কথাযুক্ত যে নিদর্শনপত্র কি স্মৃতিজনক পত্র কি অন্য লেখাপড়া দেওয়া যায় তাহা তাহার লিখিত টাকার রসীদস্বরূপ বোধ করা যাইবেক।

এবং যদি ইষ্টাম্পকাগজে রসীদ লিখিয়া দিতে সে জন অসম্মত হয় তবে টাকা শোধকরণিয়া জন ইষ্টাম্পকাগজ কিনিয়া দাতব্য টাকা হইতে তাহা বাদ দিতে পারে।

যদি ঐ নিদর্শনপত্র কি অন্য লেখাপড়াতে ঋণের টাকা কি হিসাব টাকা কি আর কোন দেনার টাকার সংখ্যা লেখা না গিয়া ঐ দেনা কি হিসাবী টাকা পাওনের কি পাওনের উপায়ান্তরহওনের সামান্য অঙ্গীকার থাকে তবে ঐ নিদর্শনপত্র কি লেখাপড়া বেবাক টাকাপাওনের রসীদের ন্যায় বোধ করা যাইবেক ও তাহার মত নিরূপিত মূল্যের ইষ্টাম্পকাগজে লেখা যাইবেক।

এবং যদি হুণ্ডী কি বরাৎ কি করারী তমঃসুকইত্যাদি টাকা দিতে হইবার করারী অন্য কোন খতপত্রদেওনের দ্বারা দেনা শোধ করা যায় তবে সেই পত্রাদি এই তফসীলের লিখিত রসীদ শব্দের অন্তর্গত বোধ করা যাইবেক।

বর্জ্জনীয়।

সরকারের বাণিজ্যব্যাপারে ভারাক্রান্ত সাহেবব্যতিরেকে সরকারের অন্য কোন কার্য্যকারকের দেওয়া কি লওয়া টাকার রসীদ।

কোন জমীদার কি তালুকদার কি ইজারদার কি অন্য সদর মালগুজার কি নিষ্কর ভূমির কোন দখীলকার কি স্বত্বাধিকারী অথবা কোন মফঃসলী তালুকদার কি ইজারদার কি কট্‌কিনাদার কি অন্য কোন পাট্টাদার কি পূর্ব্বোক্ত ঐ জমীদারইত্যাদির গোমাস্তা কি কর্ম্মকারী কি অন্য মোখ্তারকার কোন প্রজাকে কি অন্য কৃষিকারককে তাহার কৃষি করা ভূমির খাজানার জন্য যে রসীদ অর্থাৎ দাখিলা দেয় তাহা।

মন্তব্য।—কোন জমীদার কি তালুকদার কি ভূমির অন্য দখীলকার কি স্বত্বাধিকারী বা কোন ইজারদার কি কট্‌কিনাদার কি অন্য পাট্টাদার প্রজাদিগের কি বাস্তব কৃষিকারকদিগের ও সদর মালগুজার কি লাখেরাজদারদিগের মধ্যবর্ত্তি অন্য কোন তালুকদার কি কট্‌কিনাদার কি ইজারদার কি অন্য কোন পাট্টাদারকে যে রসীদ কি টাকা পাওনের অন্য অঙ্গীকারপত্র দেয় তাহা উপরের লিখিত রসীদের নিমিত্তে উপরের লিখিত প্রকার নিরূপিত মূল্যের ইষ্টাম্পকাগজে লেখা যাইবেক।

অন্য বর্জ্জনীয়।

কোম্পানির কোন কাগজ কিম্বা বাঙ্গাল বাঙ্কের কোন অংশক্রয়ের টাকাপাওনের রসীদ কি অঙ্গীকারপত্র।

কোন বাঙ্কে কি সওদাগরী কুঠীতে যে টাকা চাহিবামাত্র পুনর্ব্বার পাইবার নিমিত্তে রাখা যায় তাহার সুদ দিবার নিয়ম না থাকিলে ঐ টাকাপাওনের রসীদ কি অঙ্গীকারপত্র।

যদি সুদ দিবার নিয়ম থাকে তবে উপরের লিখিত মত ঐ রসীদ করারী তমঃসুকের নিমিত্তে নিরূপিত মূল্যের ইষ্টাম্পকাগজে লেখা যাইবেক।

উপযুক্ত ইষ্টাম্পকাগজে লেখা করারী তমঃসুক কি হুণ্ডী কি বরাৎ কি টাকা দিবার অন্য কোন অনুমতিপত্রের কোন স্থানে লিখিত রসীদ কি অঙ্গীকারপত্র।

কোন করারী তমঃসুক কি হুণ্ডী কি টাকা রক্ষাহওনার্থে অন্য কোন পত্র পাইবার অঙ্গীকারযুক্ত যেং পত্র ডাকে পাঠান যায় তাহা।

উপযুক্ত ইষ্টাম্পকাগজে লেখা কোন তমঃসুক কি বন্ধকপত্র কি অন্য রক্ষাপত্র কি হস্তান্তরকরণের কোন পত্র কি অন্য প্রতিজ্ঞা পত্রের মধ্যে কি উপরে তাহার লিখিত টাকা কিম্বা কোন আসল কি সুদের টাকা কি সালিয়ানা টাকা পাইবার রসীদ কি অঙ্গীকার পত্র।

---

৪৬ ষট্‌চত্বারিংশ।—সেটেল্‌মেণ্ট আর বিবাহ সেটেল্‌মেণ্ট অর্থাৎ নিরূপণপত্র এতাবতা যে কোন প্রতিজ্ঞাপত্র কি নিদর্শনপত্রেতে সংখ্যানিরূপিত কোন টাকা কিম্বা কোম্পানির কাগজ কি স্থাবর কি অস্থাবর কোন বস্তু কোন প্রকারে অন্য কোন জন কি জনেরদের হিতের নিমিত্তে সেই জন কি জনেরদিগকে দেওনের কি দিতে হইবার নিরূপণ হইয়া থাকে তাহা—

তাহাতে টাকার কি বস্তুর মূল্যের যে সংখ্যা লেখা থাকে তত টাকার তমঃসুক যে মূল্যের ইষ্টাম্পকাগজে লেখা যায় তত টাকার ইষ্টাম্পকাগজে লিখিতে হইবেক টাকার কি মূল্যের নিরূপণ না থাকিলে তমঃসুক এবং একরারনামার নিমিত্তে যে নিয়ম করা গিয়াছে সেই নিয়মদৃষ্টে উভয় পক্ষে যে মূল্যের ইষ্টাম্পকাগজ পসন্দ করে তাহা।

দানপত্র কি কাবীননামা তাহা তৎক্ষণেই কি উত্তরকালে নিরূপিত কি অনিরূপিত কোন সময়ে সফল হইবার নিয়মযুক্ত হইলে।—

নিরূপণপত্রের নিমিত্তে নিরূপিত মূল্যের ইষ্টাম্প কাগজে লেখা যাইবেক।

বর্জ্জনীয়।

উইল অর্থাৎ ওসিয়ৎনামাইত্যাদি এবং পূর্ব্বের করা কোন নিরূপণপত্রের কি প্রতিজ্ঞাপত্রের কি ওসিয়ৎনামার অনুসারে তাহার লিখিত কার্য্যনির্ব্বাহবোধক পত্র।

সাধারণ বর্জ্জনীয়।

যে সকল প্রকার প্রতিজ্ঞাপত্র এবং নিদর্শনপত্র এবং লেখাপ

ড়াতে সরকার কি কোন বোর্ড কি কমিস্যন কি আদালত কিম্বা সরকারী কার্য্যকারক কোন জন সরকারের কর্ম্মের নিমিত্তে এক পক্ষ হন অথবা শ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুরের তেজারতের সিরিশ্‌তাসম্পর্কীয় কি তেজারতের অন্য কোন কর্ম্মসম্পর্কীয় কোন প্রতিজ্ঞাপত্র কি নিদর্শনপত্র কি অন্য লেখাপড়াব্যতিরেকে ঐ প্রতিজ্ঞাপত্রাদি লেখা যাইবার ইষ্টাম্পকাগজের মূল্য লাগিবেক না কিন্তু ঐ সকল পত্র সামান্য লোকদিগের কারণ হইলে ঐ প্রকার প্রতিজ্ঞাপত্র কি লেখাপড়ার নিমিত্তে যে মূল্যের ইষ্টাম্পকাগজ নিরূপণ হইল তত্তুল্য কাগজে লেখা যাইবেক।

মন্তব্য।— উপরের লিখিত বর্জ্জনীয় কথা কোর্ট ওয়ার্ডসের সাহেবদিগের অথবা তাঁহারদিগের তাবে কর্ম্মকারি লোকদিগের লিখিত এবং দস্তখৎকরা প্রতিজ্ঞাপত্র ও নিদর্শনপত্র ও লেখাপড়াইত্যাদির সহিত সম্পর্ক রাখিবেক না সামান্য লোক ঐ প্রকার কর্ম্মের নিমিত্তে যে ইষ্টাম্পকাগজে ঐ পত্রাদি লিখিত তুল্য ইষ্টাম্পকাগজে ঐ২ পত্রলেখা যাইবেক।

সামান্য নিয়ম।

এই তফসীলের লিখিত কোন প্রতিজ্ঞাপত্র কি নিদর্শনপত্র কি অন্য লেখাপড়া এক ফর্দ্দ কাগজ কি অন্য কোন বস্তুতে যদি লিখিতে অকুলান হয় তবে উভয় পক্ষীয় লোক এবং সাক্ষিরদের দস্তখৎ কিম্বা মোহর তাহাতে থাকিলে এক ফর্দ্দরূপ ইষ্টাম্প ছাপা হইলে যথেষ্ট হয়।

B চিহ্নেতে চিহ্নিত তফসীল অর্থাৎ এই আইনের ১৭ সপ্তদশ ধারার লিখিত আদালত সম্পর্কীয় লেখাপড়া যে মূল্যের ইষ্টাম্পকাগজে লেখা যাইবেক তাহার বিশেষ কারক তফসীল।

১ এক।— বেলের তমঃসুক কি মুচলকা কি রিকগনিজ্যান্স কি হাজিরজামিনী কি ফিয়ালজামিনীপত্র তাহার বিশেষ মোট টাকা বিশেষ করিয়া তাহাতে লিখিত হউক অথবা জরীমানার টাকার সংখ্যা নিরূপিত কি অনিরূপিত বা হউক ঐ পত্র দেওয়ানী কিম্বা ফৌজদারী কোন আদালতের অথবা আদালতের ক্ষমতাপ্রাপ্ত

লের ভারাক্রান্ত লোকদিগের সাক্ষাৎ উপস্থিতহওয়া মোকদ্দমাই ত্যাদির কর্ম্ম চালাইবার নিমিত্তে যে ক্ষমতার্পণপত্রের আবশ্যক হয়।

ঐ আদালত কিম্বা কর্ম্মকারিদিগের নিকটে উপস্থিতকরা দরখাস্তের নিমিত্তে যে মূল্যের ইষ্টাম্পকাগজের আবশ্যক তত্তুল্য ইষ্টাম্পকাগজে লেখা যাইবেক।

বর্জ্জনীয়।

ফোর্ট উলিয়মের রাজধানীর যুদ্ধসম্পর্কীয় নিরূপিত মতহওয়া সৈন্যের অন্তঃপাতি এতদ্দেশীয় কোন সরদার কিম্বা সিপাহীর করা মোখ্তারনামা।

৭ সপ্তম।—নীচের লিখিতব্য কর্ম্মকারি লোকেরদের নিকটে তাহারদিগের পদপ্রযুক্ত উপস্থিতহওয়া কোন বিষয়ি প্রার্থনাপত্র অথবা দরখাস্তইত্যাদি এই তফসীলেতে অন্য প্রকারে তাহারদিগের বিষয়ে বিশেষ না লেখা গেলে কি বিশেষ হুকুম না হইলে।

যদি কোন রেজিষ্টর সাহেব কি সদর আমীন কিম্বা ভূমির মালগুজারীর কি মাসুলের কালেক্টর সাহেব অথবা নিমক ও আফীনের সিরিশ্তার মধ্যের আদালতসম্পর্কীয় ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্ম্মকারি কোন সাহেব অথবা মাজিষ্ট্রেট্ কি জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট কি জিলা অথবা শহরের আদালতের কোন সাহেবের নিকটে উপস্থিত করিতে হইলে তাহার প্রত্যেক ফর্দ্দের মূল্য। .... ॥০

প্রবিন্স্যাল কোর্ট আপীল অথবা রাজস্বের ও দায়েরসায়েরীর কমিস্যনর সাহেব কিম্বা জিলা আদালতের সাহেবের অধিক ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোন সাহেবের নিকটে দরখাস্তইত্যাদি করিতে হইলে তাহার প্রত্যেক ফর্দ্দের মূল্য। .... ১৲

সদর দেওয়ানী অথবা নিজামৎ আদালতের সাহেব কিম্বা সদর বোর্ড রেবিনিউ অথবা বোর্ডকষ্টম ও নিমক ও আফীনের সাহেবদিগের নিকটে দরখাস্তইত্যাদি করিতে হইলে তাহার প্রত্যেক ফর্দ্দের মূল্য। .... ২৲

বর্জ্জনীয়।

আইনানুসারে জামিন লইয়া খালাসকরণের অযোগ্য অপরাধের বিষয়ের সকল এত্তেলানামা কি জ্ঞাপনপত্র।

কয়েদী কি দোষ সাব্যস্তহওয়া অথবা জোবানবন্দীদেওনিয়া অথবা অন্য কোন প্রকারে আটকহওয়া অথবা কোন আদালত কি তাহার কার্য্যকারক লোকের হুকুমে আটককরা লোকেরদের দরখাস্ত।

চৌকীদারের বেতনের বিষয়ে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকটে দেওয়া আপীলের দরখাস্ত।

রিকার্ড না হওনের অভিপ্রায়ের যেং সমাচার পোলীসের মাজিষ্ট্রেট সাহেবেরদের নিকটে পাঠান যায় তাহা।

ভূমির জমার ধার্য্য বিষয়ক এবং ভূমির জমার নির্দ্ধার্য্যসম্পর্কীয় অধিকার কি অন্য কোন বিষয়ের নিশ্চয়করণার্থে যে দরখাস্ত কালেক্টর সাহেবের কি বন্দোবস্তকারি অন্য সাহেবের নিকটে দেওয়া যায় ঐ বন্দোবস্তকরণের সময়ে উপস্থিত করা গেলে তাহা।

ভূমির মালগুজারের বিষয়ে বোর্ড রেবিনিউর অথবা রেবিনিউর কমিস্যনরের নিকটে করা দরখাস্ত।

৮ অষ্টম।—প্লেণ্ট অর্থাৎ নালিশের দরখাস্ত এতদ্দেশীয় কার্য্যকারকের আদালতে উপস্থিতহওয়া মোকদ্দমা ও আপীলের দরখাস্ত কোন সংখ্যার টাকা আদায় করিবার নিমিত্তে অথবা কোন প্রাপ্তি কি বিষয় কি বস্তু পাওয়া যাওনের নিমিত্তে হইলে।

ঐ।—দাওয়াকরা বস্তুর মূল্য ১৬ ষোল টাকার অধিক না হইলে।　　১৲

অধিকের হইলে।

যাহার উপর।	যেপর্য্যন্ত।	
১৬৲	৩২৲	২৲
৩২৲	৬৪৲	৪৲
৬৪৲	১৫০৲	৮৲
১৫০৲	৩০০৲	১৬৲
৩০০৲	৮০০৲	৩২৲
৮০০৲	১৬০০৲	৫০৲
১৬০০৲	৩০০০৲	১০০৲
৩০০০৲	৫০০০৲	১৫০৲
৫০০০৲	১০০০০৲	২৫০৲
১০০০০৲	১৫০০০৲	৩৫০৲
১৫০০০৲	২৫০০০৲	৫০০৲
২৫০০০৲	৫০০০০৲	৭০০৲
৫০০০০৲	১০০০০০৲	১০০০৲
১০০০০০৲ এক লক্ষের উপর যত হয়।		২০০০৲

মন্তব্য।—সকর ভূমির বিষয়ি মোকদ্দমায় ঐ ভূমি যদি সমুদয় কি এক মহাল কি এক মহালের বিশেষ লেখা অংশ হয় ও তাহার জমার ধার্য্য হইয়া থাকে তবে দত্ত ও জয়করা দেশ ও কটক দেশে যেরূপ করা যায় সেই মত ঐ পূর্ব্বোক্ত মহাল কি তাহার অংশের বৎসরং যে জমা দিতে হয় তদনুসারে তাহার মূল্য নিরূপণ করা যাইবেক এবং ঐ ভূমির ইস্তমরারী খাজানা নিশ্চয়করা গেলে তাহার মূল্য সালিয়ানা জমার তিনগুণ ধরা যাইবেক।

লাখেরাজ ভূমি অর্থাৎ নিষ্কর ভূমির বিষয়ি মোকদ্দমায় তাহার মূল্য সালিয়ানা খাজানার ১৮ আঠারগুণ ধরা যাইবেক।

ক্ষতিপূরণের নিমিত্তে এবং হিংসা জাতিভ্রংশইত্যাদির প্রতিফল পাওয়া যাওনের নিমিত্তে মোকদ্দমাতে ফরিয়াদী যত সংখ্যার টাকা বলে তত সংখ্যার টাকা ধরা যাইবেক।

উপরের বিশেষ করিয়া লেখা বস্তুব্যতিরেকে স্থাবর কি অস্থাবর কি ঘর কি বাগানইত্যাদি বস্তুর মূল্য এবং উপরের লিখিত নিয়মানুসারে যে মালগুজারীর ভূমিতে যাহার যে স্বত্বের মূল্য নিরূপণ করা যাইতে পারে না তাহার বিষয়ি মোকদ্দমায় তাহার মূল্যের সংখ্যা ঐ প্রকার বস্তু যে মূল্যেতে বিক্রয় হয় তদনুসারে ধরা যাইবেক এবং প্রত্যেক নালিশের কাগজেতে দাওয়াকরা বস্তুর মূল্য বিশেষ করিয়া লিখিতে হইবে এবং শতকরা দশ টাকার অনুসারে উপযুক্ত মূল্যের কম সংখ্যা লেখা গিয়া থাকিলে এবং সওয়ালজওয়াব সম্পূর্ণ হইবার পূর্ব্বে ফরীয়াদী ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ৭ ধারার ১ প্রকরণের লিখিত হুকুমানুসারে ঐ কম টাকার নিমিত্তে যে ইষ্টাম্পকাগজ উপযুক্ত হয় এমত ইষ্টাম্পকাগজে দ্বিতীয় নালিশের আরজী না লিখিলে আসামী তাহার প্রমাণ দিলে ননসুটের হুকুম পাইবেক এবং এই কথার দ্বারা আদালতের প্রতি ঐং প্রকার মোকদ্দমায় চলিত আইনে তাহার অন্যথায় কোন কথা থাকিলেও এমত হুকুম দিতে অনুমতি দেওয়া যায়।

৯ নবম।—প্লিডিং অর্থাৎ আদালতে করা সওয়ালজওয়াব এতাবতা কোন মোকদ্দমায় উপস্থিতকরা প্রত্যেক জওয়াব কি রদ্দজওয়াব কি জওয়াবোলজওয়াব কি সওয়ালজওয়াবকরণের পর দেওয়া সওয়ালজওয়াব নীচের লিখিতব্য মতে লেখা যাইবেক।

রেজিষ্টর সাহেব কি সদর আমীনের আদালতে যে ইষ্টাম্পকাগজে লেখা যাইবেক তাহার মূল্য। .... ।।০

জিলা ও শহরের আদালতে যে ইষ্টাম্পকাগজে লিখিতে হইবেক তাহার মূল্য। .... ১৲

প্রবিন্স্যাল কোর্ট আপীল ও সদর দেওয়ানী আদালতে যে ইষ্টাম্প কাগজে লেখা যাইবেক তাহার মূল্য। ....

মন্তব্য।—সদর ও মফঃসলের বিশেষ কমিস্যনরের আদালতে এবং অতিরিক্ত অন্য কোন আদালতে সওয়ালজওয়াবের নিয়ম ঐ২ আদালতে যে২ নিয়ম এখন চলিতেছে কি ইহার পরে স্থির করা যাইবেক তদনুসারে হইবেক।

ইঙ্গরেজী ১৮২৯ সালের ১০ আইনের B চিহ্নিত তফসীলে যে হুকুম আছে যে জিলা কি শহরের জজ সাহেবের আদালতের সওয়ালজওয়াব ১৲ টাকা মূল্যের ইষ্টাম্পকাগজে লিখিতে হইবেক তাহা মতান্তর হইবাতে হুকুম হইল যে ১০০০৲ এক হাজার টাকার অনধিক সংখ্যা বা মূল্যের দাওয়ার বিষয়ি প্রথমত উপস্থিতহওয়া মোকদ্দমা এবং সদর আমীন ও মুনসেফের করা ফয়সলার উপর আপীলহওয়া মোকদ্দমার সওয়ালজওয়াবব্যতিরেকে যে২ জিলা বা শহরে ইঙ্গরেজী ১৮৩১ সালের ৫ আইনের হুকুম চলন হইয়াছে কি উত্তর কালে হইবেক সেই২ জিলা বা শহরের জজসাহেবের আদালতের সমস্ত সওয়ালজওয়াব ৪৲ চারি টাকা মূল্যের ইষ্টাম্পকাগজে লিখিতে হইবেক উপরের বিশেষ করিয়া লেখা দুই প্রকার মোকদ্দমার সমস্ত সওয়ালজওয়াব পূর্ব্বের মত কেবল ১৲ এক টাকা মূল্যের ইষ্টাম্পকাগজে লেখা যাইবেক ইতি।—১৮৩২ সা। ৭ আ। ৩ ধা।

ইঙ্গরেজী ১৮৩১ সালের ৫ আইনক্র যে জিলা ও শহরের জজসাহেবের আদালতের সওয়াল জওয়াব ৪৲ টাকা মূল্যের ইষ্টাম্পকাগজে লেখা যাইবার কথা।

বিশেষ বিধির কথা।

বর্জ্জনীয়।

৮ নম্বর প্লেণ্ট শব্দের নীচের বিশেষরূপে লিখিত মত গণিত ১৫০৲ এক শত পঞ্চাশ টাকার অনূর্দ্ধ সংখ্যার যে সকল মোকদ্দমার নিষ্পত্তি যে২ আদালতে করা যায় তাহার সওয়ালজওয়াব ইষ্টাম্পরহিত কাগজে লেখা যাইবেক।

---

১০ দশম।—রাজীনামা ও রফানামা ও সোলেনামাইত্যাদি অর্থাৎ কোন দেওয়ানী আদালতে উপস্থিতহওয়া মোকদ্দমা যে লিখনের দ্বারা কি যদনুসারে রফা করা যায় কিম্বা আদালতে যে জজ সাহেব কি অন্য কর্ম্মকারি সাহেব বৈঠক করেন তাহার সাক্ষাৎ সওয়াল জওয়াবব্যতিরেকে রফা করিতে না পারা যায় এমন সরখাস্ত।—

তাহা যে আদালতে উপস্থিত করা যায় ঐ আদালতে সওয়াল জওয়াব যে মূল্যের ইষ্টাম্পকাগজে লেখা যায় তত্তুল্য।

ঐ মোকদ্দমার সওয়ালজওয়াব করা পূর্ণ না হইবার এবং ঐ মোক দ্দমার বিচার করিতে হুকুম হইবার এবং ঐ মোকদ্দমার বিচার করিতে হুকুম দেওয়া যাইবার পূর্ব্বে উপরের লিখিত প্রকার দর খাস্তপ্রযুক্ত ঐ মোকদ্দমা ডিস্‌মিস্‌ হইলে ফরিয়াদী ঐং আদাল তের সাহেবের নিকটে ঐ নালিশের দরখাস্ত যে ইষ্টাম্পকাগজে লেখা গিয়াছে তাহার মূল্য এবং তাহার নম্বর ও পৃষ্ঠে লেখা বিশেষ কথাবোধক সর্টিফিকট পাইতে পারে ঐ সর্টিফিকট জি লার কালেক্টর সাহেবের নিকটে উপস্থিত করিলে ঐ ফরিয়াদী ঐ ইষ্টাম্পকাগজের সমুদয় মূল্য ফিরিয়া পাইবেক কিন্তু সর্ব্বদা ইহা জানা কর্ত্তব্য যে ঐ কাগজ কি তাহার উপর দস্তখৎ কি পৃষ্ঠে লেখায় কোন দোষ না থাকে।

সওয়ালজওয়াব সম্পূর্ণ হইলে এবং নিষ্পত্তির নিমিত্তে ঐ মোকদ্দমা উপস্থিতকরণের হুকুম হইলে অথবা শুননি ও বিচারের নিমিত্তে যেং মোকদ্দমার ফর্দ্দ লেখা কি দাখিল করা গিয়াছে ঐং মোক দ্দমা তাহার মধ্যে লেখা থাকিলে ফরিয়াদী ঐ নালিশের আর জীর ইষ্টাম্পকাগজের সেই মূল্যের অর্দ্ধেক ফিরিয়া পাইবার সর্টি ফিকট পাইবেক।

রাজীনামা কি সোলেনামাতে যে রফা করা যায় তাহার মতাচরণক রিবার নিমিত্তে আদালতের ডিক্রীহওয়ার আবশ্যক হইলে ফরি য়াদী ঐ ইষ্টাম্পকাগজের মূল্যের কোন অংশ ফিরিয়া পাইবেক না।

১১ একাদশ।— সাক্ষী অর্থাৎ সাক্ষির তলবকরণ কি জোবানবন্দী লওনের বিষয়ি দরখাস্ত কি আরজী তাহাতে লিখিত জনেরদের সংখ্যানুসারে।——————————

নিবেদনপত্রের মূল্যের তুল্য।

এবং জাবেতামতে উপস্থিতহওয়া মোকদ্দমায় কোন সাক্ষির নাম উ রের লিখিত মতে দরখাস্ত কি আরজীতে না লেখা গেলে সেই সাক্ষির তলব করা কি তাহার স্থানে জোবানবন্দী লওয়া যাইবেক না।

বিশেষ নিয়ম।

ইহাতে লিখিত কোন কথার এমত অভিপ্রায় নহে যে পাপর অর্থাৎ যোত্রহীন লোকের বিষয়ে চলিত আইনে যেং হুকুম আছে তা হার প্রকারান্তর কি হানি হয় এবং মুনসেফ যে মেহনতানা পাইবার যোগ্য হয় তাহারো মতান্তর কি হানি হয় ইতি।

২৯ অধ্যায়।

আফীন।

১ ধারা।

হাসিল ও নিমক বোর্ড।

হেতুবাদ।

১। যেহেতুক উচিতও উত্তম বুঝা গেল যে বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের কেবল আপনারদিগের ক্ষমতার তাবে জিলার মোতালক কর্ম্মকার্য্য নির্ব্বাহকরণেতেই দৃষ্টি ও মনোযোগ থাকে বিশেষত কখন আবশ্যক হইলে ঐ সাহেবদিগের ঐ জিলাতে গমন করিবার অবকাশ হইবার নিমিত্তে ইহা আবশ্যক হইল যে ঐ বোর্ডের সাহেবদিগের ভারহইতে সরকারী মাসুলের ও পরমিটের মাসুলের কর্ম্মকার্য্যের নির্ব্বাহের ক্ষমতা ছাড়া করা যায় এবং সরকারের যে মালওয়াজিবী ঐ২ মাসুলের দ্বারা পাওয়া যায় তাহার আধিক্য হইবার ও সমস্ত লোকের হিত ও আসান ও আরাম অধিক হইবার নিমিত্তে উপযুক্ত বোধ হইল যে সুবে বাঙ্গালার মধ্যের পরমিট ও পঞ্চোত্তরার মোতালক কার্য্য কর্ম্ম নির্ব্বাহের ভার এক আলাহিদা বোর্ডের সিরিশ্তাতে মোকররহওয়া সাহেবদিগের প্রতি দেওয়া যায় ও ঐ সাহেবেরা রবিবার ও ছুটীর অন্য২ দিবস সেওয়ায় প্রতি দিন পরমিট ও পঞ্চোত্তরার মোতালক কর্ম্মের নির্ব্বাহার্থে বৈঠক করেন এবং ঐ সাহেবেরা এদেশের তেজারতের কারবারের ও তাহার উপর মোকররহওয়া মাসুলের দ্বারা সরকারী মালওয়াজিবী তহসীলহওনের মোতালক কর্ম্মকার্য্য নির্ব্বাহহওনের অর্থে শ্রীযুত নওয়াব গবরনর জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে যে২ হুকুম হয় তদনুসারে কার্য্য করেন এবং ইহা উপযুক্ত বোধ হইল যে পরমিট ও পঞ্চোত্তরা ও আফীনের ও নিমক মহালের কার্য্য কর্ম্মের নির্ব্বাহ এক সিরিশ্তার হুকুম ও ক্ষমতার অধীন হয় এবং উচিত বুঝা গেল যে কলিকাতা রাজধানীর মোতালক ভূমির রাজস্ব তহসীলের কার্য্যভারাক্রান্ত বোর্ডের সাহেবদিগের কোন২ সিরিশ্তা শুধরা যায় অতএব শ্রীযুত নওয়াব গবরনর জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে নীচের লিখিতব্য দাঁড়া নির্দ্দিষ্ট হইল যে ইঙ্গরেজী ১৮১৯ সালের ১ পহিলা মাইহইতে জারী ও চলন হয় ইতি।—১৮১৯ সা। ৪ আ। ১ ধা।

এই প্রকরণের উক্ত আইনের লিখিত কোন২ হুকুম রদ হইবার কথা।

২। ইঙ্গরেজী ১৮১০ সালের ৯ ও ১০ আইনে কি ঐ সালের পরে নির্দ্দিষ্টহওয়া অন্য২ আইনেতে সুবে বাঙ্গালাতে সরকারী মাসুলের ও পরমিটের মাসুলের কালেক্টর সাহেবেরা ও তাঁহারদিগের তাবে কার্য্যকারকেরা বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের ক্ষমতা ও হুকুমের তাবে থাকিবার অর্থে যে২ হুকুম এবং সরকারের যে মাল ওয়াজিবী ঐ২ মাসুলের দ্বারা পাওয়া যায় তাহার মোতালক কর্ম্ম কার্য্যের ভার উপরের উক্ত আইনের লিখনমত ঐ বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের প্রতি থাকিবার অর্থে যে সকল হুকুম লেখা যায় তাহা এই প্রকরণানুসারে রদ হইল ইতি।—১৮১৯ সা। ৪ আ। ২ ধা। ১ প্র।

এক্ষণকার চলিত আইনের লিখিত কোন২ হুকুম রদ হইবার কথা।

৩। এক্ষণকার চলিত আইনের লিখিত যে হুকুমমতে নিমকের ও আফীনের এজেণ্ট সাহেবেরা ও নিমক মহালের চৌকীয়াতের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবেরা ও তাঁহারদিগের তাবে কার্য্যকারকেরা বোর্ড ত্রেডের সাহেবদিগের ক্ষমতার তাবে থাকেন এবং ঐ২ আইনের লিখিত ক্ষমতা ও ভার ঐ বোর্ডের সাহেবদিগের প্রতি হইয়াছে সে সকল হুকুম এই প্রকরণানুসারে রদ হইল ইতি।—১৮১৯ সা। ৪ আ। ২ ধা। ২ প্র।

যে বোর্ডের সিরিশ্তাতে নিযুক্তহওয়া সাহেবেরা পরমিট ও পঞ্চোত্তরা ও আফীন ও নিমক মহালের বোর্ডের সাহেব নামে খ্যাত হইবেন তাহা মোকরর হইবার কথা।

৪। এক আলাহিদা বোর্ডের সিরিশ্তা মোকরর হইয়া শ্রীযুত নওয়াব গবরনর জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলের বিহিত বিবেচনাক্রমে যত জন সাহেব ঐ সিরিশ্তাতে মোকরর হন তাঁহারদিগের প্রতি সরকারের মালওয়াজিবী যাহা পরমিট ও পঞ্চোত্তরা ও নিমক ও আফীনের দ্বারা পাওয়া যায় তাহার মোতালক কর্ম্ম কার্য্য নির্ব্বাহের ভার হইবেক ও ঐ সাহেবেরা পরমিট ও পঞ্চোত্তরা ও আফীনের ও নিমক মহালের বোর্ডের সাহেব নামে খ্যাত হইবেন ইতি।—১৮১৯ সা। ৪ আ। ৩ ধা। ১ প্র।

পরমিট ও পঞ্চোত্তরা ও আফীন ও নিমক মহালের বোর্ডের সাহেবেরা সরকারী মাসুল ও পরমিটের মাসুলের বিষয়ে যে২ ক্ষমতামতাচরণ করিবেন তাহার কথা।

৫। জানান যাইতেছে যে পূর্ব্বে যেমত বোর্ড রেবিনিউর সাহেবেরা এক্ষণকার চলিত আইনের অনুসারে সরকারী মাসুলের ও পরমিটের মাসুলের বিষয়ে সমস্ত ক্ষমতামতাচরণ ও আর যাহা২ করিতে হয় তাহা করিতেন উত্তরকালে সেইমত উপরের প্রকরণের লিখিত বোর্ডের সাহেবেরা ঐ মাসুলের বিষয়ে সেই ক্ষমতামতাচরণ ও কর্ত্তব্য কার্য্যকর্ম্ম করিবেন ইতি।—১৮১৯ সা। ৪ আ। ৩ ধা। ২ প্র।

পরমিট ও পঞ্চোত্তরা ও আফীন ও নিমকমহালের বোর্ডের সাহেব

৬। এই প্রকরণানুসারে জানান যাইতেছে যে পূর্ব্বে বোর্ড ত্রেডের সাহেবেরা এক্ষণকার চলিত আইনের অনুসারে আফীনের ও নিমক মহালের বিষয়ে যে২ ক্ষমতামতাচরণ করিতেন উত্তরকালে পরমিট

ও পঞ্চোত্তরা ও আফীন ও নিমক মহালের বোর্ডের সাহেবেরা সেই ক্ষমতামতাচরণ করিবেন ইতি।—১৮১৯ সা। ৪ আ। ৩ ধা। ৩ প্র।

দিগকে নিমক ও আফীন বিষয়ে যে২ ক্ষমতার্পণ হইল তাহার কথা।

৭। ঐ বোর্ডের সাহেবদিগের ও কোম্পানি ইঙ্গরেজ বাহাদুরের সরকারের চিহ্নিত চাকর সাহেবদিগহইতে অন্য যে২ সাহেবেরা তাঁহারদিগের হুকুমের তাবে হন তাঁহারদিগের আপন২ কর্ম্মেতে প্রবর্ত্ত হওনের পূর্ব্বে কোম্পানি বাহাদুরের সরকারের চিহ্নিত চাকর সাহেবদিগের মধ্যে যে সাহেবেরা সরকারের মালগুজারীর মোতালক কর্ম্ম নির্ব্বাহ ও তাহা তহসীলকরণের কর্ম্মে মোকরর হন তাঁহারদিগের হলফের নিমিত্তে বিলায়তের হুকুমমতে যে পাঠ নিরূপণ হইয়াছে সেই পাঠে শ্রীযুত নওয়াব গবর্‌নর্‌ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলেতে কিম্বা অন্য যে সাহেব কি সাহেবদিগকে ঐ শ্রীযুত কৌন্সেলের বৈঠকে এই কর্ম্মের নিমিত্তে মোকরর করেন তাঁহার কি তাঁহারদিগের হজুরে হলফ করিতে হইবেক ইতি।—১৮১৯ সা। ৪ আ। ৩ ধা। ৪ প্র।

বোর্ডের সাহেবদিগের ও কোম্পানি বাহাদুরের চিহ্নিত চাকর অন্য যে সাহেবেরা তাঁহারদিগের তাবে তাঁহারদিগের হলফের কথা।

৮। এই প্রকরণানুসারে জানান যাইতেছে যে কৌন্সেলের বৈঠকেতে শ্রীযুত নওয়াব গবর্‌নর্‌ জেনরল বাহাদুরের ক্ষমতা আছে যে পরমিট ও পঞ্চোত্তরা ও আফীন ও নিমক মহালের বোর্ডের সাহেবদিগের প্রতি এই আইনানুসারে যে২ ক্ষমতার কার্য্যকরণের ভার হইল যখন কোন হেতুপ্রযুক্ত উচিত ও উত্তম বোধ হয় তখন ঐ সাহেবদিগের একজন সাহেবকে ঐ সকল ক্ষমতার কার্য্যকরণের হুকুম দেন ও ঐ শ্রীযুতের হজুর কৌন্সেলে এ ক্ষমতাও আছে যে ঐ বোর্ডের সাহেবদিগের ভারের কর্ত্তব্য কর্ম্মকার্য্যের নির্ব্বাহ অতিত্বরা হইবার নিমিত্তে তাহা অংশক্রমে নির্ব্বাহ হওয়া কিম্বা তাঁহারদিগের কোন সাহেবকে বিশেষ কোন কর্ম্ম নির্ব্বাহকরণের ভার দেওয়া উচিত ও উত্তম বোধ হয় তখন ঐ বোর্ডের সাহেবদিগের প্রতি তাঁহারদিগের প্রত্যেক সাহেব আলাহিদা২ এক সময়ে এক স্থানে কি ভিন্ন২ স্থানে ঐ সকল ক্ষমতার কার্য্য কিছু২ করিয়া করিবার ভার আপনারদিগের প্রতি লইবার অর্থে হুকুম দেন ইতি।—১৮১৯ সা। ৪ আ। ৩ ধা। ৫ প্র।

এই আইনানুসারে যে ক্ষমতার কার্য্যকরণের ভার বোর্ডের সকল সাহেবের প্রতি হইয়াছে ঐ বোর্ডের এক জন সাহেবকে সেই সকল ক্ষমতার কার্য্য করিবার হুকুম দিতে শ্রীযুতের হজুর কৌন্সেলেতে ক্ষমতা থাকিবার কথা।

ঐ সাহেবদিগের প্রত্যেক সাহেবকে এক সময়ে এক স্থানে কি ভিন্ন২ স্থানেতে ঐ সকল ক্ষমতার কার্য্য কিছু২ করিয়া করিবার হুকুম দিতে ও শ্রীযুতের হজুর কৌন্সেলেতে ক্ষমতা থাকিবার কথা।

২ ধারা।

পোস্তের চাস ও আফীন প্রস্তুতকরণ বিষয়ে সাধারণ বিধি।

৯। যেহেতুক সুবে বেহার ও বারাণসদেশেতে কেবল সরকারের তরফহইতে আফীনের তৈয়ার করিবার কর্ম্মে যে২ সাহেব ও

হেতুবাদ।

লোকেরা নিযুক্ত আছেন তাঁহারদিগের কর্ম্ম করিবার দাঁড়া নিরূপণের এবং সরকারের অনুমতিবিনা পোস্তের চাস করিতে ও আফীন তৈয়ার ও বিক্রয় করিতে বারণের ও মফঃসলেতে আফীন বিক্রয় ও খরচ হইবার বন্দোবস্তের অর্থে পুনঃ২ কএক আইন নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে ও যেহেতুক ইহা বিহিত বোধ হইতেছে যে কলিকাতার হুকুমের তাবে দেশের মধ্যে আফীন কেবল খুজারা বিক্রয় ও খরচ হইবার কারণ জিলা রঙ্গপুরেতে আফীন তৈয়ার হইবার এক সিরিশ্তা মোকরর হয় এবং আফীনের দ্বারা যে টাকা সরকারে পাওয়া যাইতেছে তাহাও পূর্ব্বাপেক্ষা সুন্দরমতে সরকারে আদায় হয় ও যেহেতুক সরকারের অনুমতিবিনা পোস্তের চাস ও আফীন তৈয়ার ও বিক্রয় ও খরচ হইতে নিষেধের ও মফঃসলেতে আফীন বিক্রয় হইবার ও তাহা খরচকরণিয়া লোকেরা নির্ভাঁজ খাটি আফীন পাইবার বন্দোবস্তের এবং যে স্থানেতে তাহা খরচ হওয়া বিহিত ও আবশ্যক হয় যথাসাধ্য সেই স্থানেতেই তাহা খরচহওনের অবধারণ হইবার অর্থে নূতন দাঁড়া নির্দ্দিষ্ট করিলে এবং আফীন তৈয়ার হওনের কর্ম্মনির্ব্বাহ হইবার বিষয়ে পুর্ব্বের যে২ দাঁড়া ও হুকুম এক্ষণে চলিতেছে তাহা শুধরিয়া ও পরিবর্ত্ত করিয়া এক আইনেতে সংগ্রহ করিলে লোকদিগের আরাম ও আসানের কারণ হইতে পারে একারণ শ্রীযুত নওয়ার গবর্নর জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে নীচের লিখিত দাঁড়া নির্দ্দিষ্ট হইল যে এই আইন জারীহওনের তারিখহইতে ঐ২ দাঁড়া কলিকাতার হুকুমের তাবে সমস্ত দেশে জারী ও চলন হয় ইতি।—১৮১৬ সা। ১৩ আ। ১ ধা।

এক্ষণকার চলিত কএক আইন ও ধারা ও প্রকরণ এই ধারানুসারে রদহওনের কথা।

১০। ইঙ্গরেজী ১৭৯৫ সালের ৩২ আইনের ৩ ধারা ও ১৭৯৭ সালের ১ আইনের ৭ ও ৮ ও ৯ ধারা ও ১৭৯৯ সালের ৬ আইন ও ১৮০৩ সালের ৪১ আইন ও ১৮০৭ সালের ৫ আইন ও ১৮০৯ সালের ৬ আইন ও ১৮১৫ সালের ১ আইনের ৩২ ধারা ও ১৮১৩ সালের ১০ আইনের ১৭ ধারার ৩ ও ৪ ও ৫ প্রকরণ ও সরকারের অনুমতিবিনা আফীন তৈয়ার ও বিক্রয়ের বিষয়ে ঐ আইনের লিখিত আর যে২ ধারা সম্পর্ক রাখে ও তাহার প্রসঙ্গ এই আইনেতে হইল না সে সকল ধারা সহিত এই ধারানুসারে রদ ও রহিত হইল ইতি।—১৮১৬ সা। ১৩ আ। ২ ধা।

সরকারের অনুমতিবিনা পোস্তের চাস ও আফীন তৈয়ার করিতে নিষেধের কথা।

১১। কলিকাতার হুকুমের তাবে দেশের মধ্যে সরকারের তরফ হইতে ব্যতিরেক ও সরকারের বিনা অনুমতিতে পোস্তের চাস ও আফীন তৈয়ার করিতে এই ধারানুসারে নিষেধ হইল ইতি।—১৮১৬ সা। ১৩ আ। ৩ ধা।

কোম্পানি বাহাদুরের, সরকারের

১২। এই ধারানুসারে শ্রীযুত নওয়াব উজীর বাহাদুরের কিম্বা মহারাষ্ট্রের তাবে দেশের কিম্বা কোম্পানি ইঙ্গরেজ বাহাদুরের অধিকার

ভিন্ন অন্য২ দেশের উৎপন্ন কি বানান আফীন কলিকাতার হুকুমের তাবে দেশের মধ্যে আমদানী হইতে নিষেধ হইল ইতি।—১৮১৬ সা। ১৩ আ। ৪ ধা।

শাসিত দেশের মধ্যে ভিন্নাধিকার দেশসকলের আফীন আমদানী হইতে নিষেধের কথা।

১৩। আফীন তৈয়ারকরণের সিরিশ্‌তা আফীনের এজেণ্ট এতাবতা মোখ্তারকার খ্যাতিতে খ্যাত সাহেবদিগের কিম্বা কোম্পানি ইঙ্গরেজ বাহাদুরের সরকারের চাকর অন্য যে সাহেবেরা শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে ঐ কর্ম্মে নিযুক্ত হন তাঁহারদিগের তাবে থাকিবেক ইতি।—১৮১৬ সা। ১৩ আ। ৫ ধা।

আফীন তৈয়ার হওনের সিরিশ্‌তা কোম্পানির সরকারের চাকর সাহেবদিগের তাবে থাকিবার কথা।

১৪। সুবে বেহার ও বারাণসদেশেতে আফীন তৈয়ারহওনের যে২ সিরিশ্‌তা মোকরর আছে তাহাব্যতিরেকে জিলা রঙ্গপুরের তেজারতের কুঠীর মোখ্তারকার সাহেবের তাবে ঐ জিলার মধ্যে যখন যে স্থান শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে নিরূপণ হয় সেই স্থানে আফীন তৈয়ারহওনের এক সিরিশ্‌তা কলিকাতার হুকুমের তাবে দেশের মধ্যে আফীন খুজরা বিক্রয় ও খরচ হইবার কারণ নীচের লিখিত দাঁড়ার মতে মোকরর হইবেক ইতি।—১৮১৬ সা। ১৩ আ। ৬ ধা।

জিলা রঙ্গপুরেতে এজেণ্ট সাহেবের ক্ষমতা ঐ জিলার তেজারতের কুঠীর মোখ্তারকার সাহেবের প্রতি অর্পণ হইবার কথা।

১৫। আফীনের এজেণ্ট অর্থাৎ মোখ্তারকার সাহেবদিগের আফীন তৈয়ারকরণের কর্ম্ম নির্ব্বাহ হইবার ও তাঁহারদিগের ক্ষমতার বিষয়ে এই আইনেতে যে২ দাঁড়া লেখা গেল সেই২ দাঁড়া ঐ এজেণ্ট সাহেবদিগের নায়েবসাহেবদিগের কিম্বা কোম্পানি বাহাদুরের সরকারের চাকর অন্য যে২ সাহেবেরা ঐ এজেণ্টসাহেবদিগের তাবেতে আফীন তৈয়ারকরণের সিরিশ্‌তার ভার রাখেন তাঁহারদিগের সহিত সম্পর্ক রাখিবেক ইতি।—১৮১৬ সা। ১৩ আ। ৭ ধা।

এই আইনের দাঁড়াসকল এজেণ্ট সাহেবের মত এজেণ্ট সাহেবের নায়েবদিগের সহিত সম্পর্ক রাখিবার কথা।

১৬। যে সাহেবেরা সরকারের তরফহইতে আফীনের এজেণ্টী এতাবতা মোখ্তারকারী ভারে মোকরর হন্ তাঁহারদিগের কর্ত্তব্য যে আপনারদিগের কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের হজুরে কিম্বা অন্য যে কেহ ঐ হজুরের তরফহইতে হলফ অর্থাৎ দিব্য করাইবার নিমিত্তে নিযুক্ত হন্ তাঁহার নিকটে নীচের লিখনানুক্রমে হলফ করেন্। আমি অমুক হলফ অর্থাৎ দিব্য করিতেছি যে আফীনের ব্যাপারার্থে সরকারহইতে যত টাকা পাইব তাহার ও আফীন যত জন্মিবেক তাহার জমা ও খরচের হিসাব সরকারে তলব হইলে প্রকৃত প্রস্তাবে তৈয়ার করিয়া দাখিল করিব ও যাবৎ আফীনের মোখ্তারকারী কর্ম্মে বহাল থাকিব তাবৎ আপন লাভার্থে আফীনের ব্যাপারের কিছু সম্পর্ক রাখিব না ও হজুরহইতে আমার যাহা পাইবার ধার্য্য হয় তাহাব্যতিরেকে আর

এজেণ্ট সাহেবদিগের হলফের কথা।

কিছুই লাভ করিব না ও আপন জ্ঞাতসারে আপন কোন আমলা ও সম্পর্কীয় লোককে যাহা সরকারেতে মঞ্জুর হয় তাহাব্যতীত আর কিছুই আফীনের দ্বারা লইতে দিব না ইতি।— ১৮১৬ সা। ১৩ আ। ৮ ধা।

এজেন্ট সাহেবেরা প্রতিবৎসর পোস্তের চাসী লোকদিগের সহিত বন্দোবস্ত করিবার কথা।

১৭। আফীনের এজেন্ট এতাবতা মোখ্তারকার সাহেবেরা প্রতি বৎসর দাদনীর কালের পূর্ব্বে সময়শিরে যে চাসী লোক পোস্তের চাস করিতে সম্মত হয় তাহারদিগের সহিত আইন্দা সনের বাবৎ আফিনের দরের বন্দোবস্ত অর্থাৎ পরিমিত করিবেন্ ও আফীনের দর সেরকরা সিক্কা যত টাকা ধার্য্য হয় তাহার এবং যে পরগনায় যত সিক্কার ওজনীসেরের চলন থাকে তাহার জিগির বন্দোবস্তের কাগজেতে লেখা যাইবেক ও ঐ সাহেবেরা বন্দোবস্ত করা সারা হইলে পর তাহার কাগজের নকল ও তরজমা বোর্ড ত্রেডে বিবেচনা হইবার কারণ তথাকার সাহেবদিগের নিকটে অব্যাজে পাঠাইয়া দিবেন ও সে কাগজ বোর্ডে মঞ্জুর হইলে পর ঐ এজেন্ট সাহেবেরা ঐ কাগজের নকল যেং জিলা ও শহরে পোস্তের চাস থাকে সেইং জিলা ও শহরের জজ সাহেবদিগের ও কালেক্টর সাহেবদিগের কিম্বা অন্য যে কার্য্যকারক সাহেবের প্রতি আবকারী মহালের কর্ম্মের ভার থাকে তাঁহার নিকটে আদালতের কাছারীআদি কাছারীতে লট্‌কাইয়া দিবার নিমিত্তে পাঠাইয়া দিবেন এবং যে পরগনায় যে দরের নিরিখ পড়ে তথায় তাহা প্রচার করাইবেন ইতি।— ১৮১৬ সা। ১৩ আ। ৯ ধা।

মোকররী নিরিখমতে পোস্তের চাসের করারদাদ করিবার নতুবা তাহাতে ক্ষান্ত হইবার কথা।

১৮। সকলের ক্ষমতা আছে যে যে চাহে সে বন্দোবস্তী দরে আফীন দিবার করারে সরকারের নিমিত্তে পোস্তের চাস করিবার করারদাদ করে অথবা পোস্তের চাস করিতে একেবারে ক্ষান্ত হয় ইতি।— ১৮১৬ সা। ১৩ আ। ১০ ধা।

চাসী লোকদিগের স্থানে এজেন্ট সাহেবেরা যেং একরারনামা লইবেন তাহার কথা।

১৯। আফীনের এজেন্ট এতাবতা মোখ্তারকার সাহেবদিগের ও তাঁহারদিগের মোকরর করা লোকদিগের কর্ত্তব্য যে চাসী লোকদিগের স্থানে পোস্তের বীজ বুনিবার কালে তাহারদিগের যে যত বিঘা ভূমিতে পোস্তের চাস করিতে চাহে তত বিঘার সংখ্যাযুক্তে পোস্তের চাস করিবার একরারনামা লেখাইয়া লন্ ও তত বিঘার চাস ও আবাদ তাহারদিগের অবশ্য করিতে হইবেক ও একরার মতে চাস না করিলে চাস না করা বিঘাপ্রতি দাদনীর টাকার তিন গুণ ও এক বিঘার কম হইলেও ঐ হারে দণ্ড ঐ চাসীদিগের দিতে হইবেক ও ঐ সকল ভূমির পোস্ত পরিণত অর্থাৎ পূরাহওনের সময়ে এজেন্ট সাহেবের কর্ত্তব্য যে কোন ব্যক্তিকে পাঠান্ যে সেই ব্যক্তি চাসীদিগের সঙ্গে ভূমিতে গিয়া দুই তিন জন মাতব্বর চাসী লোককে লইয়া ঐ সকল ভূমিতে যত আফীন জন্মিতে পারে তাহার আন্দাজ অর্থাৎ কুত করে ও এমতে যত আফীন কুত হইবেক ঐ

চাসী লোক তত আফীন দাখিল করিবার করার করিবেক ও যদি সেই ভূমিতে ঐ কুতের অধিক আফীন জন্মে তবে তাহাও ঐ চাসী লোক বন্দোবস্তী দরে সরকারে দাখিল করিবেক ও এজেণ্ট সাহেবের কর্ত্তব্য যে পোস্তের বীজ বুনিবার কাল গত হইলে পর যত শীঘ্র হইতে পারে প্রত্যেক পরগনার যে সকল চাসী লোকদিগের আলাহিদাং একরারনামা লেখাইয়া লওয়া গিয়া থাকে তাহারদিগের ইসমনবীসীর ফর্দ্দ মাজিষ্ট্রেট্ সাহেবের ও কালেকৃটর সাহেবের কিম্বা অন্য যে কার্য্যকারক সাহেব আবকারী মহালের কর্ম্মের ভার রাখেন্ তাঁহার নিকটে পাঠাইয়া দেন্ ইতি।—১৮১৬ সা। ১৩ আ। ১১ ধা।

এজেণ্ট সাহেবদিগের আমলালোককে রসুমইত্যাদি লইতে নিষেধ হইবার কথা।

লইলে যে প্রতিফল হইবেক তাহার কথা।

২০। আফীনের কর্ম্মে নিযুক্ত থাকা প্রত্যেক আমলা ও কার্য্যকারক ও নায়েব লোককে নিষেধ আছে যে পোস্তের চাস কি আফীন তৈয়াকরকরণ সংক্রান্ত চাসীপ্রভৃতি কাহারু স্থানে কোন পাকচক্র করিয়া কিছু রসুম কি সেলামী কিম্বা দস্তুরী অথবা আর কিছু নগদে কি জিনিসে না লয় ও যদি ইহা সাবুদ হয় যে আফীনের এজেণ্ট এতাবতা মোখ্তারকার সাহেবের তাবে লোকদিগের মধ্যে কেহ এই নিষেধ না মানিয়া কিছু লইয়াছে তবে সে ব্যক্তি আপন কর্ম্মহইতে তগীর হইয়া অধিকন্তু আদালতের সাহেব তাহার পক্ষে ছয় মাসের মধ্যে যে মিয়াদ উপযুক্ত চাহরেন সেই মিয়াদে কয়েদ থাকনের যোগ্য এবং ২০০ দুই শত টাকার মধ্যে যে জরীমানা তাহার অপরাধের উপযুক্ত হয় তত টাকা জরীমানা দিবার যোগ্য হইবেক ও যদি জরীমানার টাকা না দেয় তবে ছয় মাসের অধিক না হয় এমত অন্য মিয়াদে কয়েদ থাকিবার যোগ্য হইবেক ও যদি বোর্ড ত্রেডের সাহেবেরা তাহাঁর কৈফিয়ৎ শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের হজুরে পাঠান তবে ঐ শ্রীযুতের কর্তৃত্ব আছে যে উচিত জানিলে এমত ইশ্‌তিহার দেওয়ান যে কোন প্রকারে ঐ অপরাধী পুনর্ব্বার সরকারের কোন কর্ম্ম পাইতে পারিবেক না ইতি।—১৮১৬ সা। ১৩ আ। ১২ ধা।

বাটখারা ও তরাজু সকলেতে ফৌজদারীর সাহেবের মোহর হইবার কথা।

২১। জিলা সকলের কুঠীতে আফীন ওজন করিবার নিমিত্তে যেং বাটখারা এবং তরাজু অর্থাৎ দাঁড়ীপাল্লা থাকিবেক তাহার উপরে ফৌজদারীর সাহেবের মোহর হইবেক ও ঐ সাহেব স্বয়ং কিম্বা যিনি তাঁহার তরফহইতে এই কর্ম্মে নিযুক্ত হন্ তিনি প্রতিবৎসর জানুআরি মাসে কি ফেব্রুআরি মাসে ঐ সকল বাটখারা ও তরাজু দৃষ্টি করিবেন ও যদি এজেণ্ট সাহেবদিগের কি তাঁহারদিগের আমলার মধ্যে কেহ ফৌজদারীর সাহেবের মোহরহীন বাটখারা ও তরাজুতে কি ফৌজদারীর সাহেবের মোহরযুক্ত ওজন কমী বাটখারাতে কি অসমান তরাজুতেই বা ওজন করান্ তবে আদালতের সাহেবের বিবেচনায় পাঁচ শত টাকার অধিক না হয় এমত যে জরীমানা ঐ সাহেবের কি তাঁহার আমলার উপযুক্ত বোধ হয় তাহা ঐ

সাহেবের কি তাঁহার আমলার দিতে হইবেক ও উভয় পক্ষের সাক্ষাৎ সেপায়ায় ঝুলান তরাজুতে যথার্থরূপে আফীন ওজন করাযাইবেক ও ইহাব্যতীত আর যে কোন প্রকারে তৌল করা যায় তাহা অসঙ্গত বোধ হইবেক ইতি।—১৮১৬ সা। ১৩ আ। ১৩ ধা।

কোন চাসী আপন করারের কম আফীন দাখিল করিলে তাহার যাহা হইবেক তাহার কথা।

২২। যদি পোস্তের চাসী লোকদিগের মধ্যে কেহ ১১ ধারার লিখিত করারের কম আফীন দাখিল করে তবে আফীনের এজেণ্ট অর্থাৎ মোখ্তারকার সাহেব নীচের লিখন মতে কার্য্য করিবেন এতাবতা যদি এমত দৃঢ় বোধ কিম্বা নিশ্চয় বোধ হয় যে ঐ চাসীর গাফিলীতে কি তসরূপ করাতে আফীন কম হইয়াছে তবে কর্ত্তব্য যে দেওয়ানী আদালতের সাহেবের নিকটে তাহার নালিশ করেন ও জজ সাহেব চাসীদিগের গাফিলী সাবুদ হইলে এমত হুকুম দিবেন যে যত আফীন কম হইয়াছে তাহার বাবৎ দাদনীর টাকা সালিয়ানা শত করা ১২ বার টাকা হিসাবে সুদসমেত এজেণ্ট সাহেবকে ফিরিয়া দেয় ও আদালতের সাহেবের এক্ষমতাও আছে যে যে চাসী আপন করা করার পূরা করিতে উপরের উক্ত কসুর করে তাহার উপর উপরের লিখিত হুকুমের অনুসারে নিরূপণহওয়া সুদের টাকার সংখ্যাহইতে অধিক না হয় এমত অন্য জরীমানা দিবার হুকুম দেন্ ইতি।—১৮১৬ সা। ১৩ আ। ১৪ ধা।

কোন চাসী ওজন বেশীহওনার্থে আফীনে জল মিশাইলে তাহার তদারক এজেণ্ট সাহেব যে প্রকারে করিবেন তাহার কথা।

২৩। যদি পোস্তের কোন চাসী অতিনরম ও তরল আফীন দাখিল করে কি তাহা প্রগাঢ় চাসী লোকের পরখেতে যেমত চাহি সেমত টনক ও নীরস না ঠাহরে তবে এজেণ্ট সাহেবের কি তাঁহার আমলাদিগের কর্ত্তব্য যে সেই আফীন সুন্দর খাটী ও নিরাট হইবার অর্থে যত খাস্তা অর্থাৎ জলীয় ভাগ বাদ দেওয়া উপযুক্ত তাহা ঠাহরাইবার কারণ আর দুই তিন জন পোস্তের চাসী লোককে সালিস অর্থাৎ মধ্যস্থ মানেন ও সেই মধ্যস্থেরা যে নিষ্পত্তি করে তাহাতে আদালতের সাহেবের নিকটে পক্ষপাত প্রমাণ না হইলে সেই নিষ্পত্তিই উভয়ের মান্য হইবেক ইতি।—১৮১৬ সা। ১৩ আ। ১৫ ধা।

চাসী লোক আফীনে অন্য দ্রব্য মিশাইলে এজেণ্ট সাহেব যে উপায় করিবেন তাহার কথা।

২৪। যদি পোস্তের চাসীগণের মধ্যে কেহ কাঁচা আফীনে কোন দ্রব্য মিশাইয়া এজেণ্ট সাহেবের নিকটে দাখিল করে তবে ঐ সাহেবের কি তাঁহার আমলার ক্ষমতা আছে যে সেই আফীন তৎক্ষণাৎ জব্দ করিয়া দুই জন মাতবর লোকের সাক্ষাৎ সেই আফীনের উপরেতে ঐ চাসীর ছাপাআদি কোন নিশানী করাইয়া ও আপন ভারের মোহর করিয়া স্বতন্ত্র স্থানে সাবধানে রাখান্ ও সেই চাসীকে অনুমতি দেন্ যে জিলা কিম্বা শহরের আদালতের সাহেবের নিকটে এ বিষয়ের নালিশ করে ও ঐ চাসী নালিশ করিবার অবকাশ কাল পাইবার নিমিত্তে ঐ এজেণ্ট সাহেবের কর্ত্তব্য যে ঐ জব্দ করা আফীন এক মাসপর্য্যন্ত ঐ মোহর ও নিশানী সহিত বজিনিস্ অর্থাৎ যেমন

তেমনি আমানৎ রাখেন যদি ঐ চাসী ঐ এক মাস মুদ্দতের মধ্যে না লিশ না করে তবে ঐ মুদ্দত গত হইলে পর তাহার নালিশ শুনা যাইবেক না ও এমতে ঐ এজেণ্ট সাহেবকে অনুমতি আছে যে ঐ আফীন খুলিয়া এ মোকদ্দমার কৈফিয়ৎ বোর্ড ত্রেডের সাহেবদিগের নিকটে তাঁহারদিগের হুকুম হইবার নিমিত্তে লিখিয়া পাঠান ও এ প্রকারেতে ঐ চাসী যত আফীন দিবার করার করিয়া থাকে তাহা সমুদয় দাখিল না করিলে সেনিমিত্তে তাহার নামে তাহার দাখিল করা মিশ্রিত আফীনের অঙ্ক ধর্ত্তব্য না হইয়া জিলা কি শহরের আদালতে নালিশ করা যাইতে পারিবেক ও কোন চাসীর গাফিলীতে আফীন কম হইলে এই আইনের ১৪ ধারানুসারে তাহার যত টাকা জরীমানাহওনের নিরূপণ হইয়াছে ঐ চাসীর তত টাকা জরীমানা দিতে হইবেক।—১৮১৬ সা। ১৩ আ। ১৬ ধা।

জমীদার আদিরা চাসীদিগের স্থানে পোস্তের চাসকরণ হেতুক মোকররী খাজানাহইতে বেশী তলব করিলে তাহার প্রতিকার হওনের মতের কথা।

২৫। যদি জমীদার কি ইজারদার অথবা তালুকদার লোক কিম্বা তাহারদিগের কার্য্যকারকেরা প্রজাদিগের কাহারু স্থানে পোস্তের চাসকরণহেতুক মোকররী খাজানাহইতে কিছু বেশী তলব করে ও লয় তবে সেই প্রজা ও এজেণ্ট সাহেবের ক্ষমতা আছে যে দেওয়ানী আদালতের সাহেবের নিকটে তাহারদিগের নামে ইহার নালিশ করেন ও ঐ আদালতের সাহেব অবিলম্বে এ বিষয়ের তজবীজ করিয়া যদি ইহা সাবুদ হয় তবে যত বেশী লইয়া থাকে তাহা ফিরিয়া দিবার ও তাহার তিনগুণ জরীমানা দাখিল করিবার হুকুম এমত অপরাধির প্রতি দেন ইতি।—১৮১৬ সা। ১৩ আ। ১৭ ধা।

৩ ধারা।

আফীনের এজেণ্ট সাহেব ও তাঁহারদের এতদ্দেশীয় আমলারদের নামে অথবা তাঁহারদের দ্বারা উপস্থিতহওয়া মোকদ্দমার বিষয়।

এজেণ্ট সাহেব কি তাহার আমলা হইতে আইনের লিখিত হুকুমের অন্য মত হইলে তাহার নামে আদালতে নালিশ হইতে পারিবার কথা।

২৬। এই ধারানুসারে জানান যাইতেছে যে আফীনের এজেণ্ট এতাবতা মোখ্তারকার সাহেবেরা ও তাঁহারদিগের প্রত্যেক আমলা আপনং ভারানুসারে করা কর্ম্মের নিমিত্তে তাঁহারা যেং আদালতের অধিকারে থাকেন সেইং আদালতের ধরাধর ও জিজ্ঞাসাবাদের যোগ্য হইবেন কিন্তু যে ব্যক্তি আফীনের কর্ম্মের বিষয়ে আপনাকে অন্যায়গ্রস্ত জ্ঞান করে তাহার কর্ত্তব্য যে এজেণ্ট সাহেবহইতে কি তাঁহার আমলা হইতে তাহার পক্ষে যে অন্যায় কর্ম্ম হইয়া থাকে তাহার নিমিত্তে প্রথমতঃ ঐ এজেণ্ট সাহেবের নিকটে নালিশ করে ও ঐ এজেণ্ট সাহেবের দেওয়া হুকুমেতে নারাজ অর্থাৎ অসম্মত হইলে তাহার ক্ষমতা আছে যে ঐ বিষয়ের নালিশের আরজী বোর্ড ত্রেডের সাহেবদিগের হুজুরে দেয় অথবা একেবারে যে জিলা কি শহরের অধিকারে তাঁহারা থাকেন সেই জিলা কি শহরের দেওয়ানী আদালতে তাহার নালিশ করে ও জানা কর্ত্তব্য যে এই ধারানুসারে

এমতং মোকদ্দমার যে সকল নালিশ উপস্থিত হয় তাহা শুনা যাওন ও তাহার বিচারকরণেতে ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ২ আইনের লিখিত দাঁড়া সম্পর্ক রাখিবেক ইতি।—১৮১৬ সা। ১৩ আ। ১৮ ধা।

এজেন্ট সাহেবদিগকে বোর্ড ত্রেডের অনুমতিবিনা দেওয়ানী আদালতে কোন নালিশ দরপেশ করিতে নিষেধ হওনের কথা।

২৭। আফীনের এজেণ্ট এতাবতা মোখ্তারকার সাহেবদিগের কর্ত্তব্য নহে যে আপনং ভারানুসারে বোর্ড ত্রেডের সাহেবদিগের অনুমতিবিনা দেওয়ানী আদালতে কোন নালিশ দরপেশ করেন্ ইতি।—১৮১৬ সা। ১৩ আ। ১৯ ধা।

জিলা কি শহরের দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা আদালতে উপস্থিত থাকা সমস্ত মোকদ্দমার পূর্ব্বে আফীনের মোকদ্দমার তজবীজ করিবার কথা।

২৮। জিলা কি শহরের দেওয়ানী আদালতের জজ সাহেবদিগের নিকটে এজেণ্ট সাহেবদিগের তরফহইতে কি তাঁহারদিগের তরফ লোকদিগহইতে কোন চাসী প্রজা কি আফীন তৈয়ারকরণের কর্ম্মে নিযুক্তথাকা অন্য কোন ব্যক্তির নামে কিম্বা ঐ প্রজাপ্রভৃতি কাহারু তরফহইতে এজেণ্ট সাহেবদিগের কি তাঁহারদিগের কার্য্যকারকদিগের নামে নালিশ দরপেশ হইলে ঐ সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে এমতং নালিশ এবং এই আইনের ১৭ ধারামতে জমীদারপ্রভৃতি ভূম্যধিকারিদিগের উপর যে সকল নালিশ হইতে পারে তাহা শুনিয়া রুবকারথাকা আরং সমস্ত মোকদ্দমার তজবীজকরণের পূর্ব্বে যত শীঘ্র হইতে পারে তাহার বিচার ও নিষ্পত্তি করেন্ ও আদালতের সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে এমতং মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তিসম্পর্কীয় ও আদালতের খরচা দেওয়াইবার ও ডিক্রী জারী করিবার সম্পর্কীয় যেং বিষয়ের নিমিত্তে এই আইনানুসারে বিশেষরূপে হুকুম নির্দ্দিষ্ট না হইয়া থাকে সে সকল বিষয়ে অন্যং মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তির সহিত নির্দ্ধারিত যে সকল দাঁড়া সম্পর্ক রাখে সেই সকল দাঁড়ামতে কার্য্য করিতে থাকেন্ ইতি।—১৮১৬ সা। ১৩ আ। ২০ ধা।

এই আইনানুসারে যে সকল মোকদ্দমা কালেক্টর সাহেবআদির বিচারযোগ্য তাহার বিচার ও নিষ্পত্তি করিতে জজ সাহেরেরা হাত না দিবার কথা।

২৯। উপরের উক্ত ধারার অনুসারে এমত বোধ না হয় যে এই আইনানুসারে যেং মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি ভূমির মালগুজারী তহসীলের কালেকটর সাহেবদিগের কি অন্য যে সকল কার্য্যকারক সাহেবদিগের প্রতি আবকারী মহালের কর্ম্মের ভার থাকে তাঁহারদিগের কর্ত্তব্য সে সকল মোকদ্দমাতে হাত দিতে জজ সাহেবদিগের ক্ষমতা আছে ইতি।—১৮১৬ সা। ১৩ আ। ২১ ধা।

এজেন্ট সাহেবদিগের প্রতি আদালতের হুকুমনামা জা

৩০। যদি দেওয়ানী আদালতের সাহেবের কিম্বা কালেক্টর সাহেবের অথবা আসিষ্টাণ্ট কালেক্টর সাহেবের কিম্বা অন্য যে কার্য্যকারক সাহেবের প্রতি আবকারী মহালের কার্য্যের ভার থাকে

তাঁহার তরফহইতে কোন আফীনের এজেণ্ট এত্তাবত্তা মোখ্তারকার সাহেবের পক্ষে কোন হুকুম জারী কি তদবীর অর্থাৎ উপায় করিতে হয় তবে সেই আদালতের জজ সাহেব কি রেজিষ্টর সাহেব কিম্বা কালেক্টর সাহেব অথবা আসিষ্টাণ্ট কালেক্টর সাহেব কি অন্য কার্য্যকারক সাহেবের কর্ত্তব্য যে সেই হুকুম কি তদবীরের কথা লিখিয়া পত্রের ন্যায় খাম করিয়া সেই এজেণ্ট সাহেবের নামে শিরনামা দিয়া ও তাহাতে আপন ভারের মোহর ও আপন দস্তখৎ করিয়া ঐ এজেণ্ট সাহেবের নিকটে পাঠাইয়া দেন ও এজেণ্ট সাহেবের কর্ত্তব্য যে ঐ হুকুমনামা পাইবার রসীদ তাহার পৃষ্ঠে লিখিয়া পুনরায় তাহা খাম ও মোহর করিয়া ঐ আদালতের জজ সাহেব কি রেজিষ্টর সাহেবইত্যাদির নিকটে ফিরিয়া পাঠান ইতি।—১৮১৬ সা। ১৩ আ। ২২ ধা।

রী হইবার মতের কথা।

৩১। এজেণ্ট সাহেবদিগের কিম্বা তাঁহারদিগের প্রধান আমলাদিগের নিজ ভারক্রমে করা কর্ম্মঘটিত মোকদ্দমাসকলের সওয়ালজওয়াবের কারণ জিলা ও শহরের দেওয়ানী আদালতে ও মফঃসল আপীল আদালতে ও সদর দেওয়ানী আদালতে তথাকার সিরিশ্তার যে চিহ্নিত উকীল নিযুক্ত থাকে তাহারদিগের সহিত তাহারদিগের মওক্কেলেরা অর্থাৎ সেই এজেণ্ট সাহেবেরা কিম্বা প্রধান আমলারা পদস্থ কি অপদস্থ কালেইবা সে মোকদ্দমার সংক্রান্ত হুকুম আদি কাগজপত্র অনায়াসে বিনারসুমে সরকারী ডাকে চালাচালি করিতে পারিবার জন্যে অনুমতি আছে যে এজেণ্ট সাহেবদিগের কিম্বা তাঁহারদিগের প্রধান আমলাদিগের কেহ যে সময়ে হুকুমআদি কাগজপত্র যে আদালতের উকীলের কি মোখ্তারকারের নিকটে পাঠাইতে চাহেন সে সময়ে তাহা খাম ও মোহর করিয়া সেই উকীলের কি মোখ্তারকারের নামে শিরনামা লিখিয়া পরে দোহারা খাম ও মোহর করিয়া তাহার উপরে সেই মোকদ্দমা উপস্থিত থাকা আদালতের রেজিষ্টর সাহেবের নামে শিরনামা দিয়া তৎকালে আপনি যে পদস্থ থাকেন কিম্বা সে মোকদ্দমা উপস্থিত হইবার সময়ে আপনি যে পদস্থ ছিলেন তাহার নিদর্শন নিজ নামযুক্তে লিখিয়া এত্তাবত্তা অমুক পদস্থ শ্রীঅমুকের লিখিত লিখন জানাইয়া সরকারী ডাকে চালান করিবেন তাহাতে সেই রেজিষ্টর সাহেবের কর্ত্তব্য যে এমত লিখন পাইলে উকীলের কি মোখ্তারকারের নামযুত খাম না খুলিয়া বজিনিস বাক্যার্থ যেমন তেমনি সেই উকীল কি মোখ্তারকারকে দেন ও উপরের লিখিত মোকদ্দমার সওয়াল ও জওয়াবের জন্যে নিযুক্ত থাকা ঐ সকল আদালতের সিরিশ্তার চিহ্নিত উকীলগণ ও মোখ্তারকার লোক সে মোকদ্দমার সংক্রান্ত কাগজপত্র আপনারদিগের মওক্কেল এজেণ্ট সাহেবেরা কিম্বা তাঁহারদিগের প্রধান আমলারা তৎপদস্থ কি অপদস্থই বা থাকুন তাঁহারদিগের স্থানে পাঠাইতে চাহিলে তৎকালে তাহা রসুম না দিয়া সরকারী ডাকে পাঠাইতে শক্তি রাখিবেক ও তাহাতে এই গতিক

এজেণ্ট সাহেবেরা ও তাঁহারদিগের আমলারা আপনং ভারসম্পর্কীয় মোকদ্দমার লিখন ও কাগজপত্র মাসুল দেওনবিনা ডাকে পাঠাইতে থাকিবার কথা।

আদালতের উকীলেরাও মতনের লিখিত মোকদ্দমার বাবৎ আপনং লিখন পত্রাদি মাসুল দেওনবিনা ডাকে পাঠাইতে পারিবার কথা।

করিতে হইবেক যে সে কাগজপত্র খাম ও মোহর করিয়া সেই মণ্ডলের নামে শিরনামা লিখিয়া আপন নামনিদর্শনে নিবেদনপত্র ধ্বনি দিয়া সেই আদালতের জজ সাহেবের কি রেজিষ্টর সাহেবের স্থানে দিবেক ও সে সাহেব সে খামের উপরে দোহারা খাম ও মোহর করিয়া পুনরায় শিরনামা পূর্ব্বের মতে দিয়া তাহাতে আপন লিখিত লিখন নিজনামনিদর্শনে প্রবাচক করিয়া লিখিয়া সরকারী ডাকে চালাইয়া দিবেন ইতি।—১৮১৬ সা। ১৩ আ। ২৩ ধা।

বোর্ড ত্রেডের সাহেবেরা মোকদ্দমার সওয়াল ও জওয়াবের খবর গিরী করিবার ভার আপনারদিগের প্রতি লইবার কথা।

৩২। বোর্ড ত্রেডের সাহেবেরা কিম্বা তাঁহারদিগের তাবে কার্য্যকারকদিগের কেহ যে কোন মোকদ্দমায় কোন জিলার কিম্বা শহরের দেওয়ানী আদালতে অথবা মফঃসল আপীল আদালতে কিম্বা সদর দেওয়ানী আদালতে অথবা ভূমির মালগুজারীর তহসীলের কালেক্টর সাহেবের কি অন্য যে কার্য্যকারক সাহেবের প্রতি আবকারী মহালের কার্য্যের ভার থাকে তাঁহার নিকটে কিম্বা বোর্ড রেবিনিউ কি বোর্ড কমিস্যনরের সাহেবদিগের নিকটে কি সুবে বেহার ও বারাণসের কমিস্যনর সাহেবের নিকটে বাদী কি প্রতিবাদী থাকেন্ সে মোকদ্দমার সওয়াব ও জওয়াবের খবরগিরী অর্থাৎ তত্ত্বাবধারণ করা যদি ঐ বোর্ডের সাহেবদিগের নিজের কর্ত্তব্য তাঁহারদিগের বিবেচনাক্রমে কিম্বা শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলের হুকুমের অনুসারে হয় তবে তাহা করিবার ভার কোন এজেণ্ট সাহেবের কিম্বা তাঁহার বিষয় লিপ্ত কোন আমলার প্রতি না দিয়া আপনারাই করিবেন ইতি।—১৮১৬ সা। ১৩ আ। ২৪ ধা।

বোর্ড ত্রেডের সাহেবেরা কোন ডিক্রীতে নারাজ হইলে তাহার আপীল করিতে অনুমতি দিতে পারিবার কথা।

৩৩। আফীনের এজেণ্ট এতাবতা মোখ্তারকার সাহেব বোর্ড ত্রেডের সাহেবদিগের হুকুমমতে কি তাঁহারদিগের বিনাহুকুমে অথবা শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হুকুমমতে কি ঐ শ্রীযুতের হুকুমবিনা যে মোকদ্দমা নীচের লিখিত দাঁড়ামতে কোন আদালতে কি ভূমির মালগুজারী তহসীলের কালেক্টর সাহেবের কি অন্য যে কার্য্যকারক সাহেবের প্রতি আবকারী মহালের কর্ম্মের ভার থাকে তাঁহার নিকটে দরপেশ করেন্ সে মোকদ্দমাতে যদি ঐ এজেণ্ট সাহেবের নামে ডিক্রী হয় ও সেই ডিক্রীতে বোর্ড ত্রেডের সাহেবেরা নারাজঅর্থাৎ অসম্মত হন্ তবে ঐ বোর্ডের সাহেবদিগের ক্ষমতা আছে যে নির্দ্ধারিত দাঁড়ার মতে ঐ মোকদ্দমার আপীল করিতে অনুমতি দেন্ ইতি।—১৮১৬ সা। ১৩ আ। ২৫ ধা।

৪ ধারা।

আফীন এজেণ্ট সাহেবের অধীনে নিযুক্তহওয়া এতদ্দেশীয় আমলারদের বিষয়।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৩১ আই

৩৪। আফীনের এজেণ্ট এতাবতা মোখ্তারকার সাহেবের তাবে যেং কার্য্যকারকের নাম নীচের তফসীলে লেখা যাইতেছে এই ধারানু

সারে তাহারদিগের সহিত ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৩১ আইনের ১০ ধারার ৪ ও ৫ ও ৬ ও ৭ ও ৮ ও ৯ ও ১০প্রকরণের লিখিত কথা সম্পর্ক রাখিবেক ইতি।

নের ১০ ধারার ক এক প্রকরণের লিখিত কথা নীচে লিখিত কার্য্যকারকদিগের সহিত সম্পর্ক রাখিবার কথা।

তফসীল।

সদর কুঠী।	মফঃসলকুঠী।
দেওয়ান।	গোমাস্তারা।
নায়েব দেওয়ান।	তহবীলদারেরা।
তহবীলদার।	মুহরিরেরা।
মুহরির লোক।	পরখিয়া।
গুদামের মহাফেজ লোক।	দণ্ডীদার।
নাগরীনবীস লোক	

—১৮১৬ সা ১৩ আ। ২৬ ধা।

৩৫। আফীনের কুঠীর এজেন্ট এতাবতা মোখ্তারকার সাহেবেদিগের কর্ত্তব্য যে উপরের ধারার লিখিত কার্য্যকারকদিগের নির্দ্ধারিত বাসস্থানের নামসহিত ইসমনবিসীর ফর্দ্দ তৈয়ার করিয়া দেশের চলন ভাষাতে তাহার তরজমা ও নকল করিয়া প্রতিবৎসরে একবার ঐ সকল লোক যে জিলায় বাস করে সেই জিলার জজ ও মাজিষ্ট্রেট সাহেবের ও ভূমির মালগুজারীর কালেক্টর সাহেবের কিম্বা অন্য যে কার্য্যকারক সাহেবের প্রতি আবকারী মহালের কর্ম্মের ভার থাকে তাঁহার নিকটে পাঠাইয়া দেন ও ঐ এজেন্ট সাহেবদিগের ইহাও কর্ত্তব্য যে ঐ আমলাদিগের মধ্যে যে তগীর তবদিল হয় তাহারো সমাচার সর্ব্বদা ঐ জজ ও মাজিষ্ট্রেট সাহেবও কালেক্টর সাহেব কি অন্য কার্য্যকারক সাহেবকে দিতে থাকেন্ ইতি।—১৮১৬ সা ১৩ আ। ২৭ ধা।

আফীনের কুঠীর এজেন্ট সাহেবদিগের যে কর্ত্তব্য তাহার কথা।

৩৬। এই প্রকরণেতে ইহাও নির্দ্দিষ্ট করা গেল যে আফীনের এজেন্ট সাহেবেরা ও তাঁহারদের নায়েব সাহেবেরা কষ্টম ও নিমক ও আফীনের বোর্ডের হুকুমের অধীনতায় আপন২ আমলার মধ্যে এদেশীয় কোন কর্ম্মকারিকে ও মহতোদিগকে এবং সরকারের কার্য্যকারকের ও আফীনের প্রজারদের মধ্যবর্ত্তি অন্য কোন জনকে তাহারদিগের কর্ত্তব্য কার্য্যকরণেতে কোন ক্রটিহওনপ্রযুক্ত কিম্বা মাজিষ্ট্রেট্ সাহেবের কি ফৌজদারী আদালতের বিচার ও হুকুমহওনের আবশ্যকতা না হওনযোগ্য অন্য কোন উপদ্রবকরণপ্রযুক্ত কোন প্রকারে ৫০ পঞ্চাশ টাকার অধিক না হয় এমত মধ্যমরূপ জরীমানা করণদ্বারা শাস্তি দিতে এবং ঐ জরীমানার টাকা না দিলে তাহার পরিবর্ত্তে এক মাসের অধিক না হয় এমত মিয়াদে দেওয়ানী জেলখানাতে কয়েদ রাখিতে ক্ষমতা রাখেন্ ইতি।—১৮২৪ সা। ৭ আ। ২৩ ধা। ১ প্র।

আফীনের এজেন্ট সাহেবেরা ও তাঁহারদিগের নায়েব সাহেবেরা কর্ত্তব্য কর্ম্মের অকরণ কি উপদ্রব করণ নিমিত্তে এদেশীয় আমলাদিগকে শাস্তি দিতে পারিবার কথা।

ভূমির মালগুজারীর কালেক্টর সাহেবদিগকে অর্পণ করা ক্ষমতাক্রমে পোস্তের ক্ষেতকরণিয়াদিগের শিরে পড়া বাকী টাকা তাহারদিগের ভূমি ক্রোক্ ও বিক্রয়ের দ্বারা উসুল করা যাইবার কথা।

৩৭। আরো হুকুম করা যাইতেছে যে ঐ বোর্ডের সম্মতি পাইলে আফীনের এজেণ্ট সাহেব্লোক ও ঐ সাহেবদিগের নায়েব সাহেবেরা এমত ক্ষমতা রাখিবেন যে পোস্তের ক্ষেতকরণিয়ার কি ঐ কারখানার তাবে কোন কর্ম্মকারি জনের কি মহতোর কি কোন মধ্যবর্ত্তি কর্ম্মকারির কিম্বা ঐ পূর্ব্বোক্ত ক্ষেতকরণিয়া কিম্বা কর্ম্মকারি কি মধ্যবর্ত্তি জনের জামিনের স্থানে হিসাবী বাকী কি আর কোন প্রকার পাওনা যত টাকা হয় তাহা ভূমির মালগুজারীর কালেক্টর সাহেবেরা যে প্রকারে ও যে ক্ষমতাক্রমে প্রজাদিগের স্থানে কি খাসত হসীলে থাকা ভূমির অন্য দখলীকারের স্থানে মালগুজারীর বাকী আদায় করিবার নিমিত্তে বস্তু ক্রোক্ করিতে পারেন সেই প্রকারে ও সে ক্ষমতাক্রমে আদায় করেন্ ইতি।—১৮২৪ সা। ৭ আ। ২৩ ধা। ২ প্র।

৫ ধারা।

বিনাঅনুমতিতে পোস্তের চাস ও আফীন প্রস্তুত প্রভৃতি করণের নিবারণার্থ বিধি।

নীচের লিখিত ধারার অভিপ্রায়ের কথা।

৩৮। সরকারের বিনানুমতিতে পোস্তের চাস ও আফীন তৈয়ার ও খরীদ ও ফরোখ্ত অর্থাৎ কেনা ও বেচা হইতে ও তাহা এক স্থানহইতে অন্য স্থানে লইয়া যাওয়া ও রাখা হইতে না পারিবার নিমিত্তে নীচের লিখিত দাঁড়া নির্দ্দিষ্ট হইল ইতি।—১৮১৬ সা। ১৩ আ। ২৮ ধা।

যে ইসমনবিশী তৈয়ার করিতে ১১ ধারাতে হুকুম আছে তাহা মাজিস্ট্রেট সাহেব ও কালেক্টর সাহেবআদির নিকটে পঁহুছিলে তাঁহারদিগের যে কর্ত্তব্য তাহার কথা।

৩৯। পোস্তের চাসী লোকের যে ইসমনবিসী তৈয়ার করিতে ও পাঠাইতে এই আইনের ১১ ধারাতে হুকুম আছে তাহা মাজিস্ট্রেট সাহেবদিগের ও কালেক্টর সাহেবদিগের কিম্বা অন্য যে২ কার্য্যকারক সাহেবের প্রতি আবকারী মহালের কর্ম্মের ভার থাকে তাঁহারদিগের নিকটে পঁহুছিলে ঐ সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে ঐ চাসী লোকের বসত বাটী যে২ পরগনায় হয় সেই২ পরগনার নাম ও ঐ সকল পরগনা যে২ দারোগার এলাকা অর্থাৎ অধিকারে হয় তাহার জিগিরসুদ্ধা ঐ ইসমনবিসীর নকল করাইয়া যে২ ব্যক্তির স্থানে আফীনের এজেণ্ট এতাবতা মোখ্তারকার সাহেব পোস্তের চাস করিবার একরারনামা লেখাইয়া না লইয়া থাকেন্ তাহারদিগকে ঐ চাস করিতে না দিবার হুকুমনামাসহিত আপন২ এলাকা অর্থাৎ অধিকারের পোলীসের ও আবকারীর দারোগাদিগের নিকটে পাঠান্ এবং ঐ মাজিস্ট্রেট সাহেব ও কালেক্টর সাহেব ও অন্য কার্য্যকারক সাহেবদিগের ইহাও কর্ত্তব্য যে যে২ দারোগার এলাকা অর্থাৎ অধিকারের মধ্যে সরকারের তরফহইতে পোস্তের চাস না হয় প্রতি বৎসর সেই২ দারোগার নামে এমত হুকুমনামা পাঠান্ যে আপন২ এলাকার মধ্যে সরকারের অনুমতিবিনা কোন ব্যক্তিকে পোস্তের চাস করিতে না দেয় ইতি।—১৮১৬ সা। ১৩ আ। ২৯ ধা।

৪০। জানান যাইতেছে যে যে সকল চাসী লোক পোস্তের চাস করিবার নিমিত্তে সরকারের তরফহইতে দাদনী লয় ও আফীন বিক্রয় কি মার্জ্জা করিয়া কিম্বা অন্য প্রকারে তসরুফ করেতাহারদিগের নামে এ বিষয়ের নালিশ কালেকটর সাহেব কি অন্য যে কার্য্যকারক সাহেবের প্রতি আবকারী মহালের কর্ম্মের ভার থাকে তাঁহার নিকটে হইতে পারিবেক ও যদি তাহা সাবুদ হয় ও তসরুফহওয়া আফীন পাওয়া যায় তবে ঐ আফীনের প্রতিসেরেতে ৮ আট টাকা* করিয়া জরীমানা ঐ চাসী লোকদিগের দিতে হইবে ও সেই আফীন সরকারে জব্দ হইবেক ও ঐ আফীন না পাওয়া গেলে যত আফীন তসরুফ হইয়া থাকে তাহার প্রতিসেরেতে ১৬ ষোল টাকা করিয়া জরীমানারূপে ঐ চাসী লোকদিগহইতে দেওয়ান যাইবেক ও ঐ জরীমানাদেওনের অতিরিক্ত ঐ চাসী লোকেরা ছয় মাসের অধিক না হয় এমত মিয়াদে কয়েদথাকনের যোগ্য হইবেক ও নিরূপিত জরীমানার টাকা দাখিল না করিলে সে নিমিত্তে ও ছয় মাসের অধিক না হয় এমত অন্য মিয়াদে কয়েদ থাকিবার যোগ্য হইবেক ইতি।—১৮১৬ সা। ১৩ আ। ৩০ ধা।

চাসী লোকদিগহইতে আফীন তসরুফ হওয়া সাবুদ হইলে যে দণ্ড দেওয়ান যাইবেক তাহার কথা।

৪১। যদি কোন ব্যক্তি এই আইনের ৩ ধারার লিখিত নিষেধ না মানিয়া পোস্তের চাস করে তবে ঐ ব্যক্তির নামে ভূমির মালগুজারী তহসীলের কালেকটর সাহেবের কিম্বা অন্য যে কার্য্যকারক সাহেবের প্রতি আবকারী মহালের কর্ম্মের ভার থাকে তাঁহার নিকট এ বিষয়ের নালিশ হইতে পারিবেক ও ইহা সাবুদ হইলে যত বিঘা চাস করিয়া থাকে তাহার প্রতিবিঘাতে ২০ কুড়ি টাকা করিয়া দণ্ড ঐ অপরাধির দিতে হইবেক ও যদি তখন পোস্তের গাছ ভূমিতে থাকে ও তাহাহইতে আফীন উঠান না গিয়া থাকে তবে পোস্তের ঐ সকল গাছ মারিয়া ফেলা যাইবেক আর যদি ঐ সকল গাছহইতে আফীন উঠান গিয়া থাকে ও তাহা সরকারের কার্য্যকারকদিগের হস্তগত হইয়া থাকে তবে সে আফীন জব্দ হওনের যোগ্য হইবেক ও যদি সে আফীন সরকারের কার্য্যকারক লোকের হস্তগত না হইয়া থাকে তবে ফিবিঘা ২০ কুড়ি টাকার বদলে ৩২ টাকা করিয়া দণ্ড ঐ অপরাধি ব্যক্তির দিতে হইবেক ও ঐ দণ্ডের অতিরিক্ত ঐ চাসী ব্যক্তি ছয় মাসের অধিক না হয় এমত মিয়াদে কয়েদ থাকিবার যোগ্য হইবেক ও নিরূপিত জরীমানা অর্থাৎ দণ্ডের টাকা দাখিল না করিলে ছয় মাসের অধিক না হয় এমত অন্য মিয়াদে কয়েদ থাকিবার যোগ্য হইবেক ইতি।—১৮১৬ সা। ১৩ আ। ৩১ ধা।

সরকারের অনুমতিবিনা যাহারা পোস্তের চাস করে তাহারদিগের নামে নালিশ হইতে পারিবার কথা।

ইহার সাবুদ হইলে প্রতিফল হইবার কথা।

৪২। জানা কর্ত্তব্য যে এই ধারানুসারে সমস্ত জমীদার ও তালুকদার ও সকর কি নিষ্কর ভূমির অন্য অধিকারি লোকের ও সমস্ত সদরি ইজারদারদিগের ও মফঃসলী সকল প্রকার ইজারদার ও তালুক

সমস্ত জমীদার আদির সরকারের অনুমতিবিনা পো

* এই বিধান পশ্চাতে হুকুম করা আইনের দ্বারা মতান্তর হইয়াছে। ঐ সংশোধিত আইন পশ্চাৎ লেখা গিয়াছে।

স্তের চাস হওনের সম্বাদ পাইবামাত্র তাহার সম্বাদ পোলীসের দারোগা আদিকে দিতে হইবার কথা।

দার ও তাহারদিগের নায়েব লোকের ও সাজওয়াল ও তহসীলদার ও সরবরাহকার লোকের ও এদেশীয় যে সকল লোক সরকারের তরফহইতে কি কোর্ট ওয়ার্ডসের তরফহইতে ভূমির মালগুজারী কি ইজারার ভূমির টাকা তহসীলের কর্ম্মে মোকরর আছে তাহারদিগের আবশ্যক যে আপন২ অধিকারের সরহদ্দের মধ্যে কোন স্থানেতে সরকারের অনুমতিবিনা পোস্তের চাস হইবার সম্বাদ পাইলে অবিলম্বে ও সময় শিরে ইহার সমাচার পোলীসের ও আবকারীর দারোগাদিগের নিকটে ও মাজিষ্ট্রেট সাহেবদিগের ও ভূমির মালগুজারীর কালেক্টর সাহেবদিগের নিকটে কি অন্য যে কার্য্যকারক সাহেবদিগের প্রতি আবকারী মহালের কর্ম্মের ভার থাকে তাঁহারদিগের নিকটে ও সরকারী মামুল তহসীলের সাহেবদিগের ও আফীনের এজেণ্ট এতাবতা মোখ্তারকার সাহেবের কি তাঁহারদিগের নায়েবদিগের নিকটে দেয় ইতি।—১৮১৬ সা। ১৩ আ। ৩২ ধা।

উপরের উক্ত লোকেরা সমাচার দিতে গাফিলী করিলে তাহারদিগের যে দণ্ড দিতে হইবেক তাহার কথা।

৪৩। জমীদারপ্রভৃতি উপরের ধারার প্রস্তাবিত সমস্ত প্রকার যে লোকদিগের শিরে উপরের ধারার লিখিত সমাচার দিবার ভার হইয়াছে তাহারা যদি পোলীসের কি আবকারীর যে দারোগা অতি নিকটে থাকে তাহার নিকটে কি মাজিষ্ট্রেট সাহেবের কি ভূমির মালগুজারীর কালেক্টর সাহেবের কিম্বা অন্য যে কার্য্যকারক সাহেবের প্রতি আবকারী মহালের কর্ম্মের ভার থাকে তাঁহার নিকটে অথবা সরকারের মামুল তহসীলের কালেক্টর সাহেবের কি নিমক মহালের সুপেরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের কিম্বা আফীনের এজেণ্ট এতাবতা মোখ্তারকার সাহেবদিগের কি তাঁহারদিগের নায়েব কিম্বা আসিষ্টাণ্টদিগের নিকটে উপরের ধারার লিখিত ঐ সমাচার জানিয়া শুনিয়া দিতে গাফিলী করে তবে ইহা কালেক্টর সাহেবের কি অন্য যে কার্য্যকারক সাহেবের প্রতি আবকারী মহালের কর্ম্মের ভার থাকে তাঁহার হজুরে সাবুদ হইলে ঐ জমীদারপ্রভৃতি লোকেরা তাহারদিগের অধিকারের সরহদ্দের মধ্যে সরকারের অনুমতিবিনা যত বিঘা ভূমিতে পোস্তের চাস হইয়া থাহার দৃষ্টে এই আইনের ৩১ ধারার উক্ত কয়েদব্যতিরেকে ঐ ধারার নিরূপিত জরীমানার যোগ্য হইবেক ইতি।—১৮১৬ সা। ১৩ আ। ৩৩ ধা।

সমস্ত আমলাদিগের নিষিদ্ধ আফীনের সম্বাদ তাহারা যে২ সাহেবের অধিকারে ও তাবে থাকে তাঁহারদিগের নিকটে দিতে হইবার কথা।

ঐ সম্বাদ আবকারী মহালের কর্ম্মে

৪৪। এই ধারানুসারে সরকারের প্রত্যেক আমলাকে অতিতাকীদ হুকুম হইল যে সরকারের বিনাঅনুমতিতে পোস্তের চাস হইয়াছে জানিতে পাইলে তাহার সমাচার তাহারা উপরের ধারার প্রস্তাবিত যে সাহেবদিগের অধিকারে ও তাবে থাকে তাঁহারদিগের নিকটে দিতে কোন প্রকারে গাফিলী না করে ও ইহার অন্যমত করিলে তাহারা কর্ম্মহইতে তগীর হওনের ও নিরূপিত শাস্তি পাইবার যোগ্য হইবেক ও মাজিষ্ট্রেট সাহেবআদি যে সাহেবদিগকে এমত২ বিষয়ের খবরগিরী করিবার নিমিত্তে অনুমতি হইয়াছে তাঁহারদিগের কর্ত্তব্য যে তাঁহারা এমত সম্বাদ পাইলে তৎক্ষণাৎ তাহার সমা

চার সেখানকার জিলার কালেক্টর সাহেবের কি অন্য যে কার্য্যকার্ক সাহেবের প্রতি আবকারী মহালের কর্ম্মের ভার থাকে তাঁহার নিকটে দেন্ ইতি।—১৮১৬ সা। ১৩ আ। ৩৪ ধা।

র ভারাক্রান্ত সাহেবকে দিবার কথা।

৪৫। পোলীসের কি আবকারীর কোন দারোগা তাহারদিগের এলাকা অর্থাৎ অধিকারের সরহদ্দের মধ্যে এই আইনের ৩ ধারার লিখিত নিষেধের অন্যথা সরকারের বিনাঅনুমতিতে পোস্তের চাস হওনের সম্বাদ পাইলে তাহারদিগের কর্ত্তব্য যে তৎক্ষণাৎ সে স্বয়ং সরে জমীনে গিয়া ইহার তহকীক করে ও ইহা সত্য হইলে তাহার কর্ত্তব্য যে তাহারা যে সাহেবের এলাকা অর্থাৎ অধিকারে থাকে সেই সাহেবকে ইহার সম্বাদ অবিলম্বে জানায় ও পোলীসেরও আবকারী মহালের দারোগাদিগের ইহাও কর্ত্তব্য যে ঐ ভূমি চাসক রণিয়ার স্থানে কালেক্টর সাহেবের কি অন্য যে কার্য্যকারক সাহেবের প্রতি আবকারী মহালের কর্ম্মের ভার থাকে তাঁহার হজুরে তাহার হাজির হইবার নিমিত্তে মাতবর জামিনী লয় ও ঐ চাসী ব্যক্তি তলবমত জামিনী না দিলে ঐ দারগাদিগের কর্ত্তব্য যে ঐ চাসীকে গ্রেফ্তার করিয়া যে ভূমিতে পোস্তের চাস করিয়া থাকে সে ভূমি কত ইহা সাবুদ হওনের সাক্ষী লোক সহিত মাজিষ্ট্রেট্ সাহেবের কি ভূমির মালগুজারী তহসীলের কালেক্টর সাহেবের কিম্বা অন্য যে কার্য্যকারক সাহেবের প্রতি আবকারী মহালের কর্ম্মের ভার থাকে তাঁহার নিকটে পাঠাইয়া দেয় ইতি।—১৮১৬ সা। ১৩ আ। ৩৫ ধা।

পোলীসের কি আবকারী মহালের দারোগারা সরকারের অনুমতিবিনা পোস্তের চাস হওনের সম্বাদ পাইলে তাহারদিগের যে কর্ত্তব্য তাহার কথা।

৪৬। জানান যাইতেছে যে যদি পোলীসের কি আবকারী মহালের কোন দারোগা আপন এলাকার মধ্যে সরকারের অনুমতি বিনা কোন ব্যক্তিকে পোস্তের চাস করিতে দেয় কি কোন প্রকারে সরকারের অনুমতিবিনা পোস্তের চাস করিতে দেখিয়া কি শুনিয়া তাচ্ছল্য করে তবে এক্ষণকার চলিত আইনের মতে ঐ দারোগা তাহাহইতে হওয়া ক্রটি ও গাফিলীপ্রযুক্ত আপন কর্ম্মহইতে তগীর হওনের যোগ্য ও তাহা সেওয়ায় তাহার জ্ঞাতসারে কি তাচ্ছল্য ক্রমে যত বিঘা জমীতে সরকারের বিনাঅনুমতিতে পোস্তের চাস হইয়া থাকে তাহার দৃষ্টে এই আইনের ৩১ ধারার নিরূপিত জরীমানার যোগ্য হইবেক ও জরীমানার টাকা না দিলে ছয় মাসের অধিক না হয় এমত মিয়াদে কয়েদ থাকিবার যোগ্য হইবেক ইতি।—১৮১৬ সা। ১৩ আ। ৩৬ ধা।

পোলীসের কি আবকারীর দারোগারা সরকারের অনুমতিবিনা পোস্তের চাস হইতে দেখিয়া শুনিয়া তাচ্ছল্য করিলে তগীর ও জরীমানাহওনের যোগ্য হইবার কথা।

৪৭। যে কোন জন নিজে কি অন্যের দ্বারা আইনবিরুদ্ধে পোস্তের ক্ষেত করে কিম্বা আর কোন প্রকারে তাহা করায় কিম্বা তাহার প্রবৃত্তি দেয় কি তাহার সহকারিতা করে কি পরামর্শ দেয় সে জন আইনবিরুদ্ধে পোস্তের ক্ষেতকরণিয়াদিগের বিষয়ে যেং জরী

আইন বিরুদ্ধে পোস্তের ক্ষেত করিতে প্রবৃত্তি কি পরামর্শ দেওনিয়া

দিগের যে দণ্ড হই বেক তাহার কথা।

মানা ও দ্রব্য জব্দকরণের হুকুম লেখা গিয়াছে সেই জরীমানা ও জব্দের যোগ্য হইবেক ইতি।—১৮২৪ সা। ৭ আ। ১৮ ধা। ১ প্র।

এদেশীয় কর্ম্মকারিদিগকে উপরের লিখিত অপরাধের কর্ম্মের নিবারণের সাহায্য করিতে হুকুম হওনের কথা।

কর্ত্তব্য কার্য্যে তাচ্ছল্য করিলে যে জরীমানা হইবেক তাহার কথা।

৪৮। চৌকীদার ও পাইক ও গ্রামের রক্ষাকারী সরকারের এদেশীয় সকল কার্য্যকারক জনেরদিগকে এই প্রকরণক্রমে দৃঢ় হুকুম দেওয়া যাইতেছে যে তাহারা যে কার্য্যকারকের হুকুমমতের তাবে থাকে তাঁহাকে যে কোন সময়ে তাহারদিগের জ্ঞাতসার হয় যে আইনবিরুদ্ধে অমুক স্থানে পোস্তের ক্ষেত হইতেছে তৎক্ষণাৎ তাহার সমাচার দেওনদ্বারা ঐ আইনবিরুদ্ধে পোস্তের ক্ষেতহওয়ার নিবারণ করে এবং যদি পূর্ব্বোক্ত কোন কর্ম্মকারি জন উপরের লিখনমত সম্বাদ দিতে কোন প্রকারে তাচ্ছল্য করে কিম্বা আইনবিরুদ্ধে পোস্তের ক্ষেত হইতেছে ইহা জানিয়া শুনিয়া কিছু না কহিয়া নিরস্ত থাকে তবে ইঙ্গরেজী ১৮১৬ সালের ১৩ আইনের ৩৬ ধারার পোলীসের এবং আবকারীর দারোগার তাহা করিতে দেওনের কি করিতে দেখিয়া চুপ করিয়া থাকনের বিষয়ে যে জরীমানার নিরূপণ লেখা গিয়াছে সেই জরীমানার যোগ্য হইবেক ইতি।—১৮২৪ সা। ৭ আ। ১৮ ধা। ২ প্র।

পাটওয়ারীদিগেরো তত্তুল্য জরীমানা হইবার কথা।

৪৯। আইনবিরুদ্ধে পোস্তের ক্ষেতকরণের কথা কোন পাটওয়ারী জ্ঞাত হইয়া যদি ঐ পরগনার কানুনগো কি জিলার কালেক্টর সাহেবকে তাহার সম্বাদ দিতে ত্রুটি করে তবে উপরের উক্ত জরীমানা তাহার দিতে হইবেক ইতি।—১৮২৪ সা। ৭ আ। ১৮ ধা। ৩ প্র।

জব্দহওয়া আফীনের মূল্য জরীমানার সম্পূর্ণ টাকার তুল্য না হইলে যাহা করিতে হইবেক তাহার কথা।

৫০। আরো হুকুম দেওয়া যাইতেছে যে আইনবিরুদ্ধে আফীনের বেপারকরণের অপরাধ যে জন কি জনেরদের প্রতি প্রমাণ হয় তাহারদিগের জব্দহওয়া আফীনের মূল্য পাঁচ শত টাকার কম হইলে ঐ পূর্ব্বোক্ত জন কি জনেরদের প্রত্যেকের এত করিয়া জরীমানা হইবেক যে হুকুমমতে জব্দহওয়া আফীনের মূল্য তাহার সহিত একুন করিয়া পূরা পাঁচ শত টাকা হয় ও ঐ জরীমানার টাকা না দিলে তাহার পরিবর্ত্তে ছয় মাসের অধিক না হয় এমত মিয়াদে কয়েদ থাকিতে হইবেক ইতি।—১৮২৪ সা। ৭ আ। ১৮ ধা। ৪ প্র।

যাহারা পোস্তের ক্ষেত করণিয়াগিয়াদিগের কি সরকারের তরফহইতে আফীনের কার্য্যের ভারপ্রাপ্তদিগের স্থানে আইনবিরুদ্ধে আফীন ক্রয় কি ক্রয়করণে

৫১। যে কোন কৃষিকারক কি অন্য জন পোস্তের ক্ষেত করিবার নিমিত্তে কবুলিয়ৎ লিখিয়া দিয়াছে কিম্বা সরকারের তরফহইতে আফীনের কার্য্যের ভার পাইয়া থাকে তাহারদের স্থানে যে কোন জন কি জনেরা আফীন ক্রয় করে কিম্বা লয় কিম্বা পূর্ব্বোক্ত ঐ মত ক্ষেতকরণিয়ার কি অন্য কাহারু সহিত আফীন ক্রয়করার চুক্তি করে কিম্বা আর কোনপ্রকারে ঐ কৃষিকারক কি অন্য জনের দ্বারা আফীন গুপ্ত রাখায় কিম্বা আইন বিরুদ্ধে তাহা বিক্রয় করায় কি তাহা রাখিতে কি বিক্রয় করিতে তাহারদিগকে প্রবৃত্তি কি

পরামর্শ দেয় তাহারদিগের প্রত্যেকের এবং সকলের ইঙ্গরেজী ১৮১৬ সালের ১৩ আইনের ৪৫ ধারাতে আইনবিরুদ্ধে আফীন ক্রয়করণ কি রাখণের বিষয়ে যে জরীমানা নিরূপণ করিয়া লেখা গিয়াছে তাহার তিনগুণ জরীমানা সরকারেতে দিতে হইবেক অর্থাৎ যত আফীন ক্রয়করা কি তাহার চুক্তিকরা কি আইনবিরুদ্ধে বিক্রয়াদি করিতে উদ্যত হওয়া ইহার যাহা হউক তত আফীনের উপর সেরকরা ২৪ চব্বিশ টাকা কি ৪৮ আটচল্লিশ টাকা এবং উপরের উক্ত জব্দহওয়া আফীনের মূল্য ১৫০০ এক হাজার পাঁচ শত টাকার কম হইলে ঐ পূর্ব্বোক্ত জনের কি জনেরদের প্রত্যেকের তাহার অতিরিক্ত এত করিয়া জরীমানা দিতে হইবেক যে ঐ জব্দহওয়া আফীনের মূল্যের সহিত মিলাইয়া মোট সিককা ১৫০০ দেড় হাজার টাকা হয় ও ঐ জরীমানার টাকা না দিলে তাহার পরিবর্ত্তে বার মাসের অধিক না হয় এমত মিয়াদে কয়েদ থাকিতে হইবেক ও উপরের উক্ত জরীমানার অতিরিক্তও ঐ অপরাধি জন আইনবিরুদ্ধে আফীন ক্রয়করণ কি ঘরে রাখণের নিমিত্তে পূর্ব্বোক্ত ধারার লিখিত মিয়াদে কয়েদ থাকনের যোগ্য হইবেক ইতি।—১৮২৪ সা। ৭ আ। ১৮ ধা। ৫ প্র।

র চুক্তি করে কি তাহারদিগকে তাহা ছাপাইয়া রাখিতে প্রবৃত্তি দেয় তাহারদিগের যে জরীমানা হইবেক তাহার কথা।

আইনবিরুদ্ধে ক্রয়করা কি ক্রয়ার্থে চুক্তিকরা আফীনের মূল্য দেড় হাজার টাকার কম হইলে যাহা করিতে হইবেক তাহার বিশেষ হুকুম।

৫২। সরকারের এদেশীয় সকল প্রকার কার্য্যকারকদিগকে বিশেষতঃ যেং জিলা কি যেং জিলার নিকটেতে সকারের তরফহইতে আফীন প্রস্তুত করা যায় সেইং জিলার কার্য্যকারকেরদিগকে এই প্রকরণক্রমে দৃঢ় হুকুম দেওয়া যাইতেছে যে তাহারা যথাশক্তি আইনবিরুদ্ধে আফীন ক্রয় ও বিক্রয় ও আমদানী ও রফ্তানীহওনের ও রাখণের নিবারণ যদি তাহারা তাহা ধরিতে অর্পিত ক্ষমতা রাখে তবে ধরণদ্বারা ও তাহা না রাখিলে তাহারা যেং সাহেবের তাবে হয় সেইং সাহেবকে আইনবিরুদ্ধে যত আফীন ক্রয় কি বিক্রয় কি আমদানী কি রফ্তানীহওন কি রাখণ তাহারদিগের জ্ঞাতসার হয় তাহার সম্বাদ তৎক্ষণে দেওনদ্বারা করে এবং এদেশীয় পূর্ব্বোক্ত যে কোন কার্য্যকারক আইনবিরুদ্ধে আফীন ক্রয় কি বিক্রয় কি আমদানী কি রফ্তানী হইতে কি রাখিতে দেখিয়া শুনিয়া চুপ করিয়া থাকে কি ইহার মধ্যে কোন ক্রিয়াহওনের সম্বাদ দিতে ক্রটিকরে তবে সে জন যদি জিলা কি শহরের মাজিষ্ট্রেট সাহেবের তাবে হয় তবে সেই সাহেবের নিকটে কি তাঁহার তাবে না হইলে ভূমির মাল গুজারীর কালেকটর সাহেবের কি আবকারী মহালের কার্য্যভারা ক্রান্ত সাহেবের নিকটে তাহা প্রমাণ হইলে জানিয়া শুনিয়া কিছু না বলাতে ঐ প্রকার আইনবিরুদ্ধে ক্রয় কি বিক্রয় কি আমদানী কি রফ্তানীহওয়া কিম্বা রাখা আফীনের সেরকরা ৮ আট টাকার অধিক না হয় এমত জরীমানা দিবার যোগ্য হইবেক এবং তাহা না দিলে তাহার পরিবর্ত্তে ছয় মাসের অধিক না হয় এমত মিয়াদে কয়েদ থাকনের যোগ্য হইবেক এবং ঐ প্রকার ক্রয় কি বিক্রয় কি আমদানী কি রফ্তানী হওয়া কি রাখা আফীনের পরিমাণের নিশ্চয়

সরকারের এদেশীয় কার্য্যকারকদিগকে আইনবিরুদ্ধে আফীন ক্রয় কি বিক্রয়করণের কি রাখণের নিবারণ শক্তিক্রমে করিতে হুকুম হওনের কথা।

জানিয়া শুনিয়া কিছু না বলনের কি কর্ত্তব্য কার্য্যে তাচ্ছল্যকরণের জরীমানার কথা।

জানা যাইতে না পারিলে ঐ পূর্ব্বোক্ত অপরাধের অপরাধি কার্য্য কারক জন এক হাজার টাকার অধিক না হয় এমত জরীমানার যোগ্য হইবেক ও তাহা না দিলে তাহার পরিবর্ত্তে ছয় মাসের অধিক না হয় এমত মিয়াদে কয়েদথাকনের যোগ্য হইবেক ইতি। —১৮২৪ সা। ৭ আ। ১৮ ধা। ৬ প্র।

নিষিদ্ধ আফীন ধরিতে যে কোন লোক বলক্রমে সরকারের কার্য্যকারকের প্রতিবন্ধকতা করে তাহার শাস্তির কথা।

৫৩। যে আফীন আইনবিরুদ্ধে ক্রয়বিক্রয়াদিহওনের সন্দেহ হয় তাহা বলক্রমে কি তর্জ্জনগর্জ্জন করিয়া যে কোন জন সরকারের কোন কার্য্যকারককে ধরিতে না দেয় কিম্বা ঐ কার্য্যকারকের ঐ অবশ্য কর্ত্তব্য কার্য্যকরণেতে বলক্রমে প্রতিবন্ধকতা করিয়া থাকে কোন মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকটে ঐ অপরাধ প্রমাণ হইলে সেই জন জানিয়া শুনিয়া চুপ করিয়া থাকনের যে জরীমানা উপরের প্রকরণে নিরূপণ করা গিয়াছে তাহার অতিরিক্ত হাজার টাকার অধিক না হয় এমত জরীমানার যোগ্য হইবেক ও তদতিরিক্তও তাহার প্রতিবন্ধকতাকরণেতে কাজিয়া হঙ্গামা হইয়া থাকিলে চলিত সামান্য হুকুমানুসারে ঐ নিমিত্তে যে শাস্তি হইতে পারে তাহারো যোগ্য হইবেক ইতি।—১৮২৪ সা। ৭ আ। ১৮ ধা। ৭ প্র।

কার্য্যকারকেরা নিষিদ্ধ আফীন ধরিতে প্রতিবন্ধকতা হইবার সম্ভাবনা করিলে যাহা করিবেক তাহার কথা।

৫৪। এই প্রকরণক্রমে আরো জানান ও নির্দ্দিষ্ট করা যাইয়েছে যে যদি আফীন আটক করিবার ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কার্য্যকারক নিষিদ্ধ ক্রয়বিক্রয়ের আফীনহওনের সম্বাদ পাওন কি সন্দেহহওন প্রযুক্ত চালানহওয়া কোন আফীন ধরে কি ধরিতে উদ্যত হয় কিম্বা ঐ আফীনের বারবরদারীর পশু কি গাড়ী কি নৌকা আটক করিয়া থাকে কি করিতে উদ্যত হয় ও উপরের উক্তমত প্রতিবন্ধকতাহওনের সম্ভাবনা করে তবে আপন কর্ত্তব্য কার্য্যকরণার্থে অতিনিকটের কোন দারোগার স্থানে সহায়তা প্রার্থনা করিবেক এবং যে সকল দারোগার কিম্বা থানার কি চৌকীর অন্য কার্য্যকারকের নিকটে এমত সহায়তার প্রার্থনা করা যায় সেই দারোগা কি অন্য কার্য্যকারক ঐ সম্বাদ প্রার্থনা করা গেলে কি অন্য কোন কারণপ্রযুক্ত আফী আটককরণেতে হঙ্গামা হইবেক বুঝিলে তৎক্ষণে ঐ আফীন ধরা যাওনের ও হঙ্গামার নিবারণের নিমিত্তে যত জন লোকের আবশ্যক হয় তাহা পাঠাইয়া দিবেক ইতি।—১৮২৪ সা। ৭ আ। ১৮ ধা। ৮ প্র।

নিষিদ্ধ অফীনধরণের ভালমন্দের জওয়াব তাহা ধরণিয়াদিগের দিতে হইবার কথা।

৫৫। নিষিদ্ধ আফীন ধরিবার ক্ষমতাপ্রাপ্ত কার্য্যকারকেরা ঐ আফীন ধরণের ভালমন্দের জওয়াব দিবার ও তাহাতে কাহারু কিছু ক্ষতি হইলে তাহা ধরিয়া দিবার দায়ী আপনারদিগকে জানিয়া তাহা ধরিবেক এবং পোলীসের কার্য্যকারকের নিকটে যে আফীন ধরিবার সহায়তার প্রার্থনা হয় সেই আফীনধরা ন্যায় কি অন্যায় হইবার কিছু বিবেচনা করিবার ক্ষমতা ঐ কার্য্যকারক রাখিবেক না কিন্তু অনাবশ্যক উপদ্রবের নিবারণ করিতে যত্ন করিবেক ইতি।—১৮২৪ সা। ৭ আ। ১৮ ধা। ৯ প্র।

৫৬। যদি মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকটে ইহা সাবুদ হয় যে আফীনের এজেণ্ট এতাবতা মোখ্তারকার সাহেবদিগের তাবে ছোটং আমলার মধ্যে কেহ সরকারের অনুমতিবিনা পোস্তের চাস হইয়াছে জানিয়া তাচ্ছল্য করিয়াছে তবে সে ব্যক্তি আপন কর্ম্ম হইতে তগীর হইবেক এবং তাহার জ্ঞাতসারে কি তাচ্ছল্যক্রমে সরকারের অনুমতিবিনা যত বিঘা ভূমি পোস্তের চাস হইয়া থাকে তাহার সংখ্যা দৃষ্টে এই আইনের ৩১ ধারার নিরূপিত জরীমানা দিবার যোগ্য হইবেক ও জরীমানার টাকা দাখিল না করিলে তাহার বদলে পূর্ব্বে যে মিয়াদে কয়েদ থাকিবার কথা লেখা গিয়াছে সেই মিয়াদে কয়েদ থাকিবার ও জরীমানার শাস্তি সেওয়ায় ছয় মাসের অধিক না হয় এমত মিয়াদে কয়েদ থাকিবার যোগ্য হইবেক ইতি।—১৮১৬ সা। ১৩ আ। ৩৭ ধা।

এজেণ্ট সাহেবের তাবে ছোট আমলার প্রতি এই ধারার উক্ত অপরাধ প্রমাণ হইলে যে জরীমানা হইবেক তাহার কথা।

৫৭। যদি জমীদারেরা ও ইজারদারেরা এমত সমাচার পায় যে তাহারদিগের অধিকারের সরহদ্দের মধ্যে সরকারের অনুমতিবিনা ও এই আইনের লিখিত নিসেধের অন্যথা পোস্তের চাস হইয়াছে তবে তাহারদিগের ক্ষমতা আছে যে ঐ পোস্ত তৎক্ষণাৎ ক্রোক করিয়া ইহার সমাচার পোলীসের কি আবকারী মহালের যে দারোগা অতিনিকটে থাকে তাহার নিকটে দেয় ও ঐ দারোগাদিগের কর্ত্তব্য যে এই আইনের ৩৫ ধারার লিখিত হুকুমের মতে কার্য্য করে ইতি।—১৮১৬ সা। ১৩ আ। ৩৮ ধা।

জমীদারপ্রভৃতিরা সরকারের বিনাঅনুমতিতে চাস করা ভূমির পোস্ত ক্রোক করিয়া পোলীসের কি আবকারীর দারোগাদিগকে সমাচার দিতে পারিবার কথা।

৫৮। যে সকল লোকেরা কোম্পানি বাহাদুরের নীলামে খরীদ করা আফীন এ দেশহইতে সমুদ্রপথে অন্য দেশে লইয়া যাইতে চাহে তাহারদিগকে হুকুম আছে যে বোর্ড ত্রেডের সাহেবদিগের হজুরহইতে কিম্বা তাঁহারদিগের কোন কার্য্যকারকের স্থানে এই সর্টিফিকট আফীন কোম্পানি ইঙ্গরেজ বাহাদুরের নীলামে খরীদহওনের কথাসম্বলিত ও যত সিন্দুক আফীনের নিমিত্তে সর্টিফিকট লইতে চাহে তাহার প্রত্যেক সিন্দুকের লাট ও নিশানী ও নম্বর ও খরীদকরণিয়ার নাম ও ঐ আফীনের মূল্য ও তাহা বিক্রয়হওনের তারিখযুক্তে লইয়া দরপেশ করে ও যে আফীন সর্টিফিকটের লিখনের সহিত না মিলে তাহা সরকারে জব্দ হইবার যোগ্য বোধ হইবেক ইতি।—১৮১৬ সা। ১৩ আ। ৪০ ধা।

যাহারা কোম্পানির নীলামে খরীদকরা আফীন সমুদ্রপথে লইয়া যাইতে চাহে তাহারদিগের যে কর্ত্তব্য তাহার কথা।

যে আফীন সর্টিফিকটের সহিত না মিলে তাহা জব্দ হইবার কথা।

৫৯। আফীনের এজেণ্ট এতাবতা মোখ্তারকার সাহেবদিগের ও তাঁহারদিগের নায়েব ও আসিষ্টাণ্ট সাহেবদিগের ও জিলা কি শহরের মাজিষ্ট্রেট সাহেবদিগের ও ভূমির মালগুজারী তহসীলের কালেকটর সাহেবদিগের কিম্বা অন্য যে সাহেবদিগের প্রতি আবকারী মহালের কর্ম্মের ভার থাকে তাঁহারদিগের কি সরকারী মাসুল তহসীলের কালেকটর সাহেবদিগেরও তাঁহারদিগের নায়েব লোকের ও নিমক মহালের সুপেরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবদিগের ও তাঁহারদি

যেং কার্য্যকারকেরা আফীন ও তাহার বারবরদারীর জন্তুআদি ক্রোক করিতে ক্ষমতা রাখেন তাঁহারদিগের কথা।

গের পেয়াদা ও বরকন্দাজ ও চাপরাসী অপেক্ষা উচ্চ পদের আম লাদিগের ক্ষমতা আছে যে এই আইনের লিখিত হুকুমমতে ক্রোক ও জব্দহওনের যোগ্য সমস্ত আফীন তাহার বারবরদারীর বলদ কি গাড়ী কি অন্য২ প্রকার বস্তু কি চতুষ্পদ জন্তুসমেত ক্রোক করেন কিন্তু কোন ব্যক্তিকে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের কি জিলার কালেক্টর সাহেবের কি অন্য যে কার্য্যকারক সাহেবের প্রতি আবকারী মহা লের কর্ম্মের ভার থাকে তাঁহার দস্তখতী এক ওয়ারণ্টবিনা কোন নৌকা কিম্বা বারবরদারীর অন্য বস্তু কি চতুষ্পদ জন্তু কিম্বা যে সিন্দুক অথবা পীপা কিম্বা বস্তা অথবা পুলিন্দাতে আফীনথাকনের সম্ভাবনা হয় তাহা আটক করিতে কি খুলিতে অনুমতি নাহিও ভূমির মালগুজারীর কালেক্টর সাহেবের কি অন্য যে কার্য্যকারক সাহেবের প্রতি আবকারী মহালের কর্ম্মের ভার থাকে তাঁহার বিনাহুকুমে যে ব্যক্তি কোন নৌকা কি বারবরদারীর অন্য বস্তু কি চতুষ্পদ জন্তু কিম্বা সিন্দুক কি পীপা অথবা বস্তা কি পুলিন্দা কেবল তাহাতে আফীনথাকনের সম্ভাবনায় আটক করে ঐ নৌকাআদিতে নিষিদ্ধ আফীন না পাওয়া গেলে ও এপ্রকার আটক করিবার বি শিষ্ট হেতু না থাকিলে জিলার কালেক্টর সাহেবের কি অন্য যে কার্য্যকারক সাবেবের প্রতি আবকারী মহালের কার্য্যের ভার থাকে তাঁহার বিবেচনানুসারে সেই ব্যক্তির ঐ আটককরাতে অন্যায়গ্রস্ত ব্যক্তির যে ক্ষতি হইয়া থাকে তাহা ধরিয়া দিতে হইবেক ও এই আইনের অনুসারে এ দেশীয় যে সকল আমলাদিগের আফীনইত্যা দি ক্রোক্ করিবার ক্ষমতা আছে সে সমস্ত আমলালোকের আব শ্যক হইবেক যে ক্রোককরণের পরে তাহার সমস্ত ভাবগতিকের বেওরা কৈফিয়ৎসহিত সমাচার ইঙ্গরেজী চব্বিশ ঘড়ীর মধ্যে তাহা রা যে২ সাহেবের তাবে থাকে তাঁহাদিগের নিকটে দেয় ও যে২ মা জিষ্ট্রেট সাহেবের কি অন্য কার্য্যভারাক্রান্ত সাহেবের নিকটে ঐ ক্রোকীর সমাচার পঁহুছে তাঁহারদিগের আবশ্যক যে অবিলম্বে তা হার সম্বাদ জিলার কালেক্টর সাহেব কি যে অন্য কার্য্যকারক সা হেবের তহবীলে ক্রোক্ হওয়া সমস্ত আফীন থাকিবেক তাঁহার নি কটে দেন ইতি।—১৮১৬ সা। ১৩ আ। ৪১ ধা।

জিলার কালেক্টর সাহেবের নিকটে সম্বাদ দিবার কথা।

৬০। ইঙ্গরেজী ১৮১৬ সালের ১৩ আইনের ৪১ ধারার লি খিত হুকুম শুধরণের নিমিত্তে এই প্রকরণেতে ইহা নির্দ্দিষ্ট করা যা ইতেছে যে শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল্ বাহাদুর হুজুর কৌন্সে লে যে২ সরহদ্দের মধ্যে সময়ে২ যেমন আবশ্যক কি উপযুক্ত বুঝেন্ সেইমত ঐ২ সরহদ্দের মধ্যে আইনবিরুদ্ধে রাখা মদিরা ও আফীন ও অন্য মাদক দ্রব্য ধরিতে ও আটক করিতে সরকারের ঐ কার্য্যকা রকদিগকে কিম্বা অন্য কোন জনেরদিগকে হুকুম দিতে পারিবেন ইতি।—১৮২৪ সা। ৭ আ। ১৭ ধা। ১ প্র।

কোন২ সরহদ্দের মধ্যে আইনবিরুদ্ধে রাখা মদিরা ও আফীনইত্যাদি ধরিতে সরকারের কার্য্যকারকদিগকে এবং অন্য কোন জনেরদিগকে হুকুম দিতে শ্রীযুতের হুজুর কৌন্সেলেতে ক্ষমতা থাকিবার কথা।

৬১। সামান্য আইনানুসারে দ্রব্য আটক করিবার ক্ষমতা না পাওয়া কোন জন উপরের লিখিত হুকুমানুসারে বিশেষরূপে দ্রব্য আটক করিবার ক্ষমতা পাইলে ঐ কর্ম্মে তাহার নিযুক্তহওনের কথা আবকারী মহালের কার্য্যকারকের এবং যে সরহদ্দের মধ্যে ঐ দেওয়া ক্ষমতার কার্য্য করিতে হইবেক তথাকার শহর কি জিলার আদালতের কাছারীতে ইশ্‌তিহার দিয়া প্রচার করা যাইবেক ইতি। —১৮২৪ সা। ৭ আ। ১৭ ধা। ২ প্র।

তাহা হইলে যে প্রকার কার্য্য করিতে হইবে তাহার কথা।

৬২। সরকারের প্রত্যেক আমলাকে অতিতাকীদ হুকুম আছে যে সরকারের বিনাঅনুমতিতে আফীন তৈয়ার ও বিক্রয় ও খরীদকরণ ও তাহা এক স্থানহইতে অন্য স্থানে লইয়া যাওন ও রাখণের নিবারণহইবার অর্থে এমত আফীন ক্রোক্ করিতে ও ক্রোক্ করিতে তাহারদিগের ক্ষমতা না থাকিলে তাহারা যেং সাহেবের তাবে হয় সেইং সাহেবের নিকটে তাহার সম্বাদদেওনেতে অতিসচেষ্ট হয় ও যদি ইহা করিতে গাফিলী করে তবে তাহারা আপনং কর্ম্মহইতে তগীর হইবার ও ইহার পরে যে জরীমানার কথা লেখা যাইবেক সেই জরীমানা দিবার যোগ্য হইবেক ও যে মাজিষ্ট্রেট সাহেব কি অন্য কার্য্য ভারাক্রান্ত সাহেবের নিকটে এমত সমাচার পঁহুছে তাঁহার আবশ্যক যে এ বিষয়ের সম্বাদ জিলার কালেক্‌টর সাহেবের কি অন্য যে কার্য্যকারক সাহেবের প্রতি আবকারী মহালের কার্য্যের ভার থাকে তাঁহার নিকটে দেন্ ইতি।—১৮১৬ সা। ১৩ আ। ৪২ ধা।

সরকারী আমলা লোকের বিনা অনুমতিতে আফীন তৈয়ার ও কেনা বেচা ও আমদানী রফ্তানীহওনের ও রাখণের নিবারণ করিতে হইবার কথা।

৬৩। যে সময়ে কিছু আফীন ক্রোক্ করা গিয়া জিলার কালেক্‌টর সাহেবের কি ঐ জিলাতে কোন সাহেব আসিষ্টাণ্টী কর্ম্মে মোকরর্ থাকিলে ঐ আসিষ্টাণ্ট সাহেবের তহবীলে রাখা যায় সে সময়ে ঐ কালেক্‌টর সাহেব কি আসিষ্টাণ্ট সাহেবের কর্ত্তব্য যে এক ইশ্‌তিহারনামা এই মজমুনে জারী করেন যে যদি ক্রোকহওয়া আফীনের কোন দাওয়াদার এক মাসের মধ্যে হাজির না হয় তবে ঐ আফীন সরকারে জব্দ হইবেক ইহাতে যদি ঐ নিরূপিত কালের মধ্যে ঐ আফীনের দাওয়াদার কোন ব্যক্তি হাজির হয় তবে কালেক্‌টর সাহেবের ক্ষমতা আছে যে ঐ ক্রোকহওয়া আফীনেতে ঐ দাওয়াদারের হক অর্থাৎ স্বত্ব আছে কি না ইহার বিচার ও নিষ্পত্তি করেন এমতে যদি ঐ কালেক্‌টর সাহেব ঐ দাওয়াদারের উপর ডিক্রী করেন কি আফীনের দাওয়া দরপেশ করিতে কেহ হাজির না হয় তবে ঐ আফীন সরকারে জব্দ হইবার যোগ্য হইবেক ও শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের বৈঠকেতে যে মত হুকুম করেন সেই মত কার্য্য হইবেক ইতি।—১৮১৬ সা। ১৩ আ। ৪৩ ধা।

আফীন ক্রোক্ হইলে ও তাহা কালেক্‌টর কি আসিষ্টাণ্ট কালেক্‌টর সাহেবের তহবীলে রাখাগেলে যে হুকুমেতে কার্য্য করিতে হইবেক তাহার কথা।

৬৪। এই ধারানুসারে জানান যাইতেছে যে যে সকল নৌকা কি

আফীম বোঝা

ই থাকা নৌকা ও গাড়ী ও অন্য বস্তু কি জন্তু জব্দ হইবার কথা।

বারবরদারীর অন্য২ যে বস্তু কি জন্তুতে নিষিদ্ধ আফীন বোঝাই থাকে তাহা সমস্ত ও যে সকল পুলিন্দা কি সিন্দুক কি পীপাতে ঐ আফীন ছাপান থাকে তাহা সমস্ত ঘোড়া কি বলদ কি গাড়ীইত্যাদি যাহা ঐ আফীন লইয়া যাইতে থাকে তাহাসমেত সরকারে জব্দহওনের যোগ্য হইবেক ও তাহা জিলার কালেক্টর সাহেবের কি অন্য যে কার্য্যকারক সাহেবের প্রতি আবকারী মহালের কর্ম্মের ভার থাকে তাঁহার তহবীলে রাখা যাইবেক ও ঐ কালেক্টর সাহেব কি অন্য কার্য্যকারক সাহেবের কর্ত্তব্য যে ঐ আফীন জব্দ হইলে পর তাহা বিক্রয় করিয়া তাহার মূল্যের টাকার বিষয়ে পশ্চাৎ যে প্রকার লেখা যাইবেক সেইমত কার্য্য করেন ইতি।—১৮১৬ সা। ১৩ আ। ৪৪ ধা।

৬ ধারা।

বিনাঅনুমতিতে প্রস্তুতকরা আফীনের ন্যায় গণ্য হইয়া যে আফীন ক্রোক্ ও জব্দের যোগ্য হইবে তাহা।

যে আফীন নিষিদ্ধ আফীন বোধ হইয়া ক্রোক্ ও জব্দ হইবেক তাহার কথা।

৬৫। এই ধারানুসারে জানান যাইতেছে যে যে আফীন সরকারের তরফহইতে তৈয়ার করা গিয়া থাকে কি সরকারের হুকুমমতে বিক্রয় হইয়া থাকে তাহাব্যতিরিক্ত যত আফীন কোম্পানি ইঙ্গরেজ বাহাদুরের শাসিত দেশের মধ্যে পাওয়া যায় তাহা অনুমতিবিনা ও নিষেধের অন্যথায় প্রস্তুতহওয়া আফীন বোধ হইয়া তাহা যে নৌকায় কি বলদে কি গাড়ীতে কিম্বা বারবরদারীর অন্য যে২ প্রকার বস্তু কি চতুষ্পদ জন্তুতে বোঝাই থাকে তাহাসমেত ক্রোক্ ও জব্দ হইবার যোগ্য হইবেক ইতি।—১৮১৬ সা। ১৩ আ। ৩৯ ধা।

ভিন্ন সরকারের দেশের উৎপন্ন কি তৈয়ারকরা আফীন সেই দেশের কোন মুসাফির ও প্রবাসির স্থানে পাওয়া গেলে যদি সে আফীন দুই সেরের অধিক না হয় তবে তাহা ইঙ্গরেজী ১৮১৬ সালের ১৩ আইনের ৩৯ ধারানুসারে ক্রোক ও জব্দ না হইবার কথা।

এই প্রকরণের লিখিত সওদাগর লোকের স্থানে যে

৬৬। জানান যাইতেছে যে ইঙ্গরেজী ১৮১৬ সালের ১৩ আইনের ৩৯ ধারার লিখিত হুকুমানুসারে এমত বোধ না হয় যে ভিন্ন সরকারের দেশের উৎপন্ন কি তৈয়ারকরা যে আফীন ঐ দেশের কোন মুসাফির ও প্রবাসি লোকের স্থানে পাওয়া যায় তাহা কিম্বা তাহা যে সিন্দুকে কি বলদে কি গাড়ীতে কিম্বা বারবরদারীর অন্য বস্তুতে থাকে তাহা ঐ আফীন দুই সের ওজনের অধিক না হইলে ও প্রকৃতার্থে তাহা বিক্রয়ের কি তেজারতের অন্য কারবারের নিমিত্তে না হইয়া ঐ মুসাফির ও প্রবাসির কিম্বা তাহার চাকর লোকের নিজখরচের নিমিত্তে হইলে ক্রোক্ ওজব্দহওনের যোগ্য হইবেক এবং জানান যাইতেছে যে উপরের লিখিত হুকুমের অনুসারে ইহাও বোধ না হয় যে ভিন্ন সরকারের দেশের উৎপন্ন কি তৈয়ারকরা যে আফীন জয়করা দেশের দক্ষিণ ও পশ্চিমদিগের মধ্যস্থা এতাবতা নৈর্ঋত কোণহইতে যে সকল সওদাগর বিক্রয় করিবার নিমিত্তে ঘোড়া লইয়া এদেশে আইসে তাহারদিগের স্থানে পাওয়া যায় তাহা কিম্বা তাহা বারবরদারীর যে বস্তুতে কি চতুষ্পদ জন্তুতে অথবা সিন্দুকে থাকে তাহা ঐ আফীন ফিঘোড়া ১০ সিক্কা ও জনে

অধিক না হইলে ক্রোক ও জব্দ হওনের যোগ্য হইবেক ইতি।—১৮১৮ সা। ১১ আ। ২ ধা। ১ প্র।

আফীন পাওয়া যায় তাহা ফি ঘোড়া দশ সিক্কার অধিক না হইলে ক্রোক ও জব্দ না হইবার কথা।

৬৭। জানান যাইতেছে যে উপরের লিখিত আইনের ৪৫ ধারার লিখিতানুসারে এমত বোধ না হয় যে ভিন্নদেশ কি সরকারহইতে যে কোন মুসাফির কি প্রবাসী কিম্বা বিক্রয় করিবার নিমিত্তে ঘোড়া লইয়া সওদাগর লোক আইসে তাহারদিগের স্থানে ভিন্ন দেশ কি সরকারের উৎপন্ন কি তৈয়ারকরা আফীন উপরের প্রকরণের লিখিত ওজনহইতে অধিক পাওয়া গেলে তাহারা অনুমতিহওয়া ও জনের বেশী আফীন জব্দহওন সেওয়ায় উপরের ধারার নিরূপিত জরীমানার কি শাস্তির হুকুমের কি প্রতিফলের যোগ্য হইবেক ইতি।—১৮১৮ সা। ১১ আ। ২ ধা। ২ প্র।

ঐ আইনের ৪৫ ধারা মতে উপরের লিখিত লোকেরা উপরের লিখিত হুকুমের অন্যমত করিলে যে প্রতিফলের যোগ্য হইবেক তাহার কথা।

৬৮। জানান যাইতেছে যে যদি কোন মুসাফির কি প্রবাসী কি ঐ ঘোড়ার সওদাগর এই ধারার ১ প্রকরণের নিরূপণ করিয়া লেখা আফীন বিক্রয় করিতে চাহে কি সত্যই তাহা বিক্রয় করিয়াছে ইহা সাবুদ হয় তবে তাহারা উপরের উক্ত আইনের নিরূপিত সমস্ত প্রতিফলের যোগ্য হইবেক ইতি।—১৮১৮ সা। ১১ আ। ২ ধা। ৩ প্র।

ঐ আফীন বিক্রয় করিলে যে প্রতিফল হইবেক তাহার কথা।

৬৯। এই প্রকরণানুসারে জানান যাইতেছে যে যে সকল লোকেরা ভিন্ন দেশের উৎপন্ন কি তৈয়ারকরা আফীন চলিত হুকুমের অন্যমতে কোম্পানি ইঙ্গরেজ বাহাদুরের শাসিত দেশের মধ্যে প্রবঞ্চনা করিয়া কিম্বা ছাপাইয়া লইয়া আইসে তাহারদিগের সহিত উপরের প্রকরণের লিখিত হুকুম সম্পর্ক রাখিবেক না ও তাহারা বিনা অনুমতিতে আফীনের কারবারকরণের বিষয়ে যেং হুকুম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে সেইং হুকুমমতে প্রতিফলপাওনের যোগ্য হইবেক ইতি।—১৮১৮ সা। ১১ আ। ২ ধা। ৪।

যেং লোকেরা ভিন্ন দেশের উৎপন্ন কি তৈয়ার করা আফীন সরকারের শাসিত দেশের মধ্যে প্রবঞ্চনা করিয়া কি ছাপাইয়া আনে তাহারদিগের যে প্রতিফল হইবেক তাহার কথা।

৭০। কালেক্টর সাহেবের কি অন্য যে কার্য্যকারক সাহেবের প্রতি আবকারী মহালের কর্ম্মের ভার থাকে তাঁহার তরফহইতে যে ব্যক্তি আফীন বিক্রয় করিবার আমলনামা কি পাট্টা না পায় তাহাকে সে যে জিলাতে থাকে সেই জিলার মধ্যের দোকানসকলের চলন দুই তোলাহইতে অধিক আফীন আপন নিকটে রাখিতে কোন প্রকারে অনুমতি নাহি ও যদি কাহারু নিকটে ঐ ওজনের অধিক আফীন যাহা রাখিতে অনুমতি না রাখে তাহা পাওয়া যায় তবে ঐ আফীন নিষিদ্ধ বোধ হইয়া তাহা যে চতুষ্পদ জন্তু কি বারবরদারীর অন্য বস্তুতে বোঝাই থাকে অথবা যে সিন্দুকআদিতে থাকে তাহা সমেত জব্দহওনের যোগ্য হইবেক ও যদি ঐ অপরাধী দুই

অনুমতিবিনা আফীন যাহা রাখিতে পারাযায় তাহার কথা।

তোলাহইতে অধিক আফীন রাখিবার বিশিষ্ট হেতু কহিতে না পারে তবে এ বিষয় ভূমির মালগুজারীর কালেক্টর সাহেবের নিকটে প্রমাণ হইলে ঐ অপরাধী বিনাঅনুমতিতে দুই তোলাহইতে অধিক আফীন খরীদকরণ ও রাখণের প্রতিফলে এই আইনের ৪৬ ধারার নিরূপিত জরীমানা দিবার যোগ্য হইবেক ও যে ব্যক্তি কি ব্যক্তিদিগের দ্বারা ইহা প্রকাশ হয় তাহারা এই আইনের ৫০ ও ৫১ ধারার নিরূপিত ইনাম পাইতে পারিবেক ইতি।—১৮১৬ সা। ১৩ আ। ৭৬ ধা।

ইঙ্গরেজী ১৮১৬ সালের ১৩ আইনের ৭৬ ধারা শুধরা যাওনের কথা।

৭১। ইঙ্গরেজী ১৮১৬ সালের ১৩ আইনের ৭৬ ধারার লিখিত কথা শুধরিবার নিমিত্তে এই প্রকরণানুসারে জানান যাইতেছে যে সমস্ত লোককে তাহারদিগের নিবাসের জিলার মোকররী দোকানের চলিত ওজনের পাঁচ তোলার অধিক আফীন আপন২ নিকটে রাখিবার অনুমতি হইল এই নিয়মে যে যদি ঐ আফীম সরকারের তরফ হইতে তৈয়ারকরা কি সরকারের হুকুমে বিক্রয়হওয়া হয় ও তাহা বিক্রয় করিবার কি অন্য কারবারের নিমিত্তে না হইয়া ঐ সকল লোকের নিজখরচের ও খাইবার নিমিত্তে হয় ইতি।—১৮১৮ সা। ১১ আ। ৩ ধা। ১ প্র।

যে অফীনকে নিষিদ্ধ আফীন জানা যাইবেক তাহার ক থা।

৭২। যে কোন ব্যক্তি আফীন রাখিবার অনুমতি না রাখে ও এই আইনের ২ ধারার নিরূপণ করিয়া লেখা লোকদিগের মধ্যে নহে তাহার স্থানে যদি উপরের নিরূপিত পরিমাণহইতে বেশী আফীন পাওয়া যায় তবে পূর্ব্বমতে সে আফীন নিষিদ্ধ ও বিনাঅনুমতিতে তৈয়ার কি বিক্রয়করা জ্ঞান করা যাইবেক ও ঐ ব্যক্তি উপরের লিখিত ঐ আইনের ঐ ধারার বিবরিয়া লেখা প্রতিফলের যোগ্য হইবেক ইতি।—১৮১৮ সা। ১১ আ। ৩ ধা। ২ প্র।

বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের এ দেশীয় কবিরাজদিগকে কি অন্য লোকদিগকে পাঁচ তোলার অধিক আফীন রাখিবার অনুমতি দিতে যে ক্ষমতা আছে তাহার কথা।

৭৩। জানান যাইতেছে যে যদি বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের কিম্বা অন্য যে সাহেবেরা ঐ সাহেবদিগের ক্ষমতা রাখেন তাঁহারদিগের বিবেচনাতে এদেশের কবিরাজ ও চিকিৎসক কিম্বা অন্য লোকদিগের স্থানে ঔষধের নিমিত্তে পাঁচ তোলার অধিক আফীন থাকা কিম্বা বিক্রয়কারিরা যে দামে বিক্রয়করণের পাট্টা পাইয়াছে তাহা হইতে কম দামে লোকদিগকে কালেক্টর সাহেবদিগের সিরিশ্তাহইতে আফীন দেওয়া বিহিত বোধ হয় তবে ঐ বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের কি অন্য সাহেবদিগের আবশ্যক যে ঐ লোকদিগের মামুল লওনবিনা বিশেষ পাট্টা দিবার ও তাহারদিগকে বিষয় বুঝিয়া উপযুক্ত দামে আফীন দিবার হুকুম কালেক্টর সাহেবদিগের কি অন্য যে কার্য্যকারকদিগের প্রতি আবকারী মহালের কর্ম্মের ভার থাকে তাঁহারদিগের নামে দেন ইতি।—১৮১৮ সা। ১১ আ। ৩ ধা। ৩ প্র।

৭৪। যাহারা কালেক্টর সাহেবদিগের কি অন্য যে২ কার্য্যকার কদিগের প্রতি আবকারী মহালের কার্য্যের ভার থাকে তাঁহারদিগের হুজুরহইতে উপরের লিখিত প্রকারের বিশেষ পাট্টা পায় তাহারদিগেকে নিষেধ করা যাইতেছে যে তাহারা আপন২ স্থানে যে আফীন রাখে তাহা বিক্রয় না করে ও প্রকৃতার্থে যাহারা পীড়িত থাকে ঔষধের নিমিত্তে তাহাদিগকে ব্যতিরেকে অন্য কোন জনকে না দেয় ও বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের কি অন্য যে সাহেবেরা ঐ সাহেবদিগের ক্ষমতা রাখেন তাঁহারদিগের অনুমতিক্রমে কালেক্টর সাহেবদিগের কিম্বা অন্য যে কার্য্যকারকের প্রতি আবকারী মহালের কর্ম্মের ভার থাকে তাঁহার হুকুমমতে ঐ সকল পাট্টা বাতিল হইবেক ও যে২ ব্যক্তি উপরের লিখিত কোন পাট্টা পাইয়া তদনুসারে যে আফীন তাহার স্থানে থাকে তাহা বিক্রয় করে কিম্বা উপরের উক্ত পীড়াগ্রস্তব্যতিরেকে অন্য কোন ব্যক্তিকে দেয় অথবা আপন পাট্টার লিখিত পরিমাণহইতে অধিক আফীন আপন স্থানে রাখে তাহারা নিষিদ্ধ আফীন বিক্রয়করণ কি রাখণের যে প্রতিফল নিরূপণ হইয়াছে সেই প্রতিফলের যোগ্য হইবেক ইতি।—১৮১৮ সা। ১১ আ। ৩ ধা। ৪ প্র।

যে লোকেরা এই প্রকরণের লিখিত হুকুমের অন্য মতে আফীন বিক্রয় করে কি অন্য লোককে দেয় তাহারদিগের যে প্রতিফল হইবেক তাহার কথা।

৭ ধারা।

আফীন বিষয়ক আইন উল্লঙ্ঘন করিলে যে দণ্ড হইবে ও অপরাধিরদিগকে ধরিয়া দেওয়াতে যে ইনাম দেওয়া যাইবে তাহা।

৭৫। জানান যাইতেছে যে যে সকল লোকেরা নিষিদ্ধ আফীন খরীদ করে কি রাখে সে সমস্ত লোকের নামে ভূমির মালগুজারী তহসীলের কালেক্টর সাহেবের কি অন্য যে কার্য্যকারক সাহেবের প্রতি আবকারী মহালের কর্ম্মের ভার থাকে তাঁহার নিকটে নালিশ হইতে পারিবেক ও ঐ অপরাধ প্রমাণ হইলে যদি নিষিদ্ধ আফীন তাহা খরীদ করা কি রাখাই বা হউক পাওয়া যায় তবে ঐ আফীন সরকারে জব্দহওনের অতিরিক্ত তাহার সেরকরা ৮ আট টাকার হিসাবে জরীমানা ঐ অপরাধির দিতে হইবেক ও যদি ঐ আফীন না পাওয়া যায় তবে ঐ অপরাধির তাহার ৮০ আশী সিক্কার ওজনের সেরকরা ১৬ ষোল টাকা হিসাবে জরীমানা দিতে হইবেক ও ঐ জরীমানা ঐ জরীমানার টাকা ঐ অপরাধী যে জিলায় থাকে সেই জিলার কালেক্টর সাহেবের কি অন্য যে সাহেবের প্রতি আবকারী মহালের কর্ম্মের ভার থাকে তাঁহার নিকটে নালিশ করিয়া কি এত্তেলা দিয়া উসুল করা যাইবেক ও যদি ঐ জরীমানার টাকার সংখ্যা পুরা ৫০০ পাঁচ শত না হয় তবে আর এত টাকা জরীমানা যে একুনে ৫০০ পাঁচ শত টাকার অধিক না হয় ঐ অপরাধির স্থানে কালেক্টর সাহেব কি অন্য যে সাহেবের প্রতি আবকারী মহালের কর্ম্মের ভার থাকে সেই সাহেব আপন ক্ষমতানুসারে লইতে পারি

যাহারা নিষিদ্ধ আফীন খরীদ করে তাহারদিগের যে জরীমানা হইবেক তাহার কথা।

বেন ও ঐ জরীমানার অতিরিক্ত ঐ অপরাধী ছয় মাসের অধিক না হয় এমত মিয়াদে কয়েদ থাকিবার যোগ্য হইবেক ও ঐ জরীমানার টাকা না দিলে তাহার নিমিত্তেও ছয় মাসের অধিক না হয় এমত অন্য মিয়াদে কয়েদ থাকিবার যোগ্য হইবেক ইতি।—১৮১৬ সা। ১৩ আ। ৪৫ ধা।

যে জমীদারআদির অধিকারে ও জ্ঞাতসারে নিষিদ্ধ আফীন কেনা বেচা হয় তাহারদিগের যাহা হইবেক তাহার কথা।

৭৬। সমস্ত জমীদার ও তালুকদার ও অন্য সকর কি নিষ্কর ভূমির অধিকারী ও সদরী ইজারদার ও নায়েব ও গোমাস্তা ও সরবরাহকার ও সাজওয়াল ও তহসীলদারদিগকে ও অন্য যে২ আমলা সরকারের কি কোর্ট ওয়ার্ডসের তরফহইতে মালগুজারী তহসীলের কর্ম্মে কি ইজারদারীতে মোকরর আছে তাহারদিগকে জানান যাইতেছে যে যদি তাহারদিগের জ্ঞাতসারে নিষিদ্ধ আফীন খরীদ ফরোখ্ত অর্থাৎ ক্রয়বিক্রয় হইয়া থাকে ইহাতে যদি তাহারা স্বয়ং তাহা খরীদ করিয়া ও রাখিয়াও না থাকে তথাপি ঐ নিমিত্তে তাহারদিগের উপরের লিখিত জরীমানা এতাবতা সেই আফীন পাওয়া যাওনমতে তাহার সেরকরা ৮ আট টাকা হিসাবে ও তাহা না পাওয়া যাওনমতে ৮০ সিক্কার ওজনের সেরকারা ১৬ ষোল টাকা হিসাবে জরীমানা দিতে হইবেক ও ঐ জরীমানার টাকা উপরের উক্ত প্রকারেতে উসুল করা যাইবেক ইতি।—১৮১৬ সা। ১৩ আ। ৪৬ ধা।

কালেক্টর সাহেবইত্যাদি এই আইনানুসারে হওয়া জরীমানার টাকা উসুল করণের নিমিত্তে যাহা করিবেন তাহার কথা।

৭৭। এই আইনের হুকুমানুসারে কোন জনের প্রতি জরীমানা দিবার হুকুম হইলে যে কার্য্যকারক সাহেব বিচারপূর্ব্বক ঐ জরীমানার হুকুম দিয়া থাকেন সেই সাহেব ঐ জরীমানার টাকা তৎক্ষণে না দেওয়া গেলে ঐ জরীমানার হুকুম যাহার প্রতি হইয়া থাকে তাহাকে পূর্ব্বের হুকুমমত কয়েদরাখণের নিমিত্তে দেওয়ানী আদালতের জজ সাহেবের নিকটে পাঠাইয়া দেওনের অতিরিক্ত সেই জনের অস্থাবর বস্তু ক্রোক্ ও বিক্রয় করিতে পারেন ও যদি ঐ অস্থাবর বস্তু বিক্রয়ের মূল্যেতে ঐ জরীমানার টাকা আদায় হইতে অকুলান হয় তবে মালগুজারীর বাকী আদায়করণের নিমিত্তে ভূমিবিক্রয়ের বিষয়ে যে সকল হুকুম আছে তদনুসারে ঐ জনের স্থাবর বস্তুও বিক্রয় করিবেন ইতি।—১৮২৪ সা। ৭ আ। ২২ ধা।

সরকারের এদেশীয় আমলা লোক কি অপর ব্যক্তিরা অনুমতিবিনা পোস্তের চাস কি আফীন কেনা বেচাহওনের সম্বাদ দিলে যে ইনাম পাইতে

৭৮। এই ধারানুসারে জানান যাইতেছে যে সরকারী যে সকল আমলা কি অন্য২ ব্যক্তিরা সরকারের বিনাঅনুমতিতে পোস্তের চাসহওনের কি আফীন তৈয়ার কি খরীদ ফরোখ্ত অর্থাৎ ক্রয় বিক্রয় কিম্বা এক স্থানহইতে অন্য স্থানে লইয়া যাওনের অথবা রাখণের সমাচার দিবেক কিম্বা নিষিদ্ধ আফীন কি পোস্তের ফসল এই আইনের হুকুমমতে ক্রোক্ করিবেক তাহারা সরকারের অনুমতিবিনা পোস্তের চাসহওয়া ভূমি ক্রোক্ হইলে পর কি নিষিদ্ধ আফীন ক্রোক্ ও জব্দ হইলে পর যে ইনামের কথা পশ্চাৎ লেখা যাইবেক

সেই ইনাম পাইতে পারিবেক ইতি।—১৮১৬ সা। ১৩ আ। ৪৭ ধা।

পারিবেক তাহার কথা।

৭৯। মোকাম বেহারের আফীনের এজেণ্ট এতাবতা মোখ্তারকার সাহেব ও তাঁহার নায়েবেরা ও মোকাম গাজীপুরের ও মোকাম রঙ্গপুরের তেজারতের কুঠীর সাহেব কি ঐ২ স্থানে অন্য যে২ কার্য্য কারক সাহেব আফীন তৈয়ারীর সিরিশ্‌তার কর্ম্মে নিযুক্ত থাকেন তাঁহারা ও সরকারী মামুলের কালেক্টর সাহেবেরা ও তাঁহারদিগের নায়েবেরা ও নিমকমহালের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবেরা নীচের লিখিত ইনাম নীচের লিখিত প্রকারেতে পাইতে পারিবেন ইতি।—১৮১৬ সা। ১৩ আ। ৪৮ ধা।

যে কার্য্যকারক সাহেবেরা ইনাম পাইতে পারিবেন তাঁহারদিগের কথা।

৮০। যদি এই আইনের ৩০ ধারার লিখিত হুকুমমতে যে চাসী লোক সরকারের তরফহইতে পোস্তের ক্ষেত করিবার দাদনী লইয়া তাহার আফীন নিজে তসরুফ করে সেই আফীন না পাওয়া যাওনমতে ঐ চাসী লোকের উপর তাহার সেরকরা ১৬ ষোল টাকার হিসাবে জরীমানার হুকুম হয় এবং যদি পোস্তের ফসল নষ্ট করা যাওনমতে কিম্বা পোস্তহইতে উঠান আফীন না পাওয়া যাওনমতে এই আইনের ৩১ ও ৩৩ ও ৩৬ ও ৩৭ ধারার লিখিত কোন প্রকার শাস্তি ও জরীমানার হুকুম কাহারু প্রতি হয় তবে যে ব্যক্তির সমাচারদেওনেতে এপর্য্যন্ত হয় সে ব্যক্তি সরকারী চাকর হয় বা না হয় ঐ জরীমানার অর্দ্ধেক টাকা ইনামরূপে পাইবার যোগ্য হইবেক ইতি।—১৮১৬ সা। ১৩ আ। ৪৯ ধা।

যাহারদিগের সম্বাদ দেওয়াতে অপরাধির প্রতি জরীমানার কি পোস্তের ফসল নষ্ট করা গেলে কি তাহার আফীন না পাওয়া গেলে শাস্তির হুকুম হয় তাহারা যে ইনাম পাইবেক তাহার কথা।

৮১। এই ধারানুসারে যত নিষিদ্ধ আফীন ধরা পড়ে তাহার মূল্য সেরকরা ১০ দশ টাকা নিরূপণ হইবেক ও যে ব্যক্তি কি ব্যক্তিরা অনুমতিবিনা পোস্তের চাসহওনের সমাচার দেয় কিম্বা সরকারের শাসিত দেশের মধ্যে নিষিদ্ধ আফীন খরীদ ও ফোরোখ্ত অর্থাৎ কেনাবেচা ও স্থানান্তরহওনের সম্বাদ অথবা নিষিদ্ধ আফীনের বিষয়ের অন্য কোন সম্বাদ দেয় যদি তাহারদিগের দেওয়া সমাচারেতে ঐ আফীন ক্রোক ও জব্দ হয় তবে ঐ ব্যক্তি কি ব্যক্তিরা তাহা ৮০ আশী সিক্কার ওজনের সেরকরা ২৷৷০ আড়াই টাকা করিয়া ও ঐ আফীন জব্দহওনেতে এই আইনের মতে জরীমানার যে টাকা উসুল হয় তাহার চারি ভাগের এক ভাগ ইনামরূপে পাইবার যোগ্য হইবেক এবং সরকারের যে ক্ষুদ্র২ চাকরলোক ঐ সমাচার পাইয়া আফীন ক্রোক্ করে তাহারাও ঐ ইনাম এতাবতা ৮০ আশী সিক্কার ওজনের সেরকরা ২৷৷০ আড়াই টাকার হিসাবে ও যে জরীমানা পাওয়া যায় তাহার চৌথাই পাইবার যোগ্য হইবেক কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে ভূমির মালগুজারী তহসীলের কালেক্টর সাহেব কিম্বা অন্য যে কার্য্যকারক সাহেবের প্রতি আবকারী মহালের কর্ম্মের ভার থাকে সেই সাহেব ঐ ইনাম এক জনকে কি তাহাহইতে অধিক জন

নিষিদ্ধ আফীনের মূল্য ও ইনামের হার নিরূপণের ও তাহা যাহারা পাইতে পরিবেক তাহার কথা।

কে দেওয়া উপযুক্ত বুঝিলে দিতে পারিবেন ও যদি কেহ ঐ কালেক্টর সাহেব কি অন্য কার্য্যকারক সাহেবের হুকুমেতে অসম্মত হইয়া আপীল করে তবে যে সাহেব এমত মোকদ্দমার আপীল হওনের সময়ে তাহার নিষ্পত্তির হুকুম দিবার ক্ষমতা রাখেন তিনি ঐ বিষয়ে যাহা উপযুক্ত বুঝেন তাহা করিতে পারিবেন ও সুবে বেহারের আফীনের এজেণ্ট অর্থাৎ মোখ্তারকার সাহেব ও তাঁহার নায়েবেরা ও মোকাম গাজীপুরের ও জিলা রঙ্গপুরের তেজারতের কুঠীর মোখ্তারকার সাহেব কি ঐ২ স্থানে অন্য যে২ কার্য্যকারক সাহেব আফীনের সিরিশ্তার কর্ম্মে মোকরর থাকেন তাঁহারা ও সরকারী মামুলের কালেক্টর সাহেবেরা ও তাঁহারদিগের নায়েবেরা ও নিমক মহালেরসুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবেরা ৮০ আশী সিক্কার ওজনের সেরকরা ৫ পাঁচ টাকা হিসাবে ও তাঁহারদিগের তাবে আমলার চেষ্টায় কিছু আফীন ক্রোক্ হওনেতে যে জরীমানা উসুল হইয়া থাকে তাহার অর্দ্ধেক ইনামরূপে পাইবার যোগ্য হইবেন কিন্তু বোর্ড রেবিনিউর সাহেবেরা ও বোর্ড কমিস্যনর সাহেবেরা ও সুবে বেহার ও বারাণসদেশের কমিস্যনর সাহেব ঐ সাহেবদিগের মধ্যে এক জন কি তাহাহইতে অধিক জনকে ঐ ইনাম দিবার বিষয়ে মোকদ্দমার ভাব বুঝিয়া যাহা উপযুক্ত ঠাহরান তাহা করিতে পারিবেন ইতি।—১৮১৬ সা। ১৩ আ। ৫০ ধা।*

সরকারী আমলারা অপর ব্যক্তির সম্বাদ দেওনবিনা নিষিদ্ধ আফীন ক্রোক্ করিলে যে২ ব্যক্তি ইনাম পাইতে পারিবেক তাহার কথা।

৮২। যদি সরকারের কার্য্যকারকেরা উপরি লিখিত ব্যক্তির সম্বাদ দেওনবিনা কিছু নিষিদ্ধ আফীন ক্রোক্ করেন তবে আফীনের এজেণ্ট সাহেব এতাবতা মোখ্তারকার সাহেব ও তাঁহার নায়েব ও মোকাম গাজীপুরের তেজারতের কুঠীর সাহেব ও জিলা রঙ্গপুরের তেজারতের কুঠীর সাহেব কিম্বা ভূমির মালগুজারী তহসীলের কালেক্টর সাহেব কি অন্য যে কার্য্যকারক সাহেবের প্রতি আবকারী মহালের কর্ম্মের ভার থাকে সে সাহেব ও সরকারী মামুল তহসীলের কালেক্টর সাহেবেরা ও তাঁহারদিগের নায়েবেরা ও নিমক মহালের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবদিগের মধ্যে যে২ সাহেবের তাবে আমলার অনুসন্ধান ও চেষ্টাতে আফীন ধরা পড়ে তাঁহারা তাহার ৮০ আশী সিক্কার ওজনের সেরকরা ৫ পাঁচ টাকা ও ঐ আফীনের বাবৎ যে জরীমানা উসুল হয় তাহার অর্দ্ধেক টাকা ইনামরূপে পাইবার যোগ্য হইবেন ও ঐ সাহেবদিগের যে ক্ষুদ্র২ আমলা আফীন ক্রোক্ করে তাহারাও ৮০ আশী সিক্কার ওজনের সেরকরা ৫ পাঁচ টাকা হিসাবে ও ক্রোক্হওয়া আফীনের বিষয়ে যে জরীমানা উসুল হয় তাহার অর্দ্ধেক টাকা ইনামরূপে পাইবেক ইতি।—১৮১৬ সা। ১৩ আ। ৫১ ধা।

---

* এই ৫০ ধারা ও ৫১ ধারার বিধান পশ্চাৎ হুকুমকরা আইনের দ্বারা মতান্তর হইয়াছে তন্নিমিত্তে এই গ্রন্থের এই সপ্তম ধারার ৮৫ ও তৎপরের সংখ্যা দেখ।

৮৩। সুবে বেহারের আফীনের এজেণ্ট এস্তাবতা মোখ্তারকার সাহেব ও তাঁহার নায়েব ও মোকাম গাজীপুরের ও মোকাম রঙ্গপুরের তেজারতের কুঠীর মোখ্তারকার সাহেব কি অন্য যে২ কার্য্যকারক সাহেব ঐ২ স্থানে আফীনের সিরিশ্তার কর্ম্মে নিযুক্ত থাকেন তাঁহারা ও মামুল তহসীলের কালেক্টর সাহেবেরা ও তাঁহারদিগের নায়েবেরা ও নিমক মহালের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবেরা আপনারদিগের আমলা লোকের চেষ্টা ও অনুসন্ধানেতে ক্রোক্‌হওয়া নৌকা ও বারবরদারীর অন্য বস্তু কি জন্তু ও পীপা ও পুলিন্দা ও সিন্দুক ইত্যাদি ও ঘোড়া ও গাড়ী ও বলদআদি জব্দ ও বিক্রয়হওনেতে যে মূল্য পাওয়া যায় তাহার অর্দ্ধেক টাকা পাইবার যোগ্য হইবেন ও তাঁহারদিগের তাবে যে ছোট২ আমলা লোক ঐ সকল বস্তু ক্রোক্‌ করে তাহারা যদি ঐ ক্রোক্‌ গোয়েন্দার সমাচারদেওনেতে হইয়া থাকে তবে ঐ সকল বস্তু জব্দ ও বিক্রয় হওয়াতে যত টাকা মূল্য প্যাওয়া যায় তাহার চারি ভাগের এক ভাগ ইনামরূপে পাইতে পারিবে ও ঐ চারি ভাগের আর এক ভাগ যে গোয়েন্দার সম্বাদদেওয়াতে ঐ নৌকাআদি ক্রোক্‌ ও জব্দ হয় সেই গোয়েন্দা ইনামরূপে পাইবেক ও যদি সরকারের কার্য্যকারক সাহেবেরা উপরি লিখিত লোকদিগের সম্বাদদেওনবিনা আফীন ক্রোক্‌ করেন তবে তাঁহার তাবে যে ক্ষুদ্র২ আমলার চেষ্টাতে আফীন ক্রোক্‌ হয় তাহারা ঐ নৌকা আদি বিক্রয় হওনেতে যে মূল্য পাওয়া যায় তাহার অর্দ্ধেক টাকা পাইতে পারিবেক ইতি।—১৮১৬ সা। ১৩ আ। ৫২ ধা।

নৌকাআদি জব্দ হইয়া বিক্রয়হওয়াতে যত টাকা মূল্য হয় তাহা অংশাংশী হইবার কথা।

৮৪। যদি আফীনের এজেণ্ট এস্তাবতা মোখ্তারকার সাহেবেরা কিম্বা তাঁহারদিগের নায়েব সাহেবেরা কি মামুল তহসীলের কালেক্টর সাহেবেরা কি তাঁহারদিগের নায়েব সাহেবেরা অথবা নিমক মহালের সুপেরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবেরা এই আইনানুসারে ইনাম পাইবার যোগ্য হন্‌ তবে মালগুজারীর কালেক্টর সাহেব কি অন্য যে কার্য্যকারক সাহেবের প্রতি আবকারী মহালের কর্ম্মের ভার থাকে তাঁহার আবশ্যক যে তাঁহারা যে বোর্ডের তাবে হন্‌ তথায় এবিষয়ের সম্বাদ লিখিয়া ইনামের টাকা অংশ করিয়া দিবার বিষয়ে ঐ২ বোর্ডের সাহেবদিগের হুকুমের অপেক্ষায় থাকেন ও যদি সরকারের কোন আমলা কিম্বা কোন গোয়েন্দা ইনাম পাইবার অধিকারী হয় তবে কালেক্টর সাহেবের ক্ষমতা আছে যে মোকদ্দমা নিষ্পত্তি হইলে পর যদি উপরের ধারামতে ঐ নিষ্পত্তির উপর আপীল না হয় তবে আপীলের কাল গত হইলে পরেই ইনামের টাকা বাটিয়া দিয়া তাহার কাগজ তৈয়ার করিয়া আপন নিকটে রাখেন ও যদি আপীল হয় তবে ইনামের টাকা অংশ করিয়া দিবার নির্ভর বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের কিম্বা বোর্ড কমিস্যনর সাহেবদিগের অথবা সুবে বেহার ও বারাণসদেশের কমিস্যনর সাহেবের ইহার যেখানে মোকদ্দমা নিষ্পত্তি হওনের বিষয় হয় তথাকার সাহেবলোক কি সাহেবের ক্ষমতাতে থাকিবেক ইতি।—১৮১৬ সা। ১৩ আ। ৯৭ ধা।

ইনামের টাকা বাটিয়া দিবার ভার যে সাহেবের প্রতি থাকে তাঁহার যে কর্ত্তব্য তাহার কথা।

নিষিদ্ধ আফীন ক্রোক ও জব্দ হওনের বাবৎ যে ইনাম দেওয়া যাইবেক তাহা নিরূপণহওনের কথা।

৮৫। ইঙ্গরেজী ১৮১৬ সালের ১৩ আইনের ৫০ ও ৫১ ধারার লিখিত হুকুম ও নিষিদ্ধ ও বিনাঅনুমতিতে তৈয়ার কি বিক্রয়করা আফীন ক্রোক ও জব্দ হওন মতে দিবার ইনামের পরিমাণ নিরূপণ করণের বাবৎ ঐ আইনের লিখিত অন্যং কথা শুধরিবার নিমিত্তে এই ধারানুসারে এমত হুকুম করা যাইতেছে যে ইহার পরে বিনা অনুমতিতে তৈয়ার কি বিক্রয়করা যত আফীন ক্রোক হয় সে সমস্ত আফীনের দাম ফি সের ৭ সাত টাকা নিরূপণ হইবেক ও যে সকল লোক বিনাঅনুমতিতে তৈয়ার কি বিক্রয় করা আফীন ক্রোক করে কি যাহারদিগের সম্বাদ দেওনতে ঐ আফীন ক্রোক হয় কিম্বা যে সাহেবদিগের আমলার সুচেষ্টাতে ঐ আফীন ক্রোক হয় তাঁহারা যে সকল প্রকারেতে ক্রোক ও জব্দ হওয়া আফীনের পরিমাণের দৃষ্টে নিরূপণহওয়া যে ইনাম পাইতে পারেন সেই ইনামের টাকা তাহার হিসাবদৃষ্টে এই আইনানুসারে কম হইবেক এতাবতা যে সকল প্রকারেতে এখনপর্য্যন্ত উপরের উক্ত আইনের লিখিত হুকুমের মতে ঐ সকল লোকেরা ক্রোকহওয়া আফীনের পরিমাণের উপর আশী সিক্কার ওজনের সেরকরা ২॥০ আড়াই টাকা হিসাবে ইনাম পাইতে পারেন সে সকল প্রকারেতে ইহার পর সেরকরা ১৸০ একটাকা বার আনা হিসাবে পাইতে পারিবেন ও আর যে সকল প্রকারেতে ঐ সকল লোকেরা সেরকরা৫ পাঁচ টাকা হিসাবে ইনাম পাইতে পারেন উত্তরকালে সে সকল প্রকারেতে ঐ লোকেরা সেরকরা ৩॥০ তিনটাকা আট আনা হিসাবে ইনাম পাইতে পারিবেন ইতি।—১৮১৮ সা। ১১ আ। ৪ ধা। ১ প্র।

ক্রোকহওয়া আফীনের মালিক গ্রেস্তার হওন ও তাহার কসুর সাবুদ হওন মতে কি অন্যমতে যে ইনাম দেওয়া যাইবেক তাহা নিরূপণহওনের কথা।

৮৬। উপরের লিখিত ইনামের টাকা এতাবতা সেরকরা ১৸০ এক টাকা বার আনা ও ৩॥০ তিন টাকা আট আনা কেবল ক্রোক ও জব্দ হওয়া আফীনের মালিকদিগকে গ্রেফ্তার করিলে ও তাহারদিগের কসুর সাবুদ হইলে দেওয়া যাইবেক ও আর যে সকল প্রকারেতে মালিকেরা ধরা না পড়ে ও তাহারদিগের কসুর সাবুদ না হয় তাহাতে যে সকল লোকেরা বিনাঅনুমতিতে তৈয়ার কি বিক্রয়করা আফীন ক্রোক করিয়া থাকে কি যাহারদিগের সম্বাদ দেওয়াতে ঐ আফীন ক্রোক হইয়া থাকে অথবা যে সাহেবদিগের আমলার সুচেষ্টায় ঐ আফীন ক্রোক হইয়া থাকে তাঁহারা উপরের লিখিত ইনামের টাকার অর্দ্ধেক এতাবতা এক প্রকারে সেরকরা ৸৴০ চৌদ্দ আনা ও দ্বিতীয় প্রকারে সেরকরা ১৸০ এক টাকা বারআনা পাইতে পারিবেন ইতি।—১৮১৮ সা। ১১ আ। ৪ ধা। ২ প্র।

বৈদ্যকর্ম্মকারি সাহেবেরা মালগুজারীর কালেক্টর কি আফীনের এজেন্ট সাহেবের হুকুম

৮৭। বৈদ্যকর্ম্মের ভারপ্রাপ্ত সকল সাহেবদিগর অবশ্য কর্ত্তব্য যে ভূমির মালগুজারী তহসীলের কালেক্টর সাহেবদিগের কি আবকারী মহালের কার্য্যকারক অন্য সাহেবেরদের কিম্বা বেহার ও বারণসের আফীনের এজেণ্ট সাহেবেরদের ও তাঁহারদিগের নায়েব সাহেবদিগের হুকুম পাইলে আটক কি জব্দকরা কোন আফীন উৎকৃষ্ট

কি অপকৃষ্ট ইহা নিরূপণ করিয়া নীচের লিখিতব্য চারি রকমের যেং রকম হয় সেইং রকম লিখিয়া রিপোর্ট করেন ইতি।

পাইলে জব্দহওয়া সমস্ত আফীনের রকম লিখিয়া রিপোর্ট করিবার কথা।

১ প্রথম উৎকৃষ্ট আফীন নির্ভাজ শুদ্ধ আফীন।

২ দ্বিতীয় বাণিজ্যযোগ্য আফীন অর্থাৎ চতুর্থাংশ অন্য দ্রব্যমিশ্রিত।

৩ তৃতীয় অপকৃষ্ট আফীন অর্থাৎ যে আফীনের অর্দ্ধেকের অধিক দ্রব্যান্তরমিশ্রিত থাকে।

৪ চতুর্থ অকর্ম্মণ্য আফীন অর্থাৎ এমত মিশ্রিত যে ঔষধাদি আফীনের প্রয়োজনোপযুক্ত কোন কার্য্যের যোগ্য নহে ইতি।—১৮২৪ সা। ৭ আ। ২০ ধা।

৮৮। ইঙ্গরেজী ১৮২৪ সালের ৭ আইনের ২০ ধারা শুধরণার্থে এই ধারাক্রমে জানান ও হুকুম করা যাইতেছে যে মার্কিটাবল্ অর্থাৎ বাণিজ্যযোগ্য আফীন শব্দেতে অন্য বস্তু এক পোয়ার অধিক মিশ্রিত নাহি যে আফীনে তাহাই বোধ হইবেক এবং ইনফেরিয়র অর্থাৎ অধম আফীন শব্দেতে অন্য বস্তু অর্দ্ধেকের অধিক মিশ্রিত নাহি যে আফীনে তাহাই বুঝা যাইবেক এবং যে আফীনেতে অর্দ্ধেকের অধিক অন্য বস্তু মিশ্রিত থাকে সে আফীন অকর্ম্মণ্য বোধ হইবেক ইতি।—১৮২৬ সা। ৮ আ। ২ ধা।

ইঙ্গরেজী ১৮২৪ সালের ৭ আইনের ২০ ধারা শুধরণের কথা।

৮৯। আফীনের এজেণ্ট সাহেবলোক ও তাঁহারদিগের নায়েব সাহেবেরা আপনারদিগের হুকুমের দ্বারা কি আপনারদিগের কার্য্যকারকদিগের দ্বারা আটক কি জব্দহওয়া আফীনের নিমিত্তে যে পুরস্কার পাইতেন তাহার কিছুমাত্র এখন পাইবেন না এবং ইঙ্গরেজী ১৮১৬ সালের ১৩ আইনেতে ও ১৮১৮ ১১ আইনেতে নিষিদ্ধ ক্রয়বিক্রয়ের আফীন ধরার ও জব্দকরার নিমিত্তে যেং পুরস্কার দিতে হয় তাহার বিষয়ে যেং হুকুম লেখা গিয়াছে তাহা আরো শুধরা যাইবার নিমিত্তে নীচের লিখিতব্য হুকুম নির্দ্দিষ্ট হইল সে হুকুম এই যে আরো হুকুম দেওয়া যাইতেছে যে শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে এমত ক্ষমতা রাখেন যে ঐ কৌন্সেলের বৈঠকের হুকুমের দ্বারা অন্য কোন কার্য্যকারক সাহেবদিগকে ঐ সাহেবেরা কোম্পানি বাহাদুরের চিহ্নিত চাকর হইলে ঐ পুরস্কার দেওয়া মৌকুফ করিতে পারেন্ এবং সময়েং যেমন উপযুক্ত বোধ হয় সেই মত তাহা দেওয়ার মতান্তর করিতেও পারেন্ ইতি।—১৮২৪ সা। ৭ আ। ২১ ধা। ১ প্র।

আফীনের এজেণ্ট সাহেবেরা আপনারদিগের কার্য্যকারক কি হুকুমের ভাবে লোকদিগের দ্বারা ধরা যাওয়া কি জব্দহওয়া আফীনের কারণ যে পুরস্কার পাইতেন তাহা এক্ষণে না পাইবার কথা।

অন্য কার্য্যকারক সাহেবেরা যে পুরস্কার পাইতেন তাহা মৌকুফহওনের বিশেষ হুকুম।

৯০। সমাচার পাওনদ্বারা যদি কোন নিষিদ্ধ আফীন ক্রোক করা যায় ও ঐ আফীন সরকারে জব্দ হয় তবে যে জন কি জনেরদের সমাচার দেওনদ্বারা ঐ আফীন ধরা গিয়া থাকে সেই জন কি জনেরা যদি তত্তৎস্থানের বৈদ্যকর্ম্মের ভারাক্রান্ত সাহেব ঐ আফীন উৎকৃষ্ট

জব্দহওয়া উৎকৃষ্ট আফীনের উপর সমাচারদেওনিয়ারা ও তাহা কর

পিয়া এদেশীয় কার্য্যকারকেরা যেং ইনাম পাইবেক তাহার বিশেষ কথা।

ওনের রিপোর্ট করেন্ তবে ঐ জব্দহওয়া আফীনের ৮২ বিরাশী সিক্কার ওজনের সেরকরা ১৷৷০ এক টাকা আট আনা করিয়া ইনাম পাইবেক এবং সরকারের এদেশীয় যে কার্য্যকারক কি কার্য্যকার কি কার্য্যকারকেরা ঐ সমাচারদ্বারা ঐ আফীন আটক করিয়া থাকে কি তাহা আটককরণের উদ্যোগী হইয়া থাকে তাহারা ঐ পরিমাণেতে ইনাম পাইবেক ও ঐ আফীন কোন জনের সমাচার দেওনব্যতিরেকে কেবল সরকারের এদেশীয় কার্য্যকারক কি কার্য্যকারকেরদের চেষ্টাতে ধরা গিয়া থাকে তবে ঐ এদেশীয় কার্য্যকারক কি কার্য্যকারকেরা ঐ ধরা ও জব্দহওয়া আফীনের ৮২ বিরাশী সিক্কার ওজনের সেরকরা ৩ তিন টাকা করিয়া ইনাম পাইবেক ইতি।— ১৮২৪ সা। ৭ আ। ২১ ধা। ২ প্র।

বাণিজ্যযোগ্য আফীন ধরার ইনামের কথা।

৯১। যদি ঐ আফীন বাণিজ্যযোগ্য আফীন রিপোর্ট করা যায় তবে সমাচারদেওনিয়া কি দেওনিয়ারা ঐ ধরা ও জব্দহওয়া আফীনের মোটের উপর তাহার ৮২ বিরাশী সিক্কার ওজনের সেরকরা ৸০ বার আনা করিয়া ইনাম পাইবেক এবং এদেশীয় যে কার্য্যকারক কি কার্য্যকারকেরা ঐ সমাচারক্রমে তাহা ধরিয়া থাকে তাহারাও ঐ পরিমাণেতে ইনাম পাইবেক ও সমাচার পাওনব্যতিরেকে যদি কেবল ঐ কার্য্যকারক কি কার্য্যকারকেরদের চেষ্টায় ঐ আফীন আটক হইয়া থাকে তবে ঐ কার্য্যকারক কি কার্য্যকারকেরা ঐ ধরা ও জব্দহওয়া আফীনের মোটের উপর তাহার ৮২ বিরাশী সিক্কার ওজনের সেরকরা ১৷৷০ এক টাকা আট আনা করিয়া ইনাম পাইবেক ইতি।—১৮২৪ সা। ৭ আ। ২১ ধা। ৩ প্র।

অপকৃষ্ট আফীন ধরণের ইনামের কথা।

৯২। যদি আফীন অপকৃষ্ট রিপোর্ট করা যায় তবে সমাচারদেওনিয়া কি দেওনিয়ারা ঐ জব্দহওয়া আফীনের মোটের উপর সেরকরা ৷৷৵ দশ আনা করিয়া ইনাম পাইবেক এবং ঐ সমাচারক্রমে আফীনধরণিয়া কি ধরণিয়ারা ঐ পরিমাণে ইনাম পাইবেক ইতি। —১৮২৪ সা। ৭ আ। ২১ ধা। ৪ প্র।

পূর্ব্বোক্তমত হইলে সমাচারদেওনিয়ারা জরীমানার এবং নৌকা ও গাড়ী ও পশুইত্যাদি যে কোন দ্রব্য নিষিদ্ধ আফীনের সহিত ধরা যায় তাহার মূল্যের অর্দ্ধেক পাইবার ও এদেশীয় কার্য্যকারকেরা তাহার সিকী পাইবার কথা।

৯৩। উপরের উক্ত তিন রকমের কোন রকম হইলে অর্থাৎ ঐ বৈদ্যকার্য্যকারক সাহেবের উৎকৃষ্ট কি বাণিজ্যযোগ্য কিম্বা অপকৃষ্ট লিখিত আফীন ধরা এবং জব্দকরা গিয়া থাকিলে তৎপ্রযুক্ত যে জরীমানা হয় যে জনের কি জনেরদের সমাচার দেওয়াতে ঐ আফীন ধরা গিয়া থাকে সেই জন কি জনেরা তাহার অর্দ্ধেক পাইবেক এবং যে কোন নৌকা কি গাড়ী কি ভারবহনের অন্য কোন বস্তু কিম্বা বলদ কি ভারবহনের অন্য কোন পশু অথবা বাক্স কি সিন্দুক কি অন্য যে কোন আধার ঐ আফীনের সহিত ধরা যায় তাহারো মূল্যের অর্দ্ধেক পাইবেক এবং এদেশীয় যে কার্য্যকারকেরা ঐ সম্বাদ পাইয়া তাহা ধরিয়া থাকে তাহারা ঐ জরীমানার চারি অংশের এক অংশ ও ঐ আফীনের সঙ্গে তাহার ভারবহনের যে কোন বস্তু জব্দ হইয়া থাকে তাহারো মূল্যের ঐ অংশ ইনামরূপে পাইবেক ও

যদি সমাচার পাওনব্যতিরেকে কেবল সরকারের কার্য্যকারক কি কার্য্যকরকদিগের চেষ্টায় আফীন ধরা গিয়া থাকে তবে ঐ কার্য্যকারক কি কার্য্যকারকেরা উপরের উক্ত ইনামের অতিরিক্ত ঐ আফীন ধরা যাওনপ্রযুক্ত হওয়া জরীমানার চারি অংশের তিন অংশ পাইবেক এবং যে নৌকা কি গাড়ী কি ভারবহনের অন্য বস্তু কি বলদ কিম্বা ভারবহনের অন্য কোন পশু কি বাক্স কি সিন্দুক কি অন্য কোন আধার ধরা ও জব্দ করা যায় তাহারো মূল্যের ঐ চারি অংশের তিন অংশ পাইবেক ইতি।—১৮২৪ সা। ৭ আ। ২১ ধা। ৫ প্র।

কিন্তু সমাচারদেওনব্যতিরেকে এদেশীয় কার্য্যকারকদিগের দ্বারা আফীন ধরা গেলে ঐ কার্য্যকারকেরা জরীমানার ও দ্রব্যের মূল্যের টাকার চারি অংশের তিন অংশ পাইবার কথা।

১৪। ধরা ও জব্দ করা অকর্ম্মণ্য লিখিত আফীনের উপর কিছুমাত্র ইনাম দেওয়া যাইবেক না ইতি।—১৮২৪ সা। ৭ আ। ২১ ধা। ৬ প্র।

অকর্ম্মণ্য আফীনধরণের ইনাম কিছুমাত্র না দেওয়া যাইবার কথা।

১৫। নিষিদ্ধ আফীনধরণিয়াদিগকে পুরস্কার দেওয়া যাইবার বিষয়ে ইঙ্গরেজী ১৮২৪ সালের ৭ আইনের ২১ ধারাতে যেং হুকুম লেখা গিয়াছে তাহা শুধরণার্থে এই ধারাতে হুকুম করা যাইতেছে যে শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলে এমত কর্তৃত্ব আছে যে কৌন্সেলের হুকুমের দ্বারা ঐ পূর্ব্বোক্ত পুরস্কার সরকারী কোন কর্ম্মকারিদিগকে দেওয়া নিবৃত্ত করেন এবং ঐ কর্ম্মকারিদিগের প্রাপ্তব্য পুরস্কার বিলি করিয়া দেওয়ার নিয়ম ঐ আইনের ঐ ধারার ১ প্রকরণে কোম্পানির চিহ্নিত চাকরের বিষয়ে যেমত দাঁড়া লেখা গিয়াছে তদনুসারে করেন ইতি।—১৮২৬ সা। ৮ আ। ৩ ধা।

নিষিদ্ধ আফীন ধরণিয়াদিগকে ইনাম দেওয়া যাইবার বিষয়ে ঐ আইনের ২১ ধারা শুধরণের কথা।

৮ ধারা।

মফঃসলে আফীন খরচের নিরূপণ বিষয়ে এবং বিনাঅনুমতিতে আফীন বিক্রয়ের নিবারণবিষয়ক বিধান।

১৬। মফঃসলেতে আফীন খরচ হইবার বন্দোবস্তের নিমিত্তে ও সরকারের অনুমতিবিনা আফীন বিক্রয় হইতে বারণের নিমিত্তে নীচের লিখিত দাঁড়া নির্দ্দিষ্ট হইল ইতি।—১৮১৬ সা। ১৩ আ। ৫৩ ধা।

নীচের লিখিত দাঁড়া নির্দ্দিষ্ট হইবার কথা।

১৭। এই ধারানুসারে জানান যাইতেছে যে মফঃসলেতে আফীন খুজরা বিক্রয়করণের দ্বারা যত টাকা উৎপন্ন হয় তাহা সরকারের আবকারী মহালের বাবৎ উৎপন্ন টাকার মধ্যে গণনা করা যাইবেক ও আফীন খুজরা বিক্রয়হওনের সিরিশ্তা বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের ও বোর্ড কমিস্যনর সাহেবদিগের ও সুবে বেহার ও বারাণস দেশের কমিস্যনর সাহেবের হুকুমের তাবেতে ঐং সাহেবদিগের অধিকার বিশেষে ভূমির মালগুজারীর কালেক্টর সাহেবদিগের কি অন্য যেং কার্য্যকারক সাহেবের প্রতি আবকারী মহা

আফীন খুজরা বিক্রয়করণেতে উৎপন্নহওয়া টাকা আবকারী মহালের উৎপন্ন টাকার মধ্যে গণনা হইবার কথা।

লের কর্ম্মের ভার থাকে তাঁহারদিগের জিম্মা থাকিবেক ইতি।—১৮১৬ সা। ১৩ আ। ৫৪ ধা।

কালেক্টর কি অন্য কার্য্যকারক সাহেবেরা আপনং জিলাতে যত আফীনের প্রয়োজন থাকে তাহার সমাচার দিবার কথা।

৯৮। কালেক্টর সাহেবদিগের কি অন্য যেং কার্য্যকারক সাহেবের প্রতি আবকারী মহালের কর্ম্মের ভার থাকে তাঁহারদিগের আবশ্যক হইবেক যে প্রতিবৎসর একবার কি তাহাহইতে অধিকবার আপনারদিগের জিলাসকলেতে খরচ হইবার নিমিত্তে যে অন্দাজ আফীনের দরকারী ও আবশ্যক হয় তাহার সম্বাদ আপনং অধিকারের দৃষ্টে বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের কি বোর্ড কমিসনর সাহেবদিগের কিম্বা সুবে বেহার ও বারাণসদেশের কমিস্যনর সাহেবের নিকটে দেন ও ঐ সাহেবেরা যতং আফীন চাহেন তাহার বিষয়ে শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলের বৈঠকে যে প্রকার হুকুম করেন সেই প্রকারে তাহা ঐং কালেক্টর সাহেবের কি অন্য কার্য্যকারক সাহেবের নিকটে পাঠান যাইবেক ইতি।—১৮১৬ সা ১৩ আ। ৫৫ ধা।

খুজরা বিক্রয় করিবার দোকান মোকরর হইবার কথা।

৯৯। এই ধারানুসারে জানান যাইতেছে যে লোকেরা অনায়াসে আফীন পাইবার নিমিত্তে যেং স্থানেতে উপযুক্ত বোধ হয় সেইং স্থানে সরকারের তরফহইতে আফীন খুজরা বিক্রয় হইবার দোকান মোকরর হইবেক ইতি।—১৮১৬ সা। ১৩ আ। ৫৬ ধা।

সরকারের মোকরর করা দোকানে আফীন খুজরা বিক্রয় করিবার লোক মোকরর করণের কথা।

১০০। আফীন খুজরা বিক্রয়করণের জন্যে কালেক্টর সাহেবদিগের কি অন্য যেং কার্য্যকারক সাহেবের প্রতি আবকারী মহালের কর্ম্মের ভার থাকে তাঁহারদিগের তরফহইতে যেং লোক মোকরর হয় তাহারা সরকারের তরফহইতে যেং দোকান মোকরর হয় কেবল সেইং দোকানেতে আফীন খুজরা বিক্রয় করিবেক ও ঐ দোকানদারদিগের মেহনতানা হয় সমুদয় মাহিনারূপে কি সমুদয় কমিস্যনরূপে অথবা কতক মাহিনারূপে ও কতক কমিস্যনরূপে মোকরর হইবেক ইতি।—১৮১৬ সা। ১৩ আ। ৫৭ ধা।

দোকানদারেরা একং আমলনামা পাইবার ও জামিনী দাখিল করিবার কথা।

১০১। এই ধারানুসারে জানান যাইতেছে যে আফীন খুজরা বিক্রয়করণের কর্ম্মে নিযুক্ত হওয়া দোকানদারেরা এই আইনের শেষের লিখিত ১ প্রথম নম্বরের শরওয়ামতে একং আমলনামা পাইবেক ও ঐ দোকানদারদিগের স্থানে একং কবুলিয়ৎ লেখাইয়া লওয়া যাইবেক ও ঐং দোকানদারদিগের আবশ্যক হইবেক যে কালেক্টর সাহেবেরা কি অন্য যেং কার্য্যকারক সাহেবের প্রতি আবকারী মহালের কর্ম্মের ভার থাকে তাঁহারা তলব করিলে মাতবর জামিনী দাখিল করে ইতি।—১৮১৬ সা। ১৩ আ। ৫৮ ধা।

কবুলিয়তের লিখিত নিয়মের অন্য

১০২। যদি ঐ দোকানদারদিগের কোন দোকানদার আপন কবুলিয়তের লিখিত নিয়মের অন্যমত করে তবে আপন দোকানদারী

কর্ম্মহইতে তগীর হইবেক ও ৫০০ পাঁচ শত টাকার অধিক না হয় এমত জরীমানা দিবার যোগ্য হইবেক ও যদি জরীমানার টাকা না দেয় তবে কালেকটর সাহেব তাহার অপরাধের ভাব বুঝিয়া ছয় মাসের অধিক না হয় এমত যে মিয়াদ উপযুক্ত ঠাহরেন সেই মিয়াদে কয়েদ থাকিবার যোগ্য হইবেক ইতি।—১৮১৬ সা। ১৩ আ। ৫৯ ধা।

থা করিলে যে প্রতিফল হইবে তাহার কথা।

১০৩। যদি ভূমির মালগুজারীর কালেক্টর সাহেবেরা কি অন্য যে২ কার্য্যকারক সাহেবের প্রতি আবকারী মহালের কর্ম্মের ভার থাকে তাঁহারা বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের কি বোর্ড কমিস্যনর সাহেবদিগের কি সুবে বেহার ও বারাণসদেশের কমিস্যনর সাহেবের সম্মতিক্রমে বিহিত বুঝেন তবে ঐ কালেক্টর কি অন্য কার্য্যকারক সাহেবেরা আফীন খুজরা বিক্রয়করণের ক্ষমতা পাট্টার অনুসারে অন্য২ ব্যক্তিকে দিতে পারিবেন ইতি।—১৮১৬ সা। ১৩ আ। ৬০ ধা।

আবকারী মহালের কার্য্যভারাক্রান্ত সাহেবেরা বোর্ডের সাহেবদিগের সম্মতিক্রমে লোকদিগেকে আফীন খুজরা বিক্রয় করিবার পাট্টা দিতে পারিবার কথা।

১০৪। যদি বোর্ড রেবিনিউর কি বোর্ড কমিস্যনর সাহেবদিগের কিম্বা সুবে বেহার ও বারাণস দেশের কমিস্যনর সাহেবের বিবেচনায় উপরের ধারার লিখিত বিষয় এতাবতা আফীন খুজরা বিক্রয়েরপাট্টা দেওয়া বিহিত বোধ হয় তবে ঐ বিষয়ের কথা ও পাট্টা পাওনের সময়ের নিরুপণ ও যে২ নিয়মমতে কার্য্য করিলে ঐ পাট্টা বহাল থাকিবেক সেই২ নিয়ম লিখিয়া ইশ্‌তিহার দিবেন ইতি।—১৮১৬ সা। ১৩ আ। ৬১ ধা।

পাট্টা দেওয়া বিহিত বোধ হইলে যে কর্ত্তব্য তাহার কথা।

১০৫। যদি কোন ব্যক্তি উপরের ধারার প্রস্তাবিত পাট্টা লইবার বাসনা করে তবে তাহার কর্ত্তব্য যে পাট্টা পাইবার কথা ও যে স্থানেতে দোকান করিতে চাহে সে স্থানের কথা লিখিয়া এক দরখাস্ত কালেক্টর সাহেবের কি অন্য যে কার্য্যকারক সাহেবের প্রতি আবকারী মহালের কর্ম্মের ভার থাকে তাঁহার নিকটে দেয় ও এমত দরখাস্ত মঞ্জুর হইলে দরখাস্তদেওনিয়ার আবশ্যক হইবেক যে পাট্টার লিখিত নিয়মমতাচরণ করিবার বিষয়ে যেমত জামিনী ঐ কালেক্টর সাহেব কি অন্য কার্য্যকারক সাহেব উপযুক্ত ঠাহরান সেই মত জামিনী দাখিল করে ইতি।—১৮১৬ সা। ১৩ আ। ৬২ ধা।

খুজরা বিক্রয়করণের পাট্টা যাহারা লইতে চাহে তাহারদিগের যে কর্ত্তব্য তাহার কথা।

১০৬। জানা কর্ত্তব্য যে দরখাস্তদেওনিয়ারা উপরের লিখিত জামিনী দাখিল করিলে পর তাহারদিগকে আফীন খুজরা বিক্রয় করিবার এক২ পাট্টা এই আইনের শেষের লিখিত ২ দ্বিতীয় নম্বরের শরওয়া মতে দেওয়া যাইবেক ও ঐ ২ পাট্টা পাইলে ঐ২ ব্যক্তির দিগের আপন২ নামের পাট্টার অনুযায়ী এক২ কবুলিয়ৎ লিখিয়া দাখিল করিতে হইবেক ইতি।—১৮১৬ সা। ১৩ আ। ৬৩ ধা।

জামিনী ও কবুলিয়ৎ দাখিল করিলে পর পাট্টা দিবার কথা।

পাট্টাদার বিক্রয়করণিয়ারদিগকে আফীন দিবার মতের কথা।

১০৭। পাট্টাদার বিক্রয়করণিয়াদিগকে মাসেং যে আন্দাজ আবশ্যক ও প্রয়োজন হয় সেই আন্দাজ আফীন দেওয়া যাইবেক ও বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের ও বোর্ড কমিস্যনর সাহেবদিগের ও সুবে বেহার ও বারাণসদেশের কমিস্যনর সাহেবের আবশ্যক যে বিক্রয়করণিয়াদিগের প্রতি তাহারদিগের যে মূল্য দিতে হইবেক তাহার নিরিখ এবং ঐ মূল্যছাড়া দিনুড়ী মামুলের নিরিখ যে দুই ঐ বিক্রয়করণিয়াদিগের স্থানে কালেক্টর সাহেবেরা তহসীল করিবেন তাহার নিরূপণ করেন কিন্তু বোর্ডের সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে এ বিষয়ের দৃষ্টে যে ঐ মোকররী মূল্য ও মামুলের নিরিখ কম হওয়াতে সরকারের পক্ষে কোন প্রকারে ক্ষতি না হয় এবং তাহা বেশীহওয়াতেও বিক্রয়করাণিয়াইত্যাদি লোকদিগের নিষিদ্ধ প্রকারে আফীন খরীদ ও ফরোখ্ত অর্থাৎ কেনা বেচা করিবার প্রবৃত্তি না হয় এমত পরিমাণে ঐ মূল্য ও দিনুড়ী মামুলের নিরিখ নিরূপণ করেন যে সরকারের পক্ষে অতিশয় ফলদায়ক হয় ইতি।—১৮১৬ সা। ১৩ আ। ৬৪ ধা।

পাট্টা যে প্রকারে বাতিল হইবেক তাহার কথা।

১০৮। যে কর্ম্মের নিমিত্তে বিশেষ করিয়া কোন হুকুম নির্দ্দিষ্ট না হইয়া থাকে এমত কোন কর্ম্ম যদি কোন পাট্টাদার আফীন বিক্রয়করণিয়া আপন কবুলিয়তের লিখিত কোন নিয়মের অন্য মত করে তবে তাহাতে ঐ বিক্রয়করণিয়ার পাট্টা বাতিল অর্থাৎ অকর্ম্মণ্য হইবেক ও ৫০ পঞ্চাশ টাকার অধিক না হয় এমত জরীমানা ঐ অপরাধির দিতে হইবেক ও যদি ঐ অপরাধী ঐ জরীমানার টাকা না দেয় তবে ঐ অপরাধী তাহার অপরাধের ভাব দৃষ্টে এক মাসের অধিক না হয় এমত যে মিয়াদ কালেক্টর সাহেবের কি অন্য যে কার্য্যকারক সাহেবের প্রতি আবকারী মহালের কর্ম্মের ভার থাকে তাঁহার উপযুক্ত বোধ হয় সেই মিয়াদে কয়েদ থাকিবার যোগ্য হইবেক ও পাট্টা রদহওনের তারিখ লাগাইত ঐ বিক্রয়করণিয়ার শিরে কালেক্টর সাহেবের কি অন্য যে কার্য্যকারক সাহেবের প্রতি আবকারী মহালের কর্ম্মের ভার থাকে তাঁহার হুজুরে দাখিলকরা কবুলিয়ৎ মতে যত টাকা ওয়াজিবী দেনা হয় তাহাব্যতিরিক্ত তাহার কবুলিয়তের লিখিত নিয়মের অন্যমতাচরণ করণেতে সরকারের পক্ষে যে আন্দাজ ক্ষতি হয় তাহা যত টাকায় পূরা হয় তত টাকা দণ্ড ও বিক্রয়করণিয়ার দেনা হইয়া তাহা তাহার জামিনদারের স্থানহইতে উসুল করা যাইবেক ইতি।—১৮১৬ সা। ১৩ আ। ৬৫ ধা।

পাট্টা ফিরিয়া দিতে পারিবার কথা।

১০৯। পাট্টাদার আফীন বিক্রয়করণিয়াদিগের ক্ষমতা আছে যে তাহারা যখন ইচ্ছা করে তখনি আপনং পাট্টা ফিরিয়া দিতে পারিবেক ও যদি তাহারা আপনং পাট্টা আলিয়া দিবার নিমিত্তে দরখাস্ত দাখিল করে তবে তাহারদিগের স্থানে পাট্টা ইস্তফা করিবার তারিখ লাগাইত ভূমির মালগুজারীর কালেক্টর সাহেবের কি অন্য যে কার্য্যকারক সাহেবের প্রতি আবকারী মহালের কর্ম্মের ভার

থাকে তাঁহার হজুরে দাখিলকরা একরারনামামতে যত টাকা পাও না ওয়াজিবী হয় তাহার অতিরিক্ত আর এক মাসের দিনুড়ী মাসুলের টাকা যাবৎ দাখিল না করে তাবৎ পাট্টার লিখিত নিয়মহইতে এড়াইতে পারিবেক না ইতি।—১৮১৬ সা। ১৩ আ। ৬৬ ধা।

দোসরা দোকানের কারণ আলাহিদা পাট্টা লইবার কথা।

১১০। এই ধারানুসারে জানান যাইতেছে যে এই আইনের লিখিত হুকুমমতে যে২ ব্যক্তিকে যে২ পাট্টা দেওয়া যায় সেই এক২ পাট্টাঅনুসারে তাহারা কেবল এক২ দোকান করিতে পারিবেক ও যদি কোন বিক্রয়করণিয়া এক দোকানব্যতীত অধিক দোকানকরিতে চাহে তবে তাহার উচিত যে প্রত্যেক দোকানের নিমিত্তে আলাহিদা২ পাট্টা লয় ও যে এক দোকানেতে সে স্বয়ং আফীন বিক্রয় করে যেমত সেই দোকানের বাবৎ কৌলকরারের জওয়াব দিবার দায় ঐ বিক্রয়করণিয়ার শিরে থাকে সেই মত দোসরা যে দোকানে অন্য ব্যক্তিকে আফীন বিক্রয় করিবার কারণ নিযুক্ত করে সে দোকানের বাবৎ কৌল করারের জওয়াব দিবারো দায় ঐ বিক্রয়করণিয়ার শিরে থাকিবেক ও যে২ পাট্টাদার বিক্রয়করণিয়া পাট্টার লিখিত স্থানভিন্ন অন্য স্থানে আফীন বিক্রয় করে তাহারদিগের অনুমতিবিনা আফীন বিক্রয়করণের নিমিত্তে এই আইনানুসারে যত টাকা জরীমানা মোকরর হইয়াছে তত টাকা জরীমানা দিতে হইবেক ইতি।—১৮১৬ সা। ১৩ আ। ৬৭ ধা।

বিশেষ পাট্টার কথা।

১১১। বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের ও বোর্ড কমিস্যনর সাহেবদিগের ও সুবে বেহার ও বারাণসদেশের কমিস্যনর সাহেবের ক্ষমতা আছে যে যদি তাঁহারা বিহিত বুঝেন তবে কালেক্টর সাহেবদিগকে কি অন্য যে২ কার্য্যকারক সাহেবের প্রতি আবকারী মহালের কর্ম্মের ভার থাকে তাঁহারদিগকে এমত অনুমতি দেন যে যদি কোন পাট্টাদার বিক্রয়করণিয়া কি অন্য কোন ব্যক্তি কোন বাজারেতে আফীন বিক্রয় করিবার দরখাস্ত করে তবে তাহাকে এক পাট্টা বিশেষ করিয়া ঐ কর্ম্মের নিমিত্তে দেন ও ঐ পাট্টাতে হাটের নাম ও ঐপাট্টা বহাল থাকিবার মিয়াদের নিরূপণ লেখা যাইবেক ও এমত পাট্টা এই আইনের শেষের লিখিত ২ দ্বিতীয় নম্বরের পাট্টার শরওয়া মতে উপযুক্ত কোন২ কথার ফেরফার করিয়া লেখা যাইবেক ইতি।—১৮১৬ সা। ১৩ আ। ৬৮ ধা।

আবকারী মহালের কার্য্যকারাক্রান্ত সাহেবেরা কমিস্যন পাইবার কথা।

১১২। কালেক্টর সাহেবেরা কি অন্য যে২ কার্য্যকারক সাহেবদিগের প্রতি আবকারী মহালের কর্ম্মের ভার থাকে তাঁহারা এই আইনানুসারে আফীন বিক্রয়হওনেতে যত টাকা সরকারের নিজ প্রাপ্য হইয়া তহবীলে দাখিল হয় তাহার শতকরা ৫ পাঁচ টাকা করিয়া কমিস্যনরূপেপাইবেন ইতি।—১৮১৬ সা। ১৩ আ। ৬৯ ধা।

মিশালকরা আ

১১৩। কালেক্টর সাহেবের কি অন্য যে কার্য্যকারক সাহেবের

ফীন বিক্রয় করিলে যে শাস্তি পাইবেক তাহার কথা।

প্রতি আবকারী মহালের কর্ম্মের ভার থাকে তাঁহার তরফহইতে আফীন বিক্রয়করণের কর্ম্মে নিযুক্ত হওয়া বিক্রয়করণিয়াদিগের মধ্যে কোন বিক্রয়করণিয়া কিম্বা যেং ব্যক্তি ঐ বিক্রয়করণিয়ার তরফহইতে ঐ কর্ম্মে মোকরর হইয়া থাকে তাহারা অথবা কোন পাট্টাদার বিক্রয়করণিয়া স্বয়ং কি অন্যের দ্বারা মিশালকরা আফীন বিক্রয় করে কি করায় তবে ঐং ব্যক্তিদিগের পাট্টা কি আমলনামা রদ ও বাতিল হইবেক ও কালেক্টর সাহেবের নিকট এ অপরাধ প্রমাণ হইলে ঐ বিক্রয়করণিয়ার ৫০০ পাঁচ শত টাকার অধিক না হয় এমত জরীমানা দিতে হইবেক ও ছয় মাসের অধিক না হয় এমত যে মিয়াদ কালেক্টর সাহেব তাহার অপরাধের উপযুক্ত বুঝেন সেই মিয়াদপর্য্যন্ত ঐ অপরাধী কয়েদ থাকিবার যোগ্য হইবেক ও ঐ আফীন জব্দ করিয়া নষ্ট করা যাইবেক ও যে নৌকা কি বারবরদারীর অন্য বস্তু কি জন্তু কি গাড়ীআদিতে ঐ আফীন বোঝাই থাকে ও যে সিন্দুক কি পীপা কি পুলিন্দাতে রাখা গিয়া থাকে তাহা সমস্ত ক্রোক ও জব্দ হইবেক ও যে গোয়েন্দার সম্বাদদেওনেতে এপর্য্যন্ত হয় সে গোয়েন্দা অপরাধির অপরাধ প্রমাণ হইলে পর কালেক্টর সাহেব কি অন্য যে কার্য্যকারক সাহেবের প্রতি আবকারী মহালের কর্ম্মের ভার থাকে সেই সাহেব তাহার যত টাকা জরীমানা করেন তাহার অর্দ্ধেক টাকা পাইতে পারিবেক ইতি।—১৮১৬ সা। ১৩ আ। ৭০ ধা।

আফীন মিশাল করা কি না ইহা তহকীককরণের মতের কথা।

১১৪। যদি উপরের ধারার উক্ত অপরাধের অপবাদগ্রস্ত ব্যক্তি আফীন মিশ্রিতকরণেতে অস্বীকৃত হয় তবে কালেক্টর সাহেবের কর্ত্তব্য যে এ বিষয়ের তহকীকের জন্যে ঐ আফীন জিলার ডাক্তর অর্থাৎ চিকিৎসক সাহেবের নিকটে পাঠান ও সেই জিলায় ডাক্তর সাহেব না থাকিলে কালেক্টর সাহেবের উচিত যে এ দেশীয় প্রধানং চিকিৎসকদিগের মধ্যে দুই জন কিম্বা ততোধিক অথবা অন্যং যে ব্যক্তিরা আফীন পরখ করিতে পারে তাহারদিগকে এই প্রয়োজনের নিমিত্তে তলব করেন ও কালেক্টর সাহেবেরা কি অন্য যে কার্য্যকারক সাহেবদিগের প্রতি আবকারী মহালের কর্ম্মের ভার থাকে তাঁহারদিগের উচিত যে বিক্রয়করণিয়াদিগকে আফীন দিবার সময়ে তাহার নমুনা তাহারদিগকে দেওয়া আফীনের সহিত মিলাইবার নিমিত্তে আপনারদিগের নিকটে রাখেন ইতি।—১৮১৬ সা। ১৩ আ। ৭১ ধা।

লশকরী ছাউনির নিকটে আফীন বিক্রয়হওনের বিষয়ে ইং ১৮১৩ সালের ১০ আইনের লিখিত দাঁড়া সম্পর্ক রাখিবার কথা।

১১৫। এই ধারানুসারে জানান যাইতেছে যে ইঙ্গরেজী ১৮৩১ সালের ১০ আইনের লিখিত যেং দাঁড়া লশকরের ছাউনীর নিকটে শরাব বিক্রয়হওনের বিষয়ে সম্পর্ক রাখে সেইং দাঁড়া ঐ ছাউনীর নিকটে এই আইনমতে আফীন বিক্রয়হওনের বিষয়েতেও সম্পর্ক রাখিবেক ইতি।—১৮১৬ সা। ১৩ আ। ৭২ ধা।

১১৬। জানা কর্ত্তব্য যে ইঙ্গরেজী ১৮১৩ সালের ১০ আইনের ও ১৮১৪ সালের ১৭ আইনের লিখিত যেং হুকুম শরাব অর্থাৎ মদিরাদি মাদক সামগ্রী প্রস্তুত ও বিক্রয়করণের বাবৎ বাকী টাকা উসুলকরণের বিষয়ে সম্পর্ক রাখে যে সেইং হুকুম যাহারা আফীন বিক্রয় করিবার পাট্টা পায় তাহারদিগের প্রতি খাটিবেক ইতি।—১৮১৬ সা। ১৩ আ। ৭৩ ধা।

পাট্টাদার বিক্রয়কারকদিগের সহিত এই ধারার লিখিত আইনের কএক হুকুম সম্পর্ক রাখিবার কথা।

১১৭। এই ধারানুসারে নিষেধ হইল যে সরকারের মোকরর করা দোকানভিন্ন অন্য স্থানে আফীন বিক্রয় হইবেক না ও আফীন বিক্রয় করিবার কর্ম্মে মোকররহওয়া বিক্রয় করণিয়ারাভিন্ন ও যেং ব্যক্তিরা কালেক্টর সাহেবের কি অন্য যে কার্য্যকারক সাহেবের প্রতি আবকারী মহালের কর্ম্মের ভার থাকে তাঁহার তরফহইতে পাট্টা পায় তাহারাভিন্ন অন্য কেহ আফীন বিক্রয় করিতে পারিবেক না ইতি।—১৮১৬ সা। ১৩ আ। ৭৪ ধা।

নিষেধের কথা।

১১৮। যে ব্যক্তি অনুমতিবিনা অল্প বিস্তর যে কিছু আফীন বিক্রয় করে সে ব্যক্তির ঐ অপরাধ ভূমির মালগুজারীর কালেক্টর সাহেবের নিকটে প্রমাণ হইলে ৫০০ পাঁচ শত টাকার অধিক না হয় এমত জরীমানা দিবার যোগ্য হইবেক কিম্বা তাহার বদলে ছয় মাসের অধিক না হয় এমত যে মিয়াদ কালেক্টর সাহেব তাহার অপরাধের উপযুক্ত বুঝেন সেই মিয়াদ পর্য্যন্ত কয়েদ থাকিবার যোগ্য হইবেক ও এ হুকুম যে সকল বৈদ্যেরা রোগি ব্যক্তিরদিগকে ঔষধরূপে আফীন দেয় তাহারদিগের প্রতি খাটিবেক না ইতি।—১৮১৬ সা। ১৩ আ। ৭৫ ধা।

অনুমতিবিনা আফীন বিক্রয় করিলে যে শাস্তি হইবেক তাহার কথা।

১১৯। জানা কর্ত্তব্য যে দাদনীলওনিয়া যে চাসী লোকেরা নূতন উঠান আফীন পোস্ত পরিণতহওনকালাবধি এজেণ্ট সাহেবের নিকটে পঁহুছাইয়া দিবার কালপর্য্যন্ত আপনং নিকটে রাখে তাহারদিগের সহিত উপরের ধারার লিখিত হুকুম সম্পর্ক রাখিবেক না ইতি।—১৮১৬ সা। ১৩ আ। ৭৭ ধা।

যে প্রকারেতে উপরের লিখিত হুকুম না খাটিবেক তাহার কথা।

১২০। কালেক্টর সাহেবদিগের কিম্বা অন্য যেং কার্য্যকারক সাহেবের প্রতি আবকারী মহালের কর্ম্মের ভার থাকে তাঁহারদিগের কর্ত্তব্য যে যেং ব্যক্তিরা আফীন বিক্রয় করিবার পাট্টা পায় তাহারদিগের ইসমনবিসী আবকারীর দারোগা ও পোলীসের দারোগাদিগের নিকটে পাঠান্ ও ঐ দারোগাদিগের কর্ত্তব্য যে তাহারা যেং সাহেবের তাবে হয় সেইং সাহেবের হজুরে অনুমতিবিনা যেং ব্যক্তিরা আফীন বিক্রয় করে তাহারদিগকে তাহা সাবুদহওনের সাক্ষিসমেত চালান করিতে থাকে ও যদি অনুমতিবিনা আফীন বিক্রয় কি পোস্তের চাসকরণিয়া ব্যক্তিরা মাজিস্ট্রেট্ সাহেবের নিকটে পাঠান যায় তবে ঐ সাহেবের কর্ত্তব্য যে ঐ সকল ব্যক্তিরদিগকে তাহা

আফীন বিক্রয় করিতে অনুমতিপাওয়া লোকদিগের ইসমনবিসী পাঠাইবার কথা।

পোলীসের ও আবকারীর দারোগাদিগের ও মাজিস্ট্রেট সাহেবের যাহা করিতে হইবেক তাহার কথা।

রদিগের অপরাধ প্রমাণ হইবার সাক্ষিলোকসমেত ভূমির মালগুজারীর কালেক্টর সাহেবের কি অন্য যে কার্য্যকারক সাহেবের প্রতি আবকারী মহালের কর্ম্মের ভার থাকে তাঁহার নিকটে পাঠাইয়া দেন্ ও ঐ কালেক্টর সাহেব কি অন্য কার্য্যকারক সাহেব নীচের লিখিত হুকুমের মতে সে মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করিবেন ইতি।—১৮১৬ সা। ১৩ আ। ৭৮ধা।

বোর্ড রেবিনিউ ও বোর্ড কমিস্যনর সাহেবদিগের ও সুবে বেহার ও বারাণস দেশের কমিস্যনর সাহেবের যে কর্ত্তব্য তাহার কথা।

১২১। বোর্ড রেবিনিউ ও বোর্ড কমিস্যনর সাহেবদিগের ও সুবে বেহার ও বারাণসদেশের কমিস্যনর সাহেবের ও বোর্ড ত্রেডের সাহেবদিগের আবশ্যক যে সরকারের অনুমতিবিনা পোস্তের চাস ও আফীন তৈয়ার ও খরীদ ফরোখ্ত অর্থাৎ ক্রয় বিক্রয় ও এক স্থানহইতে অন্য স্থানে লইয়া যাওয়া ও রাখা না হইতে পারিবার নিমিত্তে যেং হুকুম ও অনুমতি এই আইনের দৃষ্টে উত্তম ও বিহিত বুঝেন তাহা আপনারদিগের তাবে কার্য্যকারকদিগের নিকটে লিখিয়া পাঠান ইতি।—১৮১৬ সা। ১৩ আ। ৭৯ ধা।

৯ ধারা।

আবকারী মহাল যে সাহেবের জিম্মায় থাকিবে তিনি যেং প্রকার মোকদ্দমা শুনিতে পারিবেন তাহা।

কালেক্টর সাহেব কি অন্য যে কার্য্যকারক সাহেবের প্রতি আবকারী মহালের কর্ম্মের ভার থাকে তাঁহার যেং মোকদ্দমার বিচার করিতে হইবেক তাহার কথা।

১২২। এই ধারানুসারে জানান যাইতেছে যে অনুমতিবিনা পোস্তের চাস ও আফীন তৈয়ার ও খরীদ ফরোখ্ত অর্থাৎ ক্রয় বিক্রয় ও এক স্থানহইতে অন্য স্থানে লইয়া যাওন ও রাখণের বাবৎ সরকারের কি গোয়েন্দার পাওনা কোন জরীমানার টাকা উসুল করণের মোতালক সমস্ত মোকদ্দমা ও নালিশ ও এজহার ভূমির মালগুজারীর কালেক্টর সাহেব কি অন্য যে কার্য্যকারক সাহেবের প্রতি আবকারী মহালের কর্ম্মের ভার থাকে সেই সাহেব শুনিবেন ও তাহার বিচারও নিষ্পত্তি করিবেন ও জানা কর্ত্তব্য যে এক্ষণকার চলিত আইনের লিখিত নিয়মের কোন নিয়ম ইহার প্রতিবন্ধক হইবেক না কিন্তু সরকারের কার্য্যকারক লোক দাঁড়ার অন্য মতাচরণ করিলে সেহেতুক তাহারদিগের নামে হওয়া যে সকল নালিশ মাজিস্ট্রেট সাহেবের শ্রবণ ও বিচারযোগ্য সে সকল নালিশ শ্রবণ ও তাহার বিচারকরণের কিছু সম্পর্ক ঐ কালেক্টর সাহেব কি অন্য কার্য্যকারক সাহেবের সহিত থাকিবেক না ও ঐ কালেক্টর সাহেব কি অন্য কার্য্যকারক সাহেবের কর্ত্তব্য যে উপরের উক্ত মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি নীচের লিখিত দাঁড়ার মতে করেন ইতি।—১৮১৬ সা। ১৩ আ। ৮০ ধা।

যে মতে মোকদ্দমার বিচার না করা যাইবার তাহার কথা।

১২৩। জানা কর্ত্তব্য যে কালেক্টর সাহেবের কি অন্য যে কার্য্যকারক সাহেবের প্রতি আবকারী মহালের কর্ম্মের ভার থাকে তাঁহার এমত ক্ষমতা নাহি যে উপরের লিখিত কোন মোকদ্দমার বি

নালিশ কি এজহার জরীমানা কি অন্য দণ্ড হইবার যোগ্য কোন কর্ম্ম করণের পরঅবধি ছয় মাস মিয়াদের মধ্যে দরপেশহওনব্যতিরে কে তাহার বিচার করেন কিন্তু যদি সরকারের তরফহইতে এমত২ মোকদ্দমা ঐ নিরূপিত মিয়াদ অতীতহওনের পরে দরপেশ করা যায় ও নিরূপিত মিয়াদের মধ্যে তাহা দরপেশ না হওনের বিশিষ্ট হেতু জানা যায় তবে কালেক্টর সাহেবের কি অন্য কার্য্যকারকের ক্ষমতা আছে যে তাহার বিচার করেন্ ইতি।—১৮১৬ সা। ১৩ আ। ৮১ ধা।

ঐ সকল মোকদ্দমার আরজী ও অন্য লেখন ইষ্টাম্প কাগজে লিখিতে না হইবার কথা।

১২৪। জানা কর্ত্তব্য যে ভূমির মালগুজারী তহসীলের কালেক্টর সাহেবের কি অন্য যে সাহেবের প্রতি আবকারী মহালের কর্ম্মের ভার থাকে তাঁহার নিকটে যে সকল মোকদ্দমা ও এজহার ও নালিশ দরপেশ হইবেক তাহার আরজী ও তৎসম্পর্কীয় অন্য২ লেখন ইষ্টাম্পকাগজে লিখিবার আবশ্যক নাহি ও সরকারের প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা সাহেবদিগের কি অন্য কার্য্যকারক সাহেবদিগের ও অন্য২ ব্যক্তিদিগের মধ্যেতে যে কৌলকরার হয় তাহা ইষ্টাম্পকাগজে লেখা না গিয়া অন্য কাগজে লেখা গেলেও তাহা আদালতে ও কালেক্টর সাহেবদিগের কি অন্য যে কার্য্যকারক সাহেবদিগের প্রতি আবকারী মহালের কর্ম্মের ভার থাকে তাঁহারদিগের নিকটে সাবুদের প্রকরণে গ্রাহ্য হইবেক ইতি।—১৮১৬ সা। ১৩ আ। ৮২ ধা।

কালেক্টর কি অন্য সাহেব ও মাজিস্ট্রেট সাহেবের যে২ কর্ম্ম করিতে হইবেক তাহার কথা।

১২৫। যদি কালেক্টর সাহেবের কি অন্য যে কার্য্যকারক সাহেবের প্রতি আবকারী মহালের কর্ম্মের ভার থাকে তাঁহার নিকটে কাহারু নালিশের এজহারেতে কি দিব্য করাইয়া সাক্ষিদিগের জোবানবন্দী করণানুসারে অথবা দৃষ্টিতওনানুসারে এমত দৃঢ় বোধ হয় যে এই আইনের অন্যমতে কোন প্রজার ক্ষেতে প্রকৃতই পোস্তের গাছ হইয়া বাড়িতেছে তবে ঐ সাহেবদিগের আবশ্যক যে কোন আমলাদ্বারা পোস্তের ফসল ক্রোক্ না হইয়া থাকিলে আপনারা ঐ ফসল ক্রোক্ ও নষ্ট করান ও যদি ঐ কালেক্টর সাহেবের কি অন্য কার্য্যকারকের এমত বোধ হয় যে কাহারু স্থানে নিষিদ্ধ আফীন আছে তবে তাঁহারদিগকে অনুমতি আছে যে তৎক্ষণাৎ ঐ আফীন ধরিবার নিমিত্তে আপন ওয়ারাস্ত জারী করেন ও ঐ দুই প্রকারেতেই ঐ কালেক্টর সাহেব কি অন্য কার্য্যকারক সাহেব অনুমতিবিনা পোস্তের চাসকরণের কি আফীন রাখণের অপরাধগ্রস্ত ব্যক্তিরদিগকে ধরিবার নিমিত্তে আপন ওয়ারাস্ত জারী করিতে ও এ বিষয় সাবুদ হইবার কারণ যে২ সাক্ষির প্রয়োজন হয় তাহারদিগকে তলব করিতে পারিবেন ও এই ধারানুসারে কালেক্টর সাহেবের কি অন্য যে কার্য্যকারক সাহেবের প্রতি আবকারী মহালের কর্ম্মের ভার থাকে তাঁহার মাজিস্ট্রেট সাহেবের সহযোগেতে ক্ষমতা আছে যে সমস্ত নৌকা ও বারবরদারীর অন্য বস্তু ও পুলিন্দা ও পীপা ও সি

সুকআদি যাহাতে আফীন ছাপাইয়া রাখণের সম্ভাবনা হয় তাহা ধরিয়া রাখিয়া তাহার তালাশী লন্ ইতি।— ১৮১৬ সা। ১৩ আ। ৮৩ ধা।

কালেক্টর কি অন্য সাহেবের যে কর্ম্ম করিতে হইবেক তাহার কথা।

১২৬। এতদ্ভিন্ন যদি কেহ কালেকটর সাহেবের কি অন্য যে কার্য্যকারক সাহেবের প্রতি আবকারী মহালের কর্ম্মের ভার থাকে তাঁহার নিকটে কোন ব্যক্তির প্রতি এই আইনের লিখিত কোন প্রকার জরীমানা হইবার উপযুক্ত কোন কর্ম্মকরণের অপবাদ দেয় তবে ঐ কালেকটর সাহেব কি অন্য কার্য্যকারক সাহেব ঐ অপবাদগ্রস্ত ব্যক্তির নামে এক সমন আপন বিবেচনামতে জামিনী তলবের কথাসহিত কি তাহাবিনা ও অপবাদগ্রস্ত ব্যক্তি তাহার উপর হওয়া অপবাদের জওয়াব দিবার নিমিত্তে স্বয়ংকি তাহার উকীল সমনের লিখিত তারিখে কি তাহার পূর্ব্বে হাজির হইবার কথাযুক্তে এক চাপরাসীর মারফতে জারী করিতে পারিবেন ও যদি ঐ অপবাদগ্রস্ত ব্যক্তির স্থানে জামিনী লইবার আবশ্যক হয় তবে তাহার নিরূপণ ঐ সমনেতে লেখা থাকিবেক এবং কালেক্টর সাহেবের কি অন্য যে কার্য্যকারক সাহেবের প্রতি আবকারী মহালের কর্ম্মের ভার থাকে তাঁহার আবশ্যক হইবেক যে যদি মোকদ্দমার বিষয় সাবুদ হইবার কারণ গোয়েন্দার নাম লিখিয়া দেওয়া সাক্ষিগণের হাজিরহওয়া উপযুক্ত বুঝেন্ তবে অপবাদগ্রস্ত ব্যক্তির হাজির হইবার যে সময় নিরূপণ করেন সেই সময়ে সাক্ষিগণ হাজির হইবার নিমিত্তে তাহারদিগ্কে তলব করেন্ ইতি।—১৮১৬ সা। ১৩ আ। ৮৪ ধা।

অবিলম্বে মোকদ্দমার বিচার করিবার কথা।

১২৭। কোন অপবাদগ্রস্ত ব্যক্তি কিম্বা যাহার নামে নালিশ হইয়া থাকে সে ব্যক্তি কালেক্টর সাহেবের কি অন্য যে কার্য্যকারক সাহেবের প্রতি আবকারী মহালের কর্ম্মের ভার থাকে তাঁহার ওয়ারান্তের দ্বারা কিম্বা এই আইনের ৩৫ ও ৭৯ ও ৮৪ ধারামতে পোলীসের কি আবকারী মহালের দারোগাদিগের মারফতে গ্রেফ্তার হইয়া আসিলে অথবা আপনি স্বয়ং হাজির হইলে ঐ সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে ঐ ব্যক্তিরা তাহারদিগের কাছারীতে পঁহুছিবামাত্র যত শীঘ্র হইতে পারে এমতং মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করেন্ এবং ঐ কালেক্টর সাহেব কি অন্য কার্য্যকারক সাহেবের কর্ত্তব্য যে যদি সাক্ষিদিগের হাজিরহওনের অপেক্ষায় মোকদ্দমা মুলতবী রাখণের আবশ্যক না থাকে তবে এমতং মোকদ্দমার বিচার সকল সময়ে অপবাদগ্রস্ত ব্যক্তি কি তাহার উকীল হাজির হইবার নিরূপিত দিবসেতেই করিতে থাকেন্ ইতি।—১৮১৬ সা। ১৩ আ। ৮৫ ধা।

কালেক্টর কি অন্য সাহেবের হলফ করাইতে ক্ষমতা থাকিবার কথা।

১২৮। এই ধারানুসারে জানান যাইতেছে যে কালেক্টর সাহেবদিগের কি অন্য যেং কার্য্যকারক সাহেবদিগের প্রতি আবকারী মহালের কর্ম্মের ভার থাকে তাঁহারদিগের ক্ষমতা আছে যে এই আইনের অনুসারে তাঁহারদিগের নিকটে যে সকল মোকদ্দমা দর

পেশ হয় সে সমস্ত মোকদ্দমাতে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪ আই নের ৬ ধারার ও ১৮০৩ সালের ৫০ আইনের ২ ধারার লিখিত মতে ও ১৮০৩ সালের ৩ আইনের ৭ ধারা ও ১৮০৩ সালের ৮ আইনের ২৫ ধারার যে ৬ প্রকরণ দস্ত ও জয়করা দেশের নিমিত্তে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহার লিখিত মতে সাক্ষিদিগকে তলব করিতে ও দিব্য করাইতে কি দিব্যের বদলে সুকৃতিপত্র লেখাইয়া লইতে পারিবেন আর যদি কোন সাক্ষী দিব্য করিতে না চাহে তবে তাহাকে জিলা কি শহরের জজ সাহেবের নিকটে এমত২ বিষয়ে চলিত আই নেতে যে কয়েদের নিরূপণ আছে তাহার নিমিত্তে পাঠান যাইবেক ইতি।—১৮১৬ সা। ১৩ আ। ৮৬ ধা।

ফৌজদারী মোকদ্দমার বিচারার্থ নির্দ্দিষ্টহওয়া হুকুমের মতে কালেক্টর কি আবকারী মহালের কার্য্যভারাক্রান্ত অন্য সাহের কার্য্যকরিবার কথা।

১২৯। কালেক্টর সাহেবের কি অন্য যে কার্য্যকারক সাহেবের প্রতি আবকারী মহালের কর্ম্মের ভার থাকে তাঁহার আবশ্যক যে ফৌজদারী মোকদ্দমার বিচারের নিমিত্তে যে সকল হুকুম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে সেই সকল হুকুম তাঁহারদিগের নিকটে এই আইনানুসারে উপস্থিতহওয়া মোকদ্দমার সাক্ষী তলব ও তাহারদিগকে জিজ্ঞাসাবাদকরণ ও সে মোকদ্দমার বিচারকরণের বিষয়ে তাহার নিমিত্তে বিশেষ করিয়া হুকুম নির্দ্দিষ্ট না হইয়া থাকিলে আপনারদিগের কর্ম্ম চালাইবার দাঁড়া জ্ঞান করিয়া তদনুসারে কার্য্য করেন ও যদি সরকারের কোন কার্য্যকারক সাহেব কাহারু নামে নালিশ করেন তবে তাহাতে ফরিয়াদীর স্বয়ং হাজির হইবার ও তাঁহার জোবানবন্দী করিবার আবশ্যক নাহি কিন্তু ফরিয়াদী ঐ মোকদ্দমাতে যে ব্যক্তিকে আপন উকীল কি মোখ্তার মোকরর করেন তাহার দ্বারা নালিশ ও সওয়ালজওয়াব হইবেক ইতি।—১৮১৬ সা। ১৩ আ। ৮৭ ধা।

মিথ্যা সাক্ষ্য দিলে চলিত আইনের নিরূপিত শাস্তি পাইবার কথা।

১৩০। কালেক্টর সাহেবের কি অন্য যে কার্য্যকারক সাহেবের প্রতি আবকারী মহালের কর্ম্মের ভার থাকে তাঁহার নিকটে এই আইনের লিখিত হুকুমমতে উপস্থিতহওয়া কোন মোকদ্দমাসম্পর্কীয় কোন বিষয়েতে যদি কোন ব্যক্তি দিব্য করিয়া কি হলফনামা লিখিয়া দিয়া আপন জোবানবন্দী জানিয়া শুনিয়া মিথ্যা লিখাইয়া থাকে, তবে সে ব্যক্তি মিথ্যা সাক্ষ্যদেওনাপরাধের অপরাধী বোধ হইয়া ইহার যে শাস্তি চলিত আইনে নিরূপণ হইয়াছে সেই শাস্তির যোগ্য হইবেক ও যে ব্যক্তি অন্য ব্যক্তিকে লওয়াইয়া ও শিখাইয়া মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়াইতে প্রবৃত্ত করায় সে ব্যক্তিও চলিত আইনের লিখিত হুকুমমতে শাস্তি পাইবার যোগ্য হইবেক ইতি।—১৮১৬ সা। ১৩ আ। ৮৮ ধা।

হুকুম জারীহওনেতে দুর্দ্দামী করিলে যে শাস্তি পাইবেক তাহার কথা।

১৩১। যদি কোন ব্যক্তি এই আইনের মতে কালেক্টর সাহেবের কি অন্য যে কার্য্যকারক সাহেবের প্রতি আবকারী মহালের কর্ম্মের ভার থাকে তাঁহার হুজুরে উপস্থিত হওয়া কোন মোকদ্দমাতে তাঁহারদিগের হজুরহইতে হওয়া হুকুম জারীহওনেতে দুর্দ্দামি

করে তবে সে ব্যক্তি কালেক্টর সাহেবের হুকুম না মাননের যে শাস্তি ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১৪ আইনে ও ১৭৯৫ সালের ৬ আইনে ও ১৮০৩ সালের ২৭ আইনে নিরূপণ হইয়াছে সেই শাস্তি পাইবার যোগ্য হইবেক ইতি।—১৮১৬ সা। ১৩ আ। ৮৯ ধা।

আবকারী মহালের কার্য্যভারাক্রান্ত সাহেব মাজিষ্ট্রেটসাহেবের স্থানে সহায়তা চাহিলে যে কর্ত্তব্য তাহার কথা।

১৩২। যদি কালেক্টর সাহেবের কি অন্য যে কার্য্যকারক সাহেবের প্রতি আবকারী মহালের কর্ম্মের ভার থাকে তাঁহারা অপবাদগ্রস্ত ব্যক্তিরদিগকে গ্রেস্তার করিবার বিষয়ে কিম্বা পোস্তের ফসল ক্রোক্ করিবার কি নিষিদ্ধ আফীন ধরিবার বিষয়ে অথবা আপনারদিগের দেওয়া হুকুম জারী করিবার বিষয়ে পোলীসের দারোগা কি পোলীসের অন্য চাকরদিগের সহায়তার প্রয়োজন হয় তবে ঐ সাহেবেরা এ বিষয়ের এক রুবকারী লেখাইয়া মাজিষ্ট্রেট্ সাহেবের নিকটে পাঠাইয়া দিবেন্ ও মাজিষ্ট্রেট সাহেব আপনার তাবেদার পোলীসের চাকরদিগের দ্বারা ঐ কালেক্টর সাহেব কি অন্য কার্য্যকারক সাহেবের হুকুম যদি ন্যায়মতে ব্যতিক্রম না হয় তবে যথাসাধ্য জারী করাইতে থাকেন ইতি।—১৮১৬ সা। ১৩ আ। ৯০ ধা।

অপরাধ প্রমাণ হওয়া ব্যক্তিদিগকে জিলা কি শহরের জজ সাহেবের নিকটে পাঠাইবার কথা।

১৩৩। যদি অনুমতিবিনা পোস্তের চাসকরণ কি আফীন খরীদ ফরোখ্ত অর্থাৎ ক্রয়বিক্রয়করণ কি এক স্থানহইতে অন্য স্থানে লইয়া যাওন কিম্বা রাখণপ্রযুক্ত কোন ব্যক্তির প্রতি জরীমানা কি কয়েদের হুকুম হয় তবে সে ব্যক্তিকে অবিলম্বে জিলা কি শহরের জজ সাহেবের নিকটে ঐ হুকুমের রুবকারীসমেত পাঠাইয়া দেওয়া যাইবেক ও জজ সাহেবের কর্ত্তব্য যে কালেক্টর সাহেবের দেওয়া হুকুম আমলে আসিবার নিমিত্তে যে হুকুম দেওয়া আবশ্যক হয় তাহা দেন ও জরীমানার যত টাকা উসুল হয় তাহা কালেক্টর সাহেবের খাজানাখানায় চালান করেন ইতি।—১৮১৬ সা। ১৩ আ। ৯১ ধা।

এই আইনের অনুসারে যাহারদিগের কয়েদ থাকিবার হুকুম হয় তাহারা দেওয়ানী জেলখানাতে কয়েদ থাকিবার কথা।

১৩৪। এই ধারানুসারে জানান যাইতেছে যে এই আইনের হুকুমমতে যাহারদিগের কয়েদ থাকিবার হুকুম হয় এবং যাহারা জরীমানা দিবার হুকুম হইলে তাহা না দেয় সে সমস্ত লোক কেবল দেওয়ানী জেলখানাতে কয়েদ থাকিবেক ইতি।—১৮১৬ সা। ১৩ আ। ৯২ ধা।

গোয়েন্দা সরকারহইতে দশ টাকা ইনাম পাইবার কথা।

১৩৫। যদি অপরাধিকে কেবল কয়েদ রাখা আবশ্যক জানা গিয়া জরীমানার হুকুম তাহার উপর না হয় কিম্বা হুকুমহওনের পরে তাহার স্থানে জরীমানার টাকা পাওয়া যাইতে না পারে গোয়েন্দা কি গোয়েন্দাদিগকে এই আইনানুসারে অপরাধির দিতে হইবার জরীমানার টাকার হিস্যার বদলে সরকারের তরফহইতে দশ টাকা ইনামরূপে দেওয়া যাইবেক ইতি।—১৮১৬ সা। ১৩ আ। ৯৩ ধা।

অপবাদগ্রস্ত ব্যক্তির অপরাধ প্রমাণ না হইলে অপবাদ দেওনিয়ার প্রতি যে হুকুম হইবেক তাহার কথা।

১৩৬। যদি এই আইনের লিখিত হুকুমের মতে বিচারকরণের পরে অপবাদগ্রস্ত ব্যক্তি দিগের অপরাধ প্রমাণ না হয় তবে তৎক্ষণাৎ তাহারা খালাস পাইতে পারিবেক ও এমতং মোকদ্দমা দরপেশ হওনেতে ঐ ব্যক্তিরদিগের যত খরচখরচা হইয়া থাকে তাহা সরকারের তরফহইতে কালেক্টর সাহেবের কি অন্য যে কার্য্যকারক সাহেবের প্রতি আবকারী মহালের কর্ম্মের ভার থাকে তাঁহার মারফতে ফিরিয়া পাইবেক ও যদি এমত সাবুদ হয় যে কোন গোয়েন্দার দেওয়া সম্বাদকেবল দুঃখ দিবার নিমিত্তে কি অমূলকা কিম্বা অসঙ্গত ও অনর্থক তবে ঐ কালেকটর কি অন্য কার্য্যকারক সাহেবের ক্ষমতা আছে যে ঐ গোয়েন্দার উপর সাক্ষিদিগের খোরাকি দিবার ও ২০ কুড়ি টাকার অনূর্দ্ধ যত উপযুক্ত বোধ হয় তত টাকা দণ্ড দিবার কিম্বা ১৫ পনের দিবসের অধিক না হয় এমত মিয়াদে কয়েদ থাকিবার হুকুম দেন ও এই আইনের হুকুমমতে অন্য জরীমানার বিষয়ে হওয়া হুকুম যেমতে জারী হয় এ হুকুমও সেই মতে জারী হইবেক ইতি।—১৮১৬ সা। ১৩ আ। ২৪ ধা।

বোর্ডের সাহেবেরা কালেক্টর কি অন্য কার্য্যকারক সাহেবদিগের স্থানে কৈফিয়ৎ তলব করিবার কথা।

১৩৭। বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের ও বোর্ড কমিস্যনর সাহেবদিগের ও সুবে বেহার ও বারাণসদেশের কমিস্যনর সাহেবের কর্ত্তব্য যে তাঁহারদিগের তাবে কার্য্যকারক সাহেবেরা এই আইনানুসারে যে সকল মোকদ্দমা তাঁহারদিগের বিচারযোগ্য তাহার বিচার যথার্থরূপে ও ত্বরাক্রমে করিয়াছেন কি না এবং ঐ কার্য্যকারক সাহেবেরা যে ক্লেশ নিবারণ করিতে পারিতেন বাদি প্রতিবাদিরা এমত কিছু দুঃখ ক্লেশ পাইয়াছে কি না ইহা জানিবার ও বিবেচনা করিবার নিমিত্তে যে কিছু কৈফিয়ৎ ও রিপোর্ট তলবকরা আবশ্যক বুঝেন তাহা ঐ কার্য্যকারক সাহেবদিগের স্থানে তলব করেন ইতি।—১৮১৬ সা। ১৩ আ। ২৫ ধা।

যাহারা কালেক্টর সাহেবদিগের হুকুমেতে নারাজ হয় তাহারদিগের যে কর্ত্তব্য তাহার কথা।

১৩৮। যদি কালেক্টর সাহেবের কি অন্য যে কার্য্যকারক সাহেবের প্রতি আবকারী মহালের কর্ম্মের ভার থাকে তাঁহার দেওয়া কোন হুকুমে কি করা কোন তদবীরে কোন ব্যক্তি নারাজ অর্থাৎ অসম্মত হয় তবে তাহাকে অনুমতি আছে যে বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের কিম্বা বোর্ড কমিস্যনর সাহেবদিগের অথবা সুবে বেহার ও বারণদেশের কমিস্যনর সাহেবের হজুরে স্বয়ং কি আপন মোখ্তারকারের দ্বারা কিম্বা কালেক্টর সাহেবের কি অন্য যে কার্য্যকারক সাহেবের প্রতি আবকারী মহালের কর্ম্মের ভার থাকে তাঁহার মারফতে এক আরজী দিয়া আপীল করে ও ঐং বোর্ডের সাহেবদিগকে হুকুম আছে যে কালেক্টর সাহেবদিগের কি অন্য যেং কার্য্যকারক সাহেবের স্থানে আবশ্যক হয় তাহারদিগের স্থানে কৈফিয়ৎ তলব করণের পরে ন্যায়ের মতানুসারে কালেক্টর সাহেব কি অন্য কার্য্যকারক সাহেবের করা হুকুম সম্যক বহাল রাখেন কি কিছু ফেরফার করেন অথবা অন্য হুকুম দেন ওযদি আপেলাণ্ট আপীল করিবার

নিরূপিত কাল এতাবতা এক মাস অতীত হইলে পর কালেক্‌টর সাহেব কি অন্য কার্য্যকারক সাহেবের হুকুমের উপর আপীল করে তবে ঐ সাহেবেরা কোন প্রকারে তাহার আপীলের দরখাস্ত মঞ্জুর করিবেন না ও কালেক্‌টর সাহেবের আবশ্যক যে যদি কোন ব্যক্তি তাঁহার নিকটে আপীলের দরখাস্ত তাহা বোর্ডের সাহেবদিগের হজুরে পাঠাইয়া দিবার নিমিত্তে দাখিল করে তবে ঐ দরখাস্তের পৃষ্ঠে তাহা দাখিলহওনের তারিখ লিখিয়া শীঘ্র বোর্ডের সাহেবদিগের হজুরে পাঠাইয়া দেন ও যদি কোন ব্যক্তি তাঁহারদিগের দ্বারা ব্যতিরেকে বোর্ডের সাহেবদিগের হজুরে আপীল করে তবে তাহার আবশ্যক যে কালেক্‌টর সাহেবকি অন্য কার্য্যকারক সাহেব যাঁহার হুকুমের পর আপীল করে তাঁহার হজুরে এ বিষয়ের সম্বাদ দেয় ইতি।—১৮১৬ সা। ১৩ আ। ৯৬ ধা।

বেহার ও বারাণসের আফীনের এজেন্ট সাহেবদিগকে ইঙ্গরেজী ১৮১৬ সালের১৩ আইনের লিখনক্রমে ভূমির মালগুজারীর কালেক্‌টর সাহেবদিগকে অর্পণ হওয়া জজের ন্যায় ক্ষমতার্পণ করণের কথা।

১৩৯। ইঙ্গরেজী ১৮১৬ সালের ১৩ আইনের লিখনক্রমে বিচারকর্তৃত্ব যে ক্ষমতা ভূমির মালগুজারীর কালেক্‌টর কিম্বা আবকারী মহালের কার্য্যকারক সাহেবকে অর্পণ করা গিয়াছে সেই ক্ষমতা বেহার ও বারাণসের আফীনের এজেণ্ট সাহেবেরা ও তাঁহারদিগের নায়েব সাহেবেরা রাখিবেন ও তদনুসারে কার্য্য করিবেন ও আইনবিরুদ্ধে পোস্তের ক্ষেতকরণ কি আফীন প্রস্তুত কি ক্রয় কি বিক্রয় কি আমদানী কি রফ্তানীকরণ কি রাখণের বিষয়ে সরকারের কি সম্বাদদেওনিয়ার পাওনের যোগ্য কোন দণ্ড কি জরীমানা আদায়ের নিমিত্তে যে সকল মোকদ্দমা কি নালিশ কি এজহার তাঁহারদিগের নিকটে উপস্থিত হয় তাহার বিচার ভূমির মালগুজারীর কালেক্‌টর কি আবকারী মহালের কার্য্যভারাক্রান্তদিগের কার্য্যোপদেশের নিমিত্তে যে সকল হুকুম আছে তদনুসারে করা যাইবেক ইতি।—১৮২৪ সা। ৭ আ। ১৯ ধা। ১ প্র।

ঐ ক্ষমতার কার্য্য কষ্টম ও নিমক ও আফীনের বোর্ডের সাহেবদিগের অধীনতায় করিবার কথা।

১৪০। কিন্তু ইহাও হুকুম করা যাইতেছে যে কষ্টম ও নিমক ও আফীনের বোর্ডের সাহেবেরা এই ধারাক্রমে বেহার ও বারণসের আফীনের এজেণ্ট সাহেবদিগকে এবং তাঁহারদের নায়েব সাহেবদিগকে এবং ভূমির মালগুজারী তহসীলের কোন কালেক্‌টর সাহেব আফীনের কার্য্যের ভার রাখিলে তাঁহাকেও অর্পণহওয়া কার্য্যের বিষয়ে বোর্ড রেবিনিউর সাহেবেরা ইঙ্গরেজী ১৮১৬ সালের ১৩ আইনের ৯৬ ধারাক্রমে ভূমির মালগুজারী তহসীলের কালেক্‌টর ও আবকারী মহালের কার্য্যকারক সাহেবদিগের প্রতি যে মত ক্ষমতাচরণ ও হকুমৎ করিতে হুকুম পাইয়াছেন সেই মত ক্ষমতাচরণ ও হকুমত করিতে পারিবেন এবং আফীনের এজেণ্ট সাহেবের কি তাঁহার নায়েব সাহেবের করা নিষ্পত্তি কি কার্য্যের উপর ভূমির মালগুজারীর কালেক্‌টর কি আবকারী মহালের কার্য্যকারক সাহেবের করা নিষ্পত্তি কি কার্য্যের উপর বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের নি

নের ১৬ ধারাতে যেং হুকুম ও নিয়ম লেখা গিয়াছে তদনুসারে কষ্টম ও নিমক ও আফীনের বোর্ডের সাহেবদিগের নিকটে আপীল হইতে পারিবেক ইতি।—১৮২৪ সা। ৭ আ। ১১ ধা। ২ প্র।

১০ ধারা।

কলিকাতার বিষয়ে বিশেষ বিধান।

১৪১। ইঙ্গরেজী ১৮১৭ সালের ১৬ আইনের হুকুমানুসারে সমুদ্রপথে আমদানীহওয়া অন্য দেশীয় আফীনের মাসুল আরো সহজে তহসীল করা যাইবার নিমিত্তে এই প্রকরণে ইহা নির্দ্দিষ্ট করা যাইতেছে যে কলিকাতাতে সমুদ্রপথে আমদানীহওয়া দ্রব্যের মাসুল তহসীলের কালেক্টর সাহেবের কিম্বা কষ্টম ও নিমক ও আফীনের বোর্ডের সাহেবলোকের বিশেষ অনুমতিপত্ররাখণিয়াভিন্ন অন্য কোন জন ঐ আফীন আইনানুসারে সমুদ্রপথে আমদানী হইয়া থাকন ও তাহার নিরূপিত মাসুল দেওয়া গিয়া থাকন বোধক ঐ বোর্ডের সেক্রেটারি সাহেবের দস্তখতী সর্টিফিকটব্যতিরেকে এক সময়ে ওজনে এক পৌণ্ডের অধিক আফীন আপন নিকটে রাখিতে পারিবেক না এবং ওজনে এক পৌণ্ডের অধিক যে আফীন তাহা রাখিবার সর্টিফিকটব্যতিরেকে পাওয়া যায় কিম্বা উপরের উক্তমত অনুমতিপত্র না পাওয়া লোকদিগের স্থানে থাকা সর্টিফিকটের লিখনের সহিত না মিলে সে আফীন সরকারেতে জব্দ করা যাইবেক এবং ঐ উপরের উক্ত কালেকটর সাহেবের কি কলিকাতা শহরের কোন মাজিষ্ট্রেট্ সাহেবের পরওয়ানার দ্বারা ঐ আফীন ক্রোক করা যাইবেক এবং যে জনের কি জনেরদের নিকটে ঐ আফীন পাওয়া যায় তাহার কি তাহারদিগের উপরের উক্ত আইনানুসারে ঐ দ্রব্য সমুদ্রপথে আমদানীহইতে হইলে যে মাসুল দিতে হয় তাহার তিনগুণ টাকা জরীমানা সরকারেতে দিতে হইবেক ইতি।—১৮২৪ সা। ৭ আ। ২৪ ধা। ১ প্র।

অনুমতিপত্র না পাওয়া কলিকাতা নিবাসি জনেরা কষ্টম ও নিমক ও আফীনের বোর্ডের সেক্রেটারি সাহেবের সর্টিফিকটব্যতিরেকে আপন নিকটে এক পৌণ্ডের অধিক আফীন রাখিতে না পারিবার কথা।

কিম্বা কলিকাতাতে সরকারী কোন নীলামেতে খরীদ হইয়া থাকন ঐ সর্টিফিকটব্যতিরেকে এক পৌণ্ডের অধিক বিদেশী আফীন পাওয়া গেলে তাহার জরীমানার কথা।

১৪২। এই আইনেতে কষ্টম ও নিমক ও আফীনের বোর্ডের কাছারীহইতে যেং সর্টিফিকট দিবার হুকুম হইলে ঐ সর্টিফিকটেতে ঐ বোর্ডের সাহেবদিগের যেমন উপযুক্ত বোধ হয় সেইমত বিশেষং বেওরার অতিরিক্ত ঐ সর্টিফিকটরাখণিয়ার নাম ও ঐ আফীনের পরিমাণ ও তাহা যে কারণে রাখিতে অনুমতি দেওয়া যায় সেই কারণ এবং কলিকাতার নীলামেতে খরীদ হইয়া থাকিলে ঐ নীলামের বহীর লিখিত লাটের নম্বর এবং প্রত্যেক সিন্দুকের নম্বর ও দাগ ও একং সিন্দুক আফীনের দাম ও নীলামের তারিখ এবং ঐ আফীন সমুদ্রপথে আমদানী হইয়া থাকিলে পরমিট ঘরের আমদানীর রেজিষ্টরী বহীর লিখিত আমদানীর তারিখ ও আফীনের নম্বর এবং আমদানী করণিয়ার নাম এবং যে জাহাজের দ্বারা আমদানী হইল তাহার নাম লেখা যাইবেক এবং ঐ প্রকারেতে যেং সর্টিফি

ঐং সর্টিফিকটে যাহাং লিখিতে হইবেক ও তাহা যাহার দ্বারা রেজিষ্টরী হইবেক তাহার কথা।

কট দেওয়া যায় তাহার প্রত্যেক সর্টিফিকটের রেজিষ্টরী ঐ উপরের উক্ত বোর্ডের সেক্রেটারি সাহেবের দ্বারা হইবেক ও তাহা প্রামাণ্য হইবার নিমিত্তে ঐ সেক্রেটারি সাহেব তাহাতে দস্তখৎ করিবেন ইতি।—১৮২৪ সা। ৭ আ। ২৪ ধা। ২ প্র।

সর্টিফিকটের দ্বারা রাখা আফীন সমুদ্রপথে রফ্তানী করাণয়াদিগের যে কার্য্য করিতে হইবেক তাহার কথা।

ঐ হুকুমলঙ্ঘন করণের জরীমানার কথা।

১৪৩। যে আফীনের নিমিত্তে ঐ প্রকার সর্টিফিকট পাওয়া গিয়া থাকে সেই আফীনের কতক সমুদ্রপথে রফ্তানী করাইতে ঐ আফীন রাখণিয়ার ইচ্ছা হইলে সেই রফ্তানীর ইচ্ছাকরণিয়া যে সময়েতে সমুদ্রপথের মাসুল তহসীলের কালেক্টর সাহেবের নিকটে রফ্তানীর দরখাস্ত করে সেই সময়ে ঐ সর্টিফিকট তাঁহার নিকটে ফিরিয়া দিবেক এবং সর্টিফিকট না থাকা যে কোন আফীন সমুদ্রপথে রফ্তানী হয় কি রফ্তানী করিতে উদ্যত হওয়া যায় কিম্বা সর্টিফিকটের লিখনের সহিত না মিলে তাহা পূর্ব্বোক্ত মত জব্দ করা যাইবেক এবং যে জন কি জনেরদের নিকটে তাহা পাওয়া যায় সেই জন কি জনেরা কলিকাতা শহরে আইনবিরুদ্ধে আফীন রাখণের নিমিত্তে এই ধারার ১ প্রকরণের নিরূপিত জরীমানা দিবার যোগ্য হইবেক।—১৮২৪ সা। ৭ আ। ২৪ ধা। ৩ প্র।

সর্টিফিকট কেবল এক বৎসর প্রবল থাকিবার কথা।

কিন্তু বৎসর অতীত না হইতে দাখিল করা গেলে বোর্ডের বিবেচনানুসারে নূতন সর্টিফিকট দেওয়া যাইবার কথা।

বৎসরান্তে নূতন না করা গেলে সর্টিফিকট অকর্ম্মণ্য ও বৃথা হইবার কথা।

১৪৪। উপরের লিখিত হুকুমানুসারে দেওয়া সর্টিফিকট তাহা দেওয়া যাওনের তারিখঅবধি কেবল এক বৎসরপর্য্যন্ত প্রবল থাকিবেক কিন্তু ইহাও জানান যাইতেছে যে কষ্টম ও নিমক ও আফীনের বোর্ডের সাহেবেরা ঐ সর্টিফিকট যে মিয়াদের কারণ দেওয়া গিয়া থাকে তাহা পূর্ণহওনের পূর্ব্বে তাহা উপস্থিত করা গেলে আর এক বৎসরের নিমিত্তে নূতন করিয়া দিবার হুকুম দিতে পারেন এবং তাঁহারা যতবার উপযুক্ত বুঝেন ততবার বৎসর২ ঐ রূপ সর্টিফিকট নূতন করিয়া দিবার হুকুম দিতে পারেন ও মিয়াদগতহওয়া সর্টিফিকট সর্ব্বপ্রকারে নিরর্থক ও অকর্ম্মণ্য বোধ হইবেক ও যে আফীনের সঙ্গে দরপেশ করা যায় সে আফীন ঐ সর্টিফিকটের দ্বারা কোন প্রকারে রক্ষা পাইবেক না ইতি।—১৮২৪ সা। ৭ আ। ২৪ ধা। ৪ প্র।

১১ ধারা।

এই আইনে যে বিষয়ের আজ্ঞা নাই তাহাতে যাহা কর্ত্তব্য তাহা।

যেং মোকদ্দমার বিচার আদালতে হইতে পারে তাহার কথা।

১৪৫। যদি আফীনের এজেন্ট এতাবতা মোখ্তারকার সাহেব কি সরকারের অন্য কার্য্যকারক সাহেবের ও অন্য কোন ব্যক্তির মধ্যে তে পোস্তের চাসকরণ ও আফীন তৈয়ারকরণ ও এক স্থানহইতে অন্য স্থানে লইয়া যাওন ও খরীদ ফরোখ্ত অর্থাৎ ক্রয়বিক্রয়করণ ও রাখণের বাবৎ এই আইনেতে বিশেষরূপে যাহার বিষয়ে কোন হুকুম লেখা যায় নাহি এমত্ত কোন মোকদ্দমা হইয়া উঠে তবে উভয় পক্ষের প্রত্যেক পক্ষকে অনুমতি আছে যে জিলা কি শহরের দেও

য়ানী আদালতে ঐ মোকদ্দমার নালিশ করেন ও ঐ সকল আদাল তের সাহেবেরা আইনের হুকুম ও দস্তুর মতে অন্যং মোকদ্দমার বিচারকরণের মত ঐং মোকদ্দমার বিচার করিবেন ইতি।—১৮১৬ সা। ১৩ আ। ৯৮ ধা।

১ প্রথম নম্বর।

যে ব্যক্তিরা সরকারের তরফহইতে আফীন খুজরা বিক্রয়করণের কর্ম্মে মোকরর হইবেক তাহারদিগকে যে আমলনামা দেওয়া যাই বেক তাহার শরওয়া।

শ্রীঅমুকপ্রতি আগে।

আমি শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সে লের অর্পিতক্ষমতানুসারে তোমাকে অমুক জিলার অমুক পরগনার অমুক মোকামে সরকারের তরফহইতে মোকররহওয়া অমুক কি অমুকং দোকানে কিম্বা আপন দোকানে কি দোকান সকলের তাবে অমুক কি অমুকং হাটে আফীন খুজরা বিক্রয় করিতে হুকুম দি তেছি অতএব তোমার কর্ত্তব্য যে নীচের লিখিত নিয়ম আপন আম লনামা বহাল থাকিবার হেতু বোধ করিয়া তদনুসারে পূরা দেওয়া নৎ ও আমানতে কার্য্য করহ।

১ প্রথম এই যে।—আফীনেতে কোন দ্রব্য মিশাইবা না।

২ দ্বিতীয় এই যে।—আফীন বিক্রয় ও তাহার কারবারকরণের মধ্যে সরকারের মুনাফাহওনব্যতিরেক নিজে কি অন্যের দ্বারা আ পন মুনাফা কি অন্যের মুনাফা হওনের প্রতি দৃষ্টি রাখিবা না।

৩ তৃতীয় এই যে।—এক দিবসে এক ব্যক্তির স্থানে আপন জ্ঞাত সারে দুই তোলার অধিক আফীন বিক্রয় করিবা না।

৪ চতুর্থ এই যে।—তোমাকে যে দোকান দেওয়া গেল কেবল ঐ দোকানে কিম্বা ঐ দোকানের তাবে অন্য দোকানে আফীন বিক্রয় করিবা।

৫ পঞ্চম এই যে।—আফীন খরীদ করিতে যে কাল লাগে তাহার অধিক কাল খরীদারদিগকে আপন দোকানে থাকিতে দিবা না।

৬ ষষ্ঠ এই যে।—আপন দোকান সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে খলিবা না ও সূর্য্য অস্তহওনের পরে খোলা রাখিবা না।

৭ সপ্তম এই যে।—যত আফীন বিক্রয় হয় প্রকৃত প্রস্তাবে তাহার হিসাব নির্দ্ধারিতরূপে ও নিরূপিত সময়ে তৈয়ার করিবা ইতি তা রিখ অমুক সন অমুক।

২ দ্বিতীয় নম্বর।

যেং ব্যক্তিরা আফীন বিক্রয় করিতে অনুমতি পাইবেক তাহারদি গের পাট্টার শরওয়া।

বাঙ্গলা কি ফসলী অমুক সনে অমুক মোকামে আফীন বিক্রয় করিবার পাট্টার নম্বর অমুক।

পাট্টার শরওয়া এই যে।—শ্রীঅমুক প্রতি আগে।

আমি শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলের অর্পিত ক্ষমতানুসারে তোমাকে অমুক শহর কি কসবা কি গ্রামেতে বাঙ্গলা কি ফসলী অমুক সাল আখেরী লাগাইত আফীন বিক্রয় করিতে অনুমতি দিতেছি অতএব তোমার কর্ত্তব্য যে নীচের লিখিত নিয়ম আপন পাট্টা বহাল থাকিবার হেতু বোধ করিয়া পূরা দেওয়ানৎ ও আমনতে কার্য্য করহ ও নীচের লিখিত নিয়মের কোন নিয়মের অন্য মত করিলে এই পাট্টা বাতিল হইবেক।

১ প্রথম এই যে।—প্রতি দিন এত টাকা করিয়া মাসুল সরকারে দাখিল করিবা।

২ দ্বিতীয় এই যে।—আফীনে কোন দ্রব্য মিশাইবা না।

৩ তৃতীয় এই যে।—সঙ্গতরূপে তোমার খরীদকরা কিম্বা পাওয়া আফীনব্যতিরেকে অন্য আফীন বিক্রয় করিবা না।

৪ চতুর্থ এই যে।—তুমি যে দোকানের নিমিত্তে পাট্টা লইয়াছ কেবল সেই দোকানেতে আফীন বিক্রয় করিবা ও যে জিলা কি কসবা কিম্বা গ্রামের নিমিত্তে পাট্টা লইয়াছ তাহার সীমাসরহদ্দের বাহিরে কোন প্রকারে আফীন বিক্রয় করিবা না ও দোসরা পাট্টা লওনবিনা ঐ সরহদ্দের মধ্যে দোসরা দোকান বান্ধিবা না।

৫ পঞ্চম এই যে।—আপন সাধ্যমতে আপন দোকানে জুয়া খেলা ও হঙ্গামা করিতে দিবা না।

৬ ষষ্ঠ এই যে।—চোর ও অন্য২ দুষ্ট লোকদিগকে আপন দোকানে স্থান দিবা না বরং যাহাকে দুষ্ট বোধ থাকে সে যদি তোমার দোকানে যাতায়াত করিতে থাকে তাহার সমাচার মাজিষ্ট্রেট্ সাহেব কি পোলীসের যে আমলা অতি নিকটে থাকে তাঁহার নিকটে দিবা।

৭ সপ্তম এই যে।—আফীনের মূল্যরূপে পোশাকী কাপড়আদি কোন জিনিস লইবা না।

৮ অষ্টম এই যে।—সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে দোকান খুলিবা না ও সূর্য্য অস্তহওনের পরে খোলা রাখিবা না ও রাত্রিতে কাহাকেও দোকানে থাকিতে দিবা না।

৯ নবম এই যে।—আপন দোকানের সদর দরওয়াজার উপরে পাট্টাদার আফীন বিক্রয়কার এই কথা সে স্থানের চলন ভাষাতে ছাপাকরা এক তখ্তা লট্কাইয়া সর্ব্বদা রাখিবা।

১০ দশম এই যে।—অমুক সনের অমুক তারিখে কি তাহার পূর্ব্বে এই পাট্টা ফিরিয়া দিবা।

১১ **একাদশ এই যে।**—সরকারের সমস্ত কার্য্যকারকদিগকে নিষেধ আছে যে পাট্টার লেখা মুদ্দতের মধ্যে ঐ দোকানের উপর কোন প্রকারে মোকররী সেওয়ায় আর কোন প্রকার মামুল কি বাবসবব মোকরর না করেন ও না লন এবং পাট্টাদার যাবৎ পাট্টার লিখিত নিয়মের মতে কার্য্য করে ও ঐ বিষয়ে যেং হুকুম নির্দ্দিষ্ট আছে তাহার মতাচরণ করে তাবৎ পাট্টাদারের পাট্টার লিখিত কর্ম্মাদিকরণে প্রতিবন্ধক না হন ইতি তারিখ অমুক সন অমুক।

৩০ অধ্যায়।

নিমক।

১ ধারা।

বাঙ্গালা ও বেহার ও উড়িস্যা ও কটক ও বারাণসের এক ভাগে সরকারের তরফে নিমক প্রস্তুত করণের আইন।

হেতুবাদ।

১। যেহেতুক নিমকপোখ্তানীর সাহেবদিগের ও সরকারের তরফ হইতে অন্য যে সকল লোক নিমকপোখ্তানীর কর্ম্মে নিযুক্ত ও মোতালক থাকে তাহারদিগের প্রতি ভারহওয়া কর্ম্মকার্য্যের দাঁড়ার বিষয়ে ও নিমক আমদানীহওনের উপায়ের বিষয়ে ও বিনানুমতিতে নিমক প্রস্তুত ও বিক্রয় ও রফ্তানী ও আমদানীহওনের নিষেধের অর্থে ও অনুমতিতে প্রস্তুতহওয়া নিমকে অন্যং দ্রব্য মিশ্রিত করিতে নিষেধের নিমিত্তে মধ্যেং দাঁড়াসকল নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে ও নিমক পোখ্তানীর যে সকল কারখানা কোম্পানি ইঙ্গরেজ বাহাদুরের খাসে আছে ও তাহাতে অন্য কোন লোকের দখল নাহি তাহাহইতে এ সরকারের যথার্থ ফলোদয় ও লভ্য হইবার নিমিত্তে এক্ষণকার চলিত আইনেতে বিনানুমতিতে নিমক প্রস্তুত ও আমদানী ও রফ্তানীহওনের নিবারণের বিষয়ে যেং কথা লেখা যায় তাহা পরিবর্ত্তকরা আবশ্যক বোধ হইল ও এই আইনের লিখিত দাঁড়ার অন্যথায় লোকদিগহইতে যেং ক্রিয়া ও আচরণ হয় তাহার বাবৎ কোনং মোকদ্দমার ও আরজী ও নালিশের বিচার ও নিষ্পত্তি করিবার ক্ষমতা নিমকপোখ্তানীর এজেণ্ট সাহেবদিগকে ও নিমক চৌকীর সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবদিগকে দেওয়া উচিত বোধ হইল ও নিমক পোখ্তানীর বাবৎ সমস্ত চলিত দাঁড়া শুধরিয়া এক আইনেতে সংগ্রহ করা গেলে লোকদিগের হিত হইতে পারে অতএব শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে নীচের লিখিতব্য দাঁড়া নির্দ্দিষ্ট হইল যে এই আইন জারীহওনের তারিখহইতে ঐং দাঁড়া সুবে বাঙ্গালা ও বেহার ও কটকসহিত উড়িষ্যাতে ও বারাণস দেশের মোতালক অন্য যেং স্থানের বেওরা পরে লেখা যাইবেক তথায় জারী ও চলন হইবেক ইতি।—১৮১৯ সা। ১০ আ। ১ ধা।

২। জানান যাইতেছে যে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ২৯ আইনের ও ১৭৯৫ সালের ৫২ আইনের ও ১৭৯৮ সালের ৪ আইনের ও ১৮০০ সালের ৪ আইনের ও ১৮০১ সালের ৬ আইনের ও ১৮০১ সালের ১২ আইনের ও ১৮০৩ সালের ৪৮ আইনের ও ১৮০৬ সালের ৯ আইনের ও ১৮১৪ সালের ২২ আইনের লিখিত যে২ দাঁড়া এক্ষণে চলন আছে ও সরকারের তরফহইতে নিমকপোখ্তানীর কার্য্যে মোকরর ও মোত্তালক থাকা লোকদিগের সহিত ও ঐ নিমক আমদানীহওনের ও বিনানুমতিতে নিমক প্রস্তুত ও বিক্রয় ও খরীদ ও আমদানী ও রফ্তানী ও মিশ্রিত হইবার ও রাখিবার বিষয়ে সম্পর্ক রাখে ও এই আইনানুসারে নূতন করিয়া নির্দ্দিষ্ট হইল না তাহা রদ হইল এই নিয়মে যে যে সকল দাঁড়া উপরের লিখিত সমস্ত কি কোন২ আইনানুসারে রদ হইয়াছে তাহা এক্ষণেও রদ থাকিবেক ইতি।—১৮১৯ সা। ১০ আ। ২ ধা।

এই ধারার লিখিত আইনসকলের রদহওনের কথা।

২ ধারা।

নিমকের এজেণ্ট সাহেব ও নিমক চৌকিয়াতের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবেরদের নিয়োগ ও তাঁহারা যে শপথ করিবেন তাহা।

৩। জানান যাইতেছে যে সরকারের তরফহইতে নিমকপোখ্তানীর কার্য্যের ভার কোম্পানি বাহাদুরের চিহ্নিত চাকর যে সাহেবেরা নিমকের এজেণ্ট সাহেব নামে খ্যাত হইবেন তাঁহারদিগের প্রতি হইবেক ও শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ঐ সাহেবদিগের সংখ্যা ও তাঁহারদিগের থাকিবার স্থান উপযুক্ত বুঝিয়া নিরূপণ করিবেন ইতি।—১৮১৯ সা। ১০ আ। ৩ ধা।

যাহারদিগের প্রতি নিমকপোখ্তানীর কর্ম্মের ভার হইবেক তাহার কথা।

৪। জানান যাইতেছে যে নিমক চৌকীর কর্ম্মনির্ব্বাহের যে ক্ষমতা ও ভার এক্ষণে নিরূপণ হইল তাহা কোম্পানি বাহাদুরের চিহ্নিত চাকর যে সাহেবলোক নিমক চৌকীর সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব নামে খ্যাত হন্ তাঁহারদিগের প্রতি হইবেক কিন্তু শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলহইতে ঐ সকল চৌকীর কি তাহার কোন২ চৌকীর কর্ম্মনির্ব্বাহের ভার অন্য যে কার্য্যকারককে উপযুক্ত জানেন তাঁহাকে দিতে পারিবেন ও নিমক চৌকীর সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবদিগের যে ক্ষমতা ও ভার থাকে ও যে২ কর্ম্ম করিতে হয় ঐ কার্য্যকারকের সেই ক্ষমতা ও ভার ও কর্ম্ম করিতে হইবেক এবং ঐ শ্রীযুত হজুর কৌন্সেলহইতে নিমকের বিষয়ে অসঙ্গত আচরণ ও কারবারহওনের নিবারণের নিমিত্তে যে কোন জিলাতে আবশ্যক হয় তথায় ঐ চৌকী মোকরর করিবার হুকুম দিতে পারিবেন এবং এমত২ চৌকীর কার্য্যকর্ম্মের ভার যে কোন কার্য্যকারকের দেওয়া বিহিত বুঝেন্ তাঁহাকে দিবেন এই নিয়মে যে২ নিমক চৌকী

চৌকীর কর্ম্মের ভার যাহারদিগের প্রতি হইবেক তাহার কথা।

এক্ষণে মোকরর্ হইয়াছে কি উত্তরকালে হইবেক তাহার ফিরিস্তি পরমিট ও নিমক ও আফীনের বোর্ডের সিরিশ্‌তাতে ও এজেণ্ট সাহেবদিগের কাছারীতে ও ঐ চৌকীসকল যেং সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের তাবে হয় তাঁহারদিগের কাছারীতে লোকদিগের দৃষ্টিহওনের স্থানে লট্‌কান যাইবেক ইতি। ১৮১৯ সা। ১০ আ। ৪ ধা।

তেজারতের কারবার করিতে এই প্রকরণের লিখিত সাহেবদিগকে নিষেধ হওনের কথা।

৫। নিমকের এজেণ্ট সাহেবদিগ্‌কে ও নিমক চৌকীর সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবদিগ্‌কে ও তাঁহারদিগের তাবে আসিষ্টাণ্ট সাহেব ও কার্য্যকারকদিগ্‌কে শ্রীযুত নওয়াব গবর্‌নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলের বিশেষ অনুমতি লওনবিনা স্পষ্টতঃ কি গোপনে তেজারতের কোন বিষয়ের মধ্যে থাকিতে নিষেধ হইল ও ঐ নিষেধেতে ইহা বোধ হইবেক যে ঐ সাহেবেরা আপন টাকা বিলায়তে পাঠাইবার নিমিত্তে কোম্পানি ইঙ্গরেজ বাহাদুরের সরকারের শাসিত দেশেতে কোন জিনিস গোপনে কি অগোপনে খরীদ করিতে পারিবেন না ইতি।—১৮১৯ সা। ১০ আ। ৫ ধা। ১ প্র।

এই প্রকরণের লিখিত বিশেষ কোনং প্রকারেতে নিষেধের হুকুমহইতে এড়াইবার কথা।

৬। যদি উপরের লিখিত সাহেবদিগের মধ্যের কোন সাহেব ঐ নিষেধের হুকুমের বহির্ভূতহওনের ইচ্ছা করেন তবে তাঁহার উচিত যে তেজারতের যে কারবার করিতে চাহেন তাহার ও যে কিম্বা যেং স্থানে কারবার করা যাইবেক তাহার ও যত দিনপর্য্যন্ত ঐ কারবার করিবার নিমিত্তে শ্রীযুত নওয়াব গবর্‌নর্ জেনরল বাহাদুরের অনুমতি লইতে চাহেন তাহার কথাসম্বলিত চিঠী ঐ শ্রীযুতের হজুরে লিখিয়া পাঠান ও ঐ শ্রীতের হজুরহইতে তাহার জওয়াবে যে চিঠী লেখা যায় তাহাতে ঐ সাহেবদিগের কোন সাহেবকে তেজারতের যে কারবার করিবার অনুমতি হয় তাহার প্রসঙ্গ ও যে কিম্বা যেং স্থানে ঐ কারবার হইবেক তাহার নাম ও যে মিয়াদপর্য্যন্ত ঐ সাহেব কারবারেতে এলাকা রাখিবেন তাহার নিরূপণ লেখা থাকিবেক ও জানান যাইতেছে যে তেজারৎওগয়রহের যে সকল কারবারের প্রসঙ্গ ঐ চিঠীতে না পাওয়া যায় নিষেধ মাফ না হওনমতে থাকিলে সে সমস্ত কারবারের বিষয়ে উপরের উক্ত নিষেধের হুকুম বহাল ও বরকরার থাকিবেক ইতি।—১৮১৯ সা। ১০ আ। ৫ ধা। ২ প্র।

নিমকের এজেণ্ট ও নিমক চৌকীর সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবদিগের হলফ করিবার কথা।

হলফের পাঠের কথা।

৭। জানান যাইতেছে যে কোম্পানি বাহাদুরের চিহ্নিত চাকর নিমকের সমস্ত এজেণ্ট ও নিমক চৌকীর সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট ও তাঁহারদিগের আসিষ্টাণ্ট সাহেবদিগের এই আইন প্রচার হইলেই এবং তাহার পরে আপনং কর্ম্মে দখলপাওনের পূর্ব্বে শ্রীযুত নওয়াব গবর্‌নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুরে কিম্বা ঐ শ্রীযুতের হজুরহইতে যাঁহার প্রতি হলফ করাইবার ভার হয় তাঁহার অগ্রে নীচের লিখিতব্য পাঠে হলফ করিতে হইবেক। হলফের পাঠ আমি অমুক অমুক কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া হলফ করিতেছি যে আমি আপন ভারের মোতালক কর্ম্মকার্য্য মনোযোগপূর্ব্বক প্রকৃত প্রস্তাবে করিব এবং আমি

নিজে কি অন্যের দ্বারা গোপনে কি অগোপনে তেজারতের কোন কারবারে ইঙ্গরেজী ১৮১৯ সালের ১০ আইনের ৫ ধারার অনুসারে শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হুজুর কৌন্সেলের বিশেষ অনুমতি পাওনবিনা আপন তরফহইতে লিপ্ত হইব না এবং স্পষ্টতঃ কি অস্পষ্টে রসুম কি নজর কি ভেটী সেলামী কি অন্যরূপে আপনি এই কর্ম্মের উপলক্ষে লইব না ও আপন জানত অন্য কোন ব্যক্তিকে পাইতে কি লইতে দিব না আর শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হুজুর কৌন্সেলহইতে আমার এই কর্ম্মের সম্পর্কে যে প্রাপ্তি ধার্য্য হইয়াছে কিম্বা পশ্চাৎ হইবেক তদ্ভিন্ন কিছু গোপনে কিম্বা অগোপনে লাভ করিব না ইতি।—১৮১৯ সা। ১০ আ। ৬ ধা।

৩ ধারা।

নিমকের এজেণ্ট ও অন্য কোন ব্যক্তি নিমক পোখ্তানির কার্য্যে নিযুক্ত হন তাঁহারদের কার্য্য সম্পাদন বিষয়ে বিধি।

৮। মলঙ্গী কিম্বা মজুর অথবা অন্য ফেরফার অর্থাৎ অন্য ব্যবসায়ি লোকদিগের যে কেহ স্বেচ্ছাপূর্ব্বক নিমকপোখ্তানীর কার্য্য না করিতে চাহে কিম্বা নিমক ঢোলাইওগয়রহ করিতেস্বীকার না করে তাহার স্থানে কোন বাহানায় জবরদস্তীতে নিমকপোখ্তানী কিম্বা ঢোলাইওগয়রহের করার কবুলিয়ৎ লওয়া যাইবেক না এবং যে কেহ স্বেচ্ছাক্রমে ঐ সকল কার্য্যের কোন কার্য্য করিতে স্বীকৃত হইয়া করারদাদ করে সে লোক সেই করারদাদ মাফিক সে কার্য্যের সরবরাহ দিয়া পশ্চাৎ সেই কার্য্য ছাড়িয়া অন্য কার্য্য করিতে চাহে তাহা করিতে পারিবেক ও সে কারণ তাহাকে কেহ কিছু ক্লেশ দিতে পারিবেক না ইতি।—১৮১৯ সা। ১০ আ। ৭ ধা।

কেহ কাহার স্থানে জবরদস্তীতে নিমকের পোখ্তানীওগয়রহ কার্য্যের করার কবুলিয়ৎ লইতে না পারিবার কথা।

কেহ স্বেচ্ছাক্রমে নিমকের পোখ্তানী ওগয়রহ কার্য্যের করারদাদ করিয়া তাহার সরবরাহ দিয়া পশ্চাৎ সেই কার্য্য ত্যাগ করিতে পারিবার কথা।

৯। যদি কোন নিমকপোখ্তানীর এজেণ্টসাহেব আপনি কিম্বা আপন কোন্ আমলার মারফতে কোন মলঙ্গী অথবা ব্যাপারী কিম্বা অন্য কোন জনকে জবরদস্তীতে নিমকপোখ্তানী অথবা ঢোলাইর নিমিত্তে দাদনী গতান্ কি তাহার স্থানে করার কবুলিয়ৎ লেখাইয়া লন্ কি ইহার নিমিত্তে কোন তদবীর করেন্ তবে দেওয়ানী আদালতে এমত নালিশ প্রমাণ হইলে তথাকার জজ সাহেব সে করার কবুলিয়ৎ নামঞ্জুর করিয়া সে লোকের উপর যে দাদনীর টাকা গতান হইয়া থাকে তাহা ফিরিয়া দেওয়াইবেন এবং সে নিমিত্তে যে লোকসান ও তহখরচ সেই ফরিয়াদীকে দেওয়ান উচিত হয় তাহা সেই নিমকপোখ্তানীর এজেণ্ট সাহেবের দেনার ডিক্রী করিবেন ও তদ্ব্যতিরিক্ত নিমকপোখ্তানীর যে এজেণ্টসাহেবহইতে এমত অত্যাচার হইয়া

নিমকপোখ্তানীর এজেণ্টসাহেব কাহার স্থানে জবরদস্তীতে নিমকের কার্য্যের সরবরাহ লইলে যে দণ্ড দিবেন তাহার কথা।

থাকে তিনি শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলের হুকুমমতে কার্য্যহইতে তগীরহওনের যোগ্য হইবেন ইতি। ১৮১৯ সা। ১০ আ। ৮ ধা।

আসিষ্টান্ট সাহেব ও এদেশি প্রধান আমলায় জবরদস্তী করিলে তাঁহারদিগের প্রতিফলের কথা।

১০। নিমক মহালের আসিষ্টাণ্ট শ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুরের সরকারের চিহ্নিত চাকর কিম্বা বাজে ইঙ্গরেজ কোন সাহেব অথবা আড়ঙ্গের এদেশি কোন প্রধান আমলা নিজে কিম্বা আপন কোন আমলার মারফতে যদি কোন মলঙ্গী কিম্বা ব্যাপারী অথবা অন্য লোককে নিমকপোখ্তানীর কিম্বা ঢোলাইর নিমিত্তে জবরদস্তীতে দাদনীর টাকা গতান কিম্বা তাহার স্থানে করার কবুলিয়ৎ লেখাইয়া লন্ কি ইহার নিমিত্তে কোন তদবীর করেন্ তবে তাহার নালিশ দেওয়ানী আদালতের জজ সাহেবের নিকটে উপস্থিত হইলে প্রমাণ পূর্ব্বক সেই জবরদস্ত লোক আপন কার্য্যহইতে তগীর হইবেন ও সেই মলঙ্গী কিম্বা মজুর ওগয়রহের স্বেচ্ছাক্রমে সেই করার কবুলিয়ৎ হইয়া থাকিলে তদনুসারে যে টাকা তাহার পাওনা হইত সেই টাকার সমান টাকা এবং নোক্সানের এওজে যাহা দেওয়ান সঙ্গত হয় তাহা আসামীর স্থানহইতে তাহাকে দেওয়াইয়া দাদনীর যে টাকা গতান ও করার কবুলিয়ৎ যাহা লেখা হইয়া থাকে তাহা ফিরাইয়া দেওয়াইবেন ও উপরের লিখিত প্রকারেতে যে কার্য্যকারক হইতে উপরের উক্ত কসুর হইয়া থাকে তিনি শ্রীযুত নওয়াবগবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলের হুকুমমতে কিম্বা পরিমিট ও নিকক ও আফীনের বোর্ডের সাহেবদিগের হুকুমে অথবা নিমকের এজেণ্ট সাহেবের হুকুমে এতাবতা এমত কার্য্যকারকের তগীর বহালীর ভার ঐ সাহেবদিগের মধ্যে যে সাহেবের প্রতি থাকে তাঁহার হুকুমে আপন কর্ম্মহইতে তগীর হইবেন ও আদালতের যে সাহেবের হজুরে উপরের লিখিত কসুর কোন এজেণ্ট সাহেব কি আসিষ্টাণ্ট সাহেব কি অন্য কার্য্যকারকের উপর সাবুদ হয় সেই সাহেবের তাঁহার কসুর সাবুদহওনের সমাচার উপরের লিখিত বোর্ডের সাহেবদিগের নিকটে দিতে হইবেক ইতি।—১৮১৯ সা। ১০ আ। ৯ ধা।

আসিষ্টান্ট সাহেব কিম্বা প্রধান আমলার অগোচরে তাবের আমলায় অত্যাচার করিলে তাহা শুনিয়া তদারক না করিলে আসিষ্টান্ট সাহেব কিম্বা প্রধান আমলার দণ্ড হইবার কথা।

১১। যদি কোন আসিষ্টাণ্ট সাহেব কিম্বা আড়ঙ্গের প্রধান আমলার তাবের কোন গোমাস্তা কিম্বা পেয়াদা কি অন্য কার্য্যকারক উপরের ধারার লিখিত অত্যাচার কাহারু উপর তরে তবে ঐ কসুর সেই আসিষ্টাণ্ট সাহেব কি প্রধান আমলার অগোচরে হইয়াছে ইহা প্রমাণ না হওন ও তিনি ঐ কসুরহওনের সম্বাদ পাইয়া তাহার তদারক করেন্ নাহি ইহা জানা যাওনমতে তাহার জওয়াব ঐ আসিষ্টাণ্ট সাহেব কোম্পানির চিহ্নিত চাকর কি তদ্ভিন্ন হন্ তাহার কি প্রধান আমলার দিতে হইবেক্ ও যদি ইহা প্রমাণ হয় যে ঐ আসিষ্টাণ্ট সাহেবের কি প্রধান আমলার তাবে কোন জনহইতে তাঁহার অগোচরে এমত কসুর হইয়াছে তবে তাহা করণিয়ারা তগী

রহওনের ও ঐ কসুর নিমকের আড়ঙ্গের প্রধান আমলারদিগহইতে হওনের প্রকারে যে দণ্ডের নিরূপণ উপরের ধারাতে হইয়াছে সেই দণ্ডের যোগ্য হইবেক ইতি।—১৮১৯ সা। ১০ আ। ১০ ধা।

১১। যে কোন কন্ত্রাক্টর কিম্বা ব্যাপারী অথবা মলঙ্গী একরার পত্র দিয়া নিমকপোখ্তানীওগয়রহের নিমিত্তে দাদনী লইয়া কিম্বা করারদাদ করিয়া থাকে সে যদি কাহারু উপর উপরের লিখনমত অত্যাচার করে তবে তাহা দেওয়ানী আদালতে প্রমাণ হইলে ঐ আদালতের সাহেবের কর্ত্তব্য যে তাহার প্রতি এই আইনের ৯ ধারাতে যে দণ্ডের নিরূপণ হইয়াছে তগিরী বিনা সেই দণ্ডের হুকুম দেন্ ও নিমকের কোন কন্ত্রাক্টর কি ব্যাপারী কি মলঙ্গী ঐ হুকুম না জাননের ওজর না করিতে পারিবার নিমিত্তে তাহার একরারপত্রেতে ঐ হুকুমের প্রসঙ্গ লেখা যাইবেক ইতি।—১৮১৯ সা। ১০ আ। ১১ ধা।

কন্ত্রাক্টর ও ব্যাপারী ও মলঙ্গীতে অত্যাচার করিলে তাহারদিগের প্রতি ফলের কথা।

১২। এই ধারানুসারে জানান যাইতেছে যে নিমকের এজেণ্ট সাহেবেরা ব্যাপারী ও মলঙ্গীওগয়রহ লোকদিগের সহিত নিমক তৈয়ার করিয়া দিবার কন্ত্রাক্ট ও করারদাদহওনের ও তাহারদিগকে দাদনীর টাকাদেওনের সময়ে ও সামান্যত আপনং সিরিশ্তার মোতালক কর্ম্মকার্য্যকরণেতে পূর্ব্বের দাঁড়া ও দস্তুর ও অন্য যেং হুকুম পরমিট ও নিমক ও আফীনের বোর্ডের সাহেবদিগের হজুরহইতে কিম্বা শ্রীযুত নওয়াব গবরনর জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেল হইতে পান্ তাহা আপনারদিগের কার্য্যোপদেশ জানিয়া তদনুসারে কার্য্য করিবেন ইতি।—১৮১৯ সা। ১০ আ। ১২ ধা।

এজেণ্ট সাহেবেরা কন্ত্রাক্টের সময়ে যেং হুকুমমতে কার্য্য করিবেন তাহার কথা।

৪ ধারা।

নিমকের পোখ্তানির কার্য্যে নিযুক্ত আমলারদের দেওয়ানী আদালতে রুজুহওন বিষয়ের এবং যে মোকদ্দমায় ঐ আমলারা অথবা সরকারের তরফে নিমক পোখ্তানীর কার্য্যে নিযুক্ত অন্য কোনব্যক্তি স[illegible]রাখে সেই মোকদ্দমার হুকুম নিদর্শন করণ বিষয়ের অ[illegible] ঐ ব্যক্তিরদের আদালতেহাজির হওনের আবশ্যক হইলে [illegible]কে হাজিরকরণ বিষয়ের বিধি।

১৪। কোম্পানি ইঙ্গরেজ বাহাদুরের সরকারের চিহ্নিত চাকর কি তদ্ভিন্ন নিমকপোখ্তানীর এজেণ্ট সাহেবদিগের ও তাঁহারদিগের আসিষ্টাণ্ট সাহেবদিগের ও তাঁহারদিগের আমলা ও গোমাস্তা লোকের মধ্যে কেহ যদি এই আইনের অন্যথা অথবা ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪১ আইনের মতে অন্য যে সকল আইন ছাপা হইয়া জারী হয় তাহার ব্যতিক্রমে কিছু কার্য্য করেন্ তবে তাঁহারদিগের নামে তাহার নালিশ দেওয়ানী আদালতে হইতে পারিবেক এই নিয়মে যে নিমকের যে এজেণ্ট সাহেবেরা কি নিমক চৌকীর সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট

নিমকের মোতালক সমস্ত লোকেরা আদালতে রুজু হইবার যোগ্যহওনের কথা।

সাহেবেরা আপন২ ভারের কর্ম্মকার্য্যের বিষয়ে করা ক্রিয়া ও আচরণের নিমিত্তে দেওয়ানী আদালতের তাবে বটেন তাঁহারদিগের নামে যে সকল মোকদ্দমা কি নালিশহইতে পারে তাহার সহিত ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ২ আইনের লিখিত দাঁড়া সম্পর্ক রাখিবেক কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে নিমকের এজেণ্ট সাহেবদিগের এই আইনানুসারে মোকদ্দমার তজবীজকরণের ও জরীমানার ও জব্দের ও বিনানুমতিতে নিমক প্রস্তুত ও আমদানী ও রপ্তানী ও খরীদ ও বিক্রয়করণের ও রাখণের নিমিত্তে নিরূপিত অন্যা২ দণ্ডের হুকুমদেওনের বিষয়ে পাওয়া ক্ষমতানুসারে করা ক্রিয়া ও আচরণের সহিত এই ধারার লিখিত হুকুম সম্পর্ক রাখিবেক না ইতি।—১৮১৯ সা। ১০ আ। ১৩ ধা। ১ প্র।

নিমকপোখ্তানীর সময়ের মধ্যে নিমকী এলাকার কাহারু উপর এজেণ্ট সাহেব নিজে কিম্বা হুকুম দিয়া অত্যাচার করিলে তাহার কারণ সে লোক আদৌ এজেণ্ট সাহেবের স্থানে দরখাস্ত করিবার কথা।

১৫। যদি নিমক পোখ্তানীর সময়ের মধ্যে এতাবতা অক্টোবর মাসের শেষার্দ্ধহইতে জুলাই মাসের পূর্ব্বার্দ্ধপর্য্যন্ত ইহার মধ্যে কোন মলঙ্গী কি মজুর কি নিমক পোখ্তানীর এলাকার অন্য কেহ এমত অনুমান করে যে নিমকের এজেণ্ট সাহেবদিগের ও নিমক চৌকীর সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবদিগের এই আইনানুসারে মোকদ্দমার তজবীজ করিবার ও জরীমানাওগয়রহের হুকুম দিবার মোতালক কোন২ প্রকারেতে যে২ হুকুম ও তদবীর করিবার ক্ষমতা আছে ও তাহার প্রসঙ্গ পশ্চাৎ লেখা যাইতেছে তদ্ভিন্ন নিমক পোখ্তানীর এজেণ্ট সাহেবদিগের করা কোন তদবীরে কি হুকুমে তাহার প্রতি অত্যাচার হইয়াছে তবে তাহার কর্ত্তব্য যে আপনি কিম্বা আপন উকীলের মারফতে সেই সাহেবের নিকটে আপন নালিশের বেওরা লিখিয়া দরখাস্ত দিবেক তাহাতে যদি সেই সাহেব সে বিষয়ের বিচার না করেন কি নিষ্পত্তি করিতে টালেন তবে সে লোকের ক্ষমতা আছে যে সেই সাহেবের নামে দেওয়ানী আদালতে সে মোকদ্দমার নালিশ করে ইতি।—১৮১৯ সা। ১০ আ। ১৩ ধা। ২ প্র।

অন্যায়গ্রস্ত নিমকী এলাকাদার লোকে নিমকপোখ্তানীর সময়ের মধ্যে আড়ঙ্গের প্রধান আমলার স্থানে আপন হক্ যেমতে বুঝিয়া পাইবেক তাহার কথা।

১৬। যদি নিমকপোখ্তানীর সময়ের মধ্যে কোন মলঙ্গী কিম্বা মজুর অথবা নিমকপোখ্তানীর এলাকাদার অন্য কেহ এমত অনুমান করে যে নিমকপোখ্তানীর এজেণ্ট সাহেবের তাবের কোন আসিষ্টেণ্ট সাহেব কিম্বা আড়ঙ্গের প্রধান আমলার কি কন্ত্রাকূটরের প্রধান আমলার অথবা মলঙ্গীর করা কোন আচরণেতে তাহার উপর জ্যারক উপযাছে তবে সেই লোক আপনি কিম্বা উকীলের মারফতে কসুরেয়ের দরখাস্ত আদৌ সেই নিমকপোখ্তানীর এজেণ্ট সাহেবে হইয়াছে করিবেক ইহাতে যদি আদৌ দরখাস্ত এজেণ্ট সাহেবের নি. তাহার ও ঐ সাহেব তাহার বিচার না করেন্ অথবা নিষ্পত্তি করিতে টালেন কি তাহা করিতে না পারেন্ তবে তাহার ক্ষমতা আছে যে যাহাহইতে তাহার প্রতি অত্যাচার হইয়া থাকে তাহার নামে কিম্বা এজেণ্ট সাহেবের নামে তাঁহার হুকুমে ঐ অত্যাচার হইয়া থাকিলে আদালতে নালিশ করে ও আদালতের সাহেবের কর্ত্তব্য যে এমত নালিশ

হইলে এজেণ্টসাহেবের কি যাহাহইতে অত্যাচার হইয়া থাকে তাহার স্থানে তাহার জওয়াব লন্ ইতি।—১৮১৯ সা। ১০ আ। ১৩ ধা। ৩ প্র।

১৭। এই ধারার ২ ও ৩ প্রকরণের প্রস্তাবিত কোন মোকদ্দমা কেহ দেওয়ানী আদালতে উপস্থিত করিতে চাহিলে তথাকার জজ সাহেব তাবৎ সে মোকদ্দমা না শুনেন্ যাবৎ সেই ফরিয়াদীর হলফ্ করণের দ্বারা অথবা যে মতান্তরে জজ সাহেবের হৃদ্বোধ হয় তদনুসারে ঐ২ প্রকরণের লিখনমতে সে মোকদ্দমার নালিশ নিমকপোশ্তানীর এজেণ্ট সাহেবের নিকটে করিয়াছিল সাবুদ না করে ইতি।—১৮১৯ সা। ১০ আ। ১৩ ধা। ৪ প্র।

উপরের ২ ও ৩ প্রকরণের প্রস্তাবিত মোকদ্দমার নালিশ কেহ আদালতে করিলে তাহার হলফের. দ্বারা যাবৎ সে মোকদ্দমা আদৌ এজেণ্ট সাহেবের নিকটে সাহেরকরণ জজ সাহেবের চিত্তে না লয় তাবৎ তাহা না শুনিবার কথা

১৮। এই ধারার ২ ও ৩ প্রকরণের প্রস্তাবক্রমের কোন মোকদ্দমার নালিশ যে কালে করারদারদের কোন আসামীতে করিতে চাহে সে কালে যদি তাহার করারদাদের সরবরাহ্ সমস্ত না হইয়া থাকে তবে সে ফরিয়াদী সে কালে সে নালিশ করিতে আড়ঙ্গের প্রধান আমলা কিম্বা নিমকপোশ্তানীর এজেণ্ট সাহেব অথবা আসিষ্টাণ্ট সাহেবের বিনানুমতিতে আপনি কদাচিৎ যাইতে পারিবেক না কিন্তু আপন তরফ উকীল পাঠাইতে পারিবেক আর যদি সেই আসামী আপন সরবরাহ্ দিবার যোগ্য আপন স্বরূপ অন্য জনেককে সেই কার্য্যের সরবরাহের নিমিত্তে নিযুক্ত করে ও যাহাকে স্বরূপ করিয়া রাখে তাহাহইতে সে কার্য্য চলিবার বিষয়ে নিমকপোশ্তানীর এজেণ্ট সাহেব অথবা আসিষ্টাণ্ট সাহেব কিম্বা প্রধান আমলার সন্দেহ না থাকে তবে নিমকপোশ্তানীর এজেণ্ট সাহেব কিম্বা আসিষ্টাণ্ট সাহেব অথবা প্রধান আমলায় সেই আসামীকে বিদায় করিবেন ইতি।—১৮১৯ সা ১০ আ। ১৩ ধা। ৫ প্র।

এই ধারার লিখনানুসারে নিমকী আসামী আপন স্বরূপ যোগ্য লোক না রাখিয়া উকীলের মারফৎ সেওয়ায় আপনি আদালতে গিয়া কোন মোকদ্দমার নালিশ করিতে না পারিবার কথা।

১৯। কোন আসিষ্টাণ্ট সাহেব অথবা প্রধান আমলাপ্রভৃতি নিমক মহালের এলাকাদার কাহারু নামে দেওয়ানী আদালতে যে [illegible] নালিশ হয় তাহাতে নিমকপোশ্তানীর এজেণ্ট সাহেব উচিত তদ্ভিন্ন [illegible] তাঁহার ক্ষমতা আছে যে আপনি সে মোকদ্দমার সওয়াল [illegible] [illegible] দেওয়ানী আদালতে করেন্ ও যদি করেন্ তবে অথায় সে মোকদ্দমার যে ডিক্রী হয় তাহার নিশাও নিমকপোশ্তানীর এজেণ্ট সাহেবের করিতে হইবেক ইতি।—১৮১৯ সা। ১০ আ। ১৩ ধা। ৬ প্র।

নিমক মহালের এলাকাদার কাহারু উপর দেওয়ানী আদালতে নালিশ হইলে তাহার জওয়াব এজেণ্ট সাহেব দিতে পারিবার কথা।

২০। শ্রাবণ ও ভাদ্র ও আশ্বিন মাসে নিমকপোশ্তানীর এজেণ্ট সা

শ্রাবণ ভাদ্র আ

খিন তিন মাসের মধ্যে মলঙ্গীপ্রভৃতির নালিশ আদৌ এজেণ্ট সাহেবওগয়রহ নিমক মহালের আমলার নিকটে না হইয়া দেওয়ানী আদালতে হইতে পারিবার কথা।

হেব কিম্বা তাঁহার তাবে আসিষ্টাণ্ট সাহেব অথবা প্রধান আমলা কিম্বা তাঁহারদিগের তাবের কোন লোকহইতে মলঙ্গী কিম্বা মজুর অথবা নিমকী এলাকার অন্য কাহারু প্রতি এই আইনের কি ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪১ আইনের মতে যেং আইন ছাপা ও জারী হয় তাহার অন্যথাক্রমে কিছু অত্যাচার হইয়া থাকিলে সে লোক তাহার নালিশ নিমকপোখ্তানীর সময়ের নিমিত্তে এই ধারার উপরের কএক প্রকরণের লিখনমত আদৌ নিমক পোখ্তানীর এজেণ্ট সাহেব অথবা আসিষ্টাণ্ট সাহেব কিম্বা প্রধান আমলার নিকটে না করিয়া দেওয়ানী আদালতে করিতে সাধ্য রাখিবেক ও দেওয়ানী আদালতের জজসাহেদিগের প্রতি মলঙ্গী কিম্বা মজুর অথবা নিমকী এলাকার অন্যং কোন লোকের হক্ ত্বরাতে পঁহুছিবার কারণ হুকুম হইল যে তাহারদিগের যাহার যে নালিশ এই প্রকরণের প্রথম প্রস্তাবক্রমে আদালতে উপস্থিত হয় তাহার বিচার ও নিষ্পত্তি অন্যং মোকাদ্দমার অগ্রে অব্যাজে করেন্ এই নিয়মে যে উপরের প্রকরণের লিখিত কোন হুকুমেতে এমত বোধ না হয় যে এই আইনানুসারে নিমকের এজেণ্ট সাহেবদিগের জরীমানার ও জব্দের ও অসঙ্গত ক্রিয়ার নিমিত্তে নিরূপিত অন্য দণ্ডের হুকুমদেওনের বিষয়ে পাওয়া ক্ষমতানুসারে করা ক্রিয়া ও আচরণ যথার্থ হওয়া কি না হওয়ার তজবীজ করিতে দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের ক্ষমতা আছে ইতি।—১৮১৯ সা। ১০ আ। ১৩ ধা। ৭ প্র।

কেহ স্বেচ্ছাক্রমে দাদনী লইয়া তাহা জবরদস্তীতে গতান কহিয়া ফিরাইতে না পারিবার কথা।

২১। যে কেহ স্বেচ্ছাক্রমে দাদনী লইয়া তাহার রসীদ দিয়া থাকে সে আপন করারদাদহইতে খালাস পাইবার কারণ এমত কহিতে না পারে যে সেই দাদনী তাহার উপর জবরদস্তীতে গতান হইয়াছে অতএব জজ সাহেবের কর্ত্তব্য যে যদি কেহ দাদনী লইয়া রসীদ দিয়া তাহা জবরদস্তীতে দিবার প্রস্তাবে নালিশ করে তবে সেই রসীদদৃষ্টে আদৌ স্বেচ্ছাপূর্ব্বক তাহার দাদনী লওন জানিয়া যাবৎ সূক্ষ্ম বিচারে এই আইনের অন্যথাক্রমে জবরদস্তী প্রমাণ না হয় তাবৎ তাহাকে তাহার করারদাদহইতে খালাস না দিয়া সে খালাড়ীতে পলাইয়া গিয়া থাকিলে তথায় যাইতে প্রতিবাদী ও গিয়া থাকিলে তথায়হইতে উঠাইতে চেষ্টিত হইবেন না এবং নিমকপোখ্তানীর এজেণ্ট সাহেবের নিকটে এমত নালিশ যে কালে হয় সে কালে সে সাহেব এই হুকুমমাফিক কার্য্য করিবেন ইতি।— ১৮১৯ সা। ১০ আ। ১৪ ধা।

এজেণ্ট সাহেব কি তাঁহার আসিষ্টাণ্ট সাহেবের উপর আদালতের হুকুম যেমতে জারী হইবেক তাহার কথা।

২২। দেওয়ানী আদালতের কিম্বা ফৌজদারী আদালতের কিছু হুকুম যে কালে নিমকপোখ্তানীর এজেণ্ট সাহেব কিম্বা তাঁহার আসিষ্টাণ্ট সাহেবের নামে পাঠাইতে হয় সে কালে জজ সাহেব কিম্বা রেজিষ্টর সাহেব সেই হুকুমনামা খাম করিয়া তাহার উপর আদালতের মোহর ও আপন কর্ম্মের নিদর্শনে দস্তখৎ করিয়া পাঠাইয়া দিবেন ও ঐ এজেণ্ট সাহেব কি আসিষ্টাণ্ট সাহেব সেই হুকুমনামা পাইলে তাহা জ্ঞাত হইয়া সেই হুকুমনামার পৃষ্ঠে রসীদ লিখিয়া

পুনর্ব্বার থাম ও মোহর করিয়া সেই জজসাহেব কি রেজিষ্টর সাহেবের নিকটে পাঠাইবেন ইতি।—১৮১৯ সা। ১০ আ। ১৫ ধা।

সাবেক এজেণ্ট সাহেবআদির কৃত কার্য্যের নিমিত্তে হালের এজেণ্ট সাহেব ওগয়রহের নামে নালিশ না হইতে পারিবার কথা।

সাবেক এজেণ্ট সাহেব প্রভৃতকে যেং মোকদ্দমার জওয়াব দিতে হইবেক তাহার কথা।

২৩। নিমক মহালের মোতালকের যে সকল কার্য্য সাবেক সাহেবদিগের ও প্রধান আমলার আমলে হইয়াছে তাঁহার কোন মোকদ্দমার নালিশ হালের এজেণ্ট সাহেব ও তাঁহার আসিষ্টাণ্ট সাহেব কোম্পানি ইঙ্গরেজ বাহাদুরের চিহ্নিত চাকর অথবা তদ্ভিন্ন হন তাঁহারদিগের ও আড়ঙ্গের এদেশি প্রধান আমলাদিগের নামে হইবেক না কিন্তু এজেণ্ট সাহেব কিম্বা আসিষ্টাণ্ট সাহেব অথবা আড়ঙ্গের এদেশি প্রধান আমলা কেহ তগীর হইয়া থাকিলে তাঁহার নামে তাঁহার বহালী আমলে নিমকী এলাকার কার্য্যকরণের বিষয়ে যে নালিশ হইয়া থাকে বহাল থাকনের মতে তাহার জওয়াব দিবার ভার সেই তগীর এজেণ্ট সাহেবপ্রভৃতির উপর থাকিবেক নতুবা যদি পরমিট ও আফীন ও নিমকের বোর্ডের সাহেবেরা সে মোকদ্দমার ভাব বুঝিয়া তাহার জওয়াব দিবার বিষয়ে হালের এজেণ্ট সাহেবের প্রতি হুকুম দেওয়া উচিত জানেন তবে ঐ সাহেবদিগের হুকুম কি শ্রীযুত নওয়াব গবরনর জেনরল বাহাদুরের হুকুমে এমত মোকদ্দমা সেই ব্যক্তির উপর উপস্থিত হইলে তাহাতে উপরের লিখিত দাঁড়া খাটিবেক না বরং এমতং মোকদ্দমার জওয়াব হালের এজেণ্ট সাহেব সরকারের তরফহইতে দিবেন ইতি।—১৮১৯ সা। ১০ আ। ১৬ ধা।

এজেণ্ট সাহেবও গয়রহ মোকদ্দমার কৈফিয়ৎ উকীলকে ওয়াকীফ করাইবার কারণ পত্রাদি লিখিয়া ডাকের রসুম না দিয়া পাঠাইতে পারিবার ও তাহা থাম করা ও পাঠান যাইবার মতের কথা।

২৪। নিমক মহালের মোতালকের যে সকল মোকদ্দমা জিলা ও শহরের দেওয়ানী আদালতে ও সকল মফঃসল আপীল আদালতে ও সদর দেওয়ানী আদালতে উপস্থিত হয় তাহার সওয়াল ও জওয়াবের হকীকৎ ঐ সকল আদালতের উকীলদিগের ওয়াকীফ করাইবার কারণ ও তাহারদিগের স্থানহইতে জ্ঞাত হইবার জন্যে নিমক পোখ্তানীর এজেণ্ট সাহেব ও আসিষ্টাণ্ট সাহেব ও আড়ঙ্গের এদেশি প্রধান আমলাদিগের তগীর ও বহালী আমলে উভয় পক্ষের পত্রাদি লিখনবিনা ডাকের রসুমে চলিতে পারিবার নিমিত্তে ঐ সাহেবআদির কর্ত্তব্য যে তাহার কাগজপত্রাদি লিখনপত্রের ন্যায় থাম ও মোহর করিয়া উকীলের নামে শিরনামা দিয়া ও সেই থামের উপর অন্য কাগজ মুড়িয়া তাহার উপর সে উকীল যে আদালতের চিহ্নিত হয় সেই আদালতের রেজিষ্টর সাহেবের নাম ও তৎকালে যে কার্য্যে থাকেন তাহার কিম্বা মোকদ্দমার নালিশের কালে আপনার যে কার্য্য ছিল সেই কার্য্যের ধ্বনি দিয়া নিজ নাম লিখিয়া পাঠান আদালতের রেজিষ্টর সাহেব এমত মোহরকরা লিখন পাইলে তাহা বজিনিস উকীলকে দেওয়াইবেন ও এই আইনের মতে সকল আদালতের উকীলদিগের যাহার প্রতি নিমক মহালের মোতালকের কোন প্রথম নালিশী মোকদ্দমা অথবা আপীলের মোকদ্দমার সওয়াল ও জওয়াবের ভার থাকে সে উকীল সে মোকদ্দমার সম্ব

ক্কীয় যে কাগজপত্র যে সময়ে তাহার মওক্কেল তগীর কিম্বা বাহাল নিমকপোখ্তানীর এজেণ্ট সাহেব অথবা আসিষ্টাণ্ট সাহেব কিম্বা আ ড়ঙ্গের এদেশি প্রধান আমলার স্থানে পাঠাইতে চাহে তাহাও বিনা রসুমে ডাকের মারফতে পাঠাইতে পারিবেক ও উকীল সেই কাগজ পত্র পত্রের ন্যায় খাম করিয়া তাহাতে আপন মোহর করিয়া দিলে আদালতের জজ সাহেব কিম্বা রেজিষ্টর সাহেব তাহার উপর অন্য কাগজ মড়িয়া আপন কার্য্যের ধ্বনি দিয়া নিজনাম লিখিয়া যাহার স্থানে চালাইতে হয় তথায় চালান করিবেন ইতি।—১৮১৯ সা। ১০ আ। ১৭ ধা।

দেওয়ানী আদালতের ও মফঃসল আপীল আদালতেও সদরদেওয়ানী আদালতে যে২ মোকদ্দমার সওয়াল ও জওয়াব পরমিট ও আফীন ও নিমকের বোর্ডের সাহেবদিগের করিতে হইবেক তাহার কথা।

২৫। যে কালে পরমিট ও আফীন ও নিমকের বোর্ডের সাহেবেরা আপনারা উচিত জানিয়া কিম্বা শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলের হুকুম পাইয়া নিমক মহালের মোতালক যে কোন মোকদ্দমার সওয়াল ও জওয়াব জিলা কিম্বা শহরের দেওয়ানী আদালত অথবা মফঃসল আপীল আদালত কিম্বা সদর দেওয়ানী আদালতে করণের ভার কোন নিমকপোখ্তানীর এজেণ্ট সাহেব কিম্বা অন্য কোন কার্য্যকারকের প্রতি না রাখিয়া আপনারদিগের প্রতি ভার রাখিতে চাহেন সে কালে তাহা করিতে পারিবেন ও জানা কর্ত্তব্য যে উপরের লিখিত সমস্ত প্রকারেতে ও সামান্যত আদালতে উপস্থিতহওয়া সমস্ত মোকদ্দমাতে ও আদালতের তদবীরের মোতালক সমস্ত বিষয়েতে বোর্ডের সাহেবদিগের ক্ষমতা থাকিবেক যে যেরূপে উচিত বুঝেন সেইরূপে লিগল্ আফের্জের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট ও রিমেমব্রানসর্ এতাবতা শরা ও শাস্ত্রসম্পর্কীয় বিষয়ের ও আদালতে উপস্থিত হওয়া মোকদ্দমার সরবরাহকার এতাবতা অধ্যক্ষ ও ঐ২ বিষয়েতে সরকারের প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা সাহেবদিগের পরামর্শি সাহেবের স্থানে পরামর্শ লন্ ইতি।—১৮১৯ সা। ১০ আ। ১৮ ধা।

নিমকপোখ্তানীর এলাকাদার নিমকপোখ্তানীর সময় ছাড়া আপন২ মালগুজারী অন্য২ মালগুজারের মতে করিবার কথা।

২৬। নিমকপোখ্তানীর যে এলাকাদারেরা ভূম্যাদির মালগুজারীর এলাকা রাখে তাহারা নচর ধারার ২ প্রকরণের নিমকপোখ্তানীর সময়ের মধ্যে মালগুজারীর বাকী তলবের বিষয়ে যেমত করিতে লেখা যায় তাহাছাড়া সময়ান্তরে অন্য মালগুজারের মতে আইনের মাফিক আপন২ মালগুজারীর সরবরাহ করিবেক ইহাতে সেই সময়ের নিয়ম কার্ত্তিক মাসের প্রথমহইতে আষাঢ় মাসের শেষপর্য্যন্ত জানিবেক ইতি।—১৮১৯ সা। ১০ আ। ১৯ ধা।

নিমকপোখ্তানীর এলাকাদার দিগের স্থানে মালগুজারীর

২৭। নিমকপোখ্তানীর কার্য্য আটক না হইবার এবং নিমকপোখ্তানীর এলাকাদারেরা যে সকল ভূম্যাদির মালগুজারীর এলাকা রাখে তাহার সরবরাহ দিতে কসুর না করিতে পারিবার নিমিত্তে

নীচের হুকুম নির্দ্দিষ্ট হইল ইতি।—১৮১৯ সা। ১০ আ। ২০ধা। ১ প্র।

বাকী উসুল করিবার দাঁড়া নির্দ্দিষ্টের কথা।

২৮। যে সকল লোক নিমকপোখ্তানীর করারদাদ করিয়া ও তাহা তৈয়ার করিতে থাকে তাহারদিগের ইস্তক কার্ত্তিক লাগাইৎ আখেরী আষাঢ় কোন ভূম্যধিকারী কি ইজারদার কি সরবরাহকার কি তহসীলদারের কাছারীতে কোন প্রকারে তলব করা যাইবেক না যদি ঐ ভূম্যধিকারিপ্রভৃতির কেহ নিমকের এলাকাদার কাহারু উপর ঐ সময়ের বাবৎ কিছু মালগুজারীর দাওয়া রাখে ও ঐ সময়ের মধ্যেই তাহা উসুল করিতে চাহে তবে সে কারণে চলিত আইনের মতে তাহার দ্রব্যাদি ক্রোক করে অথবা সেই বাকীদারের নামে তাহার দাওয়ায় দেওয়ানী আদালতে নালিশ করে কিম্বা সেই বাকীর দাওয়ার ফর্দ্দ নিমকপোখ্তানীর এজেণ্ট সাহেবের নিকটে দাখিল করে যে তদনুসারে সেই নিমকপোখ্তানীর এজেণ্ট সাহেব উচিত বুঝিলে সেই বাকী টাকা সে বাকীদারের স্থানহইতে দেওয়ান অথবা আপনি দিয়া তাহার পাওনা আগামি কিস্তীর দাদনীর টাকাহইতে মালগুজারীর বাকী আদায় করেন এইহেতুক যে সেই লটখাটিতে নিমকপোখ্তানীর কার্য্যের ভণ্ডুল না হয় ইহাতে যদি সেই ফরিয়াদী আদৌ নিমকপোখ্তানীর এজেণ্ট সাহেবের নিকটে নালিশ করিলে সে সাহেব তাহাতে মনোযোগ না করেন তবে দাওয়াদার সে কারণে সেই বাকীদারের দ্রব্যাদি ক্রোক করিবেক কিম্বা দেওয়ানী আদালতে নালিশ করিবেক। যদি দ্রব্যাদি ক্রোক করে তবে সেই বাকীদারের স্থানে সরকারের যে নিমক ও নিমকের দাদনীর টাকা ও নিমকপোখ্তানীর সরঞ্জাম থাকে তাহা বাদে ক্রোক করিবেক ও ঐ নিমক ও দ্রব্য সকল বাকী টাকা আদায়ের নিমিত্তে বাকীপাওনিয়ার তরফহইতে কি আদালতের হুকুমেতে কোন প্রকারে ক্রোক ও বিক্রয় কি আর কিছু হইতে পারিবেক না ইতি।—১৮১৯ সা। ১০ আ। ২০ ধা। ২ প্র।

নিমকপোখ্তানীর সময়ের মধ্যে নিমকী আসামীর তলব ভূম্যধিকারি আদির কাছারীতে না হইবার কথা।

দ্রব্যাদি ক্রোক কিম্বা আদালতে নালিশ অথবা এজেণ্ট সাহেবের নিকটে দরখাস্তক্রমে বাকী উসুল হইবার কথা।

বাকীর কারণ সরকারী নিমক ও দাদনীর টাকা ও নিমকপোখ্তানীর সরঞ্জাম ক্রোক না হইবার কথা।

২৯। নিমকপোখ্তানীর এজেণ্ট সাহেবের তাবের কোন আমলার নামে কিম্বা নিমকী কার্য্যের করারদাদ করিয়া তাহাতে নিবিষ্টথাকা অন্য কোন লোকের নামে কেহ কোন মোকদ্দমায় দেওয়ানী আদালতে নালিশ করিতে লাগিলে তাহার নালিশী আরজীতে সেই আসামী নিমকী যে কার্য্যের এলাকাদার হয় তাহার প্রস্তাব লিখিবেক যদি এমত আসামীর নামে শ্রাবণ কি ভাদ্র কি আশ্বিন মাসে আদালতহইতে তলবচিঠী হয় তবে তাহা অন্য এলাকার লোকদিগের উপর যে প্রকারে হয় সেই প্রকারেই হইবেক এবং যদি এমত আসামীর নামে ইস্তক কার্ত্তিক লাগাইৎ আখেরী আষাঢ়ের মধ্যে ঐ তলবচিঠী হয় তবে তাহা ফরিয়াদীর আরজীর নকলসমেত এক খামেতে মড়িয়া জজ সাহেব কিম্বা রেজিষ্টর সাহেবপ্রভৃতি তাহার উপর আপন কার্য্যের নিদর্শনে দস্তখৎ করিয়া নিমকপোখ্তানীর এজেণ্ট সাহেবের

নিমক মহালের এলাকাদারের নামে কেহ নালিশ করিতে লাগিলে তাহার নালিশী আরজীতে সেই আসামী নিমকী যে কার্য্যের এলাকাদার হয় তাহার জিগির লিখিবার কথা।

শ্রাবণাদি তিনমাসে নিমকী এলাকার আসামীর নামে

যেমতে তলবচিঠী জারী হইবেক তাহার কথা।

কার্ত্তিকাদি আষাঢ়পর্য্যন্ত নিমকী এলাকার আসামীর নামে এজেন্ট সাহেবের মারফতে তলবচিঠী জারী হইবার কথা।

আসামীর জামিন এজেন্ট সাহেব আপনি হইতে কিম্বা অন্য লোককে দেওয়াইতে পারিবার কথা।

যে২ গতিকে আদালতের পেয়াদার সঙ্গে আসামীকে যাইতে হইবেক তাহার কথা।

নামে শিরনামা দিয়া তাঁহার নিকটে পাঠাইবেন। ও যে জামিনী তলব আসামীর স্থানে করা ও লওয়া আবশ্যক বোধ হয় তাহাতে নিমকপোখ্তানীর এজেণ্ট সাহেবের ক্ষমতা থাকিবেক যে আপনি তাহার জামিনী লিখিয়া দেন কিম্বা আপন কোন আমলা কি অন্য যাহাকে উপযুক্ত জানেন তাহাকে দিয়া লেখাইয়া দেওয়ান কিম্বা ঐ আসামীকে নিজে কোন জামিন ঠাহরিয়া দিতে হুকুম দেন ও যদি আসামীর নিজে জামিন দিতে হয় তবে তাহাতে কার্য্যক্রমে ঐ তলব চিঠী আদালতের কোন পেয়াদার হাওয়ালে হইয়া থাকিলে সে যদি জামিনের মাতবরীতে সন্দেহ করে ঐ নিমক পোখ্তানীর এজেণ্ট সাহেব সে জামিনকে মাতবর কহেন তবে ঐ পেয়াদা সেই জামিন লইবেক। যদি জামিনী তলবহওনমতে ঐ সাহেব সে আসামীর জামিন আপন আমলাদিগের কাহাকেও অথবা অন্য কোন লোককে দেওয়ান উচিত না জানেন ও সে আসামী আপনিও এমত জামিন দিতে না পারে যে তাহাকে নিমকপোখ্তানীর এজেণ্ট সাহেবের মাতবর জ্ঞান হয় তবে নিমকপোখ্তানীর এজেণ্ট সাহেব সেই আসামীকে আদালতের পেয়াদার সহিত সেই আদালতে পাঠাইবেন যদি ঐ তলবচিঠী আদালতের পেয়াদার হাওয়ালে না হইয়া আসিয়া থাকে তবে নিমকপোখ্তানীর এজেণ্ট সাহেব সে আসামীকে আপন লোকের সহিত আদালতে পাঠাইবেন ইতি।—১৮১৯ সা। ১০ আ। ২১ ধা। ১ প্র।

নিমকপোখ্তানীর এজেণ্ট সাহেবেরা উপরের প্রকরণের লিখনক্রমে নিমকী এলাকাদার লোকাদিগের জামিনী লিখিয়া দিতে আসিষ্টাণ্ট সাহেব আদিরে ভার দিতে পারিবার কথা।

জামিনী লিখিয়া দিতে ভার হয় যাহারদিগেরে তাঁহারদিগের থাকিবার স্থান নির্দ্দিষ্টে নামনবিসীর ফর্দ্দ জজ সাহেবদিগের নিকটে পাঠাইবার কথা।

জজ সাহেবেরা তলবচিঠী এজেণ্ট

৩০। উপরের প্রকরণক্রমে নিমকের এলাকার আসামীর জামিনী লিখিয়া দিতে নিমকপোখ্তানীর এজেণ্ট সাহেব আপন আসিষ্টাণ্ট সাহেব শ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুরের সরকারের চিহ্নিত চাকর হন কি তদ্ভিন্ন হন তাঁহার কিম্বা কোন দেওয়ানী আদালতের চিহ্নিত কোন উকীলের অথবা অন্য যাহাকে উপযুক্ত জানেন তাহার প্রতি ভার দিতে পারিবেন আর ঐ নিমকপোখ্তানীর এজেণ্ট সাহেবের কর্ত্তব্য যে যে সকল লোকের প্রতি এমত জামিনী লিখিয়া দিবার ভার দেন তাঁহারদিগের নামনবিসীর ফর্দ্দ তাঁহারদিগের প্রত্যেকের থাকিবার স্থান নির্দ্দিষ্টে লিখিয়া দেওয়ানী আদালতের জজ সাহেবের নিকটে পাঠান তদনুসারে জজ সাহেব কোন আসামীর তলব করিতে হইলে যদি আপন থাকিবার স্থানহইতে তাহার ঠিকানা দূর হওনহেতুক কিম্বা কারণান্তরে বিহিত বুঝেন তবে নিমকপোখ্তানীর এজেণ্ট সাহেবের নিকটে তলবচিঠী না পাইয়া এই ধারার ১ প্রথম প্রকরণের লিখনক্রমে জামিনী লিখিয়া দিতে ভার থাকে যাঁহারদিগের প্রতি তাঁহারদিগের কাহারু নিকটে পাঠাইতে পারিবেন ও এমত হইলে সেই ব্যক্তির কর্ত্তব্য যে সেই তলবচিঠী নিমকপোখ্তানীর এজেণ্ট সাহেবের

নিকট গেলে তাঁহার যে দাঁড়ামতাচরণ করিতে হইত সেই মতাচরণ করেন্ ইতি।—১৮১৯ সা। ১০ আ। ২১ ধা। ২ প্র।

সাহেবদিগের নিকটে না পাঠাইয়া ঐ আসিষ্টান্ট সাহেব প্রভৃতির নিকটে পাঠাইবার ক্ষমতা রাখিবার কথা।

৩১।—যদি নিমকপোখ্তানির এজেণ্ট সাহেবের তাবের কোন আমলা কিম্বা মলঙ্গীওগয়রহ করারদারের আসামীর নামে কেহ কোন বিষয়ে দেওয়ানী আদালতে নালিশ করিয়া সেই নালিশী আরজীতে সে আসামীর নিমক মহালের এলাকাদারীর জিগির না লিখিয়া থাকে ও তাহাতে ইস্তক ১ কার্ত্তিক লাগাইৎ আখেরী আষাঢ় এই কালের মধ্যে অন্য এলাকার লোকের তলবমতে সে আসামীর নামে তলবচিঠী হইয়া দেওয়ানী আদালতের পেয়াদার হাওয়ালে হয় ও যে পেয়াদার হাওয়ালে সেই তলবচিঠী হয় সে যদি নিমকপোখ্তানীর এজেণ্ট সাহেব কিম্বা তাঁহার তাবের কোন আমলা অথবা সেই আসামীর কথাক্রমে সে আসামীকে যে নিমক মহালের এলাকাদার জানে তবে সে পেয়াদা সেই আসামীর ঠিকানার নিকটে নিমক মহালের মোতালক যে আসিষ্টাণ্ট সাহেব আদির প্রতি জামিন হইবার ভার থাকে তাঁহার অথবা আড়ঙ্গের প্রধান আমলার নিকটে গিয়া সেই তলবচিঠী দিবেক তদনুসারে সে বিষয়ে এই ধারার প্রথম প্রকরণক্রমে নিমকপোখ্তানীর এজেণ্ট সাহেবের যে মতাচরণ কর্ত্তব্য হইত সেই মতাচরণ ঐ আসিষ্টাণ্ট সাহেব কিম্বা প্রধান আমলাআদির কর্ত্তব্য হইবেক যদি আদালতের সেই পেয়াদা কেবল সেই আসামীর মুখে সে আসামী নিমক মহালের এলাকাদার শুনিয়া সে কথায় সন্দেহ রাখে কিম্বা সন্দেহ না রাখিয়া এমত ভাবে যে সে আসামী তাহার ঠিকানার নিকটের যে আসিষ্টাণ্ট সাহেবআদির প্রতি জামিন হইবার ভার থাকে তাঁহার কি আড়ঙ্গের প্রধান আমলার নিকটে তলবচিঠী লইয়া আমার যাওনের মধ্যেতে পলাইবেক তবে এ দুই মতেই সে পেয়াদা সেই আসামীসুদ্ধা তলবচিঠী লইয়া তাহার ঠিকানার নিকটের নিমকী এলাকার ঐ আসিষ্টাণ্ট সাহেব আঁদির নিকটে যাইবেক এবং যাবৎ ঐ আসামীর জামিনী লেখা না হয় তাবৎ তাহাকে ছাড়িবেক না ইতি।—১৮১৯ সা। ১০ আ। ২১ ধা। ৩ প্র।

নিমকী এলাকার কোন আসামীর নামে নালিশ হইলে সে নালিশী আরজীতে সে আসামী নিমকী এলাকাদারহওনের প্রস্তাব না থাকাতে অন্য আসামীর মতে তাহার তলবচিঠী হইলে তাহা যেমতে জারী হইবেক তাহার কথা।

৩২। এই ধারার উপরের প্রকরণের মতানুসারে নিমকী কোন আসামীর উপর যে তলবচিঠী ও দস্তক নিমকপোখ্তানীর এজেণ্ট সাহেব অথবা তাঁহার তাবের আসিষ্টাণ্ট সাহেব কিম্বা প্রধান যে আমলার মারফতে জারী হয় সেই নিমকপোখ্তানীর এজেণ্ট সাহেব কিম্বা আসিষ্টাণ্ট সাহেব অথবা প্রধান আমলা সেই চিঠীর পৃষ্ঠে যেমতে তাহা জারী হয় ও যে লোকে সে আসামীর জামিন হয় তাহার বেওরা

এই ধারানুসারে নিমকী এলাকার আসামীর উপর তলবচিঠী ও দস্তক জারী হইবার বেওরা কৈফিয়ৎ সেই চিঠীদিগের পৃষ্ঠে এজেণ্ট সাহেব কিম্বা আসিষ্টাণ্ট সা

হেব অথবা প্রধান আমলার লিখিবার কথা।

লিখিয়া ঐ তলবচিঠীআদি ফিরিয়া পাঠাইবেন ইতি।—১৮১৯ সা। ১০ আ। ২১ ধা। ৫ প্র।

এজেন্ট সাহেব ও তাঁহার তাবের আমলা জামিনী যে এরার করেন ও যে জামিনী মাতবর কহেন তাহার নিশা তাঁহারদিগের দিতে হইবার কথা।

৩৩। এই ধারার কোন প্রকরণমতে কোন নিমকপোখ্তানীর এজেণ্ট সাহেব আপনি কিম্বা তাঁহার তাবের কোন প্রধান আমলা নিমকী এলাকার কোন আসামীর হাজিরজামিন হইলে কিম্বা সেই আসামীর দেওয়া কোন জামিনকে মাতবর কহিলে দুইমতেই মাফিক এক রার সে আসামীর শিরে যে দাওয়া পড়ে তাহার নিশা সেই আসামী কিম্বা তাহার দেওয়া জামিনে না করিলে সেই দায়ের নিশা সেই নিমকপোখ্তানীর এজেণ্ট সাহেবকে করিতে হইবেক অতএব নিমকপোখ্তানীর এজেণ্ট সাহেবের কর্ত্তব্য যে আড়ঙ্গের কর্ম্মনির্ব্বাহকরণের ও মলঙ্গীওগয়রহ নিমকী এলাকাদারদিগের জামিনহওনের ও নালিশের তদারককরণের ভারে মাতবর ও সুখ্যাত লোককে ঠাহরাইয়া প্রধান আমলা নিযুক্ত করেন ও তাহারদিগের কর্ম্ম চালাইবার দাঁড়ার নিমিত্তে যেং হুকুম মনোনীত ও উপযুক্ত হয় তাহা তাহারদিগেরে দেন ও যাহাকে প্রধান আমলা নিযুক্ত করেন তাহার স্থানে এমত মাতবর মালজামিন লন যে সেই প্রধান আমলাহইতে কোন কার্য্যের ত্রুটি হইলে সে কারণে নিমকপোখ্তানীর এজেণ্ট সাহেবের যে নোক্সান হইতে পারে তাহা তাহার স্থানে ধরিয়া পাওয়া যাইতে পারে ইতি।—১৮১৯ সা। ১০ আ। ২১ ধা। ৭ প্র।

যে কালে নিমক মহালের এলাকাদারদিগের নামে সাক্ষ্য দিবার নিমিত্তে সপীনা জারী করিতে হয় সে কালে তাহা যেমত জারী হইবেক তাহার কথা।

৩৪। নিমক মহালের আমলা কি এলাকাদারদিগের কেহ কোন মোকদ্দমার আসামী হইলে নিমকপোখ্তানীর সময়ের মধ্যে তাহার তলবে চিঠী যে মতে জারী করিতে হয় তাহারদিগের কাহারু নামে কোন মোকদ্দমার সাক্ষ্য দিবার কারণ সপীনা সে সময়ে জারী করিতে হইলে ও তাহা সেই মতেই জারী করা যাইবেক ও যদি সে কারণে সে কালে তাহারদিগের কাহাকেও আদালতে তলবকরণ আবশ্যক হয় তবে জজ সাহেব তলব করিয়া যত ত্বরাতে পারেন, তাহার জোবানবন্দী করিয়া লইয়া অব্যাজে বিদায় করিবেন এইহেতুক যে সে লোক নিমকের কর্ম্মে ছাড়া হইয়া যত কম হইতে পারে তাহার অধিক কাল না থাকে ইতি।—১৮১৯ সা। ১০ আ। ২১ ধা। ৮ প্র।

এজেন্ট সাহেব ও তাঁহার তাবের আমলাদিগের উপরের প্রকরণের হুকুম মতাচরণ নিমকী এলাকাদার লোক ছাড়া অন্যের পক্ষে করিতে নিষেধের কথা।

৩৫। নিমকমহালের এলাকাদারছাড়া অন্য লোকের উপর তলবচিঠী কিম্বা দস্তক জারী করিতে লাগিলে যদি নিমকপোখ্তানীর এজেণ্ট সাহেব কিম্বা তাঁহার তাবের বিলায়তী অথবা এদেশী আমলায় উপরের লিখিত প্রকরণের মতাচরণ করেন তবে তাঁহারদিগের নামে আদালতে তাঁহার নালিশ হইবেক। ও উপরের প্রকরণের হুকুমের ভাবার্থ কেবল এই যে আদালত ও ইনসাফের বাধাহওন বিনা নিমকপোখ্তানীর কর্ম্মচলনের হানি কিছুমাত্র না হয় অতএব দেওয়ানী ও আদালতের জজ সাহেব ও ফৌজদারীর সাহেবদিগের

ক্ষমতা আছে যে ঐ প্রকরণের লিখিত হুকুমসত্ত্বেও আদালতের কর্ম্ম চলিবার নিমিত্তে নিমকমহালের মোতালক কোন এদেশী আমলা কিম্বা অন্য এলাকাদারকে কোন মোকদ্দমার ফরিয়াদী কিম্বা আসামী অথবা সাক্ষিক্রমে নিমকপোখ্তানীর কালের মধ্যেও আপনারদিগের নিকটে তলবকরণ আবশ্যক ও উপযুক্ত হইলে তাহা করিতে এবং অন্যং লোকের উপর এমত বিষয়ে যে মতে হুকুম জারী করেন সেই মতেই তাহার উপর হুকুম জারী করিতে পারেন কিন্তু যদি দেওয়ানী আদালতের জজ সাহেব কিম্বা ফৌজদারীর সাহেবেরা ঐ সকল হুকুমের ব্যতিক্রমে এমত কার্য্য করেন তবে যে কারণে করেন তাহার বেওরা তাঁহারদিগের রুবকারীর বহীতে লেখাইবেন ও এই প্রকরণের লিখনক্রমে অত্যাবশ্যকজন্য যেং তলবচিঠী ও দস্তক জারী করিতে হয় তাহাতে আবশ্যকতার প্রস্তাব লেখাইবেন যে এই প্রকরণের হুকুমমাফিক জজ ও ফৌজদারীর সাহেবদিগের ক্ষমতা আবশ্যকতাজন্য যে আছে তদনুসারে ইহাতে তলবের হুকুম লেখা গেল কিন্তু জজ ও ফৌজদারীর সাহেবেরা আবশ্যকহওনবিনা কদাচ ঐ ক্ষমতামতাচরণ না করেন ইতি।—১৮১৯ সা। ১০ আ। ২১ ধা। ৯ প্র।

দেওয়ানী আদালত ও ফৌজদারীর সাহেবেরা নিমকী এলাকাদার এদেশি লোকদিগেরে যে সময়ে হাজির করাইতে চাহেন সেই সময়ে হাজির করাইতে ক্ষমতা রাখিবার কথা।

ঐ ক্ষমতাচরণকরণেতে যাহাং করিতে হইবেক তাহার কথা।

৩৬। যদি জজ সাহেব নিমকমহালের মোতালক কোন এ দেশি আমলা কিম্বা অন্য এলাকাদার কাহারু উপর কোন মোকদ্দমার ডিক্রী করিয়া ইস্তক ১ কার্ত্তিক লাগাইৎ আখেরী আষাঢ় ইহার মধ্যে তাহা জারী করিতে হুকুম দেন তবে তাহাতে সে আসামী ঐ কালের মধ্যে আপনি আটক না হইয়া তাহার দ্রব্যাদি ক্রোক হইতে পারিবেক কিন্তু সরকারের নিমক ও দাদনীর টাকা ও নিমকপোখ্তানীর যে সরঞ্জাম তাহার স্থানে থাকে তাহা সে ডিক্রীর আঞ্জামের কারণ ক্রোক করা যাইবেক না ও নিমকপোখ্তানীর কাল গেলে নিমক পোখ্তানীর এজেণ্ট সাহেবের মাফিক তলব সে আসামীকে জজ সাহেবের নিকটে হাজির করিয়া দিতে হইবেক কিন্তু শ্রাবণ ও ভাদ্র ও আশ্বিন মাসে এবং নিমকপোখ্তানীর সময়ের মধ্যে ও নিমকপোখ্তানীর এজেণ্ট সাহেব আদালতের সাহেবকে সরকারের কোন উকীলের মারফতে তৎকালে এমত আসামীর নিমকের কার্য্যেতে হাজির থাকিবার আবশ্যক না থাকনের সম্বাদ দেওনমতে তাহার নিজের এবং দ্রব্যাদির প্রতি দস্তুরমতে হুকুম জারী ও আচরণ করিতে পারা যাইবেক ইতি —১৮১৯ সা। ১০ আ। ২২ ধা।

নিমকমহালের এলাকাদার এদেশি লোকের উপর যেমতে আদালতের ডিক্রী জারী হইবেক তাহার কথা।

৩৭। নিমকচৌকীর সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে চৌকীর শুমারীফর্দ্দ প্রত্যেক চৌকীর স্থানের এবং আমলার নামনবিশী সুদ্ধা সেইং এলাকার দেওয়ানী আদালতে পাঠান এবং কোন চৌ

নিমকচৌকীর সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবেরা স্থানের ও আমলার নামনিদর্শনে নিমকচৌকীর শুমারী ফর্দ্দ ও চৌ

কীর স্থান কি আমলার পরিবর্ত্ত হইলে সে বার্ত্তা দেওয়ানী আদালতে পাঠাইবার কথা।

কীর স্থানের কিম্বা আমলার পরিবর্ত্ত হইলেও অব্যাজে সে সম্বাদ সেই আদালতে লিখেন ইতি।—১৮১৯ সা। ১০ আ। ২৩ ধা।

দেওয়ানী আদালতের মোকদ্দমার তলবচিঠী চালাইবার মতের কথা।

৩৮। যদি কেহ নিমকচৌকীর কোন আমলার নামে দেওয়ানী আদালতে নালিশ করে তবে কর্ত্তব্য যে সে আমলার যে ভার থাকে তাহা নালিশ আরজীতে লিখে তদৃষ্টে জজ সাহেব সে আমলার নামে তলবচিঠী করিয়া সেই নালিশী আরজীর নকলসমেত লেফাফা করিয়া তাহাতে মোহর করিয়া যে চৌকী সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের তাবে হয় তাঁহার নিকটে পাঠাইয়া ও ঐ সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব অব্যাজে তলবচিঠী জারী করাইয়া জনেককে সে চৌকীর কার্য্যের সরবরাহ কারণ পাঠাইয়া সেই আসামীকে আদালতের পেয়াদার সঙ্গে চালান করিবেন ও যদি সে তলবচিঠী পেয়াদার হাওয়ালে না হইয়া গিয়া থাকে তবে সে আসামীকে আপনি আদালতে পাঠাইয়া দিবেন ইতি—১৮১৯ সা। ১০ আ। ২৪ ধা।

জামিন লইবার বিধি থাকা মোকদ্দমার দস্তক জারীর মতের কথা।

৩৯। আইনমতে জামিন লইবার বিধিথাকা কোন মোকদ্দমায় কেহ নিমকচৌকীর আমলার মধ্যে কাহারু নামে মাজিস্ট্রেট সাহেবের নিকটে নালিশ করিলে উপরের লিখনানুসারে তলবচিঠীর দাঁড়ায় সে আসামীর নামে দস্তক হইবেক ও সে দস্তক যে সাহেবের নিকটে পাঠান যাইবেক সে সাহেব মাজিস্ট্রেট সাহেবের দস্তকের লিখনানুসারে সে আসামীর স্থানে জামিন লইবেন নতুবা তাহাকে কিম্বা তাহার পক্ষের উকীলকে ফৌজদারী কাছারীতে শীঘ্র চালান করিবেন ইতি।—১৮১৯ সা। ১০ আ। ২৫ ধা।

জামিন লইবার বিধি না থাকা মোকদ্দমার দস্তকহওনের মতের কথা।

৪০। আইনমতে জামিন লইবার বিধি না থাকা কোন মোকদ্দমায় কেহ নিমকচৌকীর আমলার মধ্যে কাহারু নামে মাজিস্ট্রেট সাহেবের নিকটে হলফ করিয়া নালিশ করিলে ও সে সাহেব তাহাকে ধরিবার যোগ্য বুঝিলে অন্যং লোকের উপর যেরূপে দস্তক হয় সেইরূপে তাহার উপরেও করিবেন কিন্তু তাহাতে ফৌজদারীর পেয়াদার কর্ত্তব্য যে সে আসামীকে ধরিবামাত্র তাহার সমাচার ঐ আসামী নিমকচৌকীর যে সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের তাবে হয় তাঁহার নিকটে দেয় ইতি।—১৮১৯ সা। ১০ আ। ২৬ ধা।

নিমকচৌকীর আমলাকে সাক্ষীরূপে তলব করিবার মতের কথা।

৪১। সাক্ষিরূপে নিমকচৌকীর আমলার নামে এই আইনের ২৪ ধারানুসারে তলবচিঠী এতাবতা সপীনা জারী করা যাইবেক কিন্তু বিনা আবশ্যকে কোন আমলার তলব না হয় ইহাতে জজ সাহেবেরা অতিসাবধান থাকিবেন ও তাহারা হাজির হইলে যত ত্বরাতে পারেন জোবানবন্দী করিয়া বিদায় দিবেন এইহেতুক যে ঐ আমলারা পারৎপক্ষে আপনারদিগের চৌকীছাড়া হইয়া না থাকে ইতি।—১৮১৯ সা। ১০ আ। ২৭ ধা।

৪২। জানান যাইতেছে যে নিমকের পোখ্তানীর এজেন্ট সাহেব দিগের তাবেতে নিমকপোখ্তানীর কর্ম্মে মোতালক থাকা লোকদিগের বিষয়ে বিশেষ কোন২ প্রকারেতে জজ সাহেব লোক ও মাজিষ্ট্রেট্ সাহেবদিগকে এই আইনে ২১ ধারার ৯ প্রকরণের অনুসারে যে ক্ষমতার্পণ হইয়াছে সেই ক্ষমতা ঐ সাহেবদিগকে নিমকচৌকীর মোতালক লোকদিগের বিষয়েও দেওয়া গেল ইতি।—১৮১৯ সা। ১০ আ। ২৮ ধা।

জজ ও মাজিষ্ট্রেট সাহেবদিগকে যে ক্ষমতা দেওয়া গেল তাহার কথা।

৪৩। যদি নিমকচৌকীয়াতের আমলার মধ্যে কাহারু নামে ডিক্রী হয় ও জজ সাহেব সে ডিক্রী জারী করেন্ তবে তাহার দুব্যাদি ক্রোক হইতে পারে কিন্তু যদ্যপি তাহাকে ধরিয়া আনিতে হয় তবে সে ব্যক্তি তাবৎ চৌকীহইতে উঠিবেক না যাবৎ সে বার্ত্তা সে যে সাহেবের তাবে তাঁহাকে না দেওয়া যায় হেতু এই যে ঐ সাহেব সে আমলা চৌকীতে রুজু না থাকনপর্য্যন্ত তাহার পরিবর্ত্তে তথায় অনেককে নিযুক্ত করিবেন ইতি।—১৮১৯ সা। ১০ আ। ২৯ ধা।

নিমকচৌকীয়াতের কোন আমলাকে তাহার ব্যাপক সাহেবের অগোচরে চৌকীছাড়া না করিবার কথা।

৫ ধারা।

যাহারা সরকারের বিনাঅনুমতিতে নিমক প্রস্তুত করে অথবা যাহারা ঐরূপ নিমক প্রস্তুতকরণের সম্বাদ পাইয়া তাহা না দেয় তাহারদের যে দণ্ড হইবে তাহা।

৪৪। জানান যাইতেছে যে কোন খাদ্য লবণ সরকারের তরফহইতে কি সরকারের অনুমতিবিনা সুবে বাঙ্গালা ও বেহার ও উড়িষ্যার মধ্যে প্রস্তুত করা যাইবেক না ও যে সকল লবণ এই ধারার লিখিত হুকুমের অন্যমতে প্রস্তুত হয় তাহা সমস্ত জব্দ হইবেক ও এই কসুর যে সকল লোকেরা করে তাহারা যে সকল দণ্ড ও প্রতিফলের কথা পশ্চাৎ লেখা যাইতেছে তাহার যোগ্য হইবেক ইতি। ১৮১৯ সা। ১০ আ। ৩০ ধা।

সরকারের তরফহইতে কি সরকারের অনুমতিব্যতিরেকে কোন খাদ্য লবণ প্রস্তুত না হইবার কথা।

৪৫। এই ধারাক্রমে জানান ও হুকুমকরা যাইতেছে যে সুবে বাঙ্গালা ও বেহার এবং উড়িষ্যার মধ্যে সরকারের কারণব্যতিরেকে কিম্বা সরকারের অনুমতিপাওনব্যতিরেকে লোণা ছাই কিম্বা খাদ্য দ্রব্যে দিবার নিমিত্তে অন্য কোন প্রকার লোণা দ্রব্য প্রস্তুতকরণ ইঙ্গরেজী ১৮১৯ সালের ১০ আইনের ৩০ ধারার লিখিত হুকুমের ব্যতিক্রমে বোধ করা যাইবেক। যে কোন স্থানে লোণা জল ভরিবার কি শুখাইবার কারণ প্রস্তুত করা যায় সেই স্থান কিম্বা লোণা মৃত্তিকা কি লোণা অন্য বস্তুর কাঁড়ী লবণ প্রস্তুত করিবার নিমিত্তে করা যায় তাহা ঐ আইনের ৩১ ধারা এবং তাহার পরের ৪ ধারার তাৎপর্য্যানুসারে লবণ প্রস্তুতকরণের কারখানার মধ্যে বোধ করা যাইবেক এবং পূর্ব্বোক্ত মত কোন লোণা বস্তু প্রস্তুত কি আমদানী কি স্থানান্তরকরণ কি রাখণ কি বিক্রয় কি ক্রয়করণ সামান্য

লোণা ছাই ও লোণা অন্য বস্তু সুবে বাঙ্গালা ও বেহার ও উড়িষ্যাতে প্রস্তুত হওয়া ইঙ্গরেজী ১৮১৯ সালের ১০ আইনের ৩০ ধারার ব্যতিক্রম হইবার কথা।

যে২ স্থান লবণের কারখানার মধ্যে বোধ করা যাইবেক তাহার কথা।

লবণ প্রস্তুত কি আমদানী কি স্থানান্তর করণ কি রাখণ কি বিক্রয় কিম্বা ক্রয়করণের বিষয়ে যে২ নিষেধ ও বিধি ও দণ্ড নিরূপণ আছে তাহারি যোগ্য হইবেক ও বোধ করা যাইবেক ইতি।—১৮২৬ সা। ১০ আ। ৩ ধা।

উপরের লিখিত হুকুমের অন্যথাচরণ করিলে যে২ প্রতিফল হইবেক তাহার কথা।

৪৬। যদি কোন ব্যক্তি উপরের লিখিত নিষেধের হুকুমের অন্যমতে লবণ প্রস্তুত করে কিম্বা গোপনে কি অগোপনে বিনাঅনুমতিতে লবণ প্রস্তুত করিতে থাকে অথবা অন্য২ লোকেরে বিনাঅনুমতিতে লবণ প্রস্তুত করিতে প্রবৃত্তি লওয়ায় তবে সেই ব্যক্তি তাহার মোকরর্‌করা কি তাহার জানা শুনাতে মোকরর্‌হওয়া প্রত্যেক খালাড়ীর বাবৎ জরীমানা পাঁচ শত টাকার মধ্যে মোকদ্দমার ভাব ও তাহার সম্ভাবনার দৃষ্টে যত করিয়া উপযুক্ত হয় তত করিয়া দিবার যোগ্য হইবেক ও জানান যাইতেছে যে ঐরূপ লবণ প্রস্তুত করিবার নিমিত্তে যে২ ভাটী করা যায় তাহার প্রত্যেক ভাটীকে আলাহিদা২ খালাড়ী জ্ঞান করা যাইবেক ও ঐ কসুরকরণিয়ারা উপরের লিখিত দণ্ড হওনের অতিরিক্ত ছয় মাসের অধিক না হয় এমত মিয়াদে কয়েদ হওনানুসারে শাস্তি পাওনের যোগ্য হইবেক ইতি।—১৮১৯ সা। ১০ আ। ৩১ ধা।

এই ধারার লিখিত সমস্ত জমীদার ও তালুকদারওগয়রহের আপন২ সাধ্যানুসারে আপন২ সীমা সরহদ্দের মধ্যে অনুমতি বিনা লবণ প্রস্তুতহওনের নিবারণ করিতে হইবার কথা।

৪৭। সমস্ত জমীদার ও তালুকদার ও খেরাজী কি লাখেরাজী ভূমির অন্য২ অধিকারী ও সদরী ইজারদার ও অন্য সমস্ত প্রকার ইজারদার ও সমস্ত মফঃসলী তালুকদার ও সমস্ত নায়েব ও গোমাস্তা ও অন্য সরবরাহকার ও সমস্ত সাজাওল ও তহসীলদার লোকের ও এদেশী অন্য যে সকল কার্য্যকারকেরা সরকারের অনুমতিতে কোর্ট ওয়ার্ডসের তরফহইতে খাজানা উসুল তহসীলের কর্ম্মে নিযুক্ত থাকে তাহারদিগের আবশ্যক যে আপন২ দখলে থাকা জমীদারীর কি ইজারার অধিকার কিম্বা তাবে থাকা অধিকারের সরহদ্দের মধ্যে বিনাঅনুমতিতে লবণ প্রস্তুতহওনের নিবারণ যথাসাধ্য করে এবং তাহারদিগের আপন২ দখলে থাকা জমীদারীর কি ইজারার অধিকার কিম্বা তাবে থাকা অধিকারের সরহদ্দের মধ্যেতে ঐ রূপে লবণ প্রস্তুত করিবার নিমিত্তে কোন খালাড়ী কিম্বা ভাটী হইয়া থাকনের কি কেহ এমত খালাড়ী করিতে উদ্যত থাকনের কথা জানিতে ও শুনিতে পাইলে তৎক্ষণাৎ তাহার সমাচার নিমকপোক্তানীর এজেণ্ট সাহেবদিগের ও নিমকচৌকীর সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবদিগের ও ঐ চৌকীর কর্ম্মের ভার রাখা কার্য্যকারকদিগের নিকটে দিতে হইবেক ও না দিলে তাহার জওয়াব দিতে হইবেক ইতি।—১৮১৯ সা। ১০ আ। ৩২ ধা।

জমীদারেরা নিজে কিম্বা তাহারদিগের গোমাস্তারা বিনানুমতিতে লবণ

৪৮। যদি কোন জমীদার কিম্বা উপরের উক্ত যে সকল লোকদিগের শিরে উপরের লিখিত বিষয়ের জওয়াব দিতে হইবার ভার হইল তাহারদিগের মধ্যে কোন জন দেখিয়া শুনিয়া উপরের লি

খিত সম্বাদ নিমকচৌকীর কার্য্যকারকের কি নিমকের এজেণ্ট সাহেবের কিম্বা নিমকচৌকীর সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের নিকটে না দেয় তবে সেই লোক বিনাঅনুমতিতে লবণ প্রস্তুত করিতে দেখিয়া শুনিয়া তাচ্ছল্যকরণের কসুরকরণিয়াদিগের মধ্যে গণনীয় হইয়া তাহার ঐ কসুর সাবুদ হইলে তাহার জমীদারীর কি ইজারাওগয়রহের অধিকারের সরহদ্দের মধ্যে হওয়া প্রত্যেক খালাড়ীর কি অন্য ভাটীর বাবৎ পাঁচশত টাকার অধিক না হয় এমত জরীমানা দিবার যোগ্য হইবেক ও যদি ঐ কসুর সরকারী কার্য্যকারকদিগের মধ্যে কেহ করে তবে উপরের নিরূপিত জরীমানাহওনের অতিরিক্ত সেই কার্য্যকারক আপন কর্ম্মহইতে তগীরহওনের যোগ্য হইবেক কিন্তু জানান যাইতেছে যে যে সকল জমীদারেরা গোমাস্তা কি অন্য লোকের মারফতে আপনং জমীদারীর সরবরাহ করে সে সমস্ত জমীদারেরা যেমত নিজে গাফিলী ও তাচ্ছল্য করাতে উপরের নিরূপিত জরীমানার যোগ্য হইতে পারে সেই মত তাহারদিগের গোমাস্তা লোক হইতে গাফিলী ও তাচ্ছল্য হইলেও ঐ জরীমানা দিবার যোগ্য হইবেক ইতি।—১৮১৯ সা। ১০ আ। ৩৩ ধা।

প্রস্তুত হইতেছে দেখিয়া শুনিয়া তাচ্ছল্য করিলে ঐ জমীদারদিগের যে দণ্ড হইবেক তাহার কথা।

৪৯। সরকারের এদেশি হররকম সমস্ত কার্য্যকারকদিগের ও গ্রামের পোলীসের কর্ম্মের মোতালক সমস্ত চৌকীদার ও পাইক ও অন্যং লোকদিগের প্রতি অতিতাকীদ করিয়া হুকুম করা যাইতেছে যে বিনাঅনুতিতে লবণ প্রস্তুতহওনের নিবারণকরণেতে সহায়তা ও সহকারিতা করে ও যখন তাহারা জানিতে পায় যে কোন গ্রামে বিনানুমতিতে লবণ প্রস্তুত করিবার নিমিত্তে অনুমতিবিনা কোন খালাড়ী কি অন্য ভাটী হইয়াছে কিম্বা কেহ তাহা করিতে উদ্যত আছে তৎক্ষণাৎ তাহার সমাচার তাহারা যে সাহেবদিগের তাবে হয় তাহার কোন সাহেবকে দেয় ও যদি উপরের লিখিত ঐ সকল লোকদিগের মধ্যে কোন জন ঐ বিষয়ের সমাচার দিতে গাফিলী করে কি বিনাঅনুমতিতে লবণ প্রস্তুতহওনেতে কোন প্রকারে তাচ্ছল্য করে তবে তাহার এ কসুর সাবুদ হইলে সে লোক আপন কর্ম্মহইতে তগীরহওনের অতিরিক্ত বিনাঅনুমতিতে লবণ প্রস্তুত করিবার নিমিত্তে যেং খালাড়ী কি অন্য ভাটী হইয়াছে কি তাহাতে তাহার জানা শুনায় ও তাচ্ছল্যক্রমে অনুমতিবিনা লবণ প্রস্তুত হইতেছে তাহার প্রত্যেক খালাড়ী ও ভাটীর বাবৎ পাঁচ শত টাকার অধিক না হয় এমত জরীমানা দিবার যোগ্য হইবেক ইতি।—১৮১৯ সা। ১০ আ। ৩৪ ধা।

সরকারের এদেশি সমস্ত কার্য্যকারকদিগের অনুমতিবিনা লবণ প্রস্তুতহওনের নিবারণকরণের সহায়তা করিতে হইবার কথা।

৫০। সমস্ত মাজিস্ট্রেট সাহেবদিগের কি অন্য যে সাহেবদিগের নিকটে অনুমতি বিনা কোন খালাড়ীহওনের সমাচার পঁহুছে তাঁহারদিগের তৎক্ষণাৎ ঐ সম্বাদ নিমকের যে এজেণ্ট সাহেব কি নিমকচৌকীর সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব তাহারদিগের নিকটে থাকেন তাঁহার

মাজিস্ট্রেট সাহেবেরা বিনানুমতিতে কোন খালাড়ী মোকররহওনের সম্বাদ এজেণ্ট সাহেব

দিগকে দিবার কথা।

নিকটে দিতে হইতে ইইবেক ইতি।—১৮১৯ সা। ১০ আ। ৩৫ ধা।

৬ ধারা।

নিমক আমদানী ও রফ্তানী ও বিক্রয় করণবিষয়ক বিধি।

যে লবণ বিনানুমতির লবণের মধ্যে জানা যাইবেক তাহার কথা।

যাহারদিগের নিকটে ঐ লবণ পাওয়া যায় তাহারদিগের ও ঐ লবণের মালিকদিগের যে দণ্ড হইবেক তাহার কথা।

রওয়ানার আবশ্যক হইবার কথা।

মুল্যের লিখিত মতেতে লোকদিগের যে দণ্ড হইবেক তাহার কথা।

৫১। সরকারী লবণ সেওয়ায় পাঁচ সেরের অধিক যে সকল লবণ সুবে বাঙ্গালা ও সুবে উড়িষ্যার মধ্যেতে মোকররহওয়া নিমকচৌকীর সরহদ্দের মধ্যে ছাড়িয়া দিবার কোন রওয়ানা কি ছাড়চিঠী কিম্বা পরমিট ও আফীন ও নিমকের বোর্ডের সাহেবদিগের অন্য বিশেষ চিঠীবিনা পাওয়া যায় সে সমস্ত লবণ বিনানুমতির লবণ জানা গিয়া ক্রোক ও জব্দহওনের যোগ্য হইবেক ও যাহার কি যাহারদিগের স্থানে ঐ লবণ পাওয়া যায় তাহারা ও ঐ লবণের মালিকেরা এইরূপে যেৎ লবণ ক্রোক ও জব্দ হয় সেইৎ লবণের নিমিত্তে তাহার ৮২ বিরাশী সিক্কার ওজনী সেরের মোনকরা সিক্কার পাঁচ টাকার অধিক না হয় এমত জরীমানা দিবার যোগ্য হইবেক ও তাহাতে নিয়ম এই যে যে কোন লবণের রওয়ানা কি তাহা ছাড়িয়া দিবার অন্য দস্তাবেজ দেওয়া যায় সেই লবণ যদি এক হইতে অধিক নৌকায় কিম্বা একহইতে অধিক বলদের পালে বোঝাই হয় তবে এমতে রওয়ানা কি ছাড়চিঠী কিম্বা পরমিট ও আফীন ও নিমকের বোর্ডের সাহেবদিগের ছাড়িয়া দিবার অন্য বিশেষ চিঠী অতিরিক্ত ঐ লবণ বোঝাইথাকা প্রত্যেক নৌকার কি বলদের পালের বাবৎ আলাহিদাৎ চালান রাখিতে হইবেক ও এমতে যে লবণ আলাহিদা চালান থাকনবিনা পাওয়া যায় তাহা এবং যে যে নৌকায় কি বলদে বোঝাই থাকে তাহা ক্রোক ও জব্দের যোগ্য হইবেক ইতি।—১৮১৯ সা। ১০ আ। ৩৬ ধা। ১ প্র।

রওয়ানার শরওয়ার কথা।

৫২। জানান যাইতেছে যে নীলামে বিক্রয় করা লবণের খরীদার লোককে যে সকল রওয়ানা দেওয়া যাইবেক তাহাতে নিমকের সিরিশ্তার দফ্তরের মোহর ও পরিমিট ও আফীন ও নিমকের বোর্ডের সেক্রেটারী সাহেবের কিম্বা ঐ বোর্ডের কোম্পানি বাহাদুরের সরকারের চিহ্নিত চাকর আসিষ্টাণ্ট সাহেবদিগের কোন সাহেবের দস্তখৎ হইবেক ও ঐ রওয়ানাতে তদনুসারে যত লবণ লইয়া যাইতে পারা যাইবেক তাহার পরিমাণ ও লবণ বিক্রয়হওনের তারিখ ও যে লাটহইতে কতক লবণ কিম্বা তাহা মুসল্লম খরীদারকে দেওয়া যাইবেক সেই লাটের নম্বর ও খরীদারের নাম ও যে স্থানেতে খরীদার ঐ লবণ পাইবেক তাহার নাম ও যাহাতে করিয়া যে স্থানেতে যে পথেতে লইয়া যাইবেক তাহার নিরূপণ লেখা যাইবেক ও জানান যাইতেছে যে এমতৎ রওয়ানা তাহা লেখা যাওনের তারিখহইতে কেবল এক বৎসরপর্য্যন্ত জারী থাকিবেক ও ঐ এক বৎসর মিয়াদ গত হইলেই বাতিল হইবেক ও তাহা যে কোন লব

ণের সঙ্গে থাকে তাহা ছাড়িয়া দিবার কার্য্যে আসিবেক না ও যদি কোন লবণের মালিক তাহা ছাড়িয়া দিবার রওয়ানা পাইয়া ঐ লবণ খরচ কিম্বা চৌকীর সরহদ্দের বাহির না করিয়া উপরের লিখিত এক বৎসর মিয়াদের মধ্যে নূতন রওয়ানা পাইবার নিমিত্তে পরমিট ও আফীন ও নিমকের বোর্ডের সাহেবদিগের হজুরে দরখাস্ত দেয় তবে এমতে ঐ বোর্ডের সাহেবেরা প্রকৃতার্থে ঐ লবণ মৌজুদ আছে ও সেই লবণ বটে যাহার নিমিত্তে আসল রওয়ানা দেওয়া গিয়াছে ইহা তাঁহারদিগের হৃদ্বোধ হইলে আপনারদিগের বিহিত বিবেচনা মতে আর এক বৎসরপর্য্যন্ত অন্যং মিয়াদের নিমিত্তে নূতন রওয়ানা উপরের উক্ত নিয়ম লেখাইয়া ঐ লবণের মালিককে দিতে কিম্বা নূতন রওয়ানা দেওয়া অস্বীকার করিতে পারিবেন ও তাহার আসল রওয়ানার তারিখহইতে দুই বৎসর গত হইলে পর ঐ বোর্ডের সাহেবেরা ঐ লবণ সরকারী গোলাতে রাখা যাইবেক কি অন্য স্থানে রাখা যাইবেক ইহার যাহা উপযুক্ত জানেন তাহার হুকুম দিতে পারিবেন ও জানান যাইতেছে যে নূতন রওয়ানাতে আসল রওয়ানার লিখিত বেওরার প্রস্তাবসুদ্ধা আসল রওয়ানার রেজিষ্টরীর নম্বরেরো প্রসঙ্গ লেখা থাকিবেক ইতি।—১৮১৯ সা। ১০ আ। ৩৬ ধা। ২ প্র।

নূতন রওয়ানা দিবার কথা।

৫৩। যদি কোন লবণের খরীদার কিম্বা মালিক আপনার লবণের যে মুসল্লম লাটের নিমিত্তে আসল রওয়ানা কিম্বা নূতন রওয়ানা পাইয়াছে সেই লাটের লবণ একশত মোনের অধিক পারিমাণে দুই কিম্বা তাহাহইতে অধিক ভাগ করিয়া চালাইতে চাহে তবে সে তাহার দরখাস্ত চলিতদস্তুরমতে পরমিট ও আফীন ও নিমকের বোর্ডের সাহেবদিগের হজুরে দিলে যত তবদীলী রওয়ানা চাহে তাহা ঐ সাহেবদিগের হজুরহইতে পাইবেক ও তাহাতে নূতন রওয়ানার নিরূপিত নিয়ম লেখা থাকিবেক ইতি।—১৮১৯ সা। ১০ আ। ৩৬ ধা। ৩ প্র।

লবণের মালিক কি খরীদার পরমিট ও আফীন ও নিমকের বোর্ডের সাহেবদিগের হজুরে দরখাস্ত করিলে তবদীলী রওয়ানা পাইবার কথা।

৫৪। সাধ্যমতে নিমক মহালের এজেণ্ট সাহেবের কি অন্য যে সাহেব গোলার কর্ম্মের ভার রাখেন তাঁহার আবশ্যক যে চালানেতে আপন দস্তখৎ করেন্ ও তদ্ব্যতিরিক্ত গোলার দারোগাদিগের কি এদেশি অন্য যে কোন ব্যক্তি নিমকের কারখানার কর্ম্মকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে নিযুক্ত থাকে তাহার আবশ্যক যে ঐ চালানেতে আপনং দস্তখৎ করে এবং কর্ত্তব্য যে ঐ চালানেতে নৌকা কিম্বা বলদে বোঝাইহওয়া লবণের পরিমাণ ও লবণ নীলামহওনের তারিখ ও যে লাট মুসল্লম কি তাহাহইতে কতক লবণ সরকারী গোলাহইতে দেওয়া গিয়াছে সেই লাটের নম্বর ও নীলামের খরীদারের নাম ও হালের মালিকের নাম ও রওয়ানার নম্বর ও রওয়ানার লিখিত লবণের পরিমাণ ও লবণ যে গোমাস্তার হাওয়ালে হয় তাহার নাম ও লবণ বোঝাই করা নৌকার মালিকের নাম ও সরদার মালা এতা

চালানে যাহারং দস্তখৎ হইবেক ও তাহাতে আর যাহা লেখা যাইবেক তাহার কথা।

বতা সারঙ্গের নাম ও নৌকার দাঁড়ের সংখ্যা ও তাহাতে যত বো ঝাই হরে তাহার পরিমাণ কিম্বা নিমক বোঝাইকরা বলদের সংখ্যা ও তাহার পালের মালিকের ও সরদার বলদীয়ার নাম লেখা যাইবেক ও ইহার অতিরিক্ত এ কথাও লেখা যাইবেক যে ঐ লবণ অমুক মোকামপর্য্যন্ত লইয়া যাওয়া যাইবেক ইতি।—১৮১৯ সা। ১০ আ। ৩৬ ধা। ৪ প্র।

ছাড়চিঠীর শরওয়ার কথা।

৫৫। ছাড়চিঠীর উপর চৌকীর দারোগারা কি মুহরির যে তাহা দেয় তাহার দস্তখৎ থাকিবেক ও তাহার দ্বারা যত লবণ লইয়া যাওয়া যাইবেক তাহার পরিমাণো তাহাতে লেখা যাইবেক ও তাহার পরিমাণ ৮২ বিরাশী সিক্কার সেরের ওজনী একশত মোনহইতে কম হইবেক ও ঐ ছাড়চিঠীতে যত দিনপর্য্যন্ত তাহা জারী থাকিবেক তাহার মিয়াদ লেখা যাইবেক কিন্তু তাহা জারীথাকনের মিয়াদ কদাচ ছয় মাসের অধিক হইবেক না এবং ঐ ছাড়চিঠীতে তাহাতে যে রওয়ানার লবণের জিগির লেখা যায় সে রওয়ানার নম্বরের জিগির ও যে সরহদ্দের মধ্যে তাহা বিক্রয় করা যাইবেক তাহার কথা লেখা যাইবেক ইতি।—১৮১৯ সা। ১০ আ। ৩৬ ধা। ৫ প্র।

ছাড়াচিঠী জারী হওনের কথা।

৫৬। এই প্রকরণানুসারে জানান যাইতেছে যে চৌকীর যে দারোগা যে ছাড়চিঠী দেয় কেবল সেই দারোগার ক্ষমতা ও ভারের তাবে থাকা সরহদ্দের মধ্যে সে ছাড়চিঠী জারী থাকিবেক ও তাহার দ্বারা অন্যং দারোগার চৌকীর সরহদ্দ দিয়া লবণ ছাড়াইয়া লইয়া যাওয়া যাইবেক না ইতি।—১৮১৯ সা। ১০ আ। ৩৬ ধা। ৬ প্র।

যে মতেতে আৎরাফী রওয়ানা দেওয়া যাইবেক তাহার কথা।

৫৭। যদি কোন ব্যক্তি যে লাটের লবণ ছাড়িয়া দিবার নিমিত্তে আসল রওয়ানা কি নূতন রওয়ানা কি তবদীলী রওয়ানা দেওয়াগিয়া থাকে সেই লাটের মধ্যের এক শত মোনের অধিক না হয় এমত আন্দাজ লবণ চৌকীর সরহদ্দের বাহিরের যে কোন স্থানেতে ঐ লবণ গোলাজাত করিয়া রাখিবেক সেই স্থানে পাঠাইতে কি লইয়া যাইতে চাহে তবে যাহার বাবৎ রওয়ানা দেওয়া গিয়াছে ঐ লবণ প্রকৃতার্থে সেই লবণের মধ্যেরি বটে ইহা জানা যাওনের পরে সেই ব্যক্তি তাহা যে স্থানে চাহে সেখানে লইয়া যাইতে ছাড়িয়া দিবার অর্থে এক আৎরাফী রওয়ানা নিমকচৌকীর দারোগার স্থানহইতে পাইবেক ও জানান যাইতেছে যে কোন আৎরাফী রওয়ানা ছয় মাসের অধিক কাল জারী থাকিবেক না ইতি।—১৮১৯ সা। ১০ আ। ৩৬ ধা। ৭ প্র।

চৌকীর দারোগাদিগের নিকটে আৎরাফী রওয়ানা পাঠান যাইবার ও তাহাতে মোহর ও

৫৮। জানান যাইতেছে যে নিমক চৌকীর দারোগাদিগের নিকটে যত আৎরাফী রওয়ানার আবশ্যক হয় তাহা নিমকের সিরিশ্তার দফ্তরহইতে পাঠান যাইবেক ও ঐ সকল রওয়ানা চৌকীর দারোগাদিগের নিকটে পাঠান যাওনের পূর্ব্বে তাহার রেজিষ্টরী হই

বেক ও তাহার উপরে পরমিট ও আফীন ও নিমকের বোর্ডের সে ক্রেটারী সাহেবের মোহর ও দস্তখৎ কিম্বা ঐ বোর্ডের কোম্পানি বা হাদুরের সরকারের চিহ্নিত চাকর আসিষ্টাণ্ট সাহেবদিগের কোন সাহেবের দস্তখৎ রওয়ানা ও নূতন ও তবদীলী রওয়ানাতে মোহর ও দস্তখৎ হওনের মতে হইবেক ইতি।—১৮১৯ সা। ১০ আ। ৩৬ ধা। ৮ প্র।

দস্তখৎ হইবার কথা।

৫৯। এজেণ্ট সাহেবদিগের ও সরকারী লবণের গোলার কর্ত্তা অন্য সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে সরকারী গোলাহইতে কোন ব্যক্তিকে কিছু লবণ দিবার সময়ে তাহার এক চালান ঐ লবণের মালিক কিম্বা তাহার গোমাস্তার স্থানে দেন আর যত নৌকায় কি বলদে লবণ বোঝাই হয় তাহার প্রত্যেক নৌকা কি বলদের কারু অর্থাৎ পালের নিমিত্তে আলাহিদা ২ চালান দেন ইতি।—১৮১৯ সা। ১০ আ। ৩৭ ধা। ১ প্র।

চালান দিবার ভার যাহার প্রতি থাকিবেক ও যে প্রকারে দেওয়া যাইবেক তাহার কথা।

৬০। উপরের লিখিত কথা ও মজমুনেতে ঐ চালান লেখা হইলে পর লবণের মালিক ও তাহার গোমাস্তার কর্ত্তব্য যে চালানে সকল কথা লেখা গেল ইহা সমুদয় সত্য ও প্রমাণ এই কথা চালানের নীচে লিখিয়া দেয় এবং তাহাতে আপনার নাম দস্তখৎ করে ইতি। —১৮১৯ সা। ১০ আ। ৩৭ ধা। ২ প্র।

লবণের মালিক কি তাহার গোমাস্তা চালানের নীচে যে২ কথা লিখিবেক তাহার কথা।

৬১। লবণ বোঝাই করিয়া লইয়া যাইবার মোখ্তার যে ব্যক্তি তাহার অত্যাবশ্যক যে লবণ বোঝাইকরা প্রত্যেক নৌকায় এক২ চালান প্রস্তুত রাখে এবং লবণ বোঝাইকরা বলদের পালের সরদার বলদীয়ারো আপন বলদের পালের সঙ্গে২ ঐ চালান রাখা আবশ্যক যে সরকারের যে কার্য্যকারক লবণ ক্রোক করিতে পারে সে তলব করিবামাত্র তাহাকে দেখায় ও যদি লবণভরা নৌকা কিম্বা বলদের পাল ক্রোক হইলে তৎক্ষণাৎ তাহার চালান না দেখাইতে পারে কিম্বা চালানের লিখিত কথা বোঝাইথাকা লবণের সহিত ঠিক না মিলে অথবা লবণ ছাড়িয়া দিবার রওয়ানার লিখিত কথার সহিত চালানের লিখিত কথার ঐক্য না হয় তবে এ সকলমতে সে লবণ ও নৌকাওগয়রহ জব্দ হইতে পারিবেক এবং লবণ ছাড়িয়া দিবার রওয়ানা সরকারের যে কার্য্যকারক লবণ ক্রোক করিবার ক্ষমতা রাখে সেই কার্য্যকারক তলবকরণের পরে এক দিবারাত্রির মধ্যে না দেখাইতে পারিলে ঐ লবণ বিনাঅনুমতির লবণের মধ্যে জানা যাইয়া জব্দহওনের যোগ্য বোধ হইবেক কিন্তু যদি ছাড়িয়া দিবার রওয়ানা সঙ্গে না থাকনের কোন মাতবর হেতু ও কারণ পাওয়া যায় তবে হইবেক না যদিএক নৌকাতে কি এক বলদে বোঝাই করিয়া যে কিঞ্চিৎ লবণ ছাড়িয়া দিবার নিমিত্তে রওয়ানা কিম্বা আৎরাফী রওয়ানা দেওয়া গিয়াছে কোন চালানবিনা লইয়া যাওয়া যায় তবে ঐ লবণের সঙ্গে সর্ব্বদা ঐ রওয়ানা কি আৎরাফী রওয়া

চালান দেখাইতে হইবার কথা।

যে২ মতেতে লবণ জব্দ হইবেক তাহার কথা।

না যাহা তাহা ছাড়িয়া দিবার নিমিত্তে দেওয়া গিয়া থাকে তাহা রাখিতে হইবেক ও যদি ঐ রওয়ানা সরকারের যে কার্য্যকারক লবণ ক্রোক করিবার ক্ষমতা রাখে সেই কার্য্যকারক তলব করিলে দেখাইতে কিছু বিলম্ব হয় তবে ঐ লবণ বিনানুমতির লবণ জানা গিয়া জব্দহওনের যোগ্য হইবেক কিন্তু যদি তাহা দেখাইতে না পারিবার কোন মাতবর হেতু পাওয়া যায় তবে হইবেক না ও জানান যাইতেছে যে উপরের লিখিত প্রকারেতে যে লোক কি লোকদিগের স্থানে ঐ লবণ পাওয়া যায় সে কিম্বা তাহারা বিনানুমতির লবণরাখণের নিমিত্তে এই আইনের ৩৬ ধারাতে যে দণ্ডের নিরূপণ হইয়াছে সেই দণ্ডের যোগ্য হইবেক ইতি।—১৮১৯ সা। ১০ আ। ৩৮ ধা।

লবণ কুতকরণেতে চৌকীর দারোগাদিগের যাহা করিতে হইবেক তাহার কথা।

৬২। নিমক চৌকীর দারোগাদিগের আবশ্যক যে তাহারদিগের চৌকীর সরহদ্দের মধ্যে লবণ বোঝাইকরা যে সকল নৌকা যায় তাহার উপর ও সামান্যতঃ যেং লবণ তাহারদিগের চৌকীতে কি চৌকীর সরহদ্দের মধ্যেতে যায় তাহার কাছে নিজে গিয়া স্বচক্ষে দেখিয়া লবণ কুত করে ও যদি নৌকার বোঝাইতে ও চালানেতে মিলে তবে তাহার কথা চালানের পিঠে লিখিয়া আপন দস্তখৎ করে ও তদ্ব্যতিরিক্ত কুতের তারিখো তাহাতে লেখা থাকিবেক ও নিমকচৌকীর দারোগাদিগকে অতিনিষেধ করা যাইতেছে যে ঐ কর্ম্মের ভার পেয়াদা ও ক্ষুদ্র আমলাদিগের প্রতি না দেয় ও কদাচ কোন প্রকারে লবণের চালান কি তাহা ছাড়িয়া দিবার অন্য দস্তাবেজ বোঝাই নৌকাহইতে উঠাইয়া না লয় ইতি।—১৮১৯ সা। ১০ আ। ৩৯ ধা।

চৌকীর সরহদ্দের বাহিরে যাওয়া লবণ পুনরায় তাহার মধ্যে বিশেষ রওয়ানার অনুসারব্যতিরেকে আনা না যাইবার কথা।

৬৩। জানান যাইতেছে যে যে লবণ নিমকচৌকীর সরহদ্দের বাহিরে লইয়া যাওয়া যায় তাহা পুনর্ব্বার সেই সরহদ্দের ভিতরে আনা যাইবেক না কিন্তু বিশেষ ইহারি নিমিত্তে পরমিট ও আফীন ও নিমকের বোর্ডের সাহেবদিগের ক্ষমতাক্রমে ঐ বোর্ডের সেক্রেটারি সাহেবের অথবা তাহার মোতালক অন্য যে সাহেব কোম্পানি বাহাদুরের চিহ্নিত চাকর হন তাঁহার দস্তখতে দেওয়া নূতন রওয়ানার অনুসারে আনা যাইতে পারিবেক ও উপরের লিখিত হুকুমের অন্যমতে যে লবণ নিমকচৌকীর সীমাসরহদ্দের মধ্যে আনা যায় তাহা জব্দের যোগ্য হইবেক ও যাহারদিগের স্থানে তাহা পাওয়া যায় তাহারা বিনানুমতির লবণ রাখণের বিষয়ে এই আইনের ৩৬ ধারাতে যে দণ্ডের নিরূপণ হইয়াছে সেই দণ্ডের যোগ্য হইবেক ও ঐ বোর্ডের সাহেবেরা আপনাদিগের বিবেচনাতে বিহিত হয় এমত রওয়ানা দিবেন কি তাহা দিতে স্বীকার না করিবেন ইতি।—১৮১৯ সা। ১০ আ। ৪০ ধা।

কেহ রওয়ানার

৬৪। যদি কেহ এই আইনের ৩৬ ধারার ১ প্রকরণের লিখিত

সরহদ্দের মধ্যে নৌকাপথে কিম্বা খুস্কীপথে রওয়ানা কিম্বা চালানের অথবা নূতন কিম্বা তবদীলী রওয়ানার কি আৎরাফী রওয়ানার কিম্বা পরমিট ও আফীন ও নিমকের বোর্ডের সাহেবদিগের হজুর হইতে পাওয়া অন্য বিশেষ রওয়ানার অনুসারে লবণ লইয়া যাইতে উদ্যত হয় ও সেই লবণের পরিমাণ রওয়ানার কি উপরের লিখিত অন্য কোন দস্তাবেজের লিখিত পরিমাণহইতে বেশী থাকে তবে লবণ ওজন করিয়া যদি বেশী লবণের ওজন রওয়ানা কি অন্য দস্তাবেজের লিখিত পরিমাণের ফি শত মোন ২৷৷০ আড়াই মোন হিসাবে হয় তবে রওয়ানার লিখিত পরিমাণহইতে যত লবণ বেশী হয় তাহা এবং রওয়ানার লিখিত লবণ বিনানুমতির লবণ জানা যাইয়া ক্রোক ও জব্দের যোগ্য হইবেক ও গোমাস্তা কি অন্য যে লোকের হাওয়ালে হইয়া ঐ লবণ যায় সে লোক উপরের লিখিত বিষয় সাব্দ হইলে যেং লবণ রওয়ানার লিখিত পরিমাণহইতে বেশী হয় তাহার প্রত্যেক মোনের বাবৎ দশ টাকা করিয়া জরীমানা দিবার যোগ্য হইবেক ইতি।—১৮১৯ সা। ১০ আ। ৪১ ধা।

লিখিত পরিমাণহইতে বেশী লবণ লইয়া যাইতে প্রবর্ত্ত হইলে সেই বেশীর এবং তাহার লিখিত লবণ জব্দের যোগ্য হওনের কথা।

৬৫। ইঙ্গরেজী ১৮১৯ সালের ১০ আইনের ৪১ ধারার লিখিত কথাসকলের ব্যাখ্যা করিবাতে এই হুকুম হইল যে সুবে বাঙ্গালা ও উড়িস্যার নির্দ্ধারিত চৌকীসকলের সরহদ্দের মধ্যে যে কেহ লবণ লইয়া যায় এবং ঐ লবণের সঙ্গে রওয়ানা নূতন কি তবদীলী রওয়ানা অথবা আৎরাফী রওয়ানা কিম্বা পরমিট ও নিমক ও আফীনের বোর্ডের সাহেবদিগের নিকটহইতে পাওয়া বিশেষ রওয়ানা থাকে তবে ঐ রওয়ানাপ্রভৃতিক্রমে বিনাঅনুমতির লবণ লইয়া যাওনের নিমিত্তে যে দণ্ড নির্দ্দিষ্ট আছে তাহার ক্ষমা হয় ইহা ভিন্ন অন্য কোন দস্তাবেজক্রমে হয় না কিন্তু ইঙ্গরেজী ১৮১৯ সালের ১০ আইনের ৩৬ ধারার ৫ ও ৬ প্রকরণের লিখিত হুকুমমত ছাড়চিঠীর অনুসারে ১০০ একশত মোনের অধিক না হয় এমত অল্প পরিমাণের লবণ লইয়া যাইতে দণ্ডের যোগ্য হয় না অতএব লবণ জব্দ কি অন্য কোন দণ্ডকরা জাবেতামত চালান কি সাহায্যকারি অন্য যে কোন দস্তাবেজ রাখিতে ও দেখাইতে আবশ্যক তাহাতে দৃষ্টি না করিয়া কেবল পূর্ব্বের লিখিত দস্তাবেজ অর্থাৎ রওয়ানাইত্যাদিতে দৃষ্টি করিয়া ধার্য্য হইবেক আর যদি ওজন করিয়া লবণ বেশী পাওয়া যাওনহেতুক উপরের লিখিত আইনের ৪১ ধারার লেখা হুকুমানুসারে তাহা জব্দের যোগ্য হইবেক কি না এমত সন্দেহ জন্মে তবে ঐ সমুদয় লবণ রওয়ানা নূতন কিম্বা তবদীলী রওয়ানা অথবা আৎরাফী রওয়ানা কি বিশেষ রওয়ানার লেখা পরিমাণের সমুদয় লবণের সহিত মিলান যাইয়া ঐ সমুদয় লবণ জব্দ হইবেক কিম্বা ছাড়িয়া দেওয়া যাইবেক কিন্তু এই আইনের লিখিত কোন হুকুমক্রমে এমত বোধ না হয় যে লবণ লইয়া যাওনিয়ার জাবেতামত চালান লইতে কি তাহা না লওনের কিম্বা অন্য কোন অবিহিত কর্ম্মকরণের

মূলের লিখিত বিশেষ বিষয় এবং রওয়ানা নূতন কি তবদীলী অথবা আৎরাফী রওয়ানা কি বিশেষ রওয়ানাভিন্ন অন্য কোন দস্তাবেজক্রমে লবণ লইয়া যাওনের দণ্ডের ক্ষমা না হইবার কথা।

অতএব লবণ জব্দ কি অন্য কোন শাস্তি চালান কি সাহায্যকারি অন্য কোন দস্তাবেজে দৃষ্টি না করিয়া কেবল রওয়ানা প্রভৃতিতে দৃষ্টি করিয়া ধার্য্য হইবার কথা।

লবণ লইয়া যাওনিয়া জাবেতামত চালান লইবার ও তাহা না লইলে তাহার কি অন্য কোন অবিহিত কর্ম্মের কারণ যে শাস্তি নি

রূপিত আছে তাহা পাইবার কথা।

নিমিত্তে যে দণ্ড নির্দ্দিষ্ট আছে তাহা হইতে বারণ আছে ইতি।—১৮৩২ সা। ৪ আ। ২ ধা।

লবণ ছাড়চিঠীর লিখিত পরিমাণহইতে বেশী থাকিলে তাহার মালিকের যে দণ্ড হইবেক তাহার কথা।

৬৬। এবং যে কোন লবণের সঙ্গে ছাড়চিঠী থাকে সেই লবণ যদি ছাড়চিঠীর লিখিত পরিমাণহইতে বেশী হয় তবে ছাড়চিঠীর লিখিত পরিমাণহইতে লবণ যত মোন বেশী হয় তাহার ফি মোন ১০ দশ টাকা করিয়া জরীমানা ঐ লবণের মালিকের স্থানে লওয়া যাইবেক ইতি।—১৮১৯ সা। ১০ আ। ৪২ ধা।

লোকদিগের মুলের লিখিত কসুর করিলে যে দণ্ড হইবেক তাহার কথা।

৬৭। যে কেহ অসঙ্গতরূপে লবণের কারবার করিবার নিমিত্তে কোন রওয়ানা কি নূতন রওয়ানা কিম্বা তবদীলী রওয়ানা অথবা আৎরাফী রওয়ানা কি চালান অথবা ছাড়চিঠী কিম্বা ছাড়িয়া দিবার অন্য চিঠী তগল্লবী ও সাজস ও যোগ করিয়া বিক্রয় করিয়া কি দিয়া কিম্বা খরীদ করিয়া থাকে অথবা অসঙ্গতরূপে উপরের লিখিত রওয়ানাআদির লেখা তবদীলী করিয়া থাকে কি তাহাতে দস্তখৎ কি নিশানী করিয়া থাকে কিম্বা তাহার পিঠে তগল্লবী করিয়া কিছু লিখিয়া থাকে এবং যে কেহ ঐ রূপ কারবার করিবার নিমিত্তে রওয়ানা ও অন্য দস্তাবেজের বিষয়ে এমত অসঙ্গত ক্রিয়া করিতে নিবিষ্ট থাকে কি তাহা করিতে দেখিয়া শুনিয়া তাচ্ছল্য করে কিম্বা তাহা করিতে অন্যেরে প্রবৃত্তি দেয় সে লোক উপরের লিখিত ক্রিয়া রওয়ানা কি ছাড়চিঠী কি অন্য দস্তাবেজ যাহার নামে লেখা হইয়া থাকে তাহার সহযোগে কি অন্য যাহার সহযোগে করিয়া থাকে তাহার সহিত ঐ কসুর সাবুদ হইলে রওয়ানা কি অন্য দস্তাবেজের লিখিত লবণের ফি শত মোন পাঁচ শত টাকা করিয়া জরীমানা দিবার যোগ্য হইবেক ইতি।—১৮১৯ সা। ১০ আ। ৪৩ ধা।

কোম্পানির গোলাহইতে লবণ লইয়া যাইবার নৌকার রেজিষ্টরী বহী এজেণ্ট সাহেব লিখিবার কথা।

৬৮। নিমকপোখ্তনীর এজেণ্ট সাহেবেরা হররকম যে সকল নৌকা ও সুলুপ ও জাহাজ কোম্পানির নীলামেতে যে লবণ বিক্রয় হইয়াছে কি হইবেক তাহা সরকারী গোলাহইতে লইবার নিমিত্তে তাঁহারদিগের নিটকে পঁহুছে তাহার রেজিষ্টরী বহী রাখিবেন ইতি।—১৮১৯ সা। ১০ আ। ৪৪ ধা।

লবণ নিরূপিত পথে ও স্থানে না লইয়া গেলে জব্দ হইবার কথা।

৬৯। যদি কোন লোক রওয়ানা কি নূতন রওয়ানা কি তবদীলী রওয়ানা কি আৎরাফী রওয়ানাতে কিম্বা চালানেতে লবণ যে পথে ও যে স্থানে লইয়া যাইবার কথা লেখা থাকে সে পথে ও সে স্থানে না লইয়া গিয়া অন্য পথে ও স্থানেতে লইয়া যায় সে লবণ তাহার সঙ্গে রওয়ানাআদি থাকা সত্ত্বে ও বিনানুমতির লবণ ঠাহরা গিয়া জব্দহওনের যোগ্য হইবেক ও যাহারদিগের স্থানে ঐ লবণ পাওয়া যায় তাহারা বিনানুমতির লবণ রাখনের বিষয়ে এই আইনের ৩৬ ধারাতে যে দণ্ডের নিরূপণ হইয়াছে সেই দণ্ডের যোগ্য হইবেক ইতি।—১৮১৯ সা। ১০ আ। ৪৫ ধা। ১ প্র।

৭০। জানান যাইতেছে যে যে সকল লোক লবণ ছাড়িয়া দিবার নিমিত্তে রওয়ানা কিম্বা নূতন রওয়ানা অথবা তবদীলী রওয়ানা কি আৎরাফী রওয়ানা পাওনের পরে সেই লবণ কি তাহার কতক লবণ রওয়ানার কি উপরের লিখিত অন্য দস্তাবেজের লিখিত স্থান ও পথভিন্ন অন্য পথে ও স্থানে লইয়া যাইতে চাহে তাহারদিগের কর্ত্তব্য যে আপনারদিগের প্রথমে পাওয়া রওয়ানার মজমুনমাফিক অন্য রওয়ানা পাইবার নিমিত্তে পরমিট ও আফীন ও নিমকের বোর্ডের সাহেবের নিকটে দরখাস্ত দেয় ও ঐ বোর্ডের সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে নূতন রওয়ানা দিবার বিষয়ে নিরূপণহওয়া সমস্ত দাঁড়ামতে তাহারদিগকে অন্য রওয়ানা দেন্ ইতি।—১৮১৯ সা। ১০ আ। ৪৫ ধা। ২ প্র।

প্রথম রওয়ানার লিখিতভিন্ন অন্য স্থানে ও পথে লবণ লইয়া যাইতে হইলে অন্য রওয়ানা লইতে হইবার কথা।

৭১। যে লবণ ছাড়িয়া দিবার নিমিত্তে কোন রওয়ানা কি নূতন রওয়ানা কিম্বা তবদীলী রওয়ানা কি তাহা ছাড়িয়া দিবার বিশেষ চিঠী অথবা আৎরাফী রওয়ানা কিম্বা ছাড়চিঠী দেওয়া গিয়াছে তাহার মালিকেরা যদি নিমক চৌকীর সরহদ্দের মধ্যেতে ঐ লবণের কিছু বিক্রয় কি আর কিছু করে তবে তাহারদিগের আবশ্যক রওয়ানার কিম্বা উপরের লিখিত অন্য দস্তাবেজের পিঠে আপনারদিগের বিক্রয় কি আর কিছু করা লবণের পরিমাণ দিনং লিখে ও চলিত দস্তুরমতে যদি হইতে পারে তবে নিকট থাকা চৌকীর দারোগার দস্তখৎ আপনারদিগের লেখার প্রতি তাহা প্রমাণ জানা যাইবার নিমিত্তে করাইয়া লয় ইতি।—১৮১৯ সা। ১০ আ। ৪৬ ধা।

রওয়ানা কি অন্য দস্তাবেজের লিখিত লবণের কতক চৌকীর সরহদ্দের মধ্যে বিক্রয় কি আর কিছু করিলে যে হুকুমমতাচরণ করিতে হইবেক তাহার কথা।

৭২। যে কেহ উপরের লিখিত হুকুমমতাচরণ করিতে গাফিলী কি কসুর করেসে যত মোন লবণ বিক্রয়হওয়া ও উপরের লিখিত মতে রওয়ানা কি অন্য দস্তাবেজের পিঠে তাহা কমীহওনের কথা লেখা না যাওয়া সাবুদ হয় তাহার ফি মোন ৫ পাঁচ টাকা করিয়া জরীমানা দিবার যোগ্য হইবেক ও নিমকপোখ্তনীর যে এজেণ্ট সাহেবও নিমক চৌকীর যে সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের নিকটে উপরের উক্ত হুকুমের অন্যথাকরণের সংবাদ হয় তাহার ক্ষমতা থাকিবেক যে যত মোন লবণ বিক্রয় কি আর কিছু হইয়া তাহার প্রসঙ্গ রওয়ানা কি অন্য দস্তাবেজের পিঠে লেখা না গিয়া থাকে তাহার একং মোনের বাবৎ জরীমানার টাকা আদায়হওনের নিমিত্তে ২ দুই মোন লবণ ক্রোক করেন ও ঐ মত যাহারদিগের স্থানহইতে কোন লবণের কতক ঐ সরহদ্দের মধ্যে খোওয়া যায় তাহারদিগের আবশ্যক যে উপরের লিখিতমতে খোওয়া যাওয়া লবণের পরিমাণ ও কথা রওয়ানা কি অন্য দস্তাবেজের পিঠে লিখিয়া নিকটে থাকা চৌকীর দারোগার দস্তখৎ তাহাতে করিয়া লয় ও এই হুকুমের অন্যথা করিলে তাহারা উপরের লিখিত দণ্ডের যোগ্য হইবেক ইতি।—১৮১৯ সা। ১০ আ। ৪৬ ধা। ২ প্র।

এই প্রকরণের লিখিত হুকুমের অন্যমত করিলে যে দণ্ড হইবেক তাহার কথা।

চৌকীর সরহদ্দের মধ্যে সমুদয় লবণ বিক্রয়হওন কি তাহার কতক চৌকীর সরহদ্দের বাহিরে লইয়া যাওনমতে তাহা ছাড়িয়া দিবার রওয়ানা নিমকের যে চৌকীর দারোগাকে দিতে হইবেক তাহার কথা।

৭৩। যদি চৌকীর সরহদ্দের মধ্যেতে ঐ লবণ সমুদয় বিক্রয় কিম্বা আর কিছু করা যায় তবে ঐ লবণ ছাড়িয়া দিবার বাবৎ রওয়ানা কি আৎরাফী রওয়ানা কিম্বা ছাড়চিঠী চৌকীর সরহদ্দের মধ্যেতে তাহার অবশিষ্ট লবণ বিক্রয় কি আর কিছু হয় সেই চৌকীর দারোগার স্থানে দিতে হইবেক ও যে লবণ ছাড়িয়া দিবার নিমিত্তে রওয়ানা কি উপরের লিখিত কোন দস্তাবেজ দেওয়া গিয়া থাকে সেই লবণ সমুদয় কি তাহার কতক নিমকচৌকীর সরহদ্দের বাহিরে লইয়া যাওয়া যায় তবে সে মতে শেষে যে চৌকীতে লবণ পঁহুছায় সেই চৌকীর দারোগার স্থানে রওয়ানা কি অন্য দস্তাবেজ দিতে হইবেক ও দারোগাদিগের আবশ্যক যেং সকল রওয়ানা কিম্বা আৎরাফী রওয়ানা তাহারদিগের নিকটে পঁহুছে তাহা সমস্ত পরমিট ও আফীন ও নিমকের বোর্ডের সেক্রেটারী সাহেবের দফ্তরে অনুসন্ধান ও মোকাবিলার নিমিত্তে পাঠাইয়া দেয় ইতি।—১৮১৯ সা। ১০ আ। ৪৬ ধা। ৩ প্র।

উপরের লিখিত হুকুমের অন্যথায় দস্তাবেজ রাখণেতে যে দণ্ড হইবেক তাহার কথা।

৭৪। যে কোন লোক উপরের লিখিত হুকুমের অন্যথা করিয়া লবণ বিক্রয়হওনের পরে কিম্বা তাহা নিমকচৌকীর সরহদ্দের বাহিরে লইয়া যাওনের পরে ঐ লবণ ছাড়িয়া দিবার নিমিত্তে দেওয়া উপরের লিখিত কোন দস্তাবেজ আপন নিকটে রাখে কি ঐ সকল দস্তাবেজের কোন দস্তাবেজ তাহার নিকটে পাওয়া যায় ও তাহা না দিবার কোন মাতবর হেতু বলিতে না পারে সে লোক তাহার ঐ কসুর সাবুদ হইলে তাহার নিকটে থাকা কিম্বা পাওয়া রওয়ানা কিম্বা নূতন কি তদবীলী কি আৎরাফী রওয়ানার লিখিত পরিমাণের ফি মোন ১ এক টাকা করিয়া জরীমানা দিবার যোগ্য হইবেক ইতি। —১৮১৯ সা। ১০ আ। ৪৬ ধা। ৪ প্র।

এই প্রকরণের লিখিত রওয়ানা আদি দস্তাবেজ দিবার রসুম লওনের কথা।

৭৫। রওয়ানা কিম্বা তবদীলী রওয়ানাসকল দিবার রসুম চলিত দস্তুর মতে ও এই আইনের শেষের লিখিত রসুমের ফ্রিরিস্তির নিরূপিত হিসাবে লওয়া যাইবেক ও চৌকীর দারোগারা আৎরাফী রওয়ানা দিবার রসুম প্রত্যেক আৎরাফী রওয়ানা দেওনেতে চারি আনা করিয়া লইবেক ও এই হুকুমমতে রসুমের যত টাকা উসুল হয় তাহা পরিমিট ও আফীন ও নিমকের বোর্ডের সাহেবদিগের নিরূপণকরা সময়ে ও মতে নিমকের সিরিশ্‌তার দফ্তরেতে দাখিল করা যাইবেক ইতি।—১৮১৯ সা। ১০ আ। ৪৬ ধা। ৫ প্র।

নিমকচৌকীর দারোগাদিগের রওয়ানা কি অন্য দস্তাবেজের প্রতি তাহারদিগের চৌকী হইয়া যাওনহেতুক

৭৬। যে কোন লবণ ছাড়িয়া দিবার নিমিত্তে রওয়ানা কি নূতন রওয়ানা কি তবদীলী রওয়ানা কি আৎরাফী রওয়ানা কিম্বা চালান অথবা ছাড়চিঠী দেওয়া গিয়াছে সেই লবণ কোন চৌকীতে কি তাহার সরহদ্দেতে পঁহুছিলে সেই চৌকীর দারোগার আবশ্যক যে ঐ লবণ ছাড়িয়া দিবার পূর্ব্বে ঐ রওয়ানা কি অন্য দস্তাবেজের পিঠে আপন নিশানী ও দস্তখৎ করে ও যদি কোন লবণ কোন চৌ

কীর সরহদ্দের মধ্যে গিয়া তাহার রওয়ানা কি অন্য দস্তাবেজেতে সেই চৌকীর দারোগার নিশানী ও দস্তখৎ হওনবিনা তাহার সরহদ্দ ছাড়াইয়া যায় তবে ঐ লবণ যে মত রওয়ানা সঙ্গে না থাকনমতে ক্রোক ও জব্দের যোগ্য হয় সেই মত এমতেও ক্রোক ও জব্দের যোগ্য হইবেক ও কোন দারোগার চৌকীর সরহদ্দের মধ্যে লবণ লইয়া গেলে যদি সেই দারোগা ঐ লবণ ছাড়িয়া দিবার রওয়ানা কিম্বা উপরের লিখিত কোন দস্তাবেজে নিশানী ও দস্তখৎ করিতে বিশিষ্ট হেতুবিনা বিলম্ব করে তবে সেই দারোগার পাঁচ শত টাকার অধিক না হয় এমত যে জরীমানা তাহার কসুর ও লবণের মালিকের হওয়া খেসারতের দৃষ্টে উপযুক্ত বোধ হয় তাহা দিবার যোগ্য হইবেক ও ঐ জরীমানার দোতেহাই লবণের মালিককে দেওয়া যাইবেক ও এক তেহাই সরকারে দাখিল হইবেক ইতি।—১৮১৯ সা। ১০ আ। ৪৭ ধা।

দস্তখৎ করিতে হইবার কথা।

৭৭। এই ধারার অনুসারে জানান যাইতেছে যে সরকারহইতে কি সরকারের তরফহইতে প্রস্তুত না হওয়া কোন লবণ খুশ্‌কীপথে সুবে বাঙ্গালা কি সুবে বেহার কি উড়িস্যার মধ্যের কোন স্থানেতে আনা যাইবেক না ও যে কোন লোক স্পষ্টতঃ কি অস্পষ্টে এই হুকুমের অন্যমতাচরণ করে কিম্বা উপরের লিখিতমতে ঐ সকল সুবার মধ্যে আনা কোন লবণ জানিয়া শুনিয়া আপন নিকটে রাখে সে লোক লবণ জব্দহওনের অতিরিক্ত আপন আনা কিম্বা জানিয়া শুনিয়া রাখা লবণের প্রত্যেক মোনের বাবৎ দশ টাকা করিয়া জরীমানা দিবার যোগ্য হইবেক ইতি।—১৮১৯ সা। ১০ আ। ৪৮ধা।

সরকার কি সরকারের তরফহইতে প্রস্তুতহওয়া ভিন্ন লবণ খুশ্‌কীপথে সুবে বাঙ্গালা ও বেহার ও উড়িষ্যার মধ্যে আমদানী হইতে নিষেধের কথা।

৭৮। এই প্রকরণানুসারে জানান যাইতেছে যে নীচেতে যে সকল প্রকার লবণের তফসীল লেখা যাইতেছে সেই সকল প্রকার লবণ নৌকাপথে গাজীপুরের ভাটীতে আনিতে এবং নীচের লিখিত প্রকার লবণ খুশ্‌কী কি নৌকাপথে কর্ম্মনাশা নদীর দাহিন পারেতে আনিতে নিষেধ হইল।

কএক প্রকার লবণ এই প্রকরণের লিখিত সরহদ্দের বাহিরে আনিতে নিষেধের কথা।

তফসীল।

সালম্বা।
বালম্বা।
বোপচা।
সাম্বর।
দুদওয়ারা।
লাহোরী।
কস্‌কা।
কর্।
নলা।
নামা।

গেওলিয়া।

পাট।

বারাণসদেশের কিম্বা দত্ত ও জয়করা দেশের অথবা তাহার উত্তর পশ্চিম দিগের মধ্যে এতাবতা বায়ুকোণের দেশের মধ্যগত কোন স্থানের উৎপন্নহওয়া কি প্রস্তুতকরা লবণ ও যদি এই আইন জারীহওনের পরে ঐ সকল প্রকারের কোন প্রকার লবণ উপরের লিখিত মতে ও সরহদ্দের মধ্যে কেহ আনে কি এই আইন জারীহওনের পর ছয় মাস পরে ঐ সরহদ্দের মধ্যে পাওয়া যায় তবে সে লবণ তাহা বোঝাইথাকা সমস্ত নৌকা কি অন্য বস্তু কি জন্তু কিম্বা বলদ অথবা গাড়ী সমেত জব্দের যোগ্য হইবেক ইতি।—১৮১৯ সা। ১০ আ। ৪৯ ধা। ১ প্র।

ঐ লবণের মালিকদিগের অন্য যে দণ্ড দিতে হইবেক তাহার কথা।

৭৯। জানান যাইতেছে যে এই ধারার প্রথম প্রকরণের লিখিত কোন প্রকার লবণ তাহার মালিকদিগের জানাশুনাতে এই আইন জারীহওনের পরে উপরের লিখিত সরহদ্দের মধ্যে আইলে সেই মালিকেরা এবং ঐ কোন প্রকার লবণ উপরের প্রকরণের উক্ত কাল গতহওনের পরে ঐ সরদ্দের মধ্যেতে যে লোকদিগের নিকটে পাওয়া যায় সেই লোকেরা সেই লবণ তাহা যে সকল নৌকা কি অন্য বস্তু কি জন্তু কি বলদ কি গাড়ীতে বোঝাই থাকে তাহাসমেত জব্দহওনের অতিরিক্ত তাহারদিগের জব্দহওয়া লবণের প্রতিমোনেতে ১০ দশ টাকা করিয়া জরীমানা দিবার যোগ্য হইবেক ইতি। —১৮১৯ সা। ১০ আ। ৪৯ ধা। ২ প্র।

উপরের লিখিত কোন প্রকার লবণ একমোনহইতে অধিক আনা ও রাখা না যাইবার কথা।

৮০। এই ধারানুসারে হুকুম হইল যে কোন জন জিলা শাহাবাদ ও জিলা সারঙ্গের সরহদ্দহইতে আট ক্রোশের মধ্যে ৮২ বিরাশী সিক্কার সেরের এক মোনহইতে কিছুমাত্র অধিক উপরের ধারার লিখিত প্রকারসকলের কোন প্রকার লবণ আনিতে কি লইতে অথবা কোন গোলাঘরে রাখিতে পারিবেক না ও এই আইন জারীহওনের তারিখহইতে ছয় মাসের পরে উপরের লিখিত সরহদ্দের মধ্যে ঐ লবণ এক মোনহইতে যত বেশী পাওয়া যায় তাহা সুবে বেহারের নিমক চৌকীর সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবদিগের হুকুমে কি সরকারের অন্য যে কার্য্যকারকের প্রতি লবণ ক্রোককরণের ভার থাকে তাহার দ্বারা ক্রোক হইয়া সরকারে জব্দ হইবেক ইতি।—১৮১৯ সা। ১০ আ। ৫০ ধা।

ইঙ্গরেজী ১৮১৯ সালের ১০ আইনের ৫০ ধারার হুকুম জিলা গোরক্ষপুর ও বেহারের লাগা অন্য জিলা

৮১। এই ধারাক্রমে জানান ও হুকুম করা যাইতেছে যে ইঙ্গরেজী ১৮১৯ সালের ১০ আইনের ৫০ ধারার যে২ হুকুম জিলা শহাবাদ ও বারাণসের সীমার বাহির আট ক্রোশের মধ্যে কোন স্থানে ঐ আইনের ঐ ধারার পূর্ব্ব ধারার বিশেষ করিয়া লিখিত কোন প্রকার লবণ এক ক্ষেপে ১ এক মোনের অধিক আমদানী কি স্থানান্তর করিতে কি রাখিতে নিষেধ করা গিয়াছে এবং ঐ নিষে

ধের ব্যতিক্রমে আমদানীহওয়া কি স্থানান্তরকরা কি রাখা সকল লবণ ক্রোক ও জব্দকরণের যোগ্য হয় সেইং হুকুম ঐ আইনের লিখিত কোন প্রকার লবণ এক ক্ষেপে ১ এক মোনের অধিক জিলা গোরক্ষপুরের কিম্বা এই রাজধানীর তাবে অন্য যে কোন জিলা সুবে বেহারের লাগাও হয় তাহার বাহির আট ক্রোশের মধ্যে আমদানী কি স্থানান্তরকরণের কি রাখণের সহিত সম্পর্ক রাখিবেক। ইতি।—১৮২৬ সা। ১০ আ। ২ ধা।

র সহিত সম্পর্ক রাখিবার কথা।

৮২। জানান যাইতেছে যে কোন ব্যক্তি জিলা কটকহইতে মেদিনীপুর জিলাতে কি সরকারের এদেশের মোতাল্লক অন্য কোন জিলাতে খুশকীপথে কোন প্রকারে লবণ আনিতে পারিবেক না এবং হুকুম হইল যে এই নিষেধের হুকুমের অন্যথায় কটক জিলাহইতে যত লবণ বাহিরে লইয়া যাওয়া যায় সে সমস্ত লবণ নৌকা কি বলদ কিম্বা গাড়ী ফল যাহাতেং তাহা বোঝাই থাকে তাহাসমেত জব্দ হইবেক ইতি।—১৮১৯ সা। ১০ আ। ৫১ ধা।

লবণ কটক জিলাহইতে খুশকী পথে অন্য জিলায় লইয়া যাইতে অতি নিষেধের কথা।

৮৩। এই ধারানুসারে অতিনিষেধ করা যাইতেছে যে কেহ কটক জিলাহইতে সমুদ্রপথে সরকারের তরফব্যতিরেকে কোন লবণ বাহিরে লইয়া না যায় এবং জানা কর্ত্তব্য যে এই ধারার লিখিত হুকুমের অন্যমতে যত লবণ যে কেহ বাহিরে লইয়া যাইতে প্রবর্ত্ত হয় সেই সমুদয় লবণ ও তাহা যে নৌকা কি ডিঙ্গী কি জাহাজ কি আর যাহাতেং বোঝাই থাকে তাহা ও সমস্ত অভেদে ঐ লবণের মত জব্দের যোগ্য হইবেক ইতি।—১৮১৯ সা। ১০ আ। ৫২ ধা।

কটক জিলাহইতে নৌকাপথে সরকারের তরফ ব্যতিরেক বাহিরে কোন লবণ কেহ লইয়া যাইতে না পারিবার কথা।

ঐ নিষেধের অন্যথা যাহা বাহিরে লইয়া যায় তাহা জব্দ হইবার কথা।

৮৪। উপরের ধারার লিখিত হুকুমের অন্যথা যে লবণ কটক জিলাহইতে বাহির হয় তাহার মালিকেরা ঐ কসুর সাবুদ হইলে সেই লবণ যত হয় তাহার কি মোন ১০ দশ টাকা করিয়া জরীমানা দিবার যোগ্য হইবেক ইতি।—১৮১৯ সা। ১০ আ। ৫৩ ধা।

লবণের মালিকেরা উপরের ধারার অন্যমত করিলে জরীমানার যোগ্য হইবার কথা।

৮৫। সরকারের এদেশী হরহরকম সমস্ত কার্য্যকারকদিগের বিশেষতঃ যে সকল জিলাতে সরকারের তরফহইতে লবণ প্রস্তুত হয় কিম্বা নিমকের চৌকী থাকে সেইং জিলাতে মোকররথাকা কার্য্যকারকদিগের প্রতি তাকীদ হুকুম করা যাইতেছে যে সরকারের অনুমতিবিনা লবণ প্রস্তুত ও বিক্রয় ও খরীদ ও স্থানান্তরহওনের ও রাখণের নিবারণ তাহা ক্রোককরণের দ্বারা কি তাহা করিতে তাহারদিগের ক্ষমতা না থাকিলে তাহারা যে সাহেবদিগের তাবে হয় তাঁহারদিগকে সম্বাদ দেওনের দ্বারা করণেতে সম্পূর্ণ মনোযোগ করে ও তাহারা যদি ইহা করিতে গাফিলী করে তবে আপনং কর্ম্মহইতে তগীরহওনের ও যে জরীমানার প্রসঙ্গ পশ্চাৎ লেখা যাইবেক তা

সরকারের অনুমতি বিনা লবণ প্রস্তুত ও বিক্রয় ও খরিদ ও আমদানী ও রপ্তানী হওন ও রাখণের নিবারণ করিতে হইবার কথা।

হার যোগ্য হইবেক ও যে মাজিষ্ট্রেট কি অন্য কার্য্যকারকের নিকটে এমত সমাচার পঁহুছে তাঁহার সেই সমাচার নিমকের এজেণ্ট সাহেবের কি নিমক চৌকীর সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের নিকটে দিতে হইবেক ও যদি সরকারের এদেশী কোন কার্য্যকারকের উপর ঐ সকল বিষয়ের সমাচার দিতে গাফিলীকরণের কসুর কি বিনাঅনুমতিতে লবণ বিক্রয় কি খরীদ কি আমদানী কি রফ্তানী করিতে অথবা রাখিতে দেখিয়া শুনিয়া তাচ্ছল্যকরণের কসুর সাবুদ হয় তবে সেই কার্য্যকারক বিনাঅনুমতিতে ও তাহার জানা শুনায় বিক্রয় কি খরীদ কি আমদানী কি রফ্তানী হওয়া কিম্বা রাখা লবণের ফি মোন ৫ পাঁচ টাকাহইতে অধিক না হয় এমত জরীমানা দিবার যোগ্য হইবেক ইতি।—১৮১৯ সা। ১০ আ। ৫৪ ধা।

যাহারা বিনাঅনুমতিতে অন্যের তরফহইতে লবণ লইয়া যায় তাহারদিগের যে দণ্ড হইবেক তাহার কথা।

৮৬। এই ধারানুসারে জানান যাইতেছে যে যে সকল নৌকার মাঝী ও দাঁড়ী ও মালা ও বলদের বলদীয়া ও মুটিয়া ও অন্য লোক দিগের উপর জানিয়া শুনিয়া বিনাঅনুমতিতে অন্য লোকের তরফহইতে লবণ লইয়া যাওনের কসুর সাবুদ হয় তাহারা ছয় হপ্তার অধিক না হয় এমত মিয়াদে কয়েদহওন এবং ৫০ পঞ্চাশ টাকার অনূর্দ্ধ জরীমানা দেওনদ্বারা শাস্তি পাওনের যোগ্য হইবেক ইতি।—১৮১৯ সা। ১০ আ। ৫৫ ধা।

কোনং কারণপ্রযুক্ত লবণ খুজরা বিক্রয়ের অনুমতি দিবার কথা।

৮৭। যদি শ্রীযুত নওয়াব গবরনর জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলেতে কোনং স্থানের ভাবগতিকপ্রযুক্ত কিম্বা অন্য উপযুক্ত হেতুপ্রযুক্ত বিশেষ কোন জিলা কি প্রদেশে লবণ খুজরা বিক্রয়ের অনুমতি দেওয়া উপযুক্ত বোধ হয় এবং সুতরাং সরকারের রাজস্বের ঐ প্রকরণের সম্পর্কীয় হুকুম শুধরণ উচিত বোধ হয় তবে শ্রীযুত নওয়াব গবরনর জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলেতে এ কর্ত্তৃত্ব আছে যে কৌন্সেলের হুকুমের দ্বারা ঐং জিলা কি প্রদেশের মধ্যে সময়েং যে মিয়াদে উপযুক্ত বোধ হয় সেই মিয়াদে ঐং হুকুম কি তাহার মধ্যে কোন হুকুম স্থগিত রাখেন এবং তাহার পরিবর্ত্তে লবণ স্থানান্তর কি ক্রয় কি বিক্রয়করণ কি রাখণের এবং রওয়ানা ও পাস দেওয়া ও জারীকরণের বিষয়ে সময়েং অন্য যেং হুকুম উপযুক্ত বোধ হয় তাহা করেন কিন্তু এ হুকুমো করা যাইতেছে যে বিশেষরূপে দেওয়া এই হুকুমের ব্যতিক্রমকরণেতে যতং লবণের বিষয়ে যেং দণ্ড নিরূপণ হয় তাহা তত লবণ আইনবিরুদ্ধে স্থানান্তর কি বিক্রয় কি ক্রয়করণ কি রাখণহেতুক সামান্য আইনানুসারে যে দণ্ড নিরূপিত আছে তাহার অধিক কোন প্রকারে হইবেক নাও ঐং সকল বিষয়ে নির্দ্ধারিত বিশেষ হুকুম ঐ জিলার চলিত ভাষাতে প্রচার করা যাইবেক এবং ঐ জিলার জজ ও মাজিষ্ট্রেটের ও কালেক্টরের কাছারীতে এবং তৎস্থানের সাল্ট এজেণ্ট ও চৌকীর সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টের কাছারীতে এবং ঐ প্রদেশের মধ্যগত সকল পোলীসের থানা ও নিমকচৌকীতে লটকান যাইবেক ইতি।—১৮২৬ সা। ১০ আ। ৪ ধা।

ঐং কারণ হইলে বিশেষ হুকুমের কথা।

ঐ হুকুম প্রচার করিবার কথা।

৭ ধারা।

বিনাঅনুমতিতে নিমক ক্রোক্করণের প্রতিবন্ধকতা নিবারণার্থ এবং সেই লবণ ক্রোক্করণ নিমিত্তে পোলীসের সহায়তা প্রার্থনাকরণার্থ বিধি।

৮৮। যে কোন ব্যক্তি জবরী করিয়া কিম্বা ভয় দেখাইয়া নিমকের কারখানার মোতালক কোন কার্য্যকারককে কিম্বা অন্য যে কার্য্যকারক লবণ ক্রোক করিবার ক্ষমতা রাখে তাহাকে বিনাঅনুমতির কি মিশ্রিত সন্দেহহওয়া লবণ ক্রোক করিতে না দেয় কিম্বা যে কোন ব্যক্তি ঐ কার্য্যকারকের ঐ কর্ম্মকরণেতে কোন দৌরাত্ম্য কি দুর্দ্দাামী কি প্রতিবন্ধকতা করে সে ব্যক্তি তাহার ঐ কসুর ফৌজদারী আদালতের সাহেবের হজুরে সাবুদ হইলে ২০০ দুই শত টাকার অধিক না হয় এমত জরীমানা দিবার যোগ্য হইবেক তদ্ব্যতিরিক্ত তাহারদিগের প্রতিবন্ধকতা ও দুর্দ্দাামী করাতে কোন হঙ্গামা ফসাদ হইয়া থাকিলে এমত২ মোকদ্দমার নিমিত্তে এক্ষণকার চলিত আইনেতে যে শাস্তির নিরূপণ হইয়াছে সেই শাস্তির যোগ্য হইবেক ইতি।—১৮১৯ সা। ১০ আ। ৫৬ ধা।

যাহারা মুলের লিখিত কার্য্যকারকদিগের সহিত দুর্দ্দাামী ও প্রতিবন্ধকতা করে তাহারদিগের যে শাস্তি হইবেক তাহার কথা।

৮৯। এই ধারানুসারে জানান যাইতেছে যে যে কার্য্যকারকের লবণ ক্রোককরণের ক্ষমতা থাকে সেই কার্য্যকারক যদি কোন লবণ বিনানুমতির লবণ শুনিয়া কি সন্দেহ করিয়া ক্রোক করিয়া কি ক্রোক করিতে উদ্যত হইয়া অথবা ঐ লবণ বোঝাইথাকা বলদ কি নৌকা কিম্বা অন্য বস্তু কি জন্তু ক্রোক করিতে উদ্যত হইয়া কোন বিশিষ্ট কারণেতে তাহার পক্ষে কিছু দৌরাত্ম্য কি প্রতিবন্ধকতা হইবার আশঙ্কা করে তবে তাহার কর্ত্তব্য যে পোলীসের যে দারোগা অতিনিকটে থাকে সেই দারোগার স্থানে আপন ভারের কর্ত্তব্য কর্ম্মের নির্ব্বাহার্থ সহায়তার দরখাস্ত করে ও পোলীসের দারোগাদিগের ও অন্য যে কার্য্যকারকদিগের জিম্মাতে পোলীসের থানা কি তাহার চৌকী থাকে তাহারদিগের নিকটে এমত দরখাস্ত করিলে কি তাহারদিগের অন্য কোন প্রকারেতে লবণ ক্রোককরণেতে হঙ্গামা ও ফসাদ হইতে পারিবার অনুমান হইলে ঐ দারোগা প্রভৃতি কার্য্যকারকদিগের আবশ্যক যে তৎক্ষণাৎ লবণ ক্রোক ও হঙ্গামা ফসাদের নিবারণহওনের বিষয়ে যে সহায়তা উপযুক্ত হয় তাহা করে ইতি।—১৮১৯ সা। ১০ আ। ৫৭ ধা।

যেং মতেতে পোলীসের আমলার লবণ ক্রোকের বিষয়ে সহায়তা করিতে হইবেক তাহার কথা।

৯০। জানান যাইতেছে যে ঐ সকল ক্রোককরণের জওয়াব যে কার্য্যকারকদিগের লবণ ক্রোক করিবার ক্ষমতা দেওয়া গিয়াছে তাহারা দিবেক ও পোলীসের আমলাদিগের উচিত নহে সে লবণ ক্রোককরণের নিমিত্তে তাহারদিগের সহায়তার প্রয়োজন হইলে সেই ক্রোকহওয়া যথার্থ কি অযথার্থ ইহার কিছু বিবেচনা আপনারা করে কিন্তু তাহারদিগের কর্ত্তব্য যে কোন লোক কি লোকদি

পোলীসের আমলারা লবণ ক্রোকহওয়া যথার্থ কি অযথার্থের বিবেচনা করিতে না পারিবার কিন্তু অনর্থ

ক অত্যাচারের নিবারণ করিবার কথা।

গের প্রতি অনর্থক কিছু অত্যাচার না হয় ইহাতে সাবধান হয় ইতি।—১৮১৯ সা। ১০ আ। ৫৮ ধা।

ঘর বাটীআদি তালাশীর বিশেষ হুকুমের কথা।

৯১। জানান যাইতেছে যে থাকিবার কোন বাটী কি ঘরের কি গোলাঘরের অথবা অন্য কোন আবৃত স্থানের মধ্যে যাইতে কিম্বা তাহা তালাশী করিতে হইলে নীচের লিখিত হুকুমের মতে কার্য্য করিতে হইবেক ইতি।—১৮১৯ সা ১০ আ। ৫৯ ধা।

উপরের লিখিত প্রকারে যেং সম্বাদ দিতে হইবেক তাহার কথা।

৯২। যখন কেহ কোন বাটী কি ঘরের কিম্বা গোলা ঘরের অথবা অন্য কোন আবৃত স্থানের মধ্যে বিনানুমতির লবণ থাকনের সন্দেহ জন্মিবাতে নিমকের এজেণ্ট সাহেব কি চৌকীর সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের কিম্বা কোম্পানি বাহাদুরের সরকারের চিহ্নিতচাকরভিন্ন আসিষ্টাষ্ট সাহেবের অথবা আড়ঙ্গের কি চৌকীর প্রধান আমলার নিকটে তাহার সম্বাদ দেয় তখন তাহার আবশ্যক যে যাহার বাটী কি ঘরের কি গোলার কিম্বা আবৃত স্থানের মধ্যে লবণ ছাপান থাকে তাহার নাম ও সেই বাটী কি ঘরআদি যে গ্রাম কি স্থানের মধ্যে থাকে তাহার নাম ও সাধ্যমতে লবণের পরিমাণ যাহা বোধ হয় তাহার কথা ও গ্রামে কি স্থানেতে বিনানুমতির লবণ আছে ইহা যেং হেতুতে তাহার দৃঢ় বোধ হয় তাহা সমস্ত এক ফর্দ্দে লিখিয়া উপরের লিখিত কোন কার্য্যকারকের নিকটে দাখিল করে ও নিমকের এজেণ্ট সাহেব কি চৌকীর সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব ঐ ফর্দ্দের লিখিত বেওরা দৃষ্টি ও বিবেচনা করিয়া যদি কোন বিশিষ্ট হেতুতে এমত অনুমান করেন যে প্রকৃতই ঐ লোকের বাটী কি ঘরের কিম্বা আবৃত স্থানের মধ্যেতে বিনানুমতির লবণ ছাপান আছে তবে তাঁহারদিগের নিকটে হওয়া সম্বাদক্রমে নীচের লিখিত হুকুমের মত আচরণ করিবেন ইতি।—১৮১৯ সা। ১০ আ। ৬০ ধা। ১ প্র।

সম্বাদদেওনিয়াকে হলফ করাইবার কথা।

৯৩। নিমকের এজেণ্ট সাহেব কি চৌকীর সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের নিকটে প্রথম ঐ সম্বাদ পঁহুছিলে তাঁহারদিগের আবশ্যক যে সম্বাদদেওনিয়াকে তাহার দাখিলকরা ফর্দ্দের লিখিত কথার সত্যতা জানিবার নিমিত্তে হলফ করাইয়া তাহার স্থানে আর যেং অনুসন্ধান ও জিজ্ঞাসা করা বিহিত বুঝেন তাহা হলফ করাইয়া করেন ও ইহা করণের পরে যদি নিমকের এজেণ্টে সাহেব কি চৌকীর সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের বিশ্বাস হয় যে ঐ লোকের দেওয়া সম্বাদ সঠিক তবে তাঁহার কর্ত্তব্য যে সম্বাদদেওনিয়াকে আপন কার্য্যকারকদিগের মধ্যে কোন প্রত্যয়যোগ্য লোকের সঙ্গে পোলীসের যে থানা অতি নিকটে থাকে সেই থানার দারোগা কি অন্য কার্য্যকারকের নিকটে পাঠাইয়া দেন্ ও ঐ দারোগা কি অন্য কার্য্যকারককে হুকুম দেন্ যে খানাতালাশীর সময় তথায় থাকিবার ও যে সহায়তার আবশ্যক হয় তাহা করিবার নিমিত্তে আপনি সরে জমীতে যায় কিম্বা আপন

পোলীসের আমলার সহায়তা চাহিবার কথা।

থানার অন্য প্রত্যয়যোগ্য কোন কার্য্যকারককে পাঠায় ইতি।—১৮১৯ সা। ১০ আ। ৬০ ধা। ২ প্র।

৯৪। নিমকের কোন চৌকী কিম্বা আড়ঙ্গ নিমকের এজেণ্ট সাহেব কি চৌকীর সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের সদর মোকামহইতে অতিদূর হওনহেতুক কি অন্য কোন হেতুক উপরের লিখিত বিষয়ের সম্বাদ প্রথমত ঐ সাহেবদিগের নিকটে পঁহুছিতে না পারণমতে কোম্পানি বাহাদুরের সরকারের চিহ্নিত চাকরভিন্ন নিমকের আসিষ্টাণ্ট সাহেব কি আড়ঙ্গ কিম্বা চৌকীর প্রধান আমলাকে ক্ষমতা দেওয়া যাইতেছে যে ঐ বেওরা লেখা ফর্দ্দ লন ও তাহা লওনের পরে নিমকের এজেণ্ট সাহেব কি চৌকীর সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের সদর মোকামহইতে আদালতের কাছারী নিকটে হইলে তাঁহারদিগের আবশ্যক যে সম্বাদদেওনিয়াকে মাজিষ্ট্রেট্ সাহেবের নিকটে লইয়া যান ও লইয়া গেলে পর মাজিষ্ট্রেট সাহেবের আবশ্যক যে সম্বাদদেওনিয়াকে হলফ্ করাইয়া জোবানবন্দী করিয়া লওন ও আর যে২ জিজ্ঞাসাবাদানুসারে তাঁহারদিগের সম্বাদদেওনিয়ার দেওয়া সম্বাদ সঠিক বোধ হয় তাহা করণের পরে সঠিক বোধ হইলে যে বাটী কি ঘর কিম্বা আবৃত স্থানের মধ্যে লবণ ছাপান থাকে তাহার তালাশীর বিষয়ে সহায়তা করিবার হুকুমের এক ওয়ারিণ্ট অতিনিকটে পোলীসের যে দারোগা থাকে তাহার নামে জারী করেন এবং মাজিষ্ট্রেট সাহেবের আবশ্যক যে এমত২ হুকুম এমত অতিত্বরাতে ও গোপনে করেন যে কোন ব্যক্তি টের না পায় ইতি।—১৮১৯ সা। ১০ আ। ৬০ ধা। ৩ প্র।

মুলের লিখিত বিষয়ের সম্বাদ কোম্পানির চিহ্নিত চাকরভিন্ন আসিষ্টাণ্ট সাহেব কি আড়ঙ্গের কি চৌকীর প্রধান আমলার নিকটে পঁহুছিলে যে তদবীর করিতে হইবেক তাহার কথা।

৯৫। যদি কোন বাটী কি ঘরের দরওয়াজা ভাঙ্গনের আবশ্যক হয় তবে পোলীসের দারোগার কি অন্য কার্য্যকারকের আবশ্যক যে মালগুজারীর বাকী টাকা উসুল করিবার নিমিত্তে ক্রোককরণের বিষয়ে তাহারদিগের কার্য্যোপদেশের অর্থে ইঙ্গরেজী ১৮১৭ সালের ২০ আইনের লিখিত যে সকল হুকুম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে সেই সকল হুকুমমতে কার্য্য করে ইতি।—১৮১৯ সা। ১০ আ। ৬০ ধা। ৪ প্র।

কোন দরওয়াজা ভাঙ্গিবার আবশ্যক হইলে পোলীসের দারোগার যেং হুকুমমতাচরণ করিতে হইবেক তাহার কথা।

৯৬। নিমকের আড়ঙ্গের কি চৌকীর কার্য্যকারকের তালাশীর সকল প্রকারেতে আবশ্যক যে তাহারা যে সাহেবের তাবে হয় তাঁহার হুজুরে আপনার করা তালাশীর সমস্ত বিষয়ের বেওরা কৈফিয়ৎ লিখিয়া পাঠাইয়া দেয় এবং পোলীসের দারোগার আবশ্যক যে আপনার করা তদবীরের বেওরা কৈফিয়ৎ লিখিয়া মাজিষ্ট্রেট সাহেবের হুজুরে পাঠায় এবং নিমকের কার্য্যকারক যে সাহেবের তাবে হয় তাঁহার হুজুরে যে কৈফিয়ৎ পাঠায় তাহা প্রমাণ জানা যাইবার নিমিত্তে তাহাতে আপন মোহর ও দস্তখৎ করে ইতি।—১৮১৯ সা। ১০ আ। ৬০ ধা। ৫ প্র।

নিমকের ও পোলীসের কার্য্যকারকেরা তালাশীর বেওরা তাহারা যে সাহেবদিগের তাবে তাঁহারদিগের নিকটে লিখিয়া পাঠাইবার কথা।

মূলের লিখিত ম তব্যতিরেকে জোর জবরী করিয়া ঘর বাটীআদির ভিত রে যাইতে নিষেধে র কথা।

১৭। জানান যাইতেছে যে নিমকের কারখানার মোতালক সমস্ত কার্য্যকারকদিগের পুনঃ২ নিষেধ করা যাইতেছে যে কোন জনের বাটীঘর কি আবৃত স্থানের মধ্যে তাহাতে লবণ ছাপান আছে শুনিয়া পোলীসের আমলার বিনা সহযোগে আপনং ক্ষমতাক্রমে জোর করিয়া না যায় এবং জানান যাইতেছে যে কোন বাটী কি ঘরের দরওয়াজা প্রকৃতই তাহাতে এক মোনহইতে অধিক বিনানুম তির লবণ থাকনের কৈফিয়ৎ অর্থাৎ বেওরা লেখা ফর্দ্দ দাখিল হই য়া তাহা হলফের দ্বারা প্রমাণ হওনব্যতিরেকে ভাঙ্গা যাইবেক না ও পোলীসের কোন কার্য্যকারককে নিমকের এজেণ্ট সাহেব কি চৌ কীর সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব তাহার স্থানে সহায়তা চাহন কি তাহা করিবার নিমিত্তে তাহার নামে মাজিস্ত্রেট সাহেবের ওয়ারিণ্ট হওন ব্যতিরেকে কোন বাটী কি ঘর কি আবৃত স্থানের তালাশী করিবার সহায়তা করিতে অনুমতি নাহি ইতি।—১৮১৯ সা। ১০ আ। ৬১ ধা।

পোলীসের দা রোগার নিকটে হু কুমনামা ও ওয়া রিণ্ট পঁহুছিবার তা রিখ ও সময় লিখি বার কথা।

১৮। নিমকের কারখানা ও চৌকীর মোতালক যে সকল কার্য্য কারকেরা পোলীসের আমলার সহায়তা চাহিবার হুকুমনামা পো লীসের থানার দারোগাদিগের নিকটে লইয়া যায় তাহারদিগের এবং পোলীসের যে দারোগাদিগের নিকটে ঐ বিষয়ের হুকুমনামা কি ওয়ারিণ্ট পঁহুছে সেই দারোগাদিগের আবশ্যক যে তাহারা যেং সাহেবের তাবে তাঁহারদিগের নিকটে যেং রিপোর্ট পাঠায় তা হাতে এ কথা লিখে যে অমুক তারিখে অমুক সময়ে হুকুমনামা কি ওয়ারিণ্ট পোলীসের দারোগার নিকটে পঁহুছিল ও ঐ তালাশী কর নেতে কিছু বিলম্ব হইলে ঐ কার্য্যকারকদিগের সেই বিলম্বের শরে ওয়ার কৈফিয়ৎ ঐং রিপোর্টেতে লিখিতে হইবেক ইতি।—১৮১৯ সা। ১০ আ। ৬২ ধা।

৮ ধারা।

নিমকসম্পর্কীয় আমলা ও পাইকড় ও নিমক ব্যবসায়ি অন্যান্য লোকেরা অপরাধ করিলে তাহারদের যে জরীমানা লাগিবে তাহা।

নিমকের এজেণ্ট সাহেব ও চৌকীর সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সা হেবদিগের আমলা লোককে রসুমআ দি লইতে নিষেধহ ওনের ও তাহারদি গের লওনের দো ষ সাবুদ হইলে যে

১৯। নিমকের এজেণ্ট সাহেবদিগের ও চৌকীর সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবদিগের তাবে সমস্ত আমলা ও কার্য্যকারক লোককে নিষেধ করা যাইতেছে যে কিছু রসুম কি সেলামি কিম্বা দস্তুরী অথবা নগদে জিনিসে কিছু কোন ওজরে কি বাহানায় কোন মলঙ্গী কি নিমক প্রস্তুত করিতে থাকা কোন লোকের স্থানে না লয় ও যদি ইহা সাবুদ হয় যে নিমকের এজেণ্ট সাহেবের কি চৌকীর সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টে সা হেবের তাবে লোকদিগের কেহ এই নিষেধের অন্যথা কিছু লইয়া ছে তবে তাহা ফিরিয়া দিবার হুকুম হইবেক ও সে লোক আপন কর্ম্মহইতে তগীরহওনের অতিরিক্ত ছয় মাসের অধিক না হয় এমত

যে মিয়াদ মাজিষ্ট্রেট্ সাহেব তাহার অপরাধের উপযুক্ত বুঝেন সেই মিয়াদে কয়েদহওনের যোগ্য হইবেক এবং অসঙ্গতরূপে নগদে কি জিনিসে যত টাকা লইয়া থাকে তাহার কিম্মতের বদলে পাঁচশত টাকার অধিক না হইয়া যত জরীমানা তাহার অপরাধের উপযুক্ত হয় তত করিয়া দিবার যোগ্য হইবেক ও মলঙ্গী লোককে দাদনীর টাকা দেওনের ভারাক্রান্ত যেং কার্য্যকারক কোন বাহানায় অথবা কোন প্রকারে দাদনীর সমুদয় কি কতক টাকা আপনি তসরুফ করে কিম্বা কোন মলঙ্গী কি লবণ প্রস্তুত করিতে নিবিষ্ট ও মোতালক থাকা অন্য কোন লোকের স্থানে প্রকৃতার্থে সে যত টাকা পাইয়াছে তাহাহইতে অধিক টাকা পাইবার রসীদ কি অন্য দস্তাবেজ তলব করে কিম্বা লেখাইয়া লয় তাহারদিগেরো সহিত উপরের লিখিত হুকুম সম্পর্ক রাখিবেক ইতি।—১৮১৯ সা। ১০ আ। ৬৩ ধা।

দণ্ড হইবেক তাহার কথা।

১০০। সরকারী লবণের কোন গোলা কি গোলাঘর কি তাহা রাখিবার অন্য স্থান যে কার্য্যকারকদিগের জিম্মা থাকে তাহারা যদি ঐ গোলাতে কি গোলাঘরেতে কিম্বা স্থানে দাখিল হওয়া লবণের কিছু আপনারা তসরুফ করে কিম্বা তাহারা যে এজেণ্ট সাহেবের তাবে তাঁহার বিনাহুকুমে জানিয়া শুনিয়া গোলা কি গোলাঘরহইতে ঐ লবণের মধ্যহইতে কিছু কোন জনকে লইতে কিম্বা ঐ সাহেব যে পরিমাণের হুকুম দেন্ তাহাহইতে অধিক লবণ ঐ গোলা কি গোলাহইতে লইতে দেয় অথবা প্রকৃতার্থে গোলায় কি গোলাঘরে যত লবণ দাখিল হয় জানিয়া শুনিয়া তাহার অধিক দাখিলহওনের রসীদ লিখিয়া দেয় তবে সে সমস্ত কার্য্যকারকেরা চুরীর অপরাধক রণিয়াদিগের মধ্যে গণ্য হইয়া তাহারদিগের অপরাধ ফৌজদারী আদালতের সাহেবের হুজুরে সাবুদ হইলে ঐ অপরাধের নিমিত্তে নিরূপণহওয়া শাস্তি পাওনের যোগ্য হইবেক ইতি।—১৮১৯ সা। ১০ আ। ৬৪ ধা।

যে কার্য্যকারকদিগের উপর আপনারদিগের জিম্মা থাকা গোলা কি গোলাঘরে দাখিল হওয়া লবণ আপনারা তসরুফকরণের অপরাধ সাবুদ হয় তাহারদিগের যে শাস্তি হইবেক তাহার কথা।

১০১। নিমকের এজেণ্ট সাহেব ও চৌকীর সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবদিগের আবশ্যক যে কোন কার্য্যকারককে যে ভারানুসারে সরকারী টাকা কিম্বা লবণ কি সরকারের অথবা লোকদিগের অন্য বস্তুর রক্ষণাবেক্ষণ করিতে হয় তাহার নিযুক্তকরণের কাল কিম্বা চৌকীর দারোগগী কি মুহরিরগিরী কর্ম্মেতে কোন জনকে মোকররকরণের সময়ে তাহার স্থানে পরমিট ও আফীন ও নিমকের বোর্ডের সাহেবেরা যত টাকা তাইনে হুকুম করেন্ তত টাকা তাইনে হাজির জামিন ও মালজামিনরূপে দুই জন মাতবর জামিন তলব করেন্ ও যাহারা এক্ষণে ঐ সকল ভারে মোকরর্ আছে ও জামিনী দাখিল না করিয়া থাকে তাহারদিগের আবশ্যক যে পরমিট ও আফীন ও নিমকের বোর্ডের সাহেবেরা যে মিয়াদ উপযুক্ত বুঝিয়া নিরূপণ করেন্ সেই মিয়াদের মধ্যে উপরের লিখিত মত জামিনী দাখিল করে ও তাহা দাখিল না করিলে তাহারা আপনং কর্ম্মহইতে তগীরহওনের যোগ্য হইবেক ইতি।—১৮১৯ সা। ১০ আ। ৬৫ ধা।

নিমকের কার্য্যের মোতালক যেং কার্য্যকারকের প্রতি সরকারী টাকা কি অন্য বস্তু রক্ষণাবেক্ষণের ভার হয় তাহারদিগের স্থানে যে জামিনী তলব হইবেক তাহার কথা।

দারোগারা বিনানুমতির লবণের কারবার হইতে দেখিয়া শুনিয়া তাচ্ছল্য করিলে যে দণ্ডের যোগ্য হইবেক তাহার কথা।

দারোগা বিনানুমতিতে চৌকী ছাড়া হওনমতে তাহার রাখা লোক তাচ্ছল্য করিলেও ঐ দণ্ডের যোগ্য হইবার কথা।

১০২। যদি নিমকচৌকীর কোন দারোগার উপর এমত সাবুদ হয় যে বিনানুমতিতে লবণের কারবার হইতেছে ইহা দেখিয়া শুনিয়া তাচ্ছল্য করিয়াছে তবে তাহাকে দারোগগী কর্ম্ম হইতে তগীরকরণের অতিরিক্ত তাহার জামিনীর লিখিত টাকা সরকারে লওয়া যাইবেক এবং তাহার চৌকীর সম্মুখ দিয়া যত লবণ যাইয়া থাকে তাহার প্রতি মোনেতে ১০ দশ টাকা করিয়া জরীমানা তাহার দিতে হইবেক এবং ছয় মাসের অধিক না হয় এমত যে মিয়াদ তাহার কসুরের ভাবদৃষ্টে উপযুক্ত হয় সেই মিয়াদে দেওয়ানী জেলখানাতে কয়েদথাকনের যোগ্য হইবেক ও যদি কোন দারোগা অনুমতি বিনা আপন চৌকী ছাড়া হইয়া আর কোন লোককে ঐ চৌকীতে রাখিয়া থাকে ও সেই লোকের উপর বিনানুমতিতে লবণের কারবার হইতে দেখিয়া শুনিয়া তাচ্ছল্য করা সাবুদ হয় তবে তাহাতেও ঐ দারোগার এই ধারার লিখিত দণ্ড ও প্রতিফল হইবেক ইতি।—১৮১৯ সা। ১০ আ। ৬৬ ধা।

লোকেরা বিনানুমতিতে লবণের দাদনী কি তাহা খরীদ করিলে যে প্রতিফল পাইবেক তাহার কথা।

১০৩। যদি এমত সাবুদ হয় যে লবণের পাইকাড় লোক কি অন্য খরীদার লোকেরা বিনানুমতিতে লবণ প্রস্তুত করিয়া দিবার কি পাইবার নিমিত্তে মলঙ্গী লোককে কি নিমকের মোতালক আমলা কি অন্যং লোককে দাদনী করিয়াছে কিম্বা ঐ মলঙ্গী কি আমলাও গয়রহের স্থানে অসঙ্গতরূপে লবণ খরীদ করিয়াছে কি লইয়াছে তবে তাহারা যত লবণ পাইবার নিমিত্তে দাদনী দিয়া কি খরীদ করিয়া কি পাইয়া থাকে তাহার ফি মোন ১০ দশ টাকা করিয়া জরীমানা তাহারদিগের দিতে হইবেক ও সে লবণ যদি ক্রোক হয় তবে তাহা জব্দ হইবেক ইতি।—১৮১৯ সা। ১০ আ। ৬৭ ধা।

নিমকের সিরিশ্তার মোতালক আমলা ও চাকরলোক যে মতেতে কয়েদহওনের যোগ্য হইবে তাহার কথা।

জরীমানার সংখ্যা নিরূপণের কথা।

কয়েদের মিয়াদের কথা।

১০৪। যদি নিমকের কার্য্যের মোতালক কোন আমলা কি চাকর মলঙ্গী লোকের কি নিমকের কার্য্যের মোতালক অন্য কোন লোকের স্থানে গোপনে কোন বাহানায় কি অন্য প্রকারেতে সরকারের তরফ হইতে প্রস্তুত না হওয়া লবণ লয় কিম্বা নিজের লাভের নিমিত্তে অসঙ্গতরূপে পোশ্তানী করায় অথবা জানিয়া শুনিয়া অন্যের লাভের নিমিত্তে পোশ্তানী করিতে দেয় তবে এরূপে যত লবণ পাইয়া কি পোশ্তানী করাইয়া থাকে তাহা জব্দের যোগ্য হইবেক ও ঐ আমলা কি চাকরের আপন পাওয়া কি পোশ্তানী করাণ লবণের ফি মোন সিক্কা ১০ দশ টাকা করিয়া জরীমানা দিতে হইবেক ও তদ্ব্যতিরিক্ত ঐ আমলা কি চাকর ছয় মাসের অধিক না হয় এমত যে মিয়াদ আদালতের সাহেব উপযুক্ত বুঝেন্ সেই মিয়াদে কয়েদহওনের যোগ্য হইবেক ইতি।—১৮১৯ সা। ১০ আ। ৬৮ ধা।

৬৬ ধারানুসারে দারোগার কসুর সাবুদ হইলে মুহ

১০৫। যদি নিমকচৌকীর কোন দারোগার ৬৬ ধারার লিখিত জরীমানা হয় তবে সেই চৌকীর মুহরিরো দারোগার সহিত সে সাজস ও যোগ করিয়া তাচ্ছল্য করিয়াছে জাহির হইয়া বিনানুম

তিতে চালানহওয়া লবণের ফি মোন সিক্কা ২।৷৹ দুই টাকা আট আনা করিয়া জরীমানা হইবেক যদি এমত সাবুদ না হয় যে ঐ মুহুরির অনুমতিক্রমে বিদায় হইয়া যাওনহেতুক ঐ প্রকরণহওনের সময়ে আপন কর্ম্মস্থানে ছিল না কিম্বা ঐ প্রকরণ হইতেছে জানিতে পাইবামাত্র তৎক্ষণাৎ তাহার সমাচার সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের হুজুরে দিয়াছে এবং লবণ ক্রোকহওনের নিমিত্তে পুরা চেষ্টা ও উদ্যোগ করিয়াছে কিম্বা কোন বিশিষ্ট হেতুপ্রযুক্ত এমত উপায় করিতে পারে নাহি ইতি।—১৮১৯ সা। ১০ আ। ৬৯ ধা।

রিরেরো জরীমানা হইবেক।

জরীমানার সংখ্যা।

১০৬। জানান যাইতেছে যে সরকারের তরফহইতে লবণ প্রস্তুত করিবার নিমিত্তে যে সকল মলঙ্গী ও অন্যং লোকেরা দাদনী পাইয়া থাকে তাহারা যদি অসঙ্গতরূপে বিক্রয় কি বদল কি অন্য প্রকার করিয়া লবণ তসরুফ করে তবে তাহারা ঐ সকল ক্রিয়া করা সাবুদ হইলে উপরের লিখিত প্রকারেতে আপনারদিগের তসরুফকরা লবণের ৮২ বিরাশী সিক্কার ওজনী সেরের ফি মোন ৪ চারি টাকা করিয়া জরীমানাদেওনের যোগ্য হইবেক ও সে লবণ জব্দ হইবেক ও ঐ জরীমানার অতিরিক্ত তাহারা তিন মাসের অধিক না হয় এমত মিয়াদে কয়েদথাকনের যোগ্য হইবেক ইতি।—১৮১৯ সা। ১০ আ। ৭০ ধা।

মলঙ্গীলোক লবণ তসরুফ করিলে তাহারদিগের যে দণ্ড হইবেক তাহার কথা।

৯ ধারা।

লবণ ক্রোক্‌করণবিষয়ে আমলারদের পরাক্রম ও ক্ষমতা নির্দ্দিষ্টকরণবিষয়ক বিধি।

১০৭। এই আইনের লিখিত হুকুমমতে ক্রোক ও জব্দের যোগ্য লবণ ও অন্যং বস্তু ক্রোক করিতে সাবেক দস্তুরমতে ও আপনং ভারক্রমে নিমকের এজেণ্ট সাহেবদিগের ও নিমকচৌকীর সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবদিগের ও তাঁহারদিগের কোম্পানি বাহাদুরের চিহ্নিত চাকর ও তদ্ভিন্ন আসিষ্টাণ্ট সাহেবদিগের ক্ষমতা থাকিবেক কিন্তু শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হুজুর কৌন্সেলহইতে ঐ ক্ষমতা জিলা ওশহরের মাজিষ্ট্রেট সাহেবদিগের ও ভূমির মালগুজারী তহসীলের কালেক্টর সাহেবদিগের ও আবকারী মহালের কর্ম্মের ভার যে সাহেব লোকের প্রতি থাকে তাঁহারদিগের ও পরমিটের মামুলের কালেক্টর সাহেব লোকের ও তাঁহারদিগের নায়েব সাহেবদিগের ও আফীনের এজেণ্ট সাহেবদিগের ও তাঁহারদিগের নায়েব সাহেবলোকের ও ঐ সকল সাহেবলোকের তাবে কার্য্যকারকদিগের মধ্যে যাঁহাকে দেওয়া বিহিত বুঝেন্ তাঁহাকে দিতে পারিবেন ইতি।—১৮১৯ সা। ১০ আ। ৭১ ধা। ১ প্র।

যে সাহেবদিগের লবণ ক্রোককরণের ক্ষমতার্পণ হইল তাহার কথা।

১০৮। কোম্পানি বাহাদুরের চিহ্নিত চাকরভিন্ন বিলায়তী ইঙ্গরেজ কিম্বা এদেশী যে সকল কার্য্যকারকেরা এই আইনানুসারে আ

নিমকের এজেণ্ট ও চৌকীর সুপ

রিন্টেণ্ডেণ্ট সাহেব দিগের সম্বাদ দিবার কথা।

পনারদিগের পাওয়া ক্ষমতাক্রমে কিম্বা শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে হওয়া বিশেষ হুকুমমতে কোন লবণ ক্রোক করেন্ সে সমস্ত কার্য্যকারকদিগের ক্রোককরণের পর ইঙ্গরেজী ২৪ ঘড়ী অর্থাৎ বাঙ্গলা আটপ্রহরের মধ্যে তাহার সম্বাদ সমুদয় বেওরা কৈফিয়ৎ লিখিয়া তাঁহারা যে সাহেবদিগের তাবে সেই সাহেবদিগের নিকটে পাঠাইতে হইবেক ও যে২ মাজিষ্ট্রেট্ সাহেব কি অন্য কার্য্যকারকের নিকটে ঐ ক্রোকের সমাচার পঁহুছে তৎক্ষণাৎ তাঁহারদিগের সে সম্বাদ নিমকের যে এজেণ্ট সাহেবের কি নিমকের চৌকীর সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের তহবীলে ক্রোকহওয়া সমুদয় লবণ থাকিবেক তাঁহার নিকটে দিতে হইবেক ইতি।—১৮১৯ সা। ১০ আ। ৭১ ধা। ২ প্র।

যে সকল লোককে অনুমতি পাওন বিনা লবণ ক্রোক করিতে নিষেধ হইল তাহার কথা।

১০৯। যেহেতুক কেবল এজেণ্ট সাহেবদিগের ও তাঁহারদিগের কার্য্যকারকদিগের ও নিমক চৌকীর কার্য্যকারকদিগের ও পরমিট ও আফীন ও নিমকের বোর্ডের সাহেবলোকের তাবে নিমকের কর্ম্মের মোতালক কার্য্যকারকলোকের কোন লবণ কি বিনানুমতিতে প্রস্তুত কি আমদানী কি রফ্তানী কিম্বা বিক্রয় হওয়া নিশ্চয় জানিলে কি সন্দেহ হইলে তাহা আপন২ ক্ষমতা ও ভারানুসারে ক্রোক করিবার ক্ষমতা হইল অতএব জানান যাইতেছে যে উপরের লিখিত কার্য্যকারক লবণ ক্রোক করিতে পারিবেন না কিন্তু যদি শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে কোন লবণ ক্রোক করিতে বিশেষ অনুমতি পান তবে তাহা ক্রোক করিতে পারিবেন ইতি।—১৮১৯ সা। ১০ আ। ৭২ ধা।

মুলের লিখিত কার্য্যকারকেরা বিনানুমতিতে লবণ আমদানী হওনের সম্বাদ পাইলে তাহার সম্বাদ নিকটে থাকা নিমকের আমলা ও মাজিষ্ট্রেট্ সাহেবকে দিবার কথা।

১১০। জিলা কি শহরের যে কোন মাজিষ্ট্রেট্ সাহেব কি মালগুজারী তহসীলের যে কালেক্টর সাহেব কি আবকারী মহালের কার্য্যভারাক্রান্ত যে সাহেব অথবা পরমিটের যে কালেক্টর সাহেব কি তাঁহারদিগের নায়েব সাহেব শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে লবণ ক্রোক করিবার অনুমতি পাইয়া থাকেন তাঁহার তাবে এদেশী কোন আমলা বিনানুমতিতে কোম্পানি বাহাদুরের সরকারের শাসিত দেশের মধ্যে সরকারের তরফহইতে সুবে বাঙ্গালা ও উড়িষ্যার মধ্যের প্রস্তুত হওয়া লবণভিন্ন কোন লবণ আমদানীহওনের কিম্বা রওয়ানা কি ছাড়চিঠী কি ছাড়িয়া দিবার অন্য চিঠীব্যতিরেকে কিছু লবণ লইয়া যাওনের অথবা সরকারের বিনানুমতিতে মলঙ্গী লোক কি অন্য২ লোক অপর লোকের লাভের নিমিত্তে সরকারী খালাড়ীতে কিছু লবণ প্রস্তুতকরণের কিম্বা অন্য২ লোকের নিজের কি পরের লাভার্থে লবণ পোখ্তানী করিবার নিমিত্তে করা কোন খালাড়ীতে লবণ প্রস্তুতহওনের সন্ধান পাইলে ঐ আমলার তৎক্ষণাৎ তাহার সমাচার নিমকের সিরিশ্তার মোতালক যে আমলা অতিনিকটে থাকে ও বিনানুমতির লবণ ক্রোককরণের ক্ষমতা রাখে সেই আমলার নিকটে ও আপনি

মুলের লিখিত কার্য্যকারকেরা কেবল সম্বাদ দিতে ও

যে মাজিষ্ট্রেট সাহেব কি অন্য কার্য্যকারক সাহেবের তাবে থাকে তাঁহাকে দিবেক ও নীচের লিখিত অন্যং হুকুমমত কার্য্য করিবেক যদি ঐ লবণের সঙ্গে রওয়ানা কি চালান কি ছাড়চিঠী কিম্বা তাহা ছাড়িয়া দিবার অন্য চিঠী থাকে তবে ঐ আমলা কেবল নিকটে থাকা নিমকের সিরিশ্তার মোতালক আমলাকে ও আপনি যে সাহেবের তাবে হয় তাঁহাকে সমাচার দিতে ও যে সাহেবের তাবে হয় সেই সাহেব হুকুম করিলে কিম্বা নিমক পোখ্তানীর কার্য্যকারকেরা চাহিলে সহায়তা করিতে পারিবে ও প্রথমত আপন ক্ষমতাক্রমে লবণ ক্রোক করিতে কি ধরিতে পারিবেক না কিন্তু যদি ঐ লবণ রওয়ানা কি চালান কি ছাড়চিঠী কি তাহা ছাড়িয়া দিবার অন্য চিঠী সঙ্গে থাকনবিনা পায় তবে তাহা ক্রোক করিতে পারিবেক ও তৎক্ষণাৎ ঐ ক্রোকের সমাচার সে যে সাহেবের তাবে তাঁহার ও নিকটে থাকা চৌকীর আমলার নিকটে পাঠাইবেক আর যদি নিমকের কারখানার মোতালক কার্য্যকারক লোক সেওয়ায় সরকারের এদেশী কোন কার্য্যকারক লবণ ক্রোক করিবার অনুমতি পাওনবিনা তাহা ক্রোক করে কিম্বা যদি নিমকের কারখানার মোতালক কার্য্যকারক লোক সেওয়ায় সরকারের কোন কার্য্যকারকেরা লবণ ক্রোক করিবার অনুমতি পাইয়া রওয়ানা কি চালান কি ছাড়চিঠী কিম্বা ছাড়িয়া দিবার অন্য চিঠী সঙ্গে থাকা কোন লবণ ক্রোক করে তবে আপন কর্ম্মহইতে তগীরহওনের যোগ্য হইবেক ও তাহারদিগের নামে দেওয়ানী আদালতে ঐ লবণের মালিক কিম্বা রাখনিয়ার তরফহইতে খেসারতের বদল বুঝিয়া পাইবার নিমিত্তে নালিশ হইতে পারিবেক ইতি।—১৮১৯ সা। ১০ আ। ৭৩ ধা।

দরখাস্তমতে সহায়তা করিতে পারিবার কথা।

মুলের লিখিত কার্য্যকারক দিগের এই ধারার অন্যাত করিলে যে দণ্ড হইবেক তাহার কথা।

১১১। নিমক পোখ্তানীর এজেণ্ট সাহেবদিগের ও নিমক চৌকীর সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবদিগের ক্ষুদ্র আমলালোকের ও পরমিট ও আফীন ও নিমকের বোর্ডের সাহেবদিগের খাস হুকুমের তাবে আমলাদিগের ও আরং হররকম তাবে আমলালোকের কর্ত্তব্য যে লবণ ক্রোক করিলে বিনাবিলম্ব ও গাফিলীতে ও যত শীঘ্র হইতে পারে ঐ ক্রোকের বেওরা আপনং মুনিবের নিকটে লিখিয়া পাঠায় ও যদি ঐ আমলালোক লবণ ক্রোক করিয়া তাহার বেওরা লিখিয়া না পাঠায় কি পাঠাইতে অসঙ্গত বিলম্ব করে ও সে লবণ জব্দ না হয় তবে লবণের মালিক তাহারদিগের নামে খেসারৎ ধরিয়া পাওনের দাওয়ায় আদালতে নালিশ করিতে পারিবেক এবং তাহারা আপন কর্ম্মহইতে তগীরহওনের যোগ্য হইবেক এবং সে লবণ জব্দ হইলেও ঐ আমলারা তগীরহওনের যোগ্য হইবেক ও লবণ ক্রোককরণের ফলে যে ইনাম তাহারা পাইতে পারিত তাহা সরকারে দাখিল হইবেক ইতি।—১৮১৯ সা। ১০ আ। ৭৪ ধা।

ক্ষুদ্র আমলাদিগের লবণ ক্রোকের বেওরা অবিলম্বে আপনং মুনিবকে লিখিয়া পাঠাইতে হইবার কথা।

লবণ ক্রোকের বেওরা লিখিয়া না পাঠাইলে কি পাঠাইতে বিলম্ব করিলে দণ্ড হইবার কথা।

১১২। নিমকের কার্য্যের মোতালক সমস্ত ক্ষুদ্র আমলাকে নিষেধ করা যাইতেছে যে তাহারা যে লবণ ক্রোক করে তাহা নিমক পোখ্তা

সমস্ত ক্ষুদ্র আমলালোককে ক্রোক

করা লবণ মূলের লিখিত সাহেবদিগের অনুমতিবিনা ছাড়িয়া দিতে নিষেধ হইবার কথা।

নীর এজেণ্ট সাহেবদিগের কি নিমকচৌকীর সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবদিগের কি পরমিট ও আফীন ও নিমকের বোর্ডের সাহেবদিগের অনুমতি পাওনবিনা ছাড়িয়া না দেয় ও ক্ষুদ্র আমলার মধ্যে কেহ এ ধারার নিষেধের অন্যমতাচরণ করিলে সে আপন কর্ম্মহইতে তগীর হইবেক ও যত লবণ ছাড়িয়া দিয়া থাকে তাহার ফি শত মোন সিক্কা ২৫০ আড়াই শত টাকা করিয়া জরীমানা দিবার যোগ্য হইবেক ইতি।—১৮১৯ সা। ১০ আ। ৭৫ ধা। ১ প্র।

নিমকের এজেণ্ট সাহেব ও চৌকীর সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব জব্দের যোগ্য না বুঝিলে ক্রোক হওয়া লবণ ছাড়িয়া দিবার কথা।

১১৩। নিমকপোখ্তানীর এজেণ্ট সাহেবলোককে ও নিমকচৌকীর সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবদিগেকে ক্ষমতা দেওয়া যাইতেছে যে তাঁহারদিগের তাবে আমলালোক যে লবণ ক্রোক করিয়া থাকে কি মাজিষ্ট্রেট্ সাহেবলোক ও অন্য২ সাহেবলোক যে লবণ ক্রোক করিয়া নিমকের কার্য্যের মোতালক আমলার জিম্মা করিয়া থাকেন সে লবণ তজবীজের কালে জব্দের অযোগ্য বুঝিলে ছাড়িয়া দিতে পারিবেন ইতি।—১৮১৯ সা। ১০ আ। ৭৫ ধা। ২ প্র।

যেমতে মূলের লিখিত মাজিষ্ট্রেট্ সাহেবআদি ক্রোকহওয়া লবণ ছাড়িয়া দিতে পারিবেন তাহার কথা।

১১৪। মাজিষ্ট্রেট্ সাহেব কি মালগুজারীর কালেক্টর সাহেব কি পরমিটের কালেক্টর সাহেব কি তাঁহারদিগের নায়েবসাহেব কিম্বা আবকারী মহালের কার্য্যভারাক্রান্ত সাহেব কি আফীনের এজেণ্ট সাহেব কিম্বা তাঁহারদিগের নায়েব সাহেবের আমলার দ্বারা অথবা তাঁহারদিগের হুকুমে লবণ ক্রোক হইয়া তাহা নিমকের কার্য্যের মোতালক আমলার জিম্মাকরণের পূর্ব্বে ঐ লবণ মিথ্যা সমাচারানুসারে ক্রোক হইয়াছে ও জব্দের যোগ্য নহে বুঝিলে তাহা ঐ সাহেবেরা ছাড়িয়া দিতে পারিবেন এমত ক্ষমতা দেওয়া যাইতেছে ইতি।—১৮১৯ সা। ১০ আ। ৭৫ ধা। ৩ প্র।

মাজিষ্ট্রেট্ সাহেবেরা মূলের লিখিত বিষয়ের কৈফিয়ৎ নিমকের এজেণ্ট ও চৌকীর সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবদিগের নিকটে পাঠাইবার কথা।

১১৫। মাজিষ্ট্রেট্ সাহেবদিগের পোলীসের আমলালোকের তাঁহারদিগের নিকটে দেওয়া এত্তেলার বেওরা লেখা কৈফিয়ৎ এবং নিমকের কার্য্যের মোতালক আমলা কি লবণ ক্রোক করিতে ক্ষমতা পাওয়া অন্য২ কার্য্যকারকের পোলীসের আমলার নিকটে সহায়তার নিমিত্তে করা দরখাস্তের কথাসম্বলিত কৈফিয়ৎ যেমতে অতি উপযুক্ত জানেন সেই মতে নিমকের এজেণ্ট সাহেব কি চৌকীর সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের নিকটে পঁহুছাইতে হইবেক ইতি।—১৮১৯ সা। ১০ আ। ৭৬ ধা।

১০ ধারা।

লবণে দ্রব্যান্তর মিশ্রিতকরণ নিবারণার্থ বিধি।

লবণে দ্রব্যান্তর মিশাল করিলে যে দণ্ড হইবেক তাহার কথা।

১১৬। জানান যাইতেছে যে যদি কোন গোলাতে কি দোকানে কিম্বা অন্য স্থানেতে খারী নুন কি কুলঙ্গারী নুন কিম্বা পকওয়া নুন অথবা মন্দ ও তিক্ত অন্য কোন রকম নুন মিশালকরা কোন খাদ্য

লবণ পাওয়া যায় তবে তাহা জব্দ করিয়া লোপ করিয়া দেওয়া যাইবেক ও লবণের যে কোন গোলদার কিম্বা অন্য ব্যক্তি থাকে কি খুজরা লবণ বিক্রয় করে সে যদি লবণে ঐ সকল নুন মিশাইয়া তাহা কদর্য্য করে কিম্বা এ প্রকার মিশাল ও কদর্য্য করা লবণ জানিয়া শুনিয়া বিক্রয় করে তবে তাহার এ প্রকার মিশাল ও কদর্য্য করা যত লবণ পাওয়া যায় তাহার ৮২ বিরাশী সিক্কার ওজনী সেরের মোনকরা ১০ দশ টাকা করিয়া জরীমানা হইবেক ও ঐ জরীমানার টাকা নীচের লিখিত প্রকারেতে উসুল করা যাইবেক ইতি।—১৮১৯ সা। ১০ আ। ৭৭ ধা।

মাজিষ্ট্রেট সাহেব লবণ মিশ্রিতহও নাদির তদন্ত করিবার কথা।

১১৭। জানান যাইতেছে যে এই আইনানুসারে যে সকল কার্য্যকারকেরে লবণ ক্রোক করিবার ক্ষমতা দেওয়া গেল সেই সকল কার্য্যকারকের তরফহইতে উপরের লিখিত প্রকারে মিশালকরা লবণ ক্রোক হইবেক ও তাহা ক্রোক করিবামাত্র ঐ কার্য্যকারকেরা তাহার বেওরা কৈফিয়ৎ যে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের হুকুমের তাবে সরহদ্দেতে ক্রোক হয় সেই মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকটে লিখিয়া পাঠাইবেন ও সেই মাজিষ্ট্রেট সাহেব ঐ কৈফিয়ৎ পাওনের পরে অবিলম্বে তাহার সরাসরী তজবীজ করিয়া মিশালকরা হওনহেতুক জব্দের যোগ্য বুঝিলে ঐ লবণ জব্দ করিবেন ও ঐ২ কর্ম্ম যে করিয়া থাকে তাহার উপর উপরের ধারার নিরূপিত জরীমানা দিবার হুকুম দিবেন ও তাহা দাখিল না করিলে তাহার ছয় মাসের অধিক না হয় এমত মিয়াদে দেওয়ানী আদালতের জেলখানাতে কয়েদ থাকনের হুকুম দিবেন ইতি।—১৮১৯ সা। ১০ আ। ৭৮ ধা।

লবণ মিশালকরা বটে কি না ইহার তদন্ত জানা যাইবার কথা।

১১৮। খারী নুন কি উপরের লিখিত প্রকার অন্য কোন নুন মিশ্রিত হওনহেতুক লবণ ক্রোক হওনের মোকদ্দমাতে মাজিষ্ট্রেট সাহেবদিগের আবশ্যক যে অবিলম্বে তাহা মিশালকরা বটে কি না ইহার তদন্ত ও তহকীক ডাক্তর সাহেবের বিবেচনার দ্বারা কিম্বা মাতবর যে২ গোলদারেরা তাহা ঠাহরাইতে ও চিনিতে পটু হয় তাহারদিগের নিকটে পাঠাইয়া করেন অথবা তাহার যথার্থ বৃত্তান্ত জানা যাইবার নিমিত্তে অন্য যে প্রকার করা উপযুক্ত হয় তাহা করেন ইতি।—১৮১৯ সা। ১০ আ। ৭৯ ধা।

জব্দহওয়া লবণের মালিক এক মাসের মধ্যে নালিশ করিতে পারিবার কথা।

মুলের লিখিতমতে হুকুম জারী না হইবার কথা।

১১৯। যদি লবণের মালিক তাহা জব্দ হইবার হুকুমেতে নারাজ হইয়া তৎক্ষণাৎ জরীমানা দিবার ও যে আমলা লবণ ক্রোক করিয়া থাকে তাহার নামে আপন হওয়া খেসারৎ ধরিয়া পাওনের দাওয়ায় নীচের লিখিতমতে এক মাসের মধ্যে দেওয়ানী আদালতে নালিশ করিবার অর্থে মাতবর জামিন দেয় তবে এমতে মাজিষ্ট্রেট সাহেব আপন হুকুম জারী ও আর সমস্ত তদবীর করা মৌকুফ রাখিবেন ও যদি লবণের মালিক তাহা জব্দের হুকুম হওনের তারিখ হইতে এক মাসের মধ্যে নালিশ না করে তবে মাজিষ্ট্রেট সাহেব

আর বিলম্ব না করিয়া তাহার জামিনের স্থানে জরীমানার টাকা লইবেন ও অন্যরূপে জব্দের হুকুম জারী করিবেন ইতি।—১৮১৯ সা। ১০ আ। ৮০ ধা।

জামিন লইবার মতের কথা।

১২০। খারী নুন কি উপরের লিখিত অন্য কোন প্রকার নুন মিশালকরা হওনহেতুতে ক্রোক হওয়া কোন লবণের মালিক যদি উপরের ধারার নিরূপিত জরীমানার টাকা দিবার বাবৎ জামিন দিতে অশক্ত হয় তবে মাজিষ্ট্রেট্ সাহেবের উচিত যে সে লোক মোকদ্দমার নিষ্পত্তি না হওনপর্য্যন্তের কি উপরের ধারার নিরূপিত মিয়াদের মধ্যে নালিশ করিবার নিমিত্তে জামিন দিতে পারে না ইহা তহকীক জানা গেলে তাহার স্থানে হাজিরজামিন লন্ ও তাহার লবণ ক্রোক রাখেন ইতি।—১৮১৯ সা। ১০ আ। ৮১ ধা।

অন্যায়রূপে লবণ ক্রোক হইলে তাহার মালিক আপন খেসারৎ ধরিয়া পাইবার কথা।

১২১। যদি ইহা জানা যায় যে সরকারের কার্য্যকারকদিগের দ্বারা অসঙ্গতরূপে লবণ ক্রোক ও জব্দ হইয়াছে তবে তাহাতে লবণের মালিক নিরূপিত দাঁড়ামতে দেওয়ানী আদালতে নালিশ করিলে তাহার লবণ ক্রোক ও জব্দ হওয়াতে হওয়া খেসারৎ ও খরচা ঐ কার্য্যকারকের স্থানে ধরিয়া পাইবেক ইতি।—১৮১৯ সা। ১০ আ। ৮২ ধা।

অসঙ্গত নালিশ করিলে অতিশয় জরীমানা লওয়া যাইবার কথা।

এমতং মোকদ্দমার ডিক্রীর উপর চলিত আইনানুসারে আপীল হইতে পারিবার কথা।

১২২। আদালতের সাহেব যদি নিশ্চয় ইহা বুঝেন্ যে জব্দহওনের প্রতি আপত্তিকরণের প্রকৃত কোন হেতু ছিল না ও ফরিয়াদী কালহরণের ও আসামীকে ক্লেশ দিবার জন্যে নালিশ করিয়াছে তবে ঐ সাহেবের ক্ষমতা আছে যে এই আইনের ৭৭ ধারার লিখিত ১০ দশ টাকা হিসাবে জরীমানার বদলে ফি মোন ১৫ পনরো টাকা হিসাবে জরীমানা মোকরর্ করেন ও এই ডিক্রীর ও এ মতং মোকদ্দমার সমস্ত ডিক্রীর উপর তাহার নালিশ নিরূপিত দাঁড়ামতে হইয়া থাকিলে আপীলের নিমিত্তে নিরূপণ হওয়া হুকুমের মতে মফঃসল কোর্ট আপীলে ও সদর দেওয়ানী আদালতে আপীল হইতে পারিবেক ইতি।—১৮১৯ সা। ১০ আ। ৮৩ ধা।

মোকদ্দমা নিষ্পত্তি না হওনপর্য্যন্ত লবণ ক্রোক থাকিবার কথা।

১২৩। যদি লবণ জব্দহওনের হুকুম রদ করাইবার নিমিত্তে নালিশ হয় তবে যাবৎ চূড়ান্ত ডিক্রী না হয় তাবৎ সে লবণ ক্রোক থাকিবেক ইতি।—১৮১৯ সা। ১০ আ। ৮৪ ধা।

উপরের ৭৭ ধারার লিখিত হুকুম অন্যং প্রকারেরো সহিত সম্পর্ক রাখিবার কথা।

১২৪। জানান যাইতেছে যে উপরের ৭৭ ধারার লিখিত যে সকল হুকুম খাদ্য লবণে খারী নুন কি অন্য কোন প্রকার মন্দ ও তিক্ত লবণ মিশ্রিতহওনের বিষয়ে নির্দিষ্ট হইল সেই সকল হুকুম বালম্বা কি সালম্বা লবণ কি সরকারের তরফহইতে বিক্রয়হওয়া অথবা ইঙ্গরেজী ১৮১৭ সালের ১৫ আইনের অনুসারে সমুদ্রপথে

আমদানী হওয়া লবণভিন্ন অন্য কোন লবণ মিশাল করা যে সকল পাঙ্গা লবণ সুবে বাঙ্গালা ও বেহার ও উড়িষ্যার মধ্যেতে পাওয়া যায় তাহারো সহিত সম্পর্ক রাখিবেক কিন্তু যদি কোন লোক উত্তর কালে জানিয়া শুনিয়া উপরের লিখিত প্রকারের কোন লবণ বিক্রয় করে কিম্বা জানিয়া শুনিয়া আপনার স্থানে রাখে তবে তাহা সর কারে জব্দহওনের অতিরিক্ত ঐ কসুরকরণিয়া লোকের ঐ লবণের ৮২ বিরাশী সিক্কার ওজনী সেরের ফিমোন খারী নুন কি অন্য কোন মন্দ ও তিক্ত লবণ মিশালকরা লবণ পাওয়া যাওনের প্রকারেতে ৭৭ ধারার নির্দ্ধারিত ১০ দশ টাকা করিয়া জরীমানার বদলে ৫ পাঁচ টাকা করিয়া জরীমানা দিতে হইবেক কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে এই ধারার নিরূপণ করিয়া লেখা প্রকারের কোন লবণ জব্দ হইলে তাহা নষ্ট না করা গিয়া সুবে বাঙ্গালা ও বেহার ও উড়িষ্যার সরহদ্দের বাহিরে পশ্চাতের লিখিত স্থানে ও প্রকারেতে বিক্রয় করা যাইবেক ইতি।—১৮১৯ সা। ১০ আ। ৮৫ ধা।

১১ ধারা।

ভিন্ন দেশোৎপন্ন লবণ সমুদ্রপথে এ দেশে আমদানী করণবিষয়ক বিধি।

কলিকাতার তাবে দেশ সকলের মধ্যের কোন বন্দর কি স্থানে বাহিরের লবণ আমদানী হইতে হইলে তাহার মাসুল ফি মোন ৩ টাকা করিয়া লওয়া যাইবার কথা।

১২৫। বাহিরের যে সকল লবণ অর্থাৎ কলিকাতা রাজধানীর তাবে দেশসকলের সরহদ্দের বাহিরে প্রস্তুতহওয়া যে সকল লবণ সমুদ্রপথে ঐ সকল দেশের মধ্যের কোন বন্দরে কি স্থানে আমদানী হইবেক সে সকল লবণের উপর তাহার ৮২ বিরাশী সিক্কার ওজনী সেরের চল্লিশ সের ওজনের মোনকরা সিক্কা ৩ তিন টাকা করিয়া লওয়া যাইবেক ইতি।—১৮১৭ সা। ১৫ আ। ২ ধা।

ঐ মাসুল যে প্রকারে লওয়া যাইবেক তাহার কথা।

এই আইনের হুকুমের অন্যমত করিলে লবণ সরকারে জব্দ হইবার কথা।

১২৬। তেজারতের যে সকল জিনিস সমুদ্রপথে আমদানী হয় তাহার উপর সরকারী মাসুল লইবার নিমিত্তে যে সকল দাঁড়া ও হুকুম নির্দ্দিষ্ট হইয়া জারী হইয়াছে সেই সকল দাঁড়া ও হুকুমমতে নীচের লিখিত ধারার লেখা নিয়মেতে দৃষ্টি রাখিয়া উপরের লিখিতব্য ঐ মাসুল লওয়া যাইবেক ও যদি ঐ সকল হুকুমের অন্যমতে কোন লবণ আমদানী হয় কিম্বা উভরা করা যায় তবে সে লবণ সরকারে জব্দ হইয়া তাহার দুই তেহাই সরকারের হইবেক আর এক তেহাই যে ব্যক্তি কি ব্যক্তিরা ঐ লবণ ধরিয়া থাকে কিম্বা তাহা ধরিবার নিমিত্তে খবর দিয়া থাকে কি দরখাস্ত দাখিল করিয়া থাকে ও সেই খবর ও দরখাস্তকরণমতে পরমিটের কি সরকারী মাসুলের কালেক্টর সাহেবের তরফহইতে কিম্বা পরমিটের ঘরের কি সরকারী মাসুলের কার্য্যকারকদিগের কোন কার্য্যকারকহইতে কি নিমকের কর্ম্ম সম্পর্কীয় সরকারী কোন কার্য্যকারকের তরফহইতে সেই লবণ ধরা পড়িয়া থাকে তাহাকে কি তাহারদিগকে দেওয়ান

যাইবেক ও ঐ লবণ ধরা পড়িলে পর তাহা সরকারী কোন গোলায় কি গুদামে কিম্বা স্থানে লইয়া সাবধানে রাখা যাইবেক ইতি। —১৮১৭ সা। ১৫ আ। ৩ ধা।

পরমিটের ঘরে উঠান যাওনের বদলে সরকারী গোলা কি গুদামে প্রথমতঃ মাসুল দেওন বিনা লবণ উঠাইয়া রাখিতে তাহার মালিকদিগের ক্ষমতা থাকিবার কথা।

মাসুল দাখিল না হইতে ঐ লবণ স্থানান্তরে লইয়া যাইতে নিষেধের কথা।

১২৭। উপরের লিখিতমতে যে লবণ আমদানী হয় তাহার মালিক কি মালিকদিগকে অনুমতি আছে যে পরিমিটের ঘরে লবণ উঠান যাওনের ও সমুদ্রপথে আমদানীহওয়া তেজারতী অন্য২ জিনিসের বাবৎ সরকারী মাসুল দেওয়া যাওনের মতে তাহার মাসুল দাখিলকরণের বদলে সেই লবণ সরকারী যে গোলায় কি গুদামে কিম্বা অন্য স্থানে শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের মঞ্জুর হয় সেই স্থানে প্রথমতঃ তাহার মাসুল না দিয়া উঠাইয়া রাখে এই নিয়মে যে এ প্রকারে যে লবণ রাখা গেল যাবৎ তাহার এই আইনমতে মোকররহওয়া মাসুল দাখিল না হয় তাবৎ স্থানান্তর হইতে পারিবেক না ইতি।—১৮১৭ সা। ১৫ আ। ৪ ধা।

ঐ প্রকার রাখা লবণ এক বৎসরের মধ্যে বাহির করিয়া লইবার ও এই আইনানুসারে মোকরর হওয়া মাসুল দাখিল করিবার কথা।

তাহাতে কসুর করিলে লবণ বিক্রয় হইবার কথা।

ঐ লবণের মুল্যের টাকা যাহা হইবেক তাহার কথা।

যে প্রকার হইলে লবণ নষ্ট করা যাইবেক তাহার কথা।

১২৮। উপরের লিখিত মতে যে সকল লবণ রাখা যায় তাহা দাখিলকরণিয়াদিগের কি তাহার মালিকদিগের কি আড়তদার লোকের কর্ত্তব্য যে ঐ লবণের তফসীলের ফর্দ্দ পরমিটের কাছারীতে দরপেশকরণের তারিখহইতে এক বৎসরের মধ্যে সেই সমস্ত লবণ উপরের লিখিত সেই গোলা কি গুদাম কি স্থানহইতে বাহির করিয়া লয় ও এই আইনানুসারে যে মাসুল মোকরর হইয়াছে তাহা বেবাক দাখিল করে ও ইহাতে যদি তাহা দাখিলকরণিয়া কি তাহার মালিক কি মোখ্তারকার লোকহইতে কসুর কি গাফিলী হয় তবে শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলে কিম্বা ঐ শ্রীযুতের হজুরহইতে যে ব্যক্তি ক্ষমতা পান তাঁহার ক্ষমতা থাকিবেক যে সেই সমস্ত লবণ প্রকাশিতরূপে বিক্রয় করেন্ ও তাহার মূল্যের টাকাহইতে প্রথমতঃ এই আইনানুসারে মোকররহওয়া মাসুল লওয়া যাইবেক পরে যদি কিছু টাকা বাকী থাকে তবে তাহা তাহার মালিককে কি অন্য যে ব্যক্তি কি ব্যক্তিরা তাহা পাইবার অধিকার রাখে তাহাকে কি তাহারদিগকে দেওয়ান যাইবেক কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে যদি তাহার মূল্য সমুদয় মাসুলের সমান না হয় তবে সে লবণ বিক্রয় হইবেক না ও এমত হইলে সেই সমুদয় লবণ শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের হজুরহইতে যে কার্য্যকারক মোকরর্ হন্ তাঁহার সাক্ষাৎ নষ্ট করা যাইবেক ইতি। —১৮১৭ সা। ১৫ আ। ৫ ধা।

সমুদ্রপথে আমদানী হওয়া লবণ এদেশের মধ্যেতে লইয়া যাইতে হইলে যে২ হুকুম সম্পর্ক রাখিবে তাহার কথা।

১২৯। ইঙ্গরেজী ১৮১৭ সালের ১৫ আইনের লিখিত হুকুম মতে সমুদ্রপথে আমদানীহওয়া লবণ এ দেশের মধ্যেতে লইয়া যাইতে হইলে তাহার সহিত সরকারের তরফহইতে প্রস্তুত ও বিক্রয় হওয়া লবণ লইয়া যাওনের বিষয়ে নির্দ্দিষ্টহওয়া হুকুমসকল সম্পর্ক রাখিবেক ইতি।—১৮১৯ সা। ১০ আ। ৮৬ ধা।

১৩০। পরমিট ও আফীন ও নিমকের বোর্ডের সাহেবদিগের ঐ লবণের মালিকদিগকে কি যাহারা তাহা লইয়া আইসে তাহারদিগকে তাহারা ঐ লবণের মাসুল সাবেক আইনের লিখনমত ফি মোন ৩ তিন টাকা করিয়া দাখিলকরণের কথাসম্বলিত পরমিটের কালেক্টর সাহেবের দেওয়া সর্টিফিকট দরপেশ করিলে দেওয়া যাইবার নিমিত্তে রওয়ানা ও অন্য দস্তাবেজ সকল তৈয়ার করাইতে হইবেক ও সমুদ্রপথে আমদানী হওয়া যে সকল লবণ এদেশের মধ্যে লইয়া যাওনের সময়ে রওয়ানা কি ছাড়িয়া দিবার অন্য দস্তাবেজ সঙ্গে থাকনবিনা পাওয়া যায় সে সমস্ত লবণ বিনানুমতির লবণের মধ্যে জানা যাইয়া ক্রোক হইয়া সরকারে জব্দ হইবেক ও তাহা যাহারদিগের স্থানে পাওয়া যায় তাহারদিগের ৩৬ ধারাতে বিনানুমতির লবণ রাখণের বিষয়ে যে দণ্ড নিরূপণ হইয়াছে সেই দণ্ড হইবেক ইতি।—১৮১৯ সা। ১০ আ। ৮৭ ধা।

রওয়ানা ও অন্যং দস্তাবেজ বিনা ও যে লবণ রওয়ানা দস্তাবেজ বিনা পাওয়া যায় তাহা সরকারে ক্রোক ও জব্দ হইবার কথা।

১২ ধারা।

নিমকীকার্য্যে নিযুক্ত আমলারদের ইনামের বিষয়ে বিধি।

১৩১। জানান যাইতেছে যে নিমকের এজেন্ট সাহেবলোক ও চৌকীর সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব লোকেরা ও ঐ সাহেবদিগের কোম্পানি বাহাদুরের চিহ্নিত চাকর আসিষ্টাণ্ট সাহেবেরা তাঁহারদিগের হুকুমমতে কিম্বা তাঁহারদিগের তাবে আমলার দ্বারা ক্রোক ও জব্দ হওয়া লবণের বাবৎ ইনামের যে হিস্যা এপর্য্যন্ত পাইতেছেন তাহা পাইতে পারিবেন না ও এই হুকুম ঐ সাহেবেরা ১৮১৭ সালের ১৫ আইনের লিখিত হুকুমমতে যে লবণ ক্রোক করেন তাহারো সহিত সম্পর্ক রাখিবেক ইতি।—১৮১৯ সা। ১০ আ। ৮৮ ধা।

কোম্পানি বাহাদুরের চিহ্নিত চাকর সাহেবলোক বিনানুমতির লবণ ক্রোকহওয়াতে ইনাম না পাইবার কথা।

১৩২। সরকারের নিমকের কার্য্যের মোতালক যে সকল ক্ষুদ্র আমলারা তাহারা যে সাহেবদিগের হুকুমের তাবে সেই সাহেবদিগের হুকুমমতে কোন লবণ ক্রোক করিতে চেষ্টিত হয় কিম্বা তাহারদিগের নিকটে বিনানুমতির লবণের সম্বাদ পঁহুছিতে নিজে যাইয়া ঐ লবণ ক্রোক করে তাহারা নীচের লিখিত মতেতে ইনাম পাইতে পারিবেক।

সরকারের নিমকের কর্ম্মের মোতালক তাবে কার্য্যকারককে ইনাম দিবার কথা।

তফসীল।

বিনানুমতির লবণ ক্রোকের যে সকল প্রকারেতে ঐ লবণের কারবারকরণিয়ারা ধরা পড়ে ও তাহারদিগের অপরাধ সাবুদ হয় তাহাতে যেং আমলার চেষ্টায় তাহা ক্রোক হয় তাহারা ঐ লবণের মূল্যের উপর শতকরা ১৫ পনরো টাকা করিয়া ইনাম পাইতে পারিবেক।

ও যে সকল প্রকারেতে কেবল লবণ ক্রোক হয় তাহাতে ঐ লবণ যেং আমলার চেষ্টা ও প্রাণপণেতে ক্রোক হয় তাহারা সেই লব

ণের মূল্যের উপর শতকরা ১০ দশ টাকা করিয়া ইনাম পাইতে পারিবেক ও উপরের লিখিত দুই প্রকারেতেই ঐ লবণ ক্রোককর ণের বাবৎ ইনাম ঐ রকম লবণের বাবৎ গত নীলামের হরদরা গড় দরের অনুসারে দেওয়া যাইবেক ইতি।— ১৮১৯ সা। ১০ আ। ৮৯ ধা। ১ প্র।

অন্য কোন ২ প্রকারে ইনামের দেওয়ার কথা।

১৩৩। যদি সরকারের নিমকের কার্য্যের মোতালক ক্ষুদ্র আমলারা কাহারু স্থানে সমাচার পাওনবিনা নিজে কোন বিনানুমতির লবণ ক্রোক করে তবে তাহারা নীচের লিখিত বেঁওরাক্রমে ইনাম পাইতে পারিবেক।

তফসীল।

যে সকল প্রকারেতে বিনানুমতির লবণের কারবারকরণিয়ারা ধরা পড়ে ও তাহারদিগের অপরাধ সাবুদ হয় তাহাতে ঐ লবণ যে আমলার চেষ্টা ও প্রাণপণে ক্রোক হয় সে সেই লবণের মূল্যের উপর শতকরা ৩০ টাকা করিয়া ইনাম পাইতে পারিবেক।

ও যে সকল প্রকারেতে কেবল বিনানুমতির লবণ তাহার কারবারকরণিয়ারা ধরা পড়ন বিনা ক্রোক হয় তাহাতে যেং আমলার চেষ্টা ও যত্নেতে সেই লবণ ক্রোক হয় তাহারা তাহার মূল্যের উপর শতকরা ১৫ পনরো টাকা করিয়া ইনাম পাইতে পারিবেক ও উপরের লিখিত দুই প্রকারেতেই ঐ লবণের মূল্য উপরের নিরূপিত মতে ধরা ও আন্দাজ করা যাইবেক ইতি।— ১৮১৯ সা। ১০ আ। ৮৯ ধা। ২ প্র।

লবণের কার্য্যের মোতালক না থাকা কার্য্যকারকদিগকে মূলের লিখিত প্রকারে যে ইনাম দেওয়া যাইবেক তাহার কথা।

১৩৪। সরকারের নিমকের কার্য্যের মোতালক কার্য্যকারক লোক সেওয়ায় এদেশী যে সকল কার্য্যকারকেরা এবং সামান্যতঃ অন্য যে সকল লোকেরা সুবে বাঙ্গালা ও বেহার ও উড়িষ্যার মধ্যেতে বিনানুমতিতে লবণ প্রস্তুত কি রফ্তানী কি আমদানী হওনের অথবা রাখণের সমাচার দেয় তাহারা বিনানুমতির লবণের কারবারকরণিয়া লোকেরা ধরা পড়িলে ও তাহারদিগের অপরাধ সাবুদ হইলে ঐ লবণের মূল্যের উপর শতকরা ১৫ পনরো টাকা করিয়া ইনাম পাইতে পারিবেক ও যদি কেবল ঐ লবণ ক্রোক হয় তবে উপরের লিখিত কার্য্যকারকেরা কি লোকেরা তাহার মূল্যের উপর শতকরা ১০ দশ টাকা করিয়া ইনাম পাইতে পারিবেক ও ঐ লবণের মূল্য উপরের প্রকরণের নিরূপিতমতে আন্দাজ করা ও ধরা যাইবেক ইতি।— ১৮১৯ সা। ১০ আ। ৮৯ ধা। ৩প্র।

ভিন্নাধিকার দেশের লবণ জব্দহওনের বিষয়ে ইনা

১৩৫। মান্দরাজী কি সান্তর কিম্বা সালস্বা অথবা কোম্পানি বাহাদুরের অধিকারভিন্ন দেশের অন্য প্রকার যে কোন লবণ জব্দ হয় তাহার নিমিত্তে লবণের বিষয়ে এই আইনেতে যে ইনামের নিরূপণ হইয়াছে সেই ইনামের সংখ্যা সেই রকম লবণের গত নীলামী

দরের অনুসারে নিরূপণ হইবেক ও সেই রকম লবণ নীলামেতে বিক্রয় না হইয়া থাকিলে তাহার যে মূল্য পরমিট ও আফীন ও নিমকের বোর্ডের সাহেবেরা উপযুক্ত বুঝেন তাহাই নিরূপণ করিবেন ও তদনুসারে ইনামের সংখ্যা নিরূপণ হইবেক ও এই তদবীর সেই রকম লবণ সুবে বাঙ্গালা ও বেহার ও উড়িষ্যায় ব্যবহার করিতে নিষেধ থাকিলে করা যাইবেক ইতি।—১৮১৯ সা। ১০ আ। ৯০ ধা।

মের সংখ্যা নিরূপণের কথা।

১৩৬। বিনানুমতির কি মিশ্রিত লবণ যে সকল নৌকায় কি আর যাহাতে বোঝাই থাকে সে সমস্ত নৌকাআদি ও সকল ঘোড়া ও বলদ ও অন্য চতুষ্পাদ জন্তু ঐ লবণ লইয়া যাইতে থাকে সে সমস্ত ঘোড়া আদি জব্দ হইয়া নীলামে বিক্রয় হইবেক ও নীলামকরণেতে তাহার যে মূল্য পাওয়া যায় তাহা নীচের লিখিত প্রকারে বিভাগ হইবেক।

নৌকাআদি ভারবহ সমস্ত বস্তু কি জন্তু জব্দ ও বিক্রয় হওনের কথা।

তফসীল।

ঐ মূল্যের তৃতীয়াংশ যে কিম্বা যেং লোক বিনানুমতির লবণ রফ্তানীহওনের সম্বাদ দেয় তাহাকে কি তাহারদিগকে ও তৃতীয়াংশ সরকারের যে কিম্বা যেং কার্য্যকারকে ঐ লবণ ক্রোক করে সেই কার্য্যকারক কি কার্য্যকারকদিগকে দেওয়া যাইবেক ও আর তৃতীয়াংশ সরকারের খাজানাখানায় দাখিল হইবেক ও সরকারের যে কার্য্যকারকের লবণ ক্রোক করিবার ক্ষমতা থাকে সেই কার্য্যকারক যদি অন্য কাহারু স্থানে সম্বাদ পাওনবিনা বিনানুমতির লবণ ক্রোক করে সে কার্য্যকারক নৌকা ও বারবরদারীর অন্য বস্তু কি চতুষ্পাদ জন্তুআদির বিক্রয়ের মূল্যের অর্দ্ধেক পাইতে পারিবেক ও আর অর্দ্ধেক সরকারের খাজানাখানায় দাখিল হইবেক ইতি।—১৮১৯ সা। ১০ আ। ৯১ ধা।

১৩৭। কটক্ জিলাতে লবণ জব্দহওনের বাবতে যে ইনাম দিতে হয় তাহার হিসাব ঐ জিলাতে সে রকম লবণ সরকারের তরফহইতে সওদাগরলোকের কি অন্যং লোকের স্থানে নীলামে কি নগদ যে দরে বিক্রয় হয় সেই দরের অনুসারে করা যাইবেক ইতি।—১৮১৯ সা। ১০ আ। ৯২ ধা।

জব্দহওয়া লবণের ইনামের হিসাব করণেতে যে মতাচরণ করিতে হইবেক তাহার কথা।

১৩৮। এই আইনের ৪৯ ধারার লিখিত প্রকারের যে লবণ এবং পাঙ্গা নামে যে সমস্ত প্রকার লবণ বালম্বা কিম্বা সালম্বা লবণের সহিত অথবা সরকারের তরফহইতে বিক্রয়হওয়া প্রকারের লবণ কি ইঙ্গরেজী ১৮১৭ সালের ১৫ আইনের হুকুমমতে সমুদ্রপথে এদেশে আমদানীহওয়া লবণভিন্ন অন্য লবণের সহিত মিশাল হইয়া জব্দ হয় তাহার বিষয়ে সুবে বাঙ্গালা কি বেহার কি উড়িষ্যার সরহদ্দের বাহিরের যে কি যেং স্থানে যাহা করিতে শ্রীযুত নওয়াব

মূলের লিখিত লবণের বিষয়ে কোন্ স্থানে কি উপায় করিতে হইবেক তাহার কথা।

গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হুকুম হয় সেই মতাচরণ হইবেক ইতি —১৮১৯ সা। ১০ আ। ১৩ধা।

মিশ্রিতহওয়া কোন লবণ ক্রোক হইলে ক্রোককরণিয়া যে ইনাম পাইবেক তাহার কথা।

১৩৯। যদি খারী লবণ কি এই আইনের ৭৭ ধারার নিরূপণ করিয়া লেখা লবণের আর কোন প্রকার লবণ মিশাল করা কোন লবণ অন্য কাহারু সম্বাদ দেওন বিনা সরকারের কার্য্যকারকদিগের চেষ্টাতে ক্রোক হয় তবে তাঁহা মিশাল করণের অপরাধির স্থানে উপরের উক্ত ধারার লিখিত হুকুমমতে জরীমানার যত টাকা উসুল হয় তাহার অর্দ্ধেক ঐ কার্য্যকারকেরা পাইবেক ও আর অর্দ্ধেক সরকারের খাজানাখানায় দাখিল হইবেক ইতি।—১৮১৯ সা। ১০ আ। ১৪ ধা। ১ প্র।

জরীমানার মধ্যে সম্বাদদেওনিয়া হিস্যা পাইবেক।

১৪০। যদি কোন২ লোকে মিশাল করা লবণের সম্বাদ সরকারের কার্য্যকারকদিগকে দেয় ও তাহারদিগের সম্বাদ দেওয়াতে সে লবণ ক্রোক হয় তবে সেই লোকেরা জরীমানার যত টাকা উসুল হয় তাহার তৃতীয়াংশ পাইবেক আর তৃতীয়াংশ যে আমলায় ক্রোক করিয়া থাকে সেই আমলায় পাইবেক ও আর তৃতীয়াংশ সরকারের খাজানাখানায় দাখিল হইবেক ইতি।—১৮১৯ সা। ১০ আ। ১৪ ধা। ২ প্র।

নৌকাইত্যাদি জব্দ ও বিক্রয় ও তাহার মূল্য বিভাগহওনের কথা।

১৪১। যে সকল নৌকাআদি বারবরদারীর বস্তুতে মিশাল করা লবণ বোঝাই থাকে ও যে সকল ঘোড়া ও বলদ ও অন্য চতুষ্পদ জন্তু ঐ লবণ লইয়া যাইতে থাকে তাহা সমস্ত জব্দ হইয়া নীলামে বিক্রয় হইবেক ও তাহার মূল্যের টাকা উপরেতে অপরাধির স্থানে উসুলহওয়া জরীমানার টাকা বিভাগ হইবার নিমিত্তে যে প্রকার নিরূপণ হইয়াছে সেই প্রকারে বিভাগ হইবেক ইতি।—১৮১৯ সা। ১০ আ। ১৪ ধা। ৩প্র।

উসুলহওয়া জরীমানার টাকা বিভাগহওনের কথা।

১৪২। জানান যাইতেছে যে যে সকল প্রকারের নিমিত্তে বিশেষ রূপে হুকুম নির্দ্দিষ্ট হইল তদ্ভিন্ন এই আইনের লিখিত হুকুমের মতে উসুলহওয়া জরীমানার টাকার মধ্যহইতে তৃতীয়াংশ কোম্পানি বাহাদুরের চিহ্নিত চাকরভিন্ন বিলায়তী বাজে ইঙ্গরেজ কিম্বা এদেশী সরকারী কার্য্যকারকদিগের মধ্যে অথবা অন্য লোকদিগের মধ্যে যে ব্যক্তি কি যে২ ব্যক্তি কোন লোকের বিনানুমতির লবণের কারবার করণের সমাচার প্রথমতঃ দেয় সেই কিম্বা সেই২ ব্যক্তিকে দেওয়া যাইবেক ও দোতেহাই সরকারের খাজানাখানায় দাখিল হইবেক ও যে সকল প্রকারেতে জরীমানার টাকা বিভাগ হইবার অর্থে বিশেষ কোন হুকুম নির্দ্দিষ্ট হইল না সে সকল প্রকারেতে জরীমানার টাকা সরকারের খাজানাখানায় দাখিল হইবেক ইতি।—১৮১৯ সা। ১০ আ। ১৫ ধা।

১৩ ধারা।

নিমকের এজেণ্ট ও চৌকির সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবেরদের মোকদ্দমা শুনন বিষয়ক কার্য্য।

যে সকল মোকদ্দমার তজবীজ নিমকপোখ্তানীর এজেণ্ট ও চৌকীর সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের করিতে হইবেক তাহার কথা।

১৪৩। এই ধারানুসারে জানান যাইতেছে যে সরকারের কার্য্যকারক লোকের নামে তাহারদিগের নিমিত্তে নির্দ্দিষ্টহওয়া দাঁড়া অন্যমতাচরণকরণহেতুক দরপেশহওয়া যে সকল নালিশ জিলা কি শহরের জজ কি মাজিষ্ট্রেট সাহেবলোকের বিচারযোগ্য সে সকল নালিশ ও মিশ্রিত লবণের বাবৎ যে সকল মোকদ্দমা হয় তাহা সেওয়ায় বিনানুমতিতে লবণ প্রস্তুত ও খরীদ ও বিক্রয়করণ ও এক স্থানহইতে অন্য স্থানে লইয়া যাওন ও রাখণের বাবতে সরকারের কি গোয়েন্দার পাওনা জরীমানা কি দণ্ডের টাকা উসুলকরণের মোতালক সমস্ত মোকদ্দমা ও নালিশ ও এজ্‌হার প্রথমতঃ নিমকের এজেণ্ট সাহেবলোক ও চৌকীর সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবলোক শুনিয়া তাহার বিচার ও নিষ্পত্তি করিবেন এক্ষণকার চলিত আইনের লিখিত কোন নিয়ম ইহার প্রতিবন্ধক হইবেক না ও নিমকের এজেণ্ট ও চৌকীর সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবলোকের উপরের প্রস্তাবিত মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি নীচের লিখিত দাঁড়ামতে করিতে হইবেক ইতি।—১৮১৯ সা। ১০ আ। ৯৬ ধা।

যেং মতে মোকদ্দমার তজবীজ না করা যাইবেক তাহার কথা।

১৪৪। জানান যাইতেছে যে নিমকপোখ্তানীর এজেণ্ট সাহেব ও নিমকচৌকীর সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব উপরের লিখিত কোন মোকদ্দমা কি নালিশ কি এজ্‌হার জরীমানা কি অন্য দণ্ড দিতে হইবার হেতু যে কর্ম্ম তাহা করণের পরে ছয়মাসের মধ্যে উপস্থিত না হইলে তাহার তজবীজ করিতে পারিবেন না কিন্তু যদি ঐং মোকদ্দমা সরকারের তরফহইতে ঐ নিরূপিত মিয়াদ গত হইলে উপস্থিত হয় ও তাহা নিরূপিত মিয়াদের মধ্যে উপস্থিত না হওনের বিশিষ্ট কারণের বয়ান হয় তবে ঐ এজেণ্ট সাহেব ও সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব তাহার তজবীজ করিতে পারিবেন ইতি।—১৮১৯ সা। ১০ আ। ৯৭ ধা।

ঐ মোকদ্দমার আরজী কি একরারনামা ইষ্টাম্পকাগজে না লেখা যাইবার কথা।

১৪৫। জানান যাইতেছে যে নিমকপোখ্তানীর এজেণ্ট সাহেব ও নিমকচৌকীর সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের নিকটে দরপেশ হইবার মোকদ্দমা ও এজ্‌হার ও নালিশের আরজী ও অন্যং কাগজ এবং আদালততে এই আইনের লিখনমতে নীচের লিখিত প্রকারেতে যেং মোকদ্দমা উপস্থিত হয় সেই সকল মোকদ্দমাতে দাখিল হইবার কোন কাগজ ইষ্টাম্পকাগজে লিখিবার আবশ্যক নাহি ও সরকারের কর্ম্মকর্ত্তাদিগের কি সরকারের কার্য্যকারকদিগের ও অন্যং লোকের মধ্যে যে সকল কৌলকরারি হয় তাহার কাগজ ইষ্টাম্পকাগজভিন্ন অন্য কাগজে লেখা গেলেও আদালততে এবং নিমকপোখ্তানীর এজেণ্ট সাহেবদিগের ও নিমকচৌকীর সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহে

বদিগের নিকটে প্রমাণের প্রকরণেতে লওয়া যাইবেক ইতি।—১৮১৯ সা। ১০ আ। ৯৮ ধা।

নিমকের কোন এজেণ্ট সাহেব কি চৌকীর সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের নিকটে বিনানুমতিতে কোন খালাড়ী পত্তন হওনের সম্বাদ পঁহুছিলে তাহাতে যে মতাচরণ করিবেন তাহার কথা।

১৪৬। নিমকের কোন এজেণ্ট সাহেব কি নিমকচৌকীর সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের নিকটে কোন গ্রামে কি অন্য স্থানে এই আইনের লিখিত হুকুমের অন্যথায় নিমকপোখ্তানী করিবার নিমিত্তে কোন খালাড়ী কি অন্য ভাটী হইয়া থাকনের সম্বাদ পঁহুছিলে তাঁহারদিগের কর্ত্তব্য যে তাহার তহকীক করিবার নিমিত্তে আপনারা সরেজমীতে যান্ কিম্বা অতি নিকটের আড়ঙ্গের কি চৌকীর দারোগাকে অথবা অন্য কোন প্রত্যয়যোগ্য আমলাকে পাঠান্ ও সরেজমীতে যে দারোগা কি অন্য ব্যক্তিকে পাঠান যায় সেই দারোগা কি অন্য ব্যক্তি ঐ খালাড়ী কি ভাটী প্রকৃতই বিনানুমতিতে হইয়াছে ইহা জানিলে তাহারদিগের আবশ্যক যে স্পষ্ট ও প্রচাররূপে সে খালাড়ী কি ভাটী ভাঙ্গিয়া সমভূম করিয়া দেয় এবং তাহার শরেওয়ার কৈফিয়ৎ অর্থাৎ বেওরা লিখিয়া তাহাতে গ্রামের মাতবর প্রজালোকের দস্তখৎ তাহা প্রমাণ জানা যাইবার নিমিত্তে করাইয়া লবণপোখ্তানীর কার্য্যে লাগা সরঞ্জাম কিম্বা ঐ খালাড়ী কি ভাটীতে বিনানুমতিতে লবণপোখ্তানীকরা সাবুদ হইবার নিমিত্তে আর যে২ দলীল ও নিদর্শন উপযুক্ত হয় তাহার সহিত নিমকের এজেণ্ট সাহেব কি নিমকচৌকীর সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের নিকটে পাঠাইয়া দেয় এবং ঐ দারোগা কি অন্য ব্যক্তির কর্ত্তব্য যে যথাসাধ্য ঐ খালাড়ী কি ভাটী পত্তনকরণের যথার্থ সমস্ত বৃত্তান্ত ও বিশেষতঃ যে কিম্বা যে২ লোক তাহা পত্তন করিয়া থাকে কি তাহাতে বিনানুমতিতে লবণ পোখ্তানী করিয়া থাকে তাহা এবং এই আইনের ৩২ ও ৩৪ ধারার লিখিত লোকদিগের মধ্যে কেহ বিনানুমতিতে লবণ প্রস্তুত হইবাতে কিছু এলাকা রাখে কি তাহা প্রস্তুত হইতে দেখিয়া শুনিয়া তাচ্ছল্য করিয়াছে কি না ইহার তদন্ত জানে ও যদি নিমকের এজেণ্ট কি নিমকচৌকীর সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব হলফের দ্বারা কাহারু করা নালিশের এজহার শুনিয়া কিম্বা চক্ষে দেখিয়া ইহা নিশ্চয় বুঝেন্ যে এই আইনের লিখিত হুকুমের অন্যথায় বিনানুমতির কোন খালাড়ী পত্তন হইয়াছে কিম্বা বিনানুমতিতে কোন লবণ প্রস্তুত হইতেছে অথবা প্রকৃতই কোন ব্যক্তির নিকটে বিনানুমতির লবণআছে তবে ঐ কোন সাহেব যে কিম্বা যে২ লোক বিনানুমতিতে লবণ প্রস্তুত করিতে থাকে কিম্বা যে কিম্বা যে২ লোকের স্থানে বিনানুমতির লবণ থাকে সেই কিম্বা সেই২ লোককে গ্রেফ্তার করিবার নিমিত্তে আপন দস্তক জারী করিতে এবং ঐ২ বিষয় সাবুদ হইবার নিমিত্তে যে২ সাক্ষির আবশ্যক হয় তাহারদিগেকে তলব করিতে পারিবেন ইতি।—১৮১৯ সা। ১০ আ। ৯৯ ধা।

যে মতেতে নিমকের এজেণ্টসাহেব ও চৌকীর সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব দস্তক জারী করিতে পারিবেন তাহার কথা।

নিমকের এজেণ্ট সাহেব ও চৌকীর

১৪৭। তদ্ভিন্ন নিমকের এজেণ্ট সাহেব ও চৌকীর সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব তাঁহারদিগের নিকটে কোন ব্যক্তির উপর কেহ এই আই

নের লিখিত কোন জরীমানা দিতে হইবার যোগ্য কোন কর্ম্মকর ণের তহমৎ দিলে তাহার উপর এক সমন আপনারদিগের বিবে চনাতে জামিনী তলবের কথাযুক্তে কি তাহাবিনা ও সমনের লিখিত দিবসে অথবা তাহার পূর্ব্বে আপনার উপর হওয়া তহমতের জও য়াব দিবার নিমিত্তে সে নিজে কিম্বা তাহার উকীল হাজির হইবার কথা লিখিয়া এক চাপরাসীর মারফতে জারী করিতে পারিবেন ও যদি জামিনলওনের আবশ্যক হয় তবে তাহার কথা ঐ সমনেতে লেখা যাইবেক এবং নিমকের এজেণ্ট সাহেব ও চৌকীর সুপরিণ্টে ণ্ডেণ্ট সাহেবের মোকদ্দমা সাবুদ করিবার নিমিত্তে গোয়েন্দার লিখি য়া দেওয়া সাক্ষিদিগকে হাজির করাণ উচিত জানিলে তহমৎহওয়া আসামীর হাজির হইবার নিমিত্তে নিরূপণকরা সময়ে হাজির হইবার কারণ ঐ সাক্ষিদিগকে তহমৎহওয়া আসামীর মানা সাক্ষিলোকসুদ্ধা তলব করিতে হইবেক ইতি।—১৮১৯ সা। ১০ আ। ১০০ ধা।

সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের যে কর্ম্ম করিতে হইবেক তাহার কথা।

১৪৮। যাহার উপর তহমৎ কিম্বা যাহার নামে নালিশ হয় তাহারা যদি নিমকের এজেণ্ট সাহেবের কিম্বা চৌকীর সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের দস্তকের অনুসারে গ্রেফ্তার হইয়া আইসে কিম্বা আপনা হইতে নিজে হাজির হয় তবে ঐ সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে তাহারা তাঁহারদিগের কাছারীতে পঁহুছিবামাত্র যত শীঘ্র হইতে পারে এমতং মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করেন এবং ঐ সাহেবদিগকে হুকুম দেওয়া যাইতেছে যে যদি সাক্ষিলোকের হাজিরহওনের অপেক্ষায় মোকদ্দমা মুলতবী রাখণের আবশ্যক না থাকে তবে সর্ব্বদা এমতং মোকদ্দমার তজবীজ আসামী কি তাহার উকীল হাজিরহওনের নিরূপিত দিবসেতেই করিতে থাকেন ইতি।—১৮১৯ সা। ১০ আ। ১০১ ধা।

অবিলম্বে মোকদ্দমার তজবীজ করিবার কথা।

১৪৯। এই আইনের লিখনমতে যে সকল কসুরের তজবীজ প্রথমতঃ নিমকের এজেণ্ট সাহেবদিগের ও চৌকীর সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবদিগের নিকটে হইতে পারে তাহার কোন কসুরকরণের তহমৎ অর্থাৎ অপবাদগ্রস্ত কোন লোক যদি উপরের নিরূপিত মতে সমন পাওনের পরে নিজে হাজির হইতে কি আপন উকীল হাজির করিতে কসুর করে কিম্বা তাহার নামে নিমকপোখ্তানীর এজেণ্ট সাহেবের কি নিমকচৌকীর সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের হজুরহইতে হওয়া কোন হুকুমনামা আমলে আসিতে না দেয় তবে নিমকের এজেণ্ট সাহেব কি চৌকীর সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের উচিত যে ঐ লোকের নামে এই আইনের শেষের লিখিত শরওয়া মতে পারসী ও বাঙ্গলা ভাষাতে ইশ্‌তিহারনামা লেখাইয়া জারী করেন ও ঐ ইশ্‌তিহারনামার এক নকল দৃষ্টিহওনের স্থানে এজেণ্ট সাহেবের কাছারীতে ও আর এক নকল যাহার নামে তাহা হইয়াছে তাহার বাসস্থানেতে লটকান যাইবেক ও আর একং নকল জজ ও মাজিষ্ট্রেট সাহেবের ও মালগুজারী উসুলতহসীলের কালেক্টর সাহে

যাহারদিগের নামে নিমকের এজেণ্টসাহেব কি চৌকীর সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের করা হুকুমনামা টালিয়া দেয় তাহারদিগের প্রতি যে মতাচরণ করা যাইবেক তাহার কথা।

বের নিকটে তাঁহারদিগের কাছারীতে লটকান যাইবার নিমিত্তে পাঠান যাইবেক ও যে লোক কিম্বা লোকদিগের নামে ইশ্‌তিহার নামা জারী হয় সে লোক কি লোকেরা যদি তাহারদিগের হাজির হইবার নিরূপিত মিয়াদের মধ্যে হাজির না হয় তবে নিমকের এজেণ্ট সাহেব কি চৌকীর সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের উচিত যে ঐ কি ঐ২ লোক হাজির হইলে যে মত মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি করিতেন সেই মত তাহার কি তাহারদিগের হাজির না হওয়াতেও মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি করেন্ ইতি।— ১৮১৯ সা। ১০ আ। ১০২ ধা।

সাক্ষিদিগের হলফ করাইতে নিমকের এজেণ্ট সাহেব ও চৌকীর সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের ক্ষমতা থাকিবার কথা।

১৫০। এই ধারানুসারে জানান যাইতেছে যে নিমকের এজেণ্ট সাহেব ও নিমকচৌকীর সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব এই আইনমতে তাঁহারদিগের নিকটে দরপেশহওয়া সমস্ত মোকদ্দমাতে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪ আইনের ৬ ধারার ও ১৮০৩ সালের ৫০ আইনের ২ ধারার লিখনমতে সাক্ষিদিগ্‌কে তলব করিতে ও হলফ্ করাইতে কি তাহারদিগের স্থানে হলফনামা লেখাইয়া লইতে পারিবেন ও যদি কোন সাক্ষি হলফ্ করিতে না চাহে তবে তাহাকে জিলা কি শহরের জজ সাহেবের হজুরে চলিত আইনেতে এনিমিত্তে যে মিয়াদে কয়েদের নিরূপণ আছে সেই মিয়াদে কয়েদ রাখিবার নিমিত্তে পাঠাইতে পারিবেন ইতি।—১৮১৯ সা। ১০ আ। ১০৩ ধা।

নিমকের এজেণ্ট সাহেব কি চৌকীর সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব ফৌজদারী মোকদ্দমার বিচারের নিষয়ে নিরূপণহওয়া হুকুমসকল আপনারদিগের কার্য্যোপদেশ জানিবার কথা।

১৫১। নিমকের এজেণ্ট সাহেব ও নিমকচৌকীর সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবেরা ফৌজদারী মোকদ্দমার তজবীজের নিমিত্তে নির্দ্দিষ্টহওয়া হুকুম এই আইনমতে তাঁহারদিগের নিকটে দরপেশহওয়া মোকদ্দমার উভয় বিবাদির ও সাক্ষিলোকের তলব ও তাহারদিগের স্থানে জিজ্ঞাসাবাদ ও মোকদ্দমার তজবীজকরণের বিষয়ে তাহার নিমিত্তে বিশেষরূপে হুকুম নির্দ্দিষ্ট না হইয়া থাকিলে আপনারদিগের কার্য্যোপদেশ জানিয়া তদনুসারে কার্য্য করিবেন ও যদি সরকারী কার্য্যকারকের তরফহইতে কাহারু নামে নালিশ হয় তবে তাহাতে ফরিয়াদীর নিজে হাজির হইবার ও জোবানবন্দী করিয়া লইবার আবশ্যক হইবেক না ও এমত মোকদ্দমাতে ফরিয়াদীর তরফহইতে যে লোক উকীল কি মোখ্তার মোকরর্ হয় তাহার মারফতে মোকদ্দমার নালিশ ও সওয়ালজওয়াব হইবেক ইতি।— ১৮১৯ সা। ১০ আ। ১০৪ ধা।

নিমকের এজেণ্ট সাহেব ও চৌকীর সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবেরা কাছারীতে মোকদ্দমার বিচার করিবার কথা।

১৫২। নিমকের এজেণ্ট সাহেব ও নিমকচৌকীর সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবদিগের উপরের লিখনমতে মোকদ্দমার তজবীজ আপন২ কাছারীতে দরবারের সময়ে করিতে হইবেক ও ঐ সাহেবেরা আপন২ কাছারীতে মোকদ্দমার তজবীজকরণের কালে কেহ চপলতা করিলে তাহার উপর একশত টাকার অধিক না হয় এমত জরীমানা দিবার হুকুম দিতে পারিবেন ইতি।—১৮১৯ সা। ১০ আ। ১০৫ ধা।

১৫৩। যদি কোন জন এই আইনের লিখিত হুকুমমতে নিমকের এজেণ্ট সাহেবের কি নিমকচৌকীর সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের হুজুরে উপস্থিতহওয়া কোন মোকদ্দমার মোতালক কোন বিষয়ে স্বেচ্ছা পূর্ব্বক আপন জোবানবন্দী হলফ কি হলফনামানুসারে মিথ্যা লেখা ইয়া দেয় তবে সে লোক মিথ্যা সাক্ষ্যদেওনিয়া ঠাহর হইয়া সে নিমিত্তে চলিত আইনেতে যে শাস্তির নিরূপণ হইয়াছে সেই শাস্তি পাইবেক ও যে কোন লোক অন্যেরে ভুলাইয়া ও শিখাইয়া মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে প্রবৃত্ত করায় তাহাতেও সে লোক চলিত আইনের লিখিত হুকুমমতে শাস্তি পাইবেক ইতি।—১৮১৯ সা। ১০ আ। ১০৬ ধা।

মিথ্যা ও শিখান সাক্ষ্য দেওনের কসুরের শাস্তির কথা।

১৫৪। যদি কোন জন এই আইনানুসারে নিমকের এজেণ্ট সাহেব কি চৌকীর সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের হুজুরে উপস্থিতহওয়া কোন মোকদ্দমাতে ঐ সাহেবদিগের হুজুরহইতে হওয়া হুকুম জারীহওনেতে দুঁদ্যামী কি প্রতিবন্ধকতা করে তবে সে লোক ভূমির মালগুজারী তহসীলের কালেক্টর সাহেবের করা হুকুম না মাননের নিমিত্তে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১৪ আইনেতে যে শাস্তির নিরূপণ হইয়াছে নিমকের এজেণ্ট সাহেব কি চৌকীর সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের দেওয়া হুকুম না মাননেতেও সেই শাস্তি পাইবেক ইতি।—১৮১৯ সা। ১০ আ। ১০৭ ধা।

নিমকের এজেণ্ট সাহেব ও চৌকীর সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের দেওয়া হুকুম জারীহওনের দুঁদ্যামী করিলে যে শাস্তি হইবেক তাহার নিরূপণের কথা।

১৫৫। নিমকপোক্তানীর কোন এজেণ্ট সাহেবের কি নিমকচৌকীর সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের হুজুরে এই আইনমতে যে২ মোকদ্দমার তজবীজ তাঁহারদিগহইতে হইতে পারে তাহার কোন মোকদ্দমার তজবীজ সমাপ্ত হইলে ঐ সাহেবদিগের উচিত যে পারসী কি বাঙ্গলা ভাষাতে আপন২ করা রুবকারীতে মোকদ্দমার সমস্ত যথার্থ বৃত্তান্ত ও সাক্ষিদিগের দেওয়া যে২ সাক্ষ্যদ্বারা মোকদ্দমা সাবুদ হইয়া থাকে তাহার প্রস্তাব এবং মোকদ্দমার বিষয়ে আপন২ করা বিবেচনার শরেওয়ার বেওরা ও যে দণ্ডের হুকুম দেওয়া উপযুক্ত বোধ হয় তাহা লেখান ইতি।—১৮১৯ সা। ১০ আ। ১০৮ ধা।

নিমকের এজেণ্ট সাহেব ও চৌকীর সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবেরা মোকদ্দমার বিচার করা সারা হইলে আপন২ রুবকারীতে যাহা২ লেখাইবেন তাহার কথা।

১৫৬। নিমক পোক্তানীর এজেণ্ট সাহেবলোক ও নিমকচৌকীর সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবেরা যে সকল প্রকারেতে এই আইনের লিখনমতে জব্দের যোগ্য বোধহওয়া লবণের পরিমাণ ৮২ বিরাশী সিক্কার ওজনী সেরের ২০ বিশমোনের অধিক না হয় সে সকল প্রকারেতে তাহা জব্দহওনের চূড়ান্ত হুকুম দিয়া আপন২ ক্ষমতানুসারে সে হুকুম জারী করিতে পারিবেন এবং ঐ সাহেবেরা যে সকল প্রকারেতে নীচের বেওরা করিয়া লেখা ধারার লিখিত কোন কসুরকরণের তহমৎ অর্থাৎ অপবাদগ্রস্ত লোকের প্রতি৫০ পঞ্চাশ টাকার অধিক না হয় এমত জরীমানা দিবার হুকুম দেন তাহাতেও ঐ হুকুম চূড়ান্ত হইবেক।

যেমতেতে নিমকের এজেণ্ট সাহেব ও চৌকীর সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবদিগরে হুকুম চূড়ান্ত ও সিদ্ধ হইবেক তাহার কথা।

ধারার তফসীল।

৩১। ৩৩। ৩৪। ৩৬। ৩৮। ৪০। ৪১। ৪২। ৪৩। ৪৫। ৪৬। ৪৭। ৪৮। ৪৯। ৫০। ৫১। ৫৩। ৫৪। ৫৫। ৬৬। ৬৭। ৬৮। ৬৯। ৭০। ৭৫। ৭৭। ৮৬। —১৮১৯ সা। ১০ আ। ১০৯ ধা।

জরীমানার টাকা দাখিল না করিলে যে মিয়াদে কয়েদের হুকুম হইবেক তাহার কথা।

১৫৭। যদি কোন লোকের উপর এই আইনের লিখিত হুকুম মতে জরীমানা কি দণ্ডের হুকুম হয় তবে যে সাহেবদিগকে এমত হুকুম দিবার ক্ষমতা দেওয়া গেল তাঁহারা এই আইনানুসারে যে মিয়াদে কয়েদের হুকুম দিতে বিশেষ ক্ষমতা রাখেন তাহার অতিরিক্ত ঐ জরীমানা কি দণ্ডের টাকা দাখিল না হওনমতে নীচের তফসীলের লিখিত মিয়াদে কয়েদের হুকুম দিতে পারিবেন ইতি।

তফসীল।

যদি জরীমানা কি দণ্ডের টাকা ৫০ পঞ্চাশ টাকার অধিক না হয় তবে তাহা দাখিল না হওনমতে যে কয়েদের হুকুম হইবেক তাহার মিয়াদ ১৫ পনরো দিনের কম ও এক মাসের বেশী হইবেক না।

যদি জরীমানা কি দণ্ডের টাকা ৫০ পঞ্চাশ টাকার অধিক ও এক শত টাকার কম হয় তবে তাহা দাখিল না হওনমতে যে কয়েদের হুকুম হইবেক তাহার মিয়াদ এক মাসের কম ও দুই মাসের বেশী হইবেক না।

যদি জরীমানা কি দণ্ডের টাকা ১০০ একশত টাকার অধিক হয় ও ৫০০ পাঁচশত টাকার বেশী না হয় তবে তাহা দাখিল না হওন মতে যে কয়েদের হুকুম হইবেক তাহার মিয়াদ দুই মাসের কম ও চারি মাসের বেশী হইবেক না।

যদি জরীমানা কি দণ্ডের টাকা ৫০০ পাঁচশত টাকার অধিক হয় তবে তাহা দাখিল না হওনমতে যে কয়েদের হুকুম হইবেক তাহার মিয়াদ চারি মাসের কম ও ছয় মাসের বেশী হইবেক না ইতি।—১৮১৯ সা। ১০ আ। ১১০ ধা।

লোকদিগের পক্ষে জরীমানার টাকা দাখিল করণের বিষয়ে যে মতাচরণ করা যাইবেক তাহার কথা।

১৫৮। নিমকের এজেণ্ট সাহেব কি চৌকীর সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব কোন মোকদ্দমাতে কোন লোকের উপর ৫০ পঞ্চাশ টাকার অধিক না হয় এমত জরীমানার হুকুম করিলে যদি জরীমানার টাকা তৎক্ষণাৎ দাখিল না হয় তবে ঐ সাহেবের উচিত যে সেই লোককে তাহার উপর হওয়া হুকুমের চুম্বক কথাসম্বলিত আপন রুবকারী সমেত যে জিলা কি শহরের অধিকারেতে তাহার কসুর হইয়া থাকে সেইজিলা কি শহরের জজ সাহেবের হজুরে পাঠান ও জজ সাহেবের উচিত যে আদালতহইতে হওয়া হুকুম ও ডিক্রী যেমতে জারী হয় সেই মতে নিমকের এজেণ্ট ও চৌকীর সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের করা হুকুম জারী করেন ও জরীমানার টাকা উসুল হইলে তাহা নি

মকের এজেণ্ট কি চৌকীর সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের নিকটে পাঠাই য়া দেন্ ও উপরের লিখিত সমস্ত প্রকারেতে নিমকের এজেণ্ট সাহে বের কি চৌকীর সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের রুবকারীতে ঐ লোক জরীমানার টাকা দাখিল না করণমতে যে মিয়াদপর্য্যন্ত কয়েদ থাকি বেক তাহার প্রস্তাব লেখা থাকিবেক ইতি।—১৮১৯ সা। ১০ আ। ১১১ ধা।

যে সকল মতেতে জজ সাহেবের হজুরহইতে চূড়ান্ত হুকুম হইবেক তাহার কথা।

১৫৯। যে সকল প্রকারেতে জব্দের যোগ্য লবণের পরিমাণ ২০ বিশ মোনের অধিক হয় কিম্বা নিমকের এজেণ্ট সাহেব কি চৌকীর সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবেরা কোন ব্যক্তিকে ৫০ পঞ্চাশ টাকার অধিক জরীমানার যোগ্য ঠাহরান তাহাতে তাঁহারদিগের আপন রুবকারী যে জিলা কি শহরের জজ সাহেবের অধিকারে ঐ ব্যক্তির কসুর হইয়া থাকে কিম্বা যে জিলা কি শহরের জজ সাহেবের অধিকারে ঐ লবণ ক্রোক হইয়া থাকে সেই জজ সাহেবের নিকটে তাঁহার হজুরহইতে মোকদ্দমার বিষয়ে চূড়ান্ত হুকুম হইবার নিমিত্তে পাঠা ইতে হইবেক ও যদি নিমকের এজেণ্ট সাহেব কিচৌকীর সুপরিণ্টে ণ্ডেণ্ট সাহেবেরা উপরের লিখিত প্রকারসকলেতে উপরের প্রস্তাবিত লোকদিগের কোন লোকের উপর কিছু জরীমানার কিম্বা কয়েদের হুকুম করেন্ তবে তাহাকে পেয়াদার হাওয়ালে করিয়া জিলা কি শহরের জজ সাহেবের হজুরে পাঠাইতে হইবেক ওসে লোক পঁহু ছিলে পর জজ সাহেব নাতক্ হুকুম হইবার সময়ে তাহার হাজির হইবার নিমিত্তে জামিনলওয়া কিম্বা অন্য যে কোন তদবীর করা উচিত বুঝেন্ তাহার হুকুম দিবেন ইতি।—১৮১৯ সা। ১০ আ। ১১২ ধা।

জজ সাহেবেরা মূলের লিখিত মোকদ্দমা শুনিবার ও তাহার বিচার করিবার কথা।

১৬০। ঐ জিলা কি শহরের জজ সাহেবের উচিত যে নিমকের এজেণ্ট সাহেবদিগের ও চৌকীর সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবদিগের রুব কারী ও তাঁহারদিগের পাঠান লোকেরা পঁহুছিলে পর আপনার দেওয়ানী আদালতে প্রথম বৈঠকেতে ঐ সকল মোকদ্দমার তজবীজ করেন্ ও নিমকের এজেণ্ট সাহেবের কি চৌকীর সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সা হেবের রুবকারী দৃষ্টি ও বিবেচনা করিয়া ও আসামীর জওয়াব শুনিয়া যদি জজ সাহেব ইহা বুঝেন্ যে নিমকের এজেণ্ট সাহেব কি চৌকীর সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব মোকদ্দমার পুরা তজবীজ করিয়া উপযুক্ত হুকুম দিয়াছেন তবে তাঁহারদিগের দেওয়া হুকুম বহাল থাকিবার হুকুম দিতে কিম্বা তাঁহারদিগের দেওয়া হুকুম যথার্থবোধ না হইলে শুধরিতে অথবা ঐ হুকুম সাক্ষি লোকের দেওয়া সাক্ষ্যের ও মোকদ্দমার যথার্থ বৃত্তান্তের অন্যমতে হইয়াছে বুঝিলে তাহা রদ করিতে কিম্বা নূতন করিয়া মোকদ্দমার তহকীক তজবীজ করিতে পারিবেন ও অন্যং সাক্ষির কিম্বা যেং সাক্ষির জোবানবন্দী পূর্ব্বে হইয়াছে তাহারদিগের হাজিরহওনের এবং ঐ সাহেবদিগের নি

কটহইতে কিম্বা আসামীদিগের স্থানহইতে কৈফিয়ৎ তলবের হুকুম দিতে পারিবেন ইতি।—১৮১৯ সা। ১০ আ। ১১৩ধা।

যে২ মতেতে জিলা কি শহরের জজ সাহেবের দেওয়া হুকুম চূড়ান্ত ও সিদ্ধ হইবেক তাহার কথা।

১৬১। যদি নিমকের এজেণ্ট সাহেবদিগের কি চৌকীর সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবদিগের কোন জিলা কি শহরের জজ সাহেবের হুজুরে পাঠান কোন মোকদ্দমার নালিশের বুনিয়াদ কিম্বা কোন মোকদ্দমাতে হুকুমহওয়া জরীমানার টাকার সংখ্যা ৫০০ পাঁচ শত টাকার অধিক না হয় অথবা ক্রোকহওয়া লবণের পরিমাণ ৮২ বিরাশী সিক্কার ওজনী সেরের দুইশত মোনহইতে অধিক না হয় তবে তাহাতে উপরের ধারার লিখনমতে জজ সাহেবের দেওয়া হুকুম চূড়ান্তও সিদ্ধ হইবেক ও তাহার উপর কোন আপীল হইতে পারিবেক না ও যদি হুকুমহওয়া জরীমানার টাকার সংখ্যা ৫০০ পাঁচ শত টাকার অধিক হয় কিম্বা ক্রোকহওয়া লবণের পরিমাণ ২০০ দুইশত মোনহইতে অধিক হয় তবে ঐ মোকদ্দমার সহিত যে লোক এলাকা রাখে তাহার দাখিলকরা দরখাস্তমতে অথবা সরকারের তরফহইতে নিমকের কর্ম্মে মোতালকথাকা কোন সাহেবের দাখিল করা সরাসরী দরখাস্তক্রমে জিলা কি শহরের জজ সাহেবের দেওয়া হুকুমের উপর প্রবিন্স্যাল কোর্ট আদালতে আপীল হইতে পারিবেক ও কোর্ট আপীলের সাহেবদিগের উচিত যে তাহার আপীল মঞ্জুর করিবামাত্র মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি করেন্ ও জানা কর্ত্তব্য যে এমত২ আপীলের দরখাস্ত জিলা কি শহরের জজ সাহেবের দেওয়া হুকুমের তারিখহইতে ছয় হপ্তার মধ্যে দাখিল করণব্যতিরেকে মঞ্জুর হইবেক না ইতি।—১৮১৯ সা। ১০ আ। ১১৪ ধা।

যে২ প্রকারেতে জজ সাহেবের দেওয়া হুকুমের উপর প্রবিন্স্যাল্ কোর্ট আদালতে আপীল হইতে পারিবেক তাহার কথা।

জিলা কি শহরের জজ সাহেব হুকুম দেওনের পরে যে মতাচরণ করিবেন তাহার কথা।

১৬২। এই আইনের ১১৩ধারার লিখিত হুকুমমতে কোন জিলা কি শহরের জজ সাহেবের হুজুরহইতে নিষ্পত্তির কোন হুকুমহওনের সময়ে কাহারু উপর কসুর করা সাবুদ হইয়া থাকিলে তাহার স্থানে জীরমানার টাকা উসুলকরা যাইবেক ও এক্ষণকার চলিত আইনের লিখিত দাঁড়ারমতে জরীমানার টাকা উসুলকরণের ও আদালতের ডিক্রী ও হুকুম জারীহওনের নিমিত্তে ঐ লোককে কয়েদ করা যাইবেক এবং জজ সাহেবের উচিত যে আপন দেওয়া চূড়ান্ত হুকুমের কথা সম্বলিত রুবকারীর নকল যত শীঘ্র হইতে পারে নিমকের এজেণ্ট কি চৌকীর সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের নিকটে পাঠান কিন্তু যদি জিলা কি শহরের জজ সাহেবের দেওয়া হুকুমের উপর কোন প্রবিন্স্যাল কোর্ট আদালতে আপীল হয় ও আপেলাণ্ট প্রবিন্স্যাল্ কোর্টের হুকুম আমলে আনিবার নিমিত্তে মাতবর জামিনী দাখিল করিতে চাহে তবে জিলা কি শহরের জজ সাহেবের উচিত যে আপন হুকুম জারী করা মৌকুফ রাখিয়া প্রবিন্স্যাল কোর্ট আদালতের চূড়ান্ত হুকুম না হওন পর্য্যন্ত বিনানুমতির লবণহওনের হুকুম হওয়া লবণ আমানৎ রাখণের নিমিত্তে নিমকের এজেণ্ট সাহেব কি চৌকীর সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের নামে হুকুম দেন্ ও উপরের লিখিত সমস্ত প্রকারেতে

প্রবিন্স্যাল কোর্টের সাহেবেরা জিলা কি শহরের জজ সাহেবের করা ডিক্রী জারী করা মৌকুফরাখণের হুকুম ঐ সাহেবকে দিতে কিম্বা জব্দ হওনের হুকুম হওয়া লবণ আমানৎরাখণের অথবা জিলা কি শহরের জজ সাহেবের হুকুমে উসুলহওয়া জরীমানার টাকাআমানৎরাখণের নিমিত্তে নিমকের কার্য্যের মোতালক সাহেবদিগের নামে হুকুম দিতে পারিবেন ইতি।—১৮১৯ সা। ১০ আ। ১১৫ ধা।

যাহারদিগের লবণ অনুমতির লবণ হওনের হুকুম হয় তাহারা তৎক্ষণাৎ খালাস হইবার কথা।

১৬৩। জিলা কি শহরের জজ সাহেব বিনানুমতির লবণের কারবারকরণের অপবাদগ্রস্ত কোন লোকের খালাসীর কিম্বা ক্রোকহওয়া লবণ বিনানুমতির না হওনের অর্থে হুকুম করিলে তৎক্ষণাৎ ঐ লোক কি লোকেরা খালাস ও লবণের ক্রোক বরখাস্ত হইবেক ও যদি ক্রোকহওয়া লবণের পরিমাণ দুইশত মোন কিম্বা তাহাহইতে অধিক হয় ও সেই লবণের বিষয়ে যে ব্যক্তি এলাকা রাখে সেই ব্যক্তির তরফহইতে ঐ হুকুমের উপর আপীলের দরখাস্ত দাখিল হয় কি দাখিলকরণের প্রসঙ্গ হয় তবে ঐ লবণের ক্রোক ঐ হুকুমের উপর প্রকৃতই আপীল হইবেক ইহা বুঝা যায় যাবৎ ও তাহা হইলে প্রবিন্স্যাল কোর্টহইতে হুকুম না হয় যাবৎ তাবৎ বরখাস্ত হইবেক না কিন্তু যদি জিলা কি শহরের জজ সাহেবের দেওয়া হুকুমের উপর এক মাসের মধ্যে কেহ আপীল না করে তবে ঐ লবণ তাহার অতিরিক্ত কাল ক্রোক থাকিবেক না ইতি।—১৮১৯ সা। ১০ আ। ১১৬ ধা।

ক্রোক বরখাস্ত হওনের মতের কথা।

পরমিট ও আফীন ও নিমকের বোর্ডের সাহেবদিগের দণ্ড ও জরীমানার টাকা কমাইতে ক্ষমতা থাকিবার কথা।

১৬৪। যে সকল প্রকারেতে এই আইনের লিখিত হুকুমমতে কোন লবণ সরকারে জব্দ হইয়া থাকে এবং যে সকল প্রকারেতে কোন ব্যক্তি এই আইনের ৩১ ও ৩৩ ও ৩৪ ও ৩৬ ও ৩৮ ও ৪০ ও ৪১ ও ৪২ ও ৪৩ ও ৪৫ ও ৪৬ ও ৪৭ ও ৪৮ ও ৪৯ ও ৫০ ও ৫১ ও ৫৩ ও ৫৪ ও ৫৫ ও ৬৬ ও ৬৭ ও ৬৮ ও ৬৯ ও ৭০ ও ৭৫ ও ৭৭ ও ৮৬ ধারার নিরূপিত কোন দণ্ডের যোগ্য হইয়া থাকে তাহাতে চূড়ান্ত হুকুম আদালতের কোন সাহেবের হজুরহইতে অথবা নিমকের এজেণ্ট সাহেব কি চৌকীর সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের হজুরহইতেই বা হইয়া থাকে সে সকল প্রকারেতে পরমিট ও আফীন ও নিমকের বোর্ডের সাহেবেরা মোকদ্দমার এলাকাদার ব্যক্তির তরফহইতে দরখাস্ত দাখিল হইলে নিমকের এজেণ্ট সাহেব কি চৌকীর যে সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব প্রথমতঃ মোকদ্দমার তজবীজ করিয়া থাকেন তাঁহার স্থানে মোকদ্দমার বেওরা কৈফিয়ৎ তাঁহারদিগের লবণ ক্রোক করার বিষয়ের চলিত দস্তুরমতে তলব করিয়া জরীমানার কি দণ্ডের টাকার মধ্যে যে কিছু কমান উচিত বুঝেন্ তাহা কমাইতে পারিবেন ইতি।—১৮১৯ সা। ১০ আ। ১১৭ ধা। ১ প্র।

যে সকল প্রকারেতে নিমকের এ

১৬৫। যদি নিমকের এজেণ্ট সাহেব কি চৌকীর সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব কোন মোকদ্দমাতে যে কোন ব্যক্তি এই আইনমতে যে

জেণ্ট সাহেব ও চৌকীর সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট সাহেবেরা চূড়ান্ত হুকুম দিতে পারিবেন তাহার কথা।

জরীমানার যোগ্য হইতে পারে সেই জরীমানা সমুদয় তাহার স্থানে উসুলকরা অনুপযুক্ত ঠাহরান্ ও সেই ব্যক্তি নিমকের এজেণ্ট সাহেব কি চৌকীর সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব যে হুকুম করিবেন তাহা আমলে আনিবার মজমুনে একরারনামা লিখিয়া দেয় এবং আদালতেতে উপস্থিত না হইয়া ঐ সাহেবের হজুর হইতে চূড়ান্ত হুকুম হওনের প্রার্থনা রাখে তবে নিমকের এজেণ্ট সাহেব কি চৌকীর সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব পরমিট ও আফীন ও নিমকের বোর্ডের সাহেবদিগের হজুর হইতে অনুমতি লইয়া লবণের পরিমাণের ও জরীমানার টাকার সংখ্যার প্রতি দৃষ্টি না করিয়া চূড়ান্ত ও সিদ্ধ হুকুম দিতে পারিবেন ইতি।—১৮১৯ সা। ১০ আ। ১১৭ ধা। ২ প্র।

সরকারে জব্দহওয়া লবণ ও অন্য বস্তুর মুল্যের দৃষ্টে ইনাম দেওয়া যাইবার কথা।

১৬৬। এই আইনের লিখিত হুকুমমতে সরকারের তাবে কার্য্যকারকদিগকে ও যে সকল লোকেরা অসঙ্গতরূপে কাহারু লবণের কারবারকরণের সম্বাদ দিয়া থাকে তাহারদিগকে যে সকল ইনাম দেওয়া যাইবেক তাহা সমস্ত প্রকারেতে প্রকৃতার্থে সরকারে জব্দহওয়া লবণের কি অন্য বস্তুর মূল্যের ও উসুলহওয়া জরীমানার টাকার দৃষ্টে দেওয়া যাইবেক ইতি।—১৮১৯ সা। ১০ আ। ১১৭ ধা। ৩ প্র।

জজ সাহেব উসুলকরা জরীমানার টাকা নিমকের এজেণ্ট কি চৌকীর সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের নিকটে পাঠাইবার কথা।

১৬৭। জানান যাইতেছে যে কোন জিলা কি শহরের জজ সাহেব জরীমানার যত টাকা উসুল করেন্ তাহা সমস্ত উসুল হইবামাত্র নিমকের যে এজেণ্ট সাহেব কি চৌকীর যে সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব প্রথমতঃ মোকদ্দমার তজবীজ করিয়া থাকেন তাঁহার নিকটে পাঠান যাইবেক ও অসঙ্গতরূপে লবণের কারবার হওনের সম্বাদ যাহারা দেয় তাহারা কি সরকারের তাবে কার্য্যকারকেরা এই আইনের লিখিত হুকুমমতে যে সকল ইনাম পাইতে পারিবেক তাহা বিভাগ করিয়া দেওনের বিষয়ে নিমকের এজেণ্ট সাহেব ও নিমকচৌকীর সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবেরা পরমিট ও আফীন ও নিমকের বোর্ডের সাহেবদিগের হজুরহইতে হওয়া সামান্য কি বিশেষ হুকুম আপনারদিগের কার্য্যোপদেশ জানিয়া তদনুসারে কার্য্য করিবেন ইতি।—১৮১৯ সা। ১০ আ। ১১৮ ধা।

জরীমানার টাকা কম কি সমুদয় মাফ হইবার বিষয়ের দরখাস্ত ইষ্টাম্পকাগজে লিখিতে হইবার কথা।

১৬৮। নিমকের এজেণ্ট কি চৌকীর সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের অথবা আদালতের সাহেবের হজুরহইতে হুকুমহওয়া জরীমানা কিম্বা দণ্ডের টাকা কম হইবার কিম্বা সমুদয় মাফ হইবার নিমিত্তে যে সকল দরখাস্ত পরমিট ও আফীন ও নিমকের বোর্ডের সাহেবদিগের হজুরে দাখিল হইবেক তাহা নীচের লিখিতব্য মূল্যের ইষ্টাম্পকাগজে লেখা যাইবেক ইতি।—১৮১৯ সা। ১০ আ। ১১৯ ধা। ১ প্র।

ইষ্টাম্পকাগজের মুল্যের কথা।

১৬৯। যে সকল প্রকারেতে বিনামুমতির লবণহওনের হুকুমহ

ওয়া লবণের পরিমাণ ২০ বিশমোনের অধিক না হয় কিম্বা যে সকল প্রকারেতে হুকুমহওয়া জরীমানার টাকা ৫০ পঞ্চাশ টাকাহইতে অধিক না হয় সে সকল প্রকারেতে ঐ বোর্ডের সাহেবদিগের হুজুরে যে দরখাস্ত দাখিল হইবেক তাহা ২ দুই টাকা মূল্যের ইষ্টাম্পকাগজে লেখা যাইবেক ইতি।—১৮১৯ সা। ১০ আ। ১১৯ ধা। ২ প্র।

১৭০। যে সকল প্রকারেতে লবণের পরিমাণ ২০ বিশ মোনের অধিক হয় ও ১০০ একশত মোনের অধিক না হয় কিম্বা যে সকল প্রকারেতে হুকুমহওয়া জরীমানার টাকা ৫০ পঞ্চাশ টাকার অধিক হয় ও ২৫০ আড়াই শত টাকার অধিক না হয় সে সকল প্রকারে ৪ চারি টাকা মূল্যের ইষ্টাম্পকাগজে দরখাস্ত লেখা যাইবেক ইতি।—১৮১৯ সা। ১০ আ। ১১৯ ধা। ৩ প্র।

১৭১। যে সকল প্রকারেতে লবণের পরিমাণ ১০০ একশত মোনহইতে অধিক হয় ও দুই শত মোনের অধিক না হয় কিম্বা যে সকল প্রকারেতে হুকুমহওয়া জরীমানার টাকা ২৫০ আড়াই শত টাকার অধিক হয় ও ৫০০ পাঁচশত টাকার অধিক না হয় সে সকল প্রকারেতে ৬ ছয় টাকা মূল্যের ইষ্টাম্পকাগজে দরখাস্ত লেখা যাইবেক ইতি।— ১৮১৯ সা। ১০ আ। ১১৯ ধা। ৪ প্র।

১৭২। যে প্রকারেতে লবণের পরিমাণ ২০০ দুই শত মোনহইতে অধিক হয় কিম্বা হুকুমহওয়া জরীমানার টাকার সংখ্যা ৫০০ পাঁচ শত টাকার অধিক হয় তাহাতে ৮ আট টাকা মূল্যের ইষ্টাম্প কাগজে ঐ দরখাস্ত লেখা যাইবেক ইতি।—১৮১৯ সা। ১০ আ। ১১৯ ধা। ৫ প্র।

নিমকের এজেন্ট ও চৌকীর সুপরিন্টেণ্ডেন্ট সাহেবদিগকে লোকদিগেরে খালাস করণের বিষয়ে অর্পণহওয়া ক্ষমতার কথা।

১৭৩। নিমকের এজেন্ট সাহেবদিগের ও চৌকীর সুপরিন্টেণ্ডেন্ট সাহেবদিগের উচিত যে তাঁহারদিগের হুজুরে কোন লোকের নামে নালিশ হইয়া তাহা যদি সাবুদ না হয় তবে তৎক্ষণাৎ সেই লোককে ও ক্রোকহওয়া লবণ কি অন্য বস্তু ছাড়িয়া দেন ও যে লোকের নামে নালিশ হইয়া থাকে সেই লোক যদি নিমকের কার্য্যের মোতালক সরকারী কার্য্যকারকদিগের মধ্যে হয় তবে পরমিট ও আফীন ও নিমকের বোর্ডের সাহেবেরা নিমকের এজেন্ট সাহেবের কি চৌকীর সুপরিন্টেণ্ডেন্ট সাহেবের ঐ লোকের খালাসীর বিষয়ে দেওয়া হুকুমের তারিখহইতে তিন মাসের মধ্যে ঐ সাহেবদিগের নামে জিলা কি শহরের জজ সাহেবের হুজুরে মোকদ্দমার রোয়দাদ পাঠাইবার নিমিত্তে হুকুম দিবেন ও সেই জজ সাহেবের উচিত যে ঐ মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি এই আইনের ১১২ ধারাতে এমত২ মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তির নিমিত্তে যে প্রকার নিরূপণ হইয়াছে সেই প্রকারে করেন ইতি।—১৮১৯ সা। ১০ আ। ১২০ ধা।

এই আইনানুসারে যে সকল লোকের কয়েদের হুকুম হয় তাহারা দেওয়ানী জেলখানাতে কয়েদ থাকিবার কথা।

১৭৪। এই ধারানুসারে জানান যাইতেছে যে এই আইনের লিখিত হুকুমমতে যে সকল লোকের উপর কয়েদের হুকুম হয় এবং যে সকল লোক তাহারদিগের উপর হুকুমহওয়া জরীমানার টাকা দাখিল না করে সে সকল লোকেরা কেবল দেওয়ানী জেলখানাতে কয়েদ থাকিবেক ইতি।—১৮১৯ সা। ১০ আ। ১২১ ধা।

কাহারু উপর অসঙ্গত নালিশ হইলে ঐ নালিশকরণিয়ার যে দণ্ড হইবেক তাহার কথা।

১৭৫। যদি নিমকের এজেণ্ট সাহেবের কি নিমক চৌকীর সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের হুজুরে এই আইনের লিখিত হুকুমমতে কোন লোকের নামে গোয়েন্দার কি অন্য কোন জনের তরফহইতে হওয়া নালিশ তজবীজের সময়ে কেবল ক্লেশ দিবার নিমিত্তে কি অমূলক কি অতিঅসঙ্গত ও অনর্থক জানা যায় তবে নিমকের এজেণ্ট সাহেব কি চৌকীর সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব ঐ গোয়েন্দা কি অন্য ব্যক্তির উপর সাক্ষিরদের খোরাকী দিবার হুকুম ও যাহার নামে এমত অসঙ্গত নালিশ হইয়া থাকে তাহাকে ৫০০ পাঁচশত টাকার অধিক না হয় এমত যে দণ্ড মোকদ্দমার ভাবদৃষ্টে উপযুক্ত বোধ হয় তাহা দিবার হুকুম কিম্বা ছয় মাসের অধিক না হয় এমত দিয়াদে কয়েদ থাকিবার হুকুম দিতে পারিবেন ও এই ধারানুসারে এমত যে সকল হুকুম হয় তাহা এই আইনের লিখনমতে জরীমানা দাখিলকরণের নিমিত্তে হওয়া হুকুম যে মতে জারী হয় সেই মতে জারী হইবেক ইতি।—১৮১৯ সা। ১০ আ। ১২২ ধা।

পরমিট ও আফীন ও নিমকের বোর্ডের সাহেবদিগের হজুরে রিপোর্ট ও কৈফিয়ৎ পাঠাইতে হইবার কথা।

১৭৬। পরমিট ও আফীন ও নিমকের বোর্ডের সাহেবদিগের আবশ্যক যে তাঁহারদিগের তাবে কার্য্যকারক সাহেবেরা এই আইনানুসারে তাঁহারদিগের বিচারযোগ্য মোকদ্দমাসকলের তজবীজ যে প্রকারে করিতেছেন এবং কোন ব্যক্তি যে কোন ক্লেশ কি দুঃখের নিবারণ হইতে পারিত তাহা পাইতেছে কি না ইহা জানিবার কারণ ঐ সাহেবদিগের প্রতি অর্পণহওয়া কর্ম্মকার্য্যের নির্ব্বাহকরণের বিষয়ের যেং কৈফিয়ৎ ও রিপোর্ট আপনারদিগের খাতিরজমার নিমিত্তে আবশ্যক হয় তাহা ঐ সাহেবদিগের স্থানে তলব করেন এবং ঐ বোর্ডের সাহেবেরা যখন উচিত জানেন্ তখন নিমকের কোন এজেণ্ট সাহেব ও চৌকীর সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের রুবকারী ও রোয়দাদ তলব করিয়া দৃষ্টি করিতে পারিবেন ইতি।—১৮১৯ সা। ১০ আ। ১২৩ ধা।

নিমকের এজেণ্ট ও চৌকীর সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবলোককে যে ক্ষমতা অর্পণ হইল তাঁহারদিগের আকটিঙ্গসাহেবদিগের ও কোম্পানির চিহ্নিত চা

১৭৭। জানান যাইতেছে যে এই আইনানুসারে নিমকের এজেণ্ট সাহেবদিগকে ও নিমকচৌকীর সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবদিগকে মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি করিবার যে ক্ষমতা অর্পণ হইল যে সাহেবেরা আকটিঙ্গরূপে ঐ সাহেবদিগের কর্ম্মেতে নিযুক্ত হন তাঁহারদিগেরো সেই ক্ষমতা হইবেক ও নিমকের এজেণ্ট সাহেবদিগের যে আসিষ্টাণ্ট সাহেবেরা ও নিমকচৌকীর সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবেরদের যে আসিষ্টাণ্ট সাহেবেরা কোম্পানি বাহাদুরের চিহ্নিত চাকর হনও

সরকারের কর্ম্মেতে দুই বৎসরহইতে নিবিষ্ট রহিয়া থাকেন সেই আসিষ্টাণ্ট সাহেবদিগকে তাঁহারদিগের নিমকের এজেণ্টসাহেবেরা ও নিমকচৌকীর সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবেরা বিচার ও নিষ্পত্তি করিবার নিমিত্তে যে সকল মোকদ্দমা সোপর্দ্দ করেন সেই সকল মোকদ্দমার বিষয়ে ঐ ক্ষমতা হইবেক কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে নিমকের এজেণ্ট সাহেবেরদের ও নিমকচৌকীর সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবদিগের নিকটহইতে তাঁহারদিগের আসিষ্টাণ্ট সাহেবদিগকে বিচার ও নিষ্পত্তির নিমিত্তে যে সকল মোকদ্দমা সোপর্দ্দ হয় সে সকল মোকদ্দমাতে ঐ আসিষ্টাণ্ট সাহেবদিগের করা শেষ রুবকারী নিমকের এজেণ্ট সাহেবদিগের ও চৌকীর সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবদিগের মঞ্জুরীর নিমিত্তে ঐ সাহেবদিগের হজুরে দরপেশ করা যাইবেক ও নিমকের ঐ এজেণ্ট সাহেবেরা ও চৌকীর সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের আপনারদিগের আসিষ্টাণ্ট সাহেবদিগের করা হুকুম বিবেচনামতে উচিত বুঝিলে বহাল রাখিতে কি শুধরিতে কিম্বা রদ করিতে পারিবেন ও যাবৎ নিমকের এজেণ্ট সাহেবেরা ও চৌকীর সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবেরা ঐ সকল রুবকারী আপনারদিগের মোহর ও দস্তখৎ করিয়া সাব্যস্ত না করেন তাবৎ তাহার লিখিত হুকুম জারী হইবেক না ইতি।—১৮১৯ সা। ১০ আ। ১২৪ ধা।

কর আসিষ্টাণ্ট সাহেবদিগেরো সেই ক্ষমতা হইবার কথা।

আসিষ্টাণ্ট সাহেবদিগের করা রুবকারী নিমকের এজেণ্ট ও চৌকীর সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবদিগের হজুরে দরপেশ করা যাইবার কথা।

১৭৮। এই ধারানুসারে জানান যাইতেছে যে নিমকের কোন এজেণ্ট সাহেব কিম্বা অন্য যে সাহেব ঐ সাহেবের কর্ম্মেতে আকটিঙ্গরূপে নিযুক্ত হন সেই সাহেব যে সময়ে বিনানুমতিতে লবণ প্রস্তুত কি বিক্রয় কি আমদানী কি রফ্তানী হওনের অথবা রাখণের বাবৎ কোন আরজী কি নালিশের তজবীজ নিমক তৈয়ারীর মোতালক কর্ম্মকার্য্যের বাহুল্যপ্রযুক্ত সরকারী কর্ম্মের হানিহওনবিনা নিজে না করিতে পারেন কি কোন হেতুপ্রযুক্ত তাহা আসিষ্টাণ্ট সাহেবকে সোপর্দ্দকরা উপযুক্ত বোধ না হয় সে সময়ে ঐ এজেণ্ট কি তাঁহার আকটিঙ্গসাহেব পরমিট ও আফীম ও নিমকের বোর্ডের সাহেবদিগের অনুমতি লইয়া ঐ আরজী কি নালিশ তাহার তজবীজ তহকীক করিবার নিমিত্তে নিমকচৌকীর সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের নিকটে সোপর্দ্দ করিতে পারিবেন ও নিমকচৌকীর সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবেরা আপনারদিগের নিকট প্রথমত উপস্থিতহওয়া মোকদ্দমা ও নালিশের তজবীজ যে সকল হুকুমমতে করেন সেই সকল হুকুমমতে ঐ২ নালিশের তজবীজ করিবেন ইতি।—১৮১৯ সা। ১০ আ। ১২৫ ধা।

কোন২ প্রকারেতে নিমকের এজেণ্ট সাহেবেরা মোকদ্দমাসকল তজবীজ করিবার নিমিত্তে নিমক চৌকীর সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবদিগেরে সোপর্দ্দ করিতে পারিবার কথা।

১৭৯। যদি লবণ প্রস্তুত ও স্থানান্তর ও খরীদ ও বিক্রয়হওন ও রাখণের বাবতে নিমকপোখ্তানীর এজেণ্ট সাহেব কি নিমকচৌকীর সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব কি সরকারের কার্য্যকারক ও অন্য কোন লোকের মধ্যেতে এমত কোন বিরোধ উপস্থিত হয় যে তাহার নিমিত্তে এই আইনেতে বিশেষ করিয়া কোন হুকুম লেখা নাহি তবে

যে সকল মোকদ্দমা আদালতে দরপেশ হইতে পারিবেক তাহার কথা।

ঐ উভয় বিরোধিদিগের প্রত্যেক জিলা কি শহরের আদালতে ঐ বিরোধের নালিশ করিতে পারিবেন ও ঐ আদালতের সাহেব অন্য মোকদ্দমাসকলের তজবীজকরণেতে আইন ও দস্তুরমতে যেং হুকুম মতাচরণ করেন্ এমতং বিরোধের মোকদ্দমার তজবীজকরণেতে ও সেইং হুকুম আপন কার্য্যোপদেশ জানিয়া তদনুসারে কার্য্য করিতে থাকিবেন ইতি।—১৮১৯ সা। ১০ আ। ১২৬ ধা।

---

১ প্রথম নম্বর।

১০২ ধারার লিখিত ইশ্‌তিহারের পাঠ।

যেহেতুক অমুকের নামে আপন জমীদারীর সরহদ্দের মধ্যে জানিয়া শুনিয়া বিনানুমতিতে লবণ পোখ্তানী করিতে দেওনের বাবতে নালিশ হইয়া অমুক তারিখে ঐ নালিশের কথা ও তাহার জওয়াব দিবার কারণ ঐ অমুক নিজে কি তাহার উকীল অমুক মিয়াদের মধ্যে এই কাছারীতে হাজির হইবার হুকুমসম্বলিত তলবী সমন হইয়া ঐ অমুক আপন বাসস্থানহইতে গরহাজির হওয়াতে তাহার প্রতি ঐ সমন জারী হইতে পারে নাহি অতএব ইশ্‌তিহার দেওয়া যাইতেছে ও যদি সমন জারী হইয়া থাকে তবে এই মজমুনে লেখা যাইবেক যে যেহেতুক অমুক সমনের লিখিত হুকুমমতে হাজির হইল না অতএব ইশ্‌তিহার দেওয়া যাইতেছে যে যদি অমুক অমুক তারিখে এই কাছারীতে নিজে কিম্বা তাহার যে মোখ্তারের নামে মোখ্তারনামা দাখিল থাকে সেই মোখ্তার হাজির না হয় তবে মোকদ্দমার একতরফী তজবীজ করা যাইবেক ও অমুক হাজির হইয়া নালিশের জওয়াব দিলে যেমত মোকদ্দমার নিষ্পত্তি হইত সেই মত তাহার হাজির না হওয়াতেও নিষ্পত্তি হইবেক ইতি।

২ দ্বিতীয় নম্বর।

রওয়ানা কিম্বা তবদিলী রওয়ানা কিম্বা নূতন রওয়ানা কিম্বা আৎরাফী রওয়ানা লইবার নিমিত্তে যে রসুম দিতে হইবে তাহার ফিরিস্তি।

তফসীল।

এক মোনহইতে পাঁচশত মোন লবণপর্য্যন্তের বাবৎ ……	১৲
পাঁচশত মোনের উপর এক হাজার মোনপর্য্যন্তের ‥ ….	১৷৷০
এক হাজার মোনের উপর দেড় হাজার মোনপর্য্যন্তের ….	২৷৷০
দেড় হাজার মোনের উপর দুই হাজার মোনপর্য্যন্তের ….	৩৲
দুই হাজার মোনের উপর আড়াই হাজার মোনপর্য্যন্তের ‥	৪৲
আড়াই হাজার মোনের উপর তিন হাজার মোনপর্য্যন্তের ‥	৪৷৷০
তিন হাজার মোনের উপর সাড়ে তিন হাজার মোনপর্য্যন্তের	৫৷৷০

সাড়ে তিন হাজার মোনের উপর চারিহাজার মোনপর্য্যন্তের	৬৲
চারিহাজার মোনের উপর সাড়ে চারিহাজার মোনপর্য্যন্তের	৭৲
সাড়ে চারিহাজার মোনের উপর পাঁচ হাজার মোনপর্য্যন্তের	৭৷৹
পাঁচ হাজার মোনের উপর সাড়ে পাঁচ হাজার মোনপর্য্যন্তের	৮৷৷৹
সাড়ে পাঁচহাজার মোনের উপর ছয় হাজার মোনপর্য্যন্তের	৯৲
ছয়হাজার মোনের উপর সাড়ে ছয় হাজার মোনপর্য্যন্তের	১০৲
সাড়ে ছয়হাজার মোনের উপর সাতহাজার মোনপর্য্যন্তের	১০৷৷৹
লবণ ছাড়িয়া দিবার নিমিত্তে যে সকল আংরাফী	
রওয়ানা দেওয়া যাইবেক তাহার প্রতি রওয়ানাতে	।৹

১৪ ধারা।

নিমক পোক্তানের নিমিত্ত যে ভূমির আবশ্যক তদ্বিষয়ে দাওয়া যেরূপে নিষ্পত্তি হইবে তাহা।

বিশেষ অন্য প্রকার না হইলে নিমকের সিরিশতার কার্য্যের আবশ্যক ভূমির সহিত উপরের লিখিত হুকুম সম্পর্ক না রাখনের কথা।

১৮০। সুবে বাঙ্গালা ও উড়িষ্যা ও জিলা কটকে লবণের দ্বারা সরকারের যে রাজস্ব পাওয়া যায় তাহা ইঙ্গরেজী ১৭৮০ ও ১৭৮১ সালের নির্দ্ধারিত দাঁড়ানুসারে লবণ প্রস্তুতকরণে সরকারের একাধিপত্যহওনের দ্বারা পাওয়া যাওনপ্রযুক্ত সরকার ঐ লবণ প্রস্তুতকরণের উপযুক্ত কতক ভূমি দখল করেন এবং যে ভূমি ঐ কর্ম্মের উপযুক্ত বোধ হইয়াছে তাহা সরকার বহু কালাবধি দখলকরণের অধিকারী হইয়াছেন প্রায় ঐ সমুদয় ভূমি কৃষিকার্য্যের কিম্বা অন্য কোন কার্য্যের দ্বারা লভ্য জন্মাইবার উপযুক্ত না হইলে এই আইনের কি ইহার পরে নির্দ্দিষ্টহওয়া কোন আইনের লিখিত বিশেষ হুকুমের দ্বারাব্যতিরেকে তাহাতে উপরের লিখিত ধারাসকলের হুকুম খাটিবেক না ইতি।—১৮২৪ সা। ১ আ। ৯ ধা। ১ প্র।

বিশেষ অনুসন্ধানেতে নিরূপিত জমীদারেরদের এবং নিমকের সিরিশতার কর্ম্মকারি সাহেবেরদের শক্তি নিরূপণের হুকুমের কথা।

১৮১। জিলা চব্বিশপরগনা ও যশোহর ও ভুলুয়া ও চাটিগ্রামের লবণের এজেণ্ট সাহেবের কর্ত্তৃত্বে লবণ প্রস্তুতহওনের বিষয়ে এক্ষণে যে সকল দাঁড়া চলিতেছে তাহা নির্দ্দিষ্টকরণাবধি ঐ২ জিলাতে কোন২ জমীদারের জমায় যে কমী দেওয়া গিয়াছে তাহা উপযুক্ত কি অনুপযুক্ত তাহার স্থির এবং ঐ লবণের এজেণ্ট সাহেবের কর্ত্তৃত্বের তাবে থাকা কার্য্যকারকদিগের ও ঐ জমীদারদিগের পরস্পর কৃত দাওয়ার নিষ্পত্তি করিবার কারণ শ্রীযুত নওয়াব গবরনর জেনরল বাহাদুরের হুজুর কৌন্সেলহইতে অনুসন্ধান করিবার অর্থে হুকুম দেওয়া গিয়াছে অতএব ঐ অনুসন্ধানের দ্বারা যাহা জানা যায় তদনুরূপ কার্য্যকরণের নিমিত্তে এই কার্য্যোপদেশ ও হুকুম নির্দ্দিষ্ট করা যাইতেছে এবং লবণপোক্তানের নিমিত্তে যে লোণা ভূমি কি অন্য ভূমির আবশ্যক হয় তাহার বিষয়ে যে কোন নালিশ করিতে হয় তাহার এবং ঐ ভূমির পরিবর্ত্তে যে টাকাইত্যাদি দিতে হয় তাহারো নিষ্পত্তিকরণেতে আদালতের সাহেবেরা এবং লবণের ও ভূমির রাজস্বের কার্য্যকারক এবং সরকারের অন্য সমস্ত

কার্য্যকারকেরা ঐ২ কার্য্যোপদেশ ও হুকুমানুসারে কার্য্য করিবেন ইতি।—১৮২৪ সা। ১ আ। ৯ ধা। ২ প্র।

কোম্পানি বাহাদুরের একাধিপত্য প্রথম স্থির করণের সময়ে খালাড়ীর নিমিত্তে জমায় যে কমী দেওয়া গিয়াছে সেই কমী যেপ্রযুক্ত তাহার কথা।

১৮২। নিমকমহাল সরকারের নিজে রাখিবার সময়ে খালাড়ীর ভাড়া ইত্যাদির নিমিত্তে জমীদারদিগকে জমায় যে কমী দেওয়া গিয়াছে তাহা এই অভিপ্রায়ে দেওয়া গিয়াছে যে সরকারব্যতিরিক্ত অন্য কেহ লবণ প্রস্তুত করিতে পারিবেক না এই নিষেধযুক্ত লবণ প্রস্তুত করিবার কার্য্যের স্থিরকরণের সময়ে যে২ মহাল সরকারে লওয়া গিয়াছে তাহাতে জমীদারদিগের যে মালগুজারী দিতে হইত তাহার ভার লাঘব হয় ইতি।—১৮২৪ সা। ১ আ। ৯ ধা। ৩ প্র।

ঐ কমী দেওয়া নিত্য বহাল থাকনের কথা।

১৮৩। প্রথম কালেতে যে২ জমীদারইত্যাদির আপন২ ভূমির বাঙ্গলা ১১৮৮ সালের পূর্ব্বের উৎপন্নের পরিবর্ত্তে জমায় কমী পাওনের দরখাস্ত মঞ্জুর করা গিয়াছে যে ভূম্যধিকারিরা উপরের লিখিত কথানুসারে তৎকালে যত উৎপন্ন পাওনেতে ক্ষান্ত হইয়াছিল তত্তুল্য কমী পাইয়াছে তাহারা সেই ভূম্যধিকারিবর্গের মধ্যে গণনা করা যাইবেক অতএব এই প্রকরণের দ্বারা জানান যাইতেছে যে ঐ জমীদারইত্যাদিকে যত২ টাকা কমী দেওয়া গিয়াছে সেই কমী সর্ব্বকালের নিমিত্তে বহাল থাকিবেক ইতি।—১৮২৪ সা ১ আ। ৯ ধা। ৪ প্র।

সরকারের হুকুমব্যতিরেকে লোণা ভূমি কিম্বা জ্বালানী কাষ্ঠ উপৎপন্ন করণের ভূমির নিমিত্তে জমায় আর কিছু মাফ করা কিম্বা কমী দেওয়া না যাইবার কথা।

১৮৪। ভূমির মালগুজারীতে খালাড়ীর কেরায়াপাওনার বাবতে কিছু টাকা উসুল দিবার দরখাস্ত গ্রাহ্য করিতে এবং বাঙ্গলা ১১৮৮ সালের পূর্ব্বে ঐ কেরায়া বাবতে বিশেষরূপে যে কমী দেওয়া গিয়াছে কিম্বা ইহার পরে শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে যাহা কমী দেওয়ার হুকুম হইবেক তাহাব্যতিরেকে ভূমির জমায় কিছু কমী দিতে কিম্বা মাফ করিতে কালেক্‌টর সাহেবদিগকে ও বোর্ড রেবিনিউর সাহেবলোককে নিষেধ করা যাইতেছে ইতি।—১৮২৪ সা। ১ আ। ৯ ধা। ৫ প্র।

খালাড়ীর ভাড়ার নিমিত্তে জমীদারেরদের দাওয়ার নালিশ যেরূপ করা যাইবেক তাহার কথা।

১৮৫। যে২ খালাড়ীতে এক্ষণে লবণের কার্য্য করা যাইতেছে তাহার কিম্বা ইহার পরে যে২ খালাড়ীতে ঐ কার্য্য করা যাইবেক তাহার কেরায়ার কিম্বা পূর্ব্বকালে যে২ খালাড়ীতে ঐ কার্য্য করা গিয়াছে তাহার বাবৎ গত কএক সালের কেরায়া পাওনা থাকনের দাওয়া যে কোন সদর মালগুজার করে তাহার কর্ত্তব্য যে ইহার পরে যাহা২ লেখা যাইবেক তদনুসারে তাহার সমাধা করাইবার কারণ নিমকের এজেণ্ট সাহেবের নিকটে দরখাস্ত করে ইতি।—১৮২৪ সা। ১ আ। ৯ ধা। ৬ প্র।

সরকারের হুকুমব্যতিরেকে মলঙ্গী

১৮৬। বাঙ্গলা ১১৮৮ সালের পূর্ব্বে খালাড়ীর ভাড়ার নিমিত্তে জমায় যে কমী দেওয়া গিয়াছে তাহা এখনো সরকারের রাজস্বের

বহীতে অমনি রাখা যাইবেক এবং লবণের সিরিশ্তার হিসাবে খরচ লেখা যাইবেক কিন্তু শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে বিশেষরূপে অন্য প্রকার হুকুম না হইলে লবণ প্রস্তুত করিবার আগামি বৎসরের আরম্ভঅবধি মলঙ্গীদিগের স্থান হইতে খালাড়ীর ভাড়া ও বারাকরনাইত্যাদি লওয়া সম্যক প্রকারে মৌকুফ হইবেক এবং ঐ অঙ্ক উঠিয়া যাইবেক এবং ইহার পরে সরকারের বিশেষ হুকুমব্যতিরেকে কোন গোমাস্তা কি অন্য কেহ যদি ঐ অঙ্ক বলক্রমে লইতে উদ্যত হয় কিম্বা কোন প্রকারে তাহা তাহারদিগের স্থানে তলব করে তবে ইহা লবণের এজেণ্ট সাহেবের নিকটে প্রমাণ হইলে সে ব্যক্তি তৎক্ষণে কর্ম্মচ্যুত হইবেক ইতি।— ১৮২৪ সা। ১ আ। ৯ ধা। ৭ প্র।

রদের স্থানে খালাড়ীর ভাড়া লওয়া মৌকুফ হইবার কথা।

১৮৭। সরকারের কার্য্যকারকেরা মলঙ্গীদিগের স্থানেগোড়কাটী কিম্বা লবণ পাক করিবার কাষ্ঠের নিমিত্তে জঙ্গল কাটার কারণ ঐ মত আর যে কোন প্রকার কর লইত তাহা সরকারের প্রাপ্য রাজস্ব বলিয়া কি আর কোন প্রকার বলিয়াই বা লইয়া থাকুক শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলের বিশেষ হুকুম হওনব্যতিরেকে তাহা লওয়া এখনঅবধি মৌকুফ হইল ইতি।— ১৮২৪ সা। ১ আ। ৯ ধা। ৮ প্র।

জ্বালানী কাষ্ঠের উপর করলওয়া মৌকুফ হইবার কথা।

১৮৮। ইহার পরে সরকারহইতে দেওয়া দাদনের পরিবর্ত্তে লবণ দাখিল করিবার অর্থে যে কবুলিয়ৎ লেখা যাইবেক তাহাতে সরকারহইতে মোটে যত টাকা দেওয়া যাইবেক তাহার মধ্যে জ্বালানী কাষ্ঠের নিমিত্তে যত দেওয়া যাইবেক তাহা সাধ্যমত বিশেষ করিয়া লেখা যাইবেক এবং অন্যং বিষয়েও যথাশক্তি বিশেষ করিয়া লিখিতে হইবেক এবং সরকারহইতে বিশেষ হুকুম হওন বিনা কোন বিষয়েতে কিছু লওন কিম্বা কমী করণব্যতিরেকে মলঙ্গীদিগকে যত টাকা দিতে হইবেক তাহাও তাহাতে বিশেষকরিয়া লিখিতে হইবেক ইতি।—১৮২৪ সা। ১ আ। ৯ ধা। ৯ প্র।

লবণ প্রস্তুতকরণের নিমিত্তে কবুলিয়তে যাহাং লেখা যাইবেক তাহার কথা।

১৮৯। লবণের এজেণ্ট সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে ইহার পরেই যে দাদন দেওয়া যাইবেক তাহা দেওনের সময়ে কিম্বা তাহার পরে যত শীঘ্র হইতে পারে ইহা নিশ্চয় করিয়া বহীতে লিখিবেন যে আপন সরহদ্দের মধ্যে হওয়া খালাড়ীসকলের এবং লবণ জন্মিবার ভূমির অধিকারী কেং ইতি।—১৮২৪ সা। ১ আ। ৯ ধা ১০ প্র।

লোণা ভূমির স্বত্ব যাহার এজেণ্ট সাহেব তাহা নিশ্চয় করিবার ও বহীতে লিখিবার কথা।

১৯০। নিমকপোক্তানীর বিষয়ে শ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুরের একাধিপত্যহওন কালাবধি অদ্যপর্য্যন্ত সরকারের নিমকের সিরিশ্তার হুকুমেতে যে লোণা ভূমিতে লবণ জন্মান গিয়াছে কিম্বা ইস্তমরারী অর্থাৎ সর্ব্বকালিক বন্দোবস্তের পূর্ব্বে এবং পরে আর কোন প্রকারে সরকারে যে ভূমি লওয়া গিয়াছে এবং রাখা গিয়াছে সে

যেং ভূমি নিমকের সিরিশতার সাহেবেরা নিষ্করে দখলে রাখিবেন এবং মালগুজারী

তহসীলের ভারাক্রান্ত সাহেবেরা যাহার উপর শেষে কর লইতে পারিবেন ঐ২ ভূমির কথা।

ভূমি বাস্তব ইস্তমরারী বন্দোবস্তহওয়া জমীদারীর মধ্যগত হইলেও সরকারের নিমকের সিরিশ্তার কার্য্যভারাক্রান্ত সাহেবদিগের সেই ভূমি সর্ব্বকাল দখলের অধিকার দ্বারা তাহার খাজানা দেওনবিনা দখলকরণের যোগ্য বোধ হইবেক এবং সেই ভূমি সরকারহইতে কোন ব্যক্তি ইজারা লইয়া থাকিলে তাহার পাট্টার মিয়াদ গতহওনের পর যেমন অন্য কোন জনকে ইজারা দেওনের যোগ্য হইত সেইমত নিমকের সিরিশ্তার সাহেবলোকেরা সেই ভূমি ছাড়িয়া দিলে পর তাহা মালগুজারী তহসীলের ভারাক্রান্তসাহেবদিগের দ্বারা রাজস্ব নির্দ্ধার্য্যের যোগ্য বোধ হইবেক ইতি।—১৮২৪ সা। ১ আ। ৯ ধা। ১১ প্র।

যে২ ভূমিতে সরকারের স্বত্ত্ব বোধ হইবেক তাহার কথা।

১৯১। ইস্তমরারী বন্দোবস্তের পূর্ব্বে কিম্বা পরে যে লোণা ভূমিতে নিমকের কারখানা করা গিয়া থাকে কোন ব্যক্তি তাহার খাজানা কি অন্য কোন প্রকার এওজের দাওয়া করণবিনা যদি সরকার হইতে সেই ভূমিতে বার বৎসরপর্য্যন্ত ঐ কারখানা করা গিয়া থাকে তবে সে ভূমি সরকারের নিজ ভূমি বোধ হইবেক ইতি।—১৮২৪ সা। ১ আ। ৯ ধা। ১২ প্র।

যে২ ভূমি বিশেষ ভূম্যধিকারিরদের বোধ হইবেক তাহার কথা।

১৯২। ইস্তমরারী বন্দোবস্তের পরে যে লোণা ভূমিতে নিমকের কারখানা করা গিয়াছে এবং সেই ভূমির কারণ খাজানা কি অন্য কোন প্রকার এওজ কোন ব্যক্তিরদিগ্‌কে এক্ষণে দেওয়া যাইতেছে আদালতের ডিক্রীর দ্বারা অন্য প্রকার হুকুম না হওনপর্য্যন্ত সেই ভূমিতে ঐ ব্যক্তিদিগের স্বত্বাধিকার বোধ হইবেক এবং নিমকের সিরিশ্তার সাহেবলোক যাবৎকাল ঐ ভূমি নিমকের কারখানার নিমিত্তে রাখেন্ তাবৎকাল ঐ ব্যক্তিরা ঐ ভূমির খাজানা যত ঐ কারখানা হওনের পুর্ব্ববৎসর পাইয়া থাকে তত করিয়া বৎসর২ পাইবেক ও সেই খাজানা রোক টাকাতে দেওয়া যাইবেক এবং তাহা অন্য প্রকার বিশেষ হুকুম না হইলে কোন চুক্তিকরণিয়া কি মলঙ্গীর স্থানে কিছু তলব করণব্যতিরেকে সাল্টএজেণ্ট সাহেবের হিসাবে ঐ কারখানার অন্য২ খরচের মধ্যে লেখা যাইবেক। যত কাল নিমকের সিরিশ্তার সাহেবলোকেরা সেই ভূমিতে নিমকের কার্য্য করিবেন সেইপর্য্যন্ত ঐ খাজানা দেওয়া যাইবেক ও সেই ভূমির লোণা গুণ গত হইলে যখন সাল্টএজেণ্ট সাহেব তাহা ছাড়িয়া দেন্ তখন দেওয়া মৌকুফ হইবেক কিন্তু ইহাও জানান যাইতেছে যে নিমকের সিরিশ্তার সাহেবদিগের ঐ ভূমির খাজানা দেওনপ্রযুক্ত কিম্বা যে জন আপনাকে ঐ ভূমির অধিকারী বলে তাহার দ্বারা অন্য প্রকার তহসীল হওনপ্রযুক্তও যদি সেই ভূমি রাজস্ব দেওয়ার যোগ্য হয় তবে এই প্রকরণের লিখিত কোন কথা ইঙ্গরেজী ১৮১৯ সালের ২ আইনের হুকুমানুসারে মালগুজারী তহসীলের কার্য্যভারাক্রান্ত সাহেবদিগের নিমকের সিরিশ্তাতে দখলহওয়া

খাজানা যেরূপ দিতে হইবেক তাহার কথা।

ঐ ভূমির রাজস্ব ধার্য্যকরণের প্রতিবন্ধক হইবেক না ইতি।—১৮২৪ সা। ১ আ। ৯ ধা। ১৩ প্র।

১১৩। যদি কোন ভূম্যধিকারির অধিকারের মধ্যে লোণা ভূমি থাকে তবে নিমকের সিরিশ্তার সাহেবলোকেরা সেই ভূম্যধিকারিকে সেই ভূমির খাজানা দিয়া পূর্ব্বমত সেই ভূমি দখল করিতে পারেন্। নিমকের এজেণ্ট সাহেব এই মত কোন ভূমি দখল করণের সময়ে সেই ভূমিতে এক নিশান খাড়াকরণদ্বারা এবং আপনার দখলকরা ঐ ভূমি যে স্থানে থাকে তাহা ও সেই ভূমির সীমা আপন সাধ্যমত যথার্থরূপে বেওরা করিয়া এক ইশ্‌তিহারনামাতে লিখিয়া প্রচারকরণদ্বারা সকল লোককে এ বিষয় জানাইবেন। ঐ ইশ্‌তিহারনামা কালেক্‌টর সাহেবের কাছারীতে এবং নিমকের এজেণ্ট সাহেবের নিজ কাছারীতে লট্‌কাইতে হইবেক এবং যে লোকেরা আপনারদিগকে সেই ভূমির অধিকারী বলে তাহারা যদি তাহার খাজানার দাওয়া করিতে তাচ্ছল্য কি গৌণ করে তবে ইহার পরে যে বৎসরে তাহারা দাওয়া করিবে তাহার পূর্ব্বের যত খাজানা তাহারদিগের পাওনা হয় তাহা পাইতে পারিবেক না ইতি।—১৮২৪ সা। ১ আ। ১০ ধা। ১ প্র।

লোণা ভূমি নিমকের সিরিশ্তার কর্ম্মকারি সাহেবেরা যেরূপ দখল করিবেন তাহার কথা।

১১৪। নিমকের কারখানার নিমিত্তে দখলকরা যে ভূমির খাজানা কিম্বা অন্য কোন এওজ এপর্য্যন্ত কোন জনকে দেওয়া যায় নাহি কোন ভূম্যধিকারী সেই ভূমির অধিকারিত্বের দাওয়া করিলে নিমকের এজেণ্ট ও মালগুজারীর কালেক্‌টর সাহেব কিম্বা ঐ দুই পদ দুই সাহেবের থাকিলে সেই দুই সাহেব স্বয়ং সেই স্থানে যাইবেন কিম্বা যদি হইতে পারে তবে সরকারের কার্য্যকারক ইউরোপীয় প্রতিনিধি কি প্রতিনিধিদিগকে তথায় পাঠাইবেন যে তাঁহারা সেই স্থানে যাইয়া অনুসন্ধানের দ্বারা ইহা নিরূপণ করেন্ যে ইঙ্গরেজী ১৮১৯ সালের ২ আইনের ৩ ধারাতে যে মূলকথা লেখা গিয়াছে তদনুসারে সেই চর কিম্বা অন্য লোণা ভূমি ঐ ভূম্যধিকারির রাজস্ব মোকররূহওয়া জমীদারীর মধ্যগত বটে কি না। সেই সময়ে কালেক্‌টর সাহেব ঐ ভূম্যধিকারিকে হুকুম দিবেন যে আপন দাওয়া প্রমাণ করিবার কারণ যে সাক্ষির কি লিখিত নিদর্শনের প্রতি বিশ্বাস রাখে তাহা উপস্থিত করে পরে তাহার কথা এবং সেই স্থানে স্বয়ং কালেক্‌টর সাহেবের দ্বারা কিম্বা বিশেষরূপে নিযুক্ত অন্য কোন কার্য্যকারকের দ্বারা অনুসন্ধান করা যাওনেতে যাহা জানা যায় তাহা এবং শেষে সেই বিষয়েতে আপনকৃত বিবেচনা ও পারসী কিম্বা বাঙ্গলা ভাষার রুবকারীতে লেখাইবেন। যদি কালেক্‌টর সাহেবের ইহা বোধ হয় যে ঐ ভূমি সেই ভূম্যধিকারির জমীদারীর মধ্যগত বটে তবে সেই চর কি অন্য লোণা ভূমির পরিমাণ এবং সীমা সাবধানপূর্ব্বক নিরূপণ করিয়া বোর্ড রেবিনিউর হুকুমের তাবে থাকিয়া ইহা স্থির করিবেন যে নিমকের সিরিশ্তার সাহে

ঐ প্রকার দখল করা ভূমির উপরে যে দাওয়া উপস্থিত হয় তাহার মোকদ্দমা ও নিষ্পত্তি যেরূপ করা যাইবেক তাহার কথা।

বেরা সেই চর কি অন্য লোণা ভূমির কারণ কত টাকা খাজানা দি বেন। যদি সেই ভূম্যধিকারী কালেক্টর সাহেবের স্থিরকরা খাজা না স্বীকার না করে তবে সরকারী কর্ম্মের নিমিত্তে কোন জনের নি জের ভূমি বলক্রমে লওনের উপায়ের বিষয়ে উপরেতে যেং নিয়ম নির্দ্দিষ্ট করা গিয়াছে তদনুসারে যত খাজানা কি অন্য কোন প্রকার এওজ দিতে হইবেক তাহা ঐ ভূমিতে নিমকের কারখানাকরণপ্রযুক্ত সেই ভূম্যধিকারির যে ক্ষতি হইতে পারে এবং অন্য কোন প্রকারে সেই ভূমিহইতে যে লাভ পাইতে পারে এই দুই বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া স্থির করা যাইবেক। যদি নিমকের এজেণ্ট সাহেব ইহা বুঝেন্ যে ভূম্যধিকারিকে যাহা দেওয়া স্থির করা গেল তাহা উপযুক্তহইতে অধিক তথাপি প্রথম বৎসর তাহাই দিবেন পরে সে ভূমি ছাড়িয়া দিয়া অন্য ভূমি লইতে পারিবেন। যদি এজেণ্ট সা হেব ঐ স্থিরকরা খাজানাতে সম্মত হন্ তবে ইহার পরে সেই ভূমিতে নিমকের কারখানা যত বাড়িবেক ও সেই ভূমি চর হইলে তাহাতে কত ভূমি হইবেক ইহার প্রতি দৃষ্টি না করিয়া যত কাল সেই ভূমি দখল করেন্ তত কাল বৎসরং ঐ খাজানা দিতে হইবেক ইতি।—১৮২৪ সা। ১ আ। ১০ ধা। ২ প্র।

কোন জমীদা রের দাওয়াকরা ভূমি সরকারের বোধ হইলে যেরূপ করিতে হইবেক তা হার কথা।

১৯৫। উপরের লিখিতমতে যদি কোন ভূম্যধিকারী ভূমির বাবৎ দাওয়া করে এবং কালেক্টর সাহেব ইহা বুঝেন্ যে সেই চর কিম্বা অন্য লোণা ভূমি সরকারের তথাপি সেই ভূমির কারণ নিমকের সি রিশ্তাহইতে যত খাজানা দিতে হইবেক তাহা তিনি নিমকের এজেণ্ট সাহেবের সহিত স্থির করিবেন এবং এপ্রকার হইলে ঐ ভূম্যধিকারির করা দাওয়ার নিষ্পত্তি বোর্ডেতে হইবার নিমিত্তে আপন কৃত কার্য্যের বেওরার কাগজ বোর্ডে পাঠাইবেন ও ইহাও জানান যাইতেছে যে কালেক্টর সাহেব ভূম্যধিকারিরদের লা ভার্থে যেং নিষ্পত্তি করেন্ সেইং বিষয়ে বোর্ডের সাহেবেরা তাঁহার কৃত কার্য্যের বেওরার সকল কাগজ পাঠাইতে হুকুম দিতে পারিবেন এবং নিমকের এজেণ্ট সাহেবের দরখাস্তেতে কিম্বা আর কোন প্রকারে যদি ঐ বোর্ডের সাহেবেরা ইহা জ্ঞান করেন্ যে কালেক্টর সাহেবের করা নিষ্পত্তি ভ্রান্তিক্রমে হইয়াছে তবে তাঁহারা সেই দাও য়ার বিচারকরণপূর্ব্বক নিষ্পত্তি করিতে পারেন্। মালগুজারী তহ সীলের কার্য্যভারা ক্রান্ত সাহেবেরদের কৃত নিষ্পত্তি যদি সরকারের লভ্যার্থে হয় তবে সেই নিষ্পত্তি রদ করিবার নিমিত্তে আদালতে না লিশ হইতে পারে। পূর্ব্বোক্তমতে যে কোন ভূমি দখল করা যাই তেছে যে ব্যক্তি সেই ভূমির দাওয়া করে তাহাতে যদি তাহারি স্বত্বা ধিকার থাকনে নিষ্পত্তি হয় তবে মালগুজারী তহসীলের কার্য্যভারা ক্রান্ত সাহেবেরা নিমকের সিরিশ্তার সাহেবদিগের স্থানে যত খাজা না পাইবার স্থির করিয়া থাকেন্ তত খাজানা সেই দাওয়াকরণিয়া ব্যক্তি পাইবেক আর যদি ঐ মত স্থিরকরা খাজানাতে ঐ দাওয়া কর নিয়া অসম্মত হয় তবে সরকারী কার্য্যের-নিমিত্তে যে ভূমি লওয়া

যায় তাহার পরিবর্ত্তের বিষয়ে এই আইনেতে উপরে যেমতং লেখা গিয়াছে সেইমত তাহার প্রাপ্তব্য টাকার সংখ্যা সালিসদি গের দ্বারা স্থির করা যাইবেক কিন্তু ইহা হইলে নিমকের এজেণ্ট সাহেব সেই ভূম্যধিকারিকে স্থিরকরা খাজানা যত কাল দেন্ তত কাল সেই ভূমিহইতে বেদখল হইতে পারিবেন না ইতি।—১৮২৪ সা। ১ আ। ১০ ধা। ৩ প্র।

১১৬। দখলকরা লোণা ভূমির খাজানার বাবৎ যেং দাওয়া এক্ষণে করা যাইতেছে তাহার নিষ্পত্তিকরণেতে উপরের লিখনমত কার্য্য করা যাইবেক কিন্তু ঐ নিমিত্তে কি তত্তুল্য অন্য কোন নিমিত্তে ভূমির জমায় কিছু কমী দেওয়া যাইবেক না ইতি।—১৮২৪ সা। ১ আ। ১০ ধা। ৪ প্র।

এক্ষণে যেং দাওয়া উপস্থিত হয় তাহার নিষ্পত্তি যেরূপ করা যাইবেক তাহার কথা।

১১৭। অন্য প্রকার বিশেষ নিয়ম না হইলে নিমকের সিরিশ্তার দখলকরা ভূমির খাজানা বাঙ্গলা সনের অনুসারে দেওয়া যাইবেক ও যখন নিমকের এজেণ্ট সাহেব আপন দখল করা লোণা ভূমি ছাড়িয়া দেওয়া উপযুক্ত বুঝেন্ তখন নিমকপোখ্তানীর বৎসর শেষহওনের পরে এক মাসের মধ্যে সেই ভূমিতে গাড়া নিশান উঠাইয়া ফেলাইবেন এবং লোণা ভূমি দখলকরণের সময়ে তাহার কথা যেরূপ ইশ্তিহারনামা দিয়া প্রচার করা গিয়াছিল সেইমত ইশ্তিহারনামা দিয়া ঐ ভূমি ছাড়িয়া দেওনের কথা প্রকাশ করাইবেন ও সেই ইশ্তিহারনামা আগামি বাঙ্গলা সন আরম্ভহওনের পূর্ব্বে লটকান যাইবেক ও যদি নিমকের কোন এজেণ্ট সাহেব পূর্ব্বোক্তমত উপযুক্তরূপে সম্বাদ দিতে ক্রটি করেন এবং সেই ভূমি আপন দখলে রাখণের শেষ বৎসর গতহওনের পূর্ব্বে সেই ভূমির অধিকারী সেই ভূমি ঐ সাহেবের ছাড়িয়া দেওনের মনস্থ করা বিলক্ষণরূপে জ্ঞাত হইয়াছি ইহা যদি এজেণ্ট সাহেব আর কোন প্রকারে সুস্পষ্টরূপে প্রমাণ করিতে না পারেন্ তবে সেই ভূমির অধিকারী সেই ভূমির এক সনের খাজানা সালিসের দ্বারা পাইতে পারে কিন্তু কবুলিয়তের লিখিত মিয়াদের মধ্যের কএক বৎসরের খাজানা বাকী থাকনব্যতিরেকে এজেণ্ট সাহেবের কিম্বা সরকারের স্থানে তাহার আর কিছু পাওনের দাওয়া থাকিবেক না ইতি।—১৮২৪। সা ১ আ। ১১ ধা।

নিমকের সিরিশ্তার দখলকরা ভূমির খাজানা যে সময়ে মৌকুফ হইবেক তাহার কথা।

১১৮। নিমকের সিরিশ্তায় ইজারালওয়া কোন চর কি অন্য ভূমিতে যাবৎ নিমকের কারখানা করা যায় তাবৎকাল কষ্টম ও নিমক ও আফীনের বোর্ডের সাহেবদিগের অনুমতিব্যতিরেকে ঐ চর ইত্যাদি কোন ভূমিতে কোন কৃষিকর্ম্ম কেহ করিতে পারিবেক না ও এই হুকুম না মানাতে যে কোন ফসল সেই ভূমিতে জম্মান যায় তাহা ঐ বোর্ডের সাহেবদিগের অনুমতিক্রমে নিমকের এজেণ্ট সাহেব ও তাঁহার তাবে কার্য্যকারকেরা ক্রোক্ ও জব্দ ও বিক্রয় করিতে পারি

কষ্টম ও নিমক ও আফীনের বোর্ডের সাহেবেরদের অনুমতিব্যতিরেকে লোণা চরে কৃষি করিতে নিষেধের কথা।

বেন এবং এই হুকুমমত কার্য্যকরণেতে পোলীসহইতে সহায়তা চাহিলে পাইতে পারিবেন ও কোন ব্যক্তি আইনের বিরুদ্ধে ঐ প্রকার ভূমিতে কৃষি কার্য্য করিলে কি তাহার জঙ্গল কাটিলে কিম্বা তাহাতে চাসাদি দিলে অথবা তাহাতে কৃষির ও জঙ্গল কাটনের উপক্রম রূপে কোন কর্ম্ম করিলে কিম্বা অন্য কোন জনের দ্বারা তাহা করাইলে যদি ইহা কোন মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকটে প্রমাণ হয় তবে তাহাতে নিমকের সিরিশ্‌তার যেং ক্ষতি হয় তাহা হওনপ্রযুক্ত আদালতে নালিশের যোগ্যহওনের অতিরিক্ত পূর্ব্বোক্ত প্রত্যেক দোষের নিমিত্তে ৫০০ পাঁচশত টাকার অধিক না হয় এমত জরীমানা ঐ ব্যক্তির দিতে হইবেক কিন্তু পূর্ব্বোক্তমতে দখলকরা কোন চর কি অন্য লোণা ভূমি যদি স্বাভাবিক কোন কারণেতে নিমকের সিরিশ্‌তার কার্য্যের অযোগ্য হয় তবে তাহা সেই ভূমির অধিকারী কষ্টম ও নিমক ও আফীনের বোর্ডের সাহেবলোকের যাহাতে প্রত্যয় হয় এমত প্রমাণ দিলে কিম্বা আদালতে নালিশকরণদ্বারা বিচারপূর্ব্বক প্রমাণ হইলে সেই ভূমির নিমিত্তে নিমকের এজেণ্ট সাহেবের স্থানে যে খাজানাইত্যাদি পাইত তাহা ত্যাগ করিয়া ভূমি ফিরিয়া পাইতে পারে ইতি।—১৮২৪ সা। ১ আ। ১২ ধা।

যে চর ও লোণা ভূমিতে অন্য কাহার স্বত্ত্বাধিকার নাহি নিমকের সিরিশতার সাহেবেরা যে রূপে ঐ ভূমি দখল করিবেন তাহার কথা।

১৯৯। নিমকের সিরিশ্‌তাতে দখলকরা যেং চর ও লোণা ভূমির কারণ এক্ষণে কোন প্রকার বদল দেওয়া যাইতেছে না ও ইহার পরে দিতে হইবেক না এবং যে সকল চর ও লোণা ভূমিতে সরকারের স্বত্ব হইল ইহা প্রকাশ করা গিয়াছে সেই সকল ভূমির পরিমাণ এবং সীমা যথাসাধ্য বিশেষ করিয়া লেখা পাট্টা মালগুজারীর কালেক্টর সাহেবের স্থানে লইয়া তাহা দখল করা যাইবেক ও এই প্রকার ভূমিসকলের লোণা গুণ গত হইলে ও নিমকের কারখানার কারণ অকর্ম্মণ্য হইলে তাহা ঐ কালেক্টর সাহেবকে ফিরিয়া দেওয়া যাইবেক এবং নিমকের সিরিশ্‌তার কার্য্যকারকদিগের সেই ভূমি ছাড়িয়া দেওনের পূর্ব্বে কিম্বা পরে তাহাতে কৃষি কার্য্য হইয়াছে যদি ইহা জানা যায় তবে কালেক্টর সাহেব সেই ভূমির খাজানার অন্য কোন দাওয়াদারের কথা গ্রাহ্য না করিয়া সেই ভূমিতে কৃষিকার্য্যকারকেরদের সহিত সরকারের তরফহইতে বন্দোবস্ত করিতে পারিবেন ও ঐ মত মালগুজারী তহসীলের কার্য্য ভারাক্রান্ত সাহেবেরা ঐ ভূমিতে থাকা সরকারের স্বত্ব বিক্রয় করিতে কিম্বা তাহা আপনারদিগের বিবেচনানুসারে উপযুক্ত জমায় ইজারা দিতে পারেন্ ইতি।—১৮২৪ সা। ১ আ। ১৩ ধা।

জ্বালানী কাষ্ঠের ভূমিতে জমীদারের ও সরকারের পরস্পর স্বত্ত্বের নিরূপণের নিয়মের কথা।

২০০। নিমকপোখ্তানীর বিষয়ে সরকারের একাধিপত্যহওনের স্থির যে সময়ে করা গিয়াছে সেই সময়েতে যে দাঁড়া আইনেতে লেখা গিয়াছে তদনুসারে এবং তাহার পর যে আচরণ করা গিয়াছে তদনুসারে নিমকের কারখানার নিমিত্তে যে জঙ্গলা ভূমিহইতে জ্বালানী কাষ্ঠ পাওয়া যায় সেই ভূমিতে সরকারের ও ভূম্যধিকারি

দিগের যেং স্বত্ব আছে তাহা নিরূপণ ও স্থিরকরণের নিমিত্তে এই ধারাতে নীচে বিবরণ করিয়া লেখা যাইতেছে ইতি।—১৮২৪ সা। ১ আ। ১৪ ধা। ১ প্র।

২০১। সীমা নিরূপণকরা বিশেষ কোন ভূমি দখলকরণের কারণ কোন লেখাপড়া না হইয়া থাকিলে যেং জমীদারীর মধ্যে নিমকের কারখানা করণপ্রযুক্ত তাহার অধিকারিরা জমায় কমী পাইয়াছে অথবা ঐং জমীদারীর মধ্যে এক্ষণে নিমকের যেং কারখানা আছে তাহার উপযুক্ত খাজানা নিমকের সিরিশ্‌তাহইতে কিম্বা তাহার কারণ অন্য স্থানহইতে পাইতেছে যত কাল ঐ কমী কি খাজানা মঞ্জুর থাকে ও দেওয়া যায় তত কাল নিমকের সিরিশ্‌তার সাহেবেরা সেই জমীদারীর মধ্যগত সকল জঙ্গলা ভূমিহইতে মূল্যদেওন বিনা জ্বালানী কাষ্ঠ কাটাইয়া লইতে পারিবেন ও নূতন কিম্বা অতিরিক্ত খালাড়ীর নিমিত্তে যে জ্বালানী কাষ্ঠের প্রয়োজন হয় তাহা কোন ভূম্যধিকারির সহিত বন্দোবস্ত করিয়া তাহার ভূমিতে কাটাইতে কি সরকারের অধিকৃত ভূমিতে কাটাইতে পারিবেন ইতি।—১৮২৪ সা। ১ আ। ১৪ ধা। ২ প্র।

বিশেষ কোন লেখাপড়া না থাকিলে নিমকের সিরিশতার সাহেবেরা জমায় কমীদেওনা জমীদারের জঙ্গলা ভূমিহইতে বর্ত্তমান নিমকের কারখানায় যত জ্বালানী কাষ্ঠ আবশ্যক তাহার মূল্য দেওনব্যতিরেকে লইতে পারিবার কথা।

২০২। উপরের লিখিত প্রকরণের কোন কথার অভিপ্রায় এমত নহে যে জ্বালানী কাষ্ঠের নিমিত্তে বিশেষরূপে রাখা ভূমিতে সরকারের যে স্বত্বাধিকার আছে তাহার হানি হইবেক এবং তাহার অভিপ্রায় ইহাও নহে যে বিশেষ লেখাপড়ার দ্বারা সরকারের রাখাব্যতিরেকে কোন জঙ্গলা ভূমির কৃষিকার্য্যের নিবারণ করিতে সরকারের নিমকের সিরিশ্‌তার কার্য্যভারাক্রান্ত সাহেবদিগের ক্ষমতা আছে। নিমকের সিরিশ্‌তার কার্য্যের নিমিত্তে জ্বালানী কাষ্ঠের উৎপাদক যে ভূমি ইহার পূর্ব্বে সরকারেতে রাখা গিয়াছে তদতিরিক্ত ঐ মত অন্য কোন ভূমি রাখণের প্রয়োজন যদি হয় তবে ভূম্যধিকারিদিগের সহিত তাহার নির্দ্ধার্য্য করিতে হইবেক কিম্বা ইহার পরে যেমত লেখা যাইবেক সেই মতে ঐ ভূমি সরকারসংক্রান্ত হওনের উপায় করিতে হইবেক ইতি।—১৮২৪ সা। ১ আ। ১৪ ধা। ৩ প্র।

বিশেষরূপে যেং স্বত্ব রাখা গিয়াছে উপরের লিখিত হুকুম তাহার হানি না করিবার এবং কৃষিকর্ম্ম বারণ করিতে নিমকের সিরিশতার কর্ম্মকারি সাহেবেরদের ক্ষমতাজনক না হইবার কথা।

২০৩। এই ধারার ২ প্রকরণানুসারে নিমকের সিরিশ্‌তার কার্য্যের নিমিত্তে আবশ্যক জ্বালানী কাষ্ঠ যে জমীদারীর মধ্যহইতে লইবার অধিকার না থাকে সেই জমীদারীর জমীদার আপন জমীদারীর মধ্যগত জঙ্গলা ভূমিহইতে নিমকের সিরিশ্‌তার কার্য্যকারক সাহেবদিগকে উপযুক্ত মূল্যেতে ঐ কাষ্ঠ দিতে সম্মত না হইলেও ঐ আবশ্যক জ্বালানী কাষ্ঠ লইতেই এবং এই আইনের ৩ ও ৪ ও ৫ ও ৬ ও ৭ ধারাতে যেং নিয়ম লেখা গিয়াছে তদনুসারে তাহার উপযুক্ত পরিবর্ত্ত স্থির করা যাইবেক এবং নিমকের সিরিশ্‌তার কার্য্যের নিমিত্তে জ্বালানী কাষ্ঠউৎপাদক কোন ভূমি সরকারে রাখ

যাহা হইলে ৪ ধারার লিখিত হুকুমানুসারে কর্ম্ম করা যাইবেক তাহার কথা।

ণের আবশ্যক হইলে এবং সেই ভূমির অধিকারী উপযুক্ত মূল্য লইয়া তাহা দিতে সম্মত না হইলে ঐ রূপ কার্য্য করিতে হইবেক ইতি।—১৮২৪ সা। ১ আ। ১৪ ধা। ৪ প্র।

বাঙ্গলা ১১৮৮ সালের পূর্ব্বে তহসীলহওয়া খাজানার পরিবর্ত্তে জমায় কমীদেওনেতে নিমকের সিরিশতার যে অধিকার জন্মিয়াছে তদতিরিক্ত খাজানা কি জমায় কমী দেওয়া গেলে ঐ অধিকার যে পর্য্যন্ত হয় তাহার কথা।

২০৪। বাঙ্গলা ১১৮৮ সালের পূর্ব্বে খালাড়ীর খাজানার পরিবর্ত্তে জমায় যে কমী দেওয়াগিয়াছে তদরিক্ত যে কোন খাজানা কিম্বা জমায় কমী কোন জমীদার কি ভূমির অন্য অধিকারিকে দেওয়া গিয়া থাকে তাহাতে যে জমীদার কি ভূমির অন্য অধিকারী শেষের উক্ত জমায় কমীইত্যাদি পাইতেছে সেই কমী পাওনপ্রযুক্ত উপরের উক্ত সালেতে যত লবণ প্রস্তুত করিবার স্থির করা গিয়াছিল কেবল সেই পরিমাণের উপযুক্ত জ্বালানী কাষ্ঠ তাহার দিতে হইবেক ও যদি পূর্ব্বোক্ত সালের লবণের কারখানার পরিমাণ পর্য্যন্ত ঐ কারখানার পরিমাণ কমান যায় তবে পূর্ব্বোক্ত কমী দেওয়ার অতিরিক্ত যে কমী দেওয়া গিয়াছে কি খাজানা দেওয়া যাইতে সরকারের তাহা বহাল রাখণের আবশ্যকতা থাকিবেক না কিন্তু পূর্ব্বোক্ত সালের পরে যে২ খালাড়ী বেশী করা গিয়াছে তাহা না থাকিলে কিম্বা ঐ সালের নিমকের কারখানার পরিমাণপর্য্যন্ত ঐ কারখানার পরিমাণ কমান গেলে ঐ খালাড়ী বাবতে যে খাজানা দেওয়া যায় কি কমী দেওয়া গিয়াছে সরকার তাহা মৌকুফ করিতে পারেন্ এবং পূর্ব্বোক্ত সালের পরে যে২ খালাড়ী করা গিয়াছে তাহার নিমিত্তে যে খাজানা কি জমায় কমী ইহার পরে দেওয়া যাইবেক সরকার তাহার নূতন ধার্য্যকার্য্য করিতে পারেন্ ইতি।—১৮২৪ সা। ১ আ। ১৫ ধা।

১৫ ধারা।

দত্ত ও জয়প্রাপ্তদেশে ও বারাণসে লবণের মাসুল বিষয়ে বিধি।

লবণের খাস সওদা সরকারে করণের দাঁড়া নিবর্ত্তের এবং প্রস্তুত লবণ বিক্রয় করিতে নিষেধ না হইবার কথা।

২০৫। কোম্পানি ইঙ্গরেজ বাহাদুরের সরকারকে নওয়াব উজীরের দেওয়া দেশে এবং যুদ্ধক্রমে এ সরকারের পাওয়া দোআবের মধ্যস্থলের ও যমুনা নদীর দাহিন পার্শ্বের রাজ্যে যে দাঁড়ায় এ সরকারের ভিন্নাধিকারের লবণ খাসে আমদানী ও ক্রয় বিক্রয় করিবার এবং এ সরকারের নিজাধিকারের লবণ খাসে পোশ্তানী করাইয়া বেচিবার কর্তৃত্ব এ সরকারের ছিল তাহা নিবর্ত্ত করা গেল। উত্তর কালে ঐ সকল দেশে এ সরকারের খাসে লবণ আমদানী ও পোশ্তানী ও বিক্রয় করা যাইবেক না। কিন্তু জানিবেন যে এ হুকুমের অনুসারে এ সরকারের খাসের যত লবণ প্রস্তুত আছে তাহা যে মতে বিক্রয় করিবার হুকুম নিদর্শনে এ আইনের ১১ একাদশ ধারা আছে সে মতে বিক্রয় করিতে নিষেধ নাই ইতি।—১৮০৪ সা। ৬ আ। ৩ ধা।

যে২ লোকে এ

২০৬। আগামি ১ নবেম্বরহইতে নীচের প্রস্তাবিত লোকছাড়া

অন্য সকল লোকের সাধ্য আছে যে তাহারা নিজে কোম্পানি ইঙ্গরেজ বাহাদুরের সরকারের ভিন্নাধিকারহইতে লবণ আনিয়া এবং এ সরকারের নিজাধিকার যমুনা নদীর দাহিন পার্শ্বের রাজ্যের জনিত লবণ তথাহইতে আনিয়া এ সরকারকে নওয়াব উজীরের দেওয়া দেশে এবং যুদ্ধক্রমে এ সরকারের পাওয়া দোআবের মধ্যস্থলের রাজ্যে বিক্রয় করে। কিন্তু তাহার হাসিল নির্ণয়ের নিদর্শনে যে আইন নির্দ্দিষ্ট হইবেক সেই আইনের অনুসারে হাসিল লাগিবেক। এবং উপরের উক্ত এ সরকারের খাস সওদার যে লবণ ঐ ১ নবেম্বরের পূর্ব্বে এ সরকারের ভিন্নাধিকারের লবণ ক্রয় বিক্রয়ের মোখ্তারকার সাহেবের দেওয়া রওয়ানার নিদর্শনে আমদানী হইবেক তাহা এবং যে লবণ এ আইনের ১১ ধারার অনুসারে সরকারী নীলামে বিক্রয় হইবেক তাহাছাড়া যত লবণ ঐ ১ নবেম্বরের পূর্ব্বে কিম্বা পরে হাসিল না দিয়া অথবা ঐ মোখ্তারকার সাহেবের স্থানে রওয়ানা না লইয়া আনিবেক তাহা সমস্তই ক্রোক ও জব্দের যোগ্য হইবেক। এবং এ সরকারের ভিন্নাধিকারহইতে যে লবণ এ সরকারের যুদ্ধে পাওয়া যমুনা নদীর দাহিন পার্শ্বের রাজ্যে আমদানী হইবেক তাহার হাসিল নির্ণয় পশ্চাৎ করা যাইবেক ইতি।—১৮০৪ সা। ৬ আ। ৪ ধা।

সরকারের ভিন্নাধিকারহইতে এবং এ সরকারের নিজের যে অধিকারহইতে লবণ এ সরকারের অধিকার যে যে দেশে আনিতে ও বিক্রয় করিতে পারিবেক তাহার ওরওয়ানা লইবার এবং হাসিল নির্ণয় হইবার ও সে লবণ ক্রোক ও জব্দহইবার গতিকের কথা।

২০৭। প্রচণ্ডপ্রতাপ শ্রীযুক্ত ইঙ্গরেজের বাদশাহের কিম্বা অন্যং বাদশাহের অধিকারস্থ সমস্ত বিলায়তী লোককে নিষেধ আছে যে তাহারা অগোপনে কিম্বা গোপনে লবণের কিছু কারবার কোম্পানি ইঙ্গরেজ বাহাদুরের সরকারকে নওয়াব উজীরের দেওয়া দেশে এবং যুদ্ধক্রমে এ সরকারের পাওয়া দোআবের মধ্যস্থলের ও যমুনা নদীর দাহিন পার্শ্বের রাজ্যে এবং সুবে বারাণসে না করে। যদি করে তবে সে কারবারী লবণ সমস্তই সরকারে ক্রোক ও জব্দ হইবেক অধিকন্তু তাহার প্রতিফল যাহা গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলে ঠাহর পড়ে তাহাই পাইবেক ইতি।—১৮০৪ সা। ৬ আ। ৫ ধা।

সমস্ত বিলায়তী লোককে এ সরকারের অধিকারে লবণের কারবার করিতে নিষেধের এবং এ হুকুম হেলন করিলে প্রতিফল পাইবার কথা।

২০৮। কোম্পানি ইঙ্গরেজ বাহাদুরের সরকারকে নওয়াব উজীরের দেওয়া দেশে এবং যুদ্ধক্রমে এ সরকারের পাওয়া দোআবের মধ্যস্থলের রাজ্যে যত লবণ নির্ণীত হাসিল দিয়া আমদানী করিবেক তাহা এবং ঐ সকল দেশের জনিত লবণ সমস্তই নওয়াব উজীরের নিজাধিকারে এবং রোহেলখণ্ডের মধ্যের জায়গীর রামপুরের মোতালক দেশে এবং সুবে রোহেলখণ্ডের সীমাভুক্ত পাহাড়তলী স্থানে এবং জিলা গোরক্ষপুরে এ কোম্পানি বাহাদুরের সরকারের হাসিল না দিয়া রফ্তানী করিতে পারিবেক ইতি।—১৮০৪ সা। ৬ আ। ৬ ধা।

হাসিল দিয়া আমদানীকরা লবণ বিনাহাসিলে যথা২ রফ্তানী করিতে পারিবেক তাহার কথা।

২০৯। কোম্পানি ইঙ্গরেজ বাহাদুরের সরকারকে নওয়াব উজী

উপরের ধারার

উক্ত কএক স্থানছাড়া স্থানান্তরে বিনা হাসিলদানে লবণ রফ্তানী করিতে না পারিবার এবং এ হুকুম না মানিলে প্রতিফল হইবার কথা।

রের দেওয়া দেশহইতে এবং যুদ্ধক্রমে এ সরকারের পাওয়া দোআবের মধ্যস্থলের ও যমুনা নদীর দাহিন পার্শ্বের রাজ্যহইতে যত লবণ উপরের ধারার উক্ত কএক স্থানছাড়া এ সরকারের অপর ভিন্নাধিকারে রফ্তানী হইবেক তাহার হাসিল ভবিষ্যৎ আইনের অনুসারে লাগিবেক। যদি কেহ এ হুকুম না মানিয়া বিনা হাসিল দানে লবণ রফ্তানী করিতে উদ্যত হয় তবে সে লবণ সমস্তই ক্রোক ও জব্দের যোগ্য হইবেক ইতি।—১৮০৪ সা। ৬ আ। ৭ ধা।

সুবে বারাণসহইতে লবণ নওয়াব উজীরের দেওয়া দেশে চালাইবার মতের কথা।

২১০। সুবে বারাণসহইতে কোম্পানি ইঙ্গরেজ বাহাদুরের সরকারকে নওয়াব উজীরের দেওয়া দেশে লবণ লইয়া যাইতে যে নিষেধ আছে তাহা রহিত হইল। এইক্ষণে সাধ্যার্পণ হইতেছে যে সুবে বারাণসহইতে এ সরকারকে নওয়াব উজীরের দেওয়া দেশে এবং যুদ্ধক্রমে এ সরকারের পাওয়া দোআবের মধ্যস্থলের রাজ্যে যে হারে দেশান্তরহইতে আমদানীকরা লবণের উপর হাসিল নির্ণয় হইবেক সেই হারে হাসিল দিয়া লবণ লইয়া যাইতে পারিবেক। যদি কেহ লবণের কারবারের বিষয়ী আইন প্রকাশ পাইলে পর সুবে বারাণসহইতে কিছু লবণ তাহার যে হাসিল নির্ণয় হইবেক তাহা না দিয়া নীচের ধারার প্রস্তাবিত স্থানছাড়া এ সরকারকে নওয়াব উজীরের দেওয়া দেশে লইয়া যায় তবে সে লবণ ক্রোক ও জব্দের যোগ্য ঠাহরিবেক ইতি।—১৮০৪ সা। ৬ আ। ৯ ধা।

[illegible]সিলে ল[illegible] [illegible]সহইতে [illegible]পুরে চালাইতে পারিবার কথা।

২১১। হাসিল না দিয়া লবণ সুবে বারাণসহইতে জিলা গোরক্ষপুরের লইয়া যাইতে পারিবেক ইতি।—১৮০৪ সা। ৬ আ। ১০ ধা।

এ সরকারের খাস সওদার লবণ বিক্রয়ের মতের কথা।

২১২। কোম্পানি ইঙ্গরেজ বাহাদুরের সরকারী খাস সওদার যে লবণ প্রস্তুত আছে তাহা এ সরকারকে নওয়াব উজীরের দেওয়া দেশের এবং তাহার নিকটবর্ত্তি স্থানের নিবাসিগণের খরচের নিমিত্তে যেরূপে সন হালে বিক্রয়ের হুকুম গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে হয় সেইরূপে বিক্রয় করা যাইবেক ইতি।—১৮০৪ সা। ৬ আ। ১১ ধা।

সরকারী খাস সওদার লবণ বিক্রয়ের মতের এবং তদর্থে হাসিলমাফী রওয়ানা দিবার কথা।

২১৩। উপরের ধারার উক্ত সরকারী খাস সওদার যে লবণ যুদ্ধক্রমে এ সরকারের পাওয়া দোআবের মধ্যস্থলের এবং যমুনা নদীর দাহিন পার্শ্বের রাজ্যে গোলাজাতে প্রস্তুত আছে তাহা বিক্রয়ার্থে সে গোলাজাতী লবণের মোখ্তারকার সাহেব হাসিল মাফী রওয়ানা দিবেন। অতএব ক্রেতারা হাসিল না দিয়া সে লবণ যুদ্ধক্রমে এ সরকারের পাওয়া দোআবের মধ্যস্থলের রাজ্যে এবং এ সরকারকে নওয়াব উজীরের দেওয়া দেশেও লইয়া যাইতে সাধ্য রাখিবেক। কিন্তু জানিবেন যে যুদ্ধক্রমে এ সরকারের পাওয়া দোআবের মধ্যস্থলের কিম্বা যমুনা নদীর দাহিন পার্শ্বের রাজ্যে অথবা এ সরকারকে

নওয়াব উজীরের দেওয়া দেশে যে লবণ বিক্রয় হইবেক তাহা যে কালে তথাহইতে সুবে বারাণসে কিম্বা কোম্পানি ইঙ্গরেজ বাহাদুরের সরকারের ভিন্নাধিকারে রপ্তানী হইবেক সে কালে হাসিল লাগিবার যোগ্য ঠাহরিবেক ইতি।—১৮০৪ সা। ৬ আ। ১২ ধা।

অন্যং লোকে নিজের লবণ বিনা হাসিলে যে কালে যথায়, চালাইতে পারিবেক তাহার কথা।

২১৪। লবণের কারবারের বিষয়ী আইন প্রকাশ হইবার কালে যুদ্ধক্রমে এ সরকারের পাওয়া দোআবের মধ্যস্থলের রাজ্যে অন্যং লোকের যত লবণ প্রস্তুত থাকে তাহা হাসিল না দিয়া এ সরকারকে নওয়াব উজীরের দেওয়া দেশের মধ্যে সর্ব্বত্র রপ্তানী করিতে পারিবেক ইতি।—১৮০৪ সা। ৬ আ। ১৩ ধা।

কোনং মহালছাড়া যে মহালাতের জমা যে কালহইতে তদধিকারির ও তস্য ইজারদারের শিরে চড়িবেক এবং তাহারা সে ভার লইতে না চাহিলে যেমত করিতে হইবেক তাহার কথা।

২১৫। কোম্পানি ইঙ্গরেজ বাহাদুরের সরকারকে নওয়াব উজীরের দেওয়া দেশের এবং যুদ্ধক্রমে এ সরকারের পাওয়া দোআবের মধ্যস্থলের ও যমুনা নদীর দাহিন পার্শ্বের রাজ্যের পেটার নীচের উক্ত কএক মহালছাড়া অন্য সমস্ত লোণা মহালাৎ সনহাল ফসলীর শেষপর্য্যন্ত মালের এলাকার কালেক্টর সাহেবের এতমামে থাকিবেক। আগামী সন ফসলী প্রবর্ত্তহইতে সে সমস্ত লোণা মহালাৎ যে যে জমীদারের অধিকার কিম্বা ইজারদারের ইজারার মোতালক হয় সেইং জমীদারের অথবা ইজারদারের শিরে সেই সমস্ত লোণা মহালাতের মালগুজারীর ভার রাখিয়া তাহারদিগের স্থানে সরবরাহ লওয়া যাইবেক। যদি কোন জমীদার কিম্বা ইজারদার সে লোণা মহালাতের কোন মহালের মালগুজারীর ভার আপন শিরে লইয়া সরবরাহ করিতে স্বীকার না করে তবে কালেক্টর সাহেব সে মহালের মালগুজারী তহসীল পূর্ব্ব দাঁড়ায় করিবেন ইতি।—১৮০৪ সা। ৬ আ। ১৪ ধা।

লোণা মহালাতের ভূম্যাদি ইজারা দিবার মতের ও তাহার মালগুজারী তহসীলের বিধানের কথা।

২১৬। কোম্পানি ইঙ্গরেজ বাহাদুরের সরকারকে নওয়াব উজীরের দেওয়া দেশের এবং যুদ্ধক্রমে এ সরকারের পাওয়া দোআবের মধ্যস্থলের ও যমুনা নদীর দাহিন পার্শ্বের রাজ্যের পেটার যে লোণা মহালাতে লবণ জন্মান যায় সে মহালাতের যে ভূমি ও গড়া ও ঝীল লবণোৎপত্তির স্থানের শামিল থাকে তাহা কালেক্টর সাহেব আগামী সন ফসলী প্রবর্ত্তহইতে অন্যং ভূমির বন্দোবস্তের নির্দ্ধারিত মিয়াদঅপেক্ষা অধিক না হয় এমত মিয়াদে ইজারা দিবেন। আর যদি কালেক্টর সাহেব সে লোণা মহালাতকে তদনুসারে প্রকৃত ডৌলে ইজারা দিতে না পারেন তবে তাহার মালগুজারী সরকারের পক্ষহইতে তহসীলের বিধান নিজে করিবেন এবং উপরের উক্ত সেই সকল স্থান সন হাল ফসলীর শেষপর্য্যন্ত কালেক্টর সাহেবের এতমামে রহিবেক ইতি।—১৮০৪ সা। ৬ আ। ১৫ ধা।

লবণের হাসিল আমদানীমুখে দি

২১৭। হাসিলের কালেক্টর সাহেবের কর্ত্তব্য নহে যে কোম্পানি ইঙ্গরেজ বাহাদুরের সরকারকে নওয়াব উজীরের দেওয়া দেশেএবং

লে পুনরায় না লা গিবার কথা।

যুদ্ধক্রমে এ সরকারের পাওয়া দোআবের মধ্যস্থলের রাজ্যে আমদানীমুখেযে লবণের হাসিল দাখিল হয় তাহা বিক্রয়মুখে পুনরায় হাসিল কিম্বা অপর কোন অঙ্ক তলব করেন্। এবং লবণের কারবারের বিষয়ী এআইন প্রকাশের কালে যত লবণ উপরের উক্ত দেশে প্রস্তুত থাকে তাহাও বিক্রয়ের কালে কোনপ্রকারে কিছু হাসিল কিম্বা অপর অঙ্ক লওয়া অনুচিত জানিবেন। কিন্তু যুদ্ধক্রমে এ সরকারের পাওয়া যমুনা নদীর দাহিন পার্শ্বের রাজ্যে যত লবণ প্রস্তুত রহে তাহা যে দাঁড়ায় পূর্ব্বে বিক্রয় হইয়াছে সেই দাঁড়ায় এইক্ষণেও বিক্রয় হইবেক বুঝিবেন ইতি।—১৮০৪ সা। ৬ আ। ১৬ ধা।

ইঙ্গরেজী ১৮০১ সালের ৬ আইনের ৬ ধারা রদ হইবার কথা।

২১৮। এ ধারার অনুসারে ইঙ্গরেজী ১৮০১ সালের ৬ ষষ্ঠ আইনের ৬ ষষ্ঠ ধারা রদ হইল। জানিবেন যে সে আইনের অন্যং ধারার যে হুকুম বিনাআদেশে লবণ জন্মাইতে এবং তাহা একস্থান হইতে অন্য স্থানে চালাইতে ও বিক্রয় করিতে নিষেধনিদর্শনে নির্দ্দিষ্ট আছে তাহা সুবে বারাণসের জন্মান লবণের সম্পর্কে খাটিবেক না ইতি।—১৮০৪ সা। ৬ আ। ১৮ ধা।

এ সরকারকে নওয়াব উজীরের দেওয়া দেশে বিনা হুকুমে আমদানী হওয়া লবণ ক্রোক্ ও জব্দ করিতে নিষেধ না থাকিবার কথা।

২১৯। এ আইনের দ্বারা জানিবেন যে কোম্পানি ইঙ্গরেজ বাহাদুরের সরকারকে নওয়াব উজীরের দেওয়া দেশে যে লবণ এ আইন জারীর পূর্ব্বে বিনাহুকুমে আমদানী হইয়া থাকে তাহা ক্রোক্ ও জব্দ করিতে নিষেধ নাই ইতি।—১৮০৪ সা। ৬ আ। ১৯ ধা।

লবণের মাসুল এই আইনের নির্দ্ধারিত সরকারী মাসুলের মধ্যে গণনা হইবার কথা।

২২০। ইঙ্গরেজী ১৮০৪ সালের সেপ্তম্বর মাসের ৩ তারিখে শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের কৌন্সেলের সভার হুকুমের মতে শ্রীযুত নওয়াব উজীরের দত্ত দেশেতে সরকারী মাসুলের কালেক্টরী ভারের ভারাক্রান্ত সাহেবলোকের প্রতি এ প্রকার ক্ষমতার্পণ হইয়াছিল যে ঐ সকল দেশেতে আমদানী ও রফ্তানী লবণের উপর ইঙ্গরেজী ১৮০৪ সালের ৬ ও ৭ আইনের নির্দ্ধারিত মাসুল তহসীল করেন্ ও সে সময়ে জয়করা দেশেতে তথাকার ভূমির মালগুজারী তহসীলের কার্য্যভারাক্রান্ত সাহেবলোকের প্রতি ঐ মাসুলতহসীলের ভার হইয়াছিল এই ধারানুসারে জানান যাইতেছে যে ইঙ্গরেজী ১৮০৪ সালের ৬ ও ৭ আইনের নির্দ্ধারিত দাঁড়াসকলের অনুসারে ও এই ধারামতে দত্ত ও জয়করা দেশে লবণের আমদানী ও রফ্তানীর উপর যে মাসুল লওয়া আবশ্যক হয় তাহা সরকারী মাসুলের শামিলে গণনা হইবেক অতএব ঐ মাসুল দত্ত ও জয়করা দেশের সরকারী মাসুলের কালেক্টর ও ডেপুটী কালেক্টর সাহেবদিগের দ্বারা এই আইনের লিখিত দাঁড়াসকলের দৃষ্টে তহসীল হইবেক ইতি।—১৮১০ সা। ৯ আ। ১৮ ধা। ৫ প্র।

২২১। কলিকাতাতে কোম্পানির নীলামে বিক্রয়হওয়াভিন্ন আর যে সমস্ত খাদ্য লবণের উপর নির্দ্ধারিত মাসুল না লওয়া গিয়া থাকে ও তাহার সঙ্গে রওয়ানা না থাকে সে সকল লবণ দত্ত ও জয়করা দেশের ও বারাণসদেশের কোন স্থানে চালান হয় কি চালাইবার চেষ্টা পায় তবে সে সকল লবণ ক্রোক্ ও জব্দের যোগ্য বোধ হইবেক ইতি।—১৮১০ সা। ৯ আ। ১৮ ধা। ৩ প্র।

মাসুল না দিয়া লবণ লইয়া যাইবার চেষ্টা পাইলে যে শাস্তি হইবেক তাহার কথা।

২২২। এই ধারানুসারে জানান যাইতেছে যে অসঙ্গতরূপে যে লবণ আমদানী ও রফ্তানী হয় তাহার বিষয়ে ইঙ্গরেজী ১৮১০ সালের ৯ আইনের ১৮ ধারার ৩ প্রকরণেতে যে জব্দের কথা লেখা গিয়াছে সেই মতে যে সকল নৌকা ও গাড়ী ও বলদ ও মহিষ ও উট ও ঘোড়া ও খচর ও গাধাতে ঐ প্রকার লবণ বোঝাই থাকে তাহা জব্দের যোগ্য হইবেক ইতি।—১৮১০ সা। ১৭ আ। ৩ ধা।

অসঙ্গত প্রকারে লবণ আমদানী ও রফ্তানীহওনের বোঝাই নৌকা ইত্যাদি ক্রোক্হওনের কথা।

২২৩। লবণ জব্দহওন ও তাহা নীলামে বিক্রয়হওন ও তাহার মূল্য বিভাগহওনের বিষয়ে যে সকল দাঁড়া নির্দ্দিষ্ট আছে সেই মতে ঐ লবণ বোঝাইথাকা নৌকা ও গাড়ী ইত্যাদি জব্দ ও নীলামে বিক্রয় ও তাহার মূল্য বিভাগ হইবেক ইতি।—১৮১০ সা। ১৭ আ। ৪ ধা।

বোঝাইওয়া যে নৌকাইত্যাদি ক্রোক্ হয় তাহার মূল্য বিভাগহওনের কথা।

২২৪। যদি বোর্ড কমিস্যনরের সাহেবলোকের হজুরে ইহা প্রমাণ হয় যে দত্ত ও জয় করা দেশের মধ্যগত পঞ্চোত্তরার কোন কাছারীর নিযোজিত এ দেশীয় কোন কার্য্যকারক বিনারওয়ানাতে কোন প্রকার লবণ আমদানী কি রফ্তানীহওনের বিষয়ে আল্গী ও তাচ্ছল্য করিয়াছে তাহার উপর তাহার ছয় মাসের মাহিয়ানার অধিক না হয় এমত জরীমানা হইবেক ও সরকারের উকীলের দ্বারা ঐ জরীমানার সংখ্যাসম্বলিত বোর্ডের সাহেবেরদের দস্তখতী হুকুমনামার নকল দেওয়ানী আদালতে উপস্থিত হইলে আদালতের ডিক্রী জারীহওনের নির্দ্ধারিত মতানুসারে ঐ আদালতহইতে ঐ জরীমানার হুকুম জারী হইবেক ইতি।—১৮১০ সা। ১৭ আ। ৫ ধা।

অসঙ্গত প্রকারে লবণ আমদানী ও রফ্তানীহওনের বিষয়ে পঞ্চোত্তরার কাছারীর নিযুক্ত কোন কার্য্যকারক আলগী ও তাচ্ছল্য করিলে যে জরীমানা হইবেক তাহার কথা।

২২৫। এই ধারানুসারে পোলীসের দারোগা ও তহসীলদারদিগের প্রতি ক্ষমতা বরং হুকুম আছে যে মাসুলের সিরিস্তার সম্পর্কীয় কোন আমলার দরখাস্তঅনুসারে কিম্বা কাহার লেখা সমাচারমতে ইঙ্গরেজী ১৮১০ সালের ৯ আইনের ১৮ ধারার ৩ প্রকরণানুসারে যত লবণ তাহার সঙ্গে রওয়ানাথাকনবিনা জব্দের যোগ্য হয় তাহা ক্রোক্ করেন আর ঐ লবণ জব্দ হইলে ইঙ্গরেজী ১৮১০ সালের ৯ আইনের ৩৩ ধারানুসারে যে ইনামদেওনের নিরূপণ আছে তাহাই পাইবেক ইতি।—১৮১০ সা। ১৭ আ। ৬ ধা।

অসঙ্গত প্রকারে আমদানী ও রফ্তানীর লবণ ক্রোকের বিষয়ে সরকারের কার্য্যকারকদিগের সহকারের কথা।

২২৬। উপরের উক্ত ঐ কার্য্যকারকদিগের উচিত যে লবণ ক্রোক্

ঐ কার্য্যকারকদি

গের ক্রোককরা ল বণের বিষয়ে দাঁড়া র কথা।

করণের পরে ইঙ্গরেজী ২৪ চব্বিশ ঘড়ীর মধ্যে ঐ ক্রোক্সম্পর্কীয় সমস্ত বিবরণসম্বলিত কৈফিয়ৎসমেত তাহার সমাচার তাহারা যে সাহেবের তাবে থাকে তাঁহার হজুরে লিখিয়া পাঠায় ও যখন ঐ ক্রোকের সমাচার মাজিষ্ট্রেট্ সাহেব কিম্বা ভূমির মালগুজারীর কা লেক্টর সাহেবের হজুরে পঁহুছে তখন ঐ সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে তৎক্ষণাৎ ঐ কার্য্যকারকদিগের পাঠান কৈফিয়ৎ বোর্ড কমিস্যনরের সাহেবদিগের হজুরে পাঠান্ যে ঐ সাহেবলোকেরা ইঙ্গরেজী ১৮১০ সালের ৯ আইনের ৩৩ ধারানুসারে তাঁহারদিগের প্রতি যে ক্ষমতা র্পণ হইয়াছে তদনুসারে জব্দের বিষয়ে যাহা বিহিত বুঝেন্ তাহাই স্থির করেন্ ইতি।—১৮১০ সা। ১৭ আ। ৭ ধা।

বেহারের পশ্চি মস্থদেশে আমদানী হওয়া কি তাহার মধ্যদিয়া চালানহ ওয়া লাহুরী লবণে র উপর মোনকরা ১৷৷০ এবং পশ্চিম দেশজাত অন্য সক ল প্রকার লবণের উপর মোনকরা ১ টাকা করিয়া মাসু ল নিরূপণ হইবার কথা।

২২৭। এই আইন জারীহওনের তারিখঅবধি কোম্পানির নীলা মেতে ক্রয়করাভিন্ন অন্য সকল খাদ্য লবণ বেহারের পশ্চিমে থাকা ব্রিটনীয়ের তাবে কোন দেশে আমদানী হইলে কি তাহার মধ্যদিয়া চালান হইলে নীচের লিখিতব্য হারে তাহার উপর মাসুল লওয়া যাইবেক।

লাহুরী ও সাম্ভর ও দুদওয়ানী লবণের উপর .... মোনকরা ১৷৷০
অন্য সকল প্রকার লবণের উপর .... মোনকরা ১৲
—১৮২৯ সা। ১৬ আ। ৩ ধা। ১ প্র।

যে লবণ এখন র ওয়ানার সঙ্গে আ সিতেছে তাহা ঐ র ওয়ানার দ্বারা খর চকরণিয়ার নিকট পর্য্যন্ত এই মাসুল না দিয়া পঁহুছিবা র কথা।

২২৮। কিন্তু হুকুম আছে যে যে লবণ এখন রওয়ানাদ্বারা ঐ২ দেশ দিয়া চালান হইতেছে কিম্বা অন্য কোন প্রকার রওয়ানাতে আসিতেছে বারাণসের পশ্চিমে থাকা জিলা ও দেশে ঐ রওয়ানা পাইলে পর এই অতিরিক্ত মাসুল নির্দ্দিষ্টহওনের তারিখের পর বারাণসদেশে আনা না গেলে কি আনিবার উদ্যোগ না হইলে মা সুল না দিয়া তাহা খরচকরণিয়ার নিকট যাইতে পারিবেক এবং এই আইনের লিখিত ধারাতে যে অতিরিক্ত মাসুল নিরূপণ হয় তাহা লওয়া যাইবেক না ইতি।—১৮২৯ সা। ১৬ আ। ৩ ধা। ২ প্র।

বারাণসদেশে আ মদানীহওয়া লব ণের উপর মোনক রা ১৲ এক টাকা অতিরিক্ত মাসুল ল ওয়া যাইবার কথা।

২২৯। পূর্ব্বের লিখিত ১ প্রকরণের বিশেষ করিয়া লিখিত অতি রিক্ত মাসুল এই আইন জারীহওনের তারিখঅবধি কোম্পানির নী লামে ক্রয়করা লবণব্যতিরেকে অন্য সকল ভক্ষণীয় লবণ আলাহ বাদ জিলাহইতে বারাণসদেশেতে কি অন্য কোন প্রকারে ঐ জিল তে প্রবেশ হওনের সময়ে আশী সিক্কার ওজনী ফি মোনের উপর অতিরিক্ত ১৲ এক টাকা করিয়া মাসুল লওয়া যাইবেক ইতি।—১৮২৯ সা। ১৬ আ। ৪ ধা।

২৩০। আলাহাবাদের মাসুলের কালেক্টর সাহেবকে এই ধারানুসারে ক্ষমতার্পণ হইল যে পূর্ব্বের লিখিত ধারার ধার্য্যকরা অতিরিক্ত মাসুল না দেওয়া গেলে লবণ স্থানান্তরে লইয়া যাইবার নিমিত্তে যে সকল নৌকা কি বলদ কি অন্য কোন বস্তুতে বোঝাই থাকে ঐ সকল আটক করেন্ এবং ঐ মাসুল পাইলে এবং এই আইনের ৩ ধারার ১ প্রকরণের নির্দ্দিষ্ট মাসুল দেওনবোধক রওয়ানা পাইলে ঐ দুইপ্রকার মাসুল পাওনবোধক বিশেষ এক রওয়ানা বারাণসদেশের নিমিত্তে দিবেন এবং ঐ রওয়ানা যে দিনে দেওয়া যায় সেই তারিখঅবধি প্রবল হইবেক এবং চলিত আইনের হুকুমানুসারে নূতন কি অংশং করণোপযুক্ত রওয়ানা তাহার বদলে দেওয়া যাইবেক কিন্তু নির্দ্দিষ্ট হইল যে বারাণসের নিমিত্তে বিশেষরূপে দেওয়া রওয়ানা অথবা নূতন করা রওয়ানা আলাহাবাদ কিম্বা অন্য স্থানে জারীহওনের অরিখঅবধি এক বৎসরের অতিরিক্ত কাল চলিবে না ইতি।—১৮২৯ সা। ১৬ আ। ৫ ধা।

আলাহাবাদের মাসুলের কালেক্টর সাহেব মাসুল না দেওনপর্য্যন্ত বারাণসদেশে লবণ বোঝাইথাকা নৌকাইত্যাদি আটক করিবার এবং ঐ দেশের নিমিত্তে বিশেষ রওয়ানা দিবার কথা।

রওয়ানার তারিখঅবধি এক বৎসরপর্য্যন্ত তাহা প্রবল থাকিবার কথা।

২৩১। ঐ প্রকারে বুন্দেলখণ্ডের মাসুলের কালেক্টর সাহেব কি মাসুলের কার্য্যভারাক্রান্ত অন্য সাহেব এবং মীরজাপুর ও বারাণস ও গাজীপুরের মাসুলের কালেক্টর সাহেব কি মাসুলের কার্য্যভারাক্রান্ত অন্য সাহেবেরা কলিকাতার সরকারী নীলামেতে ক্রয়করা লবণ অথবা আলাহাবাদের মাসুলের কাছারীহইতে উপরের লিখিত প্রকারে লওয়া রওয়ানাসম্বলিত কোন প্রকার খাদ্য লবণ তাঁহারদের কাছারীতে কিম্বা বারাণসদেশের সীমাতে এক্ষণে নিরূপিত কি ইহার পরে নিরূপণীয় তাঁহারদের কাছারীসম্পর্কীয় কোন চৌকীতে আটক করেন্ এবং এই আইনের নির্দ্দিষ্ট মাসুল লন এবং উপরের লিখিত মত বিশেষ রওয়ানা দেন্ এবং বারাণসদেশের মধ্যে কোন স্থানে আমদানী হইয়া যে সকল লবণ যাইতেছে ঐ সকল লবণের সঙ্গে উপরের লিখিতমত বিশেষ রওয়ানা না থাকিলে যদি সেই লবণ সীমাস্থ কোন চৌকীহইতে মাসুলের কাছারীতে মাসুলের কালেক্টর সাহেবের লিখিত অনুমতিপত্র পাওনপ্রযুক্ত পথে না লইয়া যায় তবে তাহা আটক করা যাইবেক এবং নিষিদ্ধ বাণিজ্য বস্তু জব্দকরণের হুকুমমতে সরকারে জব্দকরা যাইবেক ইতি।—১৮২৯ সা। ১৬ আ। ৬ ধা।

বারাণসের সীমার থানাতে থাকা অন্যং কালেক্টর সাহেবেরা এ আইনের নির্দ্দিষ্ট ঐ প্রকার অতিরিক্ত মাসুল লইবার এবং রওয়ানা দিবার কথা।

বারাণসে পাওয়া লবণের সহিত বিশেষ রওয়ানা না থাকিলে তাহা জব্দ করা যাইবার কথা।

২৩২। এই ধারার দ্বারা রাজস্বের কমিস্যনর সাহেবদিগকে মাসুল ও লবণ ও আফীমের বোর্ডের সাহেবদিগের সম্মতিক্রমে ক্ষমতার্পণ হইতেছে যে তাঁহারা চলন আইনের মধ্যে তাহার অন্যথা কি তাহার প্রতিকূল কোন কথা থাকিলেও বারাণসদেশের সীমাসকলে আইনবিরুদ্ধ আমদানী না হয় কি ঐ দেশ দিয়া না লইয়া যায় এই নিমিত্তে যেং স্থানেতে চৌকীর আবশ্যক সেইং স্থানে চৌকী বসান্ এবং ঐ প্রকারে বারাণসদেশে এবং গোরক্ষপুর জিলার পশ্চিমে থাকা দেশে আমদানী কি চালানকরা লবণের উপর এই আইনেতে

রাজস্বের কমিস্যনর সাহেবেরা মাসুলের বোর্ডের সাহেবদিগের সম্মতিক্রমে আবশ্যক স্থানে চৌকীবসাইবার কথা।

যেং মাসুল নির্দ্দিষ্ট হইল তাহাতে জাত রাজস্ব রক্ষা করিবার আব শ্যক চৌকী ঐ কর্ম্মের আবশ্যক স্থান ও ঘাট ও পথ এবং অন্যং স্থানে বসাইতে ক্ষমতাপন্ন হইলেন ইতি।—১৮২৯ সা। ১৬ আ। ৭ ধা।

গোরক্ষপুর বারাণসদেশের মাসুল এবং তাহালওনের হুকুমের অধীনহই বার কথা।

২৩৩। সরকারী নীলামেতে ক্রয়করা লবণ এবং বারাণসদেশের নিমিত্তে বিশেষরূপে দেওয়া রওয়ানাসম্বলিত লবণব্যতিরেকে অযোধ্যা কি অন্য কোন দেশহইতে যে ভক্ষণীয় লবণ গোরক্ষপুর জিলায় প্রবেশ হয় তাহার উপর এই আইনের ৩ ধারার ১ প্রকরণের নির্দ্দিষ্ট মাসুল এবং এই আইনের ৪ ধারার মধ্যে বারাণসদেশের নিমিত্তে যে অতিরিক্ত মাসুল নির্দ্দিষ্ট হইল তাহা লওয়া যাইবেক এবং এই আইনের ঐ ৪ ধারার কথা এবং ঐ অতিরিক্ত মাসুল নির্দ্দেশবিষয়ে ইহার পরে যে কথা লেখা যাইবেক ঐ কথাতেও জানান যাইতেছে যে তাহা এই ধারার দ্বারা বারাণসদেশে অন্যং স্থানের ন্যায় গোরক্ষ পুরের জিলার সহিত সম্পর্ক রাখে ইতি।—১৮২৯ সা ১৬ আ। ৯ ধা।

ইঙ্গরেজী ১৮২৯ সালের ১০ আইনের ৫০ ধারার হুকুম জিলা গোরক্ষপুর ও বেহারের লাগা ও অন্য জিলার সহিত সম্পর্ক রাখিবার কথা।

২৩৪। এই ধারাক্রমে জানান ও হুকুম করা যাইতেছে যে ইঙ্গরেজী ১৮১৯ সালের ১০ আইনের ৫০ ধারার যেং হুকুম জিলা শহাবাদ ও বারাণসের সীমার বাহির আট ক্রোশের মধ্যে কোন স্থানে ঐ আইনের ঐ ধারার পূর্ব্ব ধারার বিশেষ করিয়া লিখিত কোন প্রকার লবণ এক ক্ষেপে ১ এক মোনের অধিক আমদানী কি স্থানান্তর করিতে কি রাখিতে নিষেধ করা গিয়াছে এবং ঐ নিষেধের ব্যতিক্রমে আমদানীহওয়া কি স্থানান্তরকরা কি রাখা সকল লবণ ক্রোক ও জব্দকরণের যোগ্য হয় সেইং হুকুম ঐ আইনের লিখিত কোন প্রকার লবণ এক ক্ষেপে ১ এক মোনের অধিক জিলা গোরক্ষপুরের [illegible] এই রাজধানীর তাবে অন্য যে কোন জিলা সুবে বেহারের [illegible]গাও হয় তাহার বাহির আট ক্রোশের মধ্যে আমদানী কি স্থানান্তরকরণের কি রাখণের সহিত সম্পর্ক রাখিবেক ইতি।—১৮২৬ সা। ১০ আ। ২ ধা।

বেহারের সীমার আটক্রোশের মধ্যে লবণ রাখার নিষেধক ১৮২৬ সালের ১০ আইনের কথা প্রবল থাকিবার কথা।

২৩৫। ইঙ্গরেজী ১৮২৬ সালের ১০ আইনের লিখিত হুকুমক্রমে ঐ আইনের লিখিত লবণের এক মোনের অধিক গোরক্ষপুরের ও বেহারের নিকটস্থ অন্য কোন জিলার পূর্ব্ব সীমার আট ক্রোশের মধ্যে আমদানীহওয়া কি চালানকরা কি কোন স্থানে রাখার নিষেধ হয় এই আইনের লিখিত কোন কথা তাহার বিরুদ্ধ হইলেও সম্পূর্ণরূপে প্রবল থাকিবেক ইতি।—১৮২৯ সা। ১৬ আ। ১০ ধা।

১৬ ধারা।

কোনং শহর বা নগরে লবণ আমদানী হইলে যে মাসুল লাগিবে তাহা।

২৩৬। এই আইন জারীহওনের তারিখঅবধি শহর কলিকাতাতে সরকারের নীলামে বিক্রয়হওয়া লবণব্যতিরিক্ত অন্য নানাপ্রকার লবণ বারাণস শহরেতে ও আগ্রা ও ফরোখাবাদ ও আলাহাবাদ ও বরেলী ও মীরজাপুর ও গোরক্ষপুর ও বান্দা ও কানপুর ও ময়নপুরী ও কোল ও মুরাদাবাদ ও মিরঠ এই সকল কস্বাতে আমদানী হওনের সময়ে তাহার উপর নীচের বেওরাকরা হারেতে মাসুল লওয়া যাইবেক ইতি।

তফসীল অর্থাৎ বেওরা।

লাহুরী লবণের মোনকরা।	১৲
...ম্বুর ও দুদওয়ালী লবণের উপর মোনকরা।	৷৷০
বালম্বা ও সালম্বা ও ফরুবাহ ও বোড়াড়ী লবণের উপর ও কলিকাতাতে সরকারের নীলামে বিক্রয়হওয়াব্যতিরেকে আর নানাপ্রকার ভক্ষণীয় অর্থাৎ খাইবার লবণের উপর মোনকরা।	৷০

—১৮১০ সা। ১০ আ। ৩ ধা। ২ প্র।

২৩৭। জানা কর্ত্তব্য যে উপরের প্রকরণসকলের স্পষ্ট করিয়া লেখা জিনিস উপরের লিখিত শহর ও কস্বাতে বিক্রয় করিবার কিম্বা রাখিবার অথবা ঐ২ মোকামেতে খরচ করিবার নিমিত্তে আমদানীহওনের সময়ে তাহার উপর ঐ প্রকরণের নির্দ্ধারিত মাসুল লাগিবেক ও তাহা এক শহর কি কসবাহইতে অন্য কোন শহর কি কস্বাতে লইয়া যাওনের সময়ে পথের মধ্যেতে পরমিটের কোন মাসুল লওয়া যাইবেক না ইতি।—১৮১০ সা। ১০ আ। ৩ ধা। ৩ প্র।

এক শহর কি কসবাহইতে অন্য শহর কি কসবাতে লইয়া যাওনের সময়ে জিনিসের উপর মাসুল না লওয়া যাইবার কথা।

২৩৮। চলন আইনানুসারে যে ভক্ষণীয় লবণ খরচের নিমিত্তে বারাণস ও মীরজাপুর ও গাজীপুরে আমদানীহওনের সময়ে ঐ২ নগরে তাহার উপর যে মাসুল লইতে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহা ৩ ধারাক্রমে মৌকুফ হইল এবং উপরের লিখিত ঐ দুই প্রকার মাসু দেওন বোধক রওয়ানাসম্বলিত লবণ অন্য কোন মাসুল না দিয়া খরচের নিমিত্তে বারাণসদেশস্থ কোন শহর কি স্থানে চালান করা যাইতে পারে ইতি।—১৮২৯ সা। ১৬ আ। ৮ ধা।

শহরের নিরূপিত মাসুল পশ্চিম দেশোৎপন্ন লবণের উপর বারাণসদেশে মৌকুফ হইবার কথা।

২৩৯। শহর কলিকাতাছাড়া আর সর্ব্বত্র এই আইনের নির্দ্ধারিত পরমিটের মাসুলসকল বোর্ড রেবিনিউর ও বোর্ড কমিস্যান

শহরকলিকাতা ভিন্ন অন্যত্র পরমি

টের মাসুল মালগুজারীর কালেক্টর সাহেবদিগের দ্বারা ইজারা দেওয়া যাইবার কথা।

রের সাহেবদিগের ভাবে ও অনুমতিক্রমে তাঁহারদিগের হুকুমতের ভাবে অর্থাৎ ব্যাপ্য দেশসকলের দৃষ্টে সরকারের মঞ্জুরীমতে হয় ভূমির মালগুজারীর কালেক্টর সাহেবদিগের দ্বারা নির্ণীত মিয়াদে ইজারা দেওয়া যাইবেক অথবা ঐ কালেক্টর সাহেবদিগের নিযুক্ত করা কার্য্যকারকেরদিগের দ্বারা খাসেতে তহসীল হইবেক পরে প্রথম প্রকারেতে এতাবতা ইজারা দিতে হইলে ইজারার মিয়াদ এক বৎসর কি তাহাহইতে অধিক ঐ বোর্ডের সাহেবদিগের বিবেচনাক্রমে হইবেক ও ভূমি ইজারার দরখাস্ত তলব করা যাওনের মতানুসারে মাসুল ইজারার দরখাস্ত তলবের অর্থে ইশ্‌তিহার দেওয়া যাইবেক ইতি।—১৮১০ সা।১০ আ। ৪ ধা।

২৪০। সরকারের নীলামেতে যে লবণ বিক্রয় হইয়া থাকে তাহা ভিন্ন অন্য লবণের উপর বারাণসদেশে ও তাহার পশ্চিমের দেশ সকলেতে সরকারের ও পরমিটের দুই মাসুল দেওয়া আবশ্যক এমতে বারাণসশহর ও আগরা ও ফরোখাবাদ ও আলাহাবাদ ও বরেলী ও মীরজাপুর ও গোরক্ষপুর ও বান্দা ও কানপুর ও ময়নপুরী ও কোল ও মুরাদাবাদ ও মিরঠ এই সকল কস্‌বার পরমিটের মাসুলের ইজারদারের প্রতি অনুমতি থাকিবেক যে সরকারের নীলামে বিক্রয়হওয়াছাড়া আর নানাপ্রকার লবণ বেচিবার কি রাখিবার অথবা খরচ করিবার নিমিত্তে আমদানী হইতে হইলে তাহার সঙ্গে রওয়ানাথাকে বা না থাকে তাহার উপর নির্দ্ধারিত মাসুল লয় কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে এই আইনের লিখিত কথাসকলের অনুসারে নীচের লিখিত বেওরাক্রমের শহর ও কস্‌বাসকলেতে কোন প্রকার লবণ আমদানী হইবার সময়ে কোন প্রকারে কিছু মাসুল লওয়া সঙ্গত হইবেক না ইতি।

শহর ও কস্‌বার তফসীল অর্থাৎ বেওরা।

কলিকাতা। মুরশিদাবাদ। পাটনা। জাহাঁগীরনগর। মেদিনীপুর। বর্দ্ধমান। হুগলী। কৃষ্ণনগর। যশোহর। নাটুর। দিনাজপুর। কুমিল্লা। ইস্‌লামাবাদ। নসীরাবাদ। রঙ্গপুর। পুরণিয়া। সিলহট্ট। ভাগলপুর। মুজঃফরপুর। ছাপরা। আরা। গয়া। —১৮১০ সা। ১০ আ। ৯ ধা। ২ প্র।

কোন২ শহর ও কসবার পরমিটের মাসুল তহসীলের দাঁড়ার কথা।

২৪১। ইঙ্গরেজী ১৮১০ সালের ১০ আইনের লিখিত দাঁড়া শুধরণেতে এই ধারানুসারে এমত নির্দ্দিষ্ট হইল যে বারাণসদেশে ও মুরশিদাবাদ ও পাটনা ও ঢাকা ও আগরা ও ফরোখাবাদ ও আলাহাবাদ ও হুগলী ও ইস্‌লামাবাদ ও মীরজাপুর ও কানপুর ও মিরঠেতে পরমিটের মাসুলতহসীলের ভার ভূমির মালগুজারীর কালেক্টর সাহেবদিগের প্রতি ছিল উত্তরকালে ঐ মোকামসকলের সরকারী মাসুলের কালেক্টর ও ডেপুটী কালেক্টর সাহেবদিগের দ্বারা তহসীল হইবেক ইতি।—১৮১০ সা। ১৭ আ। ৮ ধা।